পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক উচ্চতর ও বহুমুখী বিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত।

আয়ুর্ব্বেদীয়

ফলিত চিকিৎসাবিধান

ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখার্জী এম্. এস্-সি, ডি. ফিল.

স্যার পি, সি, রায় রিসার্চ্চ ফেলো

(কলিকাতা ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজ)

প্রকাশক

শ্রীদাশরথি নন্দী।

১০নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ৪৲ টাকা মাত্র।

পুনর্মুদ্রণ—ডিসেম্বর, ১৯৪৯

প্রাপ্তিস্থান—চাটার্জ্জি পাবলিশার্স
১৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর : শ্রীমাণিকলাল ভট্টাচার্য্য
শ্রীশিবদুর্গা প্রেস
১৩সি, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র।

(বর্ণমালানুসারে)

অর্ক লবণ ... ২৯২
অর্ক তৈল ... ৩২০
অকাল বুভুক্ষা চিকিৎসা ৮৫
অর্কেশ্বর ... ১০৫
অগদঙ্কার ... ২২৮
অগস্ত্য হরীতকী ... ১১৭-১১৮
অগ্নিকুমার রস ... ৮৩
অগ্নিপ্রভা বটী ... ২২৯
অগ্নিমুখ মণ্ডুর ... ৩০৮
অগ্নিকার ঘৃত ... ৩১০
অগ্নিমান্দ্যাদি চিকিৎসা ... ৭৯-৮০
অগ্নিমুখ লৌহ ... ৭৪
অগ্নিমুখ চূর্ণ ... ৮১
অঙ্গশোষ চিকিৎসা ১৭৯
অঙ্গারক তৈল ... ৪৩
অর্জুন ঘৃত ... ২৫৭
অঞ্জনাদি লেপ ... ৩১৯
অতিসার চিকিৎসা ৫৩
অত্যগ্নি চিকিৎসা ৮৫
অর্দ্দিত চিকিৎসা ১৬৪
[illegible] নাড়ীশ্বর ... ৪৮
[illegible] ... ৩০১
[illegible] ... ৪৮
[illegible] বিধি ... ৮২
[illegible] জ্বর ... ৬৯
অপতানক চিকিৎসা ... ১৭৩
[illegible] ... [illegible]
অপতন্ত্রক ... ১৭৩
অপস্মার চিকিৎসা ১৪১
অপামার্গ তৈল ... ৩৩৪
অপুনরাবর্ত্তক চূর্ণ ... [illegible]
অববাহুক চিকিৎসা ১৬৬
অবিধেয় ব্যক্তিগণ ... ১২
অবিপত্তিকর চূর্ণ ... ৩৪১—৩৪২
অভয়া লবণ ... ২৯৭
অভয়াদ্য মোদক ... ১৪৩
অন্ন মাংস বিধি ... ৩৯৩
অমৃতাদি [illegible] ... ৪২১
অমৃতপ্রাশ ঘৃত ১১০, ১৬০, ১৬১, ৩৮১
অমৃতার্ণব রস ... ১১৫
অমৃতাঙ্কুর লৌহ ... ১৯০, ৫৩২
অমৃতা গুগ্গুলু ... ৫৩৪
অমৃতাঙ্কুর বটী ... ৫৪৯
অমৃতাদিকষায় ২৩৯, ৩৪০, ৩৪৫
অমৃতীকরণ ... ৩৯৪
অম্লপিত্ত চিকিৎসা ৩৪০
অম্লপিত্তহর বটী ... ২১৪
অম্লপিত্তান্তক গুটিকা ... ৩৪২
অম্লপিত্তান্তক মোদক ... ৩৪[illegible]
অম্লপিত্তান্তক লৌহ ... ৩৪[illegible]
অম্লপিত্তারি চূর্ণ ... ৩৪৪
অরুংষিকা চিকিৎসা ৩৫০
অরুণ [illegible] ... ২৩৬

অরোচক চিকিৎসা ১২৭-১২৮
অলস চিকিৎসা ৩২৮
অশোক কাথ ... ৩৬৫
অশোক ঘৃত ... ৩৬৬
অশোকারিষ্ট ... ৩৬৮
অর্শঃকুঠার বটী ... ৭৩
অশ্মরী চিকিৎসা ২৫১-২৫৭
অশ্বগন্ধাদি কষায় ... ১০৮
অশ্বগন্ধাঘৃত ... ১৯৯
অশ্বগন্ধা তৈল ... ১৬৯-৩৮৩
অংসশোষ চিকিৎসা ১৬৭
অষ্টকটুর তৈল ... ১৬৫
অষ্টধাতু ... ৩৭৬
অষ্টবর্গ ... ৪০২
অষ্টাবক্র রস ... ২৮৬
অষ্টাঙ্গাবলেহিকা ... ১৮
অষ্টাদশাঙ্গ কষায় ... ২৯
অষ্টাঙ্গ ধূপ ... ৩০
অষ্টাঙ্গলবণ ... ৩১
অষ্টাদশশতিক প্রসারিণী তৈল ... ১৭০
অষ্ঠীলিকা চিকিৎসা ১৮২
অসাধ্য লক্ষণ ... ৩২৪
অস্বেদজ ব্যাধি ... ৪
অহিফেনাসব ... ৬০
অহিফেন শুদ্ধি ... ৩৯০

(আ)

আকারকরভাদি গুড়িকা ... ৩৮০
আগার ধূমাদ্য তৈল ... ৩১৩
আঙ্গুলহারা চিকিৎসা ৩৪৮
আগন্তু ব্যাধি ... ২
আর্দ্র রস ... ১১৪
আর্দ্রক ক্ষার ... ২৯১
আদিত্যপাক গুগ্গুলু ... ১৫৩
আধ্মান চিকিৎসা ... ১৮১
আনন্দ মোদক ... ২৩৪
আনন্দ ভৈরব রস ... ২৭৩
আমবাত চিকিৎসা ... ১৯৫
আমবাত গজসিংহ মোদক ... ১৯৯
আমবাতারি বটিকা ... ১৯৯
আমপ্রমাথিনী বটিকা ... ২০০
আমবাতাদ্রি বজ্র রস ... ২০১
আমবাতের বিশেষ তৈল ২০১
আমরাক্ষসী ... ৫৪
আমাজীর্ণ চিকিৎসা ... ৮৪
আরগ্বধাদি তৈল ... ৩৬৮
আরুকুশী বীজ শুদ্ধি ... ৩৯৭
আরোগ্যলক্ষণ ... ৩৯
আসব ... ৪০১
আয়ুর্বেদ শব্দের নিরুক্তি ১
আয়ুর্বেদের বিষয় বর্ণনা ... ২

(ই)

ইচ্ছাভেদী ২৫, ১১৭, ২৮৬
ইন্দুবটী ... ২৬৭
ইন্দ্রলুপ্ত চিকিৎসা (টাক) ৩৪৯
ইন্দ্রাদি চূর্ণ ... ৫৮

(উ)

উত্তান বাতব্যাধি ... ১৮৬
[illegible] ... ৬০২
উদরী ... ২৮৬
উদ্বর্ত্তন সংস্কার ... ২১৭
উন্মাদ চিকিৎসা ১৩৫-১৪১
উন্মাদ গজাঙ্কুশ ... ১৩৯
উন্মাদহর তৈল ... ১৪০
উপনাহ ... ৩৫৪

উপদংশ চিকিৎসা		৩২০
উপদংশহর কষায়	...	৩১২
উপক্রম লক্ষণ	...	৭
উশীরাসব	...	১০৩
উশীরাদ্য তৈল	...	১৪০
উৎপলাদি চূর্ণ	...	৩৫৬
(ঊ)		
ঊরুস্তম্ভ চিকিৎসা		১৯৪
ঊর্দ্ধকাদিগণ	...	২৫২
(ঋ)		
ঋতু হরীতকী	...	৩৮৫-৩৯৬
এ		
একাঙ্গবটী	...	২৪
এরণ্ড দ্বাদশক	...	২১০
এলাদি চূর্ণ		১৩০, ২৩৯, ২৬৩
এলাদি কাথ	...	২৮০, ২৪৩
এলারিষ্ট	...	২৪৫
এলাদি কষায়		৪৮, ২৫৩
এলাদিগণ	...	২৮০
এলাদি গুড়িকা	...	২৯
ঐ		
ঐন্দ্র রসায়ন		৩৮৫
ক		
কচ্ছু চিকিৎসা	...	৩২৮
কজ্জলী বিধি	...	৩৯১
কণ্টকাবলেহ	...	৬৯-৭০
কণ্টকারী পঞ্চমূল	...	২৮৪
কণ্টকারী ঘৃত	...	৯২৬
কণাদি কষায়	...	৫৫
কদল্যাদি ঘৃত	...	৩৮৫
কুঙ্কুম বিন্দুঘৃত	...	৩৩২
কনকক্ষীর তৈল	...	৫৩৪
কন্দর্পসার তৈল	...	৩১০
কফচিন্তামণি	...	১৩
কফজ্বর চিকিৎসা		২২
কফ কাস চিকিৎসা		১১৫-১১৬
কফ শূল চিকিৎসা		২০৭
কচুর তৈল	...	৫১৮
করবীরাদ্য তৈল	...	৫২০
কনকাদি তৈল	...	৩২৩
করঞ্জ তৈল	...	৬৫
কর্ণরোগ	...	৩৫৪
কর্পূর রস	...	৫৪
কর্পূরাদি গুড়িকা	...	১৫৮
কলহংস	...	১২৭
কলম্বাবটী	...	৩০৭
কাঞ্চনাদি কষায়	...	৪৪
কপিত্থাদি চূর্ণ	...	৩৫৪
কস্তূরী বটী	...	৬৫
কল্যাণ গুড়	...	৬৫
কল্যাণ লেহ	...	৬১
কল্যাণ লবণ	—	১৬০
কল্যাণক লেহ	...	১৬৬
কষায়	...	৪০
কষায় পাকার্থ দ্রব্য ও নিয়ম		১২
কস্তূরী ভূষণ	...	২৯
কস্তূরী মোদক	...	২৭৮
কংস হরীতকী	...	৩০৭
কামেশ্বর গুড়িকা	...	২২৪
কামেশ্বর মোদক	...	৭৮
কাঞ্জিক সন্ধান বিধি	...	৬৫
কাঞ্জিক তৈল	...	১৩৫
কাণ্ড লবণ	...	১৫০

বিষয়		পৃষ্ঠা
কাহলা	...	৯২
কামদেব ঘৃত	...	১০২, ১৬০
কাশেশ্বর মোদক	...	৬৭
কাল মেঘ	...	১২৯
কালাগ্নি রস	...	১০৯
কালাগ্নিরুদ্র রস	...	১০৪
কাস চিকিৎসা		১১৫
কাসকুঠার রস	...	১১৮
কাসীসাদি তৈল	...	৭৮
কাংস্য মারণ বিধি	...	৩৯৬
কিসমাদি তৈল	...	৪৩
কীট মর্দন	...	৯২
কুকুন্দাদ্য ঘৃত	...	৩৫৪
কুক্কুমাদ্য তৈল	...	৩৪৯
কুটজা ঘটি	...	১৯৮
কুটজ ছাল	...	৫১
কুটজ রস	...	৭৪
কুটজাবলেহ	...	৫৪
কুটজাষ্টক	...	৫৫
কুটজাদি কষায়	...	৫৫, ৫৬
কুটজ পুটপাক	...	৫৭
কুটজারিষ্ট	...	৬০
কুটী প্রাবেশিক বিধি	...	৩৮৫
কুব্জ চিকিৎসা		১৭৯-১৮০
কুব্জ প্রসারিণী তৈল	...	১৮৫
কুব্জ বিনোদ রস	...	১৭৯
কুমার কল্পদ্রুম ঘৃত	...	৩৭০
কুমারিকাবটি	...	৩৫৭
কুমুদেশ্বর	...	১৩০-১৩১
কুষ্ঠ ঘৃত	...	১৩১
কুম্ভীকাদ্য তৈল	...	৩১৮
কুঙ্কুমাদ্য তৈল	...	১৫৪
কুষ্ঠঘ্ন রস	...	২১৩
কুষ্মাণ্ড ঘৃত	...	২৫৩
কুষ্ঠাদি তৈল	...	২৫৭
কুশাদি পঞ্চমূল	...	১৩৪
কুশাদিগণ	...	২৫৩
কুশাবলেহ	...	১৭৩
কুশাদ্য ঘৃত	...	২৫৪
কুষ্ঠ চিকিৎসা		৩২৪-৩২৫
কুষ্ঠ হর প্রলেপ	...	৩২৫
কুষ্ঠ রাক্ষস তৈল	...	৩২৬
কুষ্ঠাদি তৈল	...	১৯৪, ১৫৫
কুষ্মাণ্ড খণ্ড	...	১০০
কৃষ্ণ চতুর্মুখ	...	১৫৪
কৃষ্ণ সর্প তৈল	...	৩৩৮
কৃষ্ণ চূর্ণ	...	৩৭
কেতক্যাদি তৈল	...	১৫৮
কেশরঞ্জক ক্ষার	...	৬০
কৈশোর গুগ্গুলু	...	১৯৩
কোলাদি চূর্ণ	...	১২৯
কোষ্ঠস্থ বায়ুর চিকিৎসা		১৪৫
কোশতক্যাদি তৈল	...	৩২০
কোটজ লেহ	...	৭৩
কোপজল	...	৩২৪
ক্রিমি চিকিৎসা		৯০
ক্রিমি মুদ্গর	...	৯২
ক্রোষ্টুক শীর্ষ চিকিৎসা		১৭৬
(খ)		
খণ্ডকাদ্য লৌহ	...	১০৬
খণ্ডকুষ্মাণ্ডক	...	৩৯২
খদিরাদি বটী	...	২১৩
খদিরারিষ্ট	...	৩৩৮, ৩৪৮

বিষয়		পৃষ্ঠা
খদিরাদি বটী	...	৩৫১
খর্পরমারণ বিধি	...	৩৯৬
খল্লী চিকিৎসা		**১৭৭**
খল্লী তৈল	...	৮৯
খরক ·ষ্মক তৈল	...	১৯২
গ		
গজপুট	...	৩৯৩
গন্ধক যোগ	...	৩৯২
গন্ধপাক দ্রব্য	...	৪০০
গন্ধকশোধন বিধি	...	৩৯১
গর্ভপ্রদ ঔষধ	...	৩৭০
গর্ভপীযূষবল্লী রস	...	৩৭৩
গর্ভবিলাস তৈল	...	৩৭১
গম্ভীর বাতব্যাধি	...	১৮৬
গম্ভীরারক্ত	...	১৯৪
গলৎকুষ্ঠ চিকিৎসা		**৩৩৬**
গলৎকুষ্ঠারি রস	...	৩৩৭
গায়ত্র্যাদি কষায়	...	৩১৩
গুগ্‌গুলু প্রলেপ	...	৩১৮
গুগ্‌গুলু শুদ্ধি	...	৩৯৮
গুঞ্জাবীজ শুদ্ধি	...	৩৯৭
গুঞ্জাভদ্র রস	...	১৯৫
গুণমহোদধি	...	১১৯
গুড়ূচ্যাদি কষায়	...	১২৯
গুল্ম চিকিৎসা		**২২২**
গুল্মশার্দ্দূল রস	...	২২৪
গুড় পিপ্পলী	...	২৩৭
গুড়ূচি ঘৃত	...	১৯১
গুড়ূচি তৈল	...	১৯১
গুড়াষ্টক	...	২১৭
গুড়ূচ্যাদি কাথ	...	২৫
গুড়ূচ্যাদি লৌহ	...	১৯০
গুড়ূচ মোদক	...	৩৯
গ্রহণী চিকিৎসা		**৬২**
গ্রহণী শার্দ্দূলচূর্ণ	...	৬৭
গ্রহণী শার্দ্দূল বটী	...	৬৮
গ্রহণী কপাট রস	...	৬৮
গ্রহণী বজ্রক্ষার	...	৭০
গুড় ভল্লাতক	...	৭৫
গৃধ্রসী চিকিৎসা	...	**১৭৬**
গোধূমাদ্য ঘৃত	...	১৫৯-১৬০
গোক্ষুরাদ্য ঘৃত	...	২৩৮, ২৪৭
গোক্ষুরাদি কাথ	...	২৩২-২৪১
গোক্ষুরাদ্য লৌহ	...	২৪১
গৌরাঙ্গ ঘৃত	...	৩৭৫
ঘ		
ঘনাদি বটী	...	৮৮
ঘৃতের মূর্চ্ছা প্রণালী	...	৪০০
চ		
চক্রাখ্য রস	...	৭৭
চণ্ড ভৈরব রস	...	১৯০
চন্দ্রেশ্বর রস	...	২৪
চতুর্দশাঙ্গ	...	১৯
চতুর্থক জ্বর	...	৩২
চতুর্থকারি রস	...	৩৩
চতুঃসম	...	৮৪
চতুর্জাতক	...	৪০২
চতুর্ভুজ রস	...	১৩৯
চতুঃস্নেহ	...	১৮০
চন্দ্রাদি লৌহ	...	৪১
চন্দনাদি কষায়	...	১০৩
চন্দনাদি তৈল	...	১০৮
চন্দনাসব	...	২৬৮
চন্দনাদ্য তৈল	...	১১৮ ৩৫০

বিষয়		পৃষ্ঠা
চন্দনাদি ক্বাথ	...	১৫৫
চন্দ্রপ্রভা বটিকা	...	২৬৫
চন্দ্রপুষ্টি রস	...	২৬৭
চন্দ্রকলা	...	২৬৭
চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা	...	৭৮
চন্দ্রপ্রভা	...	২৭৬
চন্দ্র সঞ্জ রস	...	২৮২, ৩৫১
চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তি	...	৩৫৮
চন্দ্রামৃত রস	...	১১৩
চন্দ্রামৃত লৌহ	...	১১৬
চন্দ্রোদয় বর্ত্তি	...	৩৫৭
চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ	...	৩৬২
চব্যাদি কষায়	...	৫৬
চব্যাদি চূর্ণ	...	১২৬
চর্ম্মকুষ্ঠ চিকিৎসা		৩২৮
চর্ম্মদল চিকিৎসা		৩২৮
চ্যবনপ্রাশ	...	১০৯
চাঙ্গেরী ঘৃত	...	৬৪
চিত্রক ঘৃত	...	২৯০,৩১০
চিত্রকাদি কষায়	...	৫৭
চিত্রকাদি লৌহ	...	৬০২
চিত্রকাদি গুড়িকা	...	৬৪
চিত্রকাদ্য ঘৃত	...	২৪৯
চিন্তামণি রস	...	১১০
চিন্তামণি চতুর্মুখ	...	২৫১
চুক্রসন্ধান বিধি	...	৬৫
চিত্তিকর রস	...	১৫৮
চূড়ামণি রস	...	৩৬
চৈতস ঘৃত	...	১৫৮
চৌষটী মকরধ্বজ	...	৩৮৩

(ছ)

ছর্দ্দি চিকিৎসা		১২৮—১৩০
ছর্দ্দি রোগীর কুলক্ষণ	...	১২৯
ছাগলাদ্য ঘৃত	...	১০৮,১৫৬

(জ)

জলম বিশুদ্ধি	...	৩৯৭
জম্ব্বাদি বটী	...	২৭
জয়পাল বীজ শুদ্ধি	...	৩৯১
জয়মঙ্গল রস	...	৩৫
জ্বর চিকিৎসা		১১-১৯
জ্বরনাশক দ্রব্য	...	১৮
জ্বরকুল চিন্তামণি	...	৪২
জ্বরাতিসার	...	৫১
জ্বরের অসাধ্য লক্ষণ	...	৫০
জ্বরের অবস্থা বিজ্ঞান	...	৫৯
জ্বরের উপদ্রব	...	৫১
জাত্যাদ্য ঘৃত	...	১১৬
জিহ্বাস্তম্ভ চিকিৎসা		১৬৬
জীবনীয় ঘৃত	...	২২৯
জীবনীয় দশক	...	৪০২
জীবনীয়গণ	...	৪০২
জীবকাদি অষ্টবর্গ	...	৪০২
জীরকাদি মোদক	...	৩৭২,৩৭৫
জীরকাদি চূর্ণ	...	৬৭
জীর্ণ জ্বর	...	৪০

ঝ

ঝিন ঝিনি বাত চিকিৎসা		১৮৩

ড

ডামরেশ্বরাভ্র	...	১২০

ত

তক্রারিষ্ট	...	৬৯
তাম্র ভস্মবিধি	...	৩৯৪
তারকেশ্বর রস	...	২৪১,২৫০,২৮৪
তালকেশ্বর রস	...	১৭৮,২৮৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
তালীশ চূর্ণ	...	১০৮
তিক্তষট্পলক	...	১৯৭
তিক্তক ঘৃত	...	৩১১
তিক্তেক্ষ্বাদি তৈল	...	৩১৪
তিক্তষট্পলক ঘৃত	...	৩১১
তিক্তা ঘৃত	...	৩১৬
তিক্ত বটী	...	৯৮
তিলাদি লেহ	...	৩১৯
[illegible] কাথ	...	৫০৬
[illegible]	...	১৪১
[illegible]	...	৩৯৯-৪০০
[illegible]	...	৮০৭
[illegible]	...	১৪৯
[illegible]	...	২১৮
[illegible]	...	১৩৩,৭৫০
[illegible] লৌহ	...	১৫৯
[illegible] ঘৃত ও তৈল	..	২৭০
[illegible]	...	২৪৪
[illegible] রস	..	২১৪
[illegible]	...	৪০২
[illegible] রস	...	২৪২
[illegible] রস	...	২৯
[illegible] লৌহ	...	৪০০
ত্রিফলা	...	৪৮২
ত্রিফলা রসায়ন	...	৫৮৫
ত্রিফলাদি যোগ	...	২৮৪
ত্রিফলা ঘৃত	...	৩১৫ ৩৭২
ত্রিফলা কল্ক	..	২০
ত্রিফলাদি বটী	...	৩৮৫
ত্রিবিক্রম রস	...	২৫৬
ত্রিবৃৎ চূর্ণ	...	২১৭
ত্রিকটাদি মোদক	...	৯৭
ত্রিশতী প্রসারিণী তৈল	...	১১৫

বিষয়		পৃষ্ঠা
[illegible]	...	৪০২
[illegible] রস	...	৩৯
তৈ[illegible] ঘৃত	...	৩৭৮
ত্রৈলোক্য চিন্তামণি		৪৫, ১৫৭, ১৫৮
ত্রৈলোক্য[illegible] রস	...	৯৫, ১৬৭
[illegible] ঘৃত	...	২৫৮
[illegible]	...	১৮৩
[illegible] লৌহ	...	৩০৮
[illegible]		৯৮, ৩৮৪, ৪০২
[illegible] ঘৃত	...	২৫৭
[illegible]	...	৩৮
তৃষ্ণা চিকিৎসা		১৩৫

(দ)

দন্তরোগাধিকার চিকিৎসা		১৭৫
দন্ত সংস্কার চূর্ণ	...	৩৫১
দশাঙ্গ	...	৭৫
[illegible]	...	২২৩
[illegible] প্রলেপ	...	৩২৫
দশমূল	..	১৬, ৪০২
দশমূল[illegible] ঘৃত	...	৪৪, ২৮৮
দশমূল [illegible]	...	৬৯
দশমূল হরীতকী	...	৩০৭
দশমূলাদ্য চূর্ণ	...	৩৫১
দশমূল তৈল	...	৩৫৫,৩৬২
দশমূল ঘৃত	...	১৬৪
দশশাক[illegible] তৈল	...	১৯২
দ্রাক্ষাদি	...	৫১
দাক্ষ্যাদি কষায়	...	২৭৮,৩৯৫
দার্ব্বিকা ঘৃত	...	২০৪
দাড়িম্ব [illegible]	...	৩৩৭
দাহ চিকিৎসা		১৩৪
[illegible] রস	...	৪৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
দার্ব্বী রসাঞ্জন	...	৩২০
দার্ব্ব্যাদি কষায়	...	৪৪
দ ক্ষিরাত ঘৃত	...	২৭৩
দার্ব্ব্যাদ্য তৈল	...	৭০
দামপার্শ রস	...	৩৬৮
দ্রাক্ষা ঘৃত	...	৯৫, ১১২
দ্রাক্ষাদি	...	৯৮
দ্রাক্ষাদ্য ঘৃত	...	২২৩
দিগ্বিজয় রস		১৭৮—১৭৯
দিব্যারাদি চূর্ণ	...	২০৭
দুগ্ধ বটী	...	৬০, ৩০৭
দুর্লভ রস	...	৩৪৭
দূর্ব্বাদ্য ঘৃত		১০১, ৩১৬, ৩৪৫
দূর্ব্বাদি কষায়	...	২৬৫
দেবদার্ব্বাদিষ্ট	...	২৩২
দেবদার্ব্বাদি কষায়	...	২৬৫
ধ		
ধনেবাদি তৈল	...	৩৭৬
ধন্বন্তর	...	১৭৪
ধন্বন্তরাদ্য	...	১৭৪
ধনঞ্জয়		৩৮০-৩৮৩
ধাত্রী লৌহ		২০৪, ২৫৭, ৫৪৩
ধাত্রী ঘৃত	...	২৮৫
ধাত্রীষট্পলক ঘৃত	...	২২৪
ধাতুপাক লক্ষণ	...	৩০
ধাতকী পনীত কষায়	...	১৬৩
ধান্য গোক্ষুর ঘৃত	...	২৪৬
ধান্য চতুষ্ক	...	১২, ৫৫
ধান্য পটোল	...	১২
ধান্য পঞ্চক	...	৫৪
ধান্বন্তর ঘৃত	...	২৭২
ধুস্তূর ঘৃত	...	১৮৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
ধুস্তূর তৈল	...	৩৯২
ধুস্তূরাদ্য তৈল	...	৩৫৫
ধুস্তূর বীজ শুদ্ধি	...	৩৯৯
ন		
নকুল তৈল	...	৩৬৩
নকুলাদ্য ঘৃত	...	১৫৬
নবনীত যোগ	...	১৬৮
নবায়স লৌহ	...	৯৫
নরাচ	...	২৫
নব কষায় গুগ্গুলু	...	৩১৫
নবকার্ষিক কষায়	...	২৬৯
নবম মণ্ডুর লৌহ	...	৩৬৮
নাগরাদ্য	...	২৭৯
নাগরাম্বু	...	২৭৯
নাগরাদ্য তৈল	...	১৩৩
নাগরাদি কষায়	...	২০৩
নাগরাদি	...	২১, ২২৫
নাগার্জ্জুনাভ্র	...	২৩৭
নাগরী চূর্ণ বটি	...	৩৮৭
নারদীয় লক্ষ্মী বিলাস	...	২৩
নারদীয় মহালক্ষ্মী বিলাস		৬৭
নারাচ চূর্ণ	...	২৭৪
নারায়ণ ঘৃত	...	৩৪৪
নারায়ণ তৈল	...	১৪৬
নারিকেল খণ্ড	...	২০৬, ২০৬, ২১৩
নারিকেল যোগ	...	২৫৪
নারিকেল লবণ	...	২১৫
নাসাবর্ত্তি	...	৩৫৩
নাসা রোগ	...	৪৫
নাসিকা চূর্ণ	...	৩৬
নিশ্চিন্তিকার লৌহ	...	১২৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
নিত্যোদিত রস	...	৭৬
নিতম্বশূলের যোগ	...	২১১
নিম্বাদিচূর্ণ	...	১৮৯
নিম্বাদি বটী	...	১৫৮
নিম্বাদি কষায়	...	৩৪৭
নিম্বাদ্য তৈল	...	২২০
নিশুণ্ডী তৈল	...	৩১৯
নিশা লৌহ	...	৯৫
নীলিনীদ্যগ্রকাদ্য চূর্ণ	...	৯৯০
নীলিকা, ভঙ্গ, ব্যঙ্গ চিকিৎসা		৩৪৯
ন্যগ্রোধাদিগণ	...	২৭৫
ন্যগ্রোধাদি চূর্ণ	...	২৭৬
ন্যগ্রোধাদ্য ঘৃত	...	৩৬৭
নেত্রবর্ত্তি	...	৩৫৯
নেত্ররোগ	...	৩৫৬
নেত্রাশনি রস	...	৩৬৯

প

বিষয়		পৃষ্ঠা
পক্বাশয় গত বায়ুর চিকিৎসা		১৬৮
পঙ্গু, খঞ্জাদি চিকিৎসা		১৬৪
পঞ্চকোল	...	১৩
পঞ্চভদ্র	...	৪৩
পঞ্চতিক্ত কষায়		[illegible]
পঞ্চকোল যোগ	...	৮৩
পঞ্চতিক্ত ঘৃত	...	৩৩৩
পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্গুলু		[illegible]
পঞ্চগব্য ঘৃত	...	৩৭৪,৩৭৫
পঞ্চতিক্ত	...	[illegible]
পঞ্চাশত	...	৪০২
পঞ্চানন	...	৩২৯
পঞ্চলবণ পর্পটী	...	৯৬
পঞ্চামৃত পর্পটী	...	[illegible]
পঞ্চামৃত বটী	...	[illegible]

বিষয়		পৃষ্ঠা
পঞ্চানন রস লৌহ	...	২০০
পঞ্চানন রস	...	১১৪
পটোলাদি কষায়	...	৩৭,৩০৬
	৩৪	১৬৮, ২০৯
পটোলাদ্য ঘৃত	...	৩৫৭
পটোল মূলাদি চূর্ণ	...	২৮৬
পত্রকল্ক	...	১৫০
পত্রলবণ	...	১৫০
পথ্যাদি কষায়	...	৫৬
পথ্যারিষ্টক	...	৮১
পরিণাম শূল	...	২১১
পলঙ্কষাদ্য তৈল	...	২৪২
পলাশাদি বটী	...	১৭৮
পলিত চিকিৎসা		৩৫০
পক্ষাঘাত চিকিৎসা		১৬৮
পাকাশয় বিজ্ঞান	...	৪০০-৪০১
পাকলবণ	...	২২১
পাকের কাল নিয়ম	...	৪০০
পাচক ঔষধ	...	৫১
পাঠাদি তৈল	...	৩৫৫
পাঠাদিচূর্ণ	...	২০৩,২৭৬
পাঠাদি কষায়	...	২১৭
পাণ্ডু পঞ্চানন রস	...	৯৫
পাণ্ডু চিকিৎসা		৯৩
পাদদাহ চিকিৎসা		১৮৩
পাদ হর্ষ চিকিৎসা		১৮৩
পানীয় কল্যাণ ঘৃত	...	১০৮
পাপড়া (পা ড়া)	...	৩২৬
পারদ বিরোধী দ্রব্য	...	১১০
পারদ শোধন বিধি	...	৩৯১
পারিভদ্রাবলেহ	...	৯২

বিষয়	পৃষ্ঠা
পাষাণ ভেদাদ্য ঘৃত ...	২৫২
পাষাণ ভেদাদ্যগণ ...	২৫২
পাষাণ ভেদ রস চূর্ণ ...	২৫৩
পাষাণবজ্রক রস ...	২৪৪
পাষাণভেদক যোগ ...	২৪৭
পিত্ত তৈল ...	১১৯-১২০
পিত্তশ্লেষ্মজ ব্যাধি ...	৪
পিত্ত প্রকুপিত হইবার কারণ	৫
পিত্ত নানাস্থানে বিকার ...	৬
পিত্ত নাশক ক্রিয়া ...	৬
পিত্তবর্দ্ধক রস ...	৭
পিত্তজ্বর চিকিৎসা	২১
পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর ..	২৫
পিত্তকাস চিকিৎসা	১১৫
পিত্তকাসান্তক ...	১১৫
পিত্তশমন বিধি ...	৫২৯
পিত্তশূল চিকিৎসা	২০৫-২০৬
পিত্তান্তক রস ...	৫৭ ৩১১
পিপ্পল্যাসব ...	৫৫
পিপ্পলী ..	২৯৫
পিপ্পল্যাদি চূর্ণ ...	২৯৭
পিপ্পল্যাদ্য ক্ষার ...	২৯০
পিপ্পল্যাদ্য লৌহ ...	১২০
পিপ্পল্যাদ্য তৈল ...	৭৮
পিপ্পল্যাদ্য ঘৃত ...	৪৭
পিপ্পল্যা লৌহ ...	৩৪২
পিপ্পল্যাদিগণ ...	১৮০
পীচু ...	৩২১
[illegible] বিধি ...	৩০২-৩১৩
পুষ্পধন্বা রস ...	৬৮
পুটপাক বিষম জ্বরান্তক লৌহ	৩৬
পুনর্নবাদি তৈল	২৩৮, ৩০৯
পুনর্নবা তৈল ...	৯৫, ২৫৬
পুনর্নবা মিশ্রক ...	২৪৫
পুনর্নবাদি বটী ...	২৫৭
পুনর্নবা গুগ্গুলু ...	১৮৯
পুনর্নবা মণ্ডূর ...	৯৮
পুনর্নবাষ্টক ...	৩০৯
পুনর্নবাদ্যলেহ ...	৩৬৬
পুনর্নবাষ্টক কষায় ...	২৮৮, ৩০৫
পুনরাবর্ত্তক জ্বর ...	৪৬
পুষ্পরাজ প্রসারিণী তৈল	১৬৯
পুষ্করাদি চূর্ণ ...	৩৭৮
পূগখণ্ড ...	২০৪
পূর্ণচন্দ্র রস ...	২৭০, ৩৮৩
পুষ্যানুগ চূর্ণ ...	৩৬৬
প্রতিতূণী চিকিৎসা	১৮০
প্রত্যষ্ঠীলা চিকিৎসা	১৮২
প্রত্যাধ্মান চিকিৎসা	১৮২
প্রদর চিকিৎসা	৩৬৫
প্রদরারি লৌহ ...	৩৬৭
প্রদরান্তক রস ...	৩৬৮
প্রবাহিকা চিকিৎসা	৬০
প্রবাহিকারিবলেহ ...	৬১
প্রমেহ চিকিৎসা	২৫৮-২৮২
প্রমেহ সেতু ...	২৬৬
প্রমেহ চিন্তামণি ...	২৬৬
প্রমেহ গজসিংহ ঘৃত ...	২৬৭
প্রমেহ মিহির তৈল ...	২৭৬
প্রলেপক জ্বর ...	৪৪
প্রসারণী লেহ ...	৩৭৫
প্রসারণী সন্ধান ...	২০১
প্রকৃত বৈকৃত জ্বর বিজ্ঞানাদি	৪৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রাণদা বটী	...	৭৬,২৮১
প্রাণদা গুড়িকা	...	৭৭
প্রিয়ঙ্গ্বাদি তৈল	...	৩১৩, ৩৬৮
প্লীহারি রস	...	৩১৪
প্লীহারি বটিকা	...	২৯৯
প্লীহান্তক রস	...	৩০০
প্লীহ শার্দ্দূল রস	...	৩০০
(ফ)		
ফলকল্যাণ ঘৃত	...	৩৭০
ফলবর্ত্তি	...	৭৭
ফল ত্রিকাদি কষায়	...	৯৪,৩১০
ফল ত্রিকারিষ্ট	...	৩১০
(ব)		
বকুলাদ্য তৈল	...	৩০১
বঙ্গভস্ম	...	২৭৯
বঙ্গভস্মবিধি	...	২৯৫
বঙ্গভস্মানুপান	...	২৯৬
বঙ্গাষ্টক	...	২৬৭
বঙ্গাভ্র ভস্ম	...	২৬৮
বঙ্গাদি বটী	...	২৬৪
বঙ্গেশ্বর	...	২৬৬, ২৮৮
বচাদি	...	৭২
বচাদি কষায়	...	৫৫
বচাদি চূর্ণ	...	২২১,২২১
বজ্রকাঞ্জিক	...	৩৭৪
বজ্রক্ষার	...	২২৯
বজ্রঘৃত	...	৩৩৩
বজ্র বটক মণ্ডুর	...	৯৫
বরুণাদি কাথ	...	৩১৩
বরুণাদ্য লৌহ	...	২৪৭
বরুণাদি কষায়	...	২৫৯
বরুণ ঘৃত	...	২৫৩
বরুণাদ্য তৈল	...	২৫৩
বরুণাদ্য ঘৃত	...	২৫৫
বরুণাদিগণ	...	২৫৫
বরুণাদি চূর্ণ	...	২৫৭
বরুণক গুড়	...	২৫৪
বলাদি কষায়	...	৫৮
বলাদ্য ঘৃত	...	২৩৪
বলা ঘৃত	...	২৪১
বসন্ত ঘৃত	...	২১৬
বল্লী পঞ্চমূল	...	৩৮৪
বসন্তকুসুমাকর রস		১৬১,২০৫
বসন্ত তিলক	...	২২২
বহুমূত্র	...	২৮২
বহুমূত্রান্তক লৌহ	...	২৮৪
বাজীকরণ অধিকার		৩৮৪-৩৮৭
বাজী গন্ধাদি কষায়	...	২৬৭
বাত কুলান্তক	...	১৪২
বাতব্যাধি চিকিৎসা		**১৪৩**
বাতচিন্তামণি	...	১৪৫
বাত বিধ্বংসিনী রস	...	১৪৫
বাত রক্তান্তক রস	...	১৯০, ১৯১
বাতরক্তান্তক লৌহ		১৮৯, ১৯১
বাতরক্ত চিকিৎসা		**১৮৫**
বাত শ্লেষ্ম জ্বর	...	৫৭
বাত নাশক জ্বর	...	৪৫
বাত শ্লেষ্মজ্বর	...	২৮
বাতজ্বর চিকিৎসা		**১৯-২০**
বাত নানাত্মজ বিকার	...	৫
বাত পিত্তজ্বর	...	২৫
বাতাতিসার	...	৫৪
বাতারিগুগ্গুলু	...	১৯৯

বাতারি ... ১৬৩,১৬৫
বাতারি মর্দন ... ১৬৭
বার্ত্তাকু গুটিকা ... ৮৭
বাধকের কারণ ... ৩৭১
বাল চতুর্ভদ্রাব লেহিকা ... ১০
বালকাদি কষায় ... ৬৮
বালক রস ... ৩৭৮
বালচতুর্ভদ্রাবলেহ ... ৩৭৮
বালরোগ চিকিৎসা ৩৭৮
বালকল্যাণ রস ... ৩৭৮
বাসক কল্যাণ গুড় ... ১২৩
বাসাচন্দনাদ্য তৈল ... ১১৮
বাসাকণ্ট গুড়ূচি তৈল ... ১৯৩
বাসাগুড়ূচ্যাদি কষায় ... ১৮৮
বাসাঘৃত ... ১০৩
বাসাখণ্ড ... ১০০
বাসাকুষ্মাণ্ডক ... ১০০
বাসাদি কষায় ... ৯৯
বায়ুপ্রকুপিত হইবার কারণ ৫
বায়ুনাশক ক্রিয়া ... ৬
বায়ুচ্ছায়া সুরেন্দ্র তৈল ... ১৫২
বিজয় ভৈরব তৈল ... ২০১
বিদর্য্যাদি ঘৃত ... ১৪২
বিদাহ হবা ... ১৮৫
বিদার্য্যাদি ঘৃত ... ২৫৮
বিদ্যাধরাভ্র ... ২০৮
বিদ্যাবাগীশ রস ... ২৭১
বিক্রমযোগ ... ৩১৫, ২১৮, ২৪৩
বিজয়াদি যোগ ... ১১২
বিন্দু ঘৃত ... ২৮৮—২৮৯
বিপরীত মল্লতৈল ... ৩২২
বিভীতক প্রলেপ ... ৩১৮
বিস্রাপন ... ৩১৪
বিল্বতৈল ... ১১৮, ১৭০, ১৫৫
বিষগর্ভ তৈল ... ৬৪
বিষাদি কষায় ... ৫৫
বিষাঞ্জন ... ৩৫০
বিরুতাস্য হনুগ্রহ চিকিৎসা ১৬৩
বিল্বাদি ... ৩০৫
বিশ্বেশ্বর রস ... ২৬,৩৮ ৬১
বিষ প্রয়োগ ... ৩১
বিষমজ্বর চিকিৎসা ৩৩
বিষমজ্বরান্তক চূর্ণ ... ৩৬
বিষজ ও ঔষধিগন্ধ কৃত আগন্তু জ্বর ৫৬
বিষ তৈল ... ৩২৬-৩৩৭
বিষহর বটী ... ৩৮৯
বিষাধিকার ... ৩৮৭-৩৯০
বিষ্ঠা পরীক্ষা ... ৫২
বিষ্ণু তৈল ... ১৪৭
বিসূচি চিকিৎসা ৮৫
বিসূচি বিধ্বংসন ... ৮৯
বিস্ফোট চিকিৎসা ৩২৮
বিড়ঙ্গ ... ৯০
বিড়ঙ্গ তৈল ... ৯২
বিড়ঙ্গ ঘৃত ... ৯৩
বিড়ঙ্গাদি লৌহ ... ৯২
বিড়ঙ্গ ক্ষার ... ২৯৩
বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ ... ২৯৫
বিড়ঙ্গাদি মোদক ... ২১২
বীজপূরাদ্য ঘৃত ... ২০৪-২০৫
বীরভদ্রাদিগণ ... ২৫১
বীরতর্ব্বাদিগণ ... ২৫১
বীরতর্ব্বাদ্য তৈল ... ২৫৩

বীরতরাদি তৈল ... ১২৫

বীর্যস্তম্ভ চিকিৎসা ... ৩৮৮

বৃহৎ সারক তৈল ... ৩৯৭
বৃদ্ধ দারাদ্য লৌহ ... ১
বৃদ্ধিহর রস ... ৩১১
বৃষ্যাঙ্ক ... ৩৮০
বৃহৎ অগ্নিকুমার ... ৮১
বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত ... ১৫৯
বৃহৎ কনকাসব ... ১২৪
বৃহৎ কফ চিন্তামণি ... ১৩
বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব ... ৪৮
বৃহৎ কস্তুরী ভূষণ ... ২৯
বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র ... ১১০
বৃহৎ কোকিলী তৈল ... ৩৬২
বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ ... ৫৫
বৃহৎ গুড় পিপ্পলী ... ২৯৮
বৃহৎ গুড়ূচি তৈল ... ১৯১
বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি তৈল ... ১৯১
বৃহৎ গ্রহণী মিহির তৈল ... ৭১
বৃহৎ চন্দনাদ্য তৈল ... ৩২৫
বৃহৎ চন্দ্রামৃত লৌহ ... ১১৩
বৃহৎ চন্দ্রামৃত রস ... ১১০
বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ... ৩৩২
বৃহৎ চিন্তামণি ... ৫৭
বৃহৎ চূড়ামণি রস ... ৫৮
বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত ... ১৫৬
বৃহৎ জ্বর চূড়ামণি ... ৩৪
বৃহৎ জ্বরাঙ্কুশ লৌহ ... ৪১
বৃহৎ তিক্তাদি তৈল ... ৬০৬
বৃহৎ তালীশাদি মোদক ... [illegible]
বৃহত্ত্র্যাদিগণ ... ৯৬,২০৬
বৃহৎ আনন্দ রস ... [illegible]

বৃহদগ্নিমুখ চূর্ণ ... ৮৩
বৃহদ্দশমূল তৈল ... ৬১৮ ৩৯০
বৃহৎ দাডিম্বাদ্য ঘৃত ... ২৭৯
বৃহদ্বাত গজাঙ্কুশ ... ১৪৯
বৃহদ্বাত চিন্তামণি ... ১৪৭
বৃহদ্ধাত্রী ঘৃত ... ২৮৫
বৃহৎ ধান্যাদি কষায় ... ২৪৩
বৃহৎ ধুস্তুরাদ্য ঘৃত ... ১৬৯
বৃহন্মাষ তৈল ... ১৭০
বৃহৎ পঞ্চমূল ... ২৫,৪০২
বৃহৎ পঞ্চগব্য ঘৃত ... ১৪২
বৃহৎ পিপ্পলী খণ্ড ... ৩৪২
বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস ... ৩৮৬
বৃহৎ বঙ্গেশ্বর ... ৫৬,২৬১,২৭২
বৃহৎ বাতারি তৈল ... ২৫৩
বৃহৎ বিদ্যাধরাভ্র ... ২০৮
বৃহৎ বাসাবলেহ ... ১১৩
বৃহৎ বিষ্ণু তৈল ... ৬৪৭
বৃহৎ ভার্গ্যাদি কষায় ... ৪৪
বৃহৎ [illegible] রস ... ২৮৯
বৃহৎ মকরধ্বজ ... ৩৮২
বৃহৎ মরিচাদ্য তৈল ... ৩২৬
বৃহৎ মহাগন্ধক ... ৫৮
বৃহৎ মকরধ্বজ বিলাস ... ৪৫
বৃহৎ মাষকাদি [illegible] ... ১৯৬
বৃহৎ যোগরাজ গুগ্‌গুলু ... ২০০
বৃহৎ রসশার্দ্দুল ... ৩৭৬
বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী ... ৮২
বৃহৎ লোকনাথ রস ... ৩০১
বৃহৎ শতাবরী মণ্ডূর ... ২০৬
বৃহৎ শতাবরী ঘৃত ... ১০২,১৬০,৫৫৭
বৃহৎ শাল্মলী ঘৃত ... ১৬৩
বৃহৎ শৃঙ্গ মুগাদ্য তৈল ... ৩০৮

বৃহৎ শূরণ মোদক ... ৩৭৮
বৃহৎ শূলারাজ ... ১১৭
বৃহৎ সর্ব্বজ্বর হর লৌহ ... ৩৫
বৃহৎ সূতিকাদি রস ... ৩৭৫
বৃহৎ সূতিকা বিনোদ রস ... ৩৭৬
বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল ... ২০১, ৩১১
বৃহৎ সোমরাজি তৈল ... ৩২৮
বৃহৎ ছাগলাদি ঘৃত ... ১৭২
বৃহতী ঘৃত ... ১৩১
বাহ্মী তৈল ... ৩৫৩
ব্রাহ্মী হরিতকী ... ১১৮

বেপথু বায়ু চিকিৎসা ১৭৮

ব্যোম বটী ... ২৫৭
ব্যোষাদি গুড়িকা ... ৩৫৩
ব্যোষাদ্য ঘৃত ... ৯৫
বৈক্রান্ত মারণ বিধি ... ৬৯০
বৈশ্বানর চূর্ণ ... ১৯৮
ব্রণ রোপক তৈল ... ৩১৯
ব্রণ রাক্ষস তৈল ... ৩১৭
ব্রহ্ম রস ... ৩৭৫
ব্রাহ্মী ঘৃত ... ১২৬, ১৩৯
ব্রাহ্ম্য রসায়ন ... ৩৮৪

ভ

ভগন্দর চিকিৎসা ৩১৯

ভগন্দর হর রস ... ৩২০
ভদ্র দার্ব্বাদি গণ ... ১৪৪
ভল্লাতক ঘৃত ... ২৪৮
ভল্লাতক লৌহ ... ৭৪
ভল্লাতক শোধন বিধি ... ৪০২
ভল্লাতক ক্ষার ... ৬৪
ভাবনা বিধি ... ২৪
ভার্গী গুড় ... ১২২—১২৩
ভার্গীষট্‌পলক ঘৃত ... ২২৫
ভার্গীশর্করাবলেহ ... ১২০
ভাবিত বিষম জ্বরান্তক লৌহ ... ৩৬
ভাস্কর লবণ ... ৮১
ভীমরুদ্র রস ... ৩৮৯
ভুবনেশ্বর ... ৫৪, ২১৭
ভূতাঙ্কুশ রস ... ১৩৯, ১৪০
ভূমিখর্জ্জুরাদ্য ঘৃত ... ৩২৩
ভৈরব রস ... ১২৬

ম

মকরধ্বজ ... ৪২
মকরধ্বজের অনুপান ... ৪৩
মকরধ্বজ রসায়ন ... ১৬১
মঙ্গলাচরণ ... ১
মজ্জমেহ ... ১৮০
মজ্জদোষজ ব্যাধি ... ৪
মণ্ডূর ভস্মবিধি ... ৩৯৬
মধ্বরিষ্ট ... ৭২
মধ্বাসব ... ৫৩২
মধ্যম নারায়ণ তৈল ... ১৪৬, ১৬৭
মধুকাদি যোগ ... ১৩০
মধ্বঙ্কুশ ... ৪১
মনঃশিলা শুদ্ধি ... ৩৯৭

মন্যাস্তম্ভ চিকিৎসা ১৬৫

মনোহর চূর্ণ ... ২২৮
মন্থ ... ৯৭
মরিচাদি তৈল ... ৫২৬
মলম ... ৩১৫
মসূরিকা ... ৩৪৬
ময়ূরাদ্য ঘৃত ... ৩৬৪
মহাকল্যাণক ঘৃত ... ১৩৮
মহাকল্যাণ ঘৃত ... ১৪০

মহাকুষ্ঠ চিকিৎসা ৩২৯

মহাকুক্কুটমাংস তৈল ... ১৫২
মহাখদির ঘৃত ... ৩২১
মহাচন্দনাদি তৈল ... ১১১
মহাচৈতস ঘৃত ... ১০৮, ১৭১
মহাচৈতস তৈল ... ১৪০
মহাতালকেশ্বর রস ... ১৯০
মহাতিক্ত ঘৃত ... ৩৩১
মহাত্রিফলাদ্য ঘৃত ... ৩৫৮
মহাদশমূল তৈল ... ৩৬১
মহানারায়ণ তৈল ... ১৪৭
মহানীল তৈল ... ৩৫০
মহাপিণ্ড তৈল ১৯২, ১৯৩
মহাপিত্তান্তক রস ৪৭, ৩৪৩
মহাপৈশাচিক ঘৃত ... ১৩৮
মহাবলা তৈল ... ১৪৭
মহাভল্লাতক গুড় ... ৩০০
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল ... ১২১
মহামাষ তৈল ... ১৫৪
মহামৃগাঙ্ক — ১১০
মহারসোন ঘৃত ... ২৮৫
মহারাজ নৃপবল্লভ ... [illegible]
মহারাজ প্রসারিণী তৈল ... ১৭১
মহালাক্ষা তৈল ... ১৯০
মহালক্ষ্মী বিলাস ৯৩, ৩৬১
মহালক্ষ্মী বিলাস তৈল ১৬২
মহাশঙ্খ বটী ৮৫
মহাশা[illegible] লৌহ ২৯০
মহাষট্পল ঘৃত [illegible]
মহাসৈন্ধবাদ্য তৈল ৩৫৭
মহাশুক্তিকাবল্লভ রস ৩৭৫
মহাস্নেহ ১০১

মাণমণ্ড ... ২৮৬
মাণ্ড্যাদি লৌহ ... ৭৬
মানাদ্য গুড়িকা ... ২৯৬
মাণিক্য রস ... ৩০৯
[illegible] ... ৩২৮
মানস দোষ ... ২
মালত্যাদি ঘৃত ... ৩৫০
মাষবলাদি কষায় ... ১৬৪
মাষবলাদি তৈল ... ১৫২
মাষাদি কষায় ... ১৬৮
মাষাদি চূর্ণ ... ২৮৪
মাংসগতে উপনাহ .. ১৫৩
মাংস দোষজ ব্যাধি ... ৪
মাক্ষিকাদি বটী ... ১১১, ৩৫৯
মাক্ষিকাদি যোগ ... ৩৯

মিশ্র শূল চিকিৎসা ২০২

মুক্তাশুদ্ধি ... ৩৯৭
মুস্তাদ্য চূর্ণ ... ১২১
মুখক্ষত নিসূদনী চূর্ণ ... ৩৫২
মূত্র শঙ্খ শোধন বিধি ... ৩৯৭
মুস্তাদি কষায় ... ৫৭
মুক্তাভস্ম ... ৩১
মুস্তাদ্য মোদক ... ৬৭

মূর্চ্ছা চিকিৎসা ১৩[illegible]

মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা ২৩৯-২৪৫

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস ... ২[illegible]

মূত্রাঘাত চিকিৎসা ২৪৫

মূলকাদ্য তৈল ... ১৪৮
মৃগাঙ্ক রস ... ১০৬
মৃতসঞ্জীবনী অগদ ... ২৬৮
মৃত্যুঞ্জয় রস ... ১৯[illegible]
মৃত্যুঞ্জয় লৌহ ... [illegible]

মেঘধ্বনি ... ৩১
মেঘনাদ রস ... ২৬৪
মেধ্যা মোদক ... ৩৭
মেদো দোষজ ব্যাধি ... ৪
মেদ তৈল ... ৩০৮
মেহ কেশরী ... ২৬৪
মেহ কুলান্তক ... ২৭২
মেহবজ্র ... ২৭৫
মেহ বারণ সিংহ রস ... ২৬৮
মেহমুদ্গর বটিকা ... ২৭৮

য

যকৃদরি লৌহ ... ২৯৪
যকৃৎপ্লীহারি লৌহ ... ৩০২
যকৃত শূলহর বটী ... ২১০
যমক পাক ... ২৭০
যমানীপি চূর্ণ ২০৩-২৯৫
যমানীষাড়ব ... ১২৭
যষ্ট্যাহ্ব কষায় ... ৬৯
যক্ষ্মা চিকিৎসা ১০৫-১১৫
যক্ষ্মারোগীর সুলক্ষণ ১১৪
যোগরাজ ... ৯৪
যোগরাজ গুগ্গুলু ... ১৯৮
যোগীন্দ্র পঞ্চক চূর্ণ ... ৩২১
যোগেন্দ্র রস ... ১৫৫
যোগেশ্বর রস ... ২৮১
যোনিব্যাপদ চিকিৎসা ৩৯৬

র

রজঃপ্রবর্ত্তিনী বটী ... ৩৬৯
[illegible] ... ৩৯৭
রক্তজ ব্যাধি ... ৪
রক্তস্রাব বাধক ... ৩৭১
রক্তাতিসার ... ৫৮
রক্তপিত্ত ... ৯৬
রক্তপিত্তান্তক রস ... ১০২
রক্তার্শ ... ৭২
রক্তার্শের মুষ্টিযোগ ... ৭৯
রক্তগুল্ম ... ৩৩৮
রসকর্পূর প্রস্তুত বিধি ... ৩৯২
রস গুটিকা ৭৫
রসজ ব্যাধি ... ৪
রসতালক প্রস্তুত বিধি ... ৪০২
রস পর্পটী ... ৬৪
রস মাণিক্য প্রস্তুত বিধি ... ৩৯৮
রসরাজ রস ... ১৫৫, ২২৯
রসসিন্দূর প্রস্তুত বিধি ... ৩৯১
রসাদিপঞ্চক জ্বর ... ৪৯
রসায়নামৃত লৌহ ... ৪২১; ২৫
রসালা ... ১২৮
রসাদি গুটী ... ৩৪০
রসোন তৈল ... ১৩৮
রসোন পিণ্ড ... ১৪৯
রাজমৃগাঙ্ক ... ১১২
রাত্রিজ্বর চিকিৎসা ৪৭
রামবাণ রস ... ৯১
রাস্নাদশমূল কষায় ... ১৯৮
রাস্নাদি ... ৩৩
রাস্নাদি লৌহ ... ১১৩
রাস্নাপঞ্চক ... ১৯৮
রাস্না সপ্তক ... ১৯৮
রোহিণী কুক ... ২২৬
রোহিতকাদি চূর্ণ ... ২৯৪
রোহিতক কষায় ... ২৯৫
রোহিতক প্রলেপ ... ২৯৫
রোহিতক তৈল ... ২৯৯
রৌদ্র তৈল ... ৪০২

বিষয়	পৃষ্ঠা
রৌপ্য মারণ বিধি ...	৩৯৫
রৌপ্য ভস্মানুপান ...	৩৯৫
ল	
লঘু লোকেশ্বর রস ...	২৫০
লবঙ্গ চতুঃসম ...	৩৭৮
লবণ তৈল ...	২৩৮
লাল গুঁড়া	৭০, ৩০৭
লাল বটী ...	৭০
লাক্ষা কাঞ্জিক তৈল ...	১৬২
লীলাবিলাস রস ...	৬৪৩
লোকনাথ রস ...	৩০০
লোধ্রাসব ...	২৬৯
লোহিতক চূর্ণ ...	২১
লৌহভস্ম বিধি ...	৩৯৩
লৌহভস্মানুপান ...	৩৯৪
লৌহ মৃত্যুঞ্জয় রস ...	৩০০
লৌহরাজ রস ...	৪২
লৌহ হরীতকী ...	২১০
লৌহামৃত ...	২১৩
শ	
শঙ্খদ্রাবীয় গুড়িকা ...	২১৪
শঙ্খবটী ...	৮১
শঙ্খাদি চূর্ণ	২১০, ৩১৩
শট্যাদি কষায় ...	৩২
শতমূল্যাদি কষায় ...	২৪২
শতমূল্যাদি লৌহ ...	১০৯
শতাবরী তৈল ...	১৯৩
শতাবরী ঘৃত	১৯৯, ২৪৯, ৩৪৩,
শতাবরী মণ্ডুর ...	২৮৬
শমন ঔষধ ...	৫১
শম্বুকাদি গুড়িকা ...	২১২
শম্বুকাদি তৈল ...	৩৫৪
শম্বুকাদ্য তৈল ...	৩৫৫
শম্ভুনাথ রস ...	৮৯
শয্যামূত্র চিকিৎসা	৩৫১
শরপুঙ্খাদি কষায় ...	৩১২
শরপুঙ্খ লবণ ...	৩২৯
শট্যাদি ঘৃত ...	২৫৫
শশকাদ্য ঘৃত ...	৩৬৪
শার্দ্দূল কাঞ্জিক ...	৮১
শালপর্ণ্যাদি কষায় ...	৫৭
শালসারাদিগণ ...	২৬৩
শাবনাবেদ ...	১৬০
শাল্মলী ঘৃত ...	১৬৮
শ্বাসকাস চিন্তামণি ...	১২৪
শ্বাসকস্তুরী বটিকা ...	১২৪
শ্বাসকুঠার ...	১২৩
শ্বাস চিন্তামণি ...	১২৩
শ্যামাদিগণ ...	২১৬
শ্যামাঘৃত ...	৩ ৮
শিখি বাড়ব রস ...	২১৫
শিগ্রু তৈল ...	৩৪৩
শিগ্রু প্রলেপ ...	২৯২
শিবা গুগ্‌গুলু ...	১৯৭
শিবাঘৃত ...	১৫৮
শিরীষ ...	৩৯০
শিরোরোগ চিকিৎসা	৩৬০
শিলাজত্বাদি লৌহ ...	২১২
শিলাজতু প্রয়োগ	২৩৭, ২৬৩
শিলাজতুযোগ ...	২৫৫
শিলাজতু রসায়ন ...	৩৮৬
শিলাজতু শোধন বিধি	৩৯৭
শ্বিত্র চিকিৎসা	৩৩৭
শিশুপক্ষাময় তৈল ...	৩৩৮

শীতকল্যাণ ঘৃত ... ৩৬৭

শীতাদি জ্বর চিকিৎসা ৪৭

শীর্ণপত্র ... ৩৩৬

শ্রীপর্ণী তৈল ... ৩৭৭

শ্রীবিল্ব তৈল ... ৩১৪

শ্রীমদনানন্দ মোদক ... ৩৬১

শ্রীমৃগাঙ্ক রস ... ৩৮২

শুক্রযোগ ... ২০৬

শুক্রতারল্য ... ৩১৮

শুক্রদোষজ ব্যাধি ... ৪

শুক্রস্তুতি ... ১৫৮

শুক্রনিবারিণী বটিকা ... ১৫৩

শুক্রমাতৃকা রস ... ২৬২

শুণ্ঠ্যাদি কষায় ... ২৫৯

শুণ্ঠী ঘৃত ... ২০২

শুদ্ধপর্পটী ... ৪৪, ৩০২

শুষ্ক মূলাদ্য ঘৃত ... ২২১

শুষ্ক মূলাদ্য তৈল ... ৩৬৮

শূলগজেন্দ্র তৈল ... ২০৫

শূলগজেন্দ্র মণ্ডুর ... ২১৫

শূল চিকিৎসা ২০৩

শূলহরণ যোগ ... ২০৮, ২১৫

শূলহর বটী ... ২১৫

শূলদ্রুম ... ২০৫

শূলাদি চূর্ণ ... ১২০

শৃঙ্গবেরাদ্য ঘৃত ... ২০২

শেষকালানল রস ... ৭২

শ্লেষ্মজ ব্যাধি ... ২

শ্লেষ্মনাশক বিকার ... ৬

শ্লেষ্মনাশক ক্রিয়া ... ৭

শ্লেষ্ম পিত্তাত্মক জ্বর ... ৩৪০

শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইবার কারণ

শ্লেষ্ম বর্দ্ধক রস ... ২

শ্লেষ্মাতিসার ... ৫৬

শ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাত জ্বর ... ২৯-৩২

শ্বেতারি ... ৩৩৭

শোথ চিকিৎসা ৩০৪

শোথ শার্দ্দূল রস ... ৩০৮

শোথ শার্দ্দূল তৈল ... ৩০৯

শোথযুক্ত সন্ধি স্থানে প্রলেপ ... ৩৩

শোথের পাচন ... ৫৩

শোথোদরারি লৌহ ... ২৮৮

শ্যোনাক পুটপাক ... ৫৭

(ষ)

ষট্কট্বর তৈল ... ৫৭

ষট্পলক ঘৃত ... ৫৭

ষষ্ট্যাদি শতপাক তৈল ... ২৩৫

ষড়ঙ্গ ... ১২

ষড়ঙ্গ গুগ্গুলু ... ৩৫৭

ষড়্বিন্দু তৈল ... ৩৬৮

(স)

সততক জ্বর চিকিৎসা ৩৭

সততারি রস ... ৩৭

সদ্যোজ্বর হর বটী ... ২৯

সন্নিপাতজ ব্যাধি ... ২

সন্নিপাতাতিসার ... ৫৬

সপ্তপ্রস্থ ঘৃত ... ১০১

সপ্তপ্রস্থ মহামাষ তৈল ১৭৩

সপ্তামৃত লৌহ ২০৬, ৩৫৮

সপ্তাদি গুগ্গুলু ... ৩১৮

সবর্ণকর প্রলেপ ... ৩১৬

সমঙ্গাদি কষায় ... ৫৬

সমঙ্গাদি চূর্ণ ... ৫৭

সমীর গজ কেশরী ... ১৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
সর্প বিষের প্রতিকার ...	৩৮৭
সর্পিগুড় ...	১১২
সর্ব্বগন্ধ কষায় ...	৪৭
সর্ব্বতোভদ্রা বটী ...	২৪১
সর্ব্বোতভদ্র রস ...	৪৫
সর্ব্বাঙ্গ বাতব্যাধি ...	১৭৫
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর	১০৯-২০৮
সর্ব্বেশ্বর রস ...	২৬৩
সংকার বটী ...	৩১১
সহচরাদি কষায় ...	৩৭৪
স্বল্প কস্তুরী ভৈরব ...	২৮
স্বল্প পঞ্চমূল ...	২৫
স্বল্প মৃগাঙ্ক ...	১০৯
স্বর্ণাদি গুড়িকা ...	২৩৪
স্বর্ণপর্পটী ...	৬৬
স্বর্ণবঙ্গ	২৬৬,২৬৭
স্বর্ণভস্ম বিধি ...	৩৯৪
স্বপ্নদোষ ...	৬৮০
স্বপ্নদোষ হর বটী ...	৬৮৭
স্বর্ণ ভস্মের অনুপান ...	৩৯৫
স্বর্ণ মাক্ষিক প্রয়োগ	২৫৩
স্বর্ণ মাক্ষিক মারণ বিধি	৩৯৬
স্বর্ণাঙ্গ মঙ্গল রস ...	৩৭৬
স্বরভেদ চিকিৎসা ...	১২৫
স্বয়ম্ভু রস ...	১২৬
সংগ্রহ গ্রহণী কপাট রস	৬৮
সংবৃতাস্যাক্ষগ্রহ চিকিৎসা	১৬৩
সংক্ষেপে স্বর্ণাদি মারণ বিধি	৩৯৬
সাদা চটী ...	৩০৫
সাধারণ কাস চিকিৎসা	১১৮,১১৯
সামুদ্রাদ্য চূর্ণ ...	২১৯,২৮৭
সার্ব্বভৌম রস ...	২১৭
সারস্বত ঘৃত ...	১২৬
সারস্বত চূর্ণ ...	১৫৯
সাঙ্গনাদি যোগ ...	২৫৪
সারবর্ত্তি ...	২৬৯
স্থাবর বিষ ...	৩৮৭
স্থাবর বিষ শুদ্ধি ...	৩৯৭
স্থালী পাক ...	৩০১
সিতোপলাদি লেহ ...	১১৩
সিদ্ধপ্রাণেশ্বর ...	৫৩
সিদ্ধঘৃত ...	১৬৯
সিদ্ধার্থক তৈল ...	১৭৯
সিদ্ধবীজ শুদ্ধি ...	৩৯৭
সিদ্ধ চিকিৎসা ...	৩২৫
সিদ্ধ হরীতকী ...	৮১
সিংহনাদ গুগ্গুলু ...	১৯৯
সিন্ধ্বাদ্য ঘৃত ...	২২২
সীসক শুদ্ধবিধি ...	৩৯৬
সুকুমার কুমারক পুনর্ণবাবলেহ	২৪১
সুকুমার কুমারক ঘৃত ...	২৪৬
সুধাবতী বর্ত্তি ...	৩৫৭
সুদর্শন চূর্ণ ...	৪৩
সুধাকর তৈল ...	৩৬৯
সুধানিধি রস ...	১৫২
সুনিষণ্ণক চাঙ্গেরী ঘৃত ...	৭৪
সুরসুন্দরী বটী ...	২৬৭
সুরেন্দ্রবনেন্দ্র রস ...	২৮১
সুলোচনাভ্র ...	১২৮
সূচিকাভরণ ...	৩৮
সূক্ত তৈল ...	২০১-২০২
সূতভস্ম প্রয়োগ ...	১৪২
সূতিকা চিকিৎসা	৩৭৩
সূতিকাদশমূল কষায় ...	৩৭৪
সূতিকাদশমূল তৈল ...	৩৭৫

বিষয়		পৃষ্ঠা
সূতিকাহেমাঙ্গ সুন্দর	...	৩৭৭
সূর্য্যাবর্ত	...	৩৮১
সেঁকো শুদ্ধি	...	৩৯৭
সৈন্ধব লবণ	...	১৪৩
সৈন্ধবাদি তৈল	...	২০১
সৈন্ধবাদ্য তৈল	...	১৫৮
সোমনাথ রস	...	২৬০
সোমরাজি তৈল	...	৩২৬
সোমরোগ চিকিৎসা		২৮২-২৮৫
সোমেশ্বর রস	...	২০১
শোভাঞ্জনাদি চূর্ণ	...	১২৯
সৌভাগ্য চিন্তামণি	...	২৯
সৌভাগ্য শুণ্ঠী	...	৩৭৫
হ		
হরিতাল ভস্ম	...	১৯০
হরিদ্রা ঘৃত	...	১৫
হরিতাল শুদ্ধি	...	৩৯৭
হরিদ্রা খণ্ড	...	৩৩৯
হরিদ্রাদ্য তৈল	...	৩৭৪–৩৭১
হরিশঙ্কর রস	...	২১০
হরীতকী বটী	...	৬৮
হলীমকী রোগ	...	৮৩,২০৮
হরীতকী খণ্ড	...	২১৪
হরীতক্যাদি	...	২৪২
হলীমক চিকিৎসা		৯৩
হনুমাদ্য ঘৃত		২২৮, ২৮৯
হংসাদি মর্দন	...	১৬৮
হংসাদি তৈল	...	১৭২
হংসাদি ঘৃত	...	১৭৩
হংসপাদী তৈল	...	৩১৮
হাপুষামোদক	...	৩৮১
হিক্কা শ্বাস চিকিৎসা	...	১১৯-১২৫
হিক্কা ও শ্বাস রোগীর পথ্যাপথ্য		১২৪
হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ		১৫০, ২০৩, ২০৭, ২০৮, ২১৬, ২২১, ২২৫, ২২৯, ২৩৫
হিঙ্গ্বাদি রস	...	২১০
হিঙ্গুলশোধন বিধি	...	৩৯৭
হিঙ্গুলেশ্বর	...	১৯
হিমাংশু রস	...	১৩৫
হিরণ্যগর্ভ পোট্টলী রস	...	১০৯
হিক্কারি	...	১৪১
হিঙ্গাষ্টক	...	৩০৮
হীরক ভস্ম	...	৩৭৮
হৃচ্চিন্তামণি	...	২০৬
হৃদয়বল্লভ বটী	...	২৩৭
হৃদয়ার্ণব লৌহ	...	২৩৮
হৃদয়েশ্বর রস	...	২৩৭
হৃদ্রোগ চিকিৎসা		২৩০-২৩৯
হ্রীবেরাদি কষায়		১০২,৩৭৪
হ্রীবেরাদি	...	২১
হ্রীবেরাদি তৈল	...	১০২
হুতাশন রস	...	৮৪
হেমনাথ রস	...	২৮৪
ক্ষ		
ক্ষত শুক্রহর গুগ্‌গুলু	...	৩৫৮
ক্ষতান্তক মলম	...	৩১৭
ক্ষয়কেশরী	...	১১১
ক্ষারগুড়িকা	...	৩০৬
ক্ষার ঘৃত	...	২২৮
ক্ষারসূত্র	...	৭৪
ক্ষার যোগ	...	২২৯
ক্ষার তৈল	...	৩৫৪
ক্ষারাষ্টক	...	৪০২
ক্ষারোদক প্রস্তুত বিধি	...	৭৭
ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত		১৩৭,১৩৮
ক্ষীরপাক বিধি	...	৪০২
ক্ষীরষট্‌পলক ঘৃত	...	২২৫
ক্ষীরীবৃক্ষ	...	১৩৪
ক্ষুদ্ররোগ	...	৩৪৪,৩৫৮
ক্ষুধাবতী গুড়িকা	...	৩৪১
ক্ষুধাবতী	...	৮২

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং

আয়ুর্ব্বেদীয়

ফলিত চিকিৎসাবিধান

—— :•: ——

মঙ্গলাচরণং

পুরা প্রাণিদয়ুক্রোশং পুরোধায় মহর্ষয়ঃ ॥
তপস্তেজোহৃতধ্বান্তা মহান্ত ইব-বহ্নয়ঃ ॥
সঙ্গম্য হিমশৈলস্য পাদে দ্যুলোক সন্নিভে ॥
যেহক্রবন্নায়ুষো বার্ত্তাং রোগানীকজিহীর্ষয়া ॥
ত্রৈকালজ্ঞানসম্পন্না নিঃস্বার্থা বিগতস্পৃহাঃ ॥
ত্রিলোকগুরবঃ সৌম্যা চীরবল্কলধারিণঃ ॥
তেষাং মুনীনাং পরমাঙ্ঘ্রিপদ্মং ॥
তাতস্য মাতুশ্চ শিবং শরণ্যং ॥
বিঘ্নোপশান্ত্যৈ শুভভক্তিপুষ্পৈঃ ॥
রাখালচন্দ্রঃ শতশোহভি বন্দে ॥

——

আয়ুর্ব্বেদশব্দের নিরুক্তি

আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতে অথবা অনেন আয়ুর্বিন্দতি ইতি আয়ুর্ব্বেদঃ। অস্যার্থ—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার পরস্পর সংযোগকে আয়ু এবং যে শাস্ত্রে তাদৃশ আয়ুর বিষয় বর্ণিত আছে তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে। অথবা যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে আয়ুর বিষয় অবগত হওয়া যায় কিম্বা যে শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে চলিলে দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ

অথ আয়ুর্ব্বেদের বিষয় বর্ণনা।

বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্র যেরূপ পৃথিবীর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে ও তাহাকে রক্ষা করে তদ্রূপ বায়ু, তেজোময় পিত্ত ও সৌম্য শ্লেষ্মা মানব শরীরে ক্রিয়া করে ও তাহাকে পালন করিয়া থাকে।

শরীরস্থিত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বিকৃত হইলে শরীরকে বিনাশ করে। ইহারা শরীরকে দূষিত করে বলিয়া দোষ এবং মলিন করে বলিয়া মল ও ধারণ (পালন) করে বলিয়া ধাতু নামে অভিহিত হয়।

বায়ু এই দেহ যন্ত্রের চালক; পিত্তই অগ্নি এবং শ্লেষ্মাই জল। এই জল, অগ্নি ও বায়ু দ্বারা দেহযন্ত্র অহর্নিশি পরিচালিত হইতেছে। ইহারা সাম্যাবস্থায় থাকিলেই শরীর নীরোগ থাকে।

বিকৃত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাই ব্যাধির উৎপাদক; এই ত্রিদোষ ভিন্ন কোন ব্যাধিই উৎপন্ন হইতে পারে না। এক একটী পৃথক্ পৃথক্ দোষ ব্যাধি উৎপাদন করিলে তাহাকে বাতজ, পিত্তজ বা **শ্লেষ্মজ ব্যাধি** বলা যায়; দুইটী দুইটী দোষ মিলিত হইয়া রোগ উৎপাদন করিলে তাহাকে বাতপিত্তজ বা **পিত্তশ্লেষ্মজ** ব্যাধি বলা যায় এবং দোষত্রয় মিলিত হইয়া যে ব্যাধি উৎপাদন করে তাহাকে ত্রিদোষজ বা **সান্নিপাতজ ব্যাধি** বলে।

দোষ কুপিত না হইলে ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে না। দোষ কুপিত হইবার পূর্ব্বে হঠাৎ যে ব্যাধি উৎপন্ন হয় তাহাকে আগন্তুব্যাধি বলে। ভূতসংসর্গ, বিষসংস্পর্শ, বিষাক্ত বায়ু সংস্পর্শ, অগ্নিদাহ, অস্ত্রশস্ত্রাদির অভিঘাত, পতন, কাম, শোক ও ভয় প্রভৃতি দ্বারা হঠাৎ যে রোগ জন্মে তাহাকে **আগন্তুব্যাধি** বলা যায়। যদিও ইহাতে পূর্ব্বে কোন দোষের প্রকোপ হয় না কিন্তু পরক্ষণেই দোষের সংসর্গ হইয়া থাকে; এজন্য আগন্তু ব্যাধিকেও নির্দ্দোষ ব্যাধি বলা যায় না। অধিকাংশ আগন্তুব্যাধিই বায়ুপ্রধান।

রজঃ ও তমঃ নামে আরও দুইটী দোষ আছে। এই দুই দোষকে **মানসদোষ** বলে; ইহারা মনকে দূষিত করে। সৎসংসর্গ ও তত্ত্বজ্ঞান মনোদোষের প্রধান ঔষধ।

দেহস্থ বায়ু পাঁচ প্রকার। যথা— প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। প্রাণবায়ুর স্থান হৃদয়, উহা হৃদয়ে থাকিয়া শ্বাস প্রশ্বাসাদিক্রিয়া নির্ব্বাহ করে; ইহা বিকৃত হইলে শ্বাসরোগ, অপস্মার প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। অপান বায়ুর স্থান গ্রহণী নাড়ী; উহা তথায় অবস্থান করিয়া মল মূত্রাদি নিঃসারণ করে; ইহা বিকৃত হইলে অতিসার, গ্রহণী, গুহ্যভ্রংশ, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্ররোধ ও বহুমূত্র প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। সমান বায়ুর স্থান—পক্বাশয়, উহা তথায় অবস্থান করিয়া পাচকাগ্নিকে প্রদীপিত করে এবং বিকৃত হইলে, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, আধ্মান প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। উদান বায়ুর স্থান কণ্ঠদেশ; উহা তথায়

অবস্থান করিয়া প্রাণবায়ুর ন্যায় ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং বিকৃত হইলে হিক্কা প্রভৃতি ব্যাধি উৎপাদন করে। ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীরব্যাপী; ইহা কুপিত হইলে সর্ব্বাঙ্গবাত, একাঙ্গবাত, কম্প, আক্ষেপ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

পিত্ত পাঁচ প্রকার। যথা—পাচক, ভ্রাজক, সাধক, আলোচক ও রঞ্জক। পাচক পিত্তের স্থান পক্বাশয়; ইহার কার্য্য আহারীয় দ্রব্য পরিপাক করা। ইহা বিকৃত হইলে অগ্নিমান্দ্য, অম্লপিত্ত অজীর্ণ, উদরস্তম্ভ, তীক্ষ্ণাগ্নি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ভ্রাজক পিত্তের স্থান-ত্বক্; ইহা শরীরকে উষ্ণ রাখে এবং ইহার বিকৃতিতে বিস্ফোট, শীতপিত্ত প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। সাধক পিত্তের স্থান হৃদয়, ইহা অভীষ্ট কার্য্য সাধনকারী; বিকৃত হইলে হৃদ্রোগ, হৃদ্দাহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। আলোচক পিত্তের স্থান চক্ষু; ইহা দর্শনকার্য্য নির্ব্বাহক এবং ইহার বিকৃতিতে নেত্ররোগ উৎপন্ন হয়। রঞ্জক পিত্তের স্থান যকৃৎ ও প্লীহা; ইহার কার্য্য রসকে রঞ্জিত করিয়া রক্তে পরিণত করা। ইহা বিকৃত হইলে পাণ্ডু কামলা, হলীমক, শোথ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

শ্লেষ্মা পাঁচ প্রকার। যথা—ক্লেদক, শ্লেষ্মক, অবলম্বক, বোধক ও তর্পক। ক্লেদক শ্লেষ্মার স্থান আমাশয়; ইহা আমাশয়গত আহারীয় দ্রব্যকে ক্লিন্ন করে এবং বিকৃত হইলে বমন প্রত্যাধ্মান, জ্বর প্রভৃতি উৎপাদন করে। শ্লেষ্মকশ্লেষ্মার স্থান সন্ধি; ইহা সন্ধিস্থলের সংযোজক এবং দৃঢ়তা সম্পাদক। বিকৃত হইলে আমবাত প্রভৃতি উৎপাদন করে। অবলম্বক শ্লেষ্মার স্থান হৃদয়; ইহা স্ববীর্য্যপ্রভাবে অন্নরস দ্বারা হৃদয়ের স্বকার্য্য সাধনে সামর্থ্য প্রদান করে। বিকৃত হইলে—শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি উৎপাদন করে। বোধক শ্লেষ্মার স্থান কণ্ঠদেশ বিশেষতঃ জিহ্বামূল; ইহা রসের বোধ জন্মাইয়া দেয় এবং বিকৃত হইলে, জিহ্বাস্তম্ভ প্রভৃতি উৎপাদন করে। তর্পক শ্লেষ্মার স্থান মস্তক; ইহা তথায় অবস্থান করিয়া সমস্ত শরীরকে সন্তর্পিত করে এবং ইন্দ্রিয় সমূহের সারপুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। বিকৃত হইলে—মালিন্য, জাড্য, আলস্য, পীনস, মস্তকবেদনা, শরীরের গুরুতা প্রভৃতি উৎপাদন করে।

গমনার্থ বা ধাতু হইতে বায়ু, সন্তাপার্থ তপ্ ধাতু হইতে পিত্ত এবং সংযোজনার্থ শ্লিষ ধাতু হইতে শ্লেষ্মা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

বায়ু চঞ্চল, সূক্ষ্মস্রোতশ্চারী, শীতল, রুক্ষ, বিশদ ও খরগুণবিশিষ্ট। কেহ কেহ ইহাকে শ্যাববর্ণ বলিয়া বর্ণনা করেন। আমরা দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা ইহার কোন রূপ গ্রহণ করিতে পারি না। ইহা পিত্ত ও শ্লেষ্মার চালক।

পিত্ত—রাজিকামরিচাদির ন্যায় তীক্ষ্ণ, আগ্নেয়, তরল, পূতিগন্ধবিশিষ্ট, নীলবর্ণ, (সামাবস্থায়), পীতবর্ণ (নিরামাবস্থায়), উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস (প্রকৃত অবস্থায়), কটুরস (বিকৃত অবস্থায়), স্নেহযুক্ত এবং সরগুণবিশিষ্ট। পিত্ত বিদগ্ধ হইলে অম্লরস হয়।

শ্লেষ্মা—শ্বেতবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধবীর্য্য, পিচ্ছিল, শীতল, মৃদু, স্থির ও মধুর রস এবং ইহা বিদগ্ধ হইলে লবণ রস হয়। আমরা পিত্ত ও শ্লেষ্মা দেখিতে পাই। পিত্ত রক্তধাতুর এবং শ্লেষ্মা রসধাতুর মল। আমাদের দেহে, বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মার ন্যায় আরও সাতটী ধাতু আছে; তাহারাও দেহ ধারণ করে বলিয়া ধাতু নামে অভিহিত হয়। যথা—রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। দূষিত রসাদি ধাতু হইতে নানাপ্রকার পীড়া জন্মিয়া থাকে এবং তাহারা রসজ, রক্তজ, মাংসজ ইত্যাদি নামে কথিত হইতে পারে।

রসজ ব্যাধি

আহারে অনিচ্ছা, অরুচি, অবিপাক, অঙ্গমর্দ্দ, জ্বর, বিবমিষা, আহার না করিয়াই ভুক্তবৎ পরিতৃপ্তিবোধ, অঙ্গগৌরব, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, দেহের স্রোতোরুদ্ধতা, কার্শ্য, মুখবৈরস্য, অবসাদ, অকালপক্কতা ও দৃষ্টিশক্তিহীনতা।

রক্তজ ব্যাধি

কুষ্ঠ, বিসর্প, পিড়কা, মশক, নীলিকা, তিলকালক, ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ, ইন্দ্রলুপ্ত, প্লীহা, বিদ্রধি, গুল্ম, বাতরক্ত, অর্শঃ, অর্ব্বুদ, অঙ্গমর্দ্দ, প্রদর, রক্তপিত্ত, গুদপাক, মুখপাক ও মেঢ্রপাক।

মাংসদোষজ ব্যাধি

অধিমাংস, অর্ব্বুদ, অর্শঃ, অধিজিহ্বা, উপজিহ্বা, উপকুশ, গলশুণ্ডিকা, অলজি, মাংসসংঘাত, ওষ্ঠপ্রকোপ, গলগণ্ড ও গণ্ডমালা।

মেদোদোষজ ব্যাধি

গ্রন্থিবৃদ্ধি, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, ওষ্ঠপ্রকোপ, মধুমেহ, স্থৌল্য, অতিঘর্ম্ম ইত্যাদি।

অস্থিদোষজ ব্যাধি

অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থিতোদ, অস্থিশূল, কুনখ ইত্যাদি।

মজ্জদোষজ ব্যাধি

অন্ধকারদর্শন, মূর্চ্ছা, ভ্রম, পর্ব্বস্থলেরগুরুতা, উরুস্তম্ভ, জঙ্ঘারগুরুত্ব ও নেত্রাভিষ্যন্দ।

শুক্রদোষজ ব্যাধি

ক্লৈব্য, স্ত্রীসংসর্গে অনিচ্ছা, অশ্মরী, শুক্রমেহ ও শুক্রদুষ্টি

অপিচ, চর্ম্মদোষে কুষ্ঠাদি; মলাশয় দূষিত হইলে মলরোধ বা অত্যন্ত মল নিঃসরণাদি, ইন্দ্রিয়গ্রাম দূষিত হইলে ইন্দ্রিয়ের অতিপ্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি ইত্যাদি আরও অনেক প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

✓ নিম্নলিখিত কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া থাকে। যথা—ব্যায়াম, উপবাস, পতন, ভঙ্গ, ধাতুক্ষয়, রাত্রিজাগরণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, শোক, শীতলতা, ভয়, রুক্ষক্রিয়া, কষায়, তিক্ত বা কটুরস সেবন বর্ষাকালে ও বৃদ্ধাবস্থায় ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইলে, এবং অপরাহ্ণ সময়ে স্বভাবতই বায়ু কুপিত হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে। যথা—কটু (ঝাল) অম্ল, লবণ, উষ্ণবীর্য্যদ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য, ক্রোধ, উপবাস, রৌদ্র, স্ত্রীসংসর্গ, তিল, মসিনা, দধি, মদ্য, শুক্ত (সন্ধানবিশেষ), কাঁজি ইত্যাদি। শরৎ ও গ্রীষ্মকালে, যৌবনাবস্থায়, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার সময় এবং মধ্যাহ্নে ও অর্দ্ধরাত্রিসময়ে স্বভাবতই পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত কারণে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া থাকে। যথা—মধুর, অম্ল লবণ, গুরুদ্রব্য, স্নিগ্ধদ্রব্য, দ্রবদ্রব্য, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, দধি, দিবানিদ্রা, পিষ্টক ও ঘৃত ইত্যাদি। হেমন্তে, বসন্তে, বাল্যাবস্থায়, ভুক্তমাত্রে এবং দিবা ও রাত্রির প্রথমাংশে স্বভাবতই শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়।

বায়ু প্রকুপিত হইলে নিম্নলিখিত অশীতি প্রকার ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে। যথা—নখভেদ, বিপাদিকা, পাদশূল, পাদভ্রংশ, পাদসুপ্তি, বাতখুড্ডতা, গুল্ফগ্রহ, পিণ্ডিকোদ্বেষ্টন, গৃধ্রসী, জানুভেদ, জানুবিশ্লেষ, উরুস্তম্ভ, উরুসাদ, পাঙ্গুল্য, গুদভ্রংশ, গুদার্ত্তি, বৃষণোৎক্ষেপ, শিশ্নস্তম্ভ, বঙ্ক্ষণানাহ, শ্রোণিভেদ, বিড়্ভেদ, উদাবর্ত্ত, খঞ্জত্ব, কুব্জত্ব, বামনত্ব, ত্রিকশূল, পৃষ্ঠশূল, পার্শ্বশূল, উদরাবেষ্ট, হৃন্মোহ, হৃদ্দ্রব, বক্ষউপরোধ, বক্ষউদ্ঘর্ষ বাহুশোষ, গ্রীবাস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, কণ্ঠোদ্ধ্বংস, হনুস্তম্ভ, ওষ্ঠভেদ, দন্তভেদ, দন্তশৈথিল্য, মূকত্ব, বাগ্‌রোধ, মুখের কষায়তা, মুখশোষ, রসাজ্ঞান, ঘ্রাণনাশ, কর্ণশূল, অশব্দশ্রবণ উচ্চৈঃশ্রবণ, বাধির্য্য, বর্ত্মস্তম্ভ, বর্ত্মসঙ্কোচ, তিমির, অক্ষিশূল, নেত্রব্যুদাস, ভ্রূব্যুদাস, শঙ্খভেদ, ললাটভেদ, শিরঃশূল, কেশভূমিস্ফুটন, অর্দ্দিত, একাঙ্গরোগ, সর্ব্বাঙ্গরোগ, পক্ষাঘাত, আক্ষেপ, দণ্ডক, শ্রমবোধ, ভ্রম, কম্প, জৃম্ভা বিষাদ, প্রলাপ, গ্লানি, রুক্ষতা, মলকাঠিন্য, শ্যাববর্ণ বা অরুণবর্ণতা, অনিদ্রা ও চঞ্চলচিত্ততা। এই ৮০ প্রকার বাত বিকারকে নানাত্মজ বিকার কহে।

পিত্ত প্রকুপিত হইলে নিম্নলিখিত চল্লিশ প্রকার ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে। যথা—ওষ (নিকটস্থ অগ্নিতাপের ন্যায় তাপ বোধ) প্লোষ—(অগ্নিদাহজনিত জ্বালার ন্যায় জ্বালা) দাহ, দবথু (শরীর যেন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে এরূপ বোধ), ধূমক (ধূম নিঃসরণের ন্যায় বোধ) অম্লোদ্গার, বিদাহ, অন্তর্দাহ, অংসদাহ, উষ্মার আধিক্য, অতিস্বেদ, অঙ্গগন্ধ, অঙ্গাবদরণ, রক্তক্লেদ, মাংসক্লেদ, ত্বক্‌দাহ, মাংসদাহ, ত্বক্ ও মাংসের বিদরণ, চর্ম্মবিদরণ, রক্তবর্ণকোঠ, রক্তবর্ণ বিস্ফোট, রক্তপিত্ত, রক্তমণ্ডল, হরিতবর্ণতা, হরিদ্রাবর্ণতা, নীলিকা, কক্ষা, (বাহুরপার্শ্বে, স্কন্ধে ও কক্ষে যে কৃষ্ণবর্ণ বেদনাযুক্ত স্ফোটক হয়) কামলা, মুখের তিক্ততা, পূতিমুখতা, তৃষ্ণাধিক্য, অতৃপ্তি, মুখপাক, গলপাক, নেত্রপাক,

গুদপাক, মেঢ্‌পাক, জীবক্ষয় (জীবশোণিতেরক্ষয়) তমঃপ্রবেশ, মূত্রনেত্র ও বিষ্ঠার হরিত বা হরিদ্রাবর্ণতা। এই চল্লিশ প্রকার পিত্তবিকারকে পিত্তনানাত্মজ বিকার কহে।

শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইলে নিম্নলিখিত বিংশতি প্রকার ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে।

যথা—তৃপ্তি (আহার না করিয়াও আহার করার ন্যায় বোধ), তন্দ্রা, অধিকনিদ্রা, স্তিমিততা (আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠনের ন্যায় বোধ), গাত্রগৌরব, আলস্য, মুখের মধুরতা, মুখস্রাব, উদ্গার, কফোদ্গীরণ, মলাধিক্য, কণ্ঠের লিপ্ততা, হৃদয়ের লিপ্ততা, ধমনীর স্থূলতা, পীনস, (সন্ধি) গলগণ্ড, স্থৌল্য, অগ্নিমান্দ্য, উদর্দ্দ, বর্ণ নেত্র মূত্র ও বিষ্ঠার শুক্লতা, এই বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মবিকারকে শ্লেষ্মনানাত্মজ বিকার কহে।

মহামতি সুশ্রুতদেব বাতবিকারে যাহা পাঠ করিয়াছেন তন্মধ্যে আধ্মান, স্ফুটন, বিষমপরিণতি, দৃষ্টি, লোমহর্ষ ও শুষ্কতা এই কয়েকটী এবং পিত্তবিকারে যাহা পাঠ করিয়াছেন তন্মধ্যে পিপাসা, মূর্চ্ছা, মত্ততা ও প্রলাপ এই কয়েকটী এবং কফবিকারে যাহা পাঠ করিয়াছেন তন্মধ্যে কণ্ডূ ও শোথ অধিক দৃষ্ট হয়।

✓ বায়ুনাশক ক্রিয়া যথা—মধুর, অম্ল লবণ, স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য সেবন, বাতনাশক স্বে. (স্নিগ্ধ স্বেদ) তৈলাভ্যঙ্গ, স্নেহপান, আস্থাপন, অনুবাসন, নস্য) গুরুভোজন, উৎসাদন ও পরিষেক। বায়ুতে তৈলাভ্যঙ্গ সুপ্রশস্ত। বায়ু যোগবাহী; উহা পিত্তের সহিত মিলিত হইলে আগ্নেয় এবং শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইলে সৌম্য হয়। পিত্তান্বিত বায়ুতে পিত্তনাশক ঔষধ দ্বারা এবং শ্লেষ্মান্বিত বায়ুতে শ্লেষ্মনাশক ঔষধ দ্বারা বায়ু প্রশমিত হয়। যে প্রকার আশ্রয়ীভূত কাষ্ঠের অভাবে অগ্নির উপশম হয় তদ্রূপ আশ্রয়ীভূত পিত্ত শ্লেষ্মার অভাবে বায়ুর উপশম হয়। কুপিত বায়ু যে স্থানে গমন করিবে সেই স্থানের চিকিৎসায় বায়ুর উপশম হইবে। যেমন—বায়ু শ্লেষ্মপ্রধান আমাশয়ে গমন করিলে, বায়ুতে বিহিত স্নিগ্ধ স্বেদের পরিবর্ত্তে কফে বিহিত রুক্ষ স্বেদ প্রয়োগ করিতে হয়, ইত্যাদি।

বায়ু বর্দ্ধক রস যথা—

কটু, তিক্ত ও কষায়। হরীতকী কষায় হইলেও বায়ুবর্দ্ধক নহে। শুণ্ঠী কটু হইলেও বিপাকে বায়ুনাশক; বেত্রাগ্র ও পলতা তিক্ত হইলেও বায়ু প্রকোপক নহে; কষায় রস অত্যন্ত বাতবর্দ্ধক।

পিত্ত নাশক ক্রিয়া

মধুর, তিক্ত, কষায় ও শীতল দ্রব্য সেবন, ঘৃত পান, বিরেচন, পিত্তনাশক প্রলেপ পরিষেক, অভ্যঙ্গ ও অবগাহন। পিত্তে ঘৃতপান সুপ্রশস্ত। তিক্তরস অত্যন্ত পিত্তনাশক।

পিত্তবর্দ্ধক রস

কটু অম্ল ও লবণ রস। কটু রস অত্যন্ত পিত্তবর্দ্ধক; আমলক অম্ল হইলেও পিত্তনাশক পিপুল ঝাল হইলেও বিপাকে পিত্তনাশক।

শ্লেষ্মনাশক ক্রিয়া যথা—

কটু, তিক্ত, কষায় রস, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ ও উষ্ণদ্রব্য সেবন, শ্লেষ্মনাশক স্বেদ, বমন, শিরোবিরেচন এবং ব্যায়াম। কফে মধু লেহন সুপ্রশস্ত। কটু রস অত্যন্ত শ্লেষ্মনাশক।

শ্লেষ্মবর্দ্ধক রস যথা—

মধুর, অম্ল ও লবণ রস। মধুর রস অত্যন্ত শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

যে সমস্ত দ্রব্য বায়ুনাশক, উহা সাম বায়ুর বর্দ্ধক; সূর্য্যোদয়ে, মেঘাচ্ছন্ন দিনে ও রাত্রিতে সাম বায়ু বর্দ্ধিত হয়।

সাম দোষে প্রথমতঃ আমনাশক চিকিৎসা ও পাচক ঔষধ দ্বারা আমক্ষয় করিয়া পশ্চাৎ নিরাম দোষের প্রশমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ভদ্রদার্ব্বাদিগণ বায়ু প্রশমনে, দূর্ব্বাদিগণ ও গুড়ূচ্যাদিগণ পিত্তপ্রশমনে এবং সুরসাদিগণ ও পঞ্চকোল শ্লেষ্মপ্রশমনে শ্রেষ্ঠ।

বর্ষাকালে অনুবাসন দ্বারা বায়ু, শরৎকালে বিরেচন দ্বারা পিত্ত ও বসন্তে বমন দ্বারা কফ নিঃসারিত হইলে ঋতুজরোগ উৎপন্ন হইতে পারে না।

অথ উপক্রম প্রকরণ

কাল, কর্ম্ম, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহাদের অতিযোগ, মিথ্যাযোগ, অযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম, ইহারাই সমস্ত ব্যাধির নিদান। যথা—অতিরিক্ত মধুর রসের উপযোগ হইলে শ্লেষ্মার প্রকোপ হয়; মধুর রসের অযোগ হইলে বায়ুর প্রকোপ হয়; মধুর রস ও তিক্তরস এই উভয়ের সংযোগে মিথ্যাযোগ হইলে বমনাদি রোগ উৎপন্ন হয় ইত্যাদি।

কাল, কর্ম্ম ও শব্দ স্পর্শাদির সমযোগই নীরোগতার নিদান।

সমশন, বিষমাশন ও অধ্যশন দ্বারা প্রায় সমস্ত ব্যাধিই উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং ইহাদিগকে যত্নতঃ পরিত্যাগ করিবে। হিতকর ও অহিতকর দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাকে সমশন বলে। বহুপরিমাণে, অল্প পরিমাণে কিম্বা অসময়ে আহার করাকে বিষমাশন কহে। ভুক্তদ্রব্যের অজীর্ণাবস্থায় ভোজন করাকে অধ্যশন কহে।

আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ ও রসশেষাজীর্ণ সমশনাদির ন্যায় বহুবিধ বিকারজনক সুতরাং অজীর্ণ নাশার্থ যত্নবান হইবে।

দোষের বিষমতাই রোগ এবং দোষের সমতাই আরোগ্যের লক্ষণ।

প্রথমতঃ রোগ নির্ণয় করিয়া পশ্চাৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। উভয় ব্যাধিতে বা বহু-ব্যাধিতে সন্দেহ হইলে উপশয় এবং অনুপশয় দ্বারা ব্যাধি নির্ণয় করিবে; এক ব্যাধির প্রকারভেদ বুঝিতে না পারিলে ব্যাধি বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। প্রমেহে হরিদ্রা, কুষ্ঠে খদির, বিষে শিরীষ, জ্বরে মুস্তা ও ক্ষেত্রপর্পটীর মিলিত কষায় ইত্যাদি ব্যাধি বিপরীত ঔষধ

দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন দ্বারা রোগী এবং নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তি দ্বারা রোগ পরীক্ষা করিবে। কেহ কেহ বলেন রোগের বিজ্ঞানোপায় ষড়বিধ। যথা—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রশ্ন। জ্বর ও শোথাদিতে শীতোষ্ণ শ্লক্ষ্ণকর্কশমৃদুকঠিনত্বাদি স্পর্শনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়। শরীরের উপচয়, অপচয়, আয়ুর্লক্ষণ, বল, বর্ণ, অতিসারের ধাতুনিঃসরণাদি, দর্শনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়। প্রমেহাদিতে রস বিশেষ রসনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়; রোগের মৃত্যুলক্ষণাদির মধ্যে ব্রণাদির গন্ধবিশেষ ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়। ব্রণাস্রাব এবং অতিসারাদিতে শব্দবিশেষ শ্রোত্রেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়। জাতি, কাল, সাত্ম্য, রোগোৎপত্তিবিবরণ বেদনা, বল, দীপ্তাগ্নিতা, বায়ু, মূত্র, পুরীষের প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি এবং রোগের কালপ্রকর্ষাদি প্রশ্ন দ্বারা জ্ঞাত হইবে।

যে কারণে রোগের উৎপত্তি হইয়াছে অথবা রোগের যে সকল নিদান লিখিত হইয়াছে তৎসমুদায়ের পরিহারই সাধারণ চিকিৎসা এবং তৎসমুদায়ের উপযোগই সাধারণ অপথ্য।

সমান সমানেরবর্দ্ধক—বিপরীত তাহার নাশক এবং ইহাই চিকিৎসার সূত্র।

উদাহরণ যথা—মধুর রস মধুর রসের বর্দ্ধক, জল জলের বর্দ্ধক, অগ্নি অগ্নির বর্দ্ধক, শৈত্য শৈত্যের বর্দ্ধক, রৌক্ষ্য রৌক্ষ্যের বর্দ্ধক, মাংস মাংসের বর্দ্ধক, মধুররস মধুরশ্লেষ্মার বর্দ্ধক, কষায়রস কষায় বায়ুর বর্দ্ধক, তীক্ষ্ণহিঙ্গু তীক্ষ্ণপিত্তবর্দ্ধক, আগ্নেয়মরিচ আগ্নেয়পিত্ত বর্দ্ধক, লঘু আগ্নেয়দ্রব্য লঘুবায়ুর বর্দ্ধক ইত্যাদি। শুক্রধর্ম্মাবলম্বী তালমূলী, শিমুলমূল, মুঞ্জকুমারী প্রভৃতি শুক্রবর্দ্ধক।

বিপরীত—যথা, তিক্তরস মধুররস নাশক, অগ্নি জলনাশক, উষ্ণ শৈত্যনাশক, স্নিগ্ধতা রৌক্ষ্য নাশক, আগ্নেয়কটুরস জলীয় শ্লেষ্মানাশক, শীতল শতমূলী উষ্ণপিত্তনাশক ইত্যাদি।

গুরু লঘু, শীত উষ্ণ, স্নিগ্ধ রুক্ষ, মন্দ তীক্ষ্ণ, স্থির সর, মৃদু কঠিন, বিশদ পিচ্ছিল, শ্লক্ষ্ণ খর, সূক্ষ্ম স্থূল, সান্দ্র দ্রব, এই কুড়িটী গুণ, দ্রব্যে থাকিয়া স্ব স্ব ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধহেতু একে অপরের নাশক। ইক্ষুগুড় গুরুশীতস্নিগ্ধ ও স্থিরগুণবিশিষ্ট, শ্লেষ্মাও উক্ত গুণবিশিষ্ট; সুতরাং গুড় শ্লেষ্মবর্দ্ধক। মরিচ লঘু, উষ্ণ, রুক্ষ, ও তীক্ষ্ণ নিবন্ধন

কফনাশক। মটেশাক রৌক্ষ্য, শৈত্য ও লাঘব দ্বারা, কাণ্ডেক্ষু রৌক্ষ্য ও শৈত্য দ্বারা, শীধু রৌক্ষ্য দ্বারা বায়ুবর্দ্ধক। যমানী তৈক্ষ্ণ্য ও উষ্ণ দ্বারা, তিল কেবল ঔষ্ণ্য দ্বারা পিত্তবর্দ্ধক। শোণালুবজ্জা স্নেহগৌরবমাধুর্য্য দ্বারা, কশের শৈত্যগৌরব দ্বারা ও ক্ষীরিবৃক্ষের ফল শৈত্য দ্বারা কফবৰ্দ্ধক হইয়া থাকে।

রস অপেক্ষা বীর্য্য প্রধান এবং বীর্য্য অপেক্ষা প্রভাব প্রধান। বীর্য্য রসকে পরাভূত করিয়া স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করে। বীর্য্য শীতোষ্ণ ভেদে ২ প্রকার। কেহ ২ বলেন বীর্য্য ৮ প্রকার। যথা—শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, মৃদু, তীক্ষ্ণ, বিশদ ও পিচ্ছিল। তিক্তাম্লুরস, কষায় রস ও মহাপঞ্চমূল উষ্ণবীর্য্যবশতঃ, কষায়রস কুলথ কলাই এবং কটুরস-পলাণ্ডু স্নিগ্ধতা-বশতঃ বায়ু প্রশমিত করে; ইক্ষুরস মধুর হইলেও শীতবীর্য্য হেতু বায়ু বর্দ্ধিত করে। পিপুল, আমলকী ও সৈন্ধব যথাক্রমে কটু, অম্ল ও লবণরস হইলেও মৃদুশীতবীর্য্যহেতু পিত্ত প্রশমিত করে; কাকমাচী ও মৎস্য যথাক্রমে তিক্ত ও মধুররস হইলেও উষ্ণবীর্য্যবশতঃ পিত্ত বৰ্দ্ধিত করে। মূলক কটুরস হইলেও স্নিগ্ধবীর্য্য বশতঃ কফ বর্দ্ধিত করে; কয়েদবেল এবং মধু যথাক্রমে অম্ল ও মধুররস হইলেও রুক্ষবীর্য্য বশতঃ শ্লেষ্মা প্রশমিত করে।

যে সকল রস বায়ুনাশক যদি তাহাতে রুক্ষতা, লঘুতা বা শীততা থাকে, এবং যে সকল রস পিত্তপ্রশমক যদি তাহাতে তীক্ষ্ণতা উষ্ণতা ও লঘুতা থাকে এবং যে সমস্ত রস কফপ্রশমক যদি তাহাতে স্নিগ্ধতা, গুরুতা ও শীততা থাকে তাহা হইলে সেই সমস্ত রস যথাক্রমে বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে প্রশমিত করিতে পারে না পরন্তু বর্দ্ধিত করিতে পারে।

রস ও বীর্য্যের অপেক্ষা না করিয়া খদির—স্বপ্রভাবে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ, হরিদ্রা—সর্ব্ববিধ প্রমেহ এবং গুলঞ্চ—সর্ব্ববিধ বাতরক্ত নষ্ট করিতে পারে।

যে ব্যাধি শীতক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে উষ্ণক্রিয়া দ্বারা এবং যে ব্যাধি উষ্ণক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে শীতক্রিয়া দ্বারা প্রশমিত করিবে। কেহ ২ সৌম্য ও আগ্নেয়ভেদে ব্যাধিকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে আগ্নেয় ও শৈত্যক্রিয়ার উপদেশ দিয়া থাকেন।

যে ক্রিয়া এক ব্যাধি বা এক উপসর্গ নষ্ট করিয়া অন্য ব্যাধি বা উপসর্গ উৎপাদন করে তাহা কুক্রিয়ার মধ্যে গণনীয়

যথাকালে রোগের চিকিৎসা করিবে। যথা—বর্ষা বা শীত ঋতুতে বাতবিকার উৎপন্ন হইলে ঐ ঋতুকে গ্রীষ্মঋতুতে পরিণত করিয়া চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ রোগীর গৃহ এরূপ গরম রাখিবে যেন ঐ গৃহাভ্যন্তর গ্রীষ্মকাল বলিয়া প্রতীয়মান হয় ইত্যাদি।

বিসর্গ ও আদানভেদে কাল দুই প্রকার। উত্তরায়নকালকে অর্থাৎ শীত বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই ঋতুত্রয়কে আদানকাল বলে। এইকালে শরীর রসহীন হইতে থাকে এবং ব্যাধিও প্রায়শঃ বাতাত্মক হয়; শীতকালে শরীর অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া থাকে সুতরাং এইকালে স্নিগ্ধ

স্বাদু, অম্ল ও লবণরস সেবনীয়। বসন্তকালে কফ প্রকুপিত হয় বিধায় এইকালে গুরু, অম্ল, লবণ, স্নিগ্ধ, মধুরদ্রব্য ও দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকিরণ মান দেহের স্নেহভাগ শোষণ করে সুতরাং এইকালে মধুর, শীতল স্নিগ্ধ অন্নপান ও শর্করাপান প্রভৃতি হিতকর। এই সময়ে লবণ, অম্ল, কটু, উষ্ণদ্রব্য ও ব্যায়াম পরিত্যাগ করিবে।

দক্ষিণায়ন কালকে অর্থাৎ বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই তিন ঋতুকে বিসর্গকাল কহে। এইকালে শরীর রসযুক্ত ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে এবং ব্যাধিও প্রায়শঃ কফানুগ হয়। বর্ষাকালে শরীর অত্যন্ত রসস্থ হয় এবং অনেকেরই অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। এই সময় পুরাতন তণ্ডুলান্ন ও কফনাশক দ্রব্যই সুপথ্য এবং নদীজল, দিবানিদ্রা, অম্ল, লবণ ও স্নেহসেবন নিষিদ্ধ। শরৎকালে তিক্তঘৃত, তিক্ত, মধুরদ্রব্য ও বিরেচন হিতকর। হেমন্তকালের ক্রিয়া অনেকাংশে শীতকালের ন্যায় কিন্তু এইকালে শ্লেষ্মার প্রাবল্য থাকে।

আনূপ, জাঙ্গল ও সাধারণভেদে দেশ তিন প্রকার। যথা—বঙ্গদেশ আনূপ, বিহার ও উড়িষ্যা সাধারণ এবং রাজপুতনা প্রভৃতি জাঙ্গলদেশ। আনূপদেশের লোক প্রায়শঃ শ্লেষ্মা এবং জাঙ্গলদেশের লোক সাধারণতঃ বাতপ্রধান, সুতরাং এই সকল বিবেচনা করিয়া পীড়ার ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে।

যে ঔষধ বহুগুণসম্পন্ন, উৎকৃষ্ট অথচ অল্প উপাদানে প্রস্তুত ও দৃষ্টফলবিশিষ্ট তাহাই প্রশংসনীয় ও প্রযোজ্য। কিন্তু রোগী অপথ্যসেবী হইলে, বহুগুণান্বিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও সুফল হয় না সুতরাং অপথ্যসেবীর চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য নহে।

যে রোগে যেরূপ চিকিৎসা করিতে হইবে, দেশকালপাত্র অনুসারে তাহার অন্যথা হইতে পারে, সুতরাং যুক্তিপূর্ব্বক তথায় বিপরীত চিকিৎসা বা উপায়ান্তর অবলম্বন করিবে।

কোনও নূতন ব্যাধির আবির্ভাব হইলে দোষ ও লক্ষণানুসারে তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

কোনও চিকিৎসক রোগীর মৃত্যু লক্ষণ দেখিয়াই হঠাৎ হতাশ হইবেন না এবং রোগী বা রোগীর আত্মীয়গণকে উদ্বিগ্ন করিবেন না। মৃত্যু বা অরিষ্ট লক্ষণ দুই প্রকার। যথা—দোষজ এবং ব্যাধিস্বভাবজ। দোষজ অরিষ্ট লক্ষণ, দোষপ্রশমনে প্রশমিত হইতে পারে কিন্তু ব্যাধিস্বভাবজ অরিষ্টলক্ষণ কখনই তিরোহিত হইতে পারে না। মেঘোদয় হইলে যেমন বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা তদ্রূপ অরিষ্টলক্ষণ দেহাকাশে আবির্ভূত হইলেও মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

অপরিচ্ছন্ন ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, অপ্রিয়কর্কশভাষী, নির্ব্বাক ও স্বয়ং উপস্থিত চিকিৎসক আদরণীয় হয় না।

চিকিৎসা-প্রকরণ

—:•:—

অথ জ্বরচিকিৎসা

প্রথমতঃ নিদানোক্ত শ্রমাদি লক্ষণ দ্বারা জ্বরের পূর্ব্বরূপের অবস্থাভেদ উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া ঔষধ কল্পনা করা উচিত। সাধারণতঃ জ্বরের সামান্য পূর্ব্বরূপে লঘুভোজন (খই, মণ্ড প্রভৃতি) ও পরিস্ফুট পূর্ব্বরূপে উপবাস করা কর্ত্তব্য। পরন্তু কেবল বাতজ্বরের পূর্ব্বরূপে অর্থাৎ যে অবস্থায় আমক্ষয়াদিহেতু কুপিতবায়ু জ্বরের পূর্ব্বরূপ—শ্রান্তি জৃম্ভাদিলক্ষণনিচয় উৎপন্ন করিতেছে, তাদৃশ অবস্থায় বৎসরাতীতপুরাতন দ্রব্যসংস্কাররহিত অচ্ছঘৃত (সুশ্রুতের টীকায় পুরাতনঘৃতের উল্লেখ আছে) পান করাইয়া লঘু ভোজন করাইবে। তাহা হইলে রোগী সত্বর প্রকৃতিস্থ হইবার সম্ভাবনা। যদি রোগী অস্নেহনীয় হয় (স্নেহপানের অযোগ্য) তাহাহইলে লঘুভোজন প্রশস্ত ও স্নেহপান নিষিদ্ধ। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অস্নেহনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—অতিমন্দাগ্নি, অতি-তীক্ষ্ণাগ্নি, অতিস্থূল, অতিদুর্ব্বল, অতিসার, আম, কফ বা গলরোগগ্রস্ত, বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণী। যে কোনও প্রকার জ্বরের পূর্ব্বরূপ অনুভূত হইলেই পরিষ্কার গরম বস্ত্রদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া থাকিবে। কষ্টবোধ হইলে ব্যজনানিল সেবনীয়। বাতজ্বর পূর্ব্বরূপে মিশ্রি, বেদানা, খই, দুগ্ধ, কিস্মিস্ প্রভৃতি দ্রব্য হিতকর। রামবাণরস ও হিঙ্গুলেশ্বর বাতজ্বর-পূর্ব্বরূপে এবং কেবল বাতজ্বরে প্রশস্ত।

রামবাণ রস।

পারদ, বিষ, লবঙ্গ ও গন্ধক প্রত্যেকে ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, জায়ফল অর্দ্ধ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে খল করিয়া পুরাতন তেঁতুলের জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে। অনুপান—শুঁঠ চূর্ণ ও মধু। এই ঔষধ মুখের লালার সহিত গিলিয়া খাইলে বিশেষ ফললাভ হয়। ইহা আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত ঔষধ; কিন্তু অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে রামবাণরস ব্যবহার্য্য নহে। এই ঔষধ পরিপাচক ও সঙ্কোচক। টীকাকারের মতে এই ঔষধ পক্ক তেঁতুলের রসে মাড়িতে হয়। বক্ষ্যমাণ মারণবিধি অনুসারে সর্ব্বত্রই পারদ, গন্ধক ও বিষ শোধিত করিয়া লইবে এবং পারদ ও গন্ধক কজ্জলী করিয়া ব্যবহার করিবে।

কেবল পিত্তজ্বরের পূর্ব্বরূপে রোগীকে মৃদু বিরেচন করাইয়া অবস্থাভেদে পিত্তহরধান্য-পটোলাদিসাধিত লঘুভোজন কিম্বা কেবল লঘুভোজন বা লঙ্ঘন করাইবে। এই ক্রিয়া দ্বারা রোগী ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইবে। বিরেচনার্থ—হরীতকী ৩ ভাগ, আমলকী ১ ভাগ, কিস্‌মিস্ ২ ভাগ, চিনি ১ ভাগ, একত্রে মর্দ্দন করিয়া অথবা তেউড়ীমূল ৩ ভাগ, কিস্‌মিস ২ ভাগ, চিনি ১ ভাগ একত্রে মর্দ্দন করিয়া ॥০ তোলা মাত্রায় শীতল জলসহ সেবন করিবে। যদি ইহাতে বিরেচন না হয় তবে ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ এরণ্ডতৈল দ্বারা বিরেচন করাইবে। এরণ্ড তৈলের মাত্রা ২॥০ তোলা হইতে ৪ তোলা পর্য্যন্ত।

ধান্যপটোলাদি ক্বাথ—যথা,—ধনে ১ তোলা, পটোলপত্র ১ তোলা; উভয় দ্রব্য /৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ সের থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া লইবে। এই জল দ্বারা পথ্য পাক করিয়া দিবে। কোনও দ্রব্যদ্বারা পথ্যপাক করিতে হইলে অথবা পানীয় জল প্রস্তুত করিতে হইলে, সর্ব্বত্রই দ্রব্য ২ তোলা ও জল /৪ গ্রহণ করতঃ পাক করিবে, /২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং উহাই প্রয়োজনানুসারে পথ্য পানীয়ে প্রয়োগ করিবে। ধান্যপটোলের ক্বাথ পানও পিত্তজ্বরের পূর্ব্বরূপে নিষিদ্ধ নহে কিন্তু উহা পিত্তজ্বরেই সমধিক কার্য্যকারী। ধান্যপটোল জ্বরঘ্ন, পাচক, রোচক, পিত্তনাশক ও পিপাসানিবারক। ষড়ঙ্গপানীয়ক্বাথ—দ্রব্য ২ তোলা এবং জল ।০ সের গ্রহণ করিবে এবং চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করিবে। পাচন সেবনে এই নিয়ম সর্ব্বত্রই অবলম্বনীয়। এই নিয়মানুসারে ধনে ১ তোলা পলতা ১ তোলা, জল ।০ সের, শেষ—/৩০ হইবে। যদি রোগী বিরেচনের অযোগ্য হয় তবে পিত্তহর ক্ষেত্রপর্প্পটী প্রভৃতি সাধিত লঘুভোজন করাইবে এবং বিরেচন করাইবে না। ক্ষেত্রপর্প্পটী পিত্তনাশক ও জ্বরঘ্ন। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অবিরেচ্য—বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী, দুর্ব্বল, পিপাসিত, ক্লান্ত, ভীরু, ক্ষুধাতুর ইত্যাদি। যদি রোগীর উদরাময় থাকে তবে পিত্তহর সংগ্রাহক ধান্যচতুষ্কসাধিত লঘুভোজন করিতে দিবে; এই স্থলে লঙ্ঘন সম্পূর্ণ অবিধেয়। ধান্যচতুষ্ক যথা—ধনে, মুথা, বালা ও বেলশুঁঠ। এই অবস্থায় পিত্তনাশক সংগ্রাহক মসূরের যূষ পথ্যরূপে ব্যবস্থা করিবে।

সকল প্রকার জ্বরে বা জ্বরের পূর্ব্বরূপে উষ্ণজল ব্যবহার্য্য। বাতজ্বরে ঈষৎ উষ্ণজল, কফজ্বরে তীক্ষ্ণোষ্ণজল এবং পিত্তজ্বরে শৃতশীতল জল ব্যবহার্য্য। জ্বরে, অত্যন্ত পিপাসা থাকিলে, ষড়ঙ্গসাধিত শৃতশীতল জল পান করিতে দিবে। ষড়ঙ্গ যথা—মুথা, ক্ষেত্রপর্প্পটী, বেণামূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ। পিত্তপ্রধান জ্বরে, শুঁঠ বাদ দেওয়া উচিত। উদরাময় না থাকিলে কিস্‌মিস খাইতে পারা যায়। ইহাতে সাগু, খই, বেদানা প্রভৃতি পথ্য। জ্বরে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইলে আবির বা শুঁঠচূর্ণ মালিশ করিবে; তাহাতে ঘর্ম্ম

নিবৃত্তি না হইলে, সন্নিপাতজ্বরাধিকারে লিখিত ঘর্ম্মপ্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে পদ্মপত্র, মৃণাল প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। কোনও প্রকার জ্বরে অকথিত শীতলজল ব্যবহার্য্য নহে। পিত্তজ্বরে, বাতশ্লেষ্মজ্বরে, সন্নিপাতজ্বরে, প্রলেপকজ্বরে এ জ্বরমুক্তি অবস্থায় ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইলে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে সুতরাং বল রক্ষার নিমিত্ত সত্বর ঘর্ম্ম নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য; জ্বরের অবস্থা বিশেষে ঔষধের তারতম্য করা উচিত। নিম্নলিখিত ব্যাধিতে সাধারণতঃ ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। যথা—পিত্তপ্রধান বাতরক্তে, বাতরক্তের পূর্ব্বরূপে, অম্লপিত্তে, পিত্তজ মূর্চ্ছায়, বিসর্পে, মদাত্যয়ে কুষ্ঠের পূর্ব্বরূপে, দাহে, গৃহগোধিকাদংশনে, শতপদী (বিছা) দংশনে, অত্যন্তশ্রমে, ভয়ে, ক্রোধে, অত্যন্ত অবসাদে, মেদোরোগে, প্রমেহের এবং বহুমূত্রের প্রাবল্যাবস্থায়, পিত্তপ্রধান অর্শে অত্যন্তভেদে ও বমনে।

কফজ্বরের পূর্ব্বরূপে বা কফজ্বরে মৃদুবমন করাইয়া (গরমজল ও লবণ প্রভৃতি দ্বারা) ত্রিকটু বা পঞ্চকোলাদিদ্রব্যসাধিত অথবা কেবল লঘুভোজন (খই, আদা প্রভৃতি) বা লঙ্ঘন করাইবে। ত্রিকটু। যথা—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ। পঞ্চকোল যথা—পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতেমূল ও শুঁঠ। যদি রোগী অবমা কম অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অবিবেচ্যবৎ বালকাদি হয় তাহাহইলে বমন না করাইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ লঘুভোজনাদি করাইবে। ত্রিকটু বা পঞ্চকোল দ্বারায় ষড়ঙ্গবৎ অর্দ্ধশৃতউষ্ণজল পথ্যের সহিত ব্যবহার করিতে দিবে। গর্ভিনীর শ্লেষ্মজ্বরপূর্ব্বরূপে বা শ্লেষ্মজ্বরে চিত্রকাদি উষ্ণবীর্য্যদ্রব্যসাধিত অন্নপানাদি ব্যবহার করাইবে না; কারণ তাহাতে গর্ভপাত হইবার সম্ভাবনা। কফচিন্তামণি ঔষধ এইজ্বরে সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় ব্যবহার করিবে।

কফচিন্তামণি

যথা—হিঙ্গুল, ইন্দ্রযব, সোহাগার খই, সিদ্ধিবীজ ও মরিচ প্রত্যেক সমভাগ, রসসিন্দূর ৩ ভাগ আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ছোলার ন্যায় বটী করিবে। এই ঔষধ কফাশ্রিতবায়ু ও কফরোগ নাশক। অনুপান—আদারস ও মধু। হিঙ্গুল ও সিদ্ধিবীজ শোধন করিয়া ব্যবহার করিবে।

বৃহৎ কফচিন্তামণি

স্বর্ণমাক্ষিক ৵০, রৌপ্য ৵০, হরিতাল—৵০, লৌহ—৵০, মুক্তা—৵০, প্রবাল—৵০, বঙ্গ—১ তোলা, স্বর্ণসিন্দুর ৩ তোলা; জল দ্বারা মাড়িয়া ৩ রতি বটী করিবে। অনুপান—আদা বা তুলসীপত্র রস। আদা, মিস্ত্রি প্রভৃতি দ্রব্য পথ্যরূপে ব্যবহার করিবে। শিশুদের প্রায়শঃ কফপ্রধান জ্বর হইয়া থাকে; তাহাদের পক্ষে বালচতুর্ভদ্রাবলেহিকা হিতকর ঔষধ।

বালচতুর্ভদ্রাবলেহিকা

যথা—মুতা, পিপুল, আতৈষ ও কাকড়াশৃঙ্গী। মাত্রা ১ রতি হইতে ৩।৪ রতি পর্য্যন্ত। এই

ঔষধ মধু, যাহা মাড়িয়া লেহন করিবে। যদি শিশুর বয়স ৭ | ৮ বৎসর বা অধিক হয় তবে কিঞ্চিৎ আদারস মিশাইয়া লেহন করিতে দিবে। যদি বালক লেহন করিতে অক্ষম হয় তবে পান বা তুলসীপাতার রস মিশাইয়া পান করাইবে। শিশুদের চিকিৎসায় সর্ব্বত্রই ক্রিমি-নিবারক ঔষধ মধ্যে ২ প্রয়োগ করা উচিত। সহসা বালকের ক্রিমির প্রাদুর্ভাব হইয়া রোগ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে এজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। শিশু চিকিৎসায় বালকের মাতারও সাবধান থাকা বিধেয়। মাতার অপথ্য সেবনে শিশুরও পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই নিয়ম স্তন্যপায়ী অবস্থা পর্য্যন্ত পালনীয়। শিশুদের উদরাময়ে স্তন্যপান নিষিদ্ধ; তাহাতে অনেক সময় অনর্থ ঘটিয়া থাকে। তদবস্থায় ছাগদুগ্ধ ⁄।• একপোয়া, শুণ্ঠী ১ তোলা, জল ⁄১ সের, শেষ একপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই দুগ্ধ অল্প ২ পান করিতে দিবে। বাতপিত্ত জ্বরে বা তৎপূর্ব্বরূপে পিত্তজ্বরবৎ চিকিৎসা করিবে; কারণ বায়ু যোগবাহী। উহা পিত্তের সহিত মিশিয়া পিত্তধর্ম্মাবলম্বী হয়, এজন্য পিত্তহর ঔষধেই পিত্তাশ্রিত বায়ু প্রশমিত হইয়া থাকে। কথিত আছে :—

"যোগবাহী পরং বায়ুঃ সংযোগাৎ উভয়ার্থকৃৎ
দাহকৃৎ তেজসাযুক্তঃ শীতকৃৎ সোমসংশ্রয়াৎ"।

অর্থাৎ বায়ু যোগবাহী। উহা তেজোময় পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইলে দাহ এবং শীতল পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইলে শীত উৎপাদন করে। বাতপিত্তজ্বর বিকৃতিবিষমসমবায়ারব্ধ হইলে বাতপিত্তনাশক ঔষধ ও অন্নপানাদি ব্যবহার করিবে; কিন্তু যাহা বাতহর পিত্তবর্দ্ধক ও পিত্তহর বাতবর্দ্ধক এরূপ দ্রব্য বা ঔষধ কদাপি ব্যবহার্য্য নহে। অম্লরস, মিষ্টরস ও লবণরস বায়ুনাশক এবং কটুরস, তিক্তরস ও কষায়রস বাতবর্দ্ধক। মিষ্টরস, তিক্তরস ও কষায়রস পিত্তনাশক এবং কটুরস অম্লরস ও লবণরস পিত্তবর্দ্ধক। প্রসঙ্গক্রমে এখানেই বলা উচিত যে কটুরস, তিক্তরস ও কষায়রস কফনাশক এবং মিষ্টরস, লবণরস ও অম্লরস কফবর্দ্ধক। বায়ুনাশক রসের মধ্যে অম্ল, পিত্তনাশক রসের মধ্যে তিক্ত এবং কফনাশক রসের মধ্যে কটুরসই শ্রেষ্ঠ। বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক রসের মধ্যে কটুরস ও অম্লরস এবং কফবর্দ্ধক রসের মধ্যে মধুররসই প্রধান। এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা এবং পথ্যাদি কল্পনা করিবে। কথিত আছে :—

"স্বাদ্বম্ললবণা বায়ুং কষায় স্বাদুতিক্তকা
জয়ন্তি পিত্তং শ্লেষ্মানাং কষায়কটুতিক্তকাঃ॥

এই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিস্‌মিস্, বেদানা, মিশ্রি, খই, সাগু প্রভৃতি বাতপিত্তহর; কিন্তু দুগ্ধ বাতপিত্তনাশক হইলেও নবজ্বরে এবং তৎপূর্ব্বরূপে প্রযোজ্য নহে। কারণ উহাতে আমরসের বৃদ্ধি হয় বলিয়া জ্বর শীঘ্র প্রশমিত হয় না।

তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ সেবিত হইলে দুগ্ধাদি আমশ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য পথ্যরূপে ব্যবহার করা উচিত ; কারণ তথায় তদ্বৎদ্রব্য প্রযোজিত না হইলে রোগী অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। তাদৃশ বিষাদি তীক্ষ্ণবীর্য্যদ্রব্যসংশ্লিষ্ট ঔষধ বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিনী, দুর্ব্বল প্রভৃতি রোগীকে সেবন করান কর্ত্তব্য নহে। তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ ইত্যাদি লক্ষণ ঈষদ্ব্যক্ত হইলে, ভাবী বিকৃতিবিষমসমবায়ারব্ধ বাতপিত্তজ্বর উৎপন্ন হইবে ; সুতরাং ইহা ভালরূপ অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। প্রকৃতিসমবায়ারব্ধ বাতপিত্তজ্বরে উভয় লিঙ্গই ন্যূনাধিক প্রকাশ পাইয়া থাকে কিন্তু বিকৃতিবিষমসমবায়ারব্ধ জ্বরের ন্যায় হরিদ্রাচূর্ণ সংযোগে লৌহিত্যবৎ বিসদৃশ কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এইরূপ দ্বন্দ্বসন্নিপাতজ্বরের বিকল্পনাভেদে চিকিৎসাভেদ হইবে এবং তাহা স্থিরধী চিকিৎসক বুঝিয়া কার্য্য করিবেন। চরকে কথিত আছে :—

"কুষ্ঠহৃদ্রোগগুল্মানাং বমনং স্বে চিকিৎসিতে,
অবস্থাং প্রাপ্য নির্দ্দিষ্টং কুষ্ঠিনাং বস্তি কর্ম্ম চ।
তস্মাৎ সত্যপি নির্দ্দেশে কুর্য্যাদূহ্যং স্বয়ং ধিয়া
বিনা তর্কেন যা সিদ্ধি র্যদৃচ্ছা সিদ্ধিরেব সা"।

অর্থাৎ কুষ্ঠ, হৃদ্রোগ ও গুল্মে সামান্যতঃ বমন নিষিদ্ধ হইলেও এবং কুষ্ঠে বস্তিকর্ম্ম প্রতিষিদ্ধ হইলেও অবস্থা বিশেষে উক্ত বমন ও বস্তিকর্ম্ম প্রযুক্ত হইতে পারে ; সুতরাং ধীমান্ চিকিৎসক সর্ব্বত্রই অবস্থাভেদ বিকল্পনা করিয়া যুক্তিমূলক সমস্ত ক্রিয়াই করিবেন। যদি তাহাতে বিহিতক্রিয়া প্রতিষিদ্ধ হয় এবং প্রতিষিদ্ধক্রিয়া বিহিত বলিয়া বিবেচিত হয় তবে তাহাও অনুষ্ঠেয়। ইহাতে সুফল লাভেরই সম্ভাবনা।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে বা তদপূর্ব্বরূপে শ্লেষ্মজ্বরবৎ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য কিন্তু বিকৃতিবিষম সমবায়ারব্ধ হইলে বায়ু ও শ্লেষ্মা এই উভয় প্রত্যনীক ঔষধ ব্যবহার্য্য ; ইহার কারণ পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আদা, শুঁঠ প্রভৃতি দ্রব্য উভয় প্রত্যনীক। যাহা শ্লেষ্মনাশক অথচ বায়ুবর্দ্ধক কিম্বা বায়ুনাশক অথচ শ্লেষ্মবর্দ্ধক এতাদৃশ পথ্য বা ঔষধ প্রযোজ্য নহে।

সন্নিপাত জ্বরের পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ সন্নিপাত জ্বরলক্ষণের ঈষৎ ব্যক্ততা বুঝিবামাত্র রোগীকে লঙ্ঘিত ও কর্ষিত করা আবশ্যক. সন্নিপাত জ্বর ত্রয়োদশ প্রকার। সাধারণতঃ কফপ্রধান বা পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কফপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের পূর্ব্বরূপে আদা, তুলসী-পত্র রস ও মহালক্ষ্মীবিলাস ঔষধ সেবন করিবে। এই অবস্থায় বমনক্রিয়া সর্ব্বথা প্রশস্ত। উষ্ণজল ভিন্ন কদাচ শীতলজল বা দুগ্ধাদি কফকরদ্রব্য ব্যবহার করা কদাচ উচিত নহে। এই জ্বরে, মিশ্রি-মিশ্রিত ত্রিকটুচূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করা বিধেয়। পিত্তপ্রধান সন্নিপাত জ্বরে প্রায়শঃ ভেদ হইয়া থাকে ; এজন্য হরিতকী, আমলকী ও চিনি দ্বারা পূর্ব্বেই

বিরেচন করাইবে। ইহাতে সাগু, পল্তা, পটোল প্রভৃতি দ্রব্য পথ্যরূপে ব্যবহার করিবে। প্রায়শঃ পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে ৫।৬ দিন পরে স্বেদ ও অত্যধিক ঘর্ম্ম হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় **লোহিতচূর্ণ** ব্যবহৃত হইতে পারে। লোহিতচূর্ণ ও **মহালক্ষ্মীবিলাস** পরে লিখিত হইবে। কফপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে বা কফজ্বরে সাগু প্রভৃতি ক্লেদিদ্রব্য কফবর্দ্ধক বিধায় অব্যবহার্য্য। বিকৃতিবিষমসন্নিপাতজ্বরে বা তৎপূর্ব্বরূপে ব্যাধিবিপরীত চতুর্দ্দশাদি বা মুস্তাদিগণসাধিত অন্নপানাদি ব্যবহার্য্য। **চতুর্দ্দশাদি**—যথা—দশমূল, চিরতা, মুতা, শুঁঠ ও গুলঞ্চ। **দশমূল** যথা—বিল্বমূলের ছাল, সোনার ছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর।

সাধারণতঃ জ্বরে দিবানিদ্রা, স্নান, অভ্যঙ্গ, গুরুপাকদ্রব্যভক্ষণ, মৈথুন, ক্রোধ, পূর্ব্ববায়ু, ব্যায়াম ও কষায়রস পান নিষিদ্ধ। আগন্তু ও বাতজ্বর ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার নবজ্বরেই লঙ্ঘন প্রশস্ত। যথা—**জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং**। লঙ্ঘনই নবজ্বরের প্রধান ঔষধ ও পথ্য, প্রায়শঃ জ্বরমাত্রেই আমাশয়সমুত্থ ও আমরসসংসৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং লঙ্ঘন দ্বারা আমরসের এবং আমাশয়ের পরিপাক সাধিত হইলে জ্বর সত্বর উপশম প্রাপ্ত হয়।

জ্বর—বহির্নিঃসারিত কোষ্ঠাগ্নি। কথিত আছে—

'মিথ্যাহারবিহারাভ্যাং দোষা হ্যামাশয়াশ্রয়াঃ,
বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরদাঃ স্যুরসানুগাঃ'

এই জন্যই জ্বর হইলে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও বাহ্যসন্তাপ হইয়া থাকে। (বাহ্যসন্তাপ অধিক হওয়ায় রক্তের ক্রিয়া অত্যন্ত প্রবল হয় এবং সেজন্যই ধমনী দ্রুতবেগে বহিতে থাকে। রক্তের ক্রিয়া প্রবল হওয়ায় রক্তসঞ্চালক লৌহাদিঘটিত ঔষধ নবজ্বরে প্রযোজ্য নহে। যে পথ্য দ্বারা শরীর লঘু হয় তাহাকেও লঙ্ঘন বলা যাইতে পারে, সুতরাং লঙ্ঘন শব্দের অর্থ অনশন ও লঘুভোজন গ্রহণীয়। নিম্নলিখিত জ্বরে লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, যথা—**বাতজ, আগন্তুজ, ক্ষয়জ, ভয়জ, শোকজ, শ্রমজ, ক্রোধজ, কামজ ও অজীর্ণ** জ্বর। এই সমস্ত জ্বর বাতপ্রধান বিধায় উপবাসে বাত প্রকুপিত হইয়া জ্বর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

আগন্তু ও বাতজ্বর ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার জ্বরই আমাশয়োৎপন্ন। নাভি ও স্তনের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে আমাশয় বলে। যথা—'নাভি স্তনান্তরং জন্তোরাহুরামাশয়ং বুধাঃ।' অপচার বশতঃ অগ্নিদৌর্ব্বল্য ঘটিলে যদি ঐ রস আমাশয়ে অপাচিত অবস্থায় অবস্থান করে তাহা হইলে ঐ রসকে আমরস কহে। বায়ু পিত্ত ও কফ পৃথক ২ ভাবে অথবা পরস্পর

কুপিত হইয়া ঐ আমাশয়কে দূষিত করণানন্তর পাচকাগ্নিকে উপহত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। কথিত আছে—

"দুষ্টাঃ স্বহেতুভি র্দোষাঃ প্রাপ্যামাশয়মূষ্মণা
সহিতা রসমাগত্য রসস্বেদপ্রবাহিণাং।
স্রোতসাং মার্গমাবৃত্য মন্দীকৃত্য হুতাশনং
নিরস্য বহিরূষ্মাণং পক্তিস্থানাচ্চ কেবলং।
শরীরং সমভিব্যাপ্য স্বকালেষু জ্বরাগমং
জনয়ন্ত্যথ বৃদ্ধিঞ্চ স্ববর্ণঞ্চ ত্বগদিষু।"

এইজন্যই জ্বর হইলে শরীর দূষিতরসে রসস্থ হয়। দূষিত আমরসের পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত জ্বর বিচ্ছেদ হওয়া সুকঠিন। আমাশয়ে আমরসের অধিক সঞ্চয় হইলে বমনদ্বারা উহা নিঃসারিত করা কর্ত্তব্য। আমরস আধক সঞ্চিত হইলে, নিম্নলিখিত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—মুখে প্রচুর পরিমাণ লালার উদ্গম, উৎক্লেদ, জড়তা, শরীর অঙ্গের ভারবোধ, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, মূত্রাধিক্য ও মুখগৌরব। আহারের পর জ্বর হইলে তৎক্ষণাৎ বমন করাইয়া ভক্ষিতদ্রব্য নির্হরণ করা কর্ত্তব্য; নতুবা জ্বর প্রবল ও অবিচ্ছেদী হওয়ার সম্ভাবনা। শরীরে আমরস সঞ্চিত হইতে না পারে এজন্য আমাদের ভবিষ্যদ্দর্শী পরমপূজ্যপাদ পুরাকালীয়ঋষিগণ অমাবস্যায়, পূর্ণিমায় ও একাদশীতে উপবাসের প্রথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জাগতিক নিয়মানুসারে একাদশী হইতে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা পর্য্যন্ত স্বভাবতঃই শরীর রসস্থ হয় এবং ঐ সময় জ্বরের এবং আমজব্যাধির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নবজ্বরের প্রথম অবস্থায় দীপন-পাচন ঔষধ ভিন্ন অন্য ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু, অগ্নিদৌর্ব্বল্য বিধায় অন্যবিধ ঔষধ ভালরূপ পরিপাক হইতে না পারায় দোষকে উৎক্লিষ্ট করতঃ জ্বরের বৃদ্ধি করিতে পারে। আমাদের আয়ুর্ব্বেদমতে নবজ্বরে বিরেচন দেওয়া উচিত নহে। যথা—'নতু রেচ্যো নবজ্বরী'। তাহাতে শরীর স্তম্ভিত হইয়া তৎকালীন রুক্ষদোষকে বর্দ্ধিত করে; পরন্তু প্রসচিকিৎসকগণের মতে মলবদ্ধ থাকিলে বিরেচন অত্যাবশ্যক; কারণ, মলবদ্ধ থাকিলে ঔষধের ক্রিয়া ভালরূপ প্রকাশ পায় না। অতএব রসস্থজ্বরে কিছুতেই বিরেচন দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ৭ দিন পর্য্যন্ত নবজ্বরের, তদূর্দ্ধ ১২ দিন পর্য্যন্ত মধ্যজ্বরের ও তৎপর পুরাতনজ্বরের কাল বলিয়া মহর্ষিগণ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আজকাল বিরেচন প্রদানপূর্ব্বক চিকিৎসা করা হইয়া থাকে। আমাশয়ে জ্বরের কারণীভূত রস সঞ্চিত হইবামাত্রই জ্বর উৎপাদন করে না কিন্তু সময়ান্তরে ব্যাধিউৎপাদন করিয়া থাকে। বর্ষাদিকালে উপচীত শরদাদিকালেই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। এইসময়ের মধ্যে, সঞ্চিত রস ও দোষ নির্হরণ করা উচিত

৩—

শরৎকালে ও বসন্তকালে যথাক্রমে পূর্বসঞ্চিত পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া জ্বর উৎপন্ন করিতে পারে; এজন্য বিরেচন দ্বারা পিত্তকে ও বমন দ্বারা কফকে অপসারিত করা সর্বতো-ভাবে কর্তব্য। পিত্ত ও কফ দ্রবধাতু, সুতরাং দ্রবশোষণার্থ উপবাস করা তরুণ জ্বরে অতীব প্রশস্ত। কোনপ্রকার জ্বরেই পিত্তবর্দ্ধক ক্রিয়া কর্তব্য নহে, যেহেতু, পিত্তই জ্বরের প্রধান কারণ এবং উহার উত্তাপ বহির্গত হইয়া জ্বররূপে পরিগণিত হয়। পিত্তই শরীরের অগ্নি এবং সন্তাপ।

আমরসের অপ্রাচুর্য্য বা দেহের হীনবলতা প্রযুক্ত অল্পবয়সে যদিও জ্বর বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু তৎপূর্বেই জ্বরবন্ধকারক কোনও ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে; কারণ, তাহাতে আমরসের বদ্ধতাহেতু বিষমজ্বর এবং অন্যান্য ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে। পরাক্রমশীল সর্প যেমন স্বীয়প্রভাব প্রকাশকরিয়া ক্লান্তহইলে অপহৃতশক্তি হয়, জ্বরও তদ্রূপ বেগে আসিয়া মুক্ত হইতে পারে কিন্তু উহার পুনঃ প্রকোপের সম্ভাবনা বর্তমানই থাকে। আমরসের ক্ষয় হইলে আশ্রয়াভাব বশতঃ জ্বর স্বয়ংই প্রশমিত হইয়া থাকে। যদি তাহা না হয় তবে দোষের সামতা আছে বুঝিতে হইবে এবং তাদৃশ স্থলে দোষনাশক ঔষধই ব্যবহার করিবে। সামদোষের লক্ষণ সংহিতা হইতে জ্ঞাত হইবে।

আমরসের পরিপাক হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। যথা—জ্বরের অল্পতা, রুচি, ক্ষুধা, শরীরের লঘুতা, গ্লানির অভাব, মুখের শুষ্কতা, মাথাপাতলা বোধ ও কোষ্ঠশুদ্ধি। কেহ কেহ জ্বর দমন করিবার অভিপ্রায়ে হরিতাল, সেঁকো, দারুমুষ প্রভৃতি বিষঘটিত ঔষধ ব্যবহার করেন; কিন্তু তাহা মঙ্গলকর নহে। এই বিষক্রিয়ায় শরীরের পেশী সমুদায় শিথিল হইয়া যায় এবং বিষমজ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ক্রিয়া দ্বারা হাতে পায়ে শোথ ও ঘুস্ ঘুসে জ্বর হইতে দেখা যায়। অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে ঐরূপ কুফল হইতে পারে না। সামজ্বরে কদাপি ঐ সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠেয় নহে। তিক্তরস জ্বরঘ্ন, পাচক ও পিত্তনাশক, সুতরাং উহা জ্বরাধিকারে শ্রেষ্ঠ। কথিত আছে:—

লঙ্ঘনং স্বেদনং কালো যবাগ্বস্তিক্তকো রসঃ
পাচনান্যবিপক্বানাং দোষাণাং তরুণজ্বরে।

অর্থাৎ উপবাস, স্বেদ, কাল, যবাগূ, তিক্তরস এই কয়েকটি অপক্ব দোষের এবং আমের পরিপাচক।

কালমেঘ, চিরতা, নাটারশাল, কট্‌কী, নিম, প্রভৃতি তিক্তদ্রব্য জ্বরনাশক। অতিশয় তিক্তদ্রব্য মাত্রেই ভেদক সুতরাং ঐ সমস্ত ঔষধ জ্বরাধিকারে অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিবে না। কট্‌কী ও কালমেঘ স্বভাবতই বিরেচক। চিরতা-

প্রয়োগে অনেক সময় জ্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ প্রশমিত হয়। জগতে যত প্রকার দ্রব্য আছে অবস্থাভেদে সমস্তই যথার্থ ঔষধরূপে পরিগণিত হয়; সুতরাং তুচ্ছদ্রব্য বলিয়া কোনও দ্রব্যকে ঘৃণা করা কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যেক দ্রব্যের গুণ গ্রহণ করা উচিত। পূর্ব্বে যে উপবাসের বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা ক্ষীণ বা দুর্ব্বলরোগীর উপর প্রযোজ্য নহে। **ক্লান্তশ্রান্তশ্বাসাতুর, ক্ষুধাতুর, তৃষ্ণাতুর, মুখশোষগ্রস্ত, মূর্চ্ছাগ্রস্ত, বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণী ইহাদিগকে উপবাস করাইবে না।**

অথ বাতজ্বর চিকিৎসা

যদি বাতজ্বর আমাদিদোষসংসৃষ্ট না হয় তবে, রোগীকে মাংসযূষ ও পুরাতন চাউলের অন্ন পথ্য দিবে এবং বিল্বাদি পঞ্চমূলসাধিত কষায় পান করিতে দিবে। যদি বায়ু কফাংশে কুপিত হইয়া থাকে তবে শতমূলীর স্বরস, পুরাতন ইক্ষুগুড় সহ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। বাতজ্বরে হিঙ্গুলেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়, রামবাণ ও ত্রিপুরভৈরবরস ব্যবহার্য্য।

হিঙ্গুলেশ্বর।

দ্রব্য—হিঙ্গুল, পিপুল ও বিষ প্রত্যেক সমভাগ, জলদ্বারা পেষণ করিয়া ১ রতি বটী করিবে। ঔষধ যত নির্ম্মলভাবে পিষ্ট হইবে ততই উৎকৃষ্ট ফলদায়ক হইবে। কোনও স্থলে পেষণ করিবার দ্রব দ্রব্যের উল্লেখ না থাকিলে, জলদ্বারা পেষণ করিতে হইবে। এই ঔষধের অনুপান আদারস ও মধু, এবং দধি, ঘোল, নারিকেল জল, পুরাতন তেঁতুল প্রভৃতি। বায়ু, আম বা শ্লেষ্মসংসৃষ্ট হইলে আদারস ও মধু অনুপানে সেবন করাইবে। শুদ্ধ বাতজ্বর হইলে শেষোক্ত অনুপানে সেব্য।

মৃত্যুঞ্জয় রস।

বিষ, মরিচ, পিপুল, গন্ধক, সোহাগাখই প্রত্যেক ১ ভাগ হিঙ্গুল ২ ভাগ, বটী ১ রতি। এই ঔষধে ১ ভাগ পারদগ্রহণ করিলে হিঙ্গুল গ্রহণ অনাবশ্যক। ইহার সাধারণ অনুপান—মধু, বাতজ্বরে—দধিরমাত, সন্নিপাত জ্বরে—আদারস, অজীর্ণজনিতজ্বরে—জম্বীররস, বিষমজ্বরে—কৃষ্ণজীরার চূর্ণ ও পুরাতন ইক্ষুগুড়, বাতপিত্তজ্বরে—ডাবের জল, ও চিনি প্রশস্ত। এই ঔষধ বিষমজ্বরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ত্রিপুরভৈরব রস।

বিষ ১ ভাগ, সোহাগাখই ২ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, তাম্র ৪ ভাগ, দন্তীবীজ ৫ ভাগ, দন্তীমূলের কাথে ১ প্রহর মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—আদারস, ত্রিকটু অথবা চিনি। এই ঔষধ ব্যবহারে ঘোলসহ পথ্য করিবার ব্যবস্থা আছে। এই ঔষধের প্রচলন খুব বিরল। বাতজ্বরে রামবাণের ন্যায় ফলপ্রদ ঔষধ অতীব দুর্লভ।

ত্রিফলাকল্পনামে যে ঔষধ নিম্নে লিখিত হইল উহা বাতজ্বরে ও পক্কজ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ।

ত্রিফলাকল্প।

যথা—আমলকীচূর্ণ—৮০, বহেড়াচূর্ণ—১।০ তোলা, হরীতকীচূর্ণ—৩ তোলা, একত্র মিশাইয়া লইবে। মাত্রা—।০ আনা। অনুপান—বাতজ্বরে ইক্ষুগুড় বা ঘৃত, পিত্তে—মধু ও চিনি, কফে—ত্রিকটু ও মধু, সন্নিপাতে—মধু, ধাতুজ্বরে বা বিষমজ্বরে—যবক্ষার ও ইক্ষুগুড়, প্রমেহে—মধু ও শীতল জল, কণ্ডু ও কুষ্ঠে—ঘৃত, অগ্নিমান্দ্যে—সৈন্ধব লবণে—টাবালেবুর রস, পাণ্ডু রোগে—ইক্ষুগুড়, ক্ষয়ে—ক্ষীর, হিক্কায়—ঘোল, উদরে—গোমূত্র, গ্রহণী বা অতিসারে—ঘোল, শূলে—উষ্ণজল, শোথ, কামলা ও পাণ্ডুতে—ঘোল এবং নেত্ররোগ, শিরোরোগ ও কর্ণরোগে—ত্রিফলাকাথ। এই ঔষধ সাধারণ জ্বরে ত্রিকটুচূর্ণ ও মধু সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাতজ্বরের পথ্য পূর্ব্বের ন্যায় প্রযোজ্য। বায়ু, আমাদি সংসৃষ্ট হইলে—অন্ন, মাংসযূষ ও দুগ্ধাদি পথ্য নিষিদ্ধ আমসংসৃষ্ট বায়ুতে কফজ্বরবৎ চিকিৎসা করিবে। বাতজ্বরে অত্যন্ত শীত ও কম্প হইলে মাংসযূষ, দুগ্ধ, উষ্ণজল ও উষ্ণক্রিয়া প্রশস্ত। মাংসযূষ ও দুগ্ধ একসময়ে আহার করিবে না।

ত্রিফলাকাথ ও ইক্ষুগুড় ঘৃত সহ সেবনে বিশুদ্ধবাতজ্বর নষ্ট হয়। দশমূলেরকাথ বাতজ্বর ও বাতশ্লেষ্মজ্বর নাশক; সুতরাং অবস্থা বিশেষে দশমূলের কষায় ব্যবস্থেয়। কণ্ঠশোষ উপস্থিত হইলে টাবালেবুর কেশর, মরিচচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ মুখে ধারণ করিবে। নিদ্রা না হইলে উপযুক্তরূপ দুগ্ধ পান করিতে দিবে। কাকজঙ্ঘামূল বা কাকমাচী মূল সূত্র দ্বারা মস্তকে ধারণ করিলে অথবা উহাদের মূলের কাথ ইক্ষুগুড় সহ পান করিলে সুনিদ্রা হয়। রোগী যুবা ও সবল হইলে আমান্বিত বাতজনিত অনিদ্রায় শয়নেরপূর্ব্বে (রাত্রিতে) ভাঙ্গসিদ্ধিচূর্ণ ৪রতি মধুসহ লেহন করিয়া দুগ্ধপান করিলে সুনিদ্রা হয়। মাথার পীড়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে উক্ত যোগ প্রযোজ্য নহে। মস্তক, হৃদয় ও গাত্রে বেদনা থাকিলে, গোক্ষুর ও কণ্টকারীর কাথ পান করিতে দিবে। মুখের বিরসতায়—কিসমিস, চিনি ও দাড়িম একত্রে মুখে ধারণ করা বিধেয়। পেটে আধ্মান ও তৎসহ বেদনা থাকিলে—দেবদারু, ইন্দ্রযব, বচ, কুড় শুলফ, হিং ও সৈন্ধব কাঁজিতে পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিবে। বাতজ্বরে বেদনা, কিসমিস, মিশ্রি, মৌরী, পুরাতন তেঁতুল, ডাব, মুগযূষ, মাংসযূষ, ক্ষুদ্র জীবিতমৎস্যের ঝোল, পটোল, কচিবেগুন, কচিমূলক, খেজুর, দুগ্ধ, ও পুরাতন হৈমন্তিকধান্যের অন্ন সুপথ্য। তিক্তাদি দ্রব্য, অনিদ্রা, চিন্তা, ব্যায়াম, উত্তাপসেবন প্রভৃতি অপথ্য। বাতজজ্বরের অন্নপানাদি বিল্বাদিপঞ্চমূলের দ্বারায় ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে সাধিত করিয়া সেবন করিতে পারিলে ভাল হয়।

অথ পিত্তজ্বর চিকিৎসা

পিত্তজ্বরে প্রথমতঃ বিরেচনার্থ দ্রাক্ষাদিকাথ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং প্রলাপ, দাহ, তৃষ্ণা প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে। দ্রাক্ষাদিক্বাথ। যথা—কিস্‌মিস্, হরীতকী, ক্ষেত্রপর্পটী, মুতা ও কটুকী মিলিত ২ তোলা। প্রক্ষেপার্থ—সোনামুখী॥০ তোলা। কোষ্ঠশুদ্ধির আবশ্যক না থাকিলে ক্ষেত্রপর্পটীর কষায়ে রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। কেহ ২ ক্ষেত্রপর্পটী, চন্দন, বালা ও শুঁঠ এই চারি দ্রব্যের কষায় করিয়া ব্যবহার করেন। পিত্তজ্বরে ক্ষেত্রপর্পটী বা যাস্তপটোলের কষায় প্রশস্ত। পেটের অসুখ থাকিলে—হ্রীবেরাদি ও নাগরাদিকষায় ব্যবহার করিবে। হ্রীবেরাদি। যথা—বালা, আতৈষ, মুতা, শুঁঠ, বেলশুঁঠ ও ধনে। এই কষায় রক্তাতিসারেও প্রশস্ত। নাগরাদি। যথা—শুঁঠ, আতৈষ, মুতা, চিরতা, গুলঞ্চ ও ইন্দ্রযব। ইহা জ্বরঘ্ন, পাচক ও সংকোচক।

রোগীর দাহ উপস্থিত হইলে কাঁজি দ্বারা বস্ত্র ভিজাইবার পর, উহা নিঙড়াইয়া গাত্র আবৃত করিয়া দিবে। নিমপাতা কাঁজি সহ বাটিয়া এবং পরে উহা প্রচুর কাঁজিতে গুলিয়া মাথনদণ্ড দ্বারা মথিত করতঃ সেই ফেণা গায়ে লাগাইলেও দাহ নিবারিত হয়। নিমছাল ও ধনে জলে রগড়াইয়া সেই জল ছাঁকিয়া চিনিসহ সেবন করিলেও দাহ প্রশমিত হইয়া থাকে। আমলকী কাঁজিতে পিষিয়া প্রলেপ দিলে দাহ প্রশমিত হয়। জিহ্বা, তালু, গলদেশ ও পিপাসাস্থান শুষ্ক হইতে থাকিলে তন্নিবারণার্থ টাবালেবুর কেশর, কিছু মধু ও সৈন্ধব একত্রে পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে। বমন হইতে আরম্ভ হইলে গুলঞ্চ বাটিয়া মধুসহ সেবন করিবে; অথবা বজ্রক্ষার, ৵০ রসসিন্দুর ১ রতি সহ পেষণ করিয়া শীতল জল সহ পান করিবে। আমরসের পরিপাক হইলে দাহযুক্ত পিত্তজ্বরে মৃত্যুঞ্জয়রস নারিকেল জলসহ সেবন করিলে ফল পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত ত্রিফলাকল্ক সেবন করিলেও পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। লোহিত চূর্ণ পটোলপত্ররস সহ বা নারিকেলজল সহ পান করিলেও পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। অতিসার থাকিলেও এই ঔষধ প্রয়োগের বিধি আছে।

লোহিত চূর্ণ।

যথা—রসসিন্দুর ৮ তোলা, নিমছাল ১ তোলা, চিরতা, শ্বেতসর্ষপ, বামুনহাটী, মুতা, বহেড়া, তেজপাত বচ, রক্তচন্দন, সোহাগারখই, পিপুল ও কুড় প্রত্যেক ১ তোলা। কেহ ২ তেজপত্র স্থানে হিঙ্গুল ব্যবহার করেন। মাত্রা ৴০ আনা। অনুপান—তুলসীপত্র রস; কিন্তু পিত্তজ্বরে পূর্বোক্ত অনুপানই প্রশস্ত। নারিকেলজল শীতবীর্য্য ও দাহ প্রশমক সুতরাং আম বা শ্লেষ্মাযুক্ত পিত্তজ্বরে নারিকেল জল ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। মকরধ্বজ পিত্তজ্বর দ্রব্যের অনুপানে ব্যবহার করিলেও জ্বর সত্বর ত্যাগ হয়। উদরাময় থাকিলে কর্পূররস

যথাবিধি অনুপানে সেবন করাইবে। বালকের উদরাময়ে অহিফেনবর্জ্জিত মুতার রস ও মধু-সহ সেবন করাইবে। পিত্তজ্বরে (আমাবস্থায়) কফপিত্তজ্বরবৎ চিকিৎসা করিবে। এই জ্বরে মসূরীযূষ, খই, চিঁড়া, শাক, কিস্মিস্, বেদানা, বেদানা, পটোল, পলতা ও খর্জ্জুর পথ্য। তৈলপান, অতিভোজন, গুরুপাক দ্রব্য, অম্ল, ক্রোধ, মিথ্যাহার প্রভৃতি অপথ্য। প্রত্যেক অধিকারের উপরের নির্দেশানুসারে অন্য অধিকারের যে সকল ঔষধ কথিত হইবে তাহাও তত্তৎ অধিকারের অপেক্ষায় সেই সেই ঔষধে উপকার না হইলে ঐ অধিকারের উপযুক্ত অন্য ঔষধ ব্যবহার করিবে।

জ্বরাতিসার চিকিৎসা

নবজ্বরে পাচন অপকারী এবং অনিষ্টকর বলিয়া জানা যায়। ইহাতে লঙ্ঘন বিশেষ উপকারী। বাতজ্বরে সাত দিন, পিত্তজ্বরে ১০ দিন এবং কফজ্বরে ১২ দিন পাচন প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। এই নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে প্রায়শঃ আমদোষের পরিপাক হইয়া থাকে এবং জ্বর না পাক হইলেও পরে অপকারিতার সম্ভাবনা থাকে। জ্বরাতিসারে পূর্ব্বদিনের পাচন পান করিলে জ্বর উপশম হইয়া থাকে। পঞ্চকোলচূর্ণ মধুসহ সেবন করাইবে অথবা পঞ্চমূলাদি পান করিবে। মধুরাজ্যতাৰ (মুখ বিশুদ্ধ থাকিলে) ... ঘর্ষণ করিবে। অজীর্ণাদোষে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে আমলকী, হরীতকী, পিপুল ও চিতার মূল /০ আনা মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহাতে অবশ্যই বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। যদি কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তবে এরণ্ডতৈল বা ইচ্ছাভেদী দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

ইচ্ছাভেদী

পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, শুণ্ঠী ও মরিচ প্রত্যেক ১ ভাগ, শোধিত জয়পালবীজচূর্ণ ৩ ভাগ, বটী ১ রতি। অনুপান—চিনি। ঔষধ সেবনান্তে যতবার চিনির জল পান করিবে ততবারই ভেদ হইবে। জয়পালঘটিত ঔষধ মৃদুকোষ্ঠব্যক্তিকে বা দুর্ব্বল, বৃদ্ধ ও বালককে কদাচ ব্যবহার করাইবে না। জয়পাল—বিষ; সুতরাং ভালরূপ শোধন করত উহার অভ্যন্তরস্থ বিষপত্র ত্যাগ করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিবে। নতুবা বিসূচিকা হইবার সম্ভাবনা। রোগীর বিবমিষা হইলে বমন করান উচিত। কফ আমাশয় হইতে নিঃসৃত হইলে সত্বর জ্বর বিমুক্ত হয়। পঞ্চকোল বা ত্রিকটুসাধিত অন্নপান বিশেষ ফলপ্রদ। আমের প্রবোধ পথ্য এবং আমেরক্রিয়া ইহাতে সবিশেষ উপকারী। মৃত্যুঞ্জয়রস, কফচিন্তামণি, ত্রিফলাকল্প, মহালক্ষ্মীবিলাস ও রামবাণ ঔষধ এইজ্বরে প্রযোজ্য। ত্রিফলাকল্প প্রথম অবস্থায় বিশেষ কার্য্যকারী হয় না; সুতরাং উহা আমদোষের পরিপাক অবস্থায় প্রযোজ্য। অনুপান—ত্রিকটুচূর্ণ ও মধু। যদি শ্লেষ্মা বদ্ধ থাকে তবে উহা নিঃসারণার্থ আদারস সহ কফচিন্তামণি

প্রয়োগ করিবে। আদারস, কফজ্বরে বিশেষ হিতকর; সুতরাং উহা অনুপানার্থ ব্যবহার করিবে।

শাস্ত্রীয় লক্ষ্মীবিলাস

অভ্র ৮ তোলা, পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জৈত্রী ও জায়ফল, প্রত্যেক ৪ তোলা, বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ডমূল, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলেমূল, বেড়েলামূল, গোক্ষুরবীজ, ধুস্তুরবীজ ও হিজলবীজ প্রত্যেক ২ তোলা, পানরসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে; ইহা নবজ্বরে এবং জীর্ণজ্বরে বিশেষ উপকারী। অন্যান্য গুণ মহালক্ষ্মীবিলাসের অনুরূপ।

মহালক্ষ্মীবিলাস

অভ্র ৮ তোলা, গন্ধক, পারদ, বঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, হরিতাল, তাম্র, প্রত্যেক ॥০ তোলা, কর্পূর, জাতিফল, জৈত্রী, বৃদ্ধদারকবীজ, ধুস্তুরবীজ, স্বর্ণ প্রত্যেক ॥০ তোলা পানরসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। কেহ কেহ এই ঔষধে হরিতাল স্থানে স্বর্ণমাক্ষিক ব্যবহার করেন। শোধিত হরিতালের পরিবর্ত্তে হরিতালসত্ত্ব ব্যবহার করা নিরাপদ ও ফলপ্রদ। বৃদ্ধদারকবীজ ও ধুস্তুরবীজ শোধিত করিয়া ব্যবহার করিবে। মুখে দিলে বিবমিষা না হয় এইরূপ বিশুদ্ধ তাম্রভস্ম ঔষধে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই ঔষধের সাধারণ অনুপান—আদা ও পানেররস। এই ঔষধ আমপরিপাচক, শোষক, শ্লেষ্মা ও বেদনা নাশক এবং জ্বরঘ্ন। ইহা নূতন কি পুরাতন উভয়বিধ জ্বরেই ব্যবহৃত হয়। অষ্টাদশাবলেহিকা আদারস ও মধুসহ লেহন করিলে কাস ও শ্বাসযুক্ত জ্বর আরোগ্য হয়। ইহা শ্লেষ্মা নিঃসারক। যদি মাথার বেদনা, কামড়ানি ও জড়তা থাকে, তাহা হইলে দারুচিনি ও লবঙ্গ বাটিয়া উষ্ণকরতঃ উভয় কপোলে ও ললাটে প্রলেপ দিবে। বুকে বেদনা থাকিলে পুরাতন ঘৃত, শুঁঠচূর্ণ ও সৈন্ধব ধুতুরার রসে আলোড়িত ও উষ্ণ করিয়া বুকে মালিশ করিবে এবং তৎপর আকন্দের বা "ফ্লানেলের" সেঁক দিবে। এই জ্বরে শরীর অত্যন্ত গরম রাখা কর্ত্তব্য। অধিক কাশির উদ্বেগ থাকিলে তালিশাদিচূর্ণ বা চন্দ্রামৃত রস অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। কফপ্রধানজ্বর প্রায়শঃ অবিচ্ছেদী হয়; রামতুলসীর পাতার রস ও মধুসহ [illegible]চিন্তামণি সেবনে জ্বর ত্যাগ হয়। পিত্তপ্রধান জ্বর হইলে ক্ষেত্রপর্পটীর কাথে জ্বর বিচ্ছেদ হয়। ক্ষেত্রপর্পটীর কাথ জীর্ণ বা বিষমজ্বর বিচ্ছেদ করণার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উহা তদবস্থায় দিনে ৩।৪ বার সেব্য। মাত্রা—/০ ছটাক। (আমজ্বরে বা কফজ্বরে মৈথুন করিলে উহা অবিচ্ছেদী বা বিষমজ্বরে পরিণত হইতে দেখা যায়, সুতরাং জ্বরে কদাচ মৈথুন করা উচিত নহে।) এই জ্বরের প্রথম অবস্থায় হরিতাল বা সেঁকোঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করা গর্হিত। যদি রোগী সবল এবং যুবা হয় তবে জ্বর বিচ্ছেদহইলে চণ্ডেশ্বররস প্রয়োগ করিবে। তাহাতে জ্বর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা কম হয়।

চণ্ডেশ্বর রস

পারদ, গন্ধক, তাম্রভস্ম ও বিষ (কোনও স্থানে ভাগের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ বুঝিতে হইবে।) আদার রসে ৭ বার এবং সিসিন্দা পাতার রসে ৭ বার যথাক্রমে ভাবনা দিয়া দুইরতি বটী করিবে। দ্রব্যের সমভাগ রস গ্রহণ করিয়া ঔষধ উত্তমরূপ মর্দ্দন করতঃ সমস্তদিন রৌদ্রে শুষ্ক হইলে আবার ঔষধগুলি সিসিন্দারসসিক্ত করিবে। এইরূপ ক্রিয়াকে ভাবনা কহে। এই ঔষধের অনুপান আদারস। ঔষধ সেবনান্তে তৃষ্ণা বোধ করিলে দুগ্ধ পান করিতে দিবে। শরীর বা মস্তক ঘূর্ণিত হইলে বা পেটে জ্বালা বোধ হইলে মিশ্রির পানা ব্যবস্থেয়। এই ঔষধ জ্বরের আমাবস্থায় ব্যবহার্য্য নহে। ইহা অত্যন্ত তীক্ষ্ণবীর্য্য, সুতরাং বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিনী, মৃদুধাতু, ভীরু বা দুর্ব্বল ব্যক্তিতে প্রযোজ্য নহে। যদি ঔষধ সত্বর প্রস্তুত করা আবশ্যক হয় তবে ১ দিনে ২।৩ বার ভাবনা দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু এইরূপ বিধি প্রশস্ত নহে। আরও কয়েকপ্রকার চণ্ডেশ্বর রস আছে; তন্মধ্যে ২ প্রকার লিখিত হইল। কথিত চণ্ডেশ্বরের তাম্রস্থানে মনঃশিলা যোগ করিলে ১ প্রকার চণ্ডেশ্বর রস হয়। ইহা সর্ব্ববিষমজ্বর নাশক। মাত্রা এবং অনুপান পূর্ব্ববৎ।

অপর চণ্ডেশ্বর রস

পারদ, গন্ধক, বিষ, তাম্র ও সেঁকো প্রত্যেক সমভাগ; টাবালেবুর রসে ৬ ঘণ্টা মর্দ্দনান্তে আদা ও সিসিন্দার রসে ক্রমে ভাবনা দিয়া অর্দ্ধরতি বটী করিবে। ইহা আদারস সহ সেব্য। এই ঔষধ সেবনের পর রোগীর গাত্রে তৈলমর্দ্দন, চন্দনলেপন, সুশীতল জলে স্নান, দুগ্ধপান এবং অন্যান্য শীতক্রিয়ার বিধান আছে। এই ঔষধ কেবল জ্বর বিচ্ছেদেই সেব্য।

একাম্বলি

যথা—পারদ, গন্ধক, বিষ, ও লালদাক্মুখ; আদারসে ভাবনা দিয়া ১ রতি বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদারস এই ঔষধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণজ্বরবিচ্ছেদে সেব্য। ঔষধ সেবনান্তে শীতলক্রিয়া করিবে। (ভাবনার সংখ্যা উল্লেখ না থাকিলে ৭ বার ভাবনা দিতে হইবে।)

সদ্যোজ্বরহর বটী

অহিফেন ।০, বিষ ।০, পাতিলেবুর রসে ভাবিত লাল দাক্মুখ ৵০, হরিতাল ৵০, হিঙ্গুল ।০ ও রসকর্পূর ৵০ আনা; আদারসে ভাবনা দিয়া প্রায় ১ রতি বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—রামতুলসীর রস ও মধু। ঔষধ সেবনান্তে শৈত্যক্রিয়া ও আহার করিবে। এই ঔষধ জ্বরবিচ্ছেদে সেবনীয়।

চণ্ডেশ্বর প্রভৃতি যে কয়েকটী ঔষধ লিখিত হইল, ইহাদের প্রত্যেকটীই একজাতীয় সুতরাং বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কফজ্বরের সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় তুলসীপাতার রস ও মধু সহ **লোহিতচূর্ণ** প্রযোজ্য। এই ঔষধ সর্ব্বত্রই অবিরোধী। খই, আদা, টাট্‌কা মুড়ি, গরমজল, মিশ্রি, বার্লি ইত্যাদি পথ্য। অপথ্য—সাগু, শীতল জল, দিবানিদ্রা এবং যাবতীয় ক্লেদি দ্রব্য।

অথ বাতপিত্তজ্বর চিকিৎসা

এই জ্বরে প্রথমতঃ জ্বরের সামতা দূর করিবার নিমিত্ত **নবাঙ্গ** প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ পিত্তজ্বরোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। **নবাঙ্গ**। যথা—শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, চিরতা ও স্বল্পপঞ্চমূল। দশমূলের প্রথম পাঁচটীকে **বৃহৎ পঞ্চমূল** ও শেষোক্ত ৫ টীকে **স্বল্প-পঞ্চমূল** কহে। বৃহৎপঞ্চমূল বাতশ্লেষ্মনাশক এবং শেষোক্ত ৫টী বাতপিত্তনাশক। এই-জ্বরে **ত্রিযক্সাকল্প** যথোক্ত অনুপানে প্রয়োগ করিবে। রস কম হইলে—**বাতপিত্তা-ন্তক রস** ও **পিত্তান্তক রস** ব্যবহার করা যায়; কিন্তু ১০ দিনের পূর্ব্বে উহা ব্যবহার করা উচিত নহে। ধনে ও পল্‌তার কাথ এই জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ। গুলঞ্চ, ক্ষেত্রপর্পটী, মুতা, চিরতা ও শুঁঠ এই পাঁচটীকে **পঞ্চভদ্র** কহে। ইহার কষায় বাতপিত্তজ্বর নাশক। মুতা ও ক্ষেত্রপর্পটীর কষায় পিত্তজ্বর ও বাতপিত্তজ্বর বিনাশ করে।

এইজ্বরে আমলকী, মুগের যুষ ও বেদানা প্রশস্ত। রোগী সবল হইলে এবং নিরাম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ছোলারযুষ প্রশস্ত কিন্তু ছোলার ডালেরযূষ হিতকর নহে। এইজ্বরে কেবল মুগেরযূষ ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ তাহাতে বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া বিষ্টম্ভ এবং অন্যান্য উপদ্রব উৎপাদন করিতে পারে। এইজ্বরে **নবাঙ্গ** ও **পঞ্চভদ্র** ব্যাধিবিপরীত ঔষধ। পিত্তজ্বরোক্ত পথ্যাপথ্যই এইজ্বরের পথ্যাপথ্য জানিবে।

অথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর চিকিৎসা

এই জ্বরে, পিত্তশ্লেষ্মা উভয় বিপরীত চিকিৎসা করা বিধেয়। যদি জ্বর বিকৃতিবিষম-সমবায়ারব্ধ হয়, তবে রোগবাহী গুড়ুচ্যাদি কাথ পান করিতে দিবে।

গুড়ুচ্যাদি ক্বাথ

গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, রক্তচন্দন ও কট্‌কী; এতৎসাধিত অন্নপানাদি ব্যবহার্য্য। যদি পিত্তের ভাগ অধিক হয় তবে পূর্ব্বোক্ত ধান্যপটোল কষায় প্রয়োগ করিবে। কফাধিক্য হইলে নাগরাদিকষায় প্রযোজ্য। **নাগরাদি**। যথা—শুঁঠ, বেণামূল, বেলশুঁঠ, মুতা, ধনে, মোচরস ও বালা। এই কষায় সংগ্রাহক। কট্‌কীচূর্ণ ।০ ও চিনি ।০ আনী

৪—

একত্রে জলসহ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নষ্ট হয়। ইহা বিরেচক। পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ সমান হইলে শুঁঠ ও পলতার কাথ ব্যবহার করিবে। উভয় দোষের প্রকোপ অতিপ্রবল হইলে বমন ও বিরেচন দ্বারা পিত্ত ও শ্লেষ্মা নির্হরণ করিবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে কেবল সংশমন ঔষধ প্রযোজ্য। এইজ্বরে পঞ্চতিক্তকষায় বিশেষ ফলপ্রদ। পঞ্চতিক্তক-কষায় যথা—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কুড় ও চিরতা। ইহাতে পিত্ত ও শ্লেষ্মা সত্বর প্রশমিত হয়।

ত্রিদোষপ্রশম রস

রসসিন্দুর, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, কটুফল, মেষশৃঙ্গী, বচ, শুঁঠ, বামুনহাটী, হরীতকী, বালা ও ধনে, ক্ষেত্রপর্পটীর রসে ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে অনুপান— মধু ৷৹ তোলা অথবা কাকমাচীর রস ১ তোলা ও সৈন্ধব ৪ রতি। এই ঔষধ বালক ও গর্ভিণীকে ব্যবহার করাইবে না। প্রথম অবস্থায়—জ্বরের বেগের সময়, এই ঔষধ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। রসের অভাবে দ্রব্যের কাথ দ্বারা ভাবনা দিবে। ইহাতে ত্রিফলাদ্যক্ষয়চূর্ণ অনুপানে এবং লোহিতচূর্ণ পলতা ও ধনের কাথ সহ ব্যবহার করা যায়। এই দুই ঔষধ সমস্ত অবস্থাতেই প্রযোজ্য। রসরাজরস ব্যবহার করিলেও জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। অনুপান—তুলসী পত্রের রস। শুঁঠসাধিত মুগেরযূষে রোগী সত্বর প্রকৃতিস্থ হয়; ইহা পিত্তশ্লেষ্মনাশক। ত্রিফলা, বলাডুমুর, কিসমিস, বা কটুকী বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। তেউড়ীমূলচূর্ণ ✓৹ আনা মাত্রায় চিনিসহ সেবন করিলে বিরেচন হইয়া আশু পিত্তশ্লেষ্মজ্বর প্রশমিত হয়। এইজ্বরে মসূরীরযূষ, পটোল, কচিবেগুন, খই, মিছরি প্রভৃতি পথ্য। ইহাতে দিবানিদ্রা অত্যন্ত দূষণীয়।

অথ বাতশ্লেষ্মজ্বর চিকিৎসা

এইজ্বরে প্রায়শঃ বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে।

আরম্ভাদ্ বেগমত্যর্থং ত্রিরাত্রং যশ্চ বর্দ্ধতে,
ভৃশং স্বেদো জ্বরঃস্তোপি বিকারপূর্ব্বলক্ষণং।

অর্থাৎ যে জ্বরের আরম্ভেই অত্যন্ত বেগ হয়, প্রথম তিন দিন যে জ্বর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় এবং অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইতে থাকে সেই জ্বরেই প্রায়শঃ ভবিষ্যতে বিকার সংঘটিত হইবার আশঙ্কা। বিকার শব্দের অর্থ প্রলাপাদি কথন এবং ইন্দ্রিয়মোহ ইহাতে শ্লেষ্মার অত্যন্ত প্রকোপ হওয়ায় সত্বর বক্ষস্থল আক্রান্ত হয় এবং শরীর অত্যন্ত ভারবোধ, চক্ষুলাল ও বুকে বেদনা হইয়া থাকে। ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত জ্বরের বেগ প্রায় সমভাবেই থাকে ও জ্বর বিচ্ছেদ হয় না। কোন ২ সময় শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং তন্দ্রা, ভ্রান্তি, শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। ইহাতে পিপাসা বোধ হয় না কিন্তু অল্প ২ কাসি হইয়া থাকে।

এই জ্বরে হঠাৎ শৈত্যক্রিয়া করা কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে শ্লেষ্মার প্রকোপ অধিক হওয়ায় রোগীর অবস্থা অধিক শোচনীয় হইবার সম্ভাবনা। যদি জ্বরের বেগ অত্যধিক হয়, এবং তাহাতে রক্তেরক্রিয়া মস্তিষ্কে অধিক পরিলক্ষিত হয় তবে মস্তক মুণ্ডন করতঃ বরফ বা শীতল জলের "পটি" ব্যবহার করা যাইতে পারে।

"কুইনাইন" বা তদ্রূপ অন্য কোন তিক্তদ্রব্য ব্যবহারে এই জ্বর প্রশমিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহাতে বমন বা বিরেচন প্রয়োগ নিষিদ্ধ। শ্লেষ্মা নিঃসারণার্থ নস্যপ্রয়োগ করা যাইতে পারে; তাহাতে মস্তিষ্ক ও শরীরের লঘুতা সম্পাদিত হয়। জ্বরের প্রথমাবস্থায় কফচিন্তামণি ও অষ্টাঙ্গাবলেহিকা প্রযোজ্য। অনুপান—আদার রস। ইহা দ্বারা বায়ু এবং শ্লেষ্মা শীঘ্র শীঘ্র প্রশমিত এবং কফ নিঃসারিত হয়। মহালক্ষ্মীবিলাস কফের শোষক হেতু, (বুকে কফ আবদ্ধ ও তজ্জনিত বেদনা থাকিলে) প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। যদি পূর্ব্বোক্ত ২টী ঔষধ ফলদায়ক না হয় এবং ব্যাধি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলিয়া অনুমিত হয়, তবে বৃহৎ কস্তুরীভৈরব আদার রস ও মধু অনুপানে প্রয়োগ করিতে হইবে। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের সহিত কস্তুরী ১ রতি ও মকরধ্বজ ২ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। যদি রোগীর ইন্দ্রিয় বিভ্রম বা অত্যধিক শিরশ্চালন প্রভৃতি দুর্লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে উক্ত যোজনাবিধি সমীচীন বলিয়াই মনে হয়।

যদি বুকে বেদনা না থাকে এবং শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইতে থাকে, তবে মহালক্ষ্মীবিলাস, শৃঙ্গাভ্রক, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও কাঞ্চনাভ্র, প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। অনুপান—আদা ও পানের রস। এইজ্বরে বালুকা ভাজিয়া কাঁজিদ্বারা সিক্ত করতঃ এরণ্ড পত্রে বেষ্টন করিয়া সর্ব্বশরীরে বা বেদনাস্থলে স্বেদ দিবে। তদ্দ্বারা স্রোতঃ সমূহের মৃদুতা সম্পাদিত ও শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি সমূহ হইতে শ্লেষ্মা বিনির্গত হয় এবং জ্বরও শীঘ্র ২ কমিতে থাকে। স্বেদ প্রয়োগ ভিন্ন, অন্য কোন উপায় এরূপ আশু ফলপ্রদ নহে। মস্তিষ্কে বেদনা থাকিলে, দারুচিনি, লবঙ্গ, বচ ও ধনে পেষণ করতঃ উষ্ণ করিয়া উহা দ্বারা ললাটের উভয় পার্শ্বে প্রলেপ দিবে। রোগীর অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইলে কুলখকলায় ঈষদ্ ভর্জ্জিত করিয়া চূর্ণ করতঃ গরম গরম স্বেদ দিবে।

পুরাতন গোময়চূর্ণ ঘর্ষণেও ঘর্ম্ম নিবারিত হয়। বুকে বেদনা অথবা শ্লেষ্মা আবদ্ধ থাকিলে মসিনার "পোল্টিস" বা পুরাতন ঘৃত ও শুঁঠচূর্ণ মালিশ করিয়া আকন্দপত্রের স্বেদ দেওয়া হিতকর। স্বেদ দিবার পরে আকন্দের তুলাদ্বারা (অভাবে—গরম কাপড় দ্বারা) বেদনার স্থান উত্তমরূপে আবৃত করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। এইরূপ বেদনায় আমাদের মহাবাতকুলান্তক ঘৃত মালিশ করিলে সদ্য সদ্য ফল দর্শিয়া থাকে।

যদি রোগী হিমাঙ্গ হয়, তবে জায়ফল বিশুদ্ধ সর্ষপতৈলে ঘর্ষণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত বালুকায় স্বেদ আবশ্যকবোধ করিলে তাহাও প্রয়োগ করিবে। এই অবস্থায় মকরধ্বজ ১ রতি, কস্তুরী ১ রতি, ও কর্পূর ১ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া আদা ও তুলসীপত্রের রস সহ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর সেবন করাইবে। কাস থাকিলে **অষ্টাঙ্গাবলেহিকা, তালিশাদিচূর্ণ বা চন্দ্রামৃতরস** ব্যবহার করিবে।

স্বল্পকস্তুরীভৈরব বা বৃহৎকস্তুরীভূষণ প্রয়োগ করিলেও রোগী প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। ইহা সংজ্ঞাজনক, ঘর্ম্মনিবারক, উত্তেজক ও বিকার নাশক।

জিহ্বা ভারবোধ করিলে এবং তাহা হইতে লালা নিঃসৃত হইতে থাকিলে উহাতে ত্রিকটু ও সৈন্ধব ঘর্ষণ করিবে। টাবালেবুর কেশর, মরিচ ও সৈন্ধব একত্রে বাটিয়া মুখে ধারণ করিলেও জিহ্বার জড়তা ও লালাস্রাব নিবারিত হয়। বাতশ্লেষ্মা নাশক **অষ্টাদশাঙ্গক্বাথ** সহ ঔষধ প্রয়োগ করিলে, শীঘ্র ফললাভ হইয়া থাকে।

রোগীর চক্ষু আবিল বোধ হইলে, ছাগদুগ্ধে দার্ব্বী-রসাঞ্জন ঘষিয়া উহার অঞ্জন দিবে।

অষ্টাঙ্গাবলেহিকা।

কট্‌ফল, পুষ্করমূল, (অভাবে কুড়) কাকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেকের সমভাগচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ৴৹ এক আনা মাত্রায়, মধু দ্বারা মাড়িয়া ও তৎসহ কিঞ্চিৎ আদার রস মিশাইয়া ২।৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর লেহন করিবে।

স্বল্প কস্তুরীভৈরব।

শোধিতহিঙ্গুল, শোধিতবিষ, সোহাগারখই, জৈত্রী, জায়ফল, মরিচ, পিপুল ও কস্তুরী, প্রত্যেক সমভাগ। জলদ্বারা মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব।

কস্তুরী, কর্পূর, তাম্রভস্ম, ধাইফুল, আলকুশীবীজ, (শোধিত), আকনাদি, বিড়ঙ্গ, মুতা, শুঁঠ, বালা, আমলকী, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, হরিতাল ও অভ্রভস্ম, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। আকন্দপত্ররসে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—আদার রস।

অপর বৃহৎকস্তুরীভৈরব।

কস্তুরী, রাজপট্ট, রসসিন্দূর, মনঃশিলা, স্বর্ণ, রৌপ্য, হরিতাল, মুক্তা, বঙ্গ, শুক্তিকা, বিড়ঙ্গ, মুতা, অভ্র, প্রবাল, লৌহ, আকনাদি, প্রত্যেক সমভাগ। বিল্বপত্ররসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

কস্তুরীভূষণ।

অভ্র ৮ তোলা, কজ্জলী ৪ তোলা, প্রবাল, মুক্তা, রৌপ্য, হরিতাল প্রত্যেক ১ তোলা ; তাম্র ।০ তোলা, কর্পূর ২ তোলা, জায়ফল ১ তোলা, জৈত্রী ১ তোলা, বৃদ্ধদারকবীজ, [illegible]বীজ প্রত্যেক ২ তোলা, কস্তুরী ।০ তোলা ও স্বর্ণ ।০ তোলা। ২ রতি বটী করিবে।

বৃহৎ কস্তুরীভূষণ।

হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগা, জায়ফল, জত্রী, কস্তুরী, হরিতাল, বঙ্গ, স্বর্ণ, মরিচ ও পিপুল প্রত্যেক সমভাগ ; জলদ্বারা মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—আদারস ও মধু।

সৌভাগ্য চিন্তামণি।

মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, কস্তুরী, কর্পূর, পারদ, গন্ধক, স্বর্ণসিন্দুর, লৌহ, অভ্র, হরিতাল, বঙ্গ, খর্পর, তাম্র, রসসিন্দুর, জাতিফল, জৈত্রী, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচি ও মরিচ প্রত্যেক সমভাগ। আদারসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। ইহাতে বাতশ্লেষ্মজ্বর, সন্নিপাতবিষমজ্বর ও জীর্ণজ্বর আরোগ্য হয়। অনুপান—আদার রস ও মধু।

অষ্টাদশাঙ্গ কষায়।

দশমূল, শটী, কাকড়াশৃঙ্গী, কুড়, দুরালভা, বামুনহাটী, ইন্দ্রযব, পোটলপত্র, ও কটুকী, একত্রে ২ তোলা ; জল ৷৷—শেষ ৷৴ পোয়া। এই কষায় ঔষধের অনুপানার্থ বা কেবল পানার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাদ্বারা উপদ্রব সমূহ শীঘ্র দূরীভূত হয়।

পথ্য—লঙ্ঘন, পঞ্চকোলসাধিতপেয়া, গরমজল, আদা, খই, কুক্কুটমাংসের যূষ, পারাবতযূষ, বেদানা, মিশ্রি, (তালের) ও বাঁসি ইত্যাদি। অপথ্য—শীতলজল, জলীয় দ্রব্য, স্নেহদ্রব্য, সাগু, ইত্যাদি। এইজ্বরে ২৪ দিনের পূর্ব্বে কদাচ অন্নপথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

অথ শ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসা।

শ্লেষ্মোল্বণ অর্থাৎ শ্লেষ্মাপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের চিকিৎসা প্রায় বাতশ্লৈষ্মিকবিকার চিকিৎসার তুল্য। তথাপি এইজ্বর মিলিতদোষত্রয় সম্ভূত বলিয়া, ইহাতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। সন্নিপাতজ্বরে প্রায়শঃ জিহ্বার খরস্পর্শতা উৎপন্ন হয় ; তন্নিবারণার্থ ত্রিকটু, সৈন্ধব ও আদার রসের কবল ধারণ করিবে। লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্য, অবলেহ ও অঞ্জন এই কয়েকটী সন্নিপাতজ্বরের প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করা উচিত। বাতশ্লৈষ্মিক

জ্বরের যে ২ অবস্থায় যে ২ ক্রিয়া ও ঔষধ বিহিত হইয়াছে ইহাতেও তত্তাবস্থায় সেই ক্রিয়া ও ঔষধ প্রযোজ্য। শরীর হিমাঙ্গ হইলে অষ্টাঙ্গধূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে; তাহাতে শরীরের এবং জ্বরের লঘুতা সম্পাদিত হয়। সন্নিপাতজ্বরে প্রথমতঃ কফনাশক ও আমনাশক ক্রিয়া করিবে; পশ্চাৎ কফ হীনবল হইলে বর্দ্ধিত দোষের চিকিৎসা করিবে। সন্নিপাতজ্বরের শেষ অবস্থায় শরীর বিষাক্ত হয়। এইবিষ দোষপ্রভাবে বা দোষদুষ্টের অনির্ব্বচনীয় সংমূর্চ্ছনা ক্রমে, শরীরেই উৎপন্ন হয়। এইবিষ বিনাশের নিমিত্ত বিষ নাশক **সূচিকাভরণ** প্রভৃতি বিষঘটিত ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। যখন রোগী অবসন্ন, হিমাঙ্গ ও বাক্‌শক্তিবিহীন হয়, সেইসময় এইরূপ বিষাক্ত ঔষধ প্রযোজ্য। এইজাতীয় ঔষধ সেবন করিলে, শৈত্যক্রিয়া ও ব্যজন করিবে। দোষের শক্তি অসাধারণ; সুতরাং ঔষধ দ্বারা দোষশক্তির হ্রাস না হইলে জীবন রক্ষা হওয়া সুকঠিন। দোষের পাক হইলেই দোষশক্তির হ্রাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দাহ, তন্দ্রা, গৌরবাদির অভাব, জ্বরের অল্পতা, দেহের লঘুতা ও ইন্দ্রিয়ের বিমলতা প্রভৃতি দোষপাকের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইলে রোগী আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে। ধাতুপাকলক্ষণ পরিস্ফুট হইলে প্রায়শঃ রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। **ধাতুপাকলক্ষণ** যথা—"নিদ্রানাশো হৃদিস্তম্ভো বিষ্টম্ভো গৌরবো রুচিঃ। অরতির্ব্বলহানিশ্চ ধাতূনাং পাকলক্ষণং"॥ অর্থাৎ অনিদ্রা, হৃদয়ের স্তব্ধতা উদরের আধ্মান শরীরের গুরুত্ব, অরুচি, অরতি ও বলহানি এই কয়েকটী ধাতুপাকের লক্ষণ। নাভির ঊর্দ্ধে এবং হৃদয়ের অধোদেশে টিপিয়া ধরিলে রোগী যদি বেদনা বোধ করে, তাহাহইলেও ধাতুপাক হইতেছে বুঝিতে হইবে। আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত লঙ্ঘন প্রশস্ত; কারণ, সন্নিপাতজ্বরে রোগী লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে, তাহাতে রোগীর লঙ্ঘন জনিত কোনও প্রকার অনিষ্ট হয় না এবং ইহা দোষের প্রভাব বশতঃই হইয়া থাকে।

অত্যন্ত তন্দ্রা উপস্থিত হইলে সৈন্ধব, সজিনাবীজ, সর্ষপ ও কুড় ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নস্য দিবে। সংজ্ঞাজননার্থ রশোন, মনঃশিলা ও বচ একত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিবে। শ্লেষ্মা নিঃসরণার্থ পূর্ব্বোক্ত **অষ্টাঙ্গাবলেহিকা** ব্যবহার করিবে। এই ঔষধ সেবনের পর স্বেদ প্রয়োগ আবশ্যক হইলে, মধু সংযোগ না করিয়া কেবল আদার রস সহ সেবন করিবে।

সূচিকাভরণ রস—বিষ, শোধিতকপর্দ্দিক, দারুমুষ প্রত্যেক ১ ভাগ, হিঙ্গুল সর্ব্বসমান। রোহিতমৎস্য, বরাহ, ময়ূর, ছাগ ও মহিষ ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ পিত্তে ভাবনা দিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে, গাত্রে তৈলমর্দ্দন এবং শৈত্যক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। অনুপান—আদার রস।

অষ্টাঙ্গধূপ—গুগ্‌গুলু, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেতসর্ষপ ও যব এই সকল দ্রব্য চূর্ণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে ধূপিত করিবে।

বিষপ্রয়োগ—কালকূটবিষ ১ তোলা, অহিফেন ১ তোলা, কান্তলৌহ ॥০ তোলা, অভ্র ২॥০ তোলা, জলদ্বারা মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে। অনুপান—আদার রস। ঔষধ সেবনান্তে শৈত্যক্রিয়া করিবে।

আজকাল সূচিকাভরণ এবং বিষপ্রয়োগের ব্যবহার নাই; সুতরাং উহার পরিবর্ত্তে মেঘধ্বনি ব্যবহার করিবে।

মেঘধ্বনি

পারদ, গন্ধক, বিষ, শ্বেতপাক্ষুর, সেঁকো ও মনঃশিলা প্রত্যেক সমভাগ, আদারসে ৪ বার, কেশরাজ রসে ৪ বার, নিসিন্দারসে ৪ বার ও শেষে ভৃঙ্গরাজরসে ১ বার ভাবনা দিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পোড়াতেঁতুল প্রভৃতি। ঔষধ সেবনান্তে শীতল ক্রিয়া করিবে। পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে মুস্তাদ্যগণের কষায় পান বা তৎসাধিত অনুপান বিশেষ হিতকর।

মুস্তাদ্যগণ। যথা—মুতা, ক্ষেত্রপর্পটী, বেণামূল, দেবদারু, শুঁঠ, ত্রিফলা, দুরালভা, বন নীলবৃক্ষ, কলাগুঁড়ী, তেউড়ীমূল, চিরতা, আকনাদি, বেড়েলামূল, কটকী, যষ্টিমধু ও পিপুলমূল। পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে পিত্তশ্লেষ্মনাশক অষ্টাদশাঙ্গকষায় ব্যবহার করিবে।

অষ্টাদশাঙ্গ। যথা—চিরতা, দেবদারু, দশমূল, শুঁঠ, কটকী, মুতা, ইন্দ্রযব, ধনে ও গজপিপুল। বাতপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে বৃহত্যাদিগণ প্রয়োগ করিবে।

বৃহত্যাদিগণ। যথা—বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামুনহাটী, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পলতা ও কটকী। ইহাদ্বারা সন্নিপাত জ্বরের উপসর্গ সত্বর তিরোহিত হয়।

কণ্ঠরোধের উপক্রম হইলে দশমূলের কাথে আদারস ও টাবালেবুর রস প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। জিহ্বার অত্যন্ত জড়তা হইলে—সৈন্ধব, ত্রিকটু ও অম্লবেতস একত্রে পেষণ করিয়া জিহ্বায় ঘর্ষণ করিবে।

জিহ্বা শুষ্ক বা কণ্টকিত বোধ হইলে, উহাতে ঘৃত মালিশ করিয়া মধু ও কিসমিস্ পেষণ করতঃ প্রলেপ দিবে। পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে ভেদ হইলে, পূর্ব্বোক্ত নাগরাদিকষায় পান বা বেলশুঁঠ ১ তোলা, ধনে ১ তোলা, মুতা ১ তোলা, কুটজছাল ৫ তোলা, দাড়িমের খোসা ১ তোলা, জল ৮ গুণ, শেষ—অষ্টমভাগ পান করিবে। এই অবস্থায়—বেলশুঁঠ, বালা ও মধু সহ বৃহৎকস্তুরীভৈরব বা শ্লেষ্মকালানলরস ব্যবহার করা যাইতে পারে। কফপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের সাধারণ অবস্থাতেও শ্লেষ্মকালানলরস আদারস সহ ব্যবহার করিতে পারা যায়। এই ঔষধ প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য নহে, কারণ ইহাতে অনেক প্রকার বিষসংযোগ আছে। অতিসার নিবারণার্থ কর্পূররস প্রয়োগ করা যায়। দাহে শীতলজল সেচন নিষিদ্ধ। সন্নিপাতজ্বরান্তে, কর্ণমূলে শোথ হইলে, প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ

করিবে। তাহাতে উপশম না হইলে গৈরিক পঞ্চলবণ, শুঁঠ, বচ, কটফল প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ লইয়া কাঁজি দ্বারা বাটিয়া দিনে ৪।৫ বার প্রলেপ দিবে। গলদেশে শোথ হইলে টাবালেবুর মূল, গণিয়ারী, শুঁঠ, দেবদারু, চই, রক্তচিতেমূল, প্রত্যেকদ্রব্য সমভাগ লইয়া জলদ্বারা পেষণ করতঃ গলায় প্রলেপ দিবে।

শ্লেষ্মকালানল রস।

পারদ, গন্ধক, কুচিলা, (দুগ্ধশোধিত), বংশপত্রহরিতাল ও বিষ প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃত্রাভ্র, দারুমুষ রসাঞ্জন, গোদন্ত হরিতাল, ধুস্তুরবীজ প্রত্যেক ২ তোলা তাম, অভ্র, পারদ, শুঙ্খ, সোহাগা, হরীতকী, বহেড়া, ভৃঙ্গরাজ ও সিক্ত প্রত্যেক ১৫ ; দাড়িম্ব ফলের রসে মর্দ্দন করিয়া মুগ প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান—আদার রস। অতিসার রোগে—কদলীকাণ্ডরস সহ সেব্য।

রক্তনিষ্ঠীবন হইলে গন্ধতৃণ, দুরালভা, বাসক, ক্ষেত্রপর্পটী, প্রিয়ঙ্গু ও কটকীসাধিত কাথে চিনি ।• তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। এলাদিগুটিকা মধু ও বাসক রস সহ লেহন করিলেও রক্তনিষ্ঠীবন নিবারিত হয়।

অথ সক্থিগ সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসা

এইজ্বরে সক্থিদ্বয়ে অতিশয় বেদনাযুক্ত শোথ হয়, মুখে কফেরগন্ধ হয় এবং কাস, বেদনা ও অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। এইজ্বর অত্যন্ত শ্লেষ্মপ্রধান ও সংক্রামক। জ্বরমাত্রেই সংক্রামক কিন্তু সন্নিপাতজ্বর আশু সংক্রামক। এইজ্বর শীঘ্র২ জীবন নাশ করে। কেহ২ এই জ্বরকেই আধুনিক "প্লেগ" নামে অভিহিত করেন। এই জ্বরে কস্তুরীভৈরব, বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, হিক্কাধিকারোক্ত শার্দ্দূলসুন্দর, বৃহৎচিন্তামণি, বসন্ততিলক, মহালক্ষ্মীবিলাস বৃহৎজ্বরচূড়ামণি ও শ্লেষ্মকালানলরস ব্যবহার করা যায়। অনুপান—পূর্ব্ববৎ। এইজ্বরে কোনরূপ শৈত্যক্রিয়া বিধেয় নহে। সক্থিগসন্নিপাতে শট্যাদিকষায় ব্যবস্থেয়। শট্যাদিকষায় যথা—শটী, দেবদারু, ত্রিফলা, মুদ্গপর্ণী, বৃদ্ধদারকবীজ, রাস্না, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও শতমূলী। এইক্বাথে গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। এইক্বাথ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে হয়। অবস্থা বিশেষে বচাদি ও রাস্নাদির ক্বাথ হিতকর।

বচাদি। যথা—বচ, ক্ষেত্রপর্পটী, দুরালভা, ঝিণ্টী, গুলঞ্চ আতৈচ, দেবদারু, মুতা, শুঁঠ, বৃদ্ধদারকবীজ, রাস্না, গুগ্গুলু, বৃহতীমূল, (অভাবে নাটীমূল) এরণ্ডমূল ও শতমূলী।

চূড়ামণি রস।

রসসিন্দূর, প্রবাল, স্বর্ণ রৌপ্য, বঙ্গ, তাম্র, মুক্তা, অভ্র, লৌহ, প্রত্যেক সমভাগ, জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অবস্থাবিশেষে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। সাধারণ অনুপান— মধু ও আদার রস অথবা মধু ও পিপুল চূর্ণ।

পুটপাক বিষমজ্বরান্তকলৌহ।

হিঙ্গুলোত্থ পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লৌহ অভ্র ও তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা, বঙ্গ ॥০ তোলা, প্রবাল ॥০ তোলা মুক্তা, স্বর্ণ, শঙ্খভস্ম ও শুক্তিভস্ম প্রত্যেক ।০ সিকি তোলা। প্রথমে পারদ ও গন্ধক কজ্জলী করিয়া রসপর্পটীর ন্যায় পর্পটী করিয়া লইবে; পশ্চাৎ তৎসহ অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত করিবে। কেহ কেহ বঙ্গের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ গৈরিক ব্যবহার করেন। এই সকল দ্রব্য ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা মর্দ্দন করতঃ ঝিনুকে ভরিয়া ১৫।২০ খানা ঘুঁটের আগুনে পুটপাক করিবে। ঝিনুকের প্রদেশ ঈষৎ রক্তিমাভ হইলেই নামাইতে হয়। এইসময় গন্ধকের গন্ধ বহির্গত হইবে। যদি পাক সামান্য অধিক হয়, তবে অভ্যন্তরস্থ ঔষধ অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে এবং তাদৃশ পুটপাক কিঞ্চিন্মাত্রও ফলপ্রদ হইবেনা। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ২ রতি, শোধিত হিং ১ রতি ও সৈন্ধব ১ রতি একত্র মাড়িয়া পানরস সহ সেব্য। পিপুলচূর্ণ ও মধু অনুপানেও ইহা ব্যবহৃত হয়। কেহ ২ ঘৃত কুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিয়া থাকেন

বিষমজ্বরান্তকচূর্ণ।

হিঙ্গুল, বিষ ও নিমছাল প্রত্যেক ১ তোলা, ত্রিকটু ৩ তোলা, রসসিন্দূর ৬ তোলা, মাত্রা ৫।৬ রতি। অনুপান- মধু, তুলসীপত্ররস, পানরস, শেফালিকাপাতারস ইত্যাদি।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বর।

পারদ, গন্ধক, রসসিন্দূর, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, সিদ্ধিবীজ, পিপুল, গজপিপুল, দারুচিনি, দন্তীবীজ, জয়পালবীজ ও ধুতুরাবীজ প্রত্যেক ।০ সিকিতোলা, মুক্তা ॥০ তোলা, কস্তূরী ।০ তোলা; আদার রসে এবং রক্তচিতেমূলের কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—আদার রস, তুলসীপত্ররস, পানরস, মধু ইত্যাদি।

ভাবিত বিষমজ্বরান্তক লৌহ।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, হিঙ্গুল, অভ্র, রসাঞ্জন ও স্বর্ণ প্রত্যেক সমভাগ. নিম্নলিখিত দ্রব্যের কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটিকা করিবে। কাথার্থ দ্রব্য—চিরতা, দেবদারু, শুঁঠ, মুতা, কটকী, ইন্দ্রযব, ধনে, গজপিপুল ও দশমূল। অনুপান—মধু, শেফালিকাপাতারস, গুলঞ্চ, ক্ষেত্রপর্পটী ইত্যাদি।

গুড়ূচীমোদক।

গুলঞ্চের পালো ৵০ পোয়া, পুরাতন ইক্ষুগুড় ।৷০ সের, মধু /০ একছটাক, ঘৃত /০ ছটাক, প্রথমতঃ গুড় /১ সের জলে গুলিয়া, পাক করিতে থাকিবে এবং উহা মোদক প্রস্তুতের

যে জ্বরের বেগ কোন দিন অধিক আবার কোন দিন বা কম হয় তাহাকে বিষমজ্বর বলে। বিষমজ্বরমাত্রেই বায়ুপ্রধান। কারণ, বায়ুভিন্ন পিত্ত বা শ্লেষ্মা বিষমতা জন্মাইতে পারে না। সুতরাং সকল প্রকার বিষমজ্বরেই বায়ুনাশক ক্রিয়া কর্তব্য। এইজ্বর কখনও শরীরকে ত্যাগ করে না। তবে, গতবেগ হইলে ধাতুস্তরে লীনঅবস্থায় অবস্থান করে শরীরের গ্লানি ও শুষ্কতা প্রভৃতি যাবতীয় লক্ষণ অপগত না হওয়ায়, জ্বর অন্তর্লীন অবস্থায় আছে বুঝিতে হইবে।

সাধারণতঃ বিষমজ্বর ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা,—সন্তত, সততক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক। এতদ্ভিন্ন, প্রলেপকজ্বরও বিষমজ্বরের অন্তর্গত। উহা প্রায়শঃ যক্ষ্মারোগগ্রস্ত রোগীরই হইয়া থাকে। কেহ কেহ বাতবলাসকজ্বরকেও বিষমজ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। উহা প্রায়শঃ পাণ্ডুরোগেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রলেপক ও বাতবলাসকজ্বর বাতশ্লেষ্ম-প্রধান। সন্ততজ্বর প্রথম ৭ দিন অবচ্ছেদী থাকে এবং এইসময়ের মধ্যে কোনও ঔষধ দ্বারা ফললাভ হয় না। সুতরাং এইসময় অতীত হইলে রামতুলসীর রস সহ **কফকেতু** চিন্তা-মণি প্রয়োগ করিবে এবং ইন্দ্রযব, পলতা ও কটুকী ইহাদের কষায় পান করাইবে। আবশ্যক বোধ হইলে মহালক্ষ্মীবিলাস এবং বৃহৎকস্তুরীভৈরব পূর্বানুপানে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইজ্বর রসধাতুগত এবং বাতশ্লেষ্মপ্রধান। ২১ দিন পরেও যদি জ্বর অল্পমাত্রায় হইতে থাকে, তবে বৃহৎসর্বজ্বরহরলৌহ বা বৃহৎজ্বরচিন্তামণি ব্যবহার করিবে। সমস্ত বিষমজ্বরেই জ্বরবিচ্ছেদকরণার্থ দিনে ৩।৪ বার করিয়া কেওপলাটীর কষায় অথবা মুস্তা ও কেওপলাটীর শীতকষায় পান করিবে। ২১ দিনের পূর্বে এইকষায় পানে আশানুরূপ ফল হয় না। সন্ততজ্বর দীর্ঘানুবর্তী হইলে শেফালিকাপাতারস ও মধু অনুপানে বৃহৎসর্বজ্বর-হরলৌহই প্রযোজ্য। শেফালিকাপাতার রস ও মধু বিষম ও জীর্ণজ্বর নাশক। কৃষ্ণজীরকচূর্ণ ও পুরাতন ইক্ষুগুড় অনুপান সহ, পূর্বোক্ত বৃত্রাজ্বররস সেবন করিলেও সন্ততজ্বর নষ্ট হয়। কৃষ্ণজীরক ও পুরাতন ইক্ষুগুড় এবং হরীতকীচূর্ণ ও মধু বিষমজ্বরনাশক। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এই শেষোক্ত ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ হয়। পূর্বোক্ত অনুপানসহ **ত্রিফলাকল্প** প্রয়োগে বা **কুষ্মাণ্ডচূর্ণ** সেবনে বিশেষ ফল দেখা যাইয়া থাকে। এই ঔষধদ্বয় প্রথম অবস্থায় বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া বোধ হয় না।

এই সমস্ত চিকিৎসায় কোনও ফল না হইলে এবং শ্লেষ্মার আধিক্য অনুভূত হইলে আদারস সহ **শ্লেষ্মকালানলরস** প্রয়োগ করিবে। দীর্ঘকালপর যদি জ্বর বাতপ্রধান হয় তবে **জয়মঙ্গলরস** ব্যবহার করিবে; কিন্তু জ্বরের বেগ অধিক হইলে জয়মঙ্গলের পরিবর্তে **চূড়ামণিরস** ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ; সন্তত-জ্বর বহুকাল ভোগকরিলে যদি শোথ অতিসার, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি দ্বারা রোগী আক্রান্ত হয়, তবে **পুটপাকবিষমজ্বরান্তকলৌহ** প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবনীয়। বৈকালে, উপদ্রব নিরাকরণার্থ তত্তৎ অধিকারোক্ত উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার্য্য; রোগী ক্ষীণ-বল ও ক্ষিণধাতু হইলে **বৃহৎপিপ্পলীখণ্ড** প্রয়োগ করিবে; প্রাতঃকালে, রামতুলসী

পাতার রস ১ তোলা, মরিচচূর্ণ ৵৹ আধআনা অথবা দ্রোণপুষ্পীর (মণ্ডকলসের পাতার) ১ তোলা ও মরিচচূর্ণ ৵৹ আধআনা একত্রে সেবন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। এই দুটী ঔষধ ধাতুঘটিত কোনও ঔষধের সহিত অনুপানরূপে ব্যবহার করিবে। সন্ততজ্বরের প্রথম অবস্থায়—বিষমজ্বরান্তকচূর্ণ, দ্বিতীয় অবস্থায়—বৃহৎ [illegible] এবং জীর্ণবিষমজ্বরে—ভাবিত বিষমজ্বরান্তকলৌহ প্রয়োগ করা যায়। বায়ুর অত্যন্ত প্রাবল্য হইলে, পঞ্চগব্যঘৃত ও কল্যাণকঘৃত এবং পিত্তের প্রাবল্যাবস্থায়—পঞ্চতিক্তঘৃত পানের ব্যবস্থা আছে। সন্ততজ্বরের শেষ অবস্থায় ভূচৌমোদ্দক অতিশয় ফলপ্রদ।

বৃহৎ সর্বজ্বরহরলৌহ

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, হরিতাল, (হরিতালভস্ম) প্রত্যেক ২ তোলা কান্তলৌহ ৮ তোলা; ভাবনার্থ—উচ্ছেপাতার রস, দশমূলের কাথ, ক্ষেত্রপর্পটীর কাথ, ত্রিফলাকাথ, জলকেশুর স্বরস, পানরস, কাকমাচীরস, নিসিন্দাপাতার স্বরস, শ্বেতপুনর্নবার রস ও আদার রস। পর পর প্রত্যেক দ্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ সাত বার করিয়া ভাবনা দিবে। ইহার ভাবনা মোট ৭০টা। বটী ২ রতি। কাথে ভাবনা দিতে হইলে ঔষধের সমপরিমাণ দ্রব্য লইয়া, আটগুণ জলে পাক করতঃ অষ্টমভাগ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তদ্দ্বারা ঔষধ ভাবিত করিবে। জল না দিয়া রস বাহির করিলে তাহাকে স্বরস কহে। এই ঔষধের অনুপান পিপুলচূর্ণ ২ রতি ও পুরাতন ইক্ষুগুড় ।০ সিকি। অন্যান্য অনুপানেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। এই ঔষধ ব্যবহার কালে মৈথুন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং পক্ষীর মাংসযূষ বিশেষ হিতকর। ইহা বিষম ও জীর্ণজ্বরের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃহৎ জ্বরচূড়ামণি।

স্বর্ণসিন্দুর, স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, কস্তুরী, জাতিফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, গোক্ষুর, কর্পূর, অভ্র, দারুচিনি, তালমূলী ও হরিতাল প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক, প্রবাল, রসসিন্দুর, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, কান্তপাষাণ, (চুম্বকপ্রস্তর, অভাবে,—গোদন্তহরিতাল) ও শোধিত তুতে প্রত্যেক ৪ তোলা; ভাবনা—নিসিন্দাপাতার রস, বামুনহাটীর কাথ, বাসকছালের রস বা কাথ, আকন্দমূলের কাথ ও গোক্ষুরকাথ। বটী ২ রতি, অনুপান—আদার রস প্রভৃতি।

জয়মঙ্গল রস।

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, সোহাগাখই, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধবলবণ, মরিচ, কান্তলৌহ ও রৌপ্য প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা। ভাবনার্থ—ধুতুরাপত্ররস, শেফালিকা পত্ররসে, চিরতার কাথ ও দশমূলের কাথ; ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটী দ্বারা ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—ঈষৎ ভাজাজীরাচূর্ণ (শ্বেতজীরা) ২ রতি ও মধু ।০ সিকি তোলা।

ইহাদের ক্বাথ পান করিলে শোথ, বেদনা, তৃষ্ণা, অরুচি ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি নিবারণ হয়।

কাথাদি। যথা—রাস্না, শুঁঠ ও গুলঞ্চের ক্বাথে গুগ্গুলু প্রক্ষেপ (১০ রতি) দিয়া পান করিলে সন্নিপাতবায়ুর প্রশমন হয়। মুতা, পিপুলমূল, হরীতকী, [illegible], দেবদারু, গুলঞ্চ, রাস্না, শতমূলী, শটী, কটকী, বালবচাল, শুঁঠ, দশমূল ও বৃহৎ [illegible] (বিষ্ণুক্রান্তামূলী), ইহাদের ক্বাথ পান করিলে মজ্জাগত ও সন্নিপাত নিবৃত্ত হয়।

শোথযুক্ত সন্নিপাতে প্রলেপ। যথা—হরিদ্রা, [illegible], সজিনাছাল, বচ, কুড়চিছাল ও নিমমূলের ছাল গোমূত্রে বাটিয়া উষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলে উপকার হয়। সর্ষপচূর্ণ ও উইমৃত্তিকা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া কনক (কাচ) ধুতুরার রসে পেষণ করতঃ গরম করিয়া শোথযুক্ত সন্ধিস্থলে প্রলেপ দিলে বিশেষ ফলদর্শে। কুম্ভীর অমূল, [illegible] (চেঁড়িফল) রসুন, মরিচ, কৃষ্ণজীরে, জয়ন্তীপাতা, সজিনাছাল ও সর্ষপ [illegible] পেষণ করতঃ সন্ধিস্থলে প্রলেপ দিবে। অহিফেন, (ওকড়া) কেশুকন্দ, (কেউটিয়ামূল) সজিনাছাল ও উইমাটী গোমূত্রে পেষণ করতঃ গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। সজিনাছাল আদা, রসুন, ওকড়া, মরিচ ও তুতে বাটিয়া গরমকরতঃ শোথস্থানে প্রলেপ দিবে। সজিনাছাল, আদা ও মৈনফলের উক্ত প্রলেপেও উপকার হয়। প্রলেপদ্বারা সন্ধিগত সন্নিপাতের শোথ ও বেদনার নিবারণ করাই প্রধান চিকিৎসা। যেসকল প্রলেপ লিখিত হইল, উহারা আমবাতেও প্রযুক্ত হইতে পারে। বাতশ্লৈষ্মিকজ্বরের ক্রিয়া ও ঔষধাদি সন্নিপাতজ্বরেও ব্যবহৃত হইবে। সঞ্জীবনীবটী, চিন্তামণি ও বৃহচ্চিন্তামণিরস সর্বপ্রকার সন্নিপাতজ্বরে ব্যবহার করা যায়। সন্নিপাতজ্বরে বাতোল্বণ বা পিত্তোল্বণ হইলেও অনুপানের তারতম্যে কফোল্বণ সন্নিপাতের ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে; কারণ উহা আমরস বা কফের আধিক্যেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য সন্নিপাতজ্বরের সকল ঔষধই তীক্ষ্ণ এবং কফনাশক। অতীসারযুক্ত সন্নিপাতে মৃগনাভ্যাদ্যাসব অমোঘ ঔষধ। সন্নিপাতজ্বরে শীতলজল পান ও শীতল ক্রিয়া করিবে না। শীতাঙ্গসন্নিপাতে স্বেদ ও উষ্ণ ক্রিয়া অধিকরূপে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

পথ্য—লঙ্ঘনই সন্নিপাতজ্বরের পথ্য। তবে ১০ | ১২ দিন পর, রোগীর অবস্থা, তাপ, বল [illegible] করিলে—বার্লি, খই, আদা এবং কুলত্থকলায়যুক্ত ও পাথরকুচিযুক্ত [illegible] ব্যবহার করা যাইতে পারে। [illegible] রস, মিছরি ও মিশ্রি (কন্দ) [illegible] ব্যবহার করা যায়। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও দ্রব্য এই জ্বরে ব্যবস্থেয় নহে।

বিষম জ্বরের চিকিৎসা

এই জ্বর আসিবার অবধারিত কাল নাই। (কোনদিন সকালে, কোনদিন বৈকালে [illegible] এইরূপ ভিন্ন ২ সময়ে যে জ্বরের বেগ হয়) সে জ্বরে, কখন শীত [illegible]

... তোলা প্রায় ... হইলে

... দুগ্ধদ্বারা মাড়িয়া সেবন করিবে। মাত্রা ... তোলা ... অনুপান ...

। অবস্থা বিশেষে ইহা দুগ্ধসহ পান করিতে পারা যায়।

কৃষ্ণচূর্ণ

কৃষ্ণজীরা ৪ তোলা, রসাঞ্জন ৮ তোলা, বিষ ১ তোলা, রসাঞ্জন উত্তমরূপে মাড়িয়া পশ্চাৎ জীরা ও বিষ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৩।৪ রতি। অনুপান—পানরস ও মধু।

ষট্পলকঘৃত

মূর্চ্ছিত ঘৃত ।৪ সের, কল্কার্থ পঞ্চকোলও সৈন্ধব মিলিত ৬ পল; পাকার্থ—দুগ্ধ ১৬ সের ও জল ১৬ সের যথাবিধি পাক করিবে। ঘৃতপাকবিধি পরিভাষায় দ্রষ্টব্য। মাত্রা ।০ তোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ ।০ ছটাক।

পথ্য—প্রথম অবস্থায় বার্লি, সাগু, মিশ্রি প্রভৃতি। তৎপর পুরাতন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, পুরাতন তণ্ডুলেরঅন্ন, মাগুর প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল, পারাবত বা কুক্কুট মাংসেরযুষ বেদানা প্রভৃতি। বিষমজ্বরে উক্ত মাংসযুষ অতীব হিতকর।

অথ সততক জ্বর চিকিৎসা

এই জ্বরকেই ঐকাহীনজ্বর নামে অভিহিত করা হয়। দিন ও রাত্রির মধ্যে দুই বার জ্বরের বেগ হয় বলিয়াই ইহার নাম ঐকাহীন হইয়াছে। এইজ্বর অত্যন্ত কঠিন। ইহা ধাতুস্তরে লীন থাকিলেও বাহিরে সম্পূর্ণ মুক্ত বলিয়া বোধ হয়। দোষের প্রভাব বশতঃ যথাসময়ে পুনর্ব্বার জ্বরের বেগ হইয়া থাকে। ঋতুভেদে বা অবস্থাভেদে কখন ২ জ্বর ঐকাহীন হয়, কখন বা একেবারে বন্ধ থাকে এবং তখন মনে হয় জ্বর আরোগ্যই হইয়াছে, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার দুইবার করিয়া পূর্ব্ববৎ বেগ দিতে থাকে। এইজ্বর রক্তধাতুগত। পটোলাদিকষায় ঐকাহীন জ্বরের সকল অবস্থাতেই ব্যবহার্য্য।

পটোলাদি কষায় যথা—পটোলপত্র, অনন্তমূল, মুতা, আকনাদিপাতা ও কট্কী।

সততারি রস

স্বর্ণসিন্দুর দেড়আনা, রৌপ্য, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, লৌহ, জৈত্রী, জায়ফল, সোহাগারখই, গোক্ষুর, সিদ্ধিবীজ, দারুচিনি, বৃদ্ধদারকবীজ, উৎকৃষ্ট কস্তুরী প্রত্যেক আধ-আনা, পুনর্ণবারসে মর্দ্দন করতঃ পুনর্ণবারসে ও তুলসীরসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—তুলসীপত্ররস ও মধু, অথবা—আদার রস ও মধু। এই ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

এইজ্বরে বৃহৎকস্তুরীভৈরব, বৃহৎজ্বরচূড়ামণি ও বৃহৎসর্ব্বজ্বরহরলৌহ প্রয়োগ করিবে। যদি ধাতু অত্যন্ত বায়ুপ্রধান হয়, তবে জয়মঙ্গলরস ব্যবহার করা উচিত। শ্লেষ্মপ্রধান ... হইলে এবং প্লীহাদি উপসর্গ বর্ত্তমান থাকিলে পুটপাকবিষমজ্বরান্তকলৌহ ... প্রশস্ত।

পুটপাক—সংগ্রাহক ঔষধ; সুতরাং কোষ্ঠবদ্ধ হইলে কোষ্ঠশুদ্ধির নিমিত্ত পৃথক্ বিরেচক ঔষধ প্রযোজ্য। জ্বর মুক্ত হইলে অপুনরাবর্ত্তক চূর্ণ প্রত্যহ ২ | ১ বার দিবে।

অপুনরাবর্ত্তক। যথা—শোধিত গোদন্তহরিতাল ১ তোলা ও রস-সিন্দুর ১ তোলা একত্রে মাড়িয়া ২ | ৩ রতি মাত্রায় ব্যবহার্য্য। অনুপান—আদারস ও মধু। ইহাতে জ্বর পুনরাবর্ত্তিত হইলেও ক্রমশঃ হীনবল হয়। বিষমজ্বর অনেক সময় ভূতানুবদ্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং তন্নিবারণার্থ কেহ২ বলিহোমাদি দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। এইপ্রকার রোগীকে প্রত্যহ অষ্টাঙ্গধূপ দ্বারা ধূপিত করিবে। জ্বর কম্পান্বিত হইলে ঐ ধূপের সহিত বিড়ালের বিষ্ঠা যোগ করিবে। জ্বরের বেগের পূর্ব্বে রোগীকে অন্তমনস্ক রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। রোগী দুর্ব্বল হইলে, পুষ্টিকর-দ্রব্য, মাংসযূষ, প্রভৃতি খাইতে দিবে। রোগী যতই দুর্ব্বল হইবে জ্বর ততই বর্দ্ধিত হইবে। যদি এই সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা কোনও উপকার না হয়, তবে রোগসৃষ্টির স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া উপযুক্তরূপ চিকিৎসা করিবে। যদি অতিরিক্ত ঔষধ সেবনে শরীর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়, তবে কয়েকদিন ঔষধ ব্যবহার বন্ধ রাখাই বিধেয়।

রোগী কফান্বিত হইলে মহালক্ষ্মীবিলাস ও বৃহৎকস্তুরীভৈরব প্রভৃতি ঔষধের ব্যবহার করা সুসঙ্গত। আমাদের হরীতকীবটী ব্যবহারেও অনেকরোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। এই ঔষধ ব্যবহারকালে অন্য ঔষধ প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। হরীতকীবটী সন্ততজ্বরেও ব্যবহার করা যায়।

হরীতকী বটী

উৎকৃষ্ট পাটনাই হরীতকী ২০টী, ও জল ⁄১। সের নূতন মৃৎপাত্রে পাক করিয়া জল শোষণ করিবে। তদনন্তর ঐ হরীতকীগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া পুনঃ নূতন মৃৎপাত্রে ⁄১।০ সের গোমূত্র দ্বারা পাক করতঃ গোমূত্র শোষণ করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিবে। রৌদ্রে শুষ্ক হইলে ঐ গুলি নূতনপাত্রে ⁄১।০ সের দুগ্ধ দ্বারা পুনঃ পাককরতঃ দুগ্ধ শোষণ করিয়া উহাদের বীজ ফেলিয়া দিবে। পশ্চাৎ, হরীতকীগুলি উত্তমরূপ বাটিয়া ।০ আধতোলা মাত্রায় বটী করিয়া রাখিবে। প্রাতে ও বৈকালে এই ঔষধ শীতলজল সহ সেব্য। ইহা সেবনকালে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করা কর্ত্তব্য কিন্তু শাক, অম্ল দধি প্রভৃতি আহার করা নিষিদ্ধ। ১ বৎসর অতীত না হইলে বৈকালীন জ্বর হইতে আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। সন্তত জ্বরের পথ্যাপথ্যই ইহার পথ্যাপথ্য জানিবে।

অথ তৃতীয়কজ্বর ও তৃতীয়ক বিপর্য্যয়জ্বর চিকিৎসা

এইজ্বরকে সাধারণ লোকে পালাজ্বর বলে। অধিকাংশস্থলেই ইহা মুষ্টিযোগ ব্যবহারে নিবারিত হয়। প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালন না করিয়া যদি কোনও ব্যক্তি বামহস্তের

লাহাযো, রবিবার দিবস সাতপাছি লোহিতবর্ণবিশিষ্ট সূত্রদ্বারা আপাংমূল রোগীর কটিদেশে বাঁধিয়া দেয় তবে এইজ্বর নিবারিত হয় বলিয়া শুনা গিয়াছে। চক্রদত্তে লিখিত আছে,

যথা—অপামার্গজটা কট্যাং লোহিতৈঃ সপ্ততন্তুভিঃ
বদ্ধাবারে রবে স্তূর্ণং জ্বরং হন্তি তৃতীয়কং ॥

চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও শুঁঠ ইহাদের কথায় পানে তৃতীয়ক জ্বর আরোগ্য হয়। বৃহৎ সর্বজ্বরহরলৌহ ও বৃহৎ কস্তুরীভৈরব এইজ্বরের মহৌষধ। আক্কিকযোগ সেবনেও তৃতীয়ক ও চতুর্থকজ্বর আরোগ্য হয়।

আক্কিকযোগ। যথা—উৎকৃষ্ট স্বর্ণমাক্ষিক উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ৩ রত্তি মাত্রায় ৫ পুরিয়া করিবে। জ্বরের পূর্ব্বদিন ৩ পুরিয়া এবং পরদিন (জ্বরের পূর্ব্বে) ২ পুরিয়া ঔষধ শীতল জল সহ সেবন করিবে।

ত্র্যাহিকারি রস।

পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা ও হরিতাল প্রত্যেক ১ ভাগ, আতৈষ ৪ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ, রৌপ্য অর্দ্ধভাগ নিমছালের রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রত্তি বটী করিবে। অনুপান—আতৈষের কাথ। ইহাতে তৃতীয়ক এবং চতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়। এইজ্বরে, জ্বরের পূর্ব্বদিন লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে জ্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু জ্বরের দিন অন্নাহার করা কর্ত্তব্য নহে। নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগ প্রয়োগেও পালাজ্বর তিরোহিত হয়। মুষ্টিযোগ যথা—তেলাকুচের পাতা দুই হাতে মর্দ্দন করিয়া জ্বর আসিবার পূর্ব্ব হইতেই নস্ত গ্রহণ করিবে ও তাহার আঘ্রাণ লইবে। প্রায় সমস্ত দিনই এইরূপ ক্রিয়া মাঝে ২ করিতে হয়।

অথ চতুর্থকজ্বর ও চতুর্থকবিপর্য্যয় জ্বর চিকিৎসা।

ইহার চিকিৎসা তৃতীয়ক জ্বরের ন্যায়। গুড়্‌চী, আমলকী ও মুতা ইহাদের কথায় পানে চতুর্থকজ্বর আরোগ্য হয়।

চতুর্থকারি রস

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও হরিতাল প্রত্যেক ১ ভাগ, স্বর্ণ অর্দ্ধভাগ, কনক ধুতুরার রসে এবং বকফুলের পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রত্তি বটী করিবে। অনুপান—চাঁপাছালের রস। ইহা তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরনাশক। ত্র্যাহিকারি এবং চতুর্থকারিরস জ্বরবিরামে প্রযোজ্য। এইজ্বরের অন্যান্য ক্রিয়া তৃতীয়ক জ্বরের ন্যায়।

অথ অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর চিকিৎসা

এইজ্বরে দিনরাত্রির মধ্যে ১ বার মাত্র বেগ হয়, সুতরাং ইহাকে এককালীন জ্বর বলা যাইতে পারে। বেড়েলা, বামুনহাটী, লজ্জাবতীলতা, আপাং, চাকুলে ও ভীমরাজ ইহাদের যে কোনওটীর মূল পুষ্যানক্ষত্রে উঠাইয়া রক্তসূত্র দ্বারা বেষ্টন করতঃ মস্তকে ধারণ করিলে

অন্যেদ্যুষ্কজ্বর নিবারিত হয়। শ্বেতঅপরাজিতার মূল শিরোদেশে ধারণ করিলেও একাহিকজ্বর এবং জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়। কষায়—নিমছাল, পলতা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, (কিস্‌মিস্) মুথা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ অন্যেদ্যুষ্কনাশক। ইহাতে বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ, বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, বৃহৎ জ্বরচূড়ামণি বা চূড়ামণিরস প্রয়োগ করিবে। বিষমজ্বরে, ঋতুভেদে বা অন্য কোনও কারণে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইলে জ্বর নূতন ভাব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তদবস্থায় নূতনজ্বরের উপবাসাদি ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য ক্রিয়া সন্তত জ্বরের ন্যায় জানিবে।

অথ জীর্ণজ্বর চিকিৎসা

তিনসপ্তাহ পর যে জ্বর মন্দীভূত হয় এবং যাহাতে প্লীহা, যকৃৎ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তাহাকে জীর্ণজ্বর বলে। এইজ্বরে বৈকাল বেলা বা শেষরাত্রিতে হাত, পা ও চক্ষুর জ্বালা অনুভূত হয় এবং ঐ সময়েই জ্বরের সামান্য বেগ হইয়া থাকে। এইজ্বরে প্রায়শঃ শেষ রাত্রিতে মুখ তিক্ত বোধ হয়। "দৌর্ব্বল্যাদ্দেহধাতূনাং জ্বরো জীর্ণোঽনুবর্ত্ততে। বল্যৈঃ সংবৃংহণৈস্তস্মাৎ জীর্ণজ্বরমুপাচরেৎ"॥ অর্থাৎ দেহধাতুর দৌর্ব্বল্য বশতঃ জীর্ণজ্বর সর্ব্বদাই শরীরের অনুবর্ত্তন করে; সুতরাং বলকর ও পুষ্টিকরদ্রব্য এবং ঔষধ দ্বারা জীর্ণজ্বরের চিকিৎসা করিবে। জীর্ণজ্বরে প্রায়শঃ বায়ুর প্রাধান্য থাকে। বাতপ্রবল অবস্থাতেই উক্তবিধি অবলম্বনীয়। এই অবস্থায় জয়মঙ্গলরস ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

যদি রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং ক্ষীণধাতু হয় তবে বৃহৎজয়মঙ্গলরস ব্যবহার করিবে। জয়মঙ্গলরসের দ্রব্যসমষ্টির দ্বিগুণ স্বর্ণভস্ম মিশ্রিত করিলেই বৃহৎ জয়মঙ্গলরস হয়। কোন ২ ব্যক্তির মতে জয়মঙ্গলরসে লৌহ এবং রৌপ্য দ্বিগুণ এবং স্বর্ণ ৪ গুণ মিশ্রিত করিলে বৃহৎ জয়মঙ্গলরস হয়। ফলতঃ, অবস্থাবিশেষে ত্রিবিধ জয়মঙ্গলরসই সমীচীন। বৃহৎজ্বরান্তকলৌহ ব্যবহারে জীর্ণজ্বর নষ্ট হয় কিন্তু উহা প্রথম অবস্থায় তাদৃশ কার্য্যকারী নহে। কফাধিক্যে—মহালক্ষ্মীবিলাস, শ্লেষ্মকালানলরস, পুটপাকবিষমজ্বরান্তকলৌহ, বৃহৎকস্তুরীভৈরব ও বৃহৎজ্বরচূড়ামণি, পিত্তাধিক্যে—বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ, চন্দনাদিলৌহ, বৃহৎজ্বরান্তক লৌহ এবং বাতাধিক্যে—চূড়ামণিরস ও জয়মঙ্গলরস প্রয়োগ করিবে। তরুণজ্বরে চূড়ামণিরস বিশেষ ফলপ্রদ।

জীর্ণজ্বরে—শোথ, প্লীহা ও যকৃতের দোষ থাকিলে বৃহৎ ভার্গ্যাদিকষায় পান করিবে। যদি জীর্ণজ্বরে কোনও উপসর্গ না থাকে এবং জ্বর বহুকালের পুরাতন হয়, তবে দ্রাক্ষাদিকষায় সেব্য। শুঁঠ, গুড়ূচী ও কণ্টকারীর কষায়ে, পিপ্পলীচূর্ণ ৵০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতকফপ্রধান জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়। পুনরাক্রমিক জ্বরে বা কুইনাইন আবদ্ধজ্বরে কলিঙ্গাদি কষায়, [illegible],

জ্বরসংহারসারলৌহ ও **জ্বরতত্ত্বভিত্তামণি** বিশেষ ফলপ্রদ। জীর্ণজ্বরে প্লীহা, যকৃৎ, শোথ ও অতিসার থাকিলে **পুটপাকবিষমজ্বরান্তকলৌহ** মহোপকারী। যদি ঐ সমস্ত উপসর্গ অধিক মাত্রায় বিদ্যমান থাকে, তবে তত্তৎ অধিকারোক্ত উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সর্ব্বপ্রকার জীর্ণজ্বরেই **মকরধ্বজ** ও **মধুজ্বরাঙ্কুশ** ব্যবহার করা যায়। গুলঞ্চের কাথে, পিপুল ৵০ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়। পাণ্ডুরোগের **নবায়সলৌহ** জীর্ণজ্বরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যকৃৎ শোথ ও কামলাযুক্ত জীর্ণজ্বরে উহা সমধিক উপকারী। যদি এই সমস্ত ঔষধ দ্বারা জ্বর আরোগ্য না হয় এবং রোগী নানা প্রকার ঔষধ সেবনে উত্তেজিত ও রক্ষিতধাতু হয় তাহাহইলে অবস্থানুসারে "অঙ্গারকতৈল", "কিরাতাদিতৈল", "পিপ্পল্যাদিঘৃত" বা "দশমূলষটপলকঘৃত ব্যবহার করিবে। শ্লেষ্মার প্রাধান্য থাকিলে, তৈল বা ঘৃত ব্যবহার্য্য নহে। বাতপ্রধান অবস্থায়, "অঙ্গারকতৈল" ও "দশমূলষট্পলকঘৃত" এবং পিত্তপ্রধান অবস্থায়, "কিরাতাদিতৈল" ও "পিপ্পল্যাদ্যঘৃত" ব্যবহার্য্য। প্লীহা, যকৃত, শোথ বা অতিসার থাকিলে ঘৃত পান বিধেয় নহে। "দশমূলষট্পলক ঘৃত" বিষমজ্বরেও প্রয়োগ করা যায়। যক্ষ্মাধিকারের **চন্দনাদিতৈল** ও বাতব্যাধি বর্ণিত **নারায়ণ তৈল** জ্বরনাশক। কফসংসৃষ্ট জ্বরে "চন্দনাদিতৈল" ব্যবহার করা যায়। জীর্ণজ্বরে প্রত্যহ কোষ্ঠপরিষ্কার থাকা আবশ্যক। অন্যথা বিরেচক ঔষধ ব্যবহার্য্য। **সুদর্শনচূর্ণ** জীর্ণজ্বরের, (পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান) উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃহজ্জ্বরান্তক লৌহ

পারদ, গন্ধক, তৈজত্রী, জায়ফল, অভ্র, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মুক্তা, কেশরাজ, আপাং, লবঙ্গ, ত্রিফলা, দারুচিনি, পিপুলমূল, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চের চিনি, কণ্টকারী, রসুন, ধনে, জীরে, কৃষ্ণজীরে, রক্তচন্দন, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, চিরতা, পটোলপত্র ও বালা প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ এবং রৌপ্য ॥০ অর্দ্ধতোলা, স্বর্ণ।০ সিকি তোলা, মরিচ, ২ তোলা; আদার রসে ভাবনা দিয়া ৴০ আনা পরিমাণ বটী করিবে। প্রাতঃকালে মধু ॥০ তোলা দ্বারা উত্তমরূপে মাড়িয়া এই বটী সেবনীয়।

চন্দনাদি লৌহ।

রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণামূল, পিপুল, হরীতকী, শুঁঠ, নীলোৎপল, আমলকী, বিড়ঙ্গ, মুতা ও রক্তচিতেমূল প্রত্যেক সমভাগ, লৌহভস্ম সর্ব্বচূর্ণসমপরিমাণ। মাত্রা—৩ রতি। কেহ ২ জলদ্বারা মাড়িয়া ৩ রতি বটী করিয়া থাকেন। অনুপান—গুলঞ্চেররস ও মধু ইত্যাদি।

মধুজ্বরাঙ্কুশ।

পারদ, গন্ধক, সোহাগাখই, ত্রিকটু, জৈত্রী, জায়ফল, দারুচিনি, হিঙ্গুল, জীরে, লবঙ্গ, লৌহ, অভ্র, রৌপ্য, স্বর্ণ ও স্বর্ণসিন্দুর, প্রত্যেক সমভাগ; মধুদ্বারা মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—মধু।

লৌহরাজ রস।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, বঙ্গ, তাম্র, লবঙ্গ, জায়ফল, দারুচিনি, পিপুল, শোধিতজয়পালবীজ, শুঁঠ, যমানী, জীরে, সোহাগাখই, বিড়ঙ্গ, এলাচি, অলক্তের পাতা ও মুতা প্রত্যেক একসিকি, চূর্ণসমষ্টির অর্দ্ধেক চিরতাচূর্ণ, লৌহ চিরতাসহিত সকচূর্ণের সমপরিমাণ। ঔষধের চতুর্থাংশ ঘৃত ও মধু, চিনি চূর্ণের অষ্টমাংশ একত্রে মাড়িয়া ৪ রতি বটী করিবে। অনুপান—শীতলজল, চিরতাভিজানজল, নালিতাভিজানজল, ইত্যাদি। এই ঔষধ ব্যবহারে জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর বিশেষতঃ প্লীহাঘটিতজ্বর নষ্ট হয়।

রসায়নামৃত লৌহ

ত্রিফলা /২ সের, জল।৬ সের, শেষ /৪ সের। এই কাথে চিনি /২ সের ও গোঁড়ালেবুর রস /২ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং উহা ঘনীভূত হইলে, তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, জীরে, কৃষ্ণজীরে, যমানী, বনযমানী, চিরতা, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, নিমছাল, সৈন্ধব ও অভ্র প্রত্যেকচূর্ণ ২ তোলা, লৌহ ১৬ তোলা ও ঘৃত /। সের প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপ আলোড়িত করিয়া নামাইবে। মাত্রা।০ সিকি তোলা হইতে ॥০ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—মধু বা শীতলজল। ইহাতে যকৃত, প্লীহা, জীর্ণজ্বর, শোথ ও রক্তহীনতা প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

জ্বরতত্ত্বচিন্তামণি

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, বঙ্গ ১ তোলা, মনঃশিলা ১ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, মুক্তা ১ তোলা, প্রবাল ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, সীসক ১ তোলা, কপর্দ্দক ১ তোলা, স্বর্ণসিন্দুর ১ তোলা। ভাবনা—ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, তালীশপত্র, চিতা সিজের মূলেররস। পশ্চাৎ কস্তুরী।০ আনা, লৌহ ১৬ তোলা, কর্পূর ॥০ তোলা, পিপুল ॥০ তোলা শুঁঠ ॥০ তোলা, মিশাইয়া, ত্রিফলাকাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে।

মকরধ্বজ

পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা উত্তমরূপে খল করিবে। পশ্চাৎ উহাতে ক্রমে ক্রমে ১৬ তোলা গন্ধক মিশাইয়া কজ্জলীবৎ করিবে। তদনন্তর ঘৃতকুমারীর রসে উহা ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিতে হইবে। ঐ চূর্ণ দৃঢ়কাচকূপীতে (বোতলে) পুরিয়া বোতলটী মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা প্রলিপ্ত ও শুষ্ক করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। বদরী, নিম ও যজ্ঞডুমুর প্রভৃতির কাষ্ঠই পাককার্য্যে শ্রেষ্ঠ। প্রথমতঃ, মৃদুজালে তৎপর যথাক্রমে মধ্য, তীক্ষ্ণ, মধ্য ও সর্ব্বশেষে মৃদু জালে পাক শেষ করিতে হয়। এইরূপ ত্রিন অহোরাত্র বদ্ধমুখবোতলে পাক করিলে মকরধ্বজ প্রস্তুত হইবে। চতুর্থ দিবস যন্ত্র শীতল হইলে, সতর্কতার সহিত বোতল ভাঙ্গিয়া ঔষধ উদ্ধার করিবে। মকরধ্বজে যে স্বর্ণ দেওয়া হয় উহা স্বর্ণাকারে পুনঃ পাওয়া যায় বলিয়া, যাঁহারা মনে করেন, স্বর্ণ না দিলেও মকরধ্বজ হইতে পারে, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। স্বর্ণ অসংযোগেপ্রস্তুত মকরধ্বজ, মকরধ্বজ নহে, উহা এক প্রকার রসসিন্দুর মাত্র। স্বর্ণের রাসায়নিক সংযোগে মকরধ্বজ

বহুগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। মকরধ্বজের স্বর্ণভস্ম অন্ত কোন ঔষধে ব্যবহার করা উচিত নহে। ঐ ভস্ম গালাইলেই পুনঃ স্বর্ণাকারে পরিণত হয়। জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ ও কণভঙ্গুর মকরধ্বজই শ্রেষ্ঠ। ইহা বোতলের কণ্ঠদেশে হইয়া থাকে। কেহ২ উন্মুক্ত-মুখ কাচকুপীতে লৌহশলাকা দ্বারা ধুম নিষ্কাশন করিয়া ১০।১১ ঘণ্টার মধ্যেই পাক করিয়া থাকেন এবং বোতলের মুখ নির্ধূম হইলে ও নিম্নভাগ লোহিত বর্ণ হইলে, মল্ল উদ্ধার করেন। ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ বিধি নহে এবং ইহাতে ঔষধের যথেষ্ট গুণহানি হইয়া থাকে। এই ঔষধ অনুপানভেদে বহুব্যাধিতে প্রয়োগ করা যায়। মকরধ্বজের অনুপান। যথা—জ্বরে—আদারস বা পানরস, আমবাতে—শুঁঠচূর্ণ ও মধু, ক্ষয়ে—দুগ্ধ, বাতব্যাধিতে—বেড়েলা বা এরণ্ডমূলের রস, মেহে—শিমূলমূলের রস বা হরিদ্রাচূর্ণ, শোথে—পুনর্ণবা রস, অতীসারে—কুটজকাথ ইত্যাদি।

সুদর্শন চূর্ণ।

ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, ত্রিকটু, পিপুলমূল, মূর্ব্বামূল, গুলঞ্চ, দুরালভা, কেত্রপর্পটি বলাডুমুর, কটকী, মুতা, বালা, নিমছাল, কুড়, চই, তেজপাত, পলতা, জীবক, ঋষভক, যষ্টিমধু, কুটজবীজ, যমানী, কুটজছাল, বামুনহাটী, সজিনাবীজ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, বচ, দারুচিনি, তেজপাত, বেণামূল, চন্দন (শ্বেত), আতৈষ, বেড়েলামূল, শালপাণি, চাকুলে, বিড়ঙ্গ, তগরপাদুকা, রক্তচিতেমূল, দেবদারু, লবঙ্গ, বংশলোচন, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, কাকোলী, জাতিপত্র, তেজপাত ও তালীশপত্র। প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, চিরতাচূর্ণ চূর্ণসমষ্টির অর্দ্ধ। মাত্রা ৵০ আনা। প্রাতঃকালে শীতলজলসহ সেব্য।

অঙ্গারক তৈল। মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ সের, পাকার্থ কাঁজি ।৬ সের; কল্কার্থ-মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, বৃহতী, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, জটামাংসী, শতমূলী মিলিত /১ সের। শেষে পাকার্থ জল ।৬ সের। তিলের পাকতৈল যত পুরাতন হয়, ততই তাহার গুণাধিক্য হইয়া থাকে।

কিরাতাদি তৈল

মূর্চ্ছিত তৈল /৪ সের, দধিরমাত /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, চিরতার কাথ /৪ সের; কল্কার্থ—মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, বালা, কুড়, রাস্না গজপিপুল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আকনাদি, ইন্দ্রযব, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিটলবণ, বাসকছাল, শ্বেতআকন্দমূল, শ্যামালতা, দেবদারু, মাকালফল মিলিত /১ সের। শেষ পাকার্থজল ।৬ সের। ইহাতে সন্ততজ্বর, সততকজ্বর, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতিও আরোগ্য হইয়া থাকে।

পিপ্পল্যাদ্য ঘৃত

মূর্চ্ছিত ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ—পিপুল, রক্তচন্দন, মুতা, বেণামূল, কটকী, ইন্দ্রযব, ভূম্যামলকী, অনন্তমূল, আতৈষ, শালপাণি, কিসমিস, আমলকী, বেলছাল, বলাডুমুর

ও কণ্টকারী মিলিত /১ সের। পাকার্থজল ।৬ ষোল সের। কেহ ২ দুগ্ধ ।৬ সের দিয়া পাক করিয়া থাকেন।

দশমূল ষট্‌পলক ঘৃত

মূর্চ্ছিত ঘৃত /৪ সের, পাকার্থ দশমূলের কাথ ।৬ সের ও দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—পঞ্চকোল ও যবক্ষার মিলিত ৬ পল; পাকার্থজল ।৬ সের।

বৃহৎ ভার্গ্যাদি কষায়। যথা—বামুনহাটী, হরীতকী, কট্‌কী, কুড়, ক্ষেত্রপর্প টি মুতা, পিপুল, শুলফ, দশমূল ও শুঁঠ। সততাদিজ্বরেও এই কাথ প্রযোজ্য।

দ্রাক্ষ্যাদি কষায়। যথা—নীলঝিণ্টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আকনাদি, শটী, পিপুল, বেণামূল, চিরতা, গজপিপুল, বলডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়যোড়া, ধনে, শুঁঠ, মুতা, সরলকাষ্ঠ, সরিনাছাল, বালা, বৃহতী, হরীতকী, কণ্টকারী, ক্ষেত্রপর্প টী, কুশমূল, কট্‌কী, অনন্তমূল, শুলফ ও কুড়। ইহাতে নানাবিধ জীর্ণ ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

কলিঙ্গাদি কষায়। যথা—ইন্দ্রযব, পলতা, আকনাদি, ধনে, কট্‌কী শুঁঠ, বেণামূল, বালা, সরলকাষ্ঠ, নিম, হরীতকী, বৃহতী, কণ্টকারী, শ্যামালতা, কুড়, পদ্মকাষ্ঠ, ক্ষেত্রপর্প টী, শুলফ, মঞ্জিষ্ঠা ও মুতা প্রত্যেক ৪ রতি, চিরতা ॥০ তোলা ও অনন্তমূল, ॥০ তোলা। জল /॥ সের, শেষ /৶ পোয়া। এই ঔষধ—কুপিত জ্বরনাশক।

পথ্য—পূর্ব্বাহ্নে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র জীবিতমৎস্যের ঝোল, মুগ বা মসূরীর ডাল, বেগুন, আলু, পটোল, থোর ইত্যাদি। বৈকালে—রুটী, দুধ, মিশ্রি, খই ইত্যাদি। পুরাতনজ্বরে, বায়ুপ্রবল এবং কফক্ষীণ হইলে দুগ্ধ অমৃত সদৃশ উপকারী হয়; কিন্তু তরুণজ্বরে প্রযুক্ত হইলে উহা বিষের ন্যায় কার্য্য করে। সুতরাং অবস্থা বুঝিয়া দুগ্ধ প্রয়োগ করিবে। ছাগদুগ্ধ সর্ব্বত্রই হিতকর। জীর্ণজ্বরে, প্লীহা যকৃৎ থাকিলে দুগ্ধপথ্য না দেওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু যদি নিতান্ত আবশ্যক হয় তবে /॥ অর্দ্ধসের দুগ্ধে, অর্দ্ধতোলা পিপুল ও /১ সের জল দিয়া পাক করিয়া, /॥০ সের থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় মিশ্রিগুড়া সহ অল্পমাত্রায় পান করিবে। এই অবস্থায় ওল ও মানকচু বিশেষ উপকারী।

অপথ্য—উপবাস, মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, অম্ল শাক, দধি, ক্লেদিদ্রব্য ও পর্য্যুষিত দ্রব্য।

অথ প্রলেপকজ্বর চিকিৎসা।

প্রলেপকজ্বরে শ্লেষ্মজ্বরনাশক চিকিৎসা করিবে। এইজ্বর প্রায়শঃ যক্ষ্মাতেই উৎপন্ন হয়। ইহা বাতকফাধিক ত্রিদোষজ বিষমজ্বর। সুতরাং ইহাতে বাত শ্লেষ্মনাশক অষ্টাদশাঙ্গকষায় বা তৎসাধিত অন্নপান ফলদায়ক। ইহাতে **সর্ব্বতোভদ্ররস**, **অমৃতসুন্দররস** (যক্ষ্মাধিকারোক্ত), **বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব**, **বৃহৎ জ্বরচূড়ামণি**, বৃহৎ মহালক্ষ্মীবিলাস, শ্লেষ্মকালানলরস, চন্দনাদি লৌহ, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, ও বৃহৎসর্ব্বজ্বরহর লৌহ ব্যবহৃত হয়। সাধারণ অবস্থায় জয়মঙ্গলরস বা বৃহৎজ্বরাঙ্কুশরস

অথবা চূড়ামণিরস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যক্ষাধিকারের মহামৃগাঙ্ক প্রলেপক জ্বরে অতীব হিতকর।

সর্ব্বতোভদ্র রস

অভ্র ॥ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ, কর্পূর, নাগকেশর, জটামাংসী তেজপাতা, লবঙ্গ, জায়ফল, তৈজ্রী, ছোটএলাচি, গজপিপুল, কুড়, তালীশপত্র, ধাইফুল, দারুচিনি, মুতা, হরীতকী, মরিচ, শুঁঠ, বহেড়া, পিপুল ও আমলকী প্রত্যেক ॥০ তোলা, পানরসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। অনুপান—পানরস ও মধু।

বৃহৎ মহালক্ষ্মীবিলাস

কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ ৮ তোলা, স্বর্ণভস্ম, ১৬ তোলা, জায়ফল, তৈজ্রী, কর্পূর, পারদ, গন্ধক, বৃদ্ধদারকবীজ, ধুস্তুরবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুরবীজ, ও বিজলবীজ প্রত্যেক ২ তোলা। পানরসে মাড়িয়া ৩ রতি বটী করিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি

স্বর্ণ ৩ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৩ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ ও রসসিন্দুর ৭ ভাগ। ঘৃতকুমারীরসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। এইবটী ছায়ায় শুষ্ক করিতে হইবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ।

কফজ্বরে যে সকল পথ্যাপথ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রলেপকজ্বরেও তাহাই পথ্যাপথ্য জানিবে। এইজ্বরে উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

অথ বাতবলাসক জ্বর চিকিৎসা।

এই জ্বর প্রায়শঃ কুম্ভকামলায় দৃষ্ট হয়। বায়ু ও কফ প্রধান বলিয়া ইহাকে বাত-বলাসক জ্বর বলে। ইহাতে শরীর রুক্ষ ও শোথযুক্ত হয়। কেহ কেহ এই জ্বর ত্রিদোষজ বলিয়া অভিহিত করেন। এইজ্বর বিকৃতিবিষমসমবায়ারব্ধ। ইহার চিকিৎসা প্রায় প্রলেপক জ্বরের ন্যায়। পুটপাকবিষমজ্বরান্তকলৌহ পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ সেবনে বিশেষ ফললাভ হয়। ইহাতে বৃহৎজ্বরান্তকলৌহ, নবায়সলৌহ ও বৃহৎসর্ব্বজ্বরহরলৌহও ব্যবহৃত হইতে পারে। যদি পিত্তের প্রাবল্য না থাকে, তবে অষ্টাদশাঙ্গকাথের অনুপানে বৃহৎজ্বরচূড়ামণি প্রয়োগ করা যায়। শোথের প্রাবল্য থাকিলে শোথশার্দ্দূলরস এবং পুটপাক দ্বারা জল ও লবণ ব্যবহার বন্ধ করিয়া চিকিৎসা করিবে। ইহাতে মেহবহ্নিতৈল বিশেষ উপকারী। কাসির উপসর্গ হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররস বিশেষ হিতকর। এই জ্বরে শীতলজল কদাচ ব্যবহার করিবে না।

অথ পুনরাবর্ত্তক জ্বর চিকিৎসা।

চিরতা, কট্‌কী, মুতা, ক্ষেত্রপর্প টী ও গুলঞ্চ ইহাদের কষায় পান করিলে এই জ্বর নষ্ট হয়। ‘অঙ্গারক’ প্রভৃতি জ্বরঘ্নতৈলের অভ্যঙ্গ এবং “পঞ্চতিক্তঘৃতপান” এইজ্বরে বিশেষ ফলদায়ক। ইহার উপশমার্থ অবস্থাবিশেষে জীর্ণ ও বিষমজ্বরের ঔষধ ব্যবহার করিবে।

অথ বিষকৃত ও ওষধিগন্ধকৃত আগন্তুজ্বর চিকিৎসা

পিত্ত ও বিষনাশক ঔষধ দ্বারা এই উভয়বিধ জ্বরের চিকিৎসা করিবে। “সর্ব্বগন্ধ কৃতকষায়” পান করিলে এই জ্বর বিনষ্ট হয়। “সর্ব্বগন্ধ”। যথা—দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাগকেশর, কর্পূর কাকলা, অগুরু, শিহ্লক (গন্ধদ্রব্য বিঃ) ও লবঙ্গ। কষায় পাক হইলে পশ্চাৎ কর্পূর মিশাইয়া পান করিবে। চতুর্জাতক ও কর্পূর উত্তেজক বিধায় কেহ কেহ ইহার পক্ষপাতী নহেন। সুশ্রুতোক্ত এলাদিগণ সেবনে এইজ্বর নিবারিত হয়। এলাদিগণ। যথা—এলাচি, তগরপাদুকা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, দারুচিনি, তেজপাত, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, রেণুকা, নখী, শুক্তি, (নখীবিঃ) ও চণ্ডা (গন্ধদ্রব্যবিঃ)। ইহা চূর্ণ রূপে এবং কষায়রূপে ব্যবহৃত হয়। চূর্ণের মাত্রা /০ এক আনা এবং ইহা জলসহ সেব্য। পরিপাক শক্তি থাকিলে মাংসযূষ সংযুক্ত পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন আহার করিবে। অভিঘাতাদিজনিত আগন্তুজ্বরে বাতনাশকচিকিৎসা ও ক্রোধজজ্বরে পিত্তনাশকচিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। অভিঘাতজ্বরে অভিহতস্থান হইতে রক্তমোক্ষণ করা বিধেয়। এই ক্রিয়া জ্বরের পূর্ব্বে করিতে পারিলেই ভাল হয়। অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলে জ্বর প্রতিষেধক এরূপ কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবে যাহাতে কোনক্রমেই জ্বর না আসিতে পারে; কারণ তাহাতে ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া রোগীর পরিণাম শোচনীয় হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই অবস্থায় কেহ ২ রোগীকে সুরাপান করাইয়া থাকেন। অভিহত স্থানে পুরাতন ঘৃত ও সৈন্ধব মালিশ করা কর্ত্তব্য। এইজ্বরে লঙ্ঘন নিষিদ্ধ। মাংসযূষ, দুগ্ধ, বেদানার রস ও মিশ্রি ইত্যাদি পথ্য। কামে—ক্রোধজজ্বর, ক্রোধে—কামজজ্বর, কাম ও ক্রোধ দ্বারা ভয়জ ও শোকজ জ্বর নষ্ট হয়। অতিরিক্ত পথ পর্য্যটন জনিত জ্বরে দিবানিদ্রা এবং হিমসাগরতৈল ও বলাতৈল প্রভৃতি হিতকর। কিন্তু জ্বরেরসময় তৈলাভ্যঙ্গ শ্রেয়স্কর নহে।

অথ দাহাদিজ্বর চিকিৎসা।

ইহা ত্রিদোষজ বিষমজ্বর বিশেষ। শৈত্যক্রিয়াই ইহার প্রধান চিকিৎসা। এইজ্বরে চরকোক্ত চন্দনাদিতৈল, এবং ষট্‌কট্‌বরতৈল, মহাপিত্তান্তকরস চন্দনাদিলৌহ, বৃহৎসর্ব্বজ্বরহরলৌহ, “ত্রৈলোক্য চিন্তামণি” ও মকরধ্বজ প্রয়োজ্য। পিত্তজ্বরে যে সমুদয় অনুপান উল্লিখিত হইয়াছে,

এইজ্বরেও সেই ২ অনুপানে ঔষধ ব্যবহার্য্য। এতদ্‌জ্বরে শরীর আবৃত করিয়া রাখিলে জ্বর সত্বর উপশমিত হয়। পিত্তজ্বরের দাহনাশক ক্রিয়া এবং অন্নপানীয় ইহাতে ব্যবহার্য্য।

পিত্তান্তক ও মহাপিত্তান্তক রস

জাতীফল, বৈজী, জটামাংসী, কুড়, তালীশপত্র, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র ও মনঃশিলা প্রত্যেক সমভাগ, সৌপ্যভস্ম সর্ব্বসমান; বটী ২ রতি। ইহা পিত্তান্তকরস নামে খ্যাত। এই ঔষধে স্বর্ণমাক্ষিকের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ মিশ্রিত করিলে মহাপিত্তান্তকরস হয়।

ষট্‌কট্‌র তৈল

মূর্চ্ছিত তৈল /৪ সের, কল্কার্থ সচললবণ, শুঁঠ, কুড়, মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা মিলিত /১ সের, সপ্তাহদধি হইতে উৎপন্ন ঘোল ২৪ সের, জল ১৬ সের।

অথ শীতাদি জ্বর চিকিৎসা

ইহা ত্রিদোষজ বিষমজ্বর। এইজ্বরে চরকোক্ত অগুর্ব্বাদি তৈল পরমহিতকর। উষ্ণক্রিয়াই ইহার প্রধান চিকিৎসা। এইজ্বরে মহালক্ষ্মীবিলাস, "বৃহৎ কস্তুরী-ভৈরব, বৃহৎ-চিন্তামণি, বৃহৎজ্বরচূড়ামণি" ও চণ্ডেশ্বররস আদার রস ও মধু অনুপানে ব্যবহার্য্য। ইহাতে সর্ব্বদা গরম কাপড় দ্বারা শরীর আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। হিমবায়ু সেবন, শীতলজল পান এবং অন্যান্য শীতবীর্য্য অন্নপানীয় সেবন নিষিদ্ধ। এইজ্বরের জীর্ণাবস্থায় বলাধিকারের চন্দনাদি তৈল ব্যবহার করা প্রশস্ত।

বৃহচ্চিন্তামণি

পারদ, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মনঃশিলা, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা ও হরিতাল প্রত্যেক ১ তোলা, কস্তুরী ৮০ আনা; ভৃঙ্গরাজ, তুলসী ও আদার রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে।

পথ্য—কুক্কুট, পারাবত, ঘুঘু প্রভৃতির মাংসযূষ ও গরমজল, আদা প্রভৃতি উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য পথ্যরূপে ব্যবহার্য্য।

অথ রাত্রিজ্বর চিকিৎসা

এইজ্বর ত্রিদোষজ বিষমজ্বর মধ্যে গণনীয়। চিরতা, শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, নাটাকোরা, বামুনহাটী, পারুলী, গণিয়ারী, বেলছাল, ইন্দ্রযব, ক্ষেত্রপর্প্পটী, আমলকী, কট্‌কী ও দুরালভা; ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ ৵০ ও মধু ।০ তোলা মিশাইয়া পান করিলে রাত্রিজ্বর নষ্ট হয়। দুগ্ধানুপানে সিদ্ধেশ্বররস সেবন করিলে অথবা তৎপরিবর্ত্তে সর্ব্বজ্বরহরলৌহ,

"বৃহৎকস্তুরীভৈরব, বৃহৎচিন্তামণি, বৃহৎজ্বরচূড়ামণি বা বৃহৎসর্ব্বজ্বরহরলৌহ আদারস ও মধু সহ ব্যবহার করিলে রাত্রিজ্বর আরোগ্য হয়।

বিশ্বেশ্বররস

পারদ, গন্ধক ও খর্পর প্রত্যেক সমভাগ। অশ্বত্থমূলের ছালের রসে, কুলমূলের ছালের রসে, কণ্টকারীর কাথে, কাকমাচীর স্বরসে পৃথক্ ২ তিন বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে। এইজ্বর শ্লেষপ্রধান; সুতরাং ইহাতে কফবর্দ্ধক দ্রব্যসেবন নিষিদ্ধ। রাত্রিতে অন্নাহার না করিয়া রুটী বা খই, আদা প্রভৃতি পথ্য করিবে।

অথ অর্দ্ধাঙ্গজ্বর চিকিৎসা

এইজ্বর ২ প্রকার। শরীরের অর্দ্ধাঙ্গে অথবা শরীরের উর্দ্ধ বা নিম্নঅঙ্গে এইজ্বরের তাপ হইয়া থাকে। এইজ্বরে অর্দ্ধনারীশ্বররস নস্যরূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। বামাঙ্গে জ্বর হইলে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা এবং দক্ষিণাঙ্গে জ্বর হইলে বাম নাসিকা দ্বারা ১ রতি পরিমাণ ঔষধের নস্যগ্রহণ করিবে। ইহাতে শ্লেষা ও পিত্তের এবং আমাশয়সের বৃদ্ধি হয়, সুতরাং তন্নিবারণার্থ কলিঙ্গাদি কষায় ব্যবহার করিবে। ইহাতে পিত্তশ্লেষ্মজ্বরোক্ত চিকিৎসা করা বিধেয়। "বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ ও বৃহৎচূড়ামণি" ব্যবহারে অনেক সময় উপকার হইয়া থাকে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু। শরীরের উর্দ্ধ বা নিম্ন অবগত জ্বরে অর্দ্ধনারীশ্বররস ব্যবহার্য্য।

অর্দ্ধনারীশ্বররস

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, বিষ ২ তোলা, জয়পালবীজ ২ তোলা ও মরিচ ৮ তোলা ত্রিফলার কাথে ৫ বার ভাবনা দিবে। ইহার ১ রতি অশ্বীরস সহ জ্বরীের নাসাপুট দ্বারা নস্য লইবে।

বৃহৎ চূড়ামণিরস

কস্তুরী, প্রবাল, রৌপ্য, লৌহ, হরিতাল, স্বর্ণ, স্বর্ণসিন্দুর, রসসিন্দুর, লবঙ্গ, মুক্তা, দারুচিনি, স্বর্ণমাক্ষিক, রাজপট্ট, (অভাবে কান্তপাষাণ) গোক্ষুর, জাতিফল, জৈত্রী, মরিচ, কর্পূর ও শোধিত তুঁতে প্রত্যেক ১ ভাগ, অশ্বগন্ধা ২ ভাগ। নিসিন্দা, বামুনহাটী, বাসক, আকন্দমূল ও গোক্ষুরের কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। ইহা জীর্ণ ও বিষমজ্বর নাশক।

এক প্রকার জ্বর আছে, যাহাতে হাত এবং পা শীতল থাকে কিন্তু অন্যান্য অবয়বে জ্বর হয় এবং অন্য একপ্রকার জ্বর আছে, যাহাতে হস্ত ও পদদ্বয়ে জ্বর হয় কিন্তু অন্যান্য অবয়ব শীতল থাকে। এই উভয়বিধ জ্বরই পিত্তশ্লেষ্মসমুত্থ; সুতরাং উভয়বিধজ্বরেই অর্দ্ধাঙ্গজ্বরের ন্যায় চিকিৎসা করিবে; কিন্তু ইহাতে নস্যের ঔষধ ব্যবহার করিবে না। ইহাতে পিত্তশ্লেষ্মকর মৎস্য, দধি প্রভৃতি দ্রব্যভক্ষণ নিষিদ্ধ।

অথ রসাদিগত জ্বর চিকিৎসা

জ্বর রসগত হইলে শ্লেষ্মজ্বরবৎ এবং রক্তগত হইলে পিত্তজ্বরবৎ চিকিৎসা করিবে। মাংসগত জ্বরে তীক্ষ্ণবিরেচন, মেদোগত জ্বরে বমন-বিরেচন এবং উভয়গত জ্বরেই শ্লেষ্মনাশক ঔষধ হিতকর। অস্থিগতজ্বরে, বাতজ্বরের চিকিৎসা করিবে। মজ্জাগত জ্বরে স্বল্পমঙ্গল রস ও চুড়ামণি রস প্রভৃতি ফলপ্রদ।

অন্তর্বেগ ও বহির্বেগ জ্বরে পিত্তনাশক চিকিৎসা করিবে। ইহাতে স্নান ও উত্তাপ সেবন প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

অথ প্রাকৃত বৈকৃত জ্বরবিজ্ঞান ও চিকিৎসা প্রণালী

বর্ষাকালে ঋতুস্বভাববশতঃ কুপিতবায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে অবরোধ করতঃ যে জ্বর উৎপন্ন করে, তাহাকে বাতজপ্রাকৃত জ্বর এবং অন্য ঋতুতে জ্বর হইলে, তাহাকে বৈকৃতবাতজ্বর বলে। বাতজপ্রাকৃতজ্বর কষ্টসাধ্য। এইজ্বরে লঙ্ঘন দেওয়া কর্তব্য; কারণ ইহা বিশুদ্ধ বাতজজ্বর নহে। এইকালে বর্ষাদিহেতু মানবশরীরে রসভাগ অধিক সঞ্চিত হওয়ায় উপবাস দেওয়া বিধেয়। ইহার চিকিৎসা অবস্থাবিশেষে দুই প্রকার। যথা—বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে বাতজ্বরের ন্যায় চিকিৎসা করিবে এবং তদন্যথায় বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের ন্যায় চিকিৎসা করাই কর্তব্য।

শরৎকালে ঋতুর স্বভাব বশতঃ, কুপিতপিত্ত কফান্বিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বরকে প্রাকৃতপিত্তজ্বর এবং অন্য ঋতুতে হইলে বৈকৃতপিত্তজ্বর কহে। এইজ্বরেও লঙ্ঘন প্রশস্ত। পিত্তের অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে পিত্তজ্বরের ন্যায় এবং তদন্যথায় পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

বসন্তকালে ঋতুস্বভাব বশতঃ কুপিতকফ বাতপিত্তান্বিত হইয়া যে জ্বর উৎপাদন করে, তাহাকে প্রাকৃতকফজ্বর এবং ইহা অন্যকালে হইলে বৈকৃতকফজ্বর বলে। ইহার চিকিৎসা কফজ্বরের ন্যায়; কিন্তু অন্যদোষের বিশেষলক্ষণাদি প্রকাশিত হইলে তৎসংসৃষ্ট কফজ্বরের চিকিৎসা করাই বিধেয়। বর্ষাকালে বাতজ্বরের, শরৎকালে পিত্তজ্বরের ও বসন্ত-কালে কফজ্বরের প্রকোপ অধিক হয়। এই প্রাকৃতজ্বরে অন্যদোষের সংযোগ থাকিলেও দ্বিদোষজ বা সন্নিপাতজ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। কারণ, মুখ্যীভূত দোষের প্রশমনে অন্যদোষও প্রায়শঃ প্রশমিত হইয়া থাকে। যদি প্রধান দোষের প্রশমনে অন্য দোষের প্রশমন না হয়, তবে উহা সংসর্গজ বলিয়া কথিত হইতে পারে। প্রাকৃতজ্বরের অনুৎপত্তিকল্পে শরৎকালে বিরেচনক্রিয়া দ্বারা পিত্তকে, বসন্তকালে বমনক্রিয়া দ্বারা

মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে অনুবাসন (তৈলের পিচকারী) ক্রিয়া দ্বারা বায়ুকে নির্হরণ করা কর্তব্য।

অথ কেশসীমন্তকজ্বর চিকিৎসা

জ্বরে যে ব্যক্তির কেশ বিন্যাকারণে সীমন্তবৎ (সিঁথিবৎ) পরিলক্ষিত হয়, ভ্রূযুগল সঙ্কুচিত ও নিম্নবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হয় ও পক্ষসমূহ ছিন্ন বা পতিত হয়, তাহাকে কেশসীমন্তকজ্বর বলে। এইজ্বর প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। এইজ্বরে রোগীর জীবনের আশা কম এবং ইহা অসাধ্য জ্বরের মধ্যে গণনীয়। ইহাতে শরীরে সামান্য উত্তাপ প্রকাশ এবং নাড়ীতে সামান্য বেগ হইয়া থাকে। এইজ্বর অন্তর্দাহবিহীন, ত্রিদোষজ এবং বিকৃতিবিষমসমবায়ারব্ধ। কেশসীমন্ত—বায়ুর কার্য্য, পক্ষপাতন—বাতাধিকপিত্তের কার্য্য, ভ্রূসংকোচ ও নিম্নতা—বাতাধিক শ্লেষ্মার কার্য্য। ইহাতে সন্নিপাত জ্বরোক্ত "চতুর্দ্দশাঙ্গকষায় পান" এবং মস্তকে অঙ্গারকতৈল মর্দ্দন হিতকর। মহালক্ষ্মীবিলাস, ত্রিফলাকল্প ও বৃহৎকস্তুরীভৈরব যথোক্ত অনুপানে ব্যবহার করিবে। এইজ্বরে প্রায়শঃ ৪৮ ঘণ্টায় রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহাতে অন্নাহার বা উপবাস অপথ্য।

অথ জ্বরের অসাধ্যলক্ষণ

যে জ্বরে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং যে জ্বর বহুনিদানে উৎপন্ন ও অতিপ্রবল তাহা অসাধ্য। ক্ষীণ ও শোথযুক্ত ব্যক্তির যদি অন্তর্বেগ বা দৈর্ঘ্যরাত্রিক জ্বর হয়, তাহা অসাধ্য। দৈর্ঘ্যরাত্রিকজ্বরের চিকিৎসা রাত্রিজ্বরের ন্যায়। যে রোগীর ললাট হইতে ঘর্ম্মনির্গম হয় এবং উঠাইলে ঘোরপ্রাপ্ত হয় সে রোগী মুমূর্ষু। গর্ভাধান বা জন্মকালীন নক্ষত্রে যা মধ্যান্তরী প্রভৃতি বিপদকরনক্ষত্রে জ্বর হইলে অত্যন্ত ক্লেশ বা মৃত্যু হয়।

যে জ্বর উৎপত্তিমাত্রেই বিষমে পরিণত হয় তাহা অসাধ্য। আমাদের মতে উহা দুঃসাধ্য। যে জ্বরী, বিহ্বল, মোহাম্বিত এবং সততই শয়ন করিয়া থাকে (উঠিবার ক্ষমতা থাকে না) তাহার জীবনের আশা দুরাশা মাত্র। যদি জ্বরী—শীতপীড়িত অথচ অন্তর্দাহবিশিষ্ট হয়, তাহারও আরোগ্যলাভ অসম্ভব। যে রোগী সর্ব্বদা রোমাঞ্চিতগাত্র ও রক্তনেত্রবিশিষ্ট হয় এবং হৃদয়ে বেদনা অনুভব করে ও মুখ দিয়া লালাত্যাগ করে, তাহার ব্যাধিও অসাধ্য বলিয়া জানিবে। যে রোগী, হিক্কা, শ্বাস, তৃষ্ণাপীড়িত, মোহাম্বিত, ইতস্ততঃ চালতনেত্র এবং ক্ষীণ ও দীর্ঘ শ্বাসাকুল, যে রোগীর কান্তি ও ইন্দ্রিয় সকল হতবলবিশিষ্ট, যে রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ, অরুচিপীড়িত এবং অন্তর্দাহ ও জ্বরের তীব্রবেগে অভিভূত, যশোর্থী চিকিৎসক তাহাকে কদাচ চিকিৎসা করিবেন না। যে জীর্ণজ্বরী, স্বপ্নে প্রেতসহ মদ্যপান করে ও কুক্কুর কর্তৃক আক্রান্ত হয় তাহার আশু মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সহসা জ্বরের তাপ অধিকমাত্রায় হ্রাস হইলে এবং মূর্চ্ছা, কম্পন ও সন্ধিস্থানের বিশ্লেষ হইলে রোগীকে মুমূর্ষু জানিবে।

যে প্রলেপকারীর ললাটতল হইতে প্রচুরে অত্যন্ত ঘর্ম নির্গত হয়, তাহার জীবন দুর্লভ। যে দিবসে শীতার্দিত ব্যক্তির, শিরদ্বয়ের ললাট হইতে, নিম্নদেশে নির্গত হয়, তাহার মৃত্যু অদূরবর্ত্তী বলিয়া জানিবে।

জ্বরের অবস্থা বিজ্ঞান।

জ্বরের পচ্যমানাবস্থায় উহার বেগ অত্যন্ত প্রবল হয় এবং পিপাসা, প্রলাপ, দীর্ঘশ্বাস, ভ্রম, মলমূত্রত্যাগ ও বিবমিষা হইয়া থাকে। এই অবস্থায় পাচন কষায় প্রযোজ্য।

পক্ক বা নিরামজ্বরে ক্ষুধা, শরীরের কৃশতা ও লঘুতা সম্পাদিত হয় এবং জ্বরের মৃদুভাব, দোষের পাক ও মলমূত্রত্যাগ হইয়া থাকে। প্রায়শঃ ৮ দিনে জ্বর নিরাম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় জ্বরপ্রশমক ঔষধ প্রযোজ্য; কিন্তু আজকাল এই নিয়ম অনুসারে চিকিৎসা করা হয় না। যে ঔষধে রসের পরিপাক হয় তাহাকে পাচক ঔষধ এবং যে ঔষধে দোষ বা ব্যাধি প্রশমিত হয় তাহাকে শমন ঔষধ বলে। ঔষধ দুই প্রকার যথা—দ্রব্যভূত, এবং অদ্রব্যভূত। দ্রব্যভূত। যথা— ত্রিফলাদি। অদ্রব্যভূত। যথা—লঙ্ঘনাদি। চিকিৎসাও দুই প্রকার। যথা—বস্তিকোষাদি এবং ঘৃত, তৈল ও রসাদি।

জ্বরের উপদ্রব। যথা—"কাসো মূর্চ্ছা রুচিশ্ছর্দিঃ তৃষ্ণাতিসারবিড় গ্রহাঃ। হিক্কাশ্বাসাঙ্গভেদাশ্চ জ্বরস্যোপ দ্রবাদশ॥" অর্থাৎ কাস, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, পিপাসা, অতিসার, কোষ্ঠকাঠিন্য, হিক্কা, শ্বাস ও অঙ্গবেদনা এই দশটী জ্বরের উপদ্রব। জ্বরে এই সমস্ত উপদ্রব থাকিলে কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হয়।

জ্বরত্যাগের পূর্ব্বে দাহ, ঘর্ম, বিলাপ, কোষ্ঠশুদ্ধি ও মুখে দুর্গন্ধ প্রভৃতি হইয়া থাকে। জ্বর ত্যাগ হইলে ঘর্ম, শরীরের লঘুতা, শিরোদেশে চুলকণা, মুখপাক, হাঁচি ও আহারে অভিলাষ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। বিষমজ্বরের জ্বরত্যাগকালে এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় না; কারণ তথায় জ্বর ধাতুতে লীন থাকে এবং উহা পুনঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অথ জ্বরাতীসার চিকিৎসা।

জ্বরের মধ্যে অতীসার অথবা অতীসারের মধ্যে জ্বর হইলে তাহাকে জ্বরাতীসার বলে। ইহার স্বতন্ত্র কোনও লক্ষণের আবশ্যক নাই। সুবিখ্যাত মাধবকর, নিদানে জ্বরাতীসারের কোনও লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন নাই। কিন্তু এই পীড়ায়, জ্বর ও অতীসারের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য নহে। সাধারণতঃ জ্বরনাশক ঔষধ ভেদক এবং অতীসারনাশক ঔষধ স্তম্ভক। সুতরাং এই বিরুদ্ধদোষ নিবন্ধন জ্বরের ঔষধ অতীসারে এবং অতীসারের ঔষধ জ্বরে প্রযোজ্য নহে। তবে, জ্বরাধিকারের যে সকল ঔষধ অতীসারের অবিরোধী, তাহা ইহাতে নিঃসন্দেহে প্রযুক্ত হইতে পারে। জ্বরাতীসারে বা অতিসারে কেবল স্তম্ভক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, আমক

আম বা মল, বদ্ধ হইলে, পেটে আধ্মান, শূল, বিবমি, গ্লানি, অরুচি ও শোথ প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে। এই জন্য প্রথমতঃ পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ স্তম্ভক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এরূপ অনেক ঔষধ আছে, যাহা পাচক ও স্তম্ভক ; কিন্তু তাহাও সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার্য্য নহে। আমপাকের জন্য নাগরাদি এবং হ্রীবেরাদিকষায় ব্যবহার করিবে। এই উভয়বিধ কষায় গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় পিত্তজ্বরচিকিৎসায় লিখিত হইয়াছে। সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস আমান্বিত জ্বরাতিসারে শ্রেষ্ঠ। লোহিতচূর্ণ তুলসী পত্র রসসহ সেবন করিলে জ্বর প্রশমিত হয় এবং অতিসারও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। কর্পূররস মুতারসসহ সেবন করিলে জ্বরাতিসার নষ্ট হয়। পক্কাতিসারে—রসপর্প্পটী ও কুটজাবলেহ বিশেষ উপকারী। অতিসার যদি রক্ত মিশ্রিত না হয়, তবে বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব ও মহালক্ষ্মীবিলাস ব্যবহার করা যায়। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি স্তম্ভক, বিশেষতঃ রক্ত সংগ্রাহক। যথা—মুতার রস, কুটজছালের কাথ, আয়াপানের রস, দূর্ব্বারস, আকনাদি পাতার রস, গন্ধভাদালিয়ার রস। আমান্বিত অতিসারে বেলশুঁঠ অতিশয় উপকারী। প্রথম অবস্থায় বৃহদ্গঙ্গাধরাদি, অগ্নিমুখচূর্ণ ও অগ্নিকুমাররস হিতকর। রোগী—বালক, বৃদ্ধ, বা গর্ভিনী না হইলে হুতাশনরস প্রয়োগ করিবে। কেবল পথ্যভগ ।/০ মাত্রায় বেলশুঁঠের কাথে মাড়িয়া সেবন করিলেও এই পীড়ায় প্রশমন হইয়া থাকে। পেটে বেদনা বা কামড়ানি থাকলে নাভির চতুর্দ্দিকে আমলকীর কল্কদ্বারা আলবাল প্রস্তুত করতঃ তাহার মধ্যদেশ আদার রস দ্বারা পূর্ণ করিয়া কিছুকাল রাখিলে উপকার হয়।

আমাতিসারে বিষ্ঠা জলে নিমগ্ন হইয়া যায় ; কিন্তু সাধারণতঃ পক্কাতিসারে বিষ্ঠা জলে ভাসিয়া থাকে। কিন্তু যদি পক্কাতিসারে বিষ্ঠা অতিকঠিন হয় তবে উহা জলে নিমগ্নও হইতে পারে। আমাতিসারের বিষ্ঠাও অতিদ্রব হইলে, জলে ভাসমান হইতে পারে। এই সকল লক্ষণ দ্বারা অতিসারের আমভাব ও পক্কতা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক পাচক ও প্রশমক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। এই পীড়া যত অল্পবয়স্কশিশুর হইবে ততই কঠিন হইয়া থাকে। অনবরত ভেদ হইতে থাকিলে, মলদ্বারে গোবরের সেঁক দেওয়া আবশ্যক। এই অবস্থায় "কুটজলেহ","কুটজাষ্টক","মহাশঙ্খবটী", "আমরাক্ষসী", "কর্পূররস" বা "অগ্নিমুখচূর্ণ" ব্যবহার করিবে। অনেক সময় বালকদিগের জ্বরাতিসারে আসন্ন দুষিত হইয়া ক্রিমির অভ্যুত্থান হয় এবং পেটে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। এই অবস্থায়, পালিধা পত্রের রসসহ বিড়ঙ্গাদিলৌহ বা অন্য কোনও ক্রিমিঘ্ন ঔষধ ব্যবহার করাইবে। পালিধাপত্ররস ক্রিমিঘ্ন এবং ধারক। "মহাগন্ধক" বা "বৃহৎ মহাগন্ধক" বালকদের উদরাময়ে বিশেষ ফলদায়ক। গঙ্গাধরচূর্ণ (নিরাম অবস্থায়) অতিসারে বা জ্বরাতিসারে বিশেষ হিতকর। প্রথম অবস্থায় আমের অত্যন্ত বেগ হইলে, এরণ্ডতৈল দ্বারা বিরেচন করাইয়া আম নিঃসারিত করিবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা

অধিকাংশ স্থলেই আশ্চর্য্য ফল দেখা গিয়াছে। এইক্রিয়া শিশু, বৃদ্ধ বা গর্ভিণী প্রভৃতিতে প্রযোজ্য নহে। **কুটজছাল অতিসারের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔষধ।** অর্শাতিসারের শেষে শোথ হইলে, চিরতা, মুতা, শুলফ, বালা, মুতা, রক্তচন্দন ও ধান ইহাদের কাথ পান করিবে। ইহা পিপাসা নিবারক।

সিদ্ধ প্রাণেশ্বর রস

পারদ, গন্ধক, অভ্র, প্রত্যেক ৪ ভাগ, সাচিক্ষার, সোহাগা, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, কৃষ্ণজীরে, শ্বেতজীরে, যমানী, চিতেমূল, হিং, বিড়ঙ্গ, শুলফা প্রত্যেক ১ ভাগ। মাত্রা ৪।৫ রতি। অনুপান—পানরস। ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ উষ্ণজল পান করিবে।

পথ্য—বার্লি, সাগুবগুড়ুর, কুকুটডিম্বাংসের যূষ মদগুরীর যূষ, বেদানা রস মাগুর, শিঙ্গী প্রভৃতি ধারক মৎস্যের ঝোল ইত্যাদি।

অথ অতিসার চিকিৎসা

আমাতিসার চিকিৎসা

অতিসার হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রথমতঃ বিষ্ঠাপরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমযুক্ত বা অপরিপক্ক বিষ্ঠায়, পাচক ঔষধ এবং পক্কাতিসারে প্রশমক ঔষধ ব্যবহার করিবে। এই রোগে, ধাতু ও মল অত্যন্ত নিঃসৃত হয় বলিয়া ইহাকে অতিসার বলে। ইহাতে সাধারণতঃ দ্রবদ্রব্য সেবন হিতকর নহে। মল বা ধাতুক্ষয় জন্য রোগীর পিপাসা হইলে, বালা, শুঁঠ, মুতা ও ক্ষেত্রপর্প টী অথবা মুতা ও বালার ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে পূর্ব্ববৎ অর্দ্ধশৃত শীতলজল পান করিতে দিবে। যদি রোগীর পুনঃ২ দোষযুক্ত মল সামান্য পরিমাণে নিঃসরণ হয়, তবে পূর্ব্ববৎ বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। আম-অতিসারে সংগ্রাহক ঔষধ প্রযোজ্য নহে। তাহাতে উদরাধ্মান, গ্রহণী, পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতি পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। ক্ষীণধাতু ক্ষীণবল অথবা অত্যন্ত দাবণীড়িত রোগীকে আমাবস্থাতেও সংগ্রাহক ঔষধ প্রয়োগ করিবে; নচেৎ রোগীর সত্বর মৃত্যুর আশঙ্কা বর্ত্তমান থাকে। অতিসারে বিরেচনার্থ. হরীতকী ও পিপ্পলী সমভাগে পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণজল সহ সেবন করিবে। ধান্যপঞ্চকের কাথ পান করিলে আমশূল ও বিবদ্ধতা নষ্ট হয়। ইহা অগ্নিদীপক ও দোষপাচক। পিত্ত প্রধান অতিসারে এই কষায়, শুঁঠ বাদ দিয়া প্রয়োগ করিবে। আমাতীসারে মহাশঙ্খবটী, **অগ্নিমুখচূর্ণ বৃহৎঅগ্নিকুমার বা হুতাশনরস** প্রয়োগ করিবে। অনুপান—তণ্ডুলোদক, মুতারস ইত্যাদি। এই সকল ঔষধে আমরসের পরিপাক হয় এবং ক্রমশঃ বেদের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আমাতিসারের পরিপক্ক অবস্থাতে মুতার রস ও চিনির জল সহ "ভদ্রপর্প টী" ব্যবহার করা যায়। ২০টী জাঙ্গালিয়া মুতা, ছাগদুগ্ধ ৮ তোলা জল /। সের একত্র পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া অগ্নমাত্রায় সেবন করিলে, এই

পীড়ার উপশম হয়। পক্কাবস্থায় আম্ররাক্ষসী, কর্পূররস বা কুটজলেহ ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। অতিসারের প্রথমাবস্থায় ভুবনেশ্বর প্রয়োগেও ফললাভ হইয়া থাকে। অনুপান—আতপতণ্ডুলজল ও কর্পূর। এই ঔষধ কোষ্ঠপরিষ্কারক ও পাচক। ইহাতে কোষ্ঠ নির্ম্মল হইয়া রোগী সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করে।

ধান্যপঞ্চক। যথা—ধনে, শুঁঠ, মুতা, বালা ও বেলশুঁঠ।

ভুবনেশ্বর। যথা—ত্রিফলা মিলিত ১২ তোলা, যমানী ৪ তোলা, সৈন্ধব ৪ তোলা, গৃহধূম ৪ তোলা জলদ্বারা মর্দ্দন করিয়া /০ এক আনা মাত্রায় ব্যবহার্য্য। এই ঔষধে কেহ কেহ এক তোলা বেলশুঁঠ ব্যবহার করেন।

কর্পূররস। যথা—হিঙ্গুল, শোধিত অহিফেন, মুতা, ইন্দ্রযব, জায়ফল, কর্পূর প্রত্যেক সমভাগ, জলদ্বারা মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। কেহ কেহ এই ঔষধে ১ ভাগ সোহাগার খই ব্যবহার করেন।

আম্ররাক্ষসী। যথা—ইন্দ্রযব, জায়ফল, কর্পূর, হিঙ্গুল, সোহাগা, লবঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ, ৬ রতি বটী করিবে। অনুপান—মুতারস ইত্যাদি।

শুভ্রপর্পটী। যথা—সোরা /। পোয়া, ফিটকারী /০ এক ছটাক। প্রথমতঃ অগ্নিতাপদ্বারা লৌহকটাহে সোরা গলাইয়া গাদ কাটিয়া ফেলিবে; তৎপর উহাতে ফিটকারী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পিত্তলপাত্রে ঢালিয়া চটা করিবে। মাত্রা /০ আনা।

কুটজাবলেহ। যথা—কুটজছাল ১২।০ সের, ৬৪ সের জলে পাক করতঃ ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে এই ক্বাথ পুনঃ পাক করিয়া লেহবৎ হইলে, উহাতে সচললবণ, যবক্ষার, বিট্‌লবণ সৈন্ধবলবণ, পিপুল, ধাইফুল, ইন্দ্রযব ও জীরে ইহাদের চূর্ণ মিলিত ১৬ তোলা মিশাইয়া নামাইবে। এই প্রসিদ্ধ ঔষধ ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা মধুসহ সেবন করিবে। ছাগদুগ্ধ সহ সেবন করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

পথ্য—খইয়ের মণ্ড, খইয়ের ছাতুর অবলেহ, অন্নমাত্রায় গাঢ় মসুরযূষ, শালপর্ণ্যাদি সাধিত লাজপেয়া এবং জ্বরাতিসারোক্ত পথ্য হিতকর। *শালপর্ণ্যাদি। যথা—শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলামূল, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, ধনে ও আকনাদিপাতা। অবস্থাবিশেষে পুরাতন তণ্ডুলের সুসিদ্ধ অন্ন পথ্যরূপে দেওয়া যাইতে পারে।

অথ বাতাতিসার চিকিৎসা

এই অতিসারে অধোবায়ু অর্থাৎ অপান বায়ু কুপিত হয় এবং গ্রহণী নাড়ীর মৃদুতা সম্পন্ন হওয়ায়, পুরীষধারণাশক্তি কম হইতে থাকে। নাভিদেশস্থিত সমান বায়ুর ক্রিয়ার হ্রাস হওয়ায় পাচকাগ্নির শক্তি ক্ষীণ হইতে থাকে এবং তজ্জন্যই গ্রহণীনাড়ীর ধারণাশক্তি

কম হয়। ইহার প্রথম অবস্থায় "বচাদি" ও "কণাদি" কষায় হিতকর। 'কণাদিকষায়' পাচকাদির দীপক এবং পাচক। এই অতিসারের প্রথম অবস্থায় "ভুবনেশ্বর" আতপ তণ্ডুলোদকসহ, "শুভ্রপর্পটী" চিনির জল সহ ও "মহাগন্ধকবটী" লেবুরস সহ ব্যবহার্য্য। মধ্যঅবস্থায়—শম্বুকাদিবটী বেলশুঁঠের ক্বাথ সহ এবং বৃহৎ গঙ্গাধরচূর্ণ আতপ তণ্ডুলোদক সহ ব্যবহার করিবে। প্রবৃদ্ধ অবস্থায় বা শেষ অবস্থায় "গ্রহণীশার্দ্দূলবটী", "কুটজাবলেহ" বা "কুটজাষ্টক" ব্যবহার করিবে। আমানুবন্ধ গ্রহণীতে বা বাতাতিসারে "বৃহৎগঙ্গাধরচূর্ণ" বা "গ্রহণীশার্দ্দূল" ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

বচাদি কষায়। যথা—বচ, আতৈচ, মুতা ও ইন্দ্রযব।

কণাদি। যথা—পিপুল, শুঁঠ, ধনে, যমানী, হরীতকী ও বচ।

বৃহৎ গঙ্গাধরচূর্ণ। যথা—বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ধাইফুল, ধনে, বরাক্রান্তা, শুঁঠ, মুতা, আতৈচ, অহিফেন, লোধ, দাড়িমের খোসা, কুটজছাল, পারদ ও গন্ধক। মাত্রা—/০ আনা। অনুপান—আতপতণ্ডুলোদক।

কুটজাবলেহ যথা—কুটিত, কুটজছাল ।২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কষায় ছাকিয়া পুনঃ পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে, তাহাতে মোচরস, আকনাদি-পাতা, বরাক্রান্তা, আতৈচ, মুতা, বেলশুঠ ও ধাইফুল প্রত্যেক ১ পল পরিমাণচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া দর্ব্বী প্রলেপযোগ্য হইলে নামাইবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত সাধারণ অনুপান—শীতলজল। রক্তাতিসারে ছাগদুগ্ধসহ এবং বস্তিচুষ্টিতে বারুণীমণ্ডসহ সেবনীয়। ইহা অত্যন্ত রক্তরোধক। এই প্রসিদ্ধ ঔষধ রক্তপ্রদর, রক্তার্শঃ ও গ্রহণীতে ব্যবহৃত হয়। এই রোগের পথ্যাদি আমাতিসার অধিকারোক্ত পথ্যের অনুরূপ।

অথ পিত্তাতিসার চিকিৎসা।

ইহাতে ধান্যচতুষ্কসাধিত অনুপান ও কষায় হিতকর। ইহাতে বাতানুবন্ধ বা দাহপিপাসাদি উপদ্রব হইলে—ঘৃত ও শ্বেতপর্পটীর অর্দ্ধশৃত শীতলজলসহ এবং আমান্বিত হইলে—"বিল্বাদিকষায়" পান করিতে দিবে। আতৈচ, কুটজছাল ও ইন্দ্রযবের চূর্ণ /০ মাত্রায় আতপতণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে পিত্ত ও রক্তজ অতিসার প্রশমিত হয়। প্রথম অবস্থায় কুটজাদিকষায়, হ্রীবেরাদিকষায়, বৃহল্লবঙ্গাদিবটী ও আমরাক্ষসী ব্যবহার করিবে। প্রবৃদ্ধাবস্থায়, কুটজাবলেহ, কুটজাষ্টক, বৃহৎ গঙ্গাধরচূর্ণ, কর্পূররস ও পঞ্চামৃতপর্পটী ব্যবহার করিবে। শুঁঠ ভিন্ন ধান্যপঞ্চককে ধান্যচতুষ্ক বলে।

বিল্বাদি কষায়।—যথা—বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, মুতা, বালা ও আতৈচ।

কুটজাদি কষায়।—কুটজছাল, দাড়িমের খোসা, মুতা, ধাইফুল বেলশুঁঠ,

বালা, লোধ, রক্তচন্দন ও আকনাদিপাতা। এই কষায়ে পিত্ত ও রক্ত প্রধান অতিসার নষ্ট হয়। পথ্যাদি পূর্ব্ববৎ।

অথ শ্লেষ্মাতিসার চিকিৎসা।

ইহার চিকিৎসা আমাতিসারের ন্যায়। ইহাতে প্রথমাবস্থায় "নাগরাদিকষায়","ধান্যপঞ্চক" পথ্যাদিকষায় ও চব্যাদিকষায় ব্যবহার করিবে। হুতাশনরস, অগ্নিমুখচূর্ণ চিত্রকগুড়িকা, মহাশঙ্খবটী ও বৃহৎ অগ্নিকুমাররস শ্লেষ্মাতিসারের শ্রেষ্ঠ। আমের প্রকোপ হ্রাস হইলে, "বৃহৎগঙ্গাধরচূর্ণ" ও 'কর্পূররস' ব্যবহার করা যায়। পিপুলচূর্ণ ৩ রতি, একছটাক গব্যদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধসহ রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। এই ঔষধ বেলশুঁঠের কাথ বা কুটজছালের কাথসহ সেবন করিলেও আম বা শ্লেষ্মার বেগ নষ্ট হইয়া অতিসার সত্বর প্রশমিত হয়। কচিবেলপোড়ার শাঁস ২ তোলা ও তৎসম নিস্তুষ তিলবাটা, দধির সরদ্বারা অম্লীকৃত করিয়া সেবন করিলে আমাতিসার বা শ্লেষ্মাতিসার নষ্ট হয়। বেলপোড়া, ইক্ষুগুড়সহ সেবন করিলেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা পীড়া প্রশমিত না হইলে "কুটজাষ্টক" ব্যবহার করিবে।

পথ্যাদিকষায়। যথা—হরীতকী, রক্তচিতেমূল, কট্কী, আকনাদি, বচ, মুতা, ইন্দ্রযব ও শুঁঠ। ইহা চূর্ণ বা কল্করূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

চব্যাদিকষায়। যথা—চই, আতৈষ, মুতা, কচিবেলশুঁঠ, শুঁঠ কুটজছাল ও ইন্দ্রযব। ইহার পথ্যাপথ্য আমাতিসারের ন্যায়।

অথ সন্নিপাতাতিসার চিকিৎসা।

ইহাতে বরাহমেদের ন্যায় বা মাংসধৌত জলের ন্যায় অথবা নানাবর্ণবিশিষ্ট স্রাব হইতে থাকে। এই পীড়া দুঃসাধ্য। ইহার প্রথমাবস্থায় "সমঙ্গাদিকষায়" পান করিতে দিবে এবং বৃহৎগঙ্গাধরচূর্ণ ও মহাশঙ্খবটী ব্যবহার করাইবে। অনবরত ভেদ হইলে কর্পূররস, গ্রহণীশার্দ্দুল, কুটজাষ্টক বা কুটজাবলেহ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে জলশৃত বা মুতাসাধিত ছাগদুগ্ধ ফলপ্রদ। এই অতিসারের পক্কাবস্থায় কুটজ পুটপাক বা শ্যোণাকপুটপাক বিশেষ উপকারী। বৃহৎ চন্দ্রোদয়মকরধ্বজ ও পাকমকরধ্বজ এতাদৃশ অতিসারে ফলদায়ক।

সমঙ্গাদিকষায়। যথা—বরাক্রান্তা, আতৈষ, বেলশুঁঠ, মুতা, শুঁঠ, বালা, ধাইফুল, কুটজছাল ও ইন্দ্রযব।

কুটজপুটপাক।

কুটজমূলেরছাল আতপতণ্ডুলোদক সহ পেষণ করিয়া জামপাতা দ্বারা বেষ্টন ও সূত্র বন্ধন পূর্ব্বক বহির্ভাগে মৃত্তিকার গাঢ় প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে ২৫।৩০ খানি বনঘুঁটে দ্বারা পুটপাক করিবে। বহির্লেপ ঈষৎ লাল আভা হইলে নামাইয়া উহার রস নিঙ্‌ড়াইয়া ১ তোলা পরিমাণ, কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া পান করিবে। শ্যোণাকপুটপাকে গাম্ভারীপত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। ইহার অন্যান্য নিয়ম কুটজপুটপাকের ন্যায়। ছাগদুগ্ধ বা আতপতণ্ডুলোদক সহ "কুটজলেহ" বা "কুটজাষ্টক" প্রয়োগ করিলেও বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

পথ্য—পটোলপাতা, পাণিফলের পালো, পদ্মবীজচূর্ণ, পারাবতযূষ ইত্যাদি।

অথ বাতশ্লেষ্মাতিসার চিকিৎসা

ইহার চিকিৎসা শ্লেষ্মাতিসারের ন্যায়। ইহাতে ধান্যপঞ্চকসাধিত বা ধনে ও শুঁঠসাধিত অন্নপান হিতকর। চিত্রকাদিকষায় পান করিলে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপ এবং তজ্জনিত অতিসার সত্বর নিরাকৃত হয়। প্রথম অবস্থায় অগ্নিমুখচূর্ণ প্রভৃতি পাচক ঔষধ ব্যবহার করিবে; পশ্চাৎ আমরাক্ষসী, কর্পূররস, বৃহৎগঙ্গাধরচূর্ণ ও কুটজলেহ প্রভৃতি ধারক ঔষধ ব্যবহার্য্য।

চিত্রকাদিকষায়। যথা—শোধিত রক্তচিতেমূল, আতৈষ, মুতা, বেড়েলা, শুঁঠ, কুটজছাল, ইন্দ্রযব ও হরীতকী। ইহার পথ্য শ্লেষ্মাতিসারের ন্যায়।

অথ পিত্তশ্লেষ্মাতিসার চিকিৎসা

মুস্তকাদিকষায় পান করিলে বা তৎসাধিত অন্নপান ব্যবহার করিলে এই রোগের উপশম হয়। সমঙ্গাদিচূর্ণ আতপতণ্ডুলোদক সহ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মাতিসার এবং রক্তাতিসারের নিবৃত্তি হয়। পিত্তপ্রাবল্য থাকিলে—শালপর্ণ্যাদিকষায় হিতকর। ইহাতে আমরাক্ষসী, অগ্নিমুখচূর্ণ ও গ্রহণীশার্দ্দূলবটী ফলপ্রদ। প্রবৃদ্ধাবস্থায়—কুটজাষ্টক, কুটজলেহ ও বৃহৎ গঙ্গাধরচূর্ণ প্রভৃতি প্রযোজ্য। অনুপান—ছাগদুগ্ধ, আতপতণ্ডুলোদক, মুতারস, কুটজছালের কাথ ইত্যাদি।

শালপর্ণ্যাদিকষায়। যথা—শালপাণি চাকুলে, কুটজছাল, আতৈষ, মুতা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা।

মুস্তকাদিকষায়। যথা—মুতা, আতৈষ, মূর্ব্বামূল, বচ ও কুটজছাল। ইহা পাচক ও দীপক।

অম্বষ্ঠকাদি চূর্ণ। যথা—বরাক্রান্তা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, আমের আঁটির শাঁস, পদ্মকেশর, নাগকেশর, বেলশুঁঠ, মোচরস, লোধ, কুটজছাল ও ইন্দ্রযব। মাত্রা ৵০ আনা। এই সকল ঔষধ আতপতণ্ডুলোদকসহ কাথ করিয়াও ব্যবহার করা যায়। পথ্য—বার্লি, মসূরীর যূষ, শটীরপালো ইত্যাদি।

অথ বাতপিত্তাতিসার চিকিৎসা

ইহার প্রথম অবস্থায় বালকাদিকষায় ও ইন্দ্রাদিচূর্ণ হিতকর। পক্কাবস্থায় কুটজাবলেহ, কর্পূররস বা গঙ্গাধর চূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

বালকাদি কষায়। যথা—বালা, মুতা, শুঠ, বেলশুঁঠ ও ধনে। ইহা দীপক ও পাচক।

ইন্দ্রাদি চূর্ণ। যথা—ইন্দ্রযব, বচ, মুতা, দেবদারু ও আতইচ। মাত্রা ৩।৪ রতি। অনুপান—আতপতণ্ডুলোদক। ইহা দীপক ও পাচক। ইহার পথ্য পিত্তাতিসারের ন্যায়। ইহাতে ঝাল বা অন্যান্য গরমদ্রব্য অপথ্য।

অথ ভয়জ ও শোকজ অতিসার চিকিৎসা

শোকজ অতিসারে বৎসকাদি কষায় উপকারী। ভয়জ ও শোকজ অতিসারের চিকিৎসা বাতাতিসারের ন্যায়। এই উভয়বিধ অতিসারেই মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও আশ্বস্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে। এই উভয়বিধ অতিসারই অত্যন্ত কঠিন। ইহার প্রাবল্যাবস্থায় কুটজাবলেহ বা কুটজাষ্টক ব্যবহার করাইবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ বা আতপতণ্ডুলোদক।

বৎসকাদি কষায়। যথা—বেড়েলামূল, চাকুন্দে, বেলশুঁঠ, ধনে, উৎপল, শুঁঠ, বচ, আতইচ, মুতা, দেবদারু, আকনাদি ও কুটজছাল। ইহাদের কাথ করিয়া তাহাতে মরিচচূর্ণ /০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। পথ্যাদি বাতাতিসারের ন্যায়।

অথ রক্তাতিসার চিকিৎসা

রক্তাতিসারে আমশূল বা আমস্রাব থাকিলে কাচা বেলপোড়া, ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। একযোগে অধিকদ্রব্য আহার করা অতিসারমাত্রেই—বিশেষতঃ রক্তাতিসারে নিষিদ্ধ। দাড়িমের খোসা ও কুটজছালের ঘনীভূত কাথ, শীতল

অবস্থায় মধু সহ লেহন করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। বেলশুঁঠ ১ তোলা, ছাগদুগ্ধ ৮ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, শীতল হইলে চিনি ।০ তোলা, মোচরস ও ইন্দ্রযব চূর্ণ মিলিত ৵০ আনা, প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, আমান্বিত রক্তাতিসার নষ্ট হয়। কেবল রক্তাতিসারে, কুটজছালের ঘনীভূত কাথ আতৈচ চূর্ণ সহ লেহন করিলে, প্রবল রক্তস্রাব আশু নিবারিত হয়। কুটজছাল /৵ পোয়া, জল /১ সের, শেষ /৵ পোয়া; দাড়িমের খোসা /৵ পোয়া, জল /১ সের, শেষ /৵ পোয়া; পরে এই উভয় কাথ একত্রে পুনঃ পাক করিয়া গাঢ় লেহবৎ হইলে নামাইবে। বিশেষ সতর্কতার সহিত পাক করিবে যেন পুড়িয়া না যায়। এই ঔষধ ১ তোলা মাত্রায় ঘোল সহ (অভাবে—ছাগদুগ্ধ বা আতপতণ্ডুলোদক সহ) সেবন করিলে মুমূর্ষু রোগীও জীবনলাভ করে। ২।৩ ঘণ্টা পর ২ এই ঔষধ সেব্য।

কুটজছাল ১৬ তোলা, জল /৪ সের, শেষ /১ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা সহ পুনঃ পাক করিয়া, ১৬ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে ১ তোলা মধু মিশাইবে। মাত্রা ১ তোলা। ইহা প্রবৃদ্ধরক্তাতিসারনাশক।

বিশল্যকরণী (আয়াপান) বা কুকুরমেরের (কুকুর শোঁকার) পাতার কাথ বা স্বরস পান করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়। আবশ্যক হইলে ইহাদের রস ও দুর্ব্বার রস ঔষধের অনুপানার্থে ব্যবহৃত হয়। পেট গরম হইয়া রক্তাতিসার হইলে, মধু, চিনি ও রক্তচন্দনঘষা আতপ-তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে, উদর স্নিগ্ধশীতল হইয়া রক্তস্রাব নিবারিত হয়। কিম্বা কৃষ্ণতিল বাটা ।০ তোলা ও চিনি ৵০ আনা ছাগদুগ্ধ সহ পান করিলে পূর্ব্ববৎ ফললাভ হইয়া থাকে। অত্যন্ত ভেদ হইয়া গুহ্যদেশ দাহযুক্ত হইলে বা পাকিলে, পটোলপত্র ও যষ্টিমধুর শৃতশীতল-কষায় দ্বারা ঐ স্থান ধৌত করিবে। তাহাতে ঐসকল উপসর্গ উপশমিত হয়। ছাগদুগ্ধ দ্বারা পরিষেক করিলেও উপকার দর্শিয়া থাকে।

গুহ্যনাড়ীর বিনির্গমন হইলে মলদ্বারে লোমশের স্বেদ দিবে। ঘৃতাদি স্নেহপদার্থ দ্বারা, গুহ্যনাড়ী অভ্যক্ত ও অন্তঃপ্রবিষ্ট করাইয়া পশ্চাৎ মলনির্গমনার্থ সচ্ছিদ্রকৌপীন দ্বারা গুহ্যদেশ দৃঢ়বদ্ধ করিয়া স্বেদ দিবার বিধান আছে। ইঁদুরের মাংস (অভাবে—অন্য মাংস) ও অম্লবর্গাদিগণ (অভাবে দশমূল) সাধিত **[illegible]** প্রয়োগ করিলে, গুদভ্রংশ আরোগ্য হয়। **কুটজাদিক্বাথ** আমান্বিত বা কেবল রক্তাতিসারে বিশেষ ফলদায়ক; ২ ঘণ্টা পর ২ এই কাথ পান করিতে দিবে। অতিসারে কাস হইলে—বিড়ঙ্গ, আতৈচ, মুথা, দেবদারু, আকনাদি ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথে /০ আনা মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। **সিতোপলাদিচূর্ণ** বা **তালীশাদিচূর্ণ** মধু দ্বারা অল্প ২ লেহন করিলেও কাস নিবারিত হয়। **[illegible]চূর্ণ** আমাতিসার, পিত্তাতিসার ও রক্তাতিসারের উৎকৃষ্ট ঔষধ। উহা /০ আনা হইতে ৵০ আনা মাত্রায় মধু ও ইক্ষুগুড় দ্বারা মাড়িয়া আতপতণ্ডুলোদক সহ পান করিবে। জায়ফল বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে অতিসারের বেগ ও শূলের শান্তি হয়। আমের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলেও অতিসারের বেগ

প্রশমিত হয়। বৃদ্ধ ঘৃতে শোধিতঅহিফেন ভাজিয়া উহার অর্দ্ধ রতি হইতে ১ রতি পর্য্যন্ত ছাগদুগ্ধাদি সহ সেবন করিলে রক্তভেদও দূরীভূত হয়। এই ঔষধ প্রথম অবস্থায় কদাচ প্রযোজ্য নহে। ইহাতে কর্পূররস, কুটজলেহ, পঞ্চামৃতপর্পটী, কুটজাষ্টক, বৃহৎগঙ্গাধরচূর্ণ ও আমরাক্ষসী প্রয়োগ করিবে। কুটজারিষ্ট ও অহিফেনাসব রক্তাতিসারের উৎকৃষ্ট ঔষধ। উহারা শেষ অবস্থায় প্রযোজ্য।

নারায়ণচূর্ণ।

গুলঞ্চের পালো, শোধিত বৃদ্ধদারকবীজ, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আতৈষ, ভৃঙ্গরাজ, শুঁঠ, সিদ্ধিপত্রচূর্ণ প্রত্যেক ১ ভাগ, সর্ব্বসম কুটজছাল চূর্ণ।

কুটজারিষ্ট।

কুটজ মূলের ছাল ১২॥ সের, দ্রাক্ষা ৴৬। সের, ধাইফুল ৴৷। সের, গাম্ভারীছাল ৴১। সের, জল ৪ দ্রোণ (৬৪ সেরে ১ দ্রোণ) শেষ ১ দ্রোণ। এই কাথে ধাইফুল ৴২॥ সের ইক্ষুগুড় ৴১২॥ সের প্রক্ষেপ দিয়া নূতন মৃৎপাত্রে মুখবন্ধ করতঃ ১ মাস রাখিয়া তৎপর ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ২ তোলা। কুটজারিষ্ট—জ্বর, গ্রহণী ও রক্তাতিসারের প্রসিদ্ধ ঔষধ।

অহিফেনাসব।

মউলফুলের মদ ১২॥ সের, অহিফেন ৴॥ সের, মুতা, জায়ফল, ইন্দ্রযব ও এলাচি প্রত্যেক ৮ তোলা। ১ মাস আবৃতপাত্রে রাখিয়া তৎপর ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ৷৹ তোলা। অবস্থাভেদে ছাগদুগ্ধ প্রভৃতিসহ পান করা যায়। ইহা উগ্রঅতিসার ও প্রবল বিসূচিকা নিবারক।

পথ্য—পিত্তাতিসারে যাহা পথ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই প্রযোজ্য। ইহাতে ছাগদুগ্ধ প্রশস্ত। ছাগদুগ্ধ অতিসারনাশকদ্রব্যদ্বারা পাক করিয়া লইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। অন্যথা ইহা ৩ গুণ জল দ্বারা পাক করিয়া লইবে। মাংসযুষ এবং অন্যান্য আমের গুরুপাক দ্রব্য অপথ্য।

অথ প্রবাহিকা চিকিৎসা।

বাঙ্গলা ভাষায় ইহাকে "আমাশা" বলে। ইহাতে পেটে অত্যন্ত কামড়ানি, বারবার বেগ এবং বায়ুর অত্যন্ত বিবদ্ধতা থাকিলে কচিবেলপোড়া, ইক্ষুগুড়, তিলতৈল, পিপুল ও শুঁঠচূর্ণ একত্রে লেহন করিবে। পুরাতনপ্রবাহিকায় পিপুল অথবা মরিচচূর্ণ ৴৹ আনা, শয়নের পূর্ব্বে ছাগদুগ্ধ সহ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। কচিবেলপোড়া এবং গুড়সহ নিস্তুষ তিলবাটা দধির সর দ্বারা (অভাবে দধি দ্বারা) লেহন করিলেও প্রবাহিকা বিনষ্ট হইয়া থাকে। লোধ, মরিচ, বেলশুঁঠ, ইক্ষুগুড় ও তিলতৈল একত্রে লেহন করিলে প্রবাহিকা বেগ নিবারিত হয়।

প্রবাহিকান্তে পূর্ব্বের ন্যায় আমলক্ষণ এবং পক্বলক্ষণ নির্ণয় করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহার চিকিৎসা শ্লেষ্মাতিসারের ন্যায়। পক্বাবস্থায় প্রবাহিকারিলেহ বিশেষ ফলপ্রদ। সাধারণতঃ লবণ ও তিক্তরসে অতিসারের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু কাষদ্রব্যে তাহা হয় না। গ্রহণীরোগে যে সকল ঔষধ লিখিত হইবে, অবস্থাবিশেষে তাহাও অতিসারে ব্যবহৃত হইতে পারে।

প্রবাহিকারিলেহ।

কুটজ ছাল /৹ পোয়া, জল /২ সের, শেষ /। পোয়া; দাড়িমের খোসা /। পোয়া, জল /২ সের, শেষ /। পোয়া; বেলশুঁঠ /৹ পোয়া, জল /২ সের, শেষ /। পোয়া; ধনে /। পোয়া, জল /২ সের, শেষ /৹ পোয়া। এই ৪টী কাথ মিশ্রিত করিয়া নূতন মৃৎপাত্রে পুনঃ পাক করিবে এবং লেহবৎ হইলে উহা নামাইয়া ১২ আউন্সে ২ আউন্স "স্পিরিট" মিশাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা। অনুপান—ছাগদুগ্ধ, আতপচাউল ধোয়া জল ইত্যাদি।

রক্তমিশ্রিত প্রবাহিকার মুষ্টিযোগ।

ডালিমের কচিপাতা ১ তোলা, তেঁতুলের কচিপাতা ১ তোলা, আমের কচিপাতা ১ তোলা ডালিমের কলি ১টি ও জীরেচূর্ণ ।০ সিকি, জল দ্বারা বাটিয়া ।০ সিকিমাত্রায় শীতলজল সহ দুই ঘণ্টা পর ২ সেব্য।

সর্ব্বপ্রকার অতিসারের শেষ অবস্থায় বা গ্রহণীতে বিশ্বেশ্বররস বিশেষ ফলপ্রদ।

বিশ্বেশ্বররস।

জাতিফল, লবঙ্গ, ইন্দ্রযব, আতইষ, মুতা, দারুচিনি, কর্পূর, হিঙ্গুল, অহিফেন ও ধাইফুল প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণভস্ম ॥০ তোলা, ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ প্রভৃতি। ইহার পথ্যাপথ্য শ্লেষ্মাতিসারের ন্যায়।

বর্জ্জয়েৎ বৈদলং শূলী কুষ্ঠীমাংসং ক্ষয়ী স্ত্রিয়ং।
সর্ব্বদ্রবমতীসারী সর্ব্বঞ্চ তরুণজ্বরী॥

অর্থাৎ শূলরোগী সর্ব্বপ্রকার ডাল, কুষ্ঠরোগী সর্ব্বপ্রকার মাংস, ক্ষয়রোগী স্ত্রীসহবাস ও স্ত্রীদর্শনাদি, অতিসাররোগী সর্ব্বপ্রকার দ্রবদ্রব্য এবং তরুণজ্বরী সর্ব্ববিধ দ্রব্য ত্যাগ করিবে অর্থাৎ লঙ্ঘন দিবে। এইটী সাধারণ নিয়ম। সুতরাং শূলে—কাঁচামুগের ঝোল, কুষ্ঠে—জাঙ্গল মাংস, অতিসারে—খইমণ্ডাদি এবং তরুণজ্বরে—বার্লি প্রভৃতি অবিরুদ্ধ। প্রবাহিকার শেষ অবস্থায় পারাবত, কুক্কুট প্রভৃতির মাংসযূষ পথ্যরূপে প্রদান করা হয়।

সর্ব্বপ্রকার অতিসারেই স্নান, অভ্যঙ্গ, অবগাহন, গুরুপাক বা স্নিগ্ধদ্রব্য ভক্ষণ, অতিভোজন, ব্যায়াম ও অগ্নিসন্তাপ অহিতকর।

অথ গ্রহণী চিকিৎসা

দোষ গ্রহণীনাড়ী আশ্রয় করিয়া এইরোগ উৎপন্ন করে। গ্রহণীনাড়ীর দৌর্ব্বল্যহেতু এইরোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে গ্রহণীরোগ বলে। অতিসারের পর অপথ্যহেতু গ্রহণীনাড়ী দূষিত হইলেই তাহাকে গ্রহণী বলা যায়। বিনা অতিসারেও হঠাৎ গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। অগ্নিবলই গ্রহণীনাড়ীর বল। অগ্নিমান্দ্যই গ্রহণীরোগের কারণ। সুতরাং অগ্নিদীপক ঔষধ ইহাতে দেয়। গ্রহণীনাড়ী পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে অবস্থিত। অপক্ব অন্নকে ধারণ করা এবং পক্ব অন্নকে অধঃপ্রেরিত করাই ইহার কার্য্য। অপক্ব অন্নকে গ্রহণ অর্থাৎ ধারণ করে বলিয়াই এই নাড়ীর নাম গ্রহণী। সুশ্রুতে গ্রহণীনাড়ী পিত্তধরা কলানামে অভিহিত হইয়াছে। অতিসারেও গ্রহণীর শক্তিরূপ অগ্নির মন্দতাহেতু গ্রহণী দুর্ব্বলা হওয়ায় উহার ধারণা শক্তি কমিয়া যায়। এইজন্যই অতীব নিঃসরণ হইতে থাকে এবং এই জন্যই অতিসারেও প্রথমাবস্থায় অগ্নিজনক ঔষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতিসার ও গ্রহণী একজাতীয় ব্যাধি সুতরাং অবস্থাবিশেষে অতিসারোক্ত ঔষধ গ্রহণীতেও প্রযুক্ত হইতে পারে। এই রোগে অতিশয় সংকোচক ঔষধ ব্যবহার্য্য নহে। কারণ তাহাতে শেষে দমকাভেদ বা উদরের আধ্মান হইবার সম্ভাবনা। এইরোগ বাত-প্রধান সুতরাং ইহাতে অধোবায়ুর অনুলোমক ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। এইরোগে অগ্নির মৃদুতাহেতু ভুক্তদ্রব্যের রসভাগ আমে পরিণত হইয়া নিঃসৃত হইতে থাকে; কোথাও বা অন্ন বিদগ্ধ (অম্লতাপ্রাপ্ত) হইয়া ঊর্দ্ধপ্রেরিত বা বান্ত হইয়া থাকে। রসের অল্পতাহেতু রোগী ক্রমে ক্ষীণকায় হয়। অগ্নিমান্দ্যহেতু ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক না হওয়ায় উদর আধ্মাত এবং সাদা ২ মল নিঃসৃত হয়। অতিসারের ন্যায় গ্রহণীতেও সাম দোষ ও নিরাম দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে। সামদোষগ্রহণীতে পাচক ঔষধ ব্যবস্থেয়। আমরস শরীরে ব্যাপ্ত হইলে, বমন ও বিরেচন ঔষধ দ্বারা আমাশয় শুদ্ধ করিয়া পাচক ও দীপক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে পঞ্চকোলসাধিত অত্যন্ত লঘুঅন্নপান ব্যবস্থেয়।

এই অবস্থায়, হাতে, পায়ে ও মুখে প্রায়শঃ শোথ হইয়া থাকে। গ্রহণীতে উদ্ধৃত স্নেহ তক্র অতীব হিতকর পথ্য; পরন্তু যদি আমরস বা শোথ না থাকে তবে অনুদ্ধৃতস্নেহ তক্রেই বিশেষ উপকার হইয়া থাকে; গ্রহণীর প্রথম অবস্থায় চিত্রকাদিগুড়িকা অতিশয় ফলপ্রদ। ইহা দীপক, পাচক এবং প্রভাবে গ্রহণী নাশক।

বাতাধিক গ্রহণীতে বেলশুঁঠচূর্ণ ৵০ আনা, শুঁঠচূর্ণ ৩ রতি ইক্ষুগুড় ৵০ আনা একত্রে লেহন করিয়া পরিশেষে ঘোল পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

জাম, দাড়িম্ব, পানিফল, আকনাদি ও কাঁচড়া ইহাদের পাতা দ্বারা কচিবেল বেষ্টন ও দৃঢ়বদ্ধ করিয়া যথোপযুক্ত জলসহ সিদ্ধ করিবে। পশ্চাৎ উহা পর্য্যুষিত করিয়া, বিল্বসম ইক্ষুগুড় ও কিঞ্চিৎ শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে।

মুত্রাম্লবদ্ধ থাকিলে শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য নহে। অনেকের মতে এই ঔষধ

সেবনান্তে উৎস্বেদনাবশিষ্ট জল পান করা বিধেয়। ইহা অতিসার ও গ্রহণীনাশক। বাতপ্রধান গ্রহণীতে ভল্লাতকক্ষার, বার্ত্তাকুগুড়িকা, নায়িকাচূর্ণ, কল্যাণলেহ, মহাশঙ্খবটী, ভাস্করলবণ, দশমূলগুড় ও তক্রারিষ্ট প্রশস্ত। পুরাতন অবস্থায় বিল্বগর্ভঘৃত, চাঙ্গেরীঘৃত ও মহাষট্‌পলকঘৃত বিশেষ উপকারী। ত্রিদোষজগ্রহণীতে ১ ভাগ মরিচ ২ ভাগ শুঁঠ, ৪ ভাগ কুটজছাল চূর্ণ, একত্রে মিলাইয়া ৵০ আনা মাত্রায় ইক্ষুগুড় মিশ্রিত ঘোল সহ পান করিবে। যদি গ্রহণীতে শোথ উৎপন্ন হয়, তবে জল লবণ বন্ধ করিয়া—"রসপর্পটী" ব্যবহার করিবে। সংগ্রহ গ্রহণীতে ' কল্যাণগুড়, মেথীমোদক, সংগ্রহ গ্রহণীকপাট ও গ্রহণীশার্দ্দূলরস বিশেষ উপকারী। পূর্ব্বোক্ত ভুবনেশ্বর সর্ব্ববিধ গ্রহণীর মহৌষধ। শোথযুক্ত গ্রহণীতে "লোহিতচূর্ণ" ব্যবহার করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। গ্রহণী—প্লীহা, যকৃৎ ও জ্বরযুক্ত হইলে "পঞ্চামৃতপর্পটী বা স্বর্ণপর্পটী" ব্যবহার করিবে। আমগ্রহণীতে মহাশঙ্খবটী, মহারাজনৃপবল্লভ, জীরকাদ্যচূর্ণ ও পুরাতন গ্রহণীতে—গ্রহণীকপাটরস, কামেশ্বরমোদক ও স্বর্ণপর্পটী অতীব হিতকর।

সূতিকা, প্রদর, জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বরযুক্ত গ্রহণীতে বৃহৎ জীরকাদিমোদক গব্যদুগ্ধ ও চিনি সহ সেবন করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। আমান্বিত ও অতিরিক্ত ভেদযুক্ত গ্রহণীতে বেলশুঁঠের কাথ সহ গ্রহণীশার্দ্দূলবটী ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। কেহ২ বালকদের অতিসার, গ্রহণী ও ক্রিমিজ্বর প্রভৃতিতে যথোক্ত অনুপানে মহাগন্ধক ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা অনেকস্থলে এই ঔষধ পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় ব্যবহার করিয়া হতাশ হইয়াছি। উল্লিখিত ক্রিয়াদ্বারা যদি তরুণ গ্রহণীতে উপকার না হয়, তবে মহারাজনৃপতিবল্লভ ছাগ দুগ্ধানুপানে প্রয়োগ করিবে ঘটীযন্ত্র গ্রহণীতে কল্যাণ-গুড়, দশমূলগুড়, তক্রারিষ্ট, মহারাজনৃপতিবল্লভ, আয়ামকাণ্ডিক, বৃহৎগ্রহণীমিহিরতৈল, বিল্বতৈল, বিষ্ণুতৈল ও নারায়ণতৈলের অভ্যঙ্গ হিতকর। বাতপ্রধান গ্রহণীতে যদি আমাংশ না থাকে, তবে কঞ্চটাবলেহ প্রয়োগ করিবে। যদি গ্রহণীতে প্রবল শোথ ও জ্বর থাকে তবে দুগ্ধবটী ব্যবহার করান যাইতে পারে; কিন্তু ইহা প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য নহে। প্রথম অবস্থায় রসপর্পটী ও পুটপাক বিষমজ্বরান্তক লৌহ ব্যবস্থেয়। পুরাতনগ্রহণীতে বায়ুর প্রাবল্য অধিক হইলে বিল্বতৈল বা দাড়িম্বাদ্যতৈল তলপেটে বা সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিবে। গ্রহণীতে অগ্নিবৈষম্য হইলে মধ্বরিষ্ট পরম হিতকর। বাতশ্লেষ্মপ্রধান' পুরাতনগ্রহণীতে গ্রহণী-বজ্রক্ষার মহোপকারী। দুর্ব্বল ও গ্রহণীপীড়িত রোগীর পক্ষে প্রদীপন মেহই পরম ঔষধ। যদি মন্দাগ্নিরোগী অবিপক্ক পুরীষ ত্যাগ করে, তবে দীপনীয় ঔষধ ব্যবহার্য্য। যে ব্যক্তি মলের কাঠিন্যবশতঃ অতিকষ্টে পুরীষ ত্যাগ করে, সে প্রথম কয়েকবার

দীপনীয়যুক্ত ও সৈন্ধবলবণযুক্ত অন্নের অনুপ্রান ভক্ষণ করিবে। অতিস্নেহ (চাঙ্গেরী ঘৃতাদি) সেবন হেতু অগ্নিমান্দ্য হইলে স্নেহসেবন বন্ধ করিয়া, দীপন ও পাচন ঔষধ এবং আসব ব্যবহার করিবে।

ভল্লাতকক্ষার।

শোধিতভল্লাতক, (অভাবে রক্তচন্দন) ত্রিকটু, ত্রিফলা, সৈন্ধব, সচললবণ ও বিটলবণ প্রত্যেক ২ পল। এই সকল দ্রব্য ঘুঁটের আগুনে অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। এই ক্ষার ঘৃত সহ ৶০ আনা মাত্রায় লেহন করিবে। ভোজ্যদ্রব্য সহ ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়াও ইহা ব্যবহার করা যায়। কেহ কেহ এই ক্ষার ব্যঞ্জনে নিক্ষেপ করিয়া ব্যবহার করেন। এই ঔষধের অচিন্ত্য প্রভাবহেতু, ইহা সর্ব্বপ্রকার গ্রহণীতেই প্রয়োগ করিতে পারা যায়। এই ঔষধ বাতজ গ্রহণীর মহৌষধ।

চিত্রকাদি গুড়িকা।

রক্তচিতেমূল, পিপুলমূল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হিং, যমানী ও চই প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। টাবালেবুর রসে বা দাড়িমের রসে মর্দ্দন করিয়া ৪।৫ রত্তি বটী করিবে। কুলগুঁঠের কাথে অথবা আদারসে মাড়িয়াও বটী করিবার বিধি আছে। এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার গ্রহণীর প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। ইহা আমপাচক, অগ্নিদীপক ও বেদনা নাশক। অনুপান—শীতল জল। আমযুক্ত গ্রহণীতে বা বায়ু প্রধান গ্রহণীতে এই ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক।

বার্ত্তাকু গুড়িকা।

মনসাসীজের শুষ্ককাণ্ড ৪ পল, সৈন্ধব, বিট ও সচললবণ প্রত্যেক ১ পল শুষ্কবেগুন ৪ পল, শুষ্ক আকন্দমূল ৮ পল, শুষ্ক রক্তচিতে মূল ২ পল। এই সকল দ্রব্য অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া বার্ত্তাকু স্বরসে মর্দ্দন করতঃ ৩।৪ রত্তি বটী করিবে। আহারান্তে গরম জল সহ এই ঔষধ সেবন করিবে। ইহাদ্বারা গ্রহণী, বিসূচী ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়।

বাত প্রধান পুরাতনগ্রহণীতে—বিল্বগর্ভ ঘৃত

মূর্চ্ছিত ঘৃত /৪ সের, বস্ত্রপোট্টলীবদ্ধ মহুয় /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের কল্কার্থ—বেলশুঁঠ /১ সের, শেষ পাকার্থ জল ১৬ সের। মহুয়কাথ পর্য্যুষিত হইলে দূষিত হয়' সুতরাং পর্য্যুষিত কাথ দ্বারা ঘৃত পাক করিবে না। কেহ ২ বলেন অম্লভাবাপন্ন না হইলে কাথ দূষিত হয় না। মাত্রা ।০ সিকি হইতে ৷৷০ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—একছটাক উষ্ণ দুগ্ধ।

চাঙ্গেরী ঘৃত।

মূর্চ্ছিত ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ—শুঁঠ, পিপুলমূল, রক্তচিতেমূল, গজপিপুল, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও যমানী মিলিত /১ সের, আমরুলিরস ১৬ সের, দধিরমাত ১৬ সের, শেষপাকার্থ জল ১৬ সের। ইহা দ্বারা অর্শঃ ভগন্দর ও বাতপ্রধান বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান গ্রহণী আরোগ্য হয়।

মহাষট্‌পলক ঘৃত।

মূর্চ্ছিত ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ—সচললবণ, সৈন্ধব, পঞ্চকোল, হবুষা, বচ, যমানী, যবক্ষার, হিং, জীরে, সাম্ভারীলবণ, কৃষ্ণজীরে ও যমানী প্রত্যেক ৪ তোলা, পাকার্থ—আদার রস, চুক্র, দুগ্ধ, দধিমস্ত, কাঁজি ও দশমূলের কাথ প্রত্যেক /৪ সের। চুক্রসন্ধান বিধি। যথা—একটী পরিষ্কার ভাণ্ডে গুড় /। পোয়া মধু /॥ সের, কাঁজি /১ সের ও দধিমস্ত /২ সের একত্র করিয়া মুখ আবৃতকরতঃ ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। তৎপর অম্লাস্বাদ হইলে ছাঁকিয়া লইবে।

কাঁজি সন্ধানবিধি। যথা—কুট্টিত আশুধান্য /২ সের জল ১৬ সের, খণ্ড খণ্ড কচিমূলা /। পোয়া। অম্লাস্বাদ না হওয়া পর্য্যন্ত কয়েকদিন মুখ ঢাকিয়া রাখিয়া, পশ্চাৎ ছাঁকিয়া লইবে। সাধারণ লোকে ৮ গুণ জলে ভাত ঢাকিয়া রাখিয়া, অম্লাস্বাদ হইলে ছাঁকিয়া লইয়া থাকেন এবং সেই জলকেই কাঁজি, অম্লজল বা "আমজল" নামে অভিহিত করেন। কাথার্থ—দশমূল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। প্রথমে আদাররস ও দশমূলেরকাথে পাক করিয়া পশ্চাৎ যথাক্রমে যথাবিধানে চুক্র, কাঁজি, দধিমস্ত ও দুগ্ধে পাক সমাধা করিবে। ইহার পরেও কেহ কেহ ১৬ সের জল দিয়া শেষ পাক করিয়া থাকেন। পুরাতন গ্রহণীতে জীর্ণজ্বর থাকিলে এই ঘৃত ব্যবহার্য্য। ইহাতে আমানুবন্ধ নিবারিত হয়।

কল্যাণবটী বা কল্যাণগুড় বা কল্যাণলেহ।

তিল তৈল /১ সের, তেউড়ীমূল চূর্ণ /১ সের, একত্রে ঈষৎ ভর্জিত করিয়া তন্মধ্যে /৬ সের ইক্ষুগুড় দ্বারা আলোড়িত ১২ সের আমলকীর কাথদিয়া পাক করিয়া লেহবৎ হইলে পিপুলমূল, জিরে, চই, ত্রিকটু, গজপিপুল, হবুষা, যমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, ত্রিফলা, যমানী, আমলকী, চিতেমূল ও ধনে প্রত্যেক ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপ মিশাইয়া শীতল হইলে, তন্মধ্যে দারুচিনি, এলাচি ও তেজপাত্র চূর্ণ প্রত্যেক ৮ তোলা মিশাইবে। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান—ছাগদুগ্ধ বা মধু। ইহা সর্ব্ববিধ পুরাতন গ্রহণীর বিশেষতঃ সংগ্রহগ্রহণীর মহৌষধ। ইহাকে বটী করিলে কল্যাণবটী এবং লেহবৎ রাখিলে কল্যাণলেহ বলে। এই ঔষধ উদররোগে ব্যবহৃত হইতে পারে।

রসপর্পটী।

গব্যঘৃতাক্ত লৌহদর্ব্বীতে (লোহার হাতায়) অতি মসৃণ কজ্জলী, কুলকাষ্ঠের কয়লার অগ্নিতে দ্রবীভূত করিয়া, সদ্যোগোময়ের উপরি নিপাতিত বিচেকলার কচিপাতায় ঢালিয়া অন্য একখানি কদলী পত্রে গোময়পিণ্ড রাখিয়া পোটলা করতঃ উহার উপরে চাপদিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিবে। একখানি লৌহদণ্ড দ্বারা কজ্জলী সঞ্চালিত করিতে থাকিবে এবং যখন পিণ্ডাকার হইবে তখন কদলীপাতায় ঢালিয়া চাপ দিতে হইবে। পিণ্ডাকার না হইলে পর্পটী হইবে না। বিচেকলারপাতা, গব্যঘৃত ও সদ্যোগোময়ের ব্যতিক্রম ঘটিলে অনেক সময়

পর্প টী প্রস্তুত হয় না। কাঠাগ্নে দ্রবীভূত করিয়া পর্প টী করিলে গুণের হ্রাস হয়। কজ্জলী, নুতন বা সুমসৃণ না হইলে ও পর্প টী হইবে না। ইহার মাত্রা ২ রতি। এই ঔষধ প্রাতঃকালে (অর্দ্ধপ্রহরের মধ্যে) ব্যবহার্য্য। অনুপান—গ্রহণী বা অতিসারে, দুগ্ধ বা মুস্তারস এবং শোথে বেলশাকারস। এই ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধান্ন পথ্য এবং লবণ ও জল সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। পিপাসায় দুগ্ধ এবং অসহ্য পিপাসায় অল্পপরিমাণ ডাবের জল পান করিতে দিবে। লবণ ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইলে মাণকচুররসে সৈন্ধব সিদ্ধ ও শুষ্ক করিয়া অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিবে। এই ঔষধ ব্যবহার কালে ক্ষুধার বেগ সহ্য করা নিষিদ্ধ, সুতরাং ক্ষুধা বোধ করিলে দুগ্ধ বা দুগ্ধান্ন খাইতে দিবে। দুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ মিশ্রিচূর্ণ ব্যবহার করা যায়। পীড়ার নিবৃত্তি হইলেও ক্রমশঃ জলপান সহ্য করান শ্রেয়স্কর। হঠাৎ অধিক শীতলজল সেবনে পুনঃ শোথ হইবার সম্ভাবনা থাকে। যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, তাহা শোথে অবশ্য পালনীয়। এই ঔষধ ব্যবহার কালে দুগ্ধ সেবন না করিলে শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে ও অবসাদপ্রাপ্ত হয়। ইহা সেবনকালে বিদাহিদ্রব্য, কলা, মূলক, সর্ষপতৈল, মৎস্য, জলচপ্রাণী ও পক্ষীর মাংস ভক্ষণ এবং স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ। বাতশ্লেষ্মপ্রধান গ্রহণীতে, ঘৃত ও মধু সহ ঔষধ লেহন করিয়া হিং, জীরে ও ত্রিকটুচূর্ণ তক্রসহ পান করিবে। গ্রহণীতে গরম জল শীতল করিয়া অল্পমাত্রায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। যথাযথরূপে পর্প টী প্রস্তুত হইলে, উহা ময়ূর পুচ্ছের ন্যায় চাক্‌চিক্যশালী দৃষ্ট হয়।

পঞ্চানন পর্প টী।

গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা ও তাম্র ৷৹ তোলা; কজ্জলীর সহিত এই সকল উত্তমরূপে মাড়িয়া পূর্ব্ববৎ পর্প টী করিবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু। অন্যান্য অনুপানেও এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

পঞ্চামৃতপর্প টী।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, লৌহ ৷৹ তোলা, কড়িভস্ম ।৹ সিকি, অভ্র ।৹ সিকি মণ্ডুর ৵৹ আনা। এই সকল দ্বারা যথাবিধি পর্প টী করিবে।

স্বর্ণপর্প টী।

পারদ ৮ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা উত্তমরূপ মর্দ্দনাস্তে একীভূত হইলে, তাহাতে ৮ তোলা গন্ধক মিশাইয়া কজ্জলী করতঃ পূর্ব্ববৎ পাক করিবে।

নায়িকাচূর্ণ।

পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১৷৹ তোলা, (অর্থাৎ মিলিত ৭৷৹ তোলা) ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ ৷৹ তোলা, সিদ্ধিপত্রচূর্ণ ১৷৹ তোলা। মাত্রা ৵৹ আনা। অনুপান—কাঁজি।

গ্রহণীশার্দ্দুলচূর্ণ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হিং পঞ্চলবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, বচ, মুতা, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতেমূল, যমানী, বনযমানী, গজপিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, গুগ্গুল (ভূণ) এবং সর্ব্বচূর্ণসম সিদ্ধিচূর্ণ। মাত্রা /০ আনা হইতে ৵০ আনা। অনুপান—আতপতণ্ডুলোদক।

জীরকাদি চূর্ণ।

জীরে, সোহাগার খৈ, মুতা, আকনাদি, বেলশুঁঠ, ধনে, লাগা, শুল্‌ফা, দাড়িমেরখোসা, কুটজছাল, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, ত্রিকটু, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, মোচরস, উল্লেখ অভ্র, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ, জায়ফল সর্ব্বচূর্ণসম। মাত্রা /০ আনা। অনুপান—আতপতণ্ডুলোদক। ইহা আমাতিসার ও আমগ্রহণীতে বিশেষ ফলদায়ক।

মেথীমোদক।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, জীরে, কৃষ্ণজীরে, ধনে, কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, তালীশপত্র, নাগকেশর, তেজপাত, দারুচিনি, এলাচি, জায়ফল, জাতিফুল, জৈত্রী, লবঙ্গ, মুরামাংসী, কর্পূর ও রক্তচন্দন প্রত্যেক সমভাগ, মেথীচূর্ণ সর্ব্বসম। পুরাতন ইক্ষুগুড় এই সমস্ত জিনীসের দ্বিগুণ লইয়া যথাবিধি পাক করতঃ ঘৃত দ্বারা মাড়িয়া মোদক করিবে। এই ঔষধ ।০ তোলা মাত্রায় মধুসহ সেব্য।

কামেশ্বরমোদক।

আমলকী, সৈন্ধব, কুড়, কট্‌ফল, পিপুল, শুঁঠ, যমানী, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরে, কৃষ্ণজীরে, ধনে শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, দারুচিনি, তেজপাত, এলাচি, মরিচ, হরীতকী ও বহেড়া, প্রত্যেক সমভাগ। ঘৃতে ঈষৎ ভর্জিত বীজসহ সিদ্ধিচূর্ণ সর্ব্বসম এবং সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। ঘৃতভর্জিত তিলচূর্ণ ও কর্পূর মোদকের সহিত মিশাইয়া রাখিবে। তিল ও কর্পূরের পরিমাণ প্রত্যেক কোনও একটি দ্রব্যের সমান। ঔষধ ব্যবহার করিবার সময় মধু ও ঘৃত মাড়িয়া লইবে। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ। এই মোদক শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে ব্যবহার করাইবে না। ইহা বলের উত্তেজক এবং গ্রহণীতে বিশেষ ফলপ্রদ।

মুস্তাদ্য মোদক।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতেমূল, লবঙ্গ, জীরে, কৃষ্ণজীরে, যমানী, বনযমানী, মৌরী, শুল্‌ফা, পান, শতমূলী, ধনে, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাতা, নাগকেশর, বংশলোচন, মেথী, জায়ফল প্রত্যেক ২ তোলা, মুতা ৪৮ তোলা, চিনি সর্ব্বদ্বিগুণ। মাত্রা—বালকের পক্ষে ৵০ আনা। অনুপান—ছাগদুগ্ধ বা আতপতণ্ডুলোদক। ইহা বৃদ্ধ, গর্ভিণী ও বালকের পক্ষে বিশেষ উপকারী। আম, গ্রহণী ও বিসূচিকাতে ইহা ফলদায়ক।

বৃহৎ জীরকাদি মোদক।

জীরে, কৃষ্ণজীরে, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ত্রিফলা, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচি, নাগকেশর, বংশলোচন, লবঙ্গ, শৈলজ, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জৈত্রী, জায়ফল, যষ্টিমধু, মৌরী, কটামাংসী, মুতা, সচললবণ, শটী, ধনে, বৃহদারকবীজ, মুরামাংসী, কিস্‌মিস্‌, নখী, তালকা, পদ্মকাষ্ঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, বালুকা, সৈন্ধব, গজপিপুল, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, কুন্দুরুখোটী, প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ প্রত্যেক ২ ভাগ, ভৃষ্টজীরকচূর্ণ সর্ব্বসম এবং চিনি সর্ব্বদ্বিগুণ। পাকান্তে ঘৃত ও মধু দ্বারা নাড়িয়া মোদকাকার করিবে। মাত্রা ।০ তোলা। অনুপান—গোদুগ্ধ ও চিনি।

পীযূষবল্লীরস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন, সোহাগা, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুতা, আকনাদি, জীরে, ধনে, বরাক্রান্তা, আতৈষ, লোধ, কুটজছাল, ইন্দ্রযব, দারুচিনি, শুঁঠ, বিষছাল, জায়ফল, ধুতুরাবীজ, দাড়িমছাল, বরাক্রান্তা, ধাইফুল ও কুড় প্রত্যেক ।০ তোলা; কেশরাজ রসে ভাবনা দিয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করতঃ ৩ রতি বটী করিবে। অনুপান—পোড়াবেল ও ইক্ষুগুড়। ইহাতে আমাতিসার, রক্তাতিসার ও গ্রহণী আরোগ্য হয়।

গ্রহণী শার্দ্দূল বটী।

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরে, কুড়, সোহাগা, বিটলবণ, দারুচিনি, এলাচি, শোধিত ধুতুরাবীজ ও অহিফেন প্রত্যেক সমভাগ; গন্ধভাদালিয়ার স্বরসে মর্দ্দনান্তে ২ রতি বটী করিবে। অনুপান মুতারস, গন্ধভাদালিয়ার রস ইত্যাদি।

গ্রহণী কপাটরস।

রৌপ্য, মুক্তা, স্বর্ণ, লৌহ, প্রত্যেক ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, পারদ ৩ ভাগ. কপিত্থপত্র রসে (কয়েদবেলের পাতার রসে) গাঢ় মর্দ্দনান্তে মৃগশৃঙ্গাভ্যন্তরে স্থাপিত করিয়া মধ্যপুটে পাক করিবে। অনন্তর, বেড়লার রসে ৭ বার এবং আপাং, লোধ, আতৈষ, মুতা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব ও তালক ইহাদের যথাসম্ভব স্বরস বা কাথে ক্রমান্বয়ে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—মরিচ চূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ মহাগন্ধক।

স্বর্ণ, রৌপ্য, অভ্র, জায়ফল, লবঙ্গ, নিমপাতা, জৈত্রী, লৌহ, প্রত্যেক একভাগ, রসপর্পটী ২ ভাগ, নিমপাতার রসে উত্তম রূপে খল করিয়া ঝিনুকে পুটপাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—ছাগদুগ্ধ। ইহাতে বালকের গ্রহণী, অতিসার, ক্রিমি ও জ্বর প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

সংগ্রহ গ্রহণী কপাটরস।

মুক্তা, স্বর্ণ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, অভ্র, কড়িভস্ম, বিষ প্রত্যেক সমভাগ, শঙ্খভস্ম সর্ব্বসম, আতৈষের কাথে ভাবনা দিয়া পিণ্ডাকার করিবে। পশ্চাৎ দগ্ধবস্ত্রখণ্ড দ্বারা বেষ্টন

করতঃ মুষা মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধানে ঘুঁটের আগুনে দুই প্রহরকাল গজপুটে পাক করিবে এবং শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া ধুতুরা, চিতে ও তালমূলীরসে ভাবনা দিয়া দুই রতি বটী করিবে। অনুপান বাতাধিক্যে—ঘৃত ও মরিচ, পিত্তাধিক্যে—পিপুল ও মধু, কফাধিক্যে—নিশিন্দাপত্ররস বা ত্রিকটুচূর্ণ ও ঘৃত। ইহা জ্বর ও অমযুক্তঅতিসার ও গ্রহণীতে বিশেষ ফলপ্রদ।

মহারাজ নৃপবল্লভ।

স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, রৌপ্য, স্বর্ণ, পিপুলমূল, যমানী, দারুচিনি, তামা, শুঁঠ, সোহাগা, সৈন্ধব, বালা, মুতা, ধনে, গন্ধক, পারদ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কর্পূর প্রত্যেক ১ মাষা (৶০ আনা), হিং ২ মাষা মরিচ ৪ মাষা, জায়ফল, তৈজ্রী, লবঙ্গ, তেজপাত প্রত্যেক ১ তোলা মাঞ্জিষ্ঠ ॥০ তোলা, বিড়ঙ্গ ॥০ তোলা বিষ ২ মাষা, ছোটএলাচির দানা ১২৶০ বারতোলা ছয় আনা, বিটলবণ ৪ তোলা। ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ গ্রহণী অধিকারে দৃষ্টফল।

দশমূল গুড়

দশমূল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথে, পুরাতন ইক্ষুগুড় ১২॥ সের ও আদারস ৪ চারিসের মিশ্রিত করিয়া পাক, করতঃ লেহবৎ ঘন হইলে পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, হিং, জেলারমুটা, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতেমূল, চই ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল পরিমাণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপ আলোড়ন করতঃ নামাইয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ।০ তোলা। ইহা পুরাতন গ্রহণীর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

তক্রারিষ্ট।

ঘোল /৮ সের, তন্মধ্যে, পিষ্টআমলকী, যমানী, হরীতকী ও মরিচ, প্রত্যেক ৩ পল, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১পল মিশ্রিত করিয়া ৪।৫ দিন রাখিবে। তদনন্তর বস্ত্রপূত করিয়া এক ছটাক মাত্রায় সেব্য।

আয়াম কাঞ্জিক

চতুর্দ্দশগুণ জলসাধিত নিস্তুষ যবমণ্ড /৮ সের, যবশক্তু (যবেরছাতু) /৮ সের, মধ্যবিধ মূলকখণ্ড /৮ সের, (৬৪ টা) জল ৬৪ সের। প্রক্ষেপ্যবস্তু। যথা—যবক্ষার, সাচিক্ষার, তুম্বুরু, বনযমানী, ধনে, ত্রিলবণ, হিং, বংশলোচন ও চই প্রত্যেক ২ পল পিপুল, জীরে, কৃষ্ণজীরে, কৃষ্ণকৃষ্ণজীরে, রাইসর্ষপ ও চিতেমূল প্রত্যেক ১ পল, মৃন্ময় কলসী মধ্যে ১৫ দিবস রাখিয়া, ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ২ তোলা হইতে এক ছটাক। যাম অর্থাৎ ১ প্রহর সময়ের মধ্যে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে বলিয়া, ইহার নাম আয়ামকাঞ্জিক। ইহা অগ্নিপাচক, শূলবেদনা ও আধ্মাননাশক।

কঙ্কটাবলেহ

কঙ্কটপত্র (কেঁচড়া পাতা) /১ সের তালমূলী /১ সের, জল ১৬ সের শেষ /৪ সের। এই কাথে চিনি /১ সের মিশাইয়া পাক করিবে এবং চতুর্থাংশ থাকিতে বরাক্রান্তা

ধাইফুল, আকনাদি, বেলশুঁঠ, মুথা, পিপুল, সিদ্ধিপত্র, আতৈষ, যবক্ষার, সচললবণ, রসাঞ্জন ও মোচরস প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ নামাইবে। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান—মধু বা ছাগদুগ্ধ।

শোথ ও জ্বরযুক্ত গ্রহণীতে—দুগ্ধবটী।

পারদ, গন্ধক, বিষ, লৌহ, অভ্র, তাম্র, হরিতাল, হিঙ্গুল, সিন্ধুলবণ ও অহিফেন, প্রত্যেক সমভাগ, দুগ্ধদ্বারা মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে। অনুপান—দুগ্ধ। পথ্য—দুগ্ধান্ন। পিপাসায় দুগ্ধপান করিবে। ইহাতে লবণ ও জল বর্জ্জনীয়। ইহার অন্যান্য নিয়ম রসপর্প্পটি ন্যায়।

লালগুড়া

স্বর্ণসিন্দুর ১ তোলা, উৎকৃষ্ট বংশলোচন ১ তোলা; মাত্রা ৪ রতি। অনুপান—দুগ্ধ। পথ্যাদি রসপর্প্পটীর ন্যায়।

লালবটী

স্বর্ণসিন্দুর ॥০ তোলা, বংশলোচন ৵০ আনা, সোহাগার খই ৵০ আনা, অহিফেন ৵০ আনা দুগ্ধ দ্বারা মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—দুগ্ধ। পথ্যাদি রসপর্প্পটির ন্যায়। ইহা উদর রোগেও ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধ বা দুগ্ধবটী ব্যবহার কালে নিতান্ত আবশ্যক হইলে সৈন্ধব, কেশরাজরসে সিদ্ধ ও ভর্জিত করিয়া এবং জল অর্দ্ধশৃত করিয়া বা মুরামাংসীসাধিত করিয়া অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিবে।

অপর দুগ্ধবটী

বিষ ৫০ আনা, অহিফেন ৫০ আনা, লৌহ ৵০ আনা, অভ্র সর্ব্বসম; দুগ্ধ দ্বারা মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—দুগ্ধ। পথ্যাদি—রসপর্প্পটীর ন্যায়।

বিল্বতৈল

মূর্চ্ছিত তৈল /৪ সের, কাথার্থ—বেলশুঁঠ /৬। সের, দশমূল /৬। সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, আদারস /৪ সের কাঁজি /৪ সের দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—ধাইফুল, বেলশুঁঠ, কুড়, শটী, রাস্না, পুনর্ণবা, ত্রিকটু, পিপুলমূল, চিতেমূল, গজপিপুল, দেবদারু, বচ, কুড়, মোচরস, কটকী, তেজপাত, বনযমানী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী ঋদ্ধি, বৃদ্ধি প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহার অভ্যঙ্গে পুরাতন গ্রহণী বিশেষতঃ সূতিকাশ্রিতগ্রহণী সত্বর নিবারিত হয়।

দাড়িম্বাদ্য তৈল

মূর্চ্ছিত তিল তৈল ১৬ সের, কাথার্থ দাড়িমের খোসা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এইরূপ বালা, ধনে, কুটজছালের পৃথক২ কাথ করিবে। ঘোল ১৬ সের, কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, চই, জীরে, সৈন্ধব, দারুচিনি, তেজপাত, এলাচি, নাগকেশর, মৌরী, জটামাংসী, লবঙ্গ, তেউড়ী, জায়ফল, ধনে, যমানী বনযমানী, বালা, কাঁচড়াপাতা,

আতৈষ, থানকুনি, (থুলকুড়ি) সালিফলপাতা, বৃহতী, কণ্টকারী, আমছাল, জামছাল, শালপাণি, চাকুলে, বরাক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শতমূলী, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, মোচরস, তালমূলী, কুটজছাল, বেড়েলা, গোক্ষুর, লোধ, আকনাদি, খদিরকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, শিমুলছাল প্রত্যেক ৪ পল তণ্ডুলজলে পেষণ করিয়া তৈলে দিবে। ইহার অভ্যাসে প্রমেহ, অর্শঃ ও গ্রহণী আরোগ্য হয়। একবারে ১৬ সের প্রস্তুত করিতে অসুবিধা হইলে /৪ সের প্রস্তুত করিবে, কিন্তু তাহাতে গুণের কিছু লাঘব হইয়া থাকে।

মধ্বরিষ্ট।

মধু ১৬ সের, শীতলজল ১৬ সের, সন্ধানার্থ—বিড়ঙ্গ /১ পোয়া, পিপুল /॥ সের, বংশলোচন /৵ পোয়া, নাগকেশর, মরিচ, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, শটী, সুপারি, আতৈষ, মুথা, রেণুক, এলবালুক, চই, পিপুলমূল, রক্তচিতে মূল প্রত্যেক ২ তোলা। ১ মাস পরে ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ২ তোলা হইতে এক ছটাক।

গ্রহণীবজ্রক্ষার।

পিপুল, পিপুলমূল, আকনাদি, চই, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, চিতেমূল, আতৈষ, হিং, গোক্ষুর, কটকী, বচ প্রত্যেক ২ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ৮ তোলা; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া /৮ সের দধি, /॥ সের ঘৃত ও /॥ সের তৈলে যথাবিধি পাক করিয়া শুষ্ক করিবে। তদনন্তর অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। ইহার মাত্রা ।০ এক সিকি। অনুপান—ঘৃত ॥০ অর্দ্ধ তোলা। ইহা বিসূচীবিষ ও সংযোগজ বিষনাশক। ঔষধ জীর্ণ হইলে, মধুরদ্রব্য আহার করিবে। ইহা বাতশ্লেষ্মপ্রধান পুরাতন গ্রহণীর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গ্রহণীমিহির তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ সের, কাথার্থ কুটজছাল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এইরূপে ধনের ১৬ সের কাথে এবং ১৬ সের ঘোলে তৈল পাক করিবে। কল্কার্থ—ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাক্রান্তা, আতৈষ, হরীতকী, মরিচ, বালা, শালিঞ্চ, হরেণু, বাবলা, নাগেশ্বর, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, প্রিয়ঙ্গু, কটকী, পদ্মকেশর, ভদ্রপাতিকা, শরমূল, জম্বুবাল, কেশরাজ, পুনর্ণবা, আমছাল, জামছাল ও কদম্বছাল প্রত্যেক ২ তোলা; শেষ পাকার্থ জল ১৬ সের।

পথ্যাপথ্য—ইহার পথ্যাপথ্য অতিসারের ন্যায়। ইহাতে পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়, সুতরাং এই ব্যাধিতে সুপাচ্য লঘু অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিবে।

অথ অর্শোরোগ চিকিৎসা

অর্শোরোগ অত্যন্ত কঠিন। ইহা অষ্টবিধ মহাব্যাধির অন্তর্গত। "বাতব্যাধিঃ প্রমেহশ্চ কুষ্ঠমর্শোভগন্দরঃ, অশ্মরী মূঢ়গর্ভশ্চ তথৈবোদরমষ্টমং। অষ্টাবেতে প্রকৃত্যৈব দুশ্চিকিৎস্যা মহাগদাঃ, প্রাণমাংসক্ষয়শ্বাসতৃষ্ণাশোথবমিজ্বরৈঃ।" অর্থাৎ বাতব্যাধি, প্রমেহ, কুষ্ঠ,

অর্শঃ, ভগন্দর, অশ্মরী, মূঢ়গর্ভ ও উদররোগ এই ৮টীকে মহাব্যাধি বলে। ইহারা স্বভাবতই কষ্টসাধ্য। বলক্ষয়, মাংসক্ষয়, শ্বাস, পিপাসা, শোথ, বমি ও জ্বর এই সকল উপসর্গ থাকিলে মহাব্যাধি অসাধ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। এই রোগ অরির ন্যায় ক্রমশঃ জীবন নষ্ট করে বলিয়া ইহাকে অর্শোরোগ বলে। অতিসার গ্রহণী ও অর্শঃ ইহারা পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ যেরূপ অতিসারগ্রহণীতে পরিণামে অর্শোরোগ উৎপন্ন হইতে পারে, তদ্রূপ অর্শোরোগেও পরিণামে অতিসারগ্রহণী হইতে পারে। এজন্য অতিসার ও গ্রহণীর পর অর্শোরোগ চিকিৎসা গ্রন্থান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে। অর্শোরোগ ২ প্রকার. যথা—রক্তার্শঃ। ও শুষ্কার্শঃ। গুহ্যনাড়ীর অবয়বভূত শঙ্খাবর্ত্তনিভ প্রবাহণী, বিসর্জ্জনী ও সম্বরণী নামক যে তিনটী "বলি" গুহ্যনাড়ীতে উপর্য্যুপরি অবস্থিত আছে, তাহার কোনও বলিতে মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইলেই তাহাকে অর্শ বলে। প্রথম বলিতে অর্শঃ হইলে তাহা সাধ্য, দ্বিতীয় বলিতে কষ্টসাধ্য এবং তৃতীয় বলিতে অসাধ্য হইয়া থাকে। এই ব্যাধি পুরুষানুক্রমে অনুবর্ত্তিত হইলে, তাহাকে কুলজ অর্শঃ কহে। কুলজঅর্শঃ অসাধ্য। মলাশাপহেতু যে সকল অর্শঃ হঠাৎ উৎপন্ন হয় তাহা প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না। গুহ্যনাড়ী ব্যতীত নাসিকা, শিশ্ন, নাভি, ওষ্ঠ এবং কর্ণে যে অর্শঃ উৎপন্ন হয় তাহা গৌণার্শঃ এবং তত্তৎ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চরকের মতে উহা অধিমাংসের অন্তর্গত। ফলতঃ উহাদের চিকিৎসা উভয়প্রণালী অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়।

অথ রক্তার্শের চিকিৎসা।

ইহার চিকিৎসা, অধোগত রক্তপিত্তের ন্যায়। অতিসারের কুটজাষ্টক রক্তার্শের মহৌষধ। ইহার রক্তস্রাব হঠাৎ বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু তাই বলিয়া বিশুদ্ধ রক্তস্রাবও উপেক্ষণীয় নহে। দুষ্ট রক্তস্রাব নিবারণার্থ অর্শরক্তহরবটী সেবনীয়। দুষ্টরক্ত বদ্ধ করিলে শূল, আনাহ ও রক্তগতরোগ (বীসর্পাদি) উৎপন্ন হইতে পারে। আমরুল, নাগকেশর ও উৎপলসাধিত লাজপেয়া পান করিলে, রক্তস্রাব নিবারিত হয়। বেড়েলামূল ও চাকুলেসাধিত লাজপেয়াও তদ্রূপ উপকারী। ইহা রক্তার্শের সুপথ্য। রক্তার্শঃ আমানুবন্ধ হইলে, কুটজছালের কাথে বা বেলশুঁঠের কাথে /০ আনা শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। "বলিতে" ঘোষামূলের প্রলেপ দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয় এবং বলিও ক্রমশঃ নিপতিত হইয়া থাকে। আমানুবন্ধ রক্তার্শে যমানীতৈলের প্রলেপ ফলপ্রদ। ইহা শুষ্কার্শেও ব্যবহৃত হইতে পারে। ঘোষালতার কাথ দ্বারা শৌচক্রিয়া বা বলিপ্রক্ষালন করা অর্শোরোগীর পক্ষে পরম হিতকর।

নবনীত ও নিস্তুষকৃষ্ণতিলবাটা সেবন করিলে বাতানুবন্ধ রক্তার্শঃ প্রশমিত হয়। নাগকেশরচূর্ণ নবনীত ও চিনি উত্তমরূপ মাড়িয়া সেবন করিলে সর্ব্ববিধ রক্তার্শঃ নষ্ট হয়। পুরাতন অর্শে, দধিসরোৎপন্ন তক্র সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। রক্তার্শে ছাগদুগ্ধ এবং ছাগঘৃত সমধিক উপকারী। কৌটজলেহ

এবং জীর্ণরক্তার্শে সুনিষণ্ণকচাঙ্গেরীঘৃত প্রয়োগ করিবে। রক্তবিকৃতির আধিক্য থাকিলে, [illegible] ক্রিয়া করিবে। ইহার প্রলেপ গুহ্যবলিতে প্রযোজ্য। এই ঔষধ ছাগদুগ্ধসহ পান করিয়া, ঔষধ জীর্ণান্তে দুগ্ধশাল্যন্ন ভোজন করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। অন্য যে প্রকার মুস্তা ও ক্ষেত্রপর্পটীর কষায়, অতিসার গ্রহণীতে যেরূপ কুটজ, অর্শেও তদ্রূপ ভল্লাতক শ্রেষ্ঠ। ভল্লাতক উভয়বিধ অর্শেই প্রশস্ত। উহা শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। অর্শঃ বহির্বলিগত হইলে, উহার ছেদনার্থ ক্ষারসূত্র ব্যবহার করিবে। ইহাদ্বারা "অর্শোবলি" বাঁধিয়া রাখিলে উহা ক্রমে ছিন্ন হয়। অর্শের অঙ্কুর ছিন্ন হইলে, যদি তথায় ক্ষত হয় তবে কলিচূর্ণ, নারিকেল তৈল ও কদলীপত্র রস একত্র মর্দন করিয়া লাগাইবে। অথবা পুরাতনঘৃত শতধৌতকরতঃ শ্বেতধুপসহ মর্দন করিয়া প্রলেপ দিবে। অর্শের অঙ্কুর দুর্গন্ধ হইলে, শোধনার্থ ত্রিফলার ক্বাথে গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। [illegible] গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। অর্শঃ রোগে অগ্নিমান্দ্য এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে, অর্শঃ সত্বর আরোগ্য হয় না। অতএব কোষ্ঠ পরিষ্কারার্থ পিত্তরেচক বিরেচনদ্রব্য বা ঔষধ সেবন করিবে। [illegible] রোগীকে ঈষদুষ্ণজলপূর্ণ "টবে" কিছুক্ষণ বসাইয়া [illegible] করাইবে। অগ্নিমুখলৌহ ও ভল্লাতকলৌহ সর্বপ্রকার অর্শেই প্রশস্ত হয়। আমাদের 'বঙ্গসেনে' অগ্নিমুখলৌহ [illegible] ভল্লাতকলৌহ যথাযথরূপ প্রস্তুত হইলে, [illegible] নামে যে ঔষধ শাস্ত্রে লিখিত আছে, উহার [illegible] রক্তার্শের উপযুক্ত বিবেচনা হওয়ায় নিম্নে লিখিত হইল। [illegible] অর্শঃ নষ্ট হয়। [illegible] ভল্লাতক ব্যবহার করিবে। দন্ত্যরিষ্ট সেবনে বায়ুর অনুলোম [illegible] হয়। সুতরাং সর্বপ্রকার অর্শেই উহা ব্যবহার করা যায়। [illegible] পঞ্চাননবটী ও [illegible]রস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। [illegible] গুড়ূচ্যাদিলৌহের ন্যায় অর্শের ব্যাধিপ্রতীক ঔষধ বলিয়া [illegible] উপকারী। অর্শোরোগে প্রাণদাবটী অদ্বিতীয় ঔষধ। [illegible] রক্তার্শে বিশেষ ফলপ্রদ। এই ঔষধ অর্শোরোগে [illegible]।

কুটজলেহ

কুটজ ছাল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের, ছাঁকিয়া পুনঃ পাক দ্বারা [illegible] হইলে ভল্লাতক (অভাবে রক্তচন্দন), বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, রক্তচিতে, ইন্দ্রযব, বচ, আতইচ ও বেলশুঁঠ প্রত্যেক ৮ তোলা, ইক্ষুগুড় /৩২ সের, ঘৃত /২ সের মিশাইয়া

নামাইবে। পরে, শীতল হইলে মধু /৪ সের মিশাইয়া রাখিবে। প্রথমতঃ লেহমধ্যে ঘৃত তৎপশ্চাৎ গুড় মিশাইয়া, পরে চূর্ণ মিশাইতে হয়। অনুপান ঘোল, দুগ্ধ বা শীতলজল। মাত্রা ১ তোলা। ইহাতে নানাবিধ রক্তার্শঃ, অতিসার ও গ্রহণী আরোগ্য হয়।

কুটজরসক্রিয়া

কাঁচা কুটজছাল ১২॥ সের, আন্তরীক্ষ জল (বৃষ্টির জল) ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিবে। তন্মধ্যে চূর্ণীকৃত মোচরস ৩ পল, প্রিয়ঙ্গু ৩ পল, বরাক্রান্তা ৩ পল ও ইন্দ্রযব ৯ পল প্রক্ষেপ দিবে। তৎপর, দর্ব্বীপ্রলেপবৎ গাঢ় হইলে উহা নামাইয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাতে রক্তার্শঃ, অতিসার এবং ঊর্দ্ধভাগরক্তপিত্ত আরোগ্য হয়।

সুনিষণ্ণক চাঙ্গেরী ঘৃত

ঘৃত /৪ সের ক্বাথার্থ—অবাক্‌পুষ্পী (চোরপুষ্পী), বেড়েলামূল, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, গোক্ষুর, বটশুঙ্গা, অশ্বত্থশুঙ্গা ও যজ্ঞডুমুরের শুঙ্গা প্রত্যেক ২ পল, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, সুষুণি শাকের রস /৪ সের, আমরুলীর রস /৪ সের, কল্কার্থ—জীবন্তী, কটকী, পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, দেবদারু, ইন্দ্রযব, শিমূলফুল, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, রসাঞ্জন, কট্‌ফল, চিতেমূল, মুতা, আতইচ, প্রিয়ঙ্গু, শালপাণি, পদ্মকেশর, উৎপলকেশর, বরাক্রান্তা, কণ্টকারী, বেলশুঁঠ, মোচরস ও আকনাদিপাতা প্রত্যেক ২ তোলা। ইহাদ্বারা অর্শঃ, অতিসার, প্রবাহিকা, গুহ্যভ্রংশ, গুদগতশোথ ও শূল প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

ক্ষারসূত্র

হরিদ্রাচূর্ণমিশ্রিত মনসানির্য্যাস দ্বারা সপ্তাহকালভাবিত দৃঢ়সূত্রই "ক্ষারসূত্র"।

অগ্নিমুখ লৌহ

তেউড়ীমূল, চিতেমূল, নিসিন্দামূল, মনসামূল, মুণ্ডিরীমূল ও ভূম্যামলকী প্রত্যেক ১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিবে। পশ্চাৎ লেহবৎ হইলে, বিড়ঙ্গ ৩ পল, ত্রিকটু প্রত্যেক ৬ তোলা, ত্রিফলা মিলিত ৫ পল, শিলাজতু ১ পল, লৌহভস্ম ১২ পল, ঘৃত ২৪ পল। প্রথমতঃ ক্বাথ ঘনীভূত হইলে ঘৃত মিশাইবে, তৎপশ্চাৎ লৌহ ও শিলাজতু মিশ্রিত করিয়া চূর্ণসমষ্টি ও ১২ পল চিনি মিশাইবে এবং গাঢ় লেহবৎ হইলে রাত্রিপর্য্যুষিত করিয়া পরদিন ১২ পল মধু মিশাইয়া রাখিবে। মাত্রা ।০ সিকি। অনুপান—গব্যদুগ্ধ। এই ঔষধ সেবন কালে কাঁকুড়, বংশাঙ্কুর ও যাবতীয় ক্ষারাদি দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। এই ঔষধ সেবন কালে অপথ্য ব্যবহার করিলে বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

ভল্লাতক লৌহ

চিতেমূল, ত্রিফলা, মুতা, পিপুলমূল, চই, শুলফা, গজপিপুল, আপাং, থানকুনি ও তুলসী প্রত্যেক ৪ পল, শোধিতভল্লাতকবীজ ২০০০ দুই হাজার, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; লৌহপাত্রে পাক করিয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাকে চাপাইবে। পরে,

উহাতে ঘৃত /১ সের, লৌহভস্ম /৬। সের মিশাইয়া পাক করিবে এবং লেহবৎ হইলে উহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতেমূল, সৈন্ধব, বিটলবণ, সাম্ভারীলবণ, সচললবণ ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল চূর্ণীকৃত করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। তৎপর বৃদ্ধদারকবীজ ৷৹ তোলা, তালমূলী ৷৹ তোলা, ওল /১ সের (ইহাদের চূর্ণ) মিশাইয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু /১ সের মিশাইয়া যথোপযুক্ত মাত্রায় (৷৹ তোলা) প্রাতঃকালীন ভোজনকালে দুগ্ধসহ পান করিবে। ইহাতে নানাবিধ অর্শঃ, গ্রহণী, ক্রিমি ও শূল নষ্ট হয় এবং শুক্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন। যদি রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং কোনও ঔষধ কার্য্যকারী না হয় তবে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখা সঙ্গত।

রসগুড়িকা।

শোধিত পারদ ।৹ এক সিকি, অভ্রভস্ম, বিড়ঙ্গ ও মরিচ প্রত্যেক ৵৹ আনা; প্রথমতঃ অভ্রের সহিত পারদ মিশ্রিত করিয়া তদনন্তর বিড়ঙ্গ ও মরিচ মিশাইবে। শালপাণপত্র রসে (বন পালঙের রসে) ৭ দিন খল করিয়া (ভাবনা দিয়া) ৪ রতি বটী করিবে। ইহা যথোপযুক্ত অনুপানে ব্যবহার্য্য।

১ম গুড়ভল্লাতক।

শোধিত ভল্লাতকবীজ ২০০০ হাজার, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিবে। পশ্চাৎ উহাতে গুড় ১২॥ সের, দ্বিধাকৃত শোধিত ভল্লাতকবীজ ৫০০ পাঁচশত নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে এবং লেহবৎ হইলে উহাতে ত্রিফলা, ত্রিকটু, যমানী, মুতা ও সৈন্ধব প্রত্যেক ২ তোলা এবং দারুচিনি, এলাচি, নাগকেশর ও তেজপাত চূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা মিশাইবে। মাত্রা—অবস্থানুসারে ক্রমশঃ ॥৹ তোলা পর্য্যন্ত। ইহা একছটাক দুগ্ধ সহ পান করিবে।

২য় গুড়ভল্লাতক।

দশমূল, শুণ্ঠী, বামুনহাটী, গোক্ষুর, চিতেমূল ও শটী প্রত্যেক ১ পল, শোধিত ভল্লাতকবীজ ১০০০ হাজার, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিবে। তাহাতে গুড় ১২॥ সের, এরণ্ড তৈল /॥ সের প্রক্ষেপ দিয়া লেহবৎ হইলে দারুচিনি, এলাচি ও মরিচ মিলিত /॥ সের প্রক্ষেপ দিয়া পূর্ব্বরূপ ব্যবহার করিবে।

দন্ত্যারিষ্ট।

দন্তীমূল, চিতেমূল, দশমূল প্রত্যেক ১ পল, জল ৬৪ সের; পাককালে হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার কুটিত নূতনপাত্রা প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণ নিক্ষেপ করিবে এবং ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে, /২॥ সের গুড় মিশ্রিত করিয়া ধাইফুল ও লোধ্রাদি লিপ্তযথা ঘৃতভাণ্ডে মুখ বন্ধ করিয়া ১৫ দিন রাখিবে। তৎপর উপযুক্ত (২।৩ তোলা) মাত্রায় ব্যবহার করিলে নানাবিধ অর্শঃ ও গ্রহণী নষ্ট হয়। সর্ব্বত্রই ধাইফুল ও লোধ্রাদিলিপ্তপাত্রে অরিষ্টাদির সন্ধান করা কর্ত্তব্য।

নিত্যোদিত রস।

পারদ, তাম্র, লৌহ, অভ্র, বিষ, গন্ধক প্রত্যেক ১ ভাগ, শোধিত ভল্লাতকবীজচূর্ণ সর্ব্বসম। ওল ও মাণের স্বরসে পৃথক্ ২ তিনবার ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অনুপান—ঘৃত। এই ঔষধে কেহ ২ পারদের স্থানে রসসিন্দুর গ্রহণ করেন। আমাদের মতে তাহা আনুলোমাহেতু যুক্তিযুক্ত। ভল্লাতকের অভাবে রক্তচন্দন গ্রাহ্নীয়; গ্রন্থান্তরে এই ঔষধ অগ্নিমুখভল্লাতক নামে অভিহিত হয়।

পঞ্চানন বটী।

রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, তাম্র, গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, শোধিত ভল্লাতক ৫ তোলা, ৮ তোলা বনওলের রসে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অনুপান—ঘৃত।

চক্রোখ্য রস

রসসিন্দুর, অভ্র, দক্ষতীরক, তাম্র, কাংস্য প্রত্যেক ১ ভাগ, গন্ধক ৫ ভাগ, ভল্লাতক ১ ভাগ, ভল্লাতকবীজের কাথে উত্তমরূপ মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—ঘৃত।

সাধ্য লৌহ।

পুরাতন মাণ, পুরাতন ওল, ভল্লাতকবীজ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতেমূল, মুতা, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহ সর্ব্বসম। ৴০ আনা মাত্রায় ঘৃত, মধু বা তক্র অনুপানে সেব্য। এই ঔষধের লৌহ অধিক পুটের হওয়া আবশ্যক।

অর্শরক্তহরবটি।

মকরধ্বজ ১ তোলা, বঙ্গ ৷৹ তোলা, যবক্ষার ৷৹ তোলা, কটিনটের রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—খর্জ্জুরের রস বা দুর্ব্বার রস ২ তোলা। ঔষধ সেবনকালে শাক, অম্ল, মৎস্যাদি বর্জ্জনীয়।

প্রাণদাবটী।

ত্রিফলা, ওল, রক্তোৎপলমূল, স্বর্ণমাক্ষিক, বচ, স্বর্ণ, লৌহ প্রত্যেক সমভাগ, রৌপ্য সর্ব্বতুল্য; নবনী দ্বারা পেষণ করতঃ কুটপ্রমাণ বটী করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। অনুপান—শীতলজল।

অথ শুষ্কার্শঃ চিকিৎসা

বহির্বলিগত শুষ্কার্শে প্রলেপাদিক্রিয়া তীক্ষ্ণ হওয়া আবশ্যক। শোধিত মনসাক্ষীর হরিদ্রাচূর্ণ যুক্ত করিয়া বলিতে প্রলেপ দিলে অর্শের অঙ্কুর শুষ্ক হইয়া নিপতিত হয়। এই প্রলেপ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; সুতরাং অসহিষ্ণু ব্যক্তির ব্যবহার্য্য নহে। ঘোষাফলের চূর্ণ বলিতে ঘর্ষণ করিলে অর্শের অঙ্কুর পতিত হয়। ফলবর্ত্তি ব্যবহার করিলেও বাহ্য অর্শের অঙ্কুর পতিত হয়।

অর্শে অতিসার হইলে, রক্তাতিসারের ন্যায় এবং কোষ্ঠবদ্ধ হইলে উদাবর্ত্তের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। বাতশ্লেষ্মার্শে যেহকোন তক্র এবং বাতপিত্তার্শে বা রক্তার্শে সদ্যোহ তক্র বিশেষ উপকারী। ইহাদ্বারা ক্রমশঃ অর্শোঙ্কুর বিলীন হইলে, পুনর্ব্বার

অঙ্কুর হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বাতশ্লেষ্মপ্রধান অর্শই শুষ্কার্শঃ নামে অভিহিত হয়; সুতরাং শুষ্কার্শে বাতশ্লেষ্মনাশক চিকিৎসা করা কর্তব্য। ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে যমানী ও বিড়লবণযুক্ত তক্র পান করিবে। রক্তচিতের মূল পেষণ করিয়া একটী নূতন কুম্ভের ভিতরে ভিলোৎসেধপরিমাণ (পাতলা) প্রলেপ দিয়া শুষ্ক করতঃ তাহাতে ঘোল বা দধি প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অর্শঃ নষ্ট হয়। ঘৃতভর্জ্জিত হরীতকী, তেউড়ী, দন্তীমূল ও পিপুল ইক্ষুগুড়যুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিলে অনুলোমনক্রিয়া এবং নিস্তুষ কৃষ্ণতিলচূর্ণ ও ভল্লাতকবীজ-চূর্ণ একত্রে ভক্ষণ করিলে অগ্নিবর্দ্ধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহা অর্শঃ ও কুষ্ঠনাশক। শুষ্কার্শে পঞ্চকোলচূর্ণমিশ্রিত ঘোল বিশেষ ফলপ্রদ। বজ্রশূরণকন্দ (বনওলের মূল) মৃত্তিকা লিপ্ত করিয়া পুটপাক বিধানে করীষাগ্নিতে পাক করতঃ তৈল ও লবণ সহ ভক্ষণ করিলে অর্শঃ নষ্ট হয়। এই পুটপক্কশূরণ অর্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্শে, শূরণ বলিলে সর্ব্বত্রই পুরাতন বজ্রওল এবং মাণ বলিলে, পুরাতন মাণ বুঝিতে হইবে। ঘোষাফলের ক্ষারোদক প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা বার্ত্তাকু সিদ্ধ করতঃ পশ্চাৎ উহা ঘৃতে ভৃষ্ট করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ গুড় সহ আকণ্ঠ (আকণ্ঠা) ভক্ষণ করিয়া ঘোল অনুপান করিলে ৭ দিনে সহজ অর্শঃ নষ্ট হয়।

ক্ষারোদক প্রস্তুতবিধি। যথা—দ্রব্য ভস্ম করিয়া ভস্মের ৬ গুণ জলে ২১ বার পরিস্রুত করিয়া লইলে তাহাকে ক্ষারজল বলে। নিস্তুষ কৃষ্ণতিল বাটা ১ পল ভক্ষণ করিয়া যথেষ্ট পরিমাণ শীতল জল পান করিলেও অর্শঃ নষ্ট হয় এবং দন্ত দৃঢ় ও শরীরের পুষ্টি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত "দন্ত্যরিষ্ট" ব্যবহারে অর্শের মন্দতা সম্পাদিত হয় এবং ক্রমশঃ উহা প্রশমিত হইয়া থাকে। শুষ্কার্শে প্রাণদাগুড়িকা, চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা, অগ্নিমুখ-লৌহ, বৃহৎ শূরণমোদক, ২য় ভল্লাতকগুড়, মাণাদিলৌহ এবং কাঙ্কায়ন-মোদক ব্যবহার করিবে। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাননবটী ও নিত্যোদিতরস শুষ্কার্শেও ফলপ্রদ। ইহাতে পিপ্পল্যাদ্য তৈল বা কাসিসাদ্য তৈল "বলিতে" মালিশ করিবে। চাঙ্গেরীঘৃত পান করিলে পুরাতন শুষ্কার্শঃ প্রশমিত হয়। শুষ্কার্শে ভল্লাতক এবং রক্তার্শে কুটজ ও রক্তচন্দন সমধিক ফলপ্রদ।

ফলবর্ত্তি। যথা—গুড় জল দ্বারা পাক করিয়া ঘোষাফল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পাক করতঃ বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা গুহ্যদ্বারে ধারণ করিবে।

প্রাণদাগুড়িকা

শুঁঠ ৩ পল, মরিচ ৪ পল, পিপুল ২ পল, চই ১ পল, তালীশপত্র ১ পল, নাগকেশর ৪ তোলা, পিপুলমূল ২ পল, তেজপাতা ১ তোলা, ছোট এলাচি ২ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, বেণামূল ১ তোলা, পুরাতন ইক্ষুগুড় ১৷৷০ সের একত্র মর্দ্দন করিয়া ॥০ তোলা মাত্রায় ব্যবহার করিবে। আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বকালে ঔষধ সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে আহার করিয়া বাত কফে—মদ্য, বাতে মাংসযূষ, পিত্তে দুগ্ধ, কফে মুদ্গের যূষ এবং বাতকফে

—শরম্মজল পান করিবে। কেহ ২ রোগের ঔষধ সেবনান্তে ঐ সকল অনুপান করিয়া আহার করিবে। অর্শঃ পিত্তানুবন্ধ বা বিবদ্ধতাযুক্ত হইলে ত্রিফলা জলে হরীতকী ব্যবহার করিবে।

কাঙ্কায়ন মোদক

হরীতকী ৫ পল, কৃষ্ণজীরে ১ পল, যমানী ১ পল, পিপুল ১ পল, পিপুলমূল ২ পল, চই ৩ পল, চিতে ৪ পল, শুঁঠ ৫ পল, যবক্ষার ২ পল, ভল্লাতক ৮ পল, ওল ১৬ পল, পুরাতন গুড় সর্ব্ব দ্বিগুণ। যথা বিধানে মোদক প্রস্তুত করিয়া ।॰ তোলা মাত্রায় সেব্য। [illegible]—ঘোল বা জল।

বৃহৎ শূরণ মোদক

ওল ১৬ ভাগ, চিতে ৮ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, ত্রিফলা, পিপুল, পিপুলমূল, তালীশপত্র, ভল্লাতক, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ৪ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, তালমূলী ৮ ভাগ, বৃদ্ধদারকবীজ ১৬ ভাগ, দারুচিনি ও এলাচি প্রত্যেক ২ ভাগ, পুরাতন গুড় সর্ব্বদ্বিগুণ। মাত্রা ।॰ সিকি হইতে ।॰ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—শীতল জল। ইহাতে অর্শ, শোথ, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, প্লীহা ও যকৃৎ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে গুরুপাক দ্রব্য [illegible] ভোজন করিবে। অন্যথা অন্য উপসর্গ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা

বিড়ঙ্গ, চিতেমূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদারু, চই, চিরতা, পিপুলমূল, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব, সচললবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, [illegible] আতইচ, প্রত্যেক ২ তোলা, শিলাজতু ৮ পল, গুগ্গুলু ২ পল, লৌহ ২ পল, [illegible] ৬ পল, বংশলোচন ১ পল, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, দারুচিনি, তেজপাত ও এলাচি মিলিত ১ পল, শোধিত শিলাজতু এবং গুগ্গুলু ঘৃতের মিশাইয়া অন্যান্য চূর্ণ সহ মিশ্রিত করতঃ বটী করিবে। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ এই ঔষধে ১ পল কজ্জলী বা স্বর্ণসিন্দূর এবং ১ পল অভ্র মিশ্রিত করেন। মাত্রা ৪ রতি হইতে ।॰ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—দুগ্ধ ও মধু। ঔষধ সেবনান্তে দোষানুসারে তক্র, মাংসরস, ছাগদুগ্ধ, জাঙ্গলমাংসরস, দুগ্ধ বা শীতলজল অনুপেয়। ইহা অর্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পিপ্পল্যাদ্য তৈল

মূর্চ্ছিত তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—পিপুল যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ, শুলফা, মদনফল, বচ, কুড়, শটী, পুষ্করবীজ, (অভাবে কুড়) চিতেমূল ও দেবদারু মিলিত /১ সের; পাকার্থ জল ১৬ সের, দুগ্ধ /৮ সের।

ক্ষারসূত্র—কাসীসাদি তৈল

মূর্চ্ছিত তৈল /৪ সের; কল্কার্থ—কাসীস, হরিতাল, সৈন্ধব, শ্বেতকরবীর মূল, বিড়ঙ্গ, মাটিকলাই, [illegible], [illegible], জালকাশমূল, শতমূলী, লাঙ্গুলী, চিতেমূল, শ্বেত আকন্দের দুগ্ধ ও মনসাসিজ মিলিত /১ সের; পাকার্থ জল ১৬ সের।

রক্তার্শের মুষ্টিযোগ—দুই তোলা আকনাদি পাতার রস চিনি মিশাইয়া প্রত্যহ সেবন করিলে রক্তস্রাব প্রায় নিবারিত হয়।

পথ্য—ডুমুর, ওল, মাণ, ঘোল, দুগ্ধ, মসুর বা কাঁচা মুগের ডাল, সুষুনিশাক, আমরুলি-শাক, ঘৃত ইত্যাদি। অপিচ রক্তার্শঃ যদি বাতপ্রবল হয়, তাহাহইলে তিক্তাদি পিত্তনাশক ক্রিয়ায় রক্তস্রাব নিবারণ হয় না। তাদৃশ অবস্থায় বাতনাশক ক্রিয়াই সমীচীন এবং তদবস্থায় বাতনাশক তরুণ সুরা পান ও পলাণ্ডু সেবন বিশেষ উপকারী। ইহাতে সত্বর রক্ত সংগ্রহ হইতে দেখা গিয়াছে। এই অবস্থায় লঙ্কার পরিবর্ত্তে পিপ্পলী এবং সৈন্ধবসাধিত তরুণ ছাগমাংসযুষ পরম হিতকর।

অপথ্য—মলমূত্রের বেগধারণ, স্ত্রীগমন, অশ্বাদির পৃষ্ঠে আরোহণ, শকটারোহণ, উৎকট ভাবে উপবেশন, যথাযথ দোষপ্রকোপ আহার, দূষিত বা পর্য্যুষিত দ্রব্য, গুরুপাকদ্রব্য, অম্ল, শাক, মৎস্য, ঝাল, অতিরিক্ত লবণ ইত্যাদি।

অথ অগ্নিমান্দ্যাদি চিকিৎসা

বিষ্টব্ধাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, আমাজীর্ণ ও রসশেষাজীর্ণ ভেদে অগ্নিমান্দ্য ৪ প্রকার। বিষ্টব্ধাজীর্ণে বাতনাশক, বিদগ্ধাজীর্ণে পিত্তনাশক, আমাজীর্ণে শ্লেষ্মনাশক ও রসশেষাজীর্ণে রসপাচক ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। ৪ প্রকার অজীর্ণের সংক্ষেপ লক্ষণ। যথা—

"মাধুর্য্যমন্নং গতমামসংজ্ঞং বিদগ্ধসংজ্ঞং গতমম্লভাবং,
কিঞ্চিৎ বিপক্বং ভৃশতোদশূলং বিষ্টব্ধমাবদ্ধবিরুদ্ধ বাতং,
উদ্গারশুদ্ধাবপি ভক্তকাঙ্ক্ষা, ন জায়তে হৃদ্‌ গুরুতাচ, যস্য,
রসাবশেষেণতু সপ্রসেকং চতুর্থমেতৎ প্রবদন্ত্যজীর্ণং।"

নিম্নলিখিত কারণে লঘুঅন্নও অজীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যথা—

"অত্যম্বুপানাৎ বিষমাশনাচ্চ সন্ধারণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ,
কালেপি সাত্ম্যং লঘুচাপি ভুক্তং, অন্নং ন পাকং ভজতে নরস্য"
"ঈর্ষ্যাভয়ক্রোধপরিক্ষতেন লুব্ধেন রুগ্‌দৈন্যনিপীড়িতেন।
প্রদ্বেষযুক্তেনচসেব্যমানং অন্নং ন সম্যক পরিণাম মেতি"।

চিকিৎসিতাধ্যায়ে লক্ষণ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন বিবেচিত হওয়ায় লিখিত হইল না।

"রোগাঃ সর্ব্বেপি মন্দেগ্নৌ"।
"সারমেকং চিকিৎসায়াং আদৌ বহ্নেরুদ্দীপনং"

অর্থাৎ অজীর্ণ হইতে নানাবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয় এবং অজীর্ণ দূর হইলে নানাবিধ ব্যাধি হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এজন্য অগ্নিমান্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই অজীর্ণ হইতেই আশু সাংঘাতিক বিসূচী, বিলম্বিকা এবং অলসক উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আমাজীর্ণে লক্ষন, বিদগ্ধাজীর্ণে—বমন, বিষ্টব্ধাজীর্ণে—স্বেদ ও

রসশেষাজীর্ণে—নিদ্রাই প্রশস্ত। যথা—

ব্যায়ামপ্রমদাধ্ববাহনরতক্লান্তানতিসারিণঃ

"শূলশ্বাসবতস্তৃষাপরিগতান্ হিক্কামরুৎপীড়িতান্,

ক্ষীণান্ ক্ষীণকফান্ শিশূন্ মদহতান্ বৃদ্ধান্ রসাজীর্ণিনঃ,

রাত্রৌ জাগরিতান্ নরান্ নিরশনান্ কামং দিবা স্বাপয়েৎ।"

এস্থলে রসশেষাজীর্ণ ই রসাজীর্ণনামে অভিহিত হইয়াছে। শ্লোকোক্ত ব্যক্তিগণকে যথেষ্ট পরিমাণ দিবানিদ্রা করাইবে।

অথ বিষ্টব্ধাজীর্ণ চিকিৎসা।

এই রোগে স্বেদ প্রদান করিয়া, সৈন্ধবলবণসহ গরমজল পান করাইবে। ইহাতে কফবেদ ব্যবহার্য্য নহে। অজীর্ণকণ্টক উষ্ণজলসহ পান করিলে শূল ও আধ্মান শীঘ্র নিবারিত হয়। অধিক আধ্মান হইলে—হিং, ত্রিকটু ও সৈন্ধব কাঁজিতে পেষণ করিয়া পেটে প্রলেপ দিয়া নিদ্রা যাইবে। কেহ ২ বিষ্টব্ধাজীর্ণে, হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ, কিন্তু আমরা উহার পক্ষপাতী নহি। আমাদের মতে এইরূপ অবস্থায় ভাস্কর [illegible] ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সিন্ধুহরীতকী সেবনে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া সত্বর আধ্মানাদি তিরোহিত হয়। হরীতকী ও দাড়িম গুড়সহ ভক্ষণে বিষ্টব্ধাজীর্ণ, হরীতকী ও পিপ্পলী গুড়সহ ভক্ষণে বিদগ্ধাজীর্ণ, হরীতকী ও শুঁঠ গুড়সহ ভক্ষণে আমাজীর্ণ প্রশমিত হয়। অথবা সগুড় হরীতকী, সগুড়, পিপ্পলী, সগুড় শুঁঠ ও সগুড় দাড়িম ভক্ষণ করিলে যথাক্রমে [illegible] ও রসশেষাজীর্ণ নষ্ট হয়। এই রোগে শার্দ্দূলকাঞ্জিক বিশেষ [illegible] তে আধ্মান অতিসত্বর নিবারিত হইয়া রোগী প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। [illegible]বদ্ধতা না থাকিলে অগ্নিমুখচূর্ণ ব্যবহার করিবে। সাধারণ অনুপান—কাঁজি, অন্নবাতে—দধি, সামবাতে বা কফে গরমজল। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে—ভাস্কর লবণ বা অজীর্ণকণ্টক প্রয়োগ করিবে। পথ্যাত্রিফলা সেবনে সকলপ্রকার অজীর্ণ ই প্রশমিত হয়। ইহা অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন অনুপানে ব্যবহৃত হইতে পারে। সাধারণ অনুপান গরমজল কিন্তু বিষ্টব্ধাজীর্ণে কাঁজিসহ ব্যবহার করাই শ্রেয়স্কর। এই ঔষধ- আধ্মান, বাতগুল্ম ও শূলে বিশেষ ফলপ্রদ। গ্রহণীরোগোক্ত চিত্রকাদি গুড়িকা কাঞ্জিকাদি অনুপানে প্রযুক্ত হইলে বিশেষ ফললাভ হয়। এই ঔষধ আমাজীর্ণে ও রসশেষাজীর্ণে পরম হিতকর। বিষ্টব্ধাজীর্ণে বৃহৎ অগ্নিকুমার, মহাশঙ্খবটী ও শঙ্খবটী অতীব হিতকর; কিন্তু ইহারা মলরোধক। আমাশূলক বায়ুর মত অজীর্ণে, বিশেষতঃ অর্শাদি উপসর্গ থাকিলে বৃহৎ ক্রব্যাদিবটি প্রয়োগ করিবে। পক্ক লেবুর রস ও সৈন্ধবলবণ সেবনে বাতাজীর্ণ সত্বর নষ্ট হয়।

সিন্ধুহরীতক্যাদ্য—সৈন্ধব, হরীতকী, পিপুল ও রক্তচিতেমূল প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ২ রতি হইতে ৬ রতি। অনুপান—গরমজল।

শার্দ্দূল কাঞ্জিক

পিপুল, আদা, দেবদারু, চিতে, চই, বেলশুঁঠ, যমানী, হরীতকী, শুঁঠ, বনযমানী, ধনে, মরিচ, জীরে ও হিং প্রত্যেক ১ ছটাক, জল /৭ সের, ত্রিভাগ শেষে নামাইয়া সর্ষপ তৈলে সন্তলন করতঃ ছাঁকিয়া নূতন মৃৎপাত্রে রাখিবে। পশ্চাৎ তাহাতে জীরেচূর্ণ এক ছটাক ও শোধিত হিং এক ছটাক মিশাইয়া মুখ ঢাকা দিবে এবং উহা অম্লভাবাপন্ন হইলে ছাঁকিয়া ব্যবহার করিবে। মাত্রা ২ তোলা। ইহাতে আম, অতিসার, গ্রহণী, শোথ, গুল্ম, অর্শঃ ও শূল নষ্ট হয়।

অগ্নিমুখ চূর্ণ

শোধিত হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতেমূল ৭ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ। এইচূর্ণ বাতহর, শ্লেষ্মহর, আমনাশক ও পরিপাচক। ইহা রসশেষাজীর্ণেও ব্যবহৃত হয়। মাত্রা /০ আনা। সাধারণ অনুপান—গরমজল। এই ঔষধ অতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ।

ভাস্কর লবণ

পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণজীরে, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, তেজপাত, তালীশপত্র, নাগকেশর প্রত্যেক ২ পল, সচললবণ ৫ পল, মরিচ, জীরে, শুঠ প্রত্যেক ১ পল, দারুচিনি ৪ তোলা, এলাচি ৪ তোলা, করকচ্ /১ সের, অম্ল দাড়িম্বফলের ছাল /। সের, অম্লবেতস ২ পল। মাত্রা ।০ সিকি তোলা। অনুপান—অবস্থা বিশেষে কাঁজি, ঘোল গরমজল ইত্যাদি। ইহা প্লীহানাশক।

পথ্যাত্রিক—হরীতকী, পিপুল ও সচললবণ প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ।০ সিকি তোলা। অনুপান—জল, উষ্ণজল, ইত্যাদি।

বৃহৎ অগ্নিকুমার রস

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ২ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, ত্রিফলা, যবক্ষার, ত্রিকটু ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ ভাগ। আদারসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ৪ রতি বটী করিবে। অনুপান আদারস বা গরমজল।

শঙ্খবটী

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ৩ তোলা, বিষ ৬ তোলা, মরিচ ১২ তোলা, শঙ্খভস্ম ১২ তোলা, শুঁঠ, সাচিক্ষার, হিং, পিপুল, সজিনামূলের ছাল, সচললবণ, বিটলবণ, করকচ্‌লবণ ও সামুদ্রি লবণ প্রত্যেক ৮ তোলা। কাগজী লেবুর রসে ভাবনা দিয়া ৪।৫ রতি বটী করিবে। কেহ কেহ সজিনা ছালের পরিবর্ত্তে সৈন্ধবলবণ ব্যবহার করেন। টীকাকারের

মতে সৈন্ধব লবণই ব্যবহার্য্য; কিন্তু সজিনামূলের ছাল আবের হেতু অনুৎকৃষ্ট নহে। সাধারণ অনুপান—গরমজল। অতিসারে—শীতলজল, চাউলধোয়া জল প্রভৃতি।

মহাশঙ্খবটী

শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুলের খোসার ক্ষার, ত্রিকটু, হিং, বিষ, পারদ, গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ। আপাং-এর কাথে, রক্তচিতেমূলের কাথে, কাগজি লেবুর রসে ক্রমশঃ ৭ বার করিয়া পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া, পশ্চাৎ অম্লবর্গ দ্বারা একত্রে ভাবনা দিবে। "অম্লবর্গ" যথা—অম্লবেতস, গোড়ালেবু, টাবালেবু, চুকাপালং, কাঁচাতেঁতুল, তেঁতুলপাতা, পাতিলেবু, আমরুলি, পাকা দাড়িম, পাকা কয়েতবেল, জামির ও কুলশুঁঠ। ইহাদের কাথে ও স্বরসে মিশ্রিত করিয়া ভাবনা দেওয়া কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যাহাদের কাথ হয় না তাহাদের স্বরস কাথ মধ্যে মিশাইয়া একত্রে ভাবনা দিবে। অম্লবর্গের মধ্যে কোনও দ্রব্যের অভাব হইলে, তৎপরিবর্ত্তে গোঁড়ালেবু বা চুকাপালং ব্যবহার করিবে। কেহ কেহ এই ঔষধে লৌহ ১ ভাগ ও বঙ্গ ১ ভাগ মিশ্রিত করেন। ইহা জীর্ণকায় রোগীর পক্ষে সুফলপ্রদ। ইহার বটী ৪ রতি। অনুপান—পূর্ব্ববৎ। ইহাও অতিসারে ব্যবহৃত হয়।

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী

লবঙ্গ, জায়ফল, ধনে, কুড়, সাদাজীরে, কালজীরে, ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাচি, দারুচিনি, সোহাগা, কড়ি, মুতা, বচ, যমানী, বিট্‌ লবণ ও সৈন্ধব প্রত্যেক ১ ভাগ, পারদ, গন্ধক, অভ্র প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ, লৌহ ১ভাগ, পানরসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। ইহা সঙ্কোচক।

ক্ষুধাবটী

শুঁঠ, লবঙ্গ, মরিচ, চিতেমূল, প্রত্যেক ২ তোলা, সাচিক্ষার ৪ তোলা, যবক্ষার ৫ তোলা, সোহাগা ৭ তোলা, পঞ্চলবণ ১৫ তোলা। লেবুর রসে ভাবনা দিয়া ৪ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ গরমজল সহ সেব্য।

পথ্য।—এই অজীর্ণে হিং এবং সচললবণযুক্ত যবচূর্ণ অন্নমণ্ড অতীব হিতকর। অন্নমণ্ড প্রস্তুত বিধি। যথা—তণ্ডুল ২ ভাগ, মুগ ডাইল ১ ভাগ, আটগুণ ঘোল ও জলসহ পাক করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে। পশ্চাৎ তৈল, হিং, সৈন্ধব, ধনেচূর্ণ ও ত্রিকটু চূর্ণ দ্বারা সংস্কৃত করিয়া তদনন্তর হিং ও সচললবণ সহ পান করিবে। ইহাতে কমলালেবুর রস, বেদানারস, কিসমিস, পানিফল, ঘোল ও অন্যান্য লঘুপাকদ্রব্য হিতকর।

অপথ্য—দুগ্ধ, অন্ন, গুরুপাকদ্রব্য, কাঁচাকলা, আলু, মাংস ইত্যাদি।

অথ বিদগ্ধাজীর্ণ চিকিৎসা

আহারের পর অম্ল উদ্গার হইলে, তৎক্ষণাৎ ১ গ্লাস শীতলজল পান করা বিধেয়। তাহাতে বিদগ্ধ পিত্ত অধোগত হইয়া থাকে। আহারান্তে অম্লোদ্গার হইয়া যাহার

হৃদয়, কণ্ঠ ও পেট দাহাবিত হয়, তাহার পক্ষে কিস্‌মিস, চিনি ও মধুযুক্ত হরীতকীচূর্ণ বিশেষ হিতকর। যে রোগীর ধূমনির্গমবৎ উদ্গার উঠে, তিনি বিদগ্ধাজীর্ণবান্ "হরিতকী-যোগ" সেবন করিবেন। উহা সকল প্রকার বিদগ্ধাজীর্ণেই ব্যবহৃত হয়। ইহাতে "চিত্রকগুড়" বিশেষ ফলপ্রদ। নাসাযোগের "চিত্রকহরীতকীর" মধ্যে আমলকীর রস উঠাইয়া দিলেই "চিত্রকগুড়" হয়। অনুপান—শীতল জল। বৃহদগ্নিকুমার রস, সিন্ধুহরীতকী, পথ্যাত্রিক, ভুবনেশ্বর, বৃহদগ্নিমুখচূর্ণ ও অম্লপিত্তারিচূর্ণ বিদগ্ধাজীর্ণে ব্যবহার করিবে। এই অবস্থায় ভাস্করলবণ ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে; কিন্তু উহা অম্লোদ্গারের সময় ব্যবহার্য্য নহে। ইহাতে আহারান্তে কোন পাচক ঔষধ সেবন করা নিতান্ত আবশ্যক। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে অবিপত্তিকর চূর্ণ এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে অগ্নিমুখচূর্ণ ব্যবহার করিবে।

হরীতকীযোগ।

হরীতকী ও পিপ্পলী ধান্যতুষোদকে (অভাবে—কাঁজিতে) সিদ্ধ করিবে। তৎপর তাহাতে উভয়ের ষোড়শাংশ হিং ও চতুর্থাংশ সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া এক আনা মাত্রায় করিবে।

বৃহদগ্নিমুখচূর্ণ।

সাচিক্ষার, যবক্ষার, চিতেমূল, আকনাদিপাতা, করঞ্জমূলের ছাল, পঞ্চলবণ, ছোট এলাচি, তেজপাত, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, হিং, কুড়, শটী, দারুহরিদ্রা, ভেউড়ীমূল, মুতা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলকী, জীরে, মহাদা, (অভাবে—অম্লবেতস) গজপিপুল, কৃষ্ণজীরে, অম্লবেতস, পুরাতন তেঁতুল, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতৈচ, বৃদ্ধদারকবীজ, হবুষা, সোঁদালের আঠা, তিলেরক্ষার, ঘণ্টাপারুলিক্ষার, সজিনাক্ষার, কুলেখাড়াক্ষার, পলাশক্ষার ও পুরাতন মণ্ডূর প্রত্যেক সমভাগ, টাবালেবুর রসে, শুক্তে (অভাবে—কাঁজিতে) ও আদার রসে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া শুষ্ক করণানন্তর চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা /০ এক আনা। অনুপান—শীতলজল। ইহাদ্বারা নানাবিধ অজীর্ণ, উদর, প্লীহা, যকৃৎ ও অন্ত্রবৃদ্ধি আরোগ্য হয়।

পথ্য—ক্ষুদ্র জীবিতমৎস্যের ঝোল ও পুরাতন সরু তণ্ডুলের অন্ন, ছাগদুগ্ধ ও মিশ্রি ইত্যাদি। বিদগ্ধাজীর্ণে বা অম্লপিত্তে মধুসহ দুগ্ধপান করিবে; কারণ তাহাতে উহা অম্লতাপ্রাপ্ত হইতে পারে না।

অপথ্য—ঝাল, অম্ল, উত্তাপসেবন, গুরুপাকদ্রব্য, শাক, (মুগ, মসুর ভিন্ন) ডাল ইত্যাদি।

অথ আমাজীর্ণ চিকিৎসা

প্রথমতঃ বচ ও সৈন্ধবযুক্ত গরমজল দ্বারা অথবা বচসাধিত অর্দ্ধশৃত সৈন্ধবযুক্ত গরমজল দ্বারা রোগীকে বমন এবং তৎপশ্চাৎ লঙ্ঘন করাইবে। ইহাতে পঞ্চকোলযোগ, সিন্ধুহরীতকী, অগ্নিমুখচূর্ণ ভাস্করলবণ, চিত্রকগুড়িকা, হুতাশনরস, অগ্নিকুমাররস, চতুঃসম, ভুবনেশ্বর, শঙ্খবটী ও মহাশঙ্খবটী প্রয়োগ করিবে। অনুপান—সর্ব্বত্রই গরমজল। "সিন্ধুহরীতকী", "পথ্যাদ্রিক" ও ভাস্করলবণ ভেদক এবং "চতুঃসম ও ভুবনেশ্বর" ভিন্ন অন্যান্য ঔষধ সঙ্কোচক।

পঞ্চকোল যোগ। যথা—পঞ্চকোল, মরিচ, দারুচিনি ও তেজপাত প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ৪।৫ রতি, গরমজল সহ সেব্য।

হুতাশন রস।

পারদ, গন্ধক ও সোহাগা, প্রত্যেক ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ, লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অনুপান—গরমজল প্রভৃতি।

অগ্নিকুমার রস।

পারদ, গন্ধক ও সোহাগা, প্রত্যেক ১ ভাগ, বিষ, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম প্রত্যেক ৩ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ। সুপক্ক গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ গ্রহণীতেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—গরমজল।

চতুঃসম।

যমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঁঠ প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ৵০ হইতে ।০ আনা। অনুপান—গরমজল। ইহাতে আমশূল নিবারিত হয়।

পথ্য—আদা, খই, মিছরি, আগ্নেয়দ্রব্য ও সুপাচ্য লঘুদ্রব্য প্রভৃতি।

অপথ্য—ক্লেদিপদার্থ, মিষ্টদ্রব্য, জলীয়দ্রব্য, অম্লদ্রব্য ও গুরুপাকদ্রব্য ইত্যাদি।

অথ রসশেষাজীর্ণ চিকিৎসা

আহারের পূর্ব্বে হরীতকী ও শুঁঠ সমাংশে গরমজলসহ ভক্ষণ করিয়া তিক্তরস লঘুপথ্য ভোজন করিলে, এই অজীর্ণ প্রশমিত হয়। ইহাতে "পথ্যাদ্রিক" "চিত্রকগুড়িকা", অগ্নিমুখচূর্ণ, সিন্ধুহরীতকী, চতুঃসম, পঞ্চকোলযোগ ও শঙ্খবটী ব্যবহার করিবে। অনুপান—নাগকেশরের অর্দ্ধশৃত গরম জল, অভাবে—কেবল গরমজল। ইহাতে অত্যন্ত লঘুঅন্ন ভোজন করিবে। আমাজীর্ণের পথ্যাপথ্যের ন্যায় ইহার পথ্যাপথ্য জ্ঞাতব্য। ইহাতে বহির্বায়ু সেবন নিষিদ্ধ এবং দিবানিদ্রা প্রশস্ত।

অথ অত্যগ্নি চিকিৎসা

২ তোলা যজ্ঞডুমুরের ছাল, নারীদুগ্ধে পেষণ করিয়া নারী দুগ্ধসহ পান করিবে। যজ্ঞডুমুরের ছাল ৮ তোলা এবং তদনুরূপ তণ্ডুল নারীদুগ্ধসহ পাক করিয়া খাইতে দিবে। অধিক পরিমাণ মহিষী দুগ্ধ পান করিলে অত্যগ্নি নষ্ট হয়। আহারান্তে দিবানিদ্রা, গুরুপাক ও শ্লেষ্মকরদ্রব্য সেবন, চালিতার অম্ল, পূর্ব্বের আহার পরিপাক না হইতেই পুনর্ভোজন দধি, মাংস, লুচি রুটি, কাঁচাকলা, আলু প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ ইত্যাদি অত্যগ্নি রোগীর পথ্য স্বরূপ এবং ঔষধরূপে গণনীয়। ইহাতে কদাচ শূন্যপেটে থাকিবে না এবং আকণ্ঠ ভোজন করিবে।

অথ অকালবুভুক্ষা চিকিৎসা

"বদ্ধং যদা দোষবিবদ্ধমার্গং, লীনং ন তেজঃপথ মাবৃণোতি।
ভবত্যজীর্ণেপি তদা বুভুক্ষা, সা মন্দবুদ্ধিং বিষবন্নিহন্তি।"

ইহাতে পথ্যাত্রিক, সিন্ধুহরীতকী, পঞ্চকোলযোগ, চিত্রকগুড়িকা, অগ্নিমুখচূর্ণ বা হুতাসন রস ব্যবহার করিবে। অনুপান—নাগকেশরের অর্দ্ধশৃত গরমজল। সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণেই রাত্রিভোজন এবং গুরুপাকদ্রব্যসেবন নিষিদ্ধ। ভোজনের পূর্ব্বে, বিশেষতঃ—অগ্নিমান্দ্যে, আহারের পূর্ব্বে লবণ ও আদাসেবন হিতকর। তাহাতে জিহ্বাকণ্ঠের বিশুদ্ধি, মুখেরুচি এবং অগ্নির দীপ্তি হয়। ইহার পথ্যাপথ্য রসশেষাজীর্ণের ন্যায়। নাগকেশর এবং চিতেমূল এইরোগে প্রশস্ত।

অথ বিসূচী চিকিৎসা

এই পীড়া অজীর্ণ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা অতি ভয়ানক এবং সংক্রামক ব্যাধি। ব্যাধিপ্রভাব বশতঃ, এইরোগে শরীর বিষাক্ত হয়। বিষ, রক্তকে দূষিত এবং জলাকারে পরিণত করে এবং তন্নিবন্ধন জলবৎ ভেদ হইতে থাকে। এই সকল কারণে, রোগী সত্বর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং শরীরের উষ্ণতাও সহসা কমিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত রোগীর শিরাসমূহ বিকৃত হইয়া উঠে—যেহেতু বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ হয় এবং বায়ু ও শিরা সঙ্কুচিত হয় বলিয়া রোগীর হাতে পায়ে খিল ধরিতে থাকে। ডাক্তারেরা ইহাকে "কলেরা" নামে অভিহিত করেন। ইহাকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম প্রকারে ভেদ ও বমি হয়, ২য় প্রকারে কেবল বমি হয়, ৩য় প্রকারে ভেদ হয়। সচরাচর ১ম প্রকার বিসূচিকাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ব্যাধি বাতপ্রধান। ১ম বার ভেদ হইলে তাহাতে ছাকড়াং মল নির্গত হয় এবং উহাতে জলীয় ভাগ মিশ্রিত থাকে অধিকন্তু শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। এইপ্রকার ভেদের অবস্থা দৃষ্ট হইলে বিসূচিকার ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে (কর্পূর) অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। ১ম বারেই সুতারস অনুপানে কর্পূররস ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বিসূচীতে যদি কেবল জলবৎ ভেদ হইতে থাকে

এবং মল সম্পূর্ণ অবিদ্যমান থাকে, তবে উহা ছুরারোগ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। রোগীর গাত্রে চিমটী কাটিলে যদি শীঘ্র বিলীন না হয় তবে রোগীর জীবন সংশয় জানিবে। ইহাতে হঠাৎ ভেদ বন্ধকরা বিধেয় নহে। কারণ, তাহাতে আয়ান হইয়া অনিষ্টই হইয়া থাকে। অজীর্ণতাই এই রোগের মূল কারণ, সুতরাং অগ্নিজননার্থ প্রথমাবস্থায় শঙ্খবটী ঔষধ ইহাতে বিশেষ উপযোগী। ইহাতে জঠরাগ্নি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে বিধায়, যাহাতে অগ্নি বর্দ্ধিত হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নতুবা কোনও ঔষধ কার্য্যকারী হইবেনা এবং হইলেও তাহার ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী হইবে। যদি এই ঔষধে আশানুরূপ ফললাভ না হয় তবে হুতাশনরস কর্পূরজল ব্যবহার্য্য। তাহাতেও কোন ফলোদয় না হইলে মুস্তাদ্যাবটী কর্পূরজল অনুপানে সেবন করিবে। এই সকল ঔষধ ব্যবহারেও যদি রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় বলিয়া পরিলক্ষিত হয়, তবে বিসূচীর বিষ নষ্ট করিবার জন্য বিষঘটিত শম্ভুনাথরস বা অবস্থাবিশেষে সর্পবিষ ঘটিত বিসূচীবিধ্বংশ রস প্রয়োগ করিবে। রোগের প্রবলতা অনুসারে ১ ঘণ্টা বা ½ অর্দ্ধ ঘণ্টা পরং ঔষধ সেবন করাইতে হয়। বিসূচিকার বিষ প্রথমেই উৎপন্ন হয় না। যখন কেবল ঈষৎ হলুদাক্ত জলবৎ ভেদ হয় তখনই বিষ উৎপন্ন হয়। রোগীকে পরীক্ষা করিয়া সাবানদ্বারা হাত ধৌত করা কর্ত্তব্য। রোগীর মল অবিলম্বে মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত করিবে। নতুবা উহা মক্ষিকামুখে বা অন্য কোনও প্রকারে আহারীয় দ্রব্যসহ উদরস্থ হইলে "কলেরা" হইবার সম্ভাবনা। রোগীর বস্ত্রাদি কোনও জলাশয়ে ধৌতকরা উচিত নয়; কারণ সেইজল কেহ পান করিলে তাহারও পীড়া হইবার সম্ভাবনা। ১০।১৫টী রোগীর মৃত্যুর পর অনেকস্থলে বায়ু দূষিত ও বিষাক্ত হইয়া উঠে এবং এইরূপে মহামারী উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় দূষিত বায়ুই ঐ রোগের কারণ বলিয়া জানিবে। এইরূপ আতঙ্কের সময় বায়ু পরিষ্কারের জন্য ঘরে ধূপ, গন্ধক ও আলকাতরা পোড়াইবে এবং সম্ভবহইলে গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প এবং "আতর"-"এসেন্স" প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দ্বারা পরিধেয় বস্ত্রাদি সুবাসিত করিবে। এই পীড়ার প্রকোপের সময় রাত্রিতে খুব লঘুপথ্য ভোজন করা বিধেয়, কিন্তু কদাচ উপবাস, অতিভোজন বা গুরুপাক দ্রব্য আহার করা শ্রেয়স্কর নহে। একখণ্ড নেকড়ায় কর্পূর রাখিয়া তাহার ঘ্রাণ মধ্যেং গ্রহণ, পাদুকার মধ্যে গন্ধক চূর্ণ ব্যবহার, তামা প্রভৃতি বিষঘ্ন দ্রব্য ধারণ এবং সর্ব্বদা মন প্রফুল্ল রাখা মঙ্গলকর। এই পীড়া শেষরাত্রিতে বা সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইলে প্রায়শঃ মারাত্মক হয়। মড়ক আরম্ভ হইলে স্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ ভীরু বা অসতর্ক ব্যক্তির পক্ষে উহা অবশ্য পালনীয়। অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইলে অনেক সময় ক্রিমি উত্তেজিত হইয়া বমি ও ভেদ আরম্ভ হইয়া থাকে এবং তাহাই পশ্চাৎ বিসূচীতে পরিণত হয়। অনেক সময় বিরেচক ঔষধে অতিরিক্ত ভেদ হইয়া শেষে বিসূচীতে পরিণত হইতে দেখা যায়। গন্ধকচূর্ণের আঘ্রাণ লইলে বা উহা

মালিশ করিলে এই পীড়া সংক্রামিত হইতে পারেনা; কিম্বা হইলেও উহা সাংঘাতিক হয় না; তাম্র ইহার উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। তাম্র ধারণে বা উৎকৃষ্ট তাম্রভস্ম শিবিরী প্রভৃতি বিষনাশক দ্রব্যের সহিত সেবনে এই রোগ জন্মিতে পারেনা; কিম্বা জন্মিলেও ব্যাধি হীনবল হয়; কলেরারোগীর নিশ্বাসদূষিতবায়ু, কদাচ গ্রহণ করিবেনা; কারণ ঐ দূষিতবায়ু দেহ অভ্যন্তরস্থ হইয়া ব্যাধি জন্মাইতে পারে। ভেদ ও বমনে আল্‌কাতরা প্রভৃতি কোনও উগ্রদ্রব্য মিশাইয়া রাখিবে; কারণ তাহাতে মক্ষিকা বসিতে পারিবেনা এবং বায়ুও দূষিত হইবেনা। মৃত-রোগীর বস্ত্রাদি অগ্নিসাৎ করা কর্ত্তব্য। রোগীর শবদেহ চিতায় অধিরূঢ় করিয়া মুখ ও নাসিকা আবৃত রাখা বিধেয়। যাহাতে রোগীর শরীরের কোনও অংশ নিজশরীরে প্রবেশ করিতে না পারে তাহাতে অবহিত হইবে। রোগীর আধ্মান হইলে, তন্নিবারণার্থ পেটে ও মাথায় "বিষ্ণুতৈল" মালিশ করা যাইতে পারে। ঔষধে বমন নিবারিত না হইলে মিশ্রির পানায় কাগজিলেবুর রস মিশাইয়া অল্পমাত্রায় পুনঃ পুনঃ পান করিতে দিবে। সুমিষ্ট কমলালেবু বা বেদানা আঘ্রাণ ও বমননিবারক এবং এই রোগের সুপথ্য। এই রোগ অধিকাংশস্থলেই বিষ্টব্ধাজীর্ণ হইতে উৎপন্ন হয়। বিসূচীতে উদর ক্ষোভিত ও আলোড়িত হওয়ায় অনেকস্থলে ক্রিমির উপদ্রব বৃদ্ধি পাইয়া ভেদ ও বমির উপশম হয় না, সুতরাং তাদৃশ অবস্থায় মধ্যে মধ্যে ক্রিমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পিপাসা হইলে অতিরিক্ত জলপান করিতে দেওয়া শ্রেয়ঃ নহে; কারণ প্রস্রাব বন্ধ হইলে, অভ্যন্তরস্থ জল দ্বারা অপকার হইতে পারে। মূত্ররোধ বড়ই বিপজ্জনক। মূত্ররোধ নিবারণার্থ স্থলপদ্মের রস চিনিসহ পান করাইবে। পাথরকুচিপাতা ও সোরা বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হইয়া থাকে। গাঁদাফুলের পাতা ও সোরা বাটিয়া (কাঁজিদ্বারা বা ... হয়) বস্তিদেশে প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে। "বিক্রমযোগ" পাথরকুচির পাতার রসসহ পান করাইলে অথবা কাঁটানটের মূল তণ্ডুলোদক সহ বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হয়। তণ্ডুলোদক প্রস্রাব কারক। এস্থলে আতপ তণ্ডুলোদক গ্রহণীয় নহে। বিষ্ণুতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, মহানারায়ণতৈল, মহাবিষ্ণুতৈল বা হিমসাগরতৈল, ধীরে ধীরে বস্তিদেশে মালিশ করিয়া শীতল জলে কাপড় ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া তাহার তাপ দিলে প্রস্রাব হইয়া থাকে। গোক্ষুরবীজ ও কাঁকুড়বীজ কাঁজিতে পেষণ করিয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিলে অথবা তেলাকুচারমূল কাঁজিতে বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নিবারিত হয়। মূত্রবিরেচনার্থ মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রাঘাতের ঔষধ সমূহ অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করিবে।

সর্ষপ কল্কদ্বারা উদরের উর্দ্ধভাগ লিপ্ত করিলে বিসূচিকার বমন নিবৃত্তি হয়। ইহাতে অন্যান্য বমননিবারক ঔষধও অবস্থা বিশেষে প্রযুক্ত হইতে পারে। তৃষাতুর রোগীকে কর্পূর সুবাসিতজল অল্প মাত্রায় মুহুর্মুহুঃ পান করিতে দিবে। এই অবস্থায় বরফ খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। কবাবচিনি ১ তোলা, যষ্টিমধু ।০ তোলা, কজ্জলী ।০ সিকি তোলা, উত্তমরূপ

মিশ্রিত ও মর্দ্দিত করিয়া অল্পমাত্রায় (২ ১ রতি) মধুসহ ১০।২০ মিনিট পর ২ লেহন করাইলে নিবারিত হয়। কদলীমূলের রসের নস্যে বিসূচিকার হিক্কা প্রশমিত হয়। গ্রীবা ও পৃষ্ঠবংশে রাইসর্ষপের কল্ক লেপন করিলে হিক্কা ও বমি নষ্ট হয়। রোগীর শরীর হিমাঙ্গ হইলে অথবা ইন্দ্রিয় ক্ষীণ হইলে মৃতসঞ্জীবনীসুরা পান করাইবে এবং বৃহচ্চন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ বা পাকমকরধ্বজ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। হিমাঙ্গসন্নিপাতোক্ত-সংগ্রাহক ঔষধ ইহাতে প্রয়োগ করা যায়। কস্তুরী ১ রতি, কর্পূর ১ রতি, মকরধ্বজ ১ রতি তুলসীপত্র রসসহ পান করাইলে উৎকৃষ্ট ফল হয়। এই রোগের প্রাবল্যাবস্থায় ঘন ২ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পেটে বেদনা উপস্থিত হইলে "টার্পিনতৈল" ধীরে ২ মালিশ করিয়া মৃদুস্বেদ দিবে। অবস্থা বিশেষে বাতাজীর্ণের লিখিত উদরলেপ প্রদান করিলেও বেদনার শান্তি হইয়া থাকে। আপাং এর মূল জলে বাটিয়া শীতলজলসহ পান করিলে বিসূচী নষ্ট হয়। বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও কৈবর্ত্ত মুতার ক্বাথ পান করিলে বমি ও আমবিষ নষ্ট হয়। এই ক্বাথ ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহার্য্য।

অধিক ঘর্ম্ম হইলে, আবির মর্দ্দন, ভৃষ্ট কুলখচূর্ণ মর্দ্দন বা গোময় ভূষির ঘর্ষণ করিবে। মধু সহ প্রবাল ভস্ম লেহন করিলেও ঘর্ম্ম নিবারিত হয়। মস্তকবেদনায় সুশীতল জল পান করিবে। ইহাতে নারায়ণতৈল বা শতধৌত ঘৃত ব্যবহার করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। জ্ঞানজননার্থ পাদদ্বয় সন্তাপিত করিবে। বিকার উপস্থিত হইলে, যথাবিধি পূর্ব্বোক্ত বিকারের চিকিৎসা বিধেয়। হাতে বা পায়ে খিল ধরিলে কুড় ও সৈন্ধবলবণের চূর্ণ, চুক্র (অভাবে কাঁজি) ও তিলতৈল সহ ঈষদুষ্ণ করতঃ মালিশ করিবে। দারুচিনি, তেজপাত, রাস্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুলফা কাঁজিতে পেষণ করিয়া [illegible] মালিশ করিলে খল্লীশূল নিবারিত হয়। ইহা দ্বারা তৈল পাক করিয়া [illegible] "খল্লীতৈল" মর্দ্দন করিলে খল্লীশূল নষ্ট হয়। জায়ফলচূর্ণ কটুতৈল সহ হিমাঙ্গ স্থানে মালিশ করিয়া স্বেদ দিলে উপকার হয়। "ভদ্রমুস্তকের ক্বাথ" পান করিলে ও মাতুলুঙ্গ (টাবালেবু) ছালের আঘ্রাণ লইলে উৎক্লেশ (ভুকি) নিবারিত হয়। "ভদ্রমুস্তক" বিসূচীতে এবং অতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ। উহা আতপ তণ্ডুলোদকসহ বাটিয়া তৎপর ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূরসহ ব্যবহার করিবে। এই রোগে প্রকুপিত বায়ু সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা উৎপন্ন করে বলিয়া ইহাকে বিসূচিকা বলে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় মিশ্রির জলসহ "তাম্রপর্পটী" বিশেষ উপকারী। ইহাদ্বারা বায়ু প্রশমিত হয়, প্রস্রাব পরিষ্কার হয়, আধ্মান হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং ভেদ বমির নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আমরাক্ষসী ও তিক্তবটীও এই অবস্থায় প্রযুক্ত হয় এবং কেহ ২ পাকমকরধ্বজও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ঘনাদি বটী

মুতা চূর্ণ ২ তোলা, পিপুল ১ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, শোধিত হিং ১ তোলা, শোধিত আফিং ।০ তোলা। বটী ০ রতি। অনুপান—কর্পূর জল।

শম্ভুনাথরস।

হরিতাল, সোহাগা, পিপুল, কিটকারী, মনঃশিলা, সেঁকো, বিষ প্রত্যেক ১ ভাগ, পারদ, গন্ধক, অহিফেন প্রত্যেক ৭ ভাগ। । ভাবনা—সিদ্ধি, নিসিন্দা, ধুতুরা ও নিমপাতা। বটী ২ রতি। ইহাদ্বারা অতিসার, গ্রহণী, জ্বর ও বিসূচী নষ্ট হয়। সাধারণ অনুপান—আদারস। বিসূচীতে মৃতসঞ্জীবনী এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। পথ্য—শীতল দ্রব্য।

বিসূচীবিধ্বংসরস

পারদ, গন্ধক সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, শুঁঠ, বিষ, সর্পবিষ প্রত্যেক ১ ভাগ, হিঙ্গুল ৭ ভাগ, গোঁড়ালেবুর রসে মর্দন করিয়া সর্ষপাকৃতি বটী করিবে। অনুপান—মৃতারস, বেদানারস প্রভৃতি। ইহাতে বিসূচী নষ্ট হয়। ইহার ব্যবহার অতি বিরল।

খল্লী তৈল

মূর্চ্ছিতটৈল /৪ সের, কল্কার্থ—কুড় ও সৈন্ধব মিলিত /১ সের। পাকার্থ—চুক্র ।৬ সের।

পথ্য—এই পীড়ার প্রথম অবস্থায় বা রোগের প্রাবল্যাবস্থায় পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ক্ষুধা হইলে, কিঞ্চিৎ কাগজি লেবুর রস ও মিশ্রিচূর্ণমিশ্রিত বার্লি অল্প ২ পান করিতে দিবে।

অথ অলসক চিকিৎসা।

ইহাতে প্রথমতঃ গরমজল ও সৈন্ধব দ্বারা বমন করাইয়া পেটে স্বেদ দিবে। তৎপর উদাবর্ত্তরোগোক্ত বর্ত্তি প্রয়োগ দ্বারা মল নিঃসারিত করিবে। ইহাতে ভাস্করলবণ, অগ্নিকুমার, সিদ্ধহরীতকী প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করিবে। আহারীয় দ্রব্য আমাশয়ে অলস হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে অলসক বলে। আমাশয়গত রোগ হেতু ইহাতে বমন ও লঙ্ঘন অতীব হিতকর। এই রোগে প্রথমে বমনের চেষ্টা করিবে, কদাচ কোষ্ঠ হইতে মল নিঃসারণের চেষ্টা করিবে না। ইহাতে উদরে স্বেদ এবং পাচক অনুলোমক ঔষধ ব্যবহার্য্য। মল নিঃসারণার্থ জয়পালবীজ প্রভৃতি বিরেচক হইলেও কদাপি উহা ব্যবহার্য্য নহে। বিলম্বিকা ও অলসক বাতকফপ্রধান ব্যাধি।

অলসকে প্রলেপ—দেবদারু, বচ, কুড়, শুলফা, হিং ও সৈন্ধব কাঁজিতে বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ উদরে প্রলেপ দিবে। ইহাতে আধ্মান ও বেদনা নষ্ট হয়। যবচূর্ণ ও যবক্ষার ঘোল দ্বারা বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ উদরে প্রলেপ দিলেও তীব্র বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে। গরম কাঁজিকের বোতলস্বেদ, ফ্ল্যানেলস্বেদ, উদরবেদনা নাশক। বিলম্বিকার চিকিৎসাও অলসকের ন্যায়। ইহাতে কোন পথ্যই প্রযোজ্য নহে।

অজীর্ণ রোগী তীব্রশূলপীড়িত হইলেও, শূলহর ঔষধ সেবন করিবেনা; যেহেতু, আম দ্বারা মন্দীভূত অগ্নি—এককালেই দোষ, ঔষধ ও আমাদি পরিপাকে অসমর্থ। সুতরাং এই অবস্থায় পাচক ঔষধই প্রশস্ত।

অথ ক্রিমি চিকিৎসা।

এই রোগ প্রায়শঃ অজীর্ণ হইতে উৎপন্ন হয়। একজন্য ক্রিমিরোগে অজীর্ণনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ক্রিমি থাকিলে আহারীয় দ্রব্য ভালরূপ পরিপাক হয় না, কাজেই এই রোগে অগ্নিদীপক ক্রিমিনাশক ঔষধ ব্যবহার করিবে। ক্রিমিনাশক ঔষধের মধ্যে বিড়ঙ্গ সর্ব্বপ্রধান। ইহা ব্যাধি বিপরীত ঔষধ। বিড়ঙ্গ যত পুরাতন হয় ততই ফলদায়ক হইয়া থাকে।

ক্রিমি ২০ প্রকার। সাধারণতঃ বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে ইহা ২ প্রকার। বাহ্যক্রিমি শরীরের ময়লা হইতে উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ স্থলে ইহা মাথায় ও ময়লা কাপড়ে জন্মিয়া থাকে। মাথার ক্রিমিকে যূক ও লিক্ষা বলে। ইহারা কোঠ, পিড়কা ও কণ্ডু জন্মাইয়া থাকে। আভ্যন্তর ক্রিমিকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—কফজ, পুরীষজ ও রক্তজ। কফজ ক্রিমি আমাশয়ে, পুরীষজ ক্রিমি পক্বাশয়ে এবং রক্তজ ক্রিমি [illegible] শিরায় উৎপন্ন হয়। আমাশয়জাত ক্রিমিতে হৃল্লাস, (উকি) মুখে জল উঠা, অরুচি, অপরিপাক, বমন, মূর্চ্ছা, জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা, কৃশতা, হাঁচি, পিনস, (নাসারোগ) ও বিবমিষা হইয়া থাকে। এই ক্রিমির আকার ভূলতার (কেঁচোর) সদৃশ; এতদ্ভিন্ন [illegible] আকৃতিবিশিষ্ট ক্রিমি দৃষ্ট হয়। ইহাদের বর্ণ তাম্র বা শ্বেত। ইহারা মৎস্য, মাষকলাই, গুড়, দুধ, প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত ক্রিমিরোগে উল্লিখিত দ্রব্য সমূহ অপথ্য। এই রোগে [illegible], বৃহৎ [illegible] আম্র ও [illegible] হিতপ্রদ। প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ ইক্ষুগুড় ভক্ষণ করিয়া পর্য্যুষিত জলদ্বারা [illegible] পারসিক যবানী (খোরসানি যমানী) পর্য্যুষিত জলসহ পান করিলে এই ক্রিমি (আমাশয়জাত) পতিত হয়। মধুসহ পালিধাপত্ররস বা শালিঞ্চশাকের রস পান করিলে, অথবা বিড়ঙ্গচূর্ণ সেবন করিলে কোষ্ঠস্থ সমস্ত ক্রিমি নষ্ট হয়।

গুহ্যদেশে ধান্যাঙ্কুরের ন্যায় একপ্রকার ক্রিমি হয় এবং ইহা শিশুদেরই অধিক হইয়া থাকে। রাত্রিতে ঘুমাইয়া থাকিলে এই ক্রিমি বাহিরে আইসে। ঔষধ সেবনে এই ক্রিমির বিনাশ সাধন হয় না। "কোয়াসিয়া" ভিজান জল দ্বারা গুহ্যদেশে পিচকারী দিলে বিশেষ ফল হয়।

পলাশবীজের স্বরস মধুসহ অথবা পলাশবীজকল্ক ঘোলসহ পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, যবক্ষার, করঞ্জ, শুঁঠি ও হরীতকী চূর্ণ মিলিত ৵০ দুই আনা মাত্রায় ঘোল সহ পান করিলে পক্বাশয় ও আমাশয়জাত ক্রিমি নষ্ট হয়। ইহাকে বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ বলে। ক্রিমিমুদ্গর রস আমাশয়জ ক্রিমিতে প্রয়োগ করিবে।

পক্বাশয়জাত ক্রিমিতে—মলভেদ, পক্বাশয়ে বেদনা, [illegible], কার্শ্য, পরুষতা, পাণ্ডুতা, রোমহর্ষ, অগ্নিমান্দ্য ও গুহ্যদেশে কণ্ডু হয়। যদি এই ক্রিমি আমাশয়ে উপস্থিত হয়, তবে মুখে, উদ্গারে ও নিশ্বাসে পুরীষের গন্ধ অনুভূত হয়। মাষকলাই, পিষ্টক, অম্ল, লবণ, গুড়,

শাক প্রভৃতি হইতে এই ক্রিমি উৎপন্ন হয়। সুতরাং উক্ত ক্রিমিরোগে উল্লিখিত দ্রব্যসমূহ অপথ্য। পূর্ব্বোক্ত বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ এবং ক্রিমিমুদ্গররস ইহাতে ব্যবহার করা যায়। মলভেদ থাকিলে, মুস্তাক্কাথ সহ ক্রিমিমুদ্গররস ব্যবহার করিবে। ইহাতেও শঙ্খবটী ও বৃহৎঅগ্নিকুমার ব্যবহার করা যায়। উদরাধ্মান থাকিলে, কীটমর্দ্দনরস চূণেরজল-সহ এবং মলভেদ থাকিলে মধু ও মুস্তার কাথ বা উহার রস সহ সেবন করিবে।

রক্তজক্রিমি—ইন্দ্রলুপ্ত (টাক্) ও কুষ্ঠ উৎপন্ন করে। ইহারা রক্তবাহিশিরাস্থিত রক্তমধ্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করে। এই ক্রিমি বিরুদ্ধভোজন, অজীর্ণভোজন এবং শাক, অম্ল প্রভৃতি রক্তদূষক পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাতে রক্তদূষকদ্রব্য সকল অপথ্য। এই রোগে রক্তপরিষ্কারক ও ক্রিমিনাশক ঔষধ ব্যবহার্য্য। কুষ্ঠরোগোক্ত অমৃতাঙ্কুরলৌহ, পঞ্চতিক্তঘৃত, মাণিক্যরস, পারিভদ্রাবলেহ, সোমরাজীতৈল ও মরিচ্যাদিতৈল প্রভৃতি রক্তজক্রিমিনাশার্থ প্রয়োগ করিবে। রক্তদূষিত করিয়া যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন করে, সেই ব্যাধির ব্যবস্থিত ক্রিমিনাশক ঔষধ সকল ঐ ঐ রোগে প্রয়োগ করিবে।

এই ক্রিমি দ্বারা ইন্দ্রলুপ্ত উৎপন্ন হইলে মহাভৃঙ্গরাজতৈল (ক্ষুদ্ররোগোক্ত) বা চন্দনাদ্যতৈল ব্যবহার করিবে। ক্রিমি রোগীর জ্বর থাকিলে বিড়ঙ্গাদিলৌহ হিতকর। বালকের জ্বর হইলেই ৩।৪ দিন পর প্রায়শঃ ক্রিমির উপদ্রব হইয়া থাকে। উহা অবহেলা করা উচিত নহে; কারণ তাহাতে শেষে ক্রিমিবিকার আরম্ভ হইয়া রোগীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। অতিসারের উদর অত্যন্ত আলোড়িত হইলে, বালকদিগের ক্রিমিবিকার হইতে দেখা যায়। জ্বরে ক্রিমিবিকার হইলে তাহা অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে এবং তাহাতে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। যথা—মুখ হইতে লালানির্গম, পেটে বেদনা, প্রলাপ কথন, বমন, ভেদ, হঠাৎ শরীরের নিস্পন্দতা, অকস্মাৎ শরীরের কোনও অংশের শীতলতা, আধ্মান, তন্দ্রা, শ্বাস, হিক্কা, পিপাসা ও বিবমিষা। রোগীর অবস্থা এইরূপ হইলে, [illegible] সর্ষপতৈলসহ জায়ফলচূর্ণ মালিশ করিয়া সেক দিবে এবং ক্রিমিমুদ্গররস, বৃহৎকস্তূরীভৈরব, কস্তূরীযুক্ত-মকরধ্বজ ও বিড়ঙ্গাদিলৌহ ব্যবহার করিবে। ইহাতে পারিভদ্রাবলেহ বা হরিদ্রাখণ্ড ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। ক্রিমিরোগে হরিতাল বা সেঁকোবিষঘটিত ঔষধ ব্যবহার্য্য নহে। আদা প্রভৃতি কটুদ্রব্য দ্বারা ক্রিমি উত্তেজিত হয় সুতরাং উহা অনুপানার্থ বা পথ্যার্থ ব্যবহার করিবে না। মধুরদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, কটুদ্রব্য এবং পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমূহ ক্রিমিরোগে অপথ্য। ক্রিমির ক্রিয়ায় অনেক বালক বালিকার দন্তে নিদ্রাবস্থায় শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাদৃশ অবস্থায় পারিভদ্রাবলেহ বিশেষ উপকারী। বিড়ঙ্গ তৈল বা ধুস্তূর তৈল মালিশে মাথার ক্রিমি নষ্ট হয়। বিড়ঙ্গযুক্ত পানে বহুকালের জীর্ণক্রিমি ও তজ্জনিত উপসর্গ দূর হয়।

তিক্তবটী

ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, বিষ, পারদ, গন্ধক, চিতেমূল, পঞ্চলবণ, জীরে প্রত্যেক সমভাগ। কুঁচিলা সর্ব্বসম লেবুরসে ৭ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া বাটিয়া অর্দ্ধ রত্তি বটী করিবে। অনুপান—শীতলজল, চুণেরজল, পালিধাপত্রের রস, আনারসের পাতার রস ইত্যাদি। ইহাদ্বারা নানাবিধ ক্রিমি, অম্লপিত্ত, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

ক্রিমিমুদ্গর রস

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, বনযমানী ৩ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৪ ভাগ, শোধিত কুঁচিলা ৫ ভাগ, পলাশবীজ ৬ ভাগ জলদ্বারা মর্দ্দন করিয়া ২ রত্তি বটী করিবে। অনুপান—আনারসের পাতার রস বা পালিধাপত্র রস।

কীটমর্দ্দন রস

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, কুঁচিলা ৫ তোলা, বামুনহাটী ৬ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ রত্তি বটী করিবে। অনুপান—পালিধাপত্র রস, চুণের জল, মুতা ইত্যাদি।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুঁঠ, বচ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসম লৌহ, লৌহসহ সকদ্রব্যসম বিড়ঙ্গচূর্ণ, পালিধাপত্র রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রত্তি বটী করিবে। অনুপান—পালিধাপত্র রস, আনারসের পাতার রস ইত্যাদি। অজীর্ণ থাকিলে এই ঔষধ চুণের জল ও মিশ্রি সহ সেবন করিবে। হরিতাল উত্তমরূপ শোধন করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

পারিভদ্রাবলেহ

পালিধাপত্র রস /৪ সের, চিনি /১ সের, ঘৃত /॥ সের, হরিদ্রাচূর্ণ /১ সের। এই সমস্ত একত্রে পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে চিতেমূল, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণজীরে, যমানী, বনযমানী, সৈন্ধব, নিসিন্দাফল, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, শ্যামালতা, অনন্তমূল, বাসকমূল, পলাশবীজ, ত্রিকটু, তেউড়ী, দন্তীমূল, রেণুক, নিমছাল, সোমরাজী, প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া দৃঢ় লেহ প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ।০ হইতে ॥০ তোলা। অনুপান—শীতলজল। ইহাতে শীতপিত্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহাকে কেহ২ হরিদ্রাখণ্ড নামে অভিহিত করেন।

বিড়ঙ্গ তৈল

মূর্চ্ছিত কটুতৈল /৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কল্কার্থ—বিড়ঙ্গ, গন্ধক, মনঃশিলা মিলিত /১ সের।

ধুস্তুর তৈল

মূর্চ্ছিত কটুতৈল /৪ সের, ধুতুরা পাতার রস ১৬ সের, ধুতুরা পাতা /১ সের।

বিড়ঙ্গঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, বিড়ঙ্গ /২ সের, হরীতকী /২ সের, আমলকী /২ সের, বহেড়া /২ সের, পঞ্চকোল মিলিত /২ সের, দশমূল মিলিত /২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—সৈন্ধব /১ সের। পাকান্তে প্রক্ষেপার্থ—চিনি /৷ পোয়া।

অথ পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক চিকিৎসা

অত্যন্ত অম্ল লবণ ও তীক্ষ্ণদ্রব্য সেবনে প্রকুপিতদোষ, রক্তকে দূষিত করিয়া ত্বকের পাণ্ডুতা জন্মাইলে তাহাকে পাণ্ডুরোগ বলে। বাতাধিক-পাণ্ডুরোগে ত্বক্ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও পাণ্ডুভাব বিদ্যমান থাকায় তাহাকেও পাণ্ডুরোগ বলা যায়। পাণ্ডুরোগ পিত্তপ্রধান; সুতরাং সকল প্রকার পাণ্ডুরোগেই পিত্তঘ্নঔষধ হিতকর এবং পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য অপথ্য।

দারুহরিদ্রার কাথ, পটোলপত্ররস, গুলঞ্চরস, বা নিম্বপত্র রস, মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়। পাণ্ডুরোগে বিরেচন বিশেষ হিতকর; রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, রোগ সত্বর প্রশমিত হয় না। বিরেচনার্থ হরীতকীচূর্ণ ঘৃত ও মধু সহ লেহন করিবে। অথবা তেউড়ীমূল চূর্ণ ৵০ হইতে ।০ সিকি তোলা, চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি সহ সেবন করিবে। পাণ্ডুরোগে লৌহভস্ম শ্রেষ্ঠ। লৌহভস্ম ৭ দিন গোমূত্রে ভাবিত করিয়া ২।৩ রতি মাত্রায় দুগ্ধ সহ পান করিলে কফপ্রধান পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়। পুরাতন মণ্ডুর অগ্নিসন্তপ্ত করিয়া ৭ বার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে এবং সেই মণ্ডুর ঘৃত মধু সহ সেবন করিয়া (/০ আনা হইতে ৵০ আনা মাত্রায়) কিঞ্চিৎ দুগ্ধ অনুপান করিবে। ইহা দ্বারা যাবতীয় পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়। **ফলত্রিকাদিকষায়** পাণ্ডুরোগের ব্যাধিপ্রত্যনীক ঔষধ। ইহা বিরেচক। **নবায়সলৌহ** ও পাণ্ডুরোগের ব্যাধিপ্রত্যনীক ঔষধ। ইহা শোথযুক্ত পাণ্ডুতে সাদরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা পাণ্ডু, কামলা, শোথ, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও হৃদ্রোগ নিবারিত হয়। এই ঔষধ সুশ্রুত এবং চরক উভয় গ্রন্থেই লিখিত হইয়াছে। ইহা পিত্তাধিক জীর্ণজ্বরে এবং যকৃতে ব্যবহৃত হয়। **যোগরাজ** পাণ্ডুরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা পিত্তাধিক জ্বরযুক্ত পাণ্ডুতে ব্যবহার করা হয়। লৌহপাত্রে চতুর্গুণ জলসাধিত ক্ষীর পান করিলে পাণ্ডু, শোথ ও গ্রহণী নষ্ট হয়। দ্রোণপুষ্পী (দণ্ডকলস) রসের অঞ্জনে কামলা নষ্ট হয়। বহেড়ার কাষ্ঠ দ্বারা পুরাতন মণ্ডুর দগ্ধ করিয়া ৮ বার গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিয়া চূর্ণ করতঃ মধু সহ লেহন করিলে কুম্ভকামলা নষ্ট হয়। কামলা বড়ই আশঙ্কাজনক ব্যাধি। ইহাতে চক্ষু ও প্রস্রাব হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং ক্রমে হস্তপদাদি হলুদ আভা বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। প্লীহা ও যকৃতের দোষ হইতেই এই ব্যাধি উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্লীহা ও যকৃতের দোষ যাহাতে উপশমিত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। হলীমকে পাণ্ডু ও কামলানাশক চিকিৎসা বিধেয়; কারণ কামলার প্রাবল্যাবস্থাকেই হলীমক বলে। পাণ্ডুরোগে

গুড়ূচ্যাদিলৌহ, পিত্তান্তকরস, মহাপিত্তান্তকরস ব্যবহার করা যাইতে পারে। শোথযুক্ত পাণ্ডুরোগে "পুনর্নবামণ্ডূর" বিশেষ উপকারী। এই ঔষধ প্লীহোদরে বা যকৃদাল্যুদরে সাদরে ব্যবহৃত হয়। "ষড়্‌বটকমণ্ডূরেও" উক্ত রূপ ফল লাভ হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে ঘোল পান করা কর্ত্তব্য। রোগ প্রবল বা পুরাতন অবস্থায় পরিণত হইলে, এবং উপরি লিখিত ঔষধে যদি ফল না দর্শে তবে (জ্বর না থাকিলে) ত্র্যূষণাদ্যঘৃত বিশেষ ফলদায়ক। ইহা দ্বারা কামলা, পাণ্ডু, প্লীহা ও শোথ আরোগ্য হয়। কামলা না থাকিলে এবং পাণ্ডু অত্যন্ত রুক্ষ হইলে হরিদ্রাদ্যঘৃত প্রয়োগ করিবে। জ্বর থাকিলে নিশাদিলৌহ ও ধাত্র্যাদ্যলৌহ ব্যবহার্য্য। মৃত্তিকাজপাণ্ডুরোগে (মৃত্তিকা খাইয়া যে পাণ্ডুরোগ জন্মে) ব্যোষাদ্যঘৃত প্রয়োগ করিবে। অতিসারযুক্ত পাণ্ডুরোগে "ত্রৈলোক্যসুন্দররস ব্যবহার্য্য। যকৃৎপ্লীহাদিসংযুক্ত আনাহ-পাণ্ডুতে যদি পিত্তাধিক্য না থাকে, তবে "পাণ্ডুপঞ্চানন" প্রযোজ্য। পাণ্ডু কামলা বা হলীমকে শোথ থাকিলে, "পুনর্নবাতৈল" মালিশ করা বিধেয়। ইহা দ্বারা উক্তরোগসংযুক্ত জীর্ণজ্বর এবং শোথ নষ্ট হয়।

ফলত্রিকাদিক্বাথ। যথা—ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাসকছাল, কটকী, চিরতা ও নিমছাল। শীতল হইলে তাহাতে ।০ তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

নবায়স লৌহ।

ত্রিফলা, ত্রিকটু ও ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, চিতেমূল ও মুতা) প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহ ৯ ভাগ। মাত্রা—৪।৫ রতি। অনুপান ঘৃত ও মধু। এই ঔষধ আমলকীর রস ও মধু সহ অথবা পটোলপত্র রস ও মধু সহ ব্যবহৃত হয়।

যোগরাজ।

ত্রিফলা মিলিত ৩ ভাগ, ত্রিকটু মিলিত ৩ ভাগ, চিতেমূল ১ ভাগ, বিড়ঙ্গ ১ ভাগ, শিলাজতু ৫ ভাগ, রৌপ্যমল ৫ ভাগ, (অভাবে রৌপ্যভস্ম) স্বর্ণমাক্ষিক ৮ ভাগ, লৌহ ৮ ভাগ, বঙ্গ ৮ ভাগ, চিনি ৮ ভাগ, মধু দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি পরিমাণ বটী করিবে। [illegible] জীর্ণরোগে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহাতে কুলত্থকলাই, কাকমাচীশাক ও কপোতমাংস বর্জ্জন করিবে। ইহা দ্বারা পাণ্ডু কামলা, জীর্ণ ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়। অনুপান—মধু ও পটোলপত্র রস।

পাণ্ডুরোগের—পুনর্নবা মণ্ডূর।

পুনর্নবা, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতেমূল, কুড়, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তী, চই, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, পিপুলমূল, মুতা, প্রত্যেক সমভাগ, সমুদয় পুরাতন মণ্ডূর সর্ব্বদ্বিগুণ। পাকার্থ—গোমূত্র—মণ্ডূরের ৮ গুণ। পাক শেষ হইলে ঔষধ স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। অনুপান—গরমজল। ইহাদ্বারা উদর, [illegible], শোথ, অর্শ, প্লীহা ও যকৃৎ আরোগ্য হয়।

বজ্রবটক মণ্ডুর

পঞ্চকোল, খদির, দেবদারু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ ও মুতা মিলিত ৩ পল, পূর্ব্ববৎ মণ্ডুর ৬ পল, গোমূত্র মণ্ডুরের ৮ গুণ, ঘনীভূত হইলে নামাইয়া ॥০ তোলা মাত্রায় ঘোল সহ সেবন করিবে। ঔষধ সেবন কালে যথেষ্ট পরিমাণ ঘোল পানকরা আবশ্যক।

দ্রাক্ষা ঘৃত

ঘৃত /৪ সের, কিস্‌মিস্ /১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। এইঘৃত বৎসরাতীত পুরাতন হওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ ইহাতে ১৬ সের দুগ্ধ দিয়া পাক করিয়া থাকেন।

হরিদ্রা ঘৃত

মহিষী ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ -হরিদ্রা, ত্রিফলা, নিম, বেড়েলা ও যষ্টিমধু মিলিত /১ সের লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। অনুপান—দুগ্ধ।

মৃত্তিকাজ পাণ্ডুরোগে—ব্যোষাদ্য ঘৃত

ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ—ত্রিকটু, বেলশুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, শ্বেতপুনর্ণবা, পীতপুনর্ণবা, মুতা লৌহভস্ম, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছাতি ও বামুনহাটী মিলিত /১ সের, দুগ্ধ ।৬ ষোল সের।

কামলার নিশালৌহ

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা ও কটুকী প্রত্যেক সমভাগ, লৌহ সর্ব্বসম। মাত্রা—৪ | ৫ রত্তি। মধু ও গুলঞ্চের রস সহ সেব্য।

ত্রৈলোক্য সুন্দর রস

পারদ ১ তোলা, অভ্র ৬ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, গন্ধক, ত্রিফলা, ত্রিকটু, মোচরস, তালমূলী ও জলকসার প্রত্যেক ৫ ভাগ, ত্রিফলাক্বাথে ১০ দিনে ২০ বার, পরে সজিনা ও চিতেমূল রসে পৃথক ২ আটবার ভাবনা দিয়া ৩ রত্তি বটী করিবে। অনুপান—চিনি ও মধু।

পাণ্ডু পঞ্চানন রস

লৌহ, অভ্র, তাম্র, প্রত্যেক ১ পল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, চই, কৃষ্ণজীরে চিতেমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, মানমূল, ইন্দ্রযব, কটুকী, দেবদারু, বচ ও মুতা প্রত্যেক ২ তোলা, মণ্ডুর সর্ব্বসম লইয়া মণ্ডুরের ৮ গুণ গোমূত্রে পাক করিবে। প্রথমে গোমূত্রে মণ্ডুর পাক করিয়া সিদ্ধ হইলে লৌহ, অভ্র ও তাম্র প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ হইবার কালে পূর্ব্বলিখিত ত্রিকটু প্রভৃতি দ্রব্য মিশাইয়া নামাইবে। মাত্রা ।০ সিকি হইতে ॥০ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—গরম জল।

পুনর্ণবা তৈল

তৈল /৪ সের, ক্বাথার্থ—পুনর্ণবা ১২॥ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কটুফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, রেণুক, কুড়, পুনর্ণবামূল, যমানী, কৃষ্ণজীরে, এলাচি, দারুচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা।

পথ্য—তিক্তদ্রব্য, পটোল, ডুমুর, কচিবেগুন, বেত্রাগ্র, মুগডাল, মসুরডাল, সৈন্ধব ইত্যাদি।
অপথ্য—অম্ল, লবণ, মৎস্য, শাক, দধি, ক্ষারদ্রব্য, নবান্ন, গুরুপাক দ্রব্য ইত্যাদি।

অথ রক্তপিত্ত চিকিৎসা

এই ব্যাধি, পাণ্ডুরোগের ন্যায় পিত্তপ্রধান। সুতরাং পাণ্ডুরোগের পর রক্তপিত্তচিকিৎসা কথিত হইয়া থাকে। অত্যন্ত রৌদ্র, ব্যায়াম ও পথপর্য্যটন দ্বারা অথবা তীক্ষ্ণবীর্য্যমরিচাদি দ্রব্য, ক্ষার, লবণ ও অম্লাদিদ্রব্য সেবন দ্বারা বিদাহতাপ্রাপ্ত প্রকুপিতপিত্ত, রক্তকে দূষিত করিয়া রক্তপিত্ত উৎপন্ন করে। পিত্তের অত্যন্ত প্রকোপ ব্যতীত রক্তপিত্ত হইতে পারে না। ইহাতে শীতবিধি অবলম্বনীয়। উল্লিখিত যাবতীয় দ্রব্য এই রোগে অপথ্য। পিত্ত ও রক্ত উভয়েরই আগ্নেয়; সুতরাং পিত্তহারক শীতলদ্রব্য সেবনে রক্তের প্রকোপ ও প্রাবল্য নষ্ট হইয়া পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। এই ব্যাধিতে রক্ত ও পিত্ত অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া অতিশয় উষ্ণভাব ধারণ করে। রক্তপিত্ত ৩ ভাগে বিভক্ত। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত—মুখ, নাসা, কর্ণ ও চক্ষুদ্বারা, অধোগত রক্তপিত্ত—মেঢ্র ও যোনি দ্বারা এবং ৩য় প্রকার রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধ ও অধোদ্বারদ্বারা নির্গত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সমস্ত লোমকূপ দ্বারাও রক্তপিত্তের রক্ত ক্ষরিত হইতে পারে। রক্তপিত্তের রক্ত—রক্ত কি অন্য পদার্থবিশেষ, তাহা বিশেষরূপে অবধারণ করা কর্ত্তব্য। যদি উহা রক্ত হইত, তবে যে রোগীর /॥ সের বা /৮ পোয়া পরিমাণ স্রাব হয়, তাহার তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছা, অত্যন্ত অবসন্নতা, শরীর দুর্ব্বল, ক্ষয় নিবন্ধন বাতব্যাধি অথবা মৃত্যু হইতে পারিত। সুতরাং উহা সম্পূর্ণ রক্ত নহে। চরকে রাগপরিপ্রাপ্ত পিত্তকেই রক্তপিত্ত কল্পনা করতঃ কর্ম্মধারয় সমাসে উহার ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে। যকৃৎ ও প্লীহস্থানে পিত্ত, রক্তকে দূষিত করে; তৎপর দূষিত রক্তদ্বারা উহা রঞ্জিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই জন্য রক্তপিত্তের রক্ত বিকৃতভাবে দৃষ্ট হয়। তদনন্তর, রক্তপিত্তের উষ্মাদ্বারা দ্রবধাতু বিলীভূত হইয়া বিলোমমার্গদ্বারা ক্ষত হয় এবং সেই স্বেদদ্বারা পিত্তের দ্রবাংশ আরও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই রক্তরঞ্জিত-দ্রবাংশই অবশেষে নির্গত হয়। প্রকারান্তরে এইরোগে সমস্ত ধাতুই হীনতেজবিশিষ্ট হয় বলিয়া, ধাতুপোষক ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহাতে প্লীহা যকৃতের ক্রিয়াও বিকৃত ভাবাপন্ন হয়। রক্তপিত্তের প্রবৃদ্ধাবস্থায় রোগীর শরীরের প্রায় সমুদায় রক্তই দূষিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় প্রায়শঃ লোমকূপ দ্বারা রক্ত নির্গত হইতে দেখা যায়। যকৃৎপ্লীহাস্থানস্থিত পিত্তের বিকৃতি শোধনার্থ বিশেষরূপ যত্ন করিবে। সুশ্রুতের মতে দ্বন্দ্বসমাসে রক্তপিত্ত ব্যুৎপাদিত হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত নহে। যে হেতু দ্রবাংশে অণু ভাবে রক্তও মিশ্রিত থাকে। রক্তপিত্তে রক্ত ও পিত্ত উভয়েই ব্যাধির প্রধান উপকরণ, সুতরাং দ্বন্দ্বসমাসের ব্যুৎপত্তিও সমীচীন। আমদোষ থাকিলে রক্তপিত্তের প্রকোপ প্রবল হইয়া থাকে। তজ্জন্য লঘুপথ্য দ্বারা রোগীকে

লঙ্ঘিত করা কর্ত্তব্য। রোগী বলবান্ হইলে এবং আহারে সামর্থ্য থাকিলে হঠাৎ রক্তবন্ধ করা বিধেয় নহে। কারণ হঠাৎ রক্তবন্ধ হইলে জ্বর, মীহা, গুল্ম, হৃদ্রোগ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ জন্মিতে পারে। ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত কফসংসৃষ্ট। অক্ষীণবলমাংসাগ্নি ঊর্দ্ধগরক্তপিত্তীকে, প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্তরূপ লঙ্ঘিত করিয়া তৎপর তর্পণ ও বিরেচন করাইবে। যে সকল দ্রব্য ভক্ষণে শরীর তর্পিত (স্নিগ্ধ শীতল) হয় তাহাকে তর্পণ বলে। খইয়ের ছাতু, জল, ঘৃত ও মধু পরিমিতরূপ গ্রহণ করিয়া মিশ্রিত করতঃ ঈষৎ তরলভূত অবস্থায় সেবন করিলে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। পিত্ত, সামাবস্থাপ্রাপ্ত হইলে, দোষ কফস্থ হইলে বা ব্যাধি বিরোক্তনিদানজ হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ লঙ্ঘন দেওয়া ব্যবস্থেয় এবং এতদ্ভিন্ন অবস্থায় তর্পণ হিতকর। খর্জ্জুর, কিস্মিস্, যষ্টিমধু ও পরূষকলসাধিত অর্দ্ধশৃত কষায়সম্পাদিত সশর্করা লাজশক্তু (খইয়ের ছাতু) সেবনে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। ইহা রক্তপিত্তব্যাধি-প্রত্যনীক পথ্য। বিরেচনার্থ—ত্রিবৃতাদি মোদক ব্যবহার করিবে।

ত্রিবৃতাদি মোদক।

তেউড়ীমূল, ত্রিফলা, পিপুল ও মধু প্রত্যেক সমভাগ, চিনি সর্ব্বদ্বিগুণ লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। মাত্রা ।৹ তোলা। অনুপান—দুগ্ধ।

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে কদাচ বমন এবং অধোগরক্তপিত্তে কদাচ বিরেচন করাইবে না। অধোগরক্তপিত্তে আবশ্যক হইলে চিনি, মধু ও মদনফলমিশ্রিত মণ্ডপান করাইয়া বমন করান উচিত। দ্রবদ্রব্যআলোড়িত শক্তুকে মন্থ বলে। দ্রবদ্রব্যের অযুক্তি থাকিলে সর্ব্বত্রই জল প্রযোজ্য। রক্তপিত্তে সর্ব্বত্রই লাজশক্তু ব্যবহার্য্য। বামক দ্রব্যের মধ্যে মদনফল শ্রেষ্ঠ। রক্তপিত্তে বাসকের গুণ অদ্বিতীয় এবং ইহা ব্যাধিবিপরীত ঔষধ। অতিসারোক্ত শালপর্ণ্যাদিসিদ্ধপেয়া ইহাতে পথ্য। মুতা, ক্ষেত্রপর্প টী, বেণামূল, রক্তচন্দন ও বালাসাধিত শীতলপানীয় রক্তপিত্তীর পক্ষে হিতকর। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, শুষ্কমাংস, বালক, বৃদ্ধ, শোষার্দ্দিত বা অবম্য ও অবিরেচ্য হইলে রক্তস্তম্ভন ঔষধ দ্বারা সত্বর রক্তস্রাব বন্ধ করিবে। ইহাদের স্রাব উপেক্ষণীয় নহে। ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে পুটপাক দ্বারা উৎপিষ্ট বাসকপত্ররস মধু ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বা কোমল বাসকপত্ররস বা কষায় পান করিলে রক্তস্রাব শীঘ্র নিবারিত হয়। দ্রাক্ষাদিকষায় পানে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত নষ্ট হয়। কাকডুমুরের (খোকসা ডুমুরের) স্বরস মধুসহ পান করিলে অধোগত রক্তপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে। মদয়ন্তী মূলের (কাঠমল্লিকা মূলের) কাথ মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও অধোগরক্তপিত্ত নষ্ট হয়। বাতোল্বণরক্তপিত্তে ছাগ বা গব্যদুগ্ধ ৫ গুণ জলে কথিত (সিদ্ধ) করিয়া মধু ও চিনিসহ পান করিবে। স্বল্পপঞ্চমূলীসাধিত দুগ্ধ, চিনি মধুসহ পান করিলেও আশু রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। মূত্রমার্গগ রক্তপিত্তে দ্রাক্ষাদির অন্যতম দ্রব্যদ্বারা দুগ্ধ পাক করিয়া ঘৃত ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

দ্রাক্ষাদিহ। যথা—দ্রাক্ষা, পর্ণিনীচতুষ্টয় (শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী) বেড়েলামূল, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও শতমূলী।

পক্ক যজ্ঞডুমুর, গাম্ভারী, হরীতকী, পিণ্ডিখেজুর বা দ্রাক্ষা ইহাদের মধ্যে কোন একটীর চূর্ণ মধুদ্বারা লেহন করিলে উপরোক্ত রক্তপিত্তের বিশেষ উপকার হয়। পাকা যজ্ঞডুমুরের চূর্ণ, মধু বা পুরাতন ইক্ষুগুড়সহ লেহন করিলে নাসারক্তস্রাব নিবারিত হয়। মধুর অভাবে অথবা কোনও অবস্থাভেদে মধু অপ্রযোজ্য হইলে, উহার পরিবর্ত্তে অবস্থা বিশেষে চিনি বা চিনির জল, বকফুলের রস, কদলী ফুলের রস বা পুরাতন গুড় ব্যবহার করিবে। খদির, প্রিয়ঙ্গু, শ্বেতকাঞ্চন বা শিমুল ইহাদের অন্যতমের পুষ্পচূর্ণ মধুদ্বারা লেহন করিলে নানাবিধ রক্তপিত্ত নষ্ট হয়। বাসকপত্র রসে ৭ বার ভাবিত হরীতকী বা পিপ্পলীচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে রক্তপিত্ত নষ্ট হয়। ইহা শ্লেষ্মানুবন্ধ রক্তপিত্তের ঔষধ। মেঢ্রগত রক্তপিত্ত অতিক্রান্ত হইলে উত্তরবস্তি ও তৃণপঞ্চমূলসাধিত দুগ্ধ বিশেষ হিতকর। কুশমূল, কাশমূল, শরমূল, উলুমূল ও ইক্ষুমূল এই ৫টী মূলকে তৃণপঞ্চমূল কহে। নাসারন্ধ্র দ্বারা রক্তস্রাব হইলে, প্রথমতঃ নাসাদ্বারা সুশীতল জল টানিবে, শীতল বাতাস করিবে ও মাথায় শীতল জল দিবে। এই ক্রিয়া দ্বারা অকৃতকার্য্য হইলে—দূর্ব্বার রস, দাড়িমফুলের রস, আমআঁঠির শাঁসের রস অথবা চিনিযুক্ত ইক্ষুরসের নস্য লইবে। দূর্ব্বারস নাসাগতরক্তপিত্তে অব্যর্থ। আমলকী ঘৃতে ঈষৎ ভাজিয়া, বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে ঊর্দ্ধগ রক্তস্রাব সত্বর নিবারিত হয়। রক্তপিত্তের প্রকোপে নিশ্বাস লৌহগন্ধী এবং উদ্গার রক্তগন্ধী হইলে, দ্বিগুণ চিনিসহ কক্ষীরক চূর্ণ জলদ্বারা বাটিয়া ।০ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে বমন ও তৎসহ রক্তস্রাব থাকিলে এলাদিগুটিকা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহা উৎকৃষ্ট নিবারক। এতদ্ব্যতীত এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। জ্বর না থাকিলে কুষ্মাণ্ডখণ্ড প্রয়োগ করিবে। এই প্রসিদ্ধ ঔষধ বল্য, বৃষ্য ও রসায়ন। কাস বা শ্বাসযুক্ত রক্তপিত্তে বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড ফলপ্রদ। বাতপ্রধান ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে কাসাধিক্য থাকিলে বৃহৎ বাসাবলেহ বা বাসাখণ্ড প্রযোজ্য। ইহা অধোগত রক্তপিত্তে ব্যবহার্য্য নহে। খণ্ডকাদ্য লৌহ রক্তপিত্তের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ বহুকালগত বা জ্বরসংসৃষ্ট রক্তপিত্তে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। এই ঔষধ ধাতু পোষক রক্তপিত্তে পিত্তহ্রদের প্রলেপাদি এবং সংশমন ঔষধ ব্যবহার করা যায়। রোগী অত্যন্ত কৃশ এবং দুর্ব্বল হইলে যদি অগ্নিবল থাকে, তবে (চরকের) ক্ষতক্ষীণ অধিকারোক্ত অমৃতপ্রাশঘৃত ব্যবহার করাইবে। জ্বর থাকিলে ঘৃত প্রয়োগ নিষিদ্ধ। দূর্ব্বাদ্যঘৃত সর্ব্বপ্রকার রক্তপিত্তেই ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা রক্তপিত্তের ব্যাধিপ্রত্যনীক ঔষধ। সুতরাং জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে সর্ব্বাবস্থাতেই ইহা প্রযোজ্য। রক্তপিত্তে কোনও উপসর্গ না থাকিলে বাসাঘৃত এবং কাসাদি উপসর্গ থাকিলে বৃহৎশতাবরীঘৃত ও সপ্তপ্রস্থঘৃত উপকারী। বৃহৎশতাবরীঘৃত রক্তপ্রদরেও ব্যবহৃত হয়। ইহা অধোগত রক্তপিত্তে মহোপকারী। বস্তিগত

রক্তপিত্তে রোগী অত্যন্ত ক্ষীণকফদেহবায়ু হইলে ছাগাদ্যঘৃত ব্যবহার করিবে। ইহা পুষ্টিকর ও ধাতু বর্দ্ধক। রোমকূপাদ্গ রক্তপিত্তে ত্রীবেরাদিতৈল মর্দন বিশেষ ফলপ্রদ এবং ইহা শ্লেষ্মা প্রধান অবস্থায় বিশেষ উপযোগী। রসঘটিত ঔষধ অপেক্ষা উল্লিখিত ঔষধ সমূহ রক্তপিত্তে অধিক কার্য্যকারী তবে জ্বর থাকিলে বা প্লীহযকৃৎস্থান বিকৃত হইলে অথবা রোগী অজীর্ণাক্রান্ত হইলে রসঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। যকৃতের ক্রিয়া খারাপ থাকিলে আর্কেশ্বররস ব্যবহার্য্য। রক্তপিত্তান্তকরস ব্যাধিপ্রত্যনীক ঔষধ, সুতরাং রসঘটিত ঔষধের মধ্যে এই ঔষধ শ্রেষ্ঠ। ইহা সকল প্রকার রক্তপিত্তেই ব্যবহৃত হইতে পারে। এই ঔষধ রক্তপ্রদরে, রক্তার্শে, মেঢ্রগত রক্তপিত্তে, পৈত্তিকজ্বরে, পৈত্তিকদাহে ও গুদগত রক্তে অনুপান ভেদে প্রযোজ্য।

পিত্তাধিক রক্তপিত্তে জ্বর এবং দাহাদি উপসর্গ থাকিলে শতমূল্যাদিলৌহ প্রয়োগ করিবে। প্রমেহ, অর্শঃ, পাণ্ডু ও কুষ্ঠাদি রোগযুক্ত রক্তপিত্তী উশীরাসব ব্যবহার করিবে। মরুদেশজাত মৃগ বা পক্ষীর রক্ত মধুসহ লেহন করিলে ঊর্দ্ধগরক্তপিত্তের রক্তস্রাব নিবারিত হয়। অধোগ রক্তপিত্তে কুটজাষ্টক এবং রক্তপ্রদর নিবারক যোগসমূহ অবস্থানুসারে প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহাতে রক্তচন্দনাদিকষায় বিশেষ ফলপ্রদ। মূত্রমার্গগ সমূত্রক্তপিত্তে পঞ্চপীচতুষ্টয় অথবা শতমূলী ও গোক্ষুরসাধিত দুগ্ধ পান করিবে। ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। নাসাপ্রবৃত্তরক্তপিত্তের রক্তস্রাব নিবারণার্থ যে বাহ্যক্রিয়া বলা হইয়াছে, কর্ণাদিগত রক্তপিত্তেও সেই ২ ক্রিয়া অবলম্বনীয়। পরন্তু, আভ্যন্তর ঔষধ সর্ব্বত্র সমান। অতিমসৃণ লাক্ষাচূর্ণ ঘৃত মধুসহ লেহন করিলে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত ও উরঃক্ষত আরোগ্য হয়। মাত্রা ০ সিকি। ধান্যকাদিশীতকষায় সেবনে রক্তপিত্তের দাহ এবং হ্রীবেরাদিকষায় পানে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত নিবারিত হয়। কেবল, বাসকক্বাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে যেমন সর্ব্ববিধ রক্তপিত্তের রক্তস্রাব প্রশমিত হয়, তদ্রূপ লাক্ষার ক্বাথ বা চূর্ণ অথবা শীতকষায় মধু সহ সেবন করিলেও যাবতীয় ঊর্দ্ধগরক্ত নিগৃহীত হয়।

রক্তপিত্তরোগীর রক্ত যদি দুর্গন্ধ বা পূয়যুক্ত কিম্বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং জ্বর, কাস, বুকের বেদনা, মূর্চ্ছা প্রভৃতি নানা উপসর্গ বর্ত্তমান থাকে, তবে অনেকস্থলেই আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়।

ষড়ঙ্গাঙ্গ কষায়। যথা—পক্ব-যজ্ঞডুমুর, পেস্তা, বাসকছাল ও বেণামূল। ইহাতে ঊর্দ্ধগরক্তপিত্ত সত্বর আরোগ্য হয়।

বাসাদি কষায়।

বাসকছাল, কিস্‌মিস্‌, হরিতকী। প্রক্ষেপার্থ—চিনি ও মধু মিলিত ॥০ তোলা।

এলাদি গুড়িকা।

যষ্টিমধু, পিণ্ডিখেজুর, কিসমিস প্রত্যেক ৮ তোলা। মাত্রা ✓০ আনা। ইহা দ্বারা উরঃক্ষত নিবারিত হইয়া থাকে। অনুপান—মধু।

কুষ্মাণ্ডখণ্ড

ত্বক এবং আঠিশূন্য কুষ্মাণ্ড জলে সিদ্ধ করিবে। পশ্চাৎ আঁচড়াইয়া শিলাপিষ্ট করতঃ কাপড়ে নিঙ্ড়াইয়া রস বাহির করণানন্তর ঐ রস পৃথক্ ভাবে রাখিবে। পরে শিলাপিষ্ট ঐ কুষ্মাণ্ডশস্য রৌদ্রে ঈষৎ শুষ্ক করিয়া ১২॥ সের লইয়া তাম্রপাত্রে /৪ সের ঘৃত সহ ভর্জিত করিবে। তৎপর উহা মধুবর্ণ হইলে, উক্ত বস্ত্র নিপীড়িত রস ১৬ সের মধ্যে ১২॥ সের চিনি মিশাইয়া একত্রে পাক করিবে। অথবা—ত্বক্ এবং আঠি শূন্য কুষ্মাণ্ড জলে সিদ্ধ করিয়া কুষ্মাণ্ডশস্য ১২॥ সের গ্রহণ করিবে। পরে আঁচড়াইয়া শিলাপিষ্ট করতঃ কাপড়ে নিঙ্ড়াইয়া রস বাহির করিবে এবং কুষ্মাণ্ড শস্য রৌদ্রে ঈষৎ শুষ্ক করিয়া /৪ সের ঘৃত দ্বারা তাম্রপাত্রে ভর্জিত করিবে এবং মধুবর্ণ হইলে, উক্তরস ও ১২॥ সের চিনিসহ পাক করিবে। ইহার যে কোন প্রকারে পাকসিদ্ধ করিয়া, যখন ঘৃত রীতিমত দ্রব্য মধ্যে বিলীন হইবে তখন নিম্ন-লিখিত দ্রব্যগুলি প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ নামাইয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। ঔষধে অঙ্গুলিচিহ্ন উত্থিত হইলে পাক সিদ্ধ হইল জানিবে। ইহার পাক গুড়পাকের ন্যায়। প্রক্ষেপ্য দ্রব্য। যথা—পিপুল, শুঁঠ, জীরে প্রত্যেক ২ পল, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, মরিচ, ধনে প্রত্যেক ৪ তোলা। মাত্রা ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত। এই প্রসিদ্ধ ঔষধ মধুদ্বারা মাড়িয়া পথ্য বা ছাগ দুগ্ধসহ সেব্য।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডখণ্ড

সিদ্ধ কুষ্মাণ্ড হইতে রস নিংড়াইয়া শুষ্ক করতঃ ঐ কুষ্মাণ্ডশস্য ৫০ পল বা ৬ সের লইবে। তৎপরে /৪ সের ঘৃতদ্বারা উহা তাম্রপাত্রে পূর্ব্ববৎ ভর্জিত করিয়া যখন মধুবর্ণ হইবে, তখন ৬। সের বাসকের ক্বাথে ১২ সের চিনি গুলিয়া তৎসহ পাক করিবে এবং পূর্ব্ববৎ উপযুক্ত সময়ে নিম্নোক্ত প্রক্ষেপ দিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। প্রক্ষেপ্য বস্তু। যথা—মুতা, আমলকী, বংশলোচন, বামুনহাটী, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত প্রত্যেক ২ তোলা, এলবালুক, শুঁঠ, ধনে মরিচ প্রত্যেক ৮ তোলা, পিপুল /॥ সের। মাত্রা ॥০ তোলা মধুদ্বারা মাড়িয়া ছাগদুগ্ধসহ সেব্য। কুষ্মাণ্ডঘটিত এই ২টী ঔষধে কুষ্মাণ্ড যত পুরাতন, বর্দ্ধিত ও কঠিন হইবে, ততই ঔষধ উপকারী হইবে। এই ঔষধদ্বয়ে অন্ততঃ বৎসরাতীত কুষ্মাণ্ড গ্রহণীয়।

বাসাখণ্ড

বাসকছাল ১২॥ সের, পাকার্থ জল ২।০ মণ, শেষ ২৫ সের, চিনি ১২॥ সের। একত্র পাক করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট হইলে, হরীতকী চূর্ণ /৮ সের প্রক্ষেপ দিয়া গাঢ় আলোড়ন করিবে। আসন্নপাকে পিপুলচূর্ণ ১৬ তোলা, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাগকেশর প্রত্যেক ৮ তোলা মিশাইয়া নামাইয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ॥০ তোলা। এই ঔষধ মধুদ্বারা মাড়িয়া ছাগদুগ্ধসহ সেব্য।

খণ্ডকাদ্য লৌহ।

শতমূলী, গুলঞ্চ, বাসা, মুণ্ডিরী, শ্বেতবেড়েলামূল, তালমূলী, খদির, ত্রিফলা, বামুনহাটী, শুঠ প্রত্যেক ৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, মনঃশিলা বা স্বর্ণমাক্ষিক দ্বারা মারিত লৌহভস্ম /১। সের, চিনি /১। সের, ঘৃত /২ সের একত্রে যথাবিধি তাম্রপাত্রে পাক করিবে। পাকের মধ্যাবস্থায় শিলাজতু ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। পরে, আসন্ন পাকে বংশলোচন, দারুচিনি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ, পিপুল, শুঁঠ, জীরে প্রত্যেক ৮ তোলা, ত্রিফলা, ধনে, তেজপাত, মরিচ, নাগকেশর প্রত্যেক ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া সুন্দররূপ মর্দন করতঃ গুড়বৎ পাক করিবে। পাকান্তে এই ঔষধ স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা /০ হইতে ।০ সিকি। ইহা মধুদ্বারা মাড়িয়া দুগ্ধসহ পান করিবে। এই ঔষধ সেবনকালে নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ পথ্যরূপে ব্যবহার করিবে। ছাগ, পারাবত, তিত্তির, কুরঙ্গ প্রভৃতির মাংস, নারিকেলজল, দুগ্ধ, সুষুণি ও বেথোশাক, পটোল, বৃহতীফল, কচিবেগুন, পক্ক ও সুস্বাদু আম, সুমিষ্ট খেজুর ও দাড়িম। এই ঔষধ ব্যবহার কালে ককারাদি যাবতীয় দ্রব্য এবং আনূপ মাংস (মৎস্যাদি) ত্যাগ করিবে। ইহাদ্বারা বাতরক্ত, শীতপিত্ত, পাণ্ডু, কফকাস, আনাহ, অম্লপিত্ত ও নানাবিধ রক্তপিত্ত আরোগ্য হয়। যে সমস্ত আহারীয় জিনীসের প্রচলিত নামের প্রথম অক্ষর "ক" তাহাকে ককারাদি বলে।

দূর্ব্বাদ্য ঘৃত। (প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ)

মূর্চ্ছিত ছাগ ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ—দূর্ব্বামূল, উৎপল, কেশর (পদ্মের কেশর), মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুক, চিনি, শ্বেতচন্দন, বেণামূল, মুতা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেক ২ তোলা পাকার্থ—দাউদকানি চাউল /৪ সের ১৬ সের জলে মর্দন করিয়া ছাঁকিয়া ১৬ সের জল গ্রহণ করিবে। ছাগ দুগ্ধ ১৬ সের। মাত্রা ।০ তোলা, হইতে ১ তোলা। অনুপান—ছাগ বা গব্যদুগ্ধ। এই ঘৃত পান করিলে—রক্তবমন, নাসিকা দ্বারা নস্য লইলে—নাসাস্রাব, কর্ণপূরণে—কর্ণস্রাব, নেত্রপূরণে—নেত্রস্রাব, বস্তিকর্ম্মদ্বারা—মেঢ্রদ্বারা রক্তস্রাব ও অভ্যঙ্গে—লোমকূপ হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। এই ঘৃত অতীব প্রসিদ্ধ ও দৃষ্টফল বিশিষ্ট।

বাসাঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, ক্বাথার্থ—বাসকের শাখা, পত্র ও মূল মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—বাসক পুষ্প /। সের। ইহা মধুসহ লেহ্য।

সর্ব্বপ্রদ ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, পাকার্থ—শতমূলী রস /৪ সের, বাসার ক্বাথ /৪ সের, দ্রাক্ষার ক্বাথ /৪ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডরস /৪ সের, ইক্ষুরস /৪ সের, আমলকীক্বাথ /৪ সের; কল্কার্থ—চিনি /১ সের সহ যথাবিধি পাক করিবে। মাত্রা—।০ সিকি হইতে ।০ তোলা। অনুপান—দুগ্ধ।

ইহাতে রক্তপিত্ত উরঃক্ষত, পিত্তশূল, উরুবাত, রক্তপ্রদর, হৃদ্রোগ ও যক্ষ্মা আরোগ্য হয়। ইহা বলকর ও ধাতুপোষক।

বৃহৎ শতাবরী ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, শতমূলী রস /৮ সের, দুগ্ধ /৮ সের কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদ, মহামেদ, কিস্‌মিস্ যষ্টিমধু মুগাণী, মাষাণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও রক্তচন্দন মিলিত /১ সের। প্রক্ষেপ—মধু ও চিনি মিলিত /১ সের। মাত্রা ।০ তোলা। অনুপান—দুগ্ধ। ইহাদ্বারা, অঙ্গদাহ, পৈত্তিকমূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি নষ্ট হয়।

কামদেব ঘৃত (বল্য-বৃষ্য-রসায়ন)

ঘৃত /৪ সের, অশ্বগন্ধা ১২॥ সের, গোক্ষুর ৬। সের, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালপাণি, বেড়েলা প্রত্যেক ৩। সের, অশ্বত্থত্বক, পদ্মবীজ, পুনর্ণবা, গাম্ভারী ফল, মাষকলাই প্রত্যেক ১০ পল, জল ৪ দ্রোণ (৬৪ সেরে ১ দ্রোণ) শেষ ১ দ্রোণ। কল্কার্থ—দ্রাক্ষা, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, পিপুল, রক্তচন্দন, বালা, নাগকেশর, আলকুশীবীজ, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি প্রত্যেক ২ তোলা, চিনি / পোয়া, ইক্ষুরস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা। ইহা দুগ্ধ সহ সেব্য। এই ঔষধ উরঃক্ষত, রক্তপিত্ত, পার্শ্বশূল ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক।

হ্রীবেরাদি তৈল।

তৈল /৪ সের, লাক্ষারক্কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ /৪ সের, বালা, বেণামূল, লোধ, পদ্মকেশর, তেজপাত নাগকেশর, বেলশুঁঠ, মুতা, শটী, রক্তচন্দন, আকনাদিপাতা, ইন্দ্রযব, কুটজছাল, ত্রিফলা, শুঁঠ, ময়নাছাল, আমের আঁঠি, জামের আঁঠি, রক্তোৎপলমূল প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিবে।

অর্কেশ্বররস। যকৃতশোধক)

তাম্র, বঙ্গ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ, শুলফের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২—৪ রতি। অনুপান—বাসক ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস।

রক্তপিত্তান্তক রস। (ব্যাধিপ্রত্যনীক)

অভ্র লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, রসতালক (অভাবে শোধিত হরিতাল) ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্ ও শুলফেরক্কাথে ১ দিন গাঢ়মর্দন করিয়া ৪রতি বটী করিবে। কেহ কেহ উক্তক্কাথে ভাবনা দিয়া বটী করেন। ভাবনা দিলে বীর্য্যোৎকর্ষ হইবে সন্দেহ নাই।

রসতালক প্রস্তুত বিধি। যথা—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, বাকসুর একত্র মর্দন করিয়া বালুকা যন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিলে যে পীত পদার্থ উৎপন্ন হইবে তাহাকেই রসতালক বলে। ঔষধের অনুপান—চিনি ও মধু। এই ঔষধ বাসকপত্ররস ও মধু

প্রভৃতি অনুপানেও ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা জ্বর, দাহ, পিপাসা, শোষ, উরঃক্ষত ও আমাদির রক্তপিত্ত নষ্ট হয়।

শতমূল্যাদি লৌহ।

শতমূলী, চিনি, ধনে, নাগকেশর, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ, কুলখিক প্রত্যেক সমভাগ, লৌহ সর্বসম। মাত্রা ।০ আনা হইতে ।৵০ আনা। অনুপান—বাসকরস ও মধু।

উশীরাসব।

বেণামূল, বালা, পদ্মমূল, গাম্ভারীছাল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, দুরালভা, আকনাদি পাতা, চিরতা, বটছাল, যজ্ঞডুমুরছাল, শটী, ক্ষেত্রপর্পটী, পটোলপত্র, কাঞ্চনছাল, মোচরস, শ্বেতপদ্ম, রক্তচন্দন প্রত্যেক ১ পল। এই সমস্ত দ্রব্য জটামাংসী ও মরিচচূর্ণ দ্বারা ধূপিত পাত্রে সুচূর্ণিত করিয়া ক্ষেপণ করিবে; পরে দ্রাক্ষা ২০ পল, অর্দ্ধকুট্টিত ধাইফুল ১৬ পল, চিনি ১২॥ সের, মধু ৬। সের প্রক্ষেপ দিয়া ১২৮ সের জলে উত্তম রূপ আলোড়ন করতঃ পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া ১ মাস রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া ২।০ তোলা মাত্রায় ব্যবহার করিবে।

চন্দনাদি কষায়। যথা—রক্তচন্দন, বেনাউঠি, আতৈষ, কুটজছাল ও যবক্ষার আঠা মিলিত ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৵১ সের, শেষ ১৬ তোলা ছাঁকিয়া পান করিবে।

ধান্যকাদি শীতকষায়। যথা—ধনে, আমলকী, বাসকছাল, কিস্‌মিস্‌, ক্ষেত্রপর্পটী। এই কষায় দাহ, পিপাসা ও রক্তপিত্তনাশক।

হ্রীবেরাদি কষায়। যথা—বালা, নীলোৎপল, ধনে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, বেণামূল ও তেউড়ীমূল। ইহাদের কাথে ॥০ তোলা চিনি মিশাইয়া পান করিবে।

পথ্য—দিবসে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসুর, ছোলা, অড়হর, বনমুগ, পটোল, বেত্রাগ্র, নটেশাক, লাব কপোত, শশক, কাগজিলেবু, হরিণাদির মাংসযূষ, দুগ্ধ, ঘৃত ইত্যাদি।

অপথ্য—উষ্ণবীর্যদ্রব্য, ঝাল, উত্তাপ, মাংস, মৎস্য, দধি, অম্ল শাক, বেগুন তিল, সর্ষপ, রশোন, মিষ্ট, মাদকদ্রব্য, মলমূত্রাদির বেগধারণ, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, ব্যায়াম, ধূলি ও উত্তাপ সেবন, রাত্রিজাগরণ ইত্যাদি। ইহাতে ক্রোধ বা চিৎকার করা অথবা ভারযুক্ত জিনীস বহন করা অবিধেয়।

অথ যক্ষ্মা চিকিৎসা

ক্ষয়, রাজযক্ষ্মা, যক্ষ্মা, শোষ, রোগরাজ, এই সকল শব্দে যক্ষ্মা অভিহিত হয়। রসরক্তাদি বা শুক্রমজ্জাদি ধাতুসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে ক্ষয়রোগ বলে। এইরোগ, সকল রোগের রাজা (প্রধান) এজন্য ইহাকে রাজযক্ষ্মা বলা হয়। ইহার সাধারণ

ও শরীর শুষ্ক হইতে থাকে বলিয়া ইহাকে শোষ বলা হয়। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি। এই রোগের রূপাবস্থায় পিত্তের প্রকোপে রক্তের আগম হয়; এজন্য রক্তপিত্তের পরে যক্ষা-চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে। এই রোগ চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে কোন ২ যক্ষ্মায় রক্তোৎগম দেখা যায় না। চরকে বেগপ্রতিঘাতজ যক্ষ্মারূপ। যথা—"প্রতিশ্যায়ঞ্চ কাসঞ্চ স্বরভেদমরোচকং। পার্শ্বশূলং শিরঃশূলং জ্বরমংসাবমর্দ্দনং। অঙ্গমর্দ্দং মুহুশ্ছর্দ্দিং বর্চ্চোভেদং ত্রিলক্ষণং"। তথা ক্ষয়জযক্ষ্মার রূপ। যথা—"প্রতিশ্যায়ং জ্বরং কাসং অঙ্গমর্দ্দং শিরোরুজং। শ্বাসং বিড্‌ভেদমরুচিং পার্শ্বশূলং স্বরক্ষয়ং। করোতি চাংসসন্তাপং যেকাদশমহাগ্রহঃ।" সাধারণতঃ কাস, রক্তোৎগম এবং জ্বর থাকিলেই ত্রিরূপ যক্ষ্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়; রক্তপিত্তের উপদ্রব জন্যও কাস এবং জ্বর হইতে পারে, কিন্তু ঐ জ্বর লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে না। সাহসিক যক্ষ্মায়, উরঃক্ষত হইয়া রক্তস্রাব হয় এবং বিষমাশনজ যক্ষ্মায় আমাশয়স্থ রক্ত বিবদ্ধমার্গহেতু মাংসাদি ধাতুকে পোষণ করিতে না পারায় উৎক্লিষ্ট হইয়া কণ্ঠদেশ হইতে নির্গত হয়। এই দ্বিবিধ রক্তই রক্তপিত্তের রক্তের ন্যায় বিকৃত ভাবাপন্ন নহে। রক্তপিত্তের রক্তস্রুতির পূর্ব্বে প্রায়শঃ গলা চুলকাইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে তাহা হয় না। সাহসিক যক্ষ্মায় বুকে বেদনা থাকে এবং পূয়যুক্ত রক্তই প্রায়শঃ ক্ষরিত হয় কিন্তু রক্তপিত্তে তাহা হয় না। কেহ ২ বলেন স্ত্রীলোকের যক্ষ্মা হয় না; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। যেহেতু, শাস্ত্রে তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং স্ত্রীলোকেরও যক্ষ্মা হইতে দেখা গিয়াছে।

এই রোগগ্রস্ত রোগীর আহারীয় দ্রব্য প্রায় সমস্তই মলে পরিণত হয়; অত্যল্পদ্রব্যই ওজঃধাতুতে পরিণত হয় বলিয়া শোষীর পুরীষ সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়। সুতরাং কদাচ বিরেচনাদি দ্বারা যক্ষ্মারোগীর মল নিঃসরণ করা কর্ত্তব্য নহে। পুরীষ বলই যক্ষ্মীর বল এবং পুরীষক্ষয়ে রোগী সত্বর অবসন্ন হইতে পারে। বিষমাশনজযক্ষ্মায় আমাশয়স্থ রসধাতু স্রোতোরোধহেতু বর্দ্ধিত, বহুরূপ বিশিষ্ট এবং উৎক্লিষ্ট হইয়া পতিত হইতে পারে। রোগী, বলমাংসক্ষীণ হইলে অসাধ্যহেতু পরিত্যাজ্য এবং বলমাংসবিশিষ্ট হইলে তাহাকে চিকিৎসা করিবে। এই রোগে বলমাংস বর্দ্ধক ঔষধ ও অন্নপান হিতকর এবং স্ত্রীসংসর্গ, ব্যায়াম ও ধাতুক্ষয়কর বিষয় অবশ্য পরিত্যাজ্য। এই রোগে রোগস্বাভাব্যহেতু সততই রমণে-অভিলাষ জন্মে। এজন্য পুরুষ—স্ত্রীকে এবং স্ত্রী—পুরুষকে দূরে পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে অন্যান্য মনোবিকার হইয়াও ধাতুক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। সমস্ত যক্ষ্মাতেই ন্যূনাধিক মাংসক্ষয় হইয়া থাকে। মাংস, মাংসবর্দ্ধকদ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং ছাগ, হরিণ, বা পারাবতের যুক্ত্যই মাংস অগ্নিবলানুসারে খাইতে দিবে। ছাগমাংস ও ছাগদুগ্ধ যক্ষ্মায় উৎকৃষ্ট পথ্য এবং ঔষধ। জাঙ্গলযূষ ও পক্ষীমাংস, বৃংহণার্থ (পুষ্টির নিমিত্ত) প্রয়োগ করিবে। এই রোগ অত্যন্ত কঠিন। গরিব লোকের হইলে অর্থাভাব নিবন্ধন প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না। ধনবান্ ব্যক্তির হইলে কদাচিৎ আরোগ্য হইতে দেখা যায়। ১০০০

একাহাবার দিন গত না হইলে যক্ষ্মারোগীর জীবনের আশা করা যায় না। আজরস সেবন করিলে পীনসাদি বহুবিধ উপদ্রব দূরীভূত হয়। বাতকফপ্রধান যক্ষ্মায় দশমূল-ষট্‌পলকঘৃত বা তৎকষায়সাধিত ঔষধ পান করিবে। বাতপ্রধান ক্ষীণদেহরোগীকে অশ্বগন্ধাদি পান করিতে উপদেশ দিবে। বেগরোধজ যক্ষ্মায় অশ্বগন্ধাদি-কষায় হিতকর। অতিসার থাকিলে পারাবত বা ছাগমাংসের গাঢ়যূষ পান করিবে। অতিসার না থাকিলে, নবনীতযোগ ব্যবস্থেয়। কাস নিবারণার্থ তালিশাদি চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। জ্বরবেগ কম থাকিলে ও অতীসার না থাকিলে এই রোগে ছাগলাদ্যঘৃত বিশেষ উপকারী। পার্শ্বশূল, শিরঃশূল, অংসাবমর্দ, অঙ্গমর্দ্দ ও বক্ষঃবেদনায় চন্দনাদিতৈল মালিশ করিবে। ইহা জ্বরনাশক। জ্বর ও কাস প্রশমনার্থ মৃগাঙ্করস শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মৃগাঙ্করসে কোনও ফল না হইলে এবং জ্বর ও কাসবেগ অধিক পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররস ব্যবহার করিবে। এই ঔষধ জ্বর ও কাস নাশক এবং বহু পরীক্ষিত। বায়ুর প্রকোপ ও কফ অত্যধিক লক্ষিত হইলে, স্বর্ণমৃগাঙ্ক ব্যবহার্য্য। বুকের বেদনায়, পুরাতনঘৃত আদারস সহ বুকে মালিশ করিয়া আকন্দের পত্রদ্বারা সেক দিবে এবং বক্ষস্থল তুলাদ্বারা (আকন্দতুলা হইলে ভাল হয়) বাঁধিয়া রাখিবে। এই অবস্থায়, বক্ষস্থলে চন্দনাদিতৈল মালিশ করিবে এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও খণ্ডকাদ্য লৌহ ব্যবহার করিবে। বক্ষবেদনা ও পার্শ্বশূলে ভর্জ্জিত আতপতণ্ডুল ও অতিস্রা (ঔকড়া) ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া উষ্ণকরতঃ প্রলেপ দিবে। যক্ষ্মার শেষ অবস্থায় প্রায়শঃ অতিসার হইয়া থাকে। তদবস্থায় হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরস ব্যবহার করিবে। ইহাতে যে জ্বর হয় তাহা বাত প্রধান সুতরাং জয়মঙ্গলরস, চূড়ামণি রস, বৃহৎ মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধ জ্বর নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে।

অথ ক্ষয়জ যক্ষ্মা চিকিৎসা

এই যক্ষ্মায় শুক্র ও ওজঃ ধাতু ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ হয় এবং দেহ মেদহীন হইতে থাকে। সুতরাং শুক্র বৃদ্ধির নিমিত্ত এবং মেদক্ষয় নিবারণার্থ ছাগলাদ্য-ঘৃত ও চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিবে। রোগীর শরীর ক্ষীণ এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে, অমৃতপ্রাশঘৃত সেবনে বিশেষ ফলোদয় হয়। জ্বর নিবারণার্থ জয়মঙ্গলরস, বৃহৎ জয়মঙ্গলরস, বৃহন্মহালক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ কস্তুরীভৈরব ও চূড়ামণিরস ব্যবহার করিবে। পূর্ব্বোক্ত আজরস সর্ব্বপ্রকার যক্ষ্মাতেই ব্যবহার্য্য। বিশেষতঃ ইহা ক্ষয়যক্ষ্মায় পরম হিতকর। কুক্কুটমাংসের যূষ ইহাতে উৎকৃষ্ট পথ্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দররস সকল যক্ষ্মাতেই ব্যবহৃত হইতে পারে। পরন্তু ইহাতে বৃহৎকাঞ্চনাভ্র, মহামৃগাঙ্ক ও

ঔষধ। ইহার কাস নিবারণার্থ পূর্ব্বোক্তবিধি অবলম্বনীয়। বসন্ততিলকরস কাস ও শ্বাস প্রশমনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতে পারে। অন্যান্য চিকিৎসাক্রম পূর্ব্বোক্ত রূপ অনুষ্ঠেয়।

অথ সাহসিকযক্ষ্মা চিকিৎসা

ইহাতে বক্ষঃস্থল আহত হইয়া হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মন্দীভূত হয় এবং হৃদয়ে বেদনা হইয়া থাকে। অধিকন্তু বক্ষঃস্থলে ক্ষত হওয়ায় রক্তমিশ্রিত কফ নিঃসৃত হয়। ইহাতে বায়ু সেবন ও প্রত্যেক লক্ষণ আনয়নের কর্ত্তব্য। প্রথমে বক্ষঃস্থল সংশোধন করিতে যত্নবান্ হইবে। বক্ষঃস্থল সর্ব্বদা আকন্দ তুলার দ্বারা বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। শ্রীবেদাদিতৈল বা মহাচন্দনাদি তৈল হৃদয়ে মালিশ করিবে। অভ্যন্তরীণ প্রয়োগার্থ মাক্ষিকাদিবটী, বিল্বাদ্যবলেহযোগ, সর্পিগুড় ও এলাদিগুড়িকা ব্যবহার করিবে। খণ্ডকাদ্যলৌহ প্রভৃতি রক্তপিত্তোক্ত উরঃক্ষতনাশক ঔষধ সমূহ, অবস্থা বিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে। দুগ্ধের সহিত লাক্ষা /০ আনা মধু প্রক্ষিপ্ত করিয়া পান করিলে উরঃক্ষত নষ্ট হয়। ঔষধ জীর্ণ হইলে চিনি ও দুগ্ধসহ অন্ন আহার করিবে। নলখাগড়মূল, মৃণালগ্রন্থি, পদ্মকেশর ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ৷৷০ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল /১ সের, শেষ ১৬ তোলা, ছাঁকিয়া শীতল হইলে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্ষত আরোগ্য হয়। ইহাতে ছাগলাদ্যঘৃত, চ্যবনপ্রাশ, অমৃতপ্রাশ ঘৃত ও দ্রাক্ষাদ্যঘৃত অবস্থা বিশেষে ব্যবহার করিবে। এই প্রকার বৃহৎকাঞ্চনাভ্র, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, রাজমৃগাঙ্ক ও শিলাজত্বাদি লৌহ ব্যবহার করিবে। রাজমৃগাঙ্ক বাতশ্লেষ্মপ্রধান ক্ষয়ে প্রশস্ত। জ্বর প্রশমনার্থ বৃহৎকস্তুরীভৈরব, বৃহৎমহালক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎজয়মঙ্গলরস ও চূড়ামণিরস ব্যবহার করিবে। যদি অত্যন্ত শ্লেষ্মা উঠে এবং শ্বাসের প্রবলতা থাকে, তবে বসন্ততিলকরস ব্যবহার করিবে। ধাতুক রক্তনিষ্ঠীবন বন্ধ না হইলে রক্তপিত্তান্তকরস মধু দ্বারা মাড়িয়া লাক্ষা ভিজান জল সহ পান করাইবে। রক্তনিষ্ঠীবন অবস্থায় বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড, বৃহৎবাসাবলেহ ও রাস্নাদিলৌহ বিশেষ ফলপ্রদ। অনেক চিকিৎসক ইহাতে জ্বরে কফাধিক্য থাকিলে, সর্ব্বতোভদ্ররস ব্যবহার করেন। আমাদের মতে অত্রাবস্থায় সর্ব্বতোভদ্র অপেক্ষা বৃহচ্চন্দ্ররাস্তকলৌহ উৎকৃষ্ট। দাহাদি থাকিলে চন্দনাদিলৌহ বা বৃহৎসর্ব্বজ্বরহরলৌহ প্রয়োগ করিবে। যদি জ্বর মৃদুভাবে প্রকাশিত হয় এবং কফাধিক্য না থাকে, তবে বৃহৎ জয়মঙ্গলরস বিশেষ উপযোগী। কফাধিক্য থাকিলে বৃহন্ মহালক্ষ্মীবিলাস ও বৃহৎকস্তুরী-ভৈরব গরীয়ান্।

বিষমাশনজ যক্ষ্মা চিকিৎসা

ইহাতে রক্তাদির স্রোতঃ অবরুদ্ধ হওয়ায় ধাতু সকল পুষ্ট হইতে পারে না এবং রসধাতু অত্যন্ত বিবৃদ্ধ হইয়া নানাবর্ণে ক্রত হইতে থাকে। ইহাতেই রক্তবমন, রক্তপিত্ত এবং প্রলেপক নামক বিষমজ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। সচরাচর এই যক্ষ্মাই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, কিন্তু অন্য যক্ষ্মাও বিরল নহে। ইহাতে অশ্বগন্ধাদ্য সাধিত যবাগাদির নানারূপ কল্পনা করিবে। ইহার শ্বাসকাস নিবারণার্থ সিতোপলাদিলেহ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, বসন্ততিলক, মহারাজমৃগাঙ্ক, বৃহৎচন্দ্রামৃতরস, তালীশাদিচূর্ণ, বাসাবলেহ, বৃহচ্চন্দ্রামৃতলৌহ, বৃহৎবাসাবলেহ ও রাজমৃগাঙ্ক ব্যবহার করিবে। বুকে বেদনা না থাকিলে বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র হিতকর। অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে তালীশাদি চূর্ণ ব্যবহার্য্য নহে। সারচন্দনাদিতৈল বা মহাচন্দনাদি তৈল বক্ষঃস্থলে মালিশ করিলে বিশেষ উপকার হয়। সর্ব্বদাই গরমবস্ত্রদ্বারা হৃদয় আবৃত রাখিবে। কাসশ্বাস নিবারণার্থ সার্ব্বভৌম, বৃহৎশৃঙ্গারাভ্র ও মহোদধির ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি। সার্ব্বভৌম ও বৃহৎশৃঙ্গারাভ্র দ্বারা শ্লেষ্ম ও কাস শুষ্ক হয়। হৃদয়ে বেদনা থাকিলে, এই দুইটী ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। ইহার জ্বরে শ্লেষ্মাধিক্য অবস্থায়—বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, বৃহৎ মহালক্ষ্মী বিলাস, বৃহজ্জ্বরান্তক লৌহ, বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ ও চূড়ামণিরস পিত্তাধিক্য অবস্থায়—চন্দনাদিলৌহ, বৃহৎসর্ব্বজ্বরহরলৌহ, বাতাধিক্য অবস্থায়—জয়মঙ্গলরস বা বৃহৎজয়মঙ্গলরস ব্যবহার করিবে।

রক্তবান্তিতে খণ্ডকাদ্যলৌহ, বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড, বৃহৎবাসাবলেহ, বাসাবলেহ, বাসাখণ্ড ও রক্তপিত্তান্তকরস ব্যবহার্য্য। রক্তপিত্তের বাসাদ্যকষায় সহ রক্তপিত্তান্তকরস প্রয়োগ করিলে সুফল দর্শে। পুষ্টি জননার্থ এবং শ্বাস ও কাস নিবারণার্থ চ্যবনপ্রাশ প্রয়োগ করিবে। ছাগমাংসের ক্কাথ এবং ছাগ দুগ্ধের ন্যায় উপকারী বস্তু যক্ষ্মায় আর দ্বিতীয় নাই। সুতরাং উহা সর্ব্বপ্রকার যক্ষ্মাতেই প্রশস্ত। যক্ষ্মায় অন্যান্য ঔষধের সহিত কোনও ১টী (চ্যবনপ্রাশাদি) রসায়ন ঔষধ ব্যবহার করিবে। যক্ষ্মার রোগী আরোগ্য না হইলে প্রায়শঃ ৫ বৎসর ৬ মাস ২০ দিনের মধ্যে পরলোক গমন করিয়া থাকে। এই সময় অতিবাহিত হইলে রোগী প্রায়শঃ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। কেহ২ যক্ষ্মায় (পোষণার্থ) অমৃতপ্রাশঘৃত ব্যবহার করিয়া থাকেন।

অশ্বগন্ধাদ্য। যথা—অশ্বগন্ধা, ধনে, পিপুল ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা। ইহা

অশ্বগন্ধাদি কষায়। যথা—অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতমূলী, দশমূল, বেড়েলা বাসক, কুড়, আতৈষ। ইহা যুবা, বল্য ও ক্ষয় নিবারক।

পিত্তাধিক্যে—নবনীত যোগ। যথা—নবনীত (ননী) ।• তোলা, মধু ও চিনি সহ প্রাতঃকালে লেহন করিবে।

তালীশাদি চূর্ণ

তালীশপত্র ১ভাগ, মরিচ ২ভাগ, শুঁঠ ৩ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, বংশলোচন ৫ ভাগ, দারুচিনি, এলাচি, প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ, মিশ্রিচূর্ণ পিপুলের ৮ গুণ। এই চূর্ণ কাসের সময় মুখে রাখিবে এবং মধ্যে মধ্যে মধু সহ লেহন করিবে। ইহা দ্বারা বায়ুর অনুলোমন হয় এবং কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায় ও অরুচি নষ্ট হয়। ইহাতে গলগত রোগ, জিহ্বাগত রোগ ও মুখগত রোগও উপশমিত হইয়া থাকে।

ছাগলাদ্যঘৃত

ছাগমাংস ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক ৮ তোলা। এই ঘৃত বাতশ্লেষ্ম নাশক এবং রসায়ন। কাকোলীদ্বয় ভিন্ন ঋদ্ধি প্রভৃতি দ্রব্যস্থানে যথাক্রমে বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলে, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও বংশলোচন দিবে। এই ছয়টী দ্রব্য আজকাল পাওয়া যায় না। মাত্রা ।• তোলা হইতে ১ তোলা। ঔষধের চতুর্থাংশ চিনি মিশাইয়া উষ্ণদুগ্ধ সহ পান করিবে। ইহা মাংসকর ও বৃষ্য। রোগীর দৌর্ব্বল্যাবস্থায় এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে।

চন্দনাদি তৈল

মূর্চ্ছিত তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—রক্তচন্দন, বালা, নখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, শটী, এলাচি, খট্টাশী, নাগকেশর, তেজপাত, শিলারস মুরামাংসী, কাঁকলা, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, জ্যামালতা, লতাকস্তুরী, লবঙ্গ, অগুরু, কুঙ্কুম, দারুচিনি, রেণুকা, নলিকা মিলিত /১ সের। পাকার্থ—দধির মাত ১৬ সের, লাক্ষারকাথ /৪ সের এবং শেষ পাকার্থ—জল ১৬ সের। এই তৈল জ্বরঘ্ন এবং শ্লেষ্মা নিঃসারক।

মৃগাঙ্করস

পারদ ১ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, মুক্তা ২ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগা ২ মাষা। এই সমস্ত দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া গোলক করিবে। তদুপর শুষ্ক হইলে মূষায় আবদ্ধ করতঃ লবণ পূর্ণ পাত্রে ৪ প্রহর পাক করিবে। মাত্রা ৫ রত্তি। অনুপান—পিপুলচূর্ণ অথবা মরিচ চূর্ণ ও মধু। এই ঔষধ ব্যবহার কালে লঘুমাংসযুষ ও ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন আহার্য্য। বিদাহিদ্রব্য, বেগুন, বেল, তৈল, করোলা, উচ্ছে ও স্ত্রীসম্ভোগ বর্জ্জন করিবে। এই ঔষধ জ্বর ও ক্ষয় নিবারক।

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ১ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খভস্ম প্রত্যেক ১ ভাগ, স্বর্ণভস্ম অর্দ্ধভাগ, এই সকল দ্রব্য কাগজিলেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার ও শুষ্ক করণানন্তর গজপুটে পাক করিবে এবং শীতল হইলে উঠাইয়া তৎসহ অর্দ্ধভাগ লৌহ ও সিকি ভাগ হিঙ্গুল মিশাইবে। মাত্রা ২ রত্তি। সাধারণ অনুপান—আদারস ও চিনি; কিন্তু পিপুলচূর্ণ ও মধু বা পানরস সহ অথবা ঘৃত সহ এই ঔষধ সেবন করার বিধি আছে। উহা দোষভেদে ব্যবস্থেয়। কেহ কেহ এই ঔষধ কাগজিলেবুররসে মর্দ্দন না করিয়া নিমছালের রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিয়া থাকেন। এই ঔষধ জ্বর ও কাসশ্বাস নিবারক।

স্বর্ণমৃগাঙ্ক।

রসসিন্দুর ॥০ তোলা, স্বর্ণভস্ম ॥০ তোলা। মাত্রা ২ রত্তি। এই ঔষধ ক্ষয় নিবারক এবং ধাতুপোষক। ইহা রসায়নার্থ উপযোগ্য। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু ইত্যাদি।

হিরণ্যগর্ভপোট্টলী রস।

পারদ ১ ভাগ, স্বর্ণ ২ ভাগ, মুক্তা ৪ ভাগ, কাংস্য ৬ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, কড়িভস্ম ও সোহাগা প্রত্যেক পারদের চতুর্থাংশ। এই সমুদায় দ্রব্য পাকা কাগজিলেবুর রসে উত্তম রূপে মর্দ্দন করিয়া মুষা মধ্যে অবরুদ্ধ করতঃ অরত্নি প্রমাণ গর্ত্তে (তিনপোয়া হাত গর্ত্তে) ৩০ খানি বনঘুঁটে দ্বারা পুটিত করিবে এবং শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া পেষণ করতঃ ২ রত্তি মাত্রায় ঘৃতমধু বা মরিচচূর্ণ ও মধুসহ লেহন করিবে। অবস্থাবিশেষে অন্যান্য অনুপানেও ইহা ব্যবহার করা যায়। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, বিষমজ্বর, শ্বাস, কাস, শোথ, পীনস ও যকৃৎপ্লীহা আরোগ্য হয়। ইহা রসায়ন।

চ্যবনপ্রাশ

কাথার্থ—বিল্বমূলের ছাল, গণিয়ারীমূলের ছাল, নাঁওশোনামূলের ছাল, গাম্ভারীমূলের ছাল, পারুলমূলের ছাল, শ্বেতবেড়েলা মূল, শালপাণিরমূল, চাকুলেমূল, মুগানী মাষাণী, পিপুল, গোক্ষুরমূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভূম্যামলকী, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক, শটী, মুতা, পুনর্নবা, মেদ, ছোটএলাচি, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসকমূল, কাকোলী, কাকজঙ্ঘা, প্রত্যেক ৮ তোলা ও পোট্টলীবদ্ধ পক্ক আমলকী ৫০০ শত, ৬৪ সের জলে পাক করিয়া আমলকী সুসিদ্ধ হইলে (প্রায়শঃ চতুর্থাংশ থাকিতে সিদ্ধ হয় সুতরাং ১৬ সের থাকিতে নামাইতে হয়) নামাইয়া কাথ ছাঁকিয়া লইবে। পরে তিল তৈল /৬ পোয়া এবং ঘৃত /৬ পোয়া দ্বারা একত্রে ঐ আমলকী (বীজ ফেলিয়া) ঈষৎ ভর্জিত করতঃ শিলায় পেষণানন্তর উক্ত কাথসহ পাক করিয়া ঘন করিবে। তৎপর /৬। সের মৎস্যাণ্ডিকা অর্থাৎ খাঁড়গুড় (এখন মিশ্রিচূর্ণ ব্যবহার করা হয়) প্রক্ষেপ দিয়া লেহবৎ হইলে উৎকৃষ্ট ময়ূরকণ্ঠী বংশলোচন /৪ পিপুল /২ পোয়া এবং

অবলোড়ন করতঃ নামাইবে। মাত্রা ॥• তোলা হইতে ১ তোলা। মধুযারা মাড়িয়া উষ্ণ ছাগদুগ্ধসহ অভাবে উষ্ণ গব্যদুগ্ধ সহ সেবন করিবে। ইহাতে বাতপ্রধান কাস, শ্বাস, হৃদ্রোগ, উরঃক্ষত, স্বরভঙ্গ এবং মূত্র ও শুক্রস্থ দোষ নষ্ট হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন এবং বৃদ্ধাবস্থায় বিশেষ উপকারী। এই ঔষধ সেবনে বৃদ্ধ চ্যবনমুনি পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই জন্য এই ঔষধের নাম চ্যবনপ্রাশ। ইহা চরকের রসায়নাধিকারে লিখিত আছে। রসায়নার্থ চিনি ও নূতনঘৃত ব্যবহার্য। ইহা দুর্ব্বল ও ক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে মহৌষধ।

অমৃতপ্রাশ ঘৃত। (বৃষ্য এবং বৃংহণ)।

ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, শালপাণি, জীবন্তী, শুঁঠ, শটী, পৃশ্নিপর্ণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, গোক্ষুর, পুনর্নবা, লাল পুনর্নবা, যষ্টিমধু, আলকুশী বীজ, শতমূলী, ঋদ্ধি, পরুষকল, বামুনহাটী, দ্রাক্ষা, বৃহতী, পানিফল, ভূম্যামলকী, ক্ষীরবিদারী, পিপুল, বেড়েলা, কুলশুঁঠ, আক্রোট, পিণ্ডখেজুর, বাদাম, মনাক্কা প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ—আমলকীর কাথ /৪, ভূমিকুষ্মাণ্ডের স্বরস /৪ সের, ইক্ষুরস /৪ সের, ছাগমাংসকাথ /৪ সের। শেষ পাকার্থ জল ১৬ সের। পাক হইতে নামাইয়া মরিচ, দারুচিনি, ছোটএলাচি, তেজপাত, নাগকেশর মিলিত চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা ॥• তোলা হইতে ১ তোলা চিনি ও মধু মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সহ সেব্য। ইহা দ্বারা শুক্রবৃদ্ধি এবং শরীর পরিপুষ্ট হয়। ইহা যক্ষ্মা জনিত শ্বাসকাসের উপকারক। ঔষধ ব্যবহার কালে যথেষ্ট দুগ্ধ ও মাংসরস সেবন করিবে। ইহা চরকের ক্ষতক্ষীণ অধিকারে লিখিত আছে।

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র

স্বর্ণ, রসসিন্দূর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, বৈক্রান্ত ভস্ম, (অভাবে কড়িভস্ম) রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, কস্তুরী, লবঙ্গ, জাতিফল, বৈচী, এলবালুক প্রত্যেক ২ তোলা। ঘৃতকুমারী রসে মর্দ্দনান্তে কেশরাজরসে ও ছাগদুগ্ধে পৃথক ২ তিন বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। ইহাতে নানাবিধ ক্ষয়, কাস ও শ্বাস আরোগ্য হয়। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু বা আদারস মধু।

মহামৃগাঙ্ক

স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ, রসসিন্দূর ২ ভাগ, মুক্তাভস্ম ৩ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ৫ ভাগ, রৌপ্যভস্ম ৪ ভাগ, প্রবাল ৭ ভাগ সোহাগা খই ২ ভাগ, একত্র পেষণ করিয়া মাতুলুঙ্গ (টাবা লেবু) রসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া গোলক (ডেলা) করতঃ প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। অনন্তর লবণপূর্ণভাণ্ডে মুখ অবরুদ্ধ করিয়া ৪ প্রহর মধ্যাগ্নিতে পাক করিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করতঃ সর্ব্বচূর্ণের ৬৪ ভাগের ১ ভাগ হীরকভস্ম অভাবে ১৬ ভাগের ১ ভাগ বৈক্রান্ত ভস্ম (হীরক অভাবে—কড়িভস্ম) মিশাইয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—মরিচচূর্ণ ও ঘৃত অথবা পিপুলচূর্ণ ও মধু। ঔষধ ব্যবহার কালে বলকর, বৃষ্য ও বৃংহণ দ্রব্য ভক্ষণ করিবে এবং পীড়াবৃদ্ধিবিরোধিদ্রব্য ত্যাগ করিবে।

পাকার্থ বিশোধিতদ্রব্য। যথা—কুষ্মাণ্ড, কাঁকুড়, কুটজ, ইন্দ্রযব, করোলা, উচ্ছে ফুলবকফুল, কাঁকরোল, কলমীশাক ও কাকমাচীশাক। "মহামৃগাঙ্ক" ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার যক্ষ্মাজ্বর, স্বরভেদ, কাস ও অরুচি নষ্ট হয়। ইহা যক্ষ্মায় উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্ষয়কেশরী।

অভ্র, রসসিন্দুর, লৌহ, তাম্র, সীসক, কাংস্য, জীর্ণমণ্ডুর, বিমল, বঙ্গ, খর্পর, হরিতাল, শঙ্খভস্ম, সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, কান্তলৌহ, বৈক্রান্ত, প্রবাল, মুক্তা, কড়িভস্ম, হীরক, কান্তপাষাণ, (চুম্বকপাথর অভাবে—গোদন্ত হরিতাল) ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া রক্তচিতের রসে ও আকন্দপত্ররসে পৃথক পৃথক ৭ বার ভাবনা দিয়া ৩ বার লঘু পুটে পাক করিবে। পরে টাবালেবু, ত্রিফলা, চিতে, অম্লবেতস, ভৃঙ্গরাজ, করবী ও আদ্রক রসে পৃথক পৃথক ৩ বার ভাবনা দিবে। প্রত্যেক ভাবনার পর ১ বার করিয়া লঘুপুটে পাক করিতে হইবে। অনুপান—আদারস ও মধু। ইহা সেবনে সর্ব্ববিধ জ্বর, ক্ষয়, কাস, শ্বাস, মেহ, মেদ, অশ্মরী, শর্করা ও শূল নষ্ট হয়। মাত্রা ২ রতি। ইহা বল্য, বৃষ্য, মেধ্য ও রসায়ন। ইহার ন্যায় ঔষধ যক্ষ্মায় দৃষ্ট হয় না।

মহা চন্দনাদি তৈল।

মূর্চ্ছিত তিল তৈল ।৬ সের (ষোলসের) ক্বাথার্থ—রক্তচন্দন, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, মুগানী, মাষাণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, আমলকী, শিরীষছাল, পদ্মকাষ্ঠ বেণামূল, সরলকাষ্ঠ, নাগকেশর, গন্ধভাদালিয়া, দূর্ব্বামূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মৃণাল, পদ্মমূল, শালুক মিলিত ৫০ পল, শ্বেতবেড়েলা ৫০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, শতমূলী রস ১৬ সের, লাক্ষারস কাঁজি, দধির মাত, হরিণ, ছাগ, শশক, প্রত্যেকের ক্বাথ ।৬ সের (১৬ সের), কল্কার্থ, শ্বেতচন্দন, অগুরু, কাঁকলা, নখী, শৈলজ, নাগকেশর, তেজপাতা, দারুচিনি, মৃণাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রক্তোৎপল, তগরপাদুকা, কুড়, ত্রিফলা, পরুষফল, মূর্ব্বামূল, গেঠেলা, নালুকা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, রসাঞ্জন, মুতা, শিলারস, বালা, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, মৌরী, জীবন্তী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, শটী, ছোট এলাচি, কুঙ্কুম, খাটাশী, পদ্মকেশর, রাস্না, জাতীফল, তেউড়ী, শুঁঠ ও ধনে প্রত্যেক ৪ তোলা, যথাবিধি পাক করিবে। পরে বাতব্যাধিতে বক্ষ্যমাণ লক্ষ্মীবিলাস তৈলের গন্ধদ্রব্য দ্বারা শেষ পাক করিবে। গন্ধদ্রব্যের মধ্যে কুঙ্কুম, কস্তুরী ও কর্পূর শীতল হইলে প্রক্ষেপ দিবে। এই তৈল মালিশে রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত ও শ্বাস নষ্ট হয়। ইহা বল্য, বৃষ্য ও স্থৌল্যজনক।

মাক্ষিকাদিবটী।

স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু ও হরীতকী সমভাগ, লৌহ সর্ব্বসম, বটী ৪ রতি। ইহা ঘৃত ও মধু সহ লেহন করিবে। এই ঔষধ যক্ষ্মা ও উরঃক্ষত নাশক।

বিন্ধ্যবাসিযোগ।

ত্রিকটু, শতমূলী, ত্রিফলা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে সমভাগ, লৌহভস্ম সর্ব্বচূর্ণ সম। ইহা ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিবে। মাত্রা ৪ রতি। ইহাতে বক্ষঃক্ষত, বাহুস্তম্ভ, অর্দ্দিত ও কণ্ঠগতরোগ আরোগ্য হয়।

সর্পিগুড়

ক্কাথার্থ—বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বহৃপঞ্চমূল, পুনর্ণবা, পঞ্চক্ষীরি বৃক্ষের শুঙ্গ (বট, অশ্বত্থ, পাকুর, যজ্ঞডুমুর ও বেতের অবিকশিত পত্র মুকুল) প্রত্যেক ১ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, গব্যদুগ্ধ ১৬ সের ভূমিকুষ্মাণ্ড রস ১৬ সের, ছাগমাংসক্কাথ ১৬ সের, ঘৃত ১৬ সের। কল্কার্থ—জীবনীয় দশগণ (১০ পদ) প্রত্যেক ২ তোলা পাকশেষে ঘৃত শীতল হইলে, চিনি /৪ সের, গোধূম, পিপুল, বংশলোচন, পানিফলচূর্ণ প্রত্যেক /॥ অর্দ্ধ সের, মধু /১ সের একত্রে মন্থন দণ্ড দ্বারা উত্তমরূপ মথিত করিয়া ভূর্জপত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। মাত্রা—॥০ তোলা হইতে ১ তোলা। অনুপান—পিত্তাধিক্যে দুগ্ধ, কফাধিক্যে ছাগদুগ্ধ। ঔষধ পূর্ব্বে সেবন করিয়া শেষেও অনুপান ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহাদ্বারা উরঃক্ষত, রক্তনিষ্ঠীবন এবং উরস্থিত শোষ নষ্ট হয়। এই ঔষধ গুড়কাকার (গুটীরমত) করিয়া ব্যবহার করিবে। একজ ইহার নাম সর্পিগুড় বলা হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে ইক্ষুগুড় নাই। ইহা পুষ্টিকর এবং রসায়নশ্রেষ্ঠ।

দ্রাক্ষাঘৃত

ঘৃত /৪ সের, ক্কাথার্থ—দ্রাক্ষা /২ সের, যষ্টিমধু /১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের দুগ্ধ, ১৬ সের, কল্কার্থ—যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, প্রত্যেক ১ পল, পিপুল ২ পল। প্রক্ষেপার্থ চিনি /১ সের। ইহা দ্বারা উরঃক্ষত ও শ্বাস নষ্ট হয়। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

রাজ মৃগাঙ্ক

রসসিন্দূর ৩ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, রৌপ্য ১ ভাগ, মনঃশিলা গন্ধক, হরিতাল প্রত্যেক ২ ভাগ, একত্র চূর্ণ করিয়া বড় বড় কড়ির মধ্যে ভরিবে, পরে ছাগদুগ্ধ দ্বারা সোহাগা পেষণ করতঃ তদ্দ্বারা কড়ির মুখ বন্ধ করিয়া মূষানরুদ্ধ করতঃ গজপুটে পাক করিবে এবং শীতল হইলে কড়ির মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। মাত্রা—২।০ রতি অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু বা মরিচচূর্ণ ও ঘৃত কিম্বা কেবল ঘৃত। ইহা রাজরোগে প্রধান রূপে প্রশস্ত।

শিলাজত্বাদি লৌহ।

শিলাজতু, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ, লৌহ সর্ব্বসম। মাত্রা /০ আনা। অনুপান—গব্য বা ছাগদুগ্ধ।

রাস্নাদি লৌহ।

রাস্না, অশ্বগন্ধা, কর্পূর, ধানকুনি, শিলাজতু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ, প্রত্যেক সমভাগ, লৌহ সর্ব্বচূর্ণসম। মাত্রা /০ আনা। ইহা কাস ও স্বরভেদে হিতকর।

বৃহৎ বাসাবলেহ।

বাসকমূলের ছাল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, চিনি ১২॥ সের মিশাইয়া পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, কট্‌ফল, মুস্তা, কুড়, জীরে, পিপুলমূল, কমলাগুঁড়ি, চই, বংশলোচন, কট্‌কী, গজপিপুল, তালীশপত্র, ধনে, প্রত্যেকচূর্ণ ২ তোলা মিশাইয়া আলোড়ন করতঃ নামাইবে এবং শীতল হইলে /১ সের মধু মিশাইয়া রাখিবে। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান—ছাগ দুগ্ধ বা শৃতশীতল জল। ইহাতে শ্বাস, বক্ষঃবেদনা ও উরঃক্ষত নষ্ট হয়।

সিতোপলাদি লেহ।

বংশলোচন, পিপুল, এলাচি, দারুচিনি যথাক্রমে ৪ ভাগ ৩ ভাগ ২ ভাগ ও ১ ভাগ, মিশ্রি ৫ ভাগ। এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে মধু বা ঘৃতমধু দ্বারা লেহন করিবে। ইহাতে রক্তবমনও নিবারিত হয়। মাত্রা /০ আনা হইতে ।০ আনা মাত্র।

বৃহৎ চন্দ্রামৃত রস।

পারদ, গন্ধক মিলিত ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, কর্পূর ॥০ তোলা, লৌহ ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, বৃদ্ধদারক, জীরে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়াবীজ, বেড়েলা, আলকুশীবীজ, গোক্ষচাকুলে, জায়ফল, দৈত্রো, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ, শ্বেতধুনা প্রত্যেক ॥০ তোলা ছাগদুগ্ধ দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ চন্দ্রামৃত লৌহ।

পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু, ত্রিফলা, জটামাংসী, দারুচিনি, নাগকেশর, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, কুড়, মুক্তা প্রত্যেক সমভাগ, তীক্ষ্ণলৌহ সর্ব্বচূর্ণসম, ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—আদারস ও চিনি ইত্যাদি।

বৃহৎ বাসাবলেহ। (২য় প্রকার)

বৃহতী ২৫ পল, কণ্টকারী ২৫ পল, বাসকমূলের ছাল ২৫ পল, বামুনহাটী ২৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; এই ক্বাথে চিনি /২ সের মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে অভ্র ১ পল, পিপুলচূর্ণ ৪ পল, কুড়, তালীশপত্র, মরিচ, তেজপাত, মুরামাংসী, বেণামূল, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, দারুচিনি, বামুনহাটী, বালা, মুস্তা, প্রত্যেক ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে এবং যখন লেহবৎ হইবে তখন উহাতে /। পোয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। শীতল হইলে মধু /॥ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান—ছাগ দুগ্ধ বা শৃত শীতল জল। ইহা দ্বারা শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা, রক্তপিত্ত ও জ্বর আরোগ্য হয়।

যক্ষ্মারোগীর দুর্লক্ষণ।

যে যক্ষ্মারোগীর সর্ব্বদা জ্বর এবং স্কন্ধ ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা থাকে তাহার জীবনের আশা করা যায় না। চক্ষু শ্বেতবর্ণ, অন্নে বিদ্বেষ ও বলমাংসক্ষীণ হইলে রোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

স্বপ্নে—ময়ূর, শকুনি, বানর, কৃকলাস প্রভৃতি দর্শন করা যক্ষ্মারোগীর পক্ষে দুর্লক্ষণ। রোগীর অণ্ডে বা পেটে শোথ হইলে সে রোগীর রক্ষা নাই।

বলমাংসসম্পন্ন যক্ষ্মারোগী।

যক্ষ্মারোগের যাবতীয় লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলেও রোগী যদি বলমাংসসম্পন্ন হয় এবং চিকিৎসকের সদুপদেশানুযায়ী কালকর্ত্তন করিতে পারে, তবে এইরূপ রোগীকে যথাযোগ্য ঔষধ সেবন করাইলে সুফল হইয়া থাকে।

যক্ষ্মারোগ সংক্রামক। সুতরাং শুশ্রূষাকারী অতি সাবধানে থাকিবেন। রোগীর গৃহে পরিষ্কার বায়ুর বন্দোবস্ত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সম্ভব হইলে, যক্ষ্মারোগী কোন প্রসিদ্ধ সমুদ্র কূলবর্ত্তী স্বাস্থ্যনিবাসে বাস করিবেন।

পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, যব, মুগ, ছাগ, হরিণ, শশক প্রভৃতির মাংসযুষ মাংসভোজী যে কোন জীবের মাংস, ছাগদুগ্ধ, পটোল, উচ্ছে, ডুমুর, সজিনার ডাঁটা, মোচা, পুরাতন কুষ্মাণ্ড ইত্যাদি। ধান্যাদি বৎসরাতীত হইলে পুরাতন হয়। নিম্নলিখিত অজরস পান করিলে পীনসাদি বহুবিধ উপদ্রব দূরীভূত হয়। ইহা যক্ষ্মার উৎকৃষ্ট পথ্য।

অজরস: যথা—পরিমিত পিপুল, যূষোপযোগী যব ও কুলত্থকলাই, পরিমিত শুঠ, পরিমিত দাড়িম ও আমলকী গ্রহণ করিয়া যড়ঙ্গপরিভাষানুসারে জল লইয়া অর্দ্ধশৃত করিবে; পরে সেই /৪ চারি সের জলে—/১॥ সের ছাগমাংস পেষণ করতঃ বটিকাকার করিয়া নিক্ষেপ করতঃ পাক করিবে। মাংস সিদ্ধ হইলে ঘন যূষ প্রস্তুত হইবে। যদি পাতলা যূষ প্রস্তুত করা আবশ্যক হয় তবে /৪ সের জলের মধ্যে /৮ পোয়া মাংস নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে এবং যদি অতিশয় পাতলা যূষ পাক করা কর্ত্তব্য হয়, তবে /৪ সের জলে ৮ তোলা মাংস নিক্ষেপ করিয়া পাক করণানন্তর ছাঁকিয়া ঘৃত সংস্কৃত করিয়া প্রয়োগ করিবে। কিন্তু বৃদ্ধ বৈদ্যগণের ব্যবহারসিদ্ধ পাকপ্রণালী অন্যপ্রকার। যথা—পিপুল ও শুঠ প্রত্যেক ॥০ তোলা, যব, কুলত্থকলাই প্রত্যেক ২ তোলা, দাড়িম, আমলকী প্রত্যেক ॥০ তোলা, মাংস সর্ব্বাদ্বিগুণ, ৮ গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত সংস্কৃত করিয়া প্রয়োগ করিবে। যক্ষ্মায় নিম্নলিখিত মোহনভোগ খুব উপকারী। যথা—অর্জ্জুনছাল, গোরক্ষচাকুলের মূল, শোধিত আলকুশীবীজচূর্ণ প্রত্যেক ১ পল, চিনি ১ পল, দুগ্ধ /২ সের, একত্র মোহনভোগের ন্যায় পাক করিবে। পরে ৪ তোলা ঘৃতে ভর্জিত করিয়া শীতল হইলে, পরিমিত মধুসহ লেহন করিবে। ইহা বল্য, বৃষ্য ও কাসনাশক। ইহাতে লুচিমোহনভোগ ও ছাগমাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য পথ্য। মৃত্তছাগ নিকটে রাখিয়া রাত্রিতে নিদ্রা গেলে যক্ষ্মারোগের উপশম হইয়া থাকে।

অপথ্য—স্ত্রীসংসর্গ, মদ্যপান, ধূমপান, পানভক্ষণ, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মানসিক উদ্বেগ, শৈত্যক্রিয়া, অম্ল ঝাল, দধি, শিম, মূলা, আলু, গুরুপাকদ্রব্য, শাক, দধিদুগ্ধ, কুমড়া, জলজমাংস, খেসারি ও মাসকলাই প্রভৃতির ডাল, পর্য্যুষিত দ্রব্য, প্রত্যহ স্নান, পূর্ব্ববায়ু সেবন, ব্যায়াম, অধিক আহার, ক্রোধ ইত্যাদি।

অথ কাসচিকিৎসা

যক্ষ্মাতে কাস হয়, আবার কাস উপেক্ষা করিলে উহা হইতে যক্ষ্মা হইতে পারে। এজন্য যক্ষ্মারোগের কাসচিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে। কাস চিকিৎসায় এখন কষায়াদি ঔষধ ব্যবহৃত হয় না সুতরাং উহা পরিত্যক্ত হইল অনেক সময় অবস্থা বিশেষে দধি, কাঁজি, অম্লফল, কুলত্থ প্রভৃতি সেবন করিলে বাতকাস নিবারিত হয়। পুরাতন তেঁতুল ও ইক্ষুগুড় বাতকাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বাতকাসের—অমৃতার্ণব রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, দেবদারু, চিতেমূল, গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, বিষ ও যষ্টিমধু। বটী ২ রতি। অনুপান—শুঠ চূর্ণ ও মধু ইত্যাদি।

বাতকাসের—পঞ্চানন রস।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তামা ২ তোলা, মরিচ ১০ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, বিষ ১ তোলা, লেবুরসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অনুপান—বহেড়া চূর্ণ ও মধু।

অথ পিত্তকাস চিকিৎসা

ইহাতে তেউড়ী ঘটিত ঔষধ দ্বারা (বিরেচনমোদকাদি দ্বারা) রোগীকে বিরেচন করাইয়া পরে ঔষধ ব্যবহার করাইবে। পদ্মবীজচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে পিত্তকাস নষ্ট হয়। বাসক রস ও মধু পিত্তকাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পিত্তকাসান্তক।

তাম্রভস্ম, অভ্র, লৌহ, কালকাসুন্দের ছালের রসে, বকপুষ্পের রসে এবং অম্লবেতসের রসে এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

অথ কফকাস চিকিৎসা

শুণ্ঠ, কট্ফল, বামুনহাটী, শুঠ, পিপুল ইহাদের কাথ পান করিলে কফজকাস নষ্ট হয়। আদারস ও মধু পান করিলে অথবা কণ্টকারীর কাথ সেবন করিলে, কফকাস আরোগ্য হয়। কণ্টকারীর কাথ সকল কাসেই প্রয়োগ করা যায়। কণ্টকারী, কাসের ব্যাধিবিনাশক

ঔষধ। অনেকে শ্যামপর্ণীর (চা) পরিবর্ত্তে কণ্টকারীর কাথ পান করিয়া থাকেন। শ্যামপর্ণী আশু ফলপ্রদ হইলেও পরিণামে কুফলদায়ক। উহা আনুপদেশের পক্ষে তাদৃশ অপকারক নহে।

চন্দ্রামৃত রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, সোহাগা ৮ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, ধনে, জীরে, সৈন্ধব প্রত্যেক ১ তোলা, ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। কেহ কেহ ২ রতি বটী করিয়া থাকেন। অনুপান—ছাগদুগ্ধ। প্রায়শঃ মধু বা আদারস ও মধুসহ এই ঔষধ লেহন করিতে দেওয়া হয়। বাসক, শুলঞ্চ, বামুনহাটী, মুতা ও কণ্টকারী, ইহাদের কাথসহ চন্দ্রামৃতরস সেবন করিলে, উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। জ্বর থাকিলে চন্দ্রামৃতলৌহ, বৃহৎচন্দ্রামৃতরস বা অবস্থা বিশেষে বৃহৎচন্দ্রামৃত লৌহ ব্যবহার করিবে। জ্বরাধিক্য থাকিলে মহালক্ষ্মীবিলাস মধ্যে ২ প্রযোজ্য।

চন্দ্রামৃত লৌহ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধনে, চই, জীরে, সৈন্ধব প্রত্যেক সমভাগ, মনঃশিলা দ্বারা মারিত লৌহভস্ম সর্ব্বচূর্ণ সম। আজকাল সাধারণ লৌহ ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ৬ রতি। অনুপান—চন্দ্রামৃতরসের ন্যায়।

অথ সাধারণ কাস চিকিৎসা

কাসরোগ কফপ্রধান, সুতরাং ইহাতে সর্ব্বত্রই কফনাশক ক্রিয়া অবিরোধী। কণ্টকারীর ন্যায় বাসকরসও সকলপ্রকার কাসেই অপ্রতিহত; সুতরাং সন্দেহস্থলে উভয় দ্রব্যদ্বারা চিকিৎসা করিবে। বাসকপত্ররস কাসশোষক, কিন্তু বাসকছাল শোষক নহে। শুণমহোদধি অনুপানভেদে সমস্ত কাসেই প্রযুক্ত হইতে পারে। শ্লেষ্মনাশক দ্রব্যের মধ্যে ত্রিকটু শ্রেষ্ঠ; তন্মধ্যে বাতাধিককাসে শুঠ এবং পিত্তাধিককাসে পিপুল ব্যবহার্য্য। কাসে শ্লেষ্মার অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে, পঞ্চকোলচূর্ণ বা তৎকষায় পান করাইবে; কারণ ইহা শোষক।

শুণমহোদধি।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, দারুচিনি, তাম্র, বঙ্গ, অভ্র, ত্রিকটু, মুতা, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, রেণুক, আমলকী, পিপুলমূল। অভ্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক দ্রব্য ১ ভাগ, ত্রিকটু প্রভৃতি প্রত্যেক ২ ভাগ। গজপিপুলের কাথে ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে। ইহা কাস ও শ্বাস নাশক। এই ঔষধ ব্যবহারে যথেচ্ছ আহারাদি করিতে পারা যায়। কাসে শ্লেষ্মা নির্হরণ করা আবশ্যক বোধ না করিলে এবং হৃদয়ে বেদনা না থাকিলে, পুরাতন কাসে শৃঙ্গারাভ্র বা বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা শ্বাসযুক্ত কাসেই বিশেষ ফলপ্রদ।

শ্লেষাধিক জীর্ণকাসে সার্ব্বভৌমরস ও বৃহৎ তরুণানন্দরস অতীব হিতকর এবং ইহাও শ্বাসযুক্ত কাসে প্রশস্ত। আমরা শৃঙ্গারাভ্র ঔষধ ব্যবহার করি না। পূর্ব্বোক্ত তালীশাদিচূর্ণ সর্ব্ববিধ কাসেই লেহনার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রথম অবস্থায় ফলপ্রদ।

বৃহৎ তরুণানন্দরস।

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা, সীসক, মুক্তা, প্রবাল, নাগকেশররেণু, এলাচি, লবঙ্গ, লৌহ, জাতিফল, বৈক্রান্ত, স্বর্ণমাক্ষিক, মরিচ, কুড়, পিপুল, শুঠ প্রত্যেক ।॰ তোলা, ত্রিফলা ১।॰ তোলা, বঙ্গ, সোহাগা, পদ্মরেণু, জটামাংসী, দারুচিনি, কর্পূর, অভ্র প্রত্যেক ।॰ তোলা। দণ্ডকলসের পত্রের রসে, নাগকেশরের কাথে, মুণ্ডিরীর রসে, গিমা শাকের রসে, বামুনহাটীর কাথে, পিপুলমূলের রসে ও সিদিন্দার রসে পৃথক ২ ভাবনা দিয়া ২ রত্তি বটী করিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

সার্ব্বভৌমরস।

কৃষ্ণাভ্র ভস্ম ১৬ তোলা, কর্পূর, বৈক্রান্ত, বালা, গজপিপুল, তেজপাত, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগকেশর, কুড়, ধাইফুল, প্রত্যেক ।॰ তোলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা প্রত্যেক ।॰ সিকি তোলা, এলাচি, জাতিফল, গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা পারদ ।॰ তোলা, স্বর্ণভস্ম ।॰ সিকি তোলা, (স্বর্ণস্থানে কেহ ২ উৎকৃষ্ট লৌহভস্ম গ্রহণ করেন) জলদ্বারা মর্দ্দন করিয়া ২ রত্তি বটী করিবে। অনুপান—আদা ও পানরস। ঔষধ সেবন করিবার পর কিঞ্চিৎ গরম জল পান করিবে। এই শোষক ঔষধ প্রাতঃকালে সেব্য। ইহাদ্বারা কাস ও শ্বাস নষ্ট হয়।

বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, নাগকেশর, কর্পূর, বৈক্রান্ত, লবঙ্গ, তেজপাত, স্বর্ণ, প্রত্যেক ২ তোলা, কৃষ্ণাভ্র ভস্ম ৮ তোলা, তালীশপত্র, মুতা, কুড়, জটামাংসী, দারুচিনি, ধাইফুল, এলাচি, ত্রিকটু, ত্রিফলা, গজপিপুল প্রত্যেক ১ তোলা, পিপুলের কাথে মর্দ্দন করিয়া ৩ রত্তি বটী করিবে। অনুপান—দারুচিনি চূর্ণ ও মধু। ইহা শ্বাস ও কাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ যক্ষ্মাতেও ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা শোষক। পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর এবং বসন্ততিলক শ্বাসযুক্তকাসে পরম হিতকর। বসন্ততিলক ঔষধ শোষক। সন্নিপাত জ্বরোক্ত অশ্বগন্ধাবলেহিকা সেবনে কাস নিবারিত এবং শ্লেষ্মা নির্গত হয়। উহা প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য। অগস্ত্যহরীতকী ও ব্যাঘ্রীহরীতকী কাসের জীর্ণ-অবস্থায় এবং শ্বাসে বিলক্ষণ উপকারী। এই অবস্থায় চ্যবনপ্রাশও হিতকর।

অগস্ত্যহরীতকী (বাতপ্রবল অবস্থায়)

দশমূল, আলকুশীবীজ, চোলকলমী, শটী, বেড়েলা, গজপিপুল, আপাং, পিপুলমূল, চিতেমূল, বামুনহাটি, কুড়, প্রত্যেক ২ পল, যব ।৮ সের, হরীতকী ১০০ শত, জল ২ মণ। (হরীতকী পোটলীবদ্ধ করিয়া দিতে হয়) যব সিদ্ধ হইলে (অর্দ্ধ মণ জল থাকিতে) কষায় নামাইয়া

ছাঁকিয়া লইবে। পরে সিদ্ধ হরীতকী গুলি বংশশলাকা দ্বারা ছিদ্র করিয়া অর্দ্ধসের ঘৃত এবং অর্দ্ধসের তৈলে ভাজিয়া, ঈষৎ দৃঢ় করিয়া পূর্ব্বকৃত ক্বাথসহ পুনঃ পাক করিবে। ক্বাথ কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হইয়া আসিলে ১২॥ সের গুড় মিশ্রিত করিবে এবং লেহবৎ হইলে /॥ সের পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পাক আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা। এই ঔষধ মধু সহ লেহন করা বিধেয়। ঔষধ সেবনান্তে পূর্ব্বোক্ত হরীতকী, ২টী করিয়া প্রত্যহ ভক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা কাস, শ্বাস, জ্বর ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

ব্যাঘ্রী হরীতকী

মূল, পত্র, পুষ্প ও শাখাযুক্ত কণ্টকারী ১২॥ সের, বস্ত্র পোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ১০০ শত, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে, এবং তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বস্ত্রপোট্টলীবদ্ধ একশত হরীতকী বীজশূন্য করতঃ নির্ম্মল ভাবে বাটিয়া ও মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে ১২॥ সের পুরাতন ইক্ষুগুড় মিশাইয়া, লেহবৎ হইলে উহা নামাইবে। শীতল হইলে, ত্রিকটু প্রত্যেক ১৬ তোলা, মধু /৫ পোয়া ও চতুর্জ্জাত (দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাগকেশর) প্রত্যেক ২ তোলা মিশাইবে। মাত্রা ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা। ছাগদুগ্ধাদি সহ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা উরঃক্ষত, কাস, শ্বাস ও যক্ষ্মা নষ্ট হয়। এই ঔষধ রসায়ন। বাতশুষ্কশ্বাস বা কাসে পোষোক্ত ছাগলাদ্যঘৃত প্রয়োগ করিবে। বাতপ্রধান কাস ও শ্বাসে চন্দনাদ্যতৈল বা বাসাচন্দনাদ্যতৈল বুকে মালিশ করিলে হৃদয়ের বেদনা নষ্ট হয় এবং শ্লেষ্মা উঠিয়া যায়। বাতশ্লৈষ্মিক কাসে, কাসকুঠাররস প্রযোজ্য। এই নিঃসারক ঔষধ নূতন অবস্থায় হিতকর। অনুপান—আদারস ॥০ তোলা।

কাসকুঠাররস

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, ত্রিকটু, সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ২।৩ রতি।

চন্দনাদ্য তৈল

তৈল /৮ সের, শ্বেতচন্দন, অগুরু, তালীশপত্র, নখী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, মুথা, শটী, লাক্ষা, হরিদ্রা, রক্তচন্দন, প্রত্যেক ১ পল। ক্বাথার্থ—বামুনহাটী, বাসকছাল, কণ্টকারী বেড়েলা, গুলঞ্চ মিলিত ১২॥ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, পাকান্তে গন্ধপাক করিবে। গন্ধদ্রব্যের মধ্যে শিলারস, কুঙ্কুম, নখী, শ্বেতচন্দন ধূনা, কর্পূর, এলাচি, লবঙ্গ, নামাইয়া প্রক্ষেপ দিবে। ইহাকে কেহ২ লাক্ষাচন্দনাদিতৈল বলিয়া থাকেন।

বাসাচন্দনাদি তৈল

তৈল ১৬ সের, ক্বাথার্থ—বাসকছাল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। লাক্ষা /৮ সের জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, মিলিত দশমূল, কণ্টকারী প্রত্যেক ২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, রেণুক, ধাতকী,

অশ্বগন্ধা, গুরুভাদালিয়া, ত্রিবৃৎপত্রি, পিপুলমূল, নাগকেশর, মেদ, মহামেদ, ত্রিকটু, রাস্না, যষ্টিমধু, শৈলজ, শটী, কুড়, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু, বহেড়া, প্রত্যেক ১ পল। ইহাতে কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা, উরঃক্ষত, রক্তপিত্ত ও জ্বর প্রশমিত হয়।

পথ্য—চই, ঝাল, মুগ বা মসুরের ডাল, পটোল, মাণ, ওল, আদা, রুটি, ছাগদুগ্ধ ইত্যাদি।

অপথ্য—নস্য, ব্যায়াম, দুষ্টবায়ু সেবন, ধূলিময় স্থানে অবস্থান, মৎস্য, শীতলজল, লাউ, পুঁইশাক, চালিতা, অম্ল, মধুর দ্রব্য, কাঁচাকলা, দধি, ক্লেদিদ্রব্য, স্ত্রীসঙ্গম ইত্যাদি।

অথ হিক্কাশ্বাস চিকিৎসা

যে সমস্ত কারণে কাস উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত নিদানে হিক্কা-শ্বাস সম্ভূত হইতে পারে। কাস উপেক্ষিত হইলেও পরিণামে শ্বাস জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে। এই হেতু কাসের অনন্তর হিক্কা ও শ্বাসের চিকিৎসা মহর্ষিগণ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। হিক্কা ও শ্বাসের উৎপত্তিস্থান সাধারণতঃ আমাশয় ও হৃদয়। উরস্থবায়ু কফকে ঊর্দ্ধগত করিয়া এই উভয় ব্যাধি জন্মাইয়া থাকে। এই জন্য বক্ষস্থলে তৈলাদির অভ্যঙ্গ করা হয়। কাস মাত্রেই উষ্ণক্রিয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন কোন শ্বাস স্নিগ্ধশীতল ক্রিয়ায় উপশমিত হয়। এই দুই ব্যাধিই বাতপ্রধান কিন্তু তমকশ্বাস শ্লেষ্মা প্রধান। সচরাচর তমক শ্বাসই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই উভয় ব্যাধিতে সৈন্ধব ও কটুতৈল বুকে মালিশ করিয়া মসিনা প্রভৃতি স্নিগ্ধদ্রব্য সৈন্ধব সংযুক্তকরতঃ মৃদু স্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

যষ্টিমধুচূর্ণ মধুসহ, পিপুলচূর্ণ চিনি সহ, শুঠচূর্ণ ইক্ষুগুড় সহ নস্য করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। স্তন্যদুগ্ধে কিঞ্চিৎ রক্তচন্দন ঘষা মিশাইয়া নস্য গ্রহণ করিলেও হিক্কা নষ্ট হয়। টাবালেবুর রস ও সচললবণ মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে হিক্কা আরোগ্য হয়। শুঠ বা বামনহাটীর চূর্ণ অথবা শুঠ, বামুনহাটী, সচললবণ ও চিনি গরম জল সহ পান করিলে হিক্কা ও শ্বাস নষ্ট হয়। শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ গরম জল সহ পান করিলে হিক্কা, শ্বাস, ঊর্দ্ধবায়ু, কাস ও পীনস উপশমিত হয়। হিক্কা ও শ্বাস ঊর্দ্ধবায়ুর কার্য্য।

হরীতকী ও শুঠের কল্ক অথবা কুড়, মরিচ ও যবক্ষারের কল্ক গরমজল সহ পান করিলে হিক্কা ও শ্বাস নষ্ট হয়। মরিচের ধূম নাসাদ্বারা গ্রহণ করিলে হিক্কা নষ্ট হয়, ইহা বিশেষ পরীক্ষিত। পিপ্পল্যাদ্যলৌহ সেবনে হিক্কা নিবারিত হয়। ঊর্দ্ধবাতহর অন্যান্য ক্রিয়াতেও হিক্কা প্রশমিত হয়। বিষ্ণু বা মধ্যমনারায়ণ তৈল মালিশ, বজ্রক্ষার, স্বর্ণসিন্দুর, শালচতুর্ম্মুখ ও ব্যঞ্জনানিল প্রভৃতি ক্রিয়া হিক্কার ফলপ্রদ। জীর্ণশ্বাসে তাম্রেশ্বরাভ্র উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ অধুনা প্রস্তুত হয় না। সহস্র পুটিত অভ্রদ্বারা এই ঔষধ প্রস্তুত হইলে, তমকশ্বাসের অদ্বিতীয় ঔষধ হইবে। ভার্গীশর্করাদ্যলৌহ

শ্বাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ; কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহা প্রায়শঃ প্রস্তুত করিতে দেখা যায় না। আমরা ইহার অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শ্বাসরোগে, ভার্গী (বামুনহাটী) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ; বিশেষতঃ ইহা শুঠযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিলে অত্যুৎকৃষ্ট ফলদায়ক হয়। আমরা ইহার কথায় শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ প্রভৃতির অনুপানার্থ ব্যবহার করিয়া থাকি। মহাভৃঙ্গরাজ তৈল শ্বাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কণ্টকারী, বামুনহাটী, কুড় ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ।৵০ আনা হইতে ৵০ আনা। অনুপান—গরমজল। সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিটলবণ, কয়কচ ও সাম্ভারি লবণকে পঞ্চলবণ কহে। এই ঔষধ আজকাল শ্বাসে ব্যবহৃত হয়।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ।

পিপুল, আমলকী, দ্রাক্ষা, কুলবীজের শস্য, যষ্টিমধু, চিনি, বিড়ঙ্গ, কুড় প্রত্যেক সমভাগ, লৌহ সর্বচূর্ণ সম, জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। হিক্কা নিবারণার্থ অনুপান, পিপুলচূর্ণ ও চিনির জল। ইহা হিক্কা, বমন ও মহাশ্বাস নিবারক।

ডামরেশ্বরাভ্র

উৎকৃষ্ট মারিত কৃষ্ণাভ্র ১ পল, ভাবনার্থ—বামুনহাটী ১ পল, জল /১ সের, শেষ ১ পল। কৃষ্ণধুস্তুরপত্ররস ১ পল, গুলঞ্চরস ১ পল, বাসকপত্র রস ১ পল, কালকাসুন্দের পত্ররস ১ পল, ঘোড়ানিমের মূলের ছাল ১ পল, জল /১ সের, শেষ ১ পল। চই, পিপুলমূল ও চিতেমূল প্রত্যেকের কাথ ১ পল। উল্লিখিত পল পরিমিত প্রত্যেক দ্রবাধারা ১ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—বহেড়ার শাঁস ও মধু ইত্যাদি। ইহা দ্বারা প্রবল হিক্কা, প্রবল শ্বাস, পীনস, যক্ষ্মা ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

ভার্গীশর্করাবলেহ

বামুনহাটীর ছাল ৬০ পল, বাসকছাল ৬০ পল, কণ্টকারী ৫০ পল, জল ১০০ সের শেষ ১৬ সের, ৭টী বাদুড়ের মাংস, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, উভয় কাথ একত্রে পাকে চাপাইয়া তাহাতে চিনি /২ সের মিশাইয়া পাক শেষ করিবে এবং ঘনীভূত হইলে নামাইয়া নিম্নোক্তচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। প্রক্ষেপদ্রব্য। যথা—ত্রিকটু, ত্রিফলা, তালীশপত্র, বামুনহাটী, বচ, গোক্ষুর, যমানী, বনযমানী, বংশলোচন, কুলত্থকলাইচূর্ণ, কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী প্রত্যেক ১।০ তোলা। মাত্রা ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা। ছাগদুগ্ধ বা গরমজল সহ সেব্য। ইহাতে হিক্কা, শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা ও জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়।

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

See Ayurveda Sangrah

তিল তৈল /৪ সের, ভৃঙ্গরাজ রস /৪ সের, আদার রস /৪ সের বাসকছাল /৬।০, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। ঐরূপ কণ্টকারীর কাথ /৪ সের, দশমূল /৬। সের, মাষকলাই /। পোয়া, বামুনহাটি /। পোয়া, সজিনাছাল /। পোয়া, কুলত্থ /। পোয়া, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ—দেবদারু, বচ, কুড়, জটামাংসী সচললবণ সৈন্ধব, বিটলবণ, হিং, তুম্বুরু, কণ্টিকারী, মরিচ, পিপুল, শুঠ, যমানী, জীরে, কৃষ্ণজীরে, চিতেমূল, পিপুলমূল, ভৃঙ্গরাজ, তিন্তে, বচ, বাসকছাল মিলিত /১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈল বুকে মালিশ করিলে প্রবল শ্বাস নিবারিত হয়।

মুক্তাদ্যচূর্ণ চরকের শ্বাস চিকিৎসায় লিখিত আছে; কিন্তু এই ঔষধ চক্রপাণি প্রভৃতি সংগ্রহকারগণ উদ্ধৃত করেন নাই। ইহা প্রস্তুত করা বড়ই কঠিন। রীতিমত প্রস্তুত না হইলে অপকার হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং সাধারণের অবগতির জন্য উহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল।

মুক্তাদ্যচূর্ণ

মুক্তা প্রবাল, বৈদূর্য্যমণি, শঙ্খ, স্ফটিক, রসাঞ্জন, মসার (মৃত) কাচচূর্ণ, গন্ধক, আকন্দমূলের ছাল, ছোটএলাচি, সৈন্ধব, বিট্লবণ, তাম্র, লৌহ, শুভ্রকুসুম, কশেরুক, [illegible] প্রত্যেক সমভাগ। বৈদূর্য্যমণি, স্ফটিক ও কাচেরচূর্ণ অতি সূক্ষ্ম করিতে হইবে, অন্যথা বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। মাত্রা ৩ ৪ রতি। অনুপান—ঘৃত ও মধু। ইহাদ্বারা প্রবল হিক্কা ও শ্বাস সত্বর আরোগ্য হয়। ইহার অঞ্জন দিলে তিমির, [illegible], শুক্র, পিল্লকণ্ডু ও অভিষ্যন্দ রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ তীক্ষ্ণ লৌহ খলে প্রস্তুত করিবে।

ময়ূরপুচ্ছচন্দ্রক বা সজারুর কাঁটা অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ২।৩ রতি মাত্রায় ঘৃতমধুসহ লেহন করিলে হিক্কা ও শ্বাস নষ্ট হয়। ময়ূরপুচ্ছ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া তৎসহ পিপুলচূর্ণ মিশাইয়া মধু সহ লেহন করিলে শ্বাস আরোগ্য হয়। এই তিনটী যোগ শ্বাসচিন্তামণি-প্রভৃতি ঔষধের অনুপানার্থ ব্যবহৃত হয়। প্রবাল, শঙ্খভস্ম, ত্রিফলা, পিপুল ও গেরিমাটী ঘৃতমধুসহ লেহন করিলে হিক্কা নষ্ট হয়। কুশ ও ধুনার ধূম বা কুশের ধূম গ্রহণে হিক্কা নিবারিত হয়। হিং ও মাষকলাইয়ের চূর্ণ সমভাগ, ধূমরহিত অঙ্গারে নিক্ষেপ করিয়া ধূমপান করিলে ৫ প্রকার হিক্কা সত্বর দূরীভূত হয়। কটু তৈলের সহিত পুরাতন ইক্ষুগুড় সমভাগে ৩ সপ্তাহ লেহন করিলে শ্বাস নষ্ট হয়। ধুতুরার পাতা, ডাঁটা, ফল ও মূল প্রভৃতি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, কাটিয়া, তামাকের ন্যায় ব্যবহার করিলে (উহার ধূমপান করিলে) শ্বাস রোগ দূরীভূত হয়। প্রবল শ্বাস হঠাৎ কমাইতে হইলে ৩০ বিন্দু তার্পিনতৈল একছটাক জল সহ পান করাইবে এবং বুকে ঐ তৈল

মধু সেবন করিলে, অথবা—কদলী মূলেররস চিনিযুক্ত করিয়া পান করিলেও হিক্কা উপশমিত হয়। বামুনহাটী ও শুঁঠচূর্ণ—৵৹ আনা মাত্রায় গরমজল সহ—অথবা শুঠ, বামুনহাটি, সচললবণ ও চিনি ৵৹ মাত্রায় গরমজল সহ পান করিলে, শ্বাস নষ্ট হইয়া থাকে। শ্বাসরোগ সূচনাতেই ... করিতে চেষ্টা করিবে। "ভার্গীগুড়" সর্ব্বপ্রকার শ্বাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ তমকশ্বাসে ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। অধিকাংশ স্থলেই ইহার আশ্চর্য্য গুণ দর্শনে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ইহা শ্বাসের ব্যাধিবিপরীত ঔষধ। বাতপ্রধান শ্বাসে "বৃ·খণ্ড" প্রয়োগ করিবে। "বাসককল্যাণগুড়" পুরাতন শ্বাসকাসের, উৎকৃষ্ট ঔষধ। বহুদিনের বাতপ্রধান তমকশ্বাসে "মহাশ্বাসারিলৌহ" ব্যবহার করিবে। বাত শ্লেষ্মপ্রধান শ্বাসে শ্বাসকুঠারেরস ফলপ্রদ। পুরাতন—কফাবৃবদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসে—শ্বাসচিন্তামণি ব্যবহার্য্য। কাসযুক্ত শ্বাসে শ্বাসকাসচিন্তামণি প্রযোজ্য। স্বল্পমল্লসিন্দূরের ন্যায় শ্বাস নিবারক ঔষধ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু হৃদয়ে কফ বদ্ধ থাকিলে বা বেদনা থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা শোষক। পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র, সার্ব্বভৌমরস, বৃহৎচন্দ্রামৃত রস ও বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করিবে। শ্বাসে জ্বর থাকিলে, বৃহৎ চন্দ্রামৃত-লৌহ, চন্দ্রামৃতলৌহ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা বসন্ততিলক প্রয়োগ করিবে। কস্তুরী শ্বাসের মহৌষধ; কারণ ইহা দ্বারা শ্বাস সত্বর প্রশমিত হয়। কস্তুরীঘটিতবসন্ততিলক, কাঞ্চনাভ্র, কস্তুরীঘটিত শ্বাসকাসচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ আশুফলদায়ক। বামুনহাটীর ন্যায় কাঁকড়াশৃঙ্গী কণ্টকারী ও বাসক ইহাতে বিশেষ হিতকর। তমকশ্বাসের সকল অবস্থাতেই উষ্ণক্রিয়া করিবে, এবং কদাচ শৈত্য ক্রিয়া করিবে না। প্রতমকে জ্বর নিবারণার্থ চূড়ামণিরস ব্যবহার করিবে। তমকশ্বাসে পূর্ব্বোক্ত ক্ষারচন্দনাদিতৈল, বাসাচন্দনাদিতৈল ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। পুরাতন শ্বাসে বৃহৎচন্দনাদিতৈল ব্যবহেয়। এই পীড়ায় কেহ২ আশুফলের জন্য অহিফেন সেবন করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা নিতান্ত গর্হিত। অহিফেনসেবীর শ্বাস, সৈন্নিক-শ্বাস, এবং বৃদ্ধ অবস্থার শ্বাস দুরারোগ্য। জীর্ণবাতপ্রধানশ্বাসকাসে—বিশেষতঃ বৃদ্ধাবস্থায় চ্যবনপ্রাশ পরম হিতকর।

ভার্গীগুড়। ব্যাধিবিপরীত ঔষ

বামুনহাটী ১২॥ সের, দশমূলী মিলিত ১২॥ সের, মধ্য পোড়া। ও হরীতকী ১০০ শত, জল ১১৬ সের, চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া তাহাতে ১২॥ সের ইক্ষুগুড় মিশাইয়া পুনঃপাক করিবে। পাকের সময় পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধহরীতকী গুলি তাহাতে ক্ষেপণ করিবে এবং লেহবৎ হইলে নামাইয়া যখন শীতল হইবে তখন তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিসুগন্ধি, (দারুচিনি,

চি, তেজপাতা) প্রত্যেকের ১পল চূর্ণ, যবক্ষার ৪ তোলা এবং মধু ৵৮ পোয়া মিশাইবে। না মধু মিশাইয়া রাখা হয় না। মাত্রা ।৹ তোলা হইতে ১ তোলা। দুগ্ধ বা গরম সহ এই ঔষধ সেব্য। ঔষধ সেবনান্তে ১টী ওষধের হরীতকী ভক্ষণ করিবে।

কুলত্থ গুড়

কলাই ১২॥ সের, দশমূল ১২॥ সের, বামুনহাটী ১২॥ সের, জল ১৯২ সের, চতুর্থাংশে নামাইয়া বস্ত্রপূত করতঃ তাহাতে ৬। সের ইক্ষুগুড় মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে উহা লেহবৎ হইলে নামাইয়া যখন শীতল হইবে তখন তাহাতে মধু ৵১ সের, বংশলোচন পোয়া, পিপুল ৵। পোয়া, ত্রিসুগন্ধি মিলিত ২ পল মিশাইবে। মাত্রা এবং অনুপান গুড়বৎ। ইহাতে হিক্কা, শ্বাস, জ্বর, এবং তমক ও প্রতমক শ্বাস নষ্ট হয়।

বাসককল্যাণগুড়

কমূলের ছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, তালীশপত্র প্রত্যেক ৫ পল, শতমূলী ১৬ পল, বামুনহাটী পল, কাঁকড়াশৃঙ্গী ১পল, পিপুলমূল ১পল, পাকলছাল ৩ পল, এই সমস্ত দ্রব্য কুট্টিত য়া ৩২ সের জলে পাক করিবে এবং ৵৮ সের থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করতঃ পশ্চাৎ হাতে পুরাতন ইক্ষুগুড় ১০পল, ঘৃত ২ পল ও দুগ্ধ ১০ পল সহ যথাবিধি পাক করিবে। ঘনীভূত হইবে, তখন কাঁকড়াশৃঙ্গী ২ তোলা, জায়ফল ৩ তোলা, তেজপাত ৩ তোলা, ৪ তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, এলাচি ২ তোলা, কুঙ্কু তোলা, শুঠ ৭ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, তালীশপত্র ৩ তোলা ও দৈত্রী ১ তোলা প্রক্ষেপ গাঢ় আলোড়ন করতঃ নামাইবে ও শীতল হইলে মধু ২পল মিশাইবে। মাত্রা ।৹ তোলা। ধ সেবনান্তে কিছু গরমজল পান করিবে। অথবা তেঁতুলপত্রের ক্বাথ, মরিচচূর্ণ ও রতি ও শিত হিং ৬ রতিসহ ঔষধ সেবন করিবে। উপরি লিখিত অনুপানে অধুনা এই ঔষধ হৃত হয় না। ইহা প্রায়শঃ উষ্ণদুগ্ধ বা গরমজলসহ সেবিত হইয়া থাকে।

মহাশ্বাসারি লৌহ

লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা হিঙ্গুল, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পিপুল, কুলবীজের শস্য, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, এলাচি, কুড়, নাগকেশর প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহখলে লৌহদণ্ড দ্বারা ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া ৵৫ আনা মাত্রায় মধুসহ লেহন করিবে।

শ্বাসকুঠার (বাতশ্লেষ্মনাশক

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, মনঃশিলা, মরিচ, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ মাত্রা ৩ রতি। নুপান—আদারস বা কণ্টকারীর ক্বাথ। ইহা শ্বাসকাসহর।

শ্বাসচিন্তামণি

লৌহভস্ম ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক তোলা, মুক্তা ।৹ তোলা, স্বর্ণ ।৹ তোলা। কণ্টকারীর রসে বা ক... আদার রসে,

ছাগদুগ্ধে ও যষ্টিমধুর কাথে ক্রমান্বয়ে ভাবনা দিয়া ৪ রতি বটী করিবে। অনুপান—মধু ও বহেড়াচূর্ণ। ইহাদ্বারা শ্বাসকাস ও যক্ষ্মা নষ্ট হয়।

কস্তূরী ঘটিত শ্বাসকাস চিন্তামণি

রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, মুক্তা, স্বর্ণ, প্রবাল প্রত্যেক ১ ভাগ, স্বর্ণসিন্দুর ॥৹ তোলা, কস্তূরী ৹ সিকি তোলা। কণ্টকারীর কাথে, ছাগদুগ্ধে ও ভূঙ্গরাজস্বরসে ভাবনা দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান—বহেড়াচূর্ণ ও মধু।

শ্বাসকাস চিন্তামণি

পারদ, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা, মুক্তা ॥৹ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, কণ্টকারীর রসে বা কাথে, ছাগদুগ্ধে যষ্টিমধুর কাথে ও পান রসে ক্রমান্বয়ে ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

বসন্ততিলক

স্বর্ণ ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা লৌহ ৩ তোলা, পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা মুক্তা ৪ তোলা, প্রবাল ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, গোক্ষুরের কাথ, বাসকপত্র রস এবং ইক্ষুরসে ভাবনা দিয়া বরাকরীর দ্বারা ৭ বার গজপুটে পাক করিবে। পরে কস্তূরী ১ তোলা ও কর্পূর ১ তোলা মিশাইয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। কেহ কেহ, ৮ তোলা কজ্জলী স্থানে ৮ তোলা, স্বর্ণসিন্দুর গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহার অনুপান—বাসকপত্ররস ও মধু ইত্যাদি। ইহাদ্বারা কাস, শ্বাস, প্রমেহ, প্রমেহ, মূত্রোগ ও জ্বর আরোগ্য হয়। ইহা বল্য, বৃষ্য ও রসায়ন।

বৃহৎ চন্দনাদি তৈল।—

তৈল /৪ সের, লাক্ষা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। দধিমাত ১৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, বালা, নখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, শটী, এলাচি, খাটাশী, নাগেশ্বর, তেজপাত, শিলারস, মুরামাংসী, জটামাংসী, কাঁকলা, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, লতাকস্তূরী, লবঙ্গ, অগুরু, কস্তূর, দারুচিনি, রেণুক, নালুকা প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই কল্কের গন্ধদ্রব্য দ্বারা ১৬ সের জল সহ শেষ পাক করিবে। শীতল হইলে মৃগনাভি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য মিশাইবে।

"বৃহৎ কনকাসব' নামে আমাদের যে একটী ঔষধ লিখিত আছে উহা অনেক সময় আশু ফলদায়ক হইয়া থাকে।

বৃহৎ কনকাসব।

শাখা, মূল, পত্র ও ফল সহিত কুটিত ধুস্তূর ৪ পল, বাসকমূলের ছাল ৮ পল, যষ্টিমধু, পিপুল, কণ্টকারী, নাগেশ্বর, শুঠ, বামুনহাটী, চই, তেজপাত, তালীশপত্র প্রত্যেকচূর্ণ ও পল। ধাইফুল ১০ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, জল ১২৮ সের, চিনি ১২॥ সের, মধু /৬। সের।

সমুদায় দ্রব্য আহুত পারে ১ মাস মা. [illegible] ... দোলা [illegible]
দ্বারা শ্বাস, কাস ও রক্তপিত্ত নষ্ট হয়।

হিক্কা ও শ্বাসরোগীর দুর্লক্ষণ।

যে ব্যক্তির হিক্কা কালীন দেহ বিস্তৃত বা কুঞ্চিত এবং দৃষ্টি ঊর্দ্ধগত হয়, যাহার শরীর শীর্ণ, অন্নে অরুচি অথবা যে ব্যক্তি বেপথুমান্ হয় তাহার জীবনের ভরসা নাই। যাহার হিক্কা নাভীদেশ হইতে উত্থিত হয় এবং শ্বাস, মূর্চ্ছা, প্রলাপাদি উপসর্গ বর্ত্তমান থাকে তাহার পরিণাম শোচনীয় হইয়া থাকে।

শ্বাসে অরুচি, জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

পথ্য—ইহাতে কফবাতঘ্ন অনুলোমন ও উষ্ণ অন্নপান হিতকর। ইহার পানাহার রক্তপিত্ত অধিকারোক্ত পানাহারের ন্যায়।

অপথ্য—গুরুপাকদ্রব্য, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, কফবর্দ্ধকদ্রব্য, ধূমপান, ধূলি সেবন, শীতলজলপান, অধিক আহার, শোক, ক্রোধ, মানসিক চিন্তা, রৌদ্র ও অগ্নিসন্তাপ, মাষকলাই, লাউ, শাক, আলু, শিম প্রভৃতি।

অথ স্বরভেদ চিকিৎসা

বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া স্বরবহস্রোতঃ বদ্ধ করিলে স্বরভেদ উৎপন্ন হয়। শ্বাসের ন্যায় ইহাতেও প্রাণ ও উদান বায়ুর দুষ্টি অবশ্যম্ভাবিনী। শ্বাসের ন্যায় ইহাতেও শ্লেষ্মার কার্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণের সাদৃশ্য থাকা হেতু, শ্বাসানন্তর স্বরভেদ চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে। চব্যাদিচূর্ণ স্বরভেদের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা সকল অবস্থাতেই ব্যবহৃত হইতে পারে। কেহ২ ইহাকে ব্যাধিবিপরীত ঔষধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। দুই বেলা, মিশ্রি ও মরিচ মুখে ধারণ করিলে স্বরভেদ আরোগ্য হয়। পিপুল বা ভর্জ্জিত হরীতকী বাটা মুখে ধারণ করিলে, স্বরভেদ প্রশমিত হয়। বদরীপত্রকল্ক ঘৃতে ঈষৎ ভর্জ্জিত করিয়া এবং সেই অবশিষ্ট ঘৃত দ্বারা উহা পেষণ করতঃ কিঞ্চিৎ সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে স্বরভেদ নষ্ট হয়। ইহা বাতজস্বরভেদে বিশেষ উপকারী। উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে২ স্বরভেদ উৎপন্ন হইলে, সুশ্রুতোক্ত কাকোল্যাদিগণ সহ (পরিভাষায় দ্রষ্টব্য) ক্ষীরপাকবিধি অনুসারে পাক্যদুগ্ধ, চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। শ্লেষ্মাধিক স্বরভেদে নিদিগ্ধিকাদিলেহ ও তালীশাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। কফাধিক স্বরভেদে চন্দ্রামৃতরস প্রয়োগ করা যায়। ইহা অগ্নিমান্দ্য ও প্লীহা নাশক। বহুকালের বাতাধিক স্বরভেদে [illegible]রস ও ব্রাহ্মীঘৃত ব্যবহার করিবে। কফাধিক জীর্ণ স্বরভেদে কণ্টকারীঘৃত ফলপ্রদ। পিত্তাধিক স্বরভেদে কল্যাণাবলেহ ব্যবহৃত হইতে পারে।

চব্যাদি চূর্ণ।

চই, অম্লবেতস, ত্রিকটু, পুরাণতেঁতুল, তালীশপত্র, জীরক, বংশলোচন, রক্তচিতের মূল প্রত্যেক ১ ভাগ, পুরাতন ইক্ষুগুড় সর্ব্বসম, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত মিলিত ১ ভাগ মাত্রা ৷/০ আনা হইতে ।০ আনা। অনুপান—গরমজল।

ভৈরবরস।

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, মরিচ, চই, চিতে, প্রত্যেক সমভাগ, জলদ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। অনুপান—গরমজল।

স্বয়ম্ভু রস।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ প্রত্যেক ১ তোলা, বৈক্রান্ত ২ মাষা, স্বর্ণ ১॥ মা, রৌপ্য ।০ তোলা। ভাবনার্থ—কণ্টকারী, আদা, ব্রাহ্মী। বটী ২ রতি। এই ঔষধ ছায়ায় শুষ্ক করিতে হয়। অনুপান—ব্রাহ্মীশাকের রস ও মধু। ইহাদ্বারা নানাবিধ স্বরভেদ, শ্বাস ও কাস নষ্ট হয়। ইহা বাক্‌বিশুদ্ধি সম্পাদক।

নিদিগ্ধিকাদিলেহ।

কণ্টকারী ১২॥ সের, পিপুলমূল ৬। সের, চিতে /০৶, দশমূল মিলিত /০৶, জল ১২৮ সের, শেষ ১৬ সের, ছাঁকিয়া /৪ সের পুরাতন ইক্ষুগুড় সহ পুনঃ পাকে চাপাইবে এবং উহা ঘনীভূত হইলে, তাহাতে পিপুলচূর্ণ ৮ পল, ত্রিজাতক চূর্ণ মিলিত ১ পল, মরিচচূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ দিয়া নাড়াইবে। শীতল হইলে /১ সের মধু মিশাইবে। মাত্রা ।০ তোলা। অনুপান—ছাগদুগ্ধ বা উষ্ণজল।

কণ্টকারী ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, কণ্টকারীর স্বরস ১৬ সের। কল্কার্থ—শ্বেতবেড়েলার মূল, রাস্না, গোক্ষুর, ত্রিকটু মিলিত /১ সের। স্বরসের অভাবে শুষ্ক কণ্টকারী /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ সহ পাক করিবে।

ব্রাহ্মীঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, মূল ও পত্রসহ ব্রাহ্মীশাক ধৌত করিয়া পেষণ করতঃ রস ছাঁকিয়া ১৬ সের লইবে। কল্কার্থ—হরিদ্রা, মালতীফুল, কুড়, তেউড়ীমূল, হরীতকী প্রত্যেক ১ পল এবং পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি, বচ প্রত্যেক ২ তোলা মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। মাত্রা ৷০ তোলা। এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধ সহ সেব্য। ইহাদ্বারা স্বরভেদ নষ্ট হইয়া সুকণ্ঠ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মীঘৃত মেধাশক্তি বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সুতরাং সঙ্গীত প্রিয় ও পাঠার্থীদের পক্ষে ইহা অতীব হিতকর। ইহার অপর নাম সারস্বতঘৃত।

অপথ্য—অতিরিক্ত ঝাল, অম্ল, শাক, দধি, কাঁচাঘৃত, কাঁচাকলা, চালভাজা, মাষকলাইয়ের ডাল, দিবানিদ্রা, মৈথুন ইত্যাদি।

অথ অরোচক চিকিৎসা।

ক্ষুধা থাকিতেও আহারে বিরোধ জন্মিলে তাহাকে অরোচক বলে। ইহা নানাকারণে জন্মিতে পারে।

সাধারণতঃ বাতজনিত অরুচিতে মুখ কষায় রস, পিত্তে কটু ও তিক্তরস, কফে মধুর ও লবণ রস এবং মুখের কফলিপ্ততা হয়। তাহাদের কেশর, ঘৃত ও সৈন্ধব যুক্ত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, বাতজঅরোচক এবং আমলকী, কিস্মিস্, চিনি একত্রে পেষণ করিয়া মুখে ধারণ করিলে পিত্তজ অরোচক আরোগ্য হয়। "দারুচিনি, মুথা, এলাচি, জোয়ান ও পিপুল, চই" এই যোগদ্বয়ের চূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণে কফজঅরোচক, "মুথা, আমলকী ও দারুচিনি, দারুহরিদ্রা, যমানী" এই যোগদ্বয়ের চূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে পিত্তজ অরোচক এবং যমানী ও পুরাতন তেঁতুলের চূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে বাতজ অরোচক আরোগ্য হয়। পুরাতন তেঁতুল, ইক্ষুগুড় ও জল এবং তাহাতে কিছু দারুচিনি, এলাচি ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া কবল ধারণ করিলে সর্ববিধ অরোচক নষ্ট হয়। পরিমিত দাড়িমের রস এবং কিঞ্চিৎ বিটলবণ ও মধু একত্রে মুখে ধারণ করিলে বাতপিত্তপ্রধান অরুচি আরোগ্য হইয়া থাকে। ভোজনের পূর্বে সৈন্ধব ও আদা ভক্ষণ করিলে জিহ্বা ও কণ্ঠের বিশুদ্ধি হয় এবং অরুচি নষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্ব শরীরের হিতকারী। এই ব্যাধিতে যমানীষাড়ব, কলহংস, তিন্তিড়ীপানক, রসালা, ও সুলোচনাভ্র ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে তিন্তিড়ীপানক ও রসালা সর্বপ্রকার অরুচি নাশক ও শ্রেষ্ঠ।

যমানীষাড়ব।

যমানী, পুরাতন তেঁতুল, শুণ্ঠী, অম্লবেতস, দাড়িম, কুলশুট প্রত্যেক ২ তোলা, ধনে, সচল লবণ, জীরে, দারুচিনি প্রত্যেক ১ তোলা, পিপুল ১০০ একশত, মরিচ ২০০ শত, চিনি ৸০ সের, এই সমস্ত চূর্ণ করিয়া পরিমিত মাত্রায় ।০ সিকি তোলা হইতে ॥০ তোলা মাত্রায় অনুপান সেবন করিবে। ইহাদ্বারা নানাবিধ অরুচি, কাস, শ্বাস, অতীসার গ্রহণী ও অর্শ আরোগ্য হয়। ইহা কফপ্রধান অরুচিতে বিশেষ হিতকর॥

কলহংস।

সজিনাবীজ ১৬টী, মরিচ ১০টী, পিপুল ২০টী, আদা ৮ তোলা, ইক্ষুগুড় ৮ তোলা, কাঁজি ১২ সের, পরিমিত বিটলবণ, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ তোলা একত্রে মন্থনদণ্ডদ্বারা মথিত করিয়া ইহার কবল ধারণ করিলে উপকার দর্শে॥ ইহাদ্বারা বহুবিধ অরুচি দূর হয় বলিয়া এই ঔষধ কলহংস নামে অভিহিত হইয়াছে॥

তিন্তিড়ীপানক।

বীজ ত্যাগ পূর্বক পুরাতন তেঁতুল ৫ পল, চিনি ২০ পল, ধনে ও জীরা ১ পল, আদা ১ পল, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত ও নাগকেশরের চূর্ণ মিলিত ২ তোলা, জল পরিমিত। এই

সমস্ত দ্রব্য নূতন মৃৎপাত্রে স্থাপন ও আলোড়ন করিয়া পরিমিত গর্ত্তমধ্যে দিন: ধা ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ইহা অগুরুধূপিত নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া কর্পূর সুবাসিত করিয়া পান করিবে। মাত্রা—২ | ৩ তোলা।

রসালা।

অম্লদধি ৵৮ সের, চিনি ৵২ সের, ঘৃত ১ পল, মধু ১ পল, মরিচ ৪ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাগকেশর প্রত্যেক ১ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া কর্পূর দ্বারা সুবাসিত করিয়া ভাণ্ড মধ্যে স্থাপন করিবে। মাত্রা—২ | ৩ তোলা।

সুলোচনাভ্র।

অভ্র ১ পল, হীরক ১ পল, চই, কুলগুঠ, বেণামূল, দাড়িম, আমলকী, আমরুলি, ছোলঙ্গলেবু প্রত্যেক ১০ রস পল, একত্রে মর্দ্দন করিয়া ৵০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে নানাবিধ অরুচি, কাস, শ্বাস, স্বরভেদ ও বক্ষোবেদনা আরোগ্য হয়।

• পথ্যাপথ্য;—অরুচি যে দোষজ হইবে, তত্তৎ দোষবর্দ্ধক দ্রব্য অপথ্য এবং তত্তৎ দোষ নাশক দ্রব্য পথ্য। অরুচি হইলে, অনেক রোগ অসাধ্য হইতে পারে সুতরাং অরুচি নাশার্থ বিশেষ ভাবে যত্নবান হইবে। অরুচি নাশার্থ অন্যান্য ক্রিয়ারও অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়।

অথ ছর্দ্দি (বমন) চিকিৎসা

ছর্দ্দি মাত্রেই আমাশয় সমুত্থ, সুতরাং কেবল বাতজ ছর্দ্দিভিন্ন সমস্ত ছর্দ্দিতেই লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য। কেহং লঙ্ঘন শব্দে লঘু ভোজন ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। বায়ু ঊর্দ্ধগত না হইলে বমন হইতে পারে না; সুতরাং বায়ুর অধোগতির নিমিত্ত হরীতকী প্রভৃতি অধোবিরেচক দ্রব্যের চূর্ণাদি মধু বা চূর্ণাদি সহ সেবন করাইবে। বাতজ ছর্দ্দিতে হৃদয়স্পন্দন থাকিলে, সৈন্ধবযুক্ত দধিদুগ্ধ ঘৃত পান করিবে। এই রোগে স্রোতোঞ্জনাদিচূর্ণ বা কোলাদিচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে আশু বমন নিবারিত হয়। আদারসে ৭ বার ভাবিত মনঃশিলা ১ রতি, টাবালেবুর রস বা কয়েৎবেলের রস সহ পান করিলে অথবা পিপুল ও মরিচ চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে উপস্থিত বমনবেগ নিবারিত হয়। অতিশয় বমন হইলে বিরেচন করাইবে এবং ধনে, মুতা, রসাঞ্জন, মূর্ব্বামূল ও যষ্টিমধু ইহাদের চূর্ণ মধু সহ লেহন করিবে। গুলঞ্চের হিমকষায়ে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আশু বমন নিবারিত হয়। কুলামান জল ও দুগ্ধ পান করিলে বাতজ বমন দূরীভূত হয়। মুগ ভাজিয়া কাথ বিধানে কাথ করতঃ ছাঁকিয়া তাহাতে খইচূর্ণ, চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্ববিধ ছর্দ্দি আরোগ্য হয়। পিত্ত বা বিদগ্ধপিত্তজনিত বমনে গুড়ূচ্যাদিকষায় পান করিবে। ক্ষেত্রপর্পটীর কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলেও ফল লাভ হয়। আমাশয়ে অত্যন্ত কফ সঞ্চিত হইয়া বমন হইলে, উহা নির্হরণার্থ বমন

...হইবে। বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও শুঠচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে কফজ বমন নষ্ট হয়। অশ্বত্থ-...বের ছালের তর্পণ প্রস্তুত করিয়া মধুসহ লেহন করিলে, ত্রিবিধ বমন নষ্ট হয়। বিল্বমূলের ...লের বা গুলঞ্চের কাথ মধুসহ পান করিলে, অথবা মূর্বামূল (চেঁচমুখীমূল) তণ্ডুলোদক পেষণ করিয়া, তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে, সর্ব্বপ্রকার ছর্দ্দি আরোগ্য হয়। আমলকী, ...মিস্‌, চিনি প্রত্যেক ১ পল একত্রে পেষণ করিয়া অর্দ্ধসের জলে গুলিয়া তাহাতে মধু ...পল মিশাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া পান করিলে ত্রিদোষজ বমন নষ্ট হয়। শুষ্ক অশ্বত্থবল্কল ...করিয়া তাহা জলে নির্ব্বাপিত করতঃ সেই জল পান করিলে দারুণ বমির শান্তি হয়। রক্ত...ে আম্রকাদিযোগ বিশেষ ফলপ্রদ। এলাদিচূর্ণ নানাবিধ বমি শান্তির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ছর্দ্দির প্রসিদ্ধ ঔষধ। জীরে, ধনে, হরীতকী, কণ্টকারী, ...কটু, রসসিন্দুর প্রত্যেক সমভাগে পেষণ করিয়া ৪।৫ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ ...রসের অনুপানে ব্যবহৃত হইলে বমির উপশম হয়। কিন্তু কবিরাজের [illegible]-লৌহ বমি প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার বমন আরোগ্য হইয়া ...কে কিন্তু ইদানীং উহার ব্যবহার দেখা যায় না। [illegible] প্রভৃতি ...বমনের নিবৃত্তিকর। "আমলকীর ও কয়েৎবেলের রস" অথবা পিপুলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ মধু একত্র লেহন করিলে প্রবল বমি প্রশমিত হয়। কমলালেবুর রস পান করিলেও বমি প্রশমিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা বিসূচী বমনের পক্ষে মহৌষধ। বমি নিবারণের পক্ষে বরফ উৎকৃষ্ট। গর্ভকালের বমনের জন্য ব্যস্ত হইয়া, তীব্র কোন ঔষধ দেওয়া উচিত নয়।

ছর্দ্দি রোগীর দুর্লক্ষণ।

বমন যদি বিষ্ঠার গন্ধের ন্যায় গন্ধযুক্ত হয় এবং রোগী যদি সর্ব্বদা রক্ত ও পুঁযযুক্ত পদার্থ বমন করে এবং বমনের সঙ্গে জ্বর, শ্বাস ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে তবে রোগীর জীবন সংশয় হয়।

স্রোতোঞ্জনাদিচূর্ণ।

রসাঞ্জন, খদিরের ছাল, উৎপল, কুলের আঁটি প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা /০ আনা। [illegible] ছালের জলসহ সেব্য।

কোলাদিচূর্ণ।

...পাস, রসাঞ্জন, মক্ষিকার বিষ্ঠা, খদিরের ছাল, চিনি ও পিপুল। মাত্রা /০ আনা। অনুপান—খইভিজান জল।

গুড়ুচ্যাদি কষায়। কাথ্য—গুলঞ্চ, ত্রিফলা, নিমছাল ও পলতা। প্রক্ষেপ—মধু—।০ তোলা।

এলাদি চূর্ণ। যথা—ছোট এলাচি, লবঙ্গ, নাগকেশর, কুলশাঁস, খই, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, শ্বেতচন্দন ও পিপুল। মাত্রা ৵০ আনা হইতে ।০ আনা। ইহা মধু ও চিনি সহ লেহন করিবে।

অম্বুজাদি লেপ। যথা—রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু দুগ্ধে পেষণ করিয়া দুগ্ধ সহ সেব্য।

পথ্য—স্নান, বরফজল, ডাবেরজল, মুড়িভিজান জল, সুগন্ধি দ্রব্যের আঘ্রাণ, লঘুপাক ও রুচিকর পদার্থ আহার ফলের আস্বাদ ইত্যাদি।

অপথ্য—উগ্র ও উদ্বেগজনক ক্রিয়া এবং তাদৃশ দ্রব্য, অতিরিক্ত লবণ ও শ্লেষ্মকর দ্রব্য আহার।

অথ তৃষ্ণা চিকিৎসা

বায়ু পিত্তযুক্ত হইয়া পিপাসা উৎপন্ন করে। অতিরিক্ত বমনে পিপাসা হয় বলিয়া বমনের পরে তৃষ্ণা চিকিৎসা কথিত হইয়া থাকে। তৃষ্ণাবেগ ধারণ করা কর্তব্য নহে। স্বাদু রসযুক্ত অন্নরসে বাতজ পিপাসার শান্তি হয়। দধির সহিত কিঞ্চিৎ গুড় মিশাইয়া পান করিলে পিপাসা নষ্ট হয়। পিত্তজ তৃষ্ণায় জ্বরোক্ত ষড়ঙ্গপানীয় সেবন করিবে।

মৌরী ভিজান জলপানে তৃষ্ণার শান্তি হয়। ইহাতে গব্য দুগ্ধ অতীব হিতকর। ক্ষেত্রপর্পটী, রক্তচন্দন, বেণামূল প্রভৃতি শীতবীর্য্যদ্রব্যসাধিত শীতলজল সেবনে পিপাসার শান্তি হয়। ষড়ঙ্গপানীয়ের মধ্যে যে শুঠ আছে তাহা ইহাতে ব্যবহার্য্য নহে, কারণ উহা উষ্ণবীর্য্য। বিল্বমূলের ছাল, অড়হর, ধাইফুল, বলাশরমূল ও কুশমূল ইহাদের দ্বারা সাধিতজল পান করিলে কফজপিপাসা নষ্ট হয়। ইহাতে অবস্থা বিশেষে বমনও ব্যবস্থেয়। ক্ষতজ তৃষ্ণায় জলমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিবে। এই তৃষ্ণা প্রায়শঃ রস ধাতুর ক্ষয় হইতে উৎপন্ন হয়। ত্রিদোষজ তৃষ্ণায় আমলকীচূর্ণ ও কিঞ্চিৎ মধু পান করাইবে। রক্তশালিতণ্ডুলের মণ্ড জল দিয়া ভাত সুশীতল অবস্থায় মধুসহ ভক্ষণ করিলে তৃষ্ণা ও বমন নিবারিত হয়। তৃষ্ণার্ত্ত রোগীকে জল দিতে কদাচ সঙ্কুচিত হইবে না; তবে অবস্থাবিশেষে জল সংস্কৃত করিয়া লওয়া আবশ্যক। তৃষ্ণারোগ পিত্তপ্রধান সুতরাং সকলই শীতল দ্রব্যের উপযোগ সুখকর। কুমুদেশ্বররস তৃষ্ণারোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে। আম ও জামের আঁঠির শাঁসের কাথ ১ পল মধুযুক্ত করিয়া সেবন করিলে পিপাসার শান্তি হয়।

কুমুদেশ্বর। যথা—তাম্রভস্ম ২ তোলা, বঙ্গভস্ম ১ তোলা, যষ্টিমধুর কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ নিম্নলিখিত কাথ সহ সেব্য। যথা—চন্দন,

অনন্তমূল, মুতা, ছোটএলাচি, নাগকেশর, প্রত্যেক সমভাগ, খই সর্ব্বসম, অর্দ্ধশৃত করিয়া তৎসহ চিনি ও মধু মিশাইয়া পান করিবে। পিপাসা স্থানের নাম ক্লোম; উহা শুষ্ক হইলে ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হয়।

অত্যম্বু পানাৎ প্রভবন্তি রোগাঃ,
নিরম্বু পানাচ্চ স এব দোষঃ,
তস্মাৎ বুধঃ প্রাণ বিবর্দ্ধনার্থং
মুহুর্মুহুর্বারি পিবেদভূরি।

পিত্তবর্দ্ধক সমস্ত দ্রব্যই তৃষ্ণা রোগের অপথ্য।

অথ মূর্চ্ছা চিকিৎসা

তৃষ্ণার ন্যায় এইরোগ পিত্তপ্রধান, সুতরাং সর্ব্ববিধ মূর্চ্ছাতেই শীতল ক্রিয়া অবিরুদ্ধ। শীতল জলে অবগাহন, মণিমুক্তাদি ধারণ, শীতল প্রলেপ, সিক্ততালবৃন্তানিল, শীতল অন্নপান, পদ্মপত্র বা পুষ্প দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন ইত্যাদি ক্রিয়া হিতকর। তৃষ্ণা চিকিৎসায় যে সকল বিধি বলা হইয়াছে ইহাতেও তাহা অবলম্বনীয়। তৃষ্ণার প্রাবল্যে মূর্চ্ছা হয়, এজন্য বমনস্থর মূর্চ্ছা লিখিত হইয়া থাকে। মধুর বর্গদ্বারা (কাকোল্যাদি বা জীবনীয়গণ দ্বারা) সাধিত দুগ্ধ পান করিলে মূর্চ্ছা প্রশমিত হয়। পিত্তপ্রধান ও রক্তপ্রধান (যাহা রক্ত দর্শন করিয়া হয়) মূর্চ্ছাতে অত্যন্ত শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য। মদ্যজমূর্চ্ছায় মদ্য বমন করাইয়া নিদ্রার ব্যবস্থা করিবে। বিষজমূর্চ্ছায় বিষ নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শতমূলী, বেড়েলাবমূল ও দ্রাক্ষা সাধিত শর্করা দুগ্ধ পান করিলে মূর্চ্ছা ও ভ্রান্তি নষ্ট হয়। শ্বেত বেড়েলাবীজ চিনি সহ বাটিয়া পান করিলে মূর্চ্ছা ও ভ্রান্তি আরোগ্য হয়। দুরালভার ক্বাথে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ভ্রান্তি দূর হয়। কুম্ভসর্পিঃ সেবন করিলে আশু ভ্রান্তি প্রশমিত হয়। দশবৎসরের পুরাতন ঘৃতকে কুম্ভসর্পিঃ বলে। নিম্নলিখিত প্রয়োগ দ্বারা মূর্চ্ছারোগীর সংজ্ঞা লাভ হয়। যথা।—অপস্মার রোগোক্ত তীক্ষ্ণ অঞ্জন, বিরেচনধূম, পদতলে আলকুশীবীজ ঘর্ষণ। এই সকল মধ্যে শেষোক্ত ক্রিয়াই সচরাচর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে তীক্ষ্ণ অঞ্জনাদির প্রয়োগ বলা হইয়াছে, উহা প্রায়শঃ সন্ন্যাস রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সন্ন্যাস রোগে অভ্যন্তরীণ ঔষধের প্রয়োগের সময় পাওয়া যায় না। উহা আশুঘাতী হেতু শীঘ্র ক্রিয়াকারী আলকুশী বীজাদির প্রয়োগই ফলপ্রদ। মূর্চ্ছারোগে সুধানিধিরস, মহাপিত্তান্তক রস, কালাগ্নিরস, চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ, বৃহৎবাতচিন্তামণি, নারায়ণতৈল, মহানারায়ণতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, হিমসাগরতৈল, বিষ্ণুতৈল ও বৃহদ্বিষ্ণু তৈল ব্যবহার করিবে। বক্ষ্যমাণ ক্ষীরকল্যাণঘৃত পানে মূর্চ্ছা আরোগ্য ... মূর্চ্ছারোগের আক্রমণ কালে চোখ ও মুখে শীতল জল সেচন করতঃ কপাল ধৌত ক...

দিবে। দন্তমাড়ি আটকাইয়া গেলে পয়সা প্রভৃতি দ্রব্য খুব সাবধানে দুইমাড়ির ভিতরে দিয়া উহা খুলিবার চেষ্টা করিবে, কদাচ নখ দিয়া খুলিবার চেষ্টা করিবেনা।

সুধানিধিরস।

পারদ ভস্ম, (ইহার পরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট রসসিন্দুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।) মাত্রা ২ রতি। পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ লেহন করিবে। কফান্বিত মূর্চ্ছায় উক্ত অনুপানে ব্যবহার্য্য। অন্যথা—ত্রিফলাজলসহ সেব্য।

কালাগ্নিরস।

রসসিন্দুর, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, শিলাজতু ও লৌহ প্রত্যেক সমভাগ। শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে, পাথরকুচির রসে, পৃথক ৫ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি বটী করিবে। অনুপান—শতমূলী রস, ত্রিফলারজল ইত্যাদি। এই ঔষধ নানাবিধ পিত্তপ্রধান ব্যাধিতে প্রযুক্ত হইতে পারে।

অপথ্য।—স্নান, উত্তাপ সেবন, ব্যায়াম, গুরুপাক বা আগ্নেয় দ্রব্য ভক্ষণ, অম্ল, ক্ষার, মদ্য ও তাম্বূল সেবন, তৃষ্ণা, মল, মূত্র, নিদ্রা ও ক্ষুধার বেগধারণ, চিন্তা, ভয়, শোক, ক্রোধ, মৈথুন প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

পথ্য—দিবসে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসুর, ছোলার ডাল, ক্ষুদ্রজীবিত মৎস্যের ঝোল, ঘোল, গব্য ঘৃত, ছানা মাখন, দ্রাক্ষা, পানিফল, ডুমুর, পটোল, মানকচু, বেগুন, মোচা, তিলতৈল মর্দ্দন, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, স্রোতস্বতী জলে অবগাহন ও গীতবাদ্যাদি শ্রবণ হিতকর।

অথ মদাত্যয় চিকিৎসা

মদাত্যয়ে বিপরীত মদ্যসহ তত্তৎ দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যদি বিপরীত মদ্য প্রয়োগ অযোগ্য বিবেচিত হয়, তবে গব্য দুগ্ধ পান করাইবে। দুগ্ধ মদ্যের তীব্রতা নষ্ট করে। বাতপ্রধান মদাত্যয়ে—মাতুলুঙ্গমদ্যসহ ত্রিকটুচূর্ণ ও সচললবণ পরিমিতরূপ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। এই মদ্যে, কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। যাহার পুনঃপীত মদ্য জীর্ণ হইয়াছে তাহাকেই মদ্যঘটিত ঔষধ সেবন করাইবে। অন্যথা অন্যবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। খেজুর, কিসমিস, পুরাণ তেঁতুল, মহাদা, (অভাবে অম্লবেতস) দাড়িম, পরুষফল ও আমলকীযুক্ত খইয়ের মণ্ড পান করিলে, সকল প্রকার মদ্যবিকার নষ্ট হয়। ইহা ব্যাধিবিপরীত ঔষধ। কিসমিস, কয়েদ্‌বেল, দাড়িম, চিনি ও মধু দ্বারা পানক প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, পানবিভ্রম আরোগ্য হয়। আকণ্ঠ শীতলজল পান করিলে গুবাকফল (সুপারি) জাত মত্ততা নষ্ট হয়। শর্করাজলের কবল করিলে অতিরিক্ত চূণ সেবন জনিত মুখদাহ

নিবারিত হয়। চিনিসহ প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধ পান করিলে ধুস্তূরফলভক্ষণজ মত্ততা দূরীভূত হয়। উন্মাদের কল্যাণকঘৃত পান করিলে নানাবিধ মত্ততা ও মূর্চ্ছা আরোগ্য হইয়া থাকে। মূর্চ্ছার ন্যায় মদাত্যয়েও সর্ব্বপ্রকার শীতল ক্রিয়া অবলম্বনীয়। তাম্বুল ভক্ষণ জনিত মত্ততা উপস্থিত হইলে চুণ মর্দ্দন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার আঘ্রাণ লইবে। হরীতকী ভক্ষণ করিলে ধাত্রী-ফলজমত্ততা নষ্ট হয়। বহেড়া ফল সেবনে মত্ততা হইলে, শীতলজলে অবগাহন এবং দধি ও চিনি ভক্ষণ করিবে। মদ্যপানজ দাহে পিত্তজরোক্ত দাহ চিকিৎসা করিবে। চিনিযুক্ত ঘৃত লেহন করিলে যাবতীয় মত্ততা উপশমিত হয়। শতাবরীতৈল মালিশ করিলে পিত্তপ্রধান মদাত্যয় আরোগ্য হয়। ইহা মস্তিষ্ক এবং শরীরে শীতলতা সম্পাদক। ইহা কোষ্ঠগত বায়ু এবং পিত্তজব্যাধি নাশক। মদাত্যয়ে মদ্য প্রয়োগ করিতে হইলে, টাবালেবুর রস, চুক্র, কাঁজি, শুক্ত প্রভৃতিসহ বিপরীতগুণবিশিষ্ট মদ্য পান করাইবে। উক্ষরস ও ডাবের জল পান করিলে সিদ্ধিভক্ষণজনিত মত্ততা দূরীভূত হয়। সিদ্ধিপানজনিত মত্ততা প্রশমনে মদ্যপান অতীব হিতকর। মুখ ও কর্ণ রোগে, বেদনায়, স্তনরোগে, বৃদ্ধিরোগে, ব্রণে ও কোনও স্থান ভাঙ্গিয়া গেলে, তথায় মদ্যের বাহ্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং তাহা বিশেষ উপকারী। বিহিত-মাত্রায় মদ্যপান স্বাস্থ্যকর। অবশ্য অতিরিক্ত মদ্যপান করিলে সত্বর বলক্ষয় হয় এবং যকৃত ও প্লীহা দূষিত হইয়া অগ্নিমান্দ্য, শূল প্রভৃতি উৎকট ব্যাধির আক্রমণে আশু জীবনলীলার অবসান হইয়া থাকে। মাংসযূষ সেবন মদ্যপায়ীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে হিতকর। মদ্যপান করিয়া কদাচ ক্ষুধার বেগ ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। বালক ও বৃদ্ধ মদ্যপান হইতে সতত সতর্ক থাকিবে। শরীর হিমাঙ্গ হইলে, অথবা হঠাৎ অবশ হইলে তীক্ষ্ণবীর্য্য মদ্যপান করাইবে। হঠাৎ শরীরে বিশেষ আঘাত লাগিলে মদ্যের উভয়বিধ প্রয়োগ করিবে। বিসূচিকায়—সংগ্রাহক ও তীক্ষ্ণবীর্য্য মদ্য প্রয়োগে অনেক সময় আশাতীত ফললাভ হইয়া থাকে। মদ্য যত পুরাতন হইবে ততই তাহার গুণোৎকর্ষ হইবে। সুস্থব্যক্তির পক্ষে জামের বা আঙ্গুরের মদ্য বিশেষ উপকারী। মদ্যপায়ীর কোন পীড়া হইলে দোষবিপরীতমদ্য সহ ঔষধ প্রয়োগ করিলে উক্ত কার্য্যকারী হইবে। মদ্যপায়ীর পীড়া প্রশমনে মদ্যই প্রধান ঔষধ। সুতরাং অবস্থা বিবেচনা করিয়া ব্যাধির অনুরূপ মদ্যের কল্পনা করিবে। অন্যথা বিজ্ঞ চিকিৎসকও সফলকাম হইতে পারিবেন না।

শতাবরীতৈল।

মূর্চ্ছিত কৃষ্ণতিল তৈল /৪ সের, শতমূলীর স্বরস, আমলকীর রস, ভূমিকুষ্মাণ্ডের স্বরস প্রত্যেক /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, কুলথ ও মাষকলাই প্রত্যেকের কাথ /৪ সের, কল্কার্থ—জীবনীয় দশক, কটাম্যাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শৈলজ, শুলফা, পুনর্ণবা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, এলাচি, দারুচিনি, অপক্বকদলীফল, পদ্ম, অগুরু, হরীতকী, আমলকী মিলিত /১ সের। ইহাতে ক্লৈব্য, দৌর্ব্বল্য, শিরোগত বায়ু ও অবসাদ নষ্ট হয়।

অথ দাহ চিকিৎসা

[illegible]ত প্রকুপিত হইয়া চক্ষু, হস্ত ও পদতল এবং সর্কাঙ্গেও দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। সাধা[illegible] মদ্যপানে পিত্তপ্রকোপ হইয়া দাহ উপস্থিত হয়। সুতরাং মদাত্যয়ের পরে দাহ চিকি[illegible]খিত হইয়া থাকে। দাহ মাত্রেই মূর্চ্ছার ন্যায় পিত্তপ্রধান। সুতরাং মূর্চ্ছার ন্যায় পিত্ত[illegible] ও শীতল ক্রিয়া দাহে হিতকর। শীতলক্রিয়া সকল প্রকার দাহেই অবিরোধী। পিত্তজ[illegible] রূপ দাহ চিকিৎ[illegible]না হইয়াছে, ইহাতেও সেই২ ক্রিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে। পরন্তু যবে[illegible]দু শতধৌতঘৃত মর্দ্দন করিলে দাহ প্রশমিত হয়। কাঁজিদ্বারা বস্ত্রসিক্ত করিয়া রো[illegible]হ আচ্ছাদিত করিলে, অথবা শুক্ত (সন্ধান বিশেষ, অভাবে কাঁজি) দ্বারা বেণামূল ও[illegible]ন পেষণ করিয়া অনুলেপন করিলে দাহ নিবারিত হয়। পদ্মপত্রে বা কদলীপত্রে শয়ন এবং চন্দনজলসিক্ত তালবৃন্তানিল সেবন দাহনিবারক। দাহ এবং তৃষ্ণা-নিবারণার্থ সর্ব্বদাই পরিষেকে, অবগাহনে ও বীজনে শীতলজল ব্যবহার করিবে। অন্তর্দাহে চন্দনযুক্ত সুশীতল দুগ্ধ, পান ও পরিষেকাদিতে ব্যবহার করিবে। চন্দনযুক্ত ক্ষীরিবৃক্ষের কষায় পান করিলে বা তদ্দ্বারা পরিষেক করিলে, সর্ব্বপ্রকার দাহ সত্বর নিবারিত হয়। বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেত এই পঞ্চবৃক্ষকে ক্ষীরিবৃক্ষবলে। ইহাদের বঙ্কল গ্রহণীয়। কুশাদিপঞ্চমূল, (কুশ, কাশ, নল, উলুখড় ও ইক্ষুমূল, ইহাদের প্রত্যেকের মূল গ্রাহ্য) শালপাণি ও জীবকাদি অষ্টবর্গের (জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, ইহাদের অভাবে—দ্রব্যগুণোক্ত অভাববিধির দ্রব্য গ্রহণ করিবে) কাথ ও কল্কদ্বারা যথারীতি তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া ব্যবহার করিলে যাবতীয় দাহ অচিরে তিরোহিত হয়। ইহার নাম কুশতৈল বা কুশঘৃত। ইহা দাহ এবং বহুবিধ বাতপৈত্তিক রোগনাশক। চন্দনকাথ দ্বারা প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বেণামূল, বালা, নাগকেশর, তেজপাত ও মুতা একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাহ প্রশমিত হয়। রোগী দাহে অত্যন্ত অধীর হইলে, কোনও একটী বৃহৎ টবে রোগীকে উপবেশন করাইয়া, বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল ও চন্দনের চূর্ণযুক্ত সুশীতলজল দ্বারা টব পূর্ণ করিবে। এই অবগাহনে সত্বর দাহ নষ্ট হয়। শতধৌত ঘৃত মর্দ্দনে, ইক্ষুরস বা শর্করাপানক পানে, অথবা চন্দনাদিকাথ সেবনে দাহ এবং পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। ক্ষেত্রপর্পটী, মুতা ও বেণামূলের ক্বাথে চিনি ।০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, দাহ ও পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। কাঞ্জিকতৈলের ন্যায় দাহ প্রশমক ঔষধ আর দৃষ্ট হয় না। ইহা জ্বরদাহেও প্রযোজ্য। হিমসিন্দুরস দাহের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দাহে—ত্রিফলাজলসহ চতুর্ম্মুখ ও বৃহৎবাতচিন্তামণি, গুলঞ্চের রস ও মধুসহ পিত্তান্তকরস বা গুড়ূচ্যাদি লৌহ এবং মালিশের জন্য গুড়ূচ্যাদিতৈল ব্যবহার করা হয়। এই রোগে মূর্চ্ছা, মদাত্যয় ও তৃষ্ণানাশক ঔষধ সকল অবস্থাবিশেষে ব্যবহৃত হইতে পারে।

চন্দনাদি যোগ

চন্দন, ক্ষেত্রপর্পটী, বেণামূল, বালা, মুথা, পদ্মমূল, মৃণাল, মৌরী, ধনে, শুলফা মিলিত ২তোলা জল ৬৪তোলা শেষ ১৬ তোলা। তাহা শীতল হইলে ৪তোলা মধু মিশাইয়া পান করিবে। ইহাতে উৎকট দাহ নিবারিত হয়।

কাঞ্জিক তৈল

তৈল ১৬ সের ও কাঁজি ৬৪ সের, একত্র পাক করিবে। এই তৈল ... । ইহাতে প্রবল দাহ এবং দাহজ্বর আরোগ্য হয়।

হিমবিন্দু রস

রসসিন্দুর, অভ্র, স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেক সমভাগ, ত্রিফলাভিজান জলে, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে ও শতমূলীর রসে পৃথক ৫ বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী করিয়া ছায়াশুষ্ক করিবে। অনুপান— ত্রিফলা ভিজান জল ও মধু অথবা শতমূলীর রস ও মধু ইত্যাদি। ইহাদ্বারা প্রবল দাহ, প্রমেহ ও বাতরক্ত নষ্ট হয়।

পথ্য—পানিফল, পদ্মবীজ, মৃণাল, ক্ষেত্রপর্পটী সুমিষ্ট কমলালেবু, বরফ, কৃষ্ণতিল, ছানা, মাখন, যবশক্তু, ইক্ষু, দ্রাক্ষা, বেদানা, ডাব সুমিষ্ট আম, বেণামূল, শতমূলী, সুপক তরমুজ এবং যাবতীয় শীতল দ্রব্য। দাহে তিক্ত দ্রব্য হিতকর।

অপথ্য—অগ্নির উত্তাপ, রৌদ্র সেবন, ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ, চিন্তা, ঝাল, ক্ষার ইত্যাদি। জ্বর থাকিলে ... ন ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য নহে।

অথ উন্মাদ চিকিৎসা

এই রোগ বা ... ন। ইহাতে দোষ সমূহ মনোবহা ধমনী প্রাপ্ত হইয়া মনোবিভ্রম উৎপন্ন করে। ... হৃদয় ও শিরোগত; সুতরাং মাথায় এবং হৃদয়ে তৈলাভ্যঙ্গ করা বিধেয়। এইরোগে দোষ কর্ত্তৃক মন দূষিত হয় বলিয়া মনের নানাবিধ বিকৃতি উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্যই মনোবিকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যদিও ইহা দোষ মূলক, তথাপি মনোবিকৃতি প্রাধান্য হেতু দোষ প্রশমনে ব্যাধি প্রশমিত হয় না। এই জন্যই ইহাকে মানসব্যাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

মানসিক দুঃখে ও বিষভক্ষণেও এইরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। বুদ্ধিবিভ্রম, মানসিক চঞ্চলতা, দৃষ্টির পর্য্যাকুলতা, কাতরতা, হৃদয়ের শূন্যতা ও অসম্বন্ধ বাক্যকথন, সাধারণ উন্মাদ লক্ষণ। ঊর্দ্ধগত (হৃদয় ও শিরোগত) দোষ, মনের মত্ততা জন্মায় বলিয়া ইহার নাম উন্মাদ। লক্ষণদ্বারা বাতাদিদোষ নির্ণয় করিয়া, ঔষধ বিভাগ পূর্ব্বক ইহার চিকিৎসা করিবে। দোষজউন্মাদ ব্যতীত, ভূতোন্মাদ নামে আরও একটি স্বতন্ত্র উন্মাদ আছে। বাতোন্মাদে—স্নেহপান (কল্যাণকঘৃতাদি) এবং বিরেচন করান কর্ত্তব্য। ... চিকিৎসাতে যে যে ঔষধ কথিত হইবে অবস্থাবিশেষে সেই সেই ঔষধ উন্মাদেও প্রয়োগ

করিবে। পুরাতন ঘৃত উন্মাদের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সাধারণতঃ এক বৎসরাতীত ঘৃতকেই পুরাতন ঘৃত বলা যায়; কিন্তু দশ বৎসরাতীত লাক্ষারসনিভ ঘৃতই যথার্থ পুরাতন। উন্মাদের ঘৃত, পুরাতন ঘৃতদ্বারা পাক করিবে। শ্বেতসর্ষপচূর্ণসহ পুরাতন ঘৃত লেহন করিলে বা কেবল তালশাখার রস পান করিলেও উন্মাদ নষ্ট হয়। মধুযুক্ত কোমল তালশাখার রস বা কেবল তালশাখার রস পান করিলে বাতজ উন্মাদ নষ্ট হয়। উন্মাদ রোগীর অভ্যঙ্গে সর্ষপ তৈল শ্রেষ্ঠ। স্রোতঃবিশুদ্ধির নিমিত্ত এবং উদ্বেজনার্থ রোগীকে সর্ষপ তৈলাক্ত করিয়া বন্ধন করতঃ রৌদ্রে উত্তানভাবে (ঊর্দ্ধমুখে) রাখিবে। এই ক্রিয়া দ্বারা অনেক সময় রোগ আরোগ্যও হইয়া থাকে। শ্বেতসর্ষপ, বচ, হিং, নাটাকরঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, শ্বেত অপরাজিতা, লতাকটকীর ছাল, ত্রিকটু, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া ৴০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে নানাবিধ উন্মাদ প্রশমিত হয়। এই সকল দ্রব্যদ্বারা গব্যঘৃত গোমূত্রে পাক করিয়া পান করিলেও উপরি লিখিতবৎ ফললাভ হইয়া থাকে। অবস্থাভেদে তাড়ন, তর্জ্জন, ত্রাসন, দান, সান্ত্বনা, হর্ষণ, ভয় ও বিস্ময় ক্রিয়াদ্বারা মন প্রকৃতিস্থ হওয়ায় উন্মাদ প্রশমিত হইয়া থাকে। কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ ও লোভজনিত উন্মাদে পরস্পর বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা প্রশমিত হইতে দেখা যায়। বিপরীত ক্রিয়া যথা—কামোন্মাদ হইলে, তাহাকে সতত তদ্বিপরীত ক্রোধ বা ভয় প্রদর্শন দ্বারা প্রকৃতিস্থ করিবে ইত্যাদি। ইষ্টবস্তু নাশজনিত উন্মাদে তৎসদৃশ দ্রব্যদান, সান্ত্বনা বা আশ্বাস দ্বারা উহা প্রশমিত করিবে। বাতপিত্তপ্রধান উন্মাদে ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত, মহাকল্যাণক ঘৃত উপকারী। ইহা কেবল বাতোন্মাদেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। চৈতসঘৃত দ্বারা মনোদোষ নিবারিত হয়। ইহা ব্যাধিবিপরীত ও প্রভাবসম্পন্ন বলিয়া সর্ব্বপ্রকার উন্মাদেই প্রয়োগ করা যায়। বাতোন্মাদে ইহা বিশেষ হিতকর। অপস্মারের মহাচৈতসঘৃতও উন্মাদে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ইহা প্রভাববশে উন্মাদ ও অপস্মার প্রশমক। বাতশ্লৈষ্মিক উন্মাদে মহাপৈশাচিক ঘৃত ব্যবহার করিবে। শিবাঘৃত বাতোন্মাদের উৎকৃষ্ট ঔষধ; কিন্তু ইহা আজকাল প্রস্তুত বা ব্যবহৃত হয় না। বাতোন্মাদে বা বাতপিত্তোন্মাদে বিষ্ণুতৈল, বৃহৎবিষ্ণুতৈল, মহাবিষ্ণুতৈল, নারায়ণতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, মহানারায়ণতৈল, হিমসাগরতৈল এবং কেবল বাতোন্মাদে মহাবলাতৈল, মাষবলাদিতৈল ও শ্রীগোপালতৈল অবস্থাবিশেষে ব্যবহৃত হয়। কফপ্রধান উন্মাদে পঞ্চগব্যঘৃত, ব্রাহ্মীঘৃত, ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল ও বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্র তৈল ব্যবহার করিবে। বায়ু বা পিত্তপ্রধান উন্মাদে চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ ত্রিফলাভিজান জল ও মধুসহ এবং বৃহৎবাতচিন্তামণি উক্ত অনুপানসহ ব্যবহার করিবে। কফাধিক উন্মাদে—ত্রৈলোক্যচিন্তামণি ও চিন্তামণি ব্রাহ্মীশাকের রস প্রভৃতি সহ ব্যবহার করিবে।

সিদ্ধার্থকচূর্ণ, সারস্বতচূর্ণ, উন্মাদগজাঙ্কুশ ও কৃতচতুর্ম্মুখ কফজন্মই উন্মাদে প্রয়োগ করিবে। ত্রিকত্রয়াদিলৌহ প্রভাববলে সমস্ত উন্মাদেই ফলপ্রদ। চতুর্ভুজরস অবস্থাবিশেষে বাতজউন্মাদে এবং কফবাতজ উন্মাদে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই ঔষধ নানাবিধ কম্প ও ক্ষয় নিবারক। চটক শাবক দ্বারা দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে উন্মাদ উপশমিত হয়। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় চটক মাংস সেবন করিলে উন্মাদ উৎপন্ন হয়। সুতরাং উহা উন্মাদরোগী ভিন্ন অন্য কেহ সেবন করিবে না। শ্বেত অপরাজিতা মূল, তণ্ডুলোদক সহ পেষণ করিয়া ঘৃত সহ নস্য লইলে ভূতাবেশ নষ্ট হয়। ভূতোন্মাদে মহাপৈশাচিকঘৃত, মহাচৈতসঘৃত ও ভূতাঙ্কুশরস ব্যবহার করিবে। ধুস্তূর ফলাদি সেবনে উন্মত্ততা উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে। বমনে উহা নির্গত না হইলে, পুরাতনর্তৈত্তুল (অভাবে—নূতনর্তৈত্তুল) গোলা ২।৩ বাটী পান করাইবে এবং শতধৌত পুরাতন ঘৃত মাথায় মালিশ করিয়া ২।৩ শত কলসী জল দ্বারা স্নান করাইবে এবং তৎপর নিদ্রার ব্যবস্থা করিবে। "চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ" ও "হিমসাগর তৈল" প্রভৃতি প্রয়োগ দ্বারা রোগীর শীতলতা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। "সুশ্রুতের" মহাকল্যাণ ঘৃত ও "ভাবপ্রকাশের" মহাচৈতসঘৃত উন্মাদ ও অপস্মারে ব্যাধিবিপরীত হেতু লিখিত হইল। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির বিমলতা এবং ধাতুর প্রকৃতিস্থতাই, অপগত উন্মাদের লক্ষণ। উন্মাদ বহুদিনের পুরাতন হইলে প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না। ত্রিদোষজ উন্মাদ অসাধ্য। শ্লৈষ্মিক উন্মাদে নস্যক্রিয়া দ্বারা শ্লেষ্মা নির্হরণ করা উচিত।

আজকাল অনেক তরলমতি অল্পবয়স্ক যুবক, কুসংসর্গ দোষে গোপনে গাঁজা সেবন করিয়া পরিণামে উন্মাদগ্রস্ত হয়। এই শ্রেণীর উন্মাদ আজকাল বিরল নহে। অনেক সময় এইরূপ রোগীদিগের অভিভাবকদিগকে রোগী গাঁজা সেবন করে কিনা, আমরা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রোগীর চরিত্রের প্রশংসাই করিয়া থাকেন এবং রোগীও কিছুতেই এই দোষ স্বীকার করে না; কিন্তু পরে জানা যায় যে রোগী অপরিমিত গঞ্জিকাসেবী। এইরূপ, অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত বীর্য্যক্ষরণের জন্য অনেকে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় রোগীর এই সকল দোষ আছে কি না, তাহা অতিগোপনে অনুসন্ধান করিয়া, দোষ থাকিলে অতি ধীরভাবে তাহা পরিহার করাইতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে বাতপ্রধান শিরোরোগের স্নিগ্ধশীতল ঔষধাদি ব্যবহার করাই বিধেয়। এইপ্রকার উন্মাদ রোগীর অভ্যাসদোষ দূর করিতে না পারিলে রোগ কদাচ আরোগ্য হইবে না।

ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত।

পুরাতন ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ—রাখালশশামূল, ত্রিফলা, রেণুক, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণি, অগুরুপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল,

এলাচি, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তী, দাড়িমখোসা, নাগকেশর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, কমল, পদ্মকাষ্ঠ, প্রত্যেক ২ তোলা, জল /৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। এই ঘৃতকে কেবল ১৬ সের জল দ্বারা পাক করিলে পানীয়কল্যাণ ঘৃত বলে। মাত্রা ।০ তোলা। দুগ্ধ সহ সেব্য।

মহাকল্যাণক ঘৃত।

পুরাতন ঘৃত /৪ সের, ক্ষীরকল্যাণঘৃতোক্ত শালপাণি প্রভৃতি ২১টী দ্রব্যের কাথ ১৬ সের, একবার প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ—চাকুলে, বরংটী, মাষকলাই, কাকোলী, আলকুশীবীজ, ঋদ্ধি ও মেদ মিলিত /১ সের। মাত্রা ।০ তোলা। অনুপান—দুগ্ধ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ নষ্ট হয়।

চৈতসঘৃত। (ব্যাধিবিপরীত)

পুরাতন ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—পান্তারী ভিন্ন দশমূল, রাস্না, এরণ্ডমূল, তেউড়ী, বেড়েলা, মূর্ব্বা, শতমূলী প্রত্যেক ১৬ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—ক্ষীরকল্যাণ ঘৃতোক্ত রাথালশশা প্রভৃতি যথোক্ত মানে প্রযোজ্য। মাত্রা ।০ তোলা হইতে ১ তোলা। অনুপান—দুগ্ধ।

মহাপৈশাচিক ঘৃত।

পুরাতন ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ—জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, কুম্ভাড়ুলতা, আলকুশীবীজ, বচ, বলাডুমুর, জয়ন্তী, ক্ষীরকাকোলী, চোরপুষ্পী, কটুকী, আমলকী, চামার আলু, মৌরী, শুলফা, গুগ্‌গুলু, শতমূলী, ব্রাহ্মী, রাস্না, গন্ধভাদালিয়া, বিছুটীপাতা, শালপাণি মিলিত /১ সের ; জল ১৬ সের। ইহাতে বাতজ ও কফজ উন্মাদ এবং অপস্মার ও ভূতোন্মাদ নষ্ট হয়।

শিবা ঘৃত।

পুরাতন ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—শৃগালের মাংস ৬ সের, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের। দশমূল, ৬। সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ /৮ সের, কল্কার্থ—যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, ত্রিফলা, বৃহতী, তগরপাদুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িম, দেবদারু, দন্তী, রেণুক, তালীশপত্র, নাগকেশর, শ্যামালতা, রাখালশশা, শালপাণি, প্রিয়ঙ্গু, মালতীফুল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, উৎপল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদ, এলাচি, এলবালুক ও চাকুলে প্রত্যেক ২ তোলা।

মহাচৈতস ঘৃত।

পুরাতন ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—শণবীজ, তেউড়ীমূল, এরণ্ডমূল, দশমূল, শতমূলী, রাস্না, পিপুল, প্রত্যেক ২ পল জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—ভূমিকুষ্মাণ্ড,

মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, যষ্টিমধু, চিনি, পিণ্ডিখেজুর, দ্রাক্ষা, শতমূলী, মুঞ্জাতক, (অভাবে তাল মস্তক) গোক্ষুর, মাষাণপর্ণী প্রভৃতি চৈতসঘৃতের কল্কদ্রব্য মোট মিলিত /১ সের।

ব্রাহ্মীঘৃত।

ব্রাহ্মীশাকের রস ১৬ সের। কল্কার্থ—বচ, কুড়, শঙ্খপুষ্পী মিলিত /১ সের। পুরাতন ঘৃত /৪ সের।

সারস্বতচূর্ণ।

কুড়, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, আকনাদি, শঙ্খপুষ্পী, প্রত্যেক সমভাগ, বচ সর্ব্বসমান। ব্রাহ্মীশাকের রসে তিনবার ভাবনা দিয়া /০ আনা মাত্রায় ব্যবহার করিবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু। ইহা দ্বারা মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তির বৃদ্ধি হয়।

উন্মাদ গজাঙ্কুশ।

পারদ, ধুতুরাপাতার রসে, বামুনহাটীর কাথে ও শোধিত কুঁচিলার কাথে যথাক্রমে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া, তুল্য পরিমাণ গন্ধকসহ কজ্জলী করিয়া কিঞ্চিৎ জলদ্বারা মর্দ্দন করতঃ পিণ্ডাকার করিবে। পশ্চাৎ হিঙ্গুকে রুদ্ধ করিয়া পুটপাক বিধানে লঘুপুটে পাক করিবে। পরে উহার সহিত পারদের তুল্যভাগ শোধিত গন্ধক, ধুস্তুরবীজ, অভ্র ও বিষ (প্রত্যেকে) দৃঢ় মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—শুঁঠচূর্ণ ও মধু।

ত্রিকত্রয়াদি লৌহ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ ও জীবনীয়গণক প্রত্যেক সমভাগ, এবং সর্ব্বসমান লৌহচূর্ণ সহ ৩৪ রতি বটী করিবে। ইহাতে উন্মাদ, অপস্মার ও বাতব্যাধি নষ্ট হয়। ইহা ব্যাধি-বিপরীত ঔষধ।

চতুর্ভুজ রস।

রসসিন্দুর ২ ভাগ, স্বর্ণভস্ম, কস্তুরী, হরিতাল, মনঃশিলা প্রত্যেক ১ ভাগ, ঘৃতকুমারীরসে মর্দ্দনান্তে এরণ্ডপত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্যরাশিমধ্যে ৩ দিন স্থাপন করতঃ ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—ত্রিফলাভিজান জল ও মধু। ইহাদ্বারা নানাবিধ উন্মাদ, অপস্মার, জ্বর, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, গাত্রকম্প, কাস ও ক্ষয় নষ্ট হয়। ইহা উন্মাদের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ভূতাঙ্কুশ রস।

পারদ, লৌহ, তাম্র, মুক্তা, অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, হীরক ।০ চারি আনা, মনঃশিলা গন্ধক, হরিতাল, শোধিততুঁতে, রসাঞ্জন, সমুদ্রফেনা, সৌবীরাঞ্জন, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ তোলা, জয়পাল, চিতে ও মর্দনারসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করতঃ ২ রতি বটী

করিবে। অনুপান—আহারান্ন। ঔষধ সেবনান্তে "দশমূলকষায়ে" পিপুলচূর্ণ ।০ সিকি তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে এবং তিক্ত অলাবুর সেক দিবে। ইহাতে তীক্ষ্ণ ও কফ দ্রব্য ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। কটুতৈলের অভ্যাস ইহাতে বিশেষ হিতকর। কেহ২ এই ঔষধে অভ্রস্থানে গৌপ্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

মহাকল্যাণ ঘৃত। (সুশ্রুতের)

পুরাতন ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ—বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুতা, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, উৎপল, শ্যামালতা, এলবালুক, এলাচি, চন্দন, দেবদারু, বালা, হরিদ্রা, কুড়, শালপাণি, অনন্তমূল, হরেণুক, ত্রিবৃৎ দন্তী, বচ, তালীশপত্র, নাগকেশর, মালতীপুষ্প, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী মিলিত /১ সের।

মহাচৈতস ঘৃত। (ভাবপ্রকাশের)

পুরাতন ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—দশমূল, রাস্না, সাদাভেরেণ্ডা মূল, তেউড়ীমূল, বেড়ালামূল, মূর্ব্বামূল, শতমূলী প্রত্যেক /॥ সের, জল ৩ মণ /৮ সের, শেষ ৩২ সের কল্কার্থ—রাখালশশারমূল, ত্রিফলা, রেণুক, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণি, অনন্তমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল শু মালতা, নীলোৎপল, এলাচি, মঞ্জিষ্ঠা দন্তী, দাড়িম, নাগকেশর, বিড়ঙ্গ, কুড়, অগ্নিপত্রী রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, তালীশপত্র, বৃহতী, নূতনমালতী পুষ্প প্রত্যেক ২ তোলা। জল ১৬ সের। ইহাতে নানাবিধ উন্মাদ ও অপস্মার নষ্ট হয়।

উন্মাদহর তৈল। বাতোন্মাদে)

তৈল /৪ সের, বরুণপত্র রস /৪ সের। যথাবিধি পাক করিয়া মাথায় মালিশ করিবে। এই ঔষধ কোনও পুস্তকের নহে, কিন্তু মুষ্টিযোগ বিধায় লিখিত হইল। ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মহাচৈতস তৈল।

তৈল /৪ সের, শতমূলীর রস /৮ আটসের, দুগ্ধ /৮ সের। কাথার্থ—শতমূলী, দশমূল, শটী, শ্বেতবেড়েলা মূল, এরণ্ডমূল, নাটাকরঞ্জমূল, গোরক্ষচাকুলেমূল, নীলঝাঁটি, শকতালিয়া, পানিয়ামালার, শ্বেতপুনর্নবা ও গুড়ূচী মিলিত ১২॥ সের, জল ১২৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—শ্বেতপুনর্নবা, বচ, দেবদারু, নালুকা, শ্বেতচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, গেঁঠেলা, মুগানী, মাষাণী, মৌরী, কুড়, এলাচি, জটামাংসী, অশ্বগন্ধা সৈন্ধব, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বহ, ষাটানী প্রত্যেক পাদ একছটাক। ইহাতে উন্মাদ, অপস্মার, মূর্চ্ছা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। এই তৈল স্নিগ্ধশীতল, বায়ুনাশক, মস্তিষ্কের হিতকর ও বলবীর্য্যসম্পাদক।

তীব্র নস্য।

চোতরা পাতার চূর্ণের নস্য লইলে কফপ্রধান উন্মাদ আরোগ্য হয়। ইহাতে নাসা হইতে শ্লেষ্মাসমূহ নির্গত হইয়া থাকে। এই ঔষধে তীব্রবেগে বহুবার হাঁচি হয়। সুতরাং ইহা দুর্ব্বল রোগীকে ব্যবহার করাইবে না। এই নস্য কেবল উন্মাদের জন্যই ব্যবহার্য্য।

অপথ্য—বিরুদ্ধ ভোজন, মদ্যপান, উষ্ণ বা তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্যভক্ষণ, পত্রশাক, করোলা, তিক্তদ্রব্য, মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, ক্রুরকর্ম্ম নিদ্রা ও তৃষ্ণা প্রভৃতির বেগধারণ, চিন্তা, গুরুপাক দ্রব্য সেবন, ব্যায়াম, খেসারি বা মটরের ডাল, উদ্বেগ ইত্যাদি।

অথ অপস্মার চিকিৎসা

উন্মাদের ন্যায় অপস্মারেও মন দূষিত হয় এবং দূষ্যের সমানতা হেতু, উভয়ের চিকিৎসাও প্রায় একপ্রকার। সুতরাং উন্মাদের ঔষধও অবস্থা বিশেষে ইহাতে প্রয়োগ করা হয়। এই রোগে হঠাৎ স্মৃতির অপগম হয়, এজন্য ইহাকে অপস্মার বলে। ইহাতে অকস্মাৎ অন্ধকারে প্রবেশের ন্যায় বোধ হইয়া জ্ঞানশূন্য হয়। নেত্র বিকৃতি ও হস্ত পদাদির বিক্ষেপণ ক্রিয়াই এই রোগের প্রধান লক্ষণ। রোগের রূপাবস্থায় অধিকাংশ স্থলেই, মুখে ফেনোদ্গম দৃষ্ট হইয়া থাকে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বক্ষণে যখন অন্ধকার দর্শন হয়, তখন রোগীর কণ্ঠ হইতে একপ্রকার বিকৃত স্বর বহির্গত হয় এবং অন্ধকার দর্শনের পরেই জ্বর উপস্থিত হইয়া জ্ঞানলুপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না। এইরোগ বাতপ্রধান হইলেও পিত্তাদির অনুবন্ধ থাকিলে, চিকিৎসার প্রভেদ হইয়া থাকে। ইহাতে বায়ুপ্রশমনার্থ-ক্রিয়া সর্ব্বত্রই অবলম্বনীয়। ইংরেজী ভাষায় এই রোগকে হিষ্টিরিয়া বলে।

গৃধ্রের মাংস ভক্ষণ করিলে উন্মাদ হয়। গোমূত্র দ্বারা শজিনাছাল ও শ্বেতসর্ষপ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কফপ্রধান অপস্মার নষ্ট হয়। বচচূর্ণ অপস্মারে বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার ৩। ৪ রতি মধুসহ প্রত্যহ সেবন করিয়া দুগ্ধান্ন ভক্ষণ করিলে এইরোগ প্রশমিত হয়। রোগীর হৃৎকম্প, চক্ষুবেদনা, ঘর্ম্ম ও হস্তাদির শীতলতা থাকিলে, উন্মাদোক্ত মহাকল্যাণকঘৃত ও দশমূলোক্তকষায় বিশেষ উপকারী। এইরোগে পঞ্চগব্যঘৃত ব্যাধিপ্রত্যনীক ঔষধ। ইহাতে মহাচৈতসঘৃতও বিশেষ ফলপ্রদ। পিত্তপ্রধান অপস্মারে বিদার্য্যাদি ঘৃত প্রয়োগ করিবে। কফপ্রধান অপস্মারে পলঙ্কষাদ্যতৈল বিশেষ উপকারী। চতুর্গুণ ছাগমূত্র সর্ষপতৈল পাক করিয়া তাহার অভ্যঙ্গ করিলে যাবতীয় অপস্মার আরোগ্য হয়। ইহা রোগঘাতী ঔষধ। ছাগমূত্র বা ছাগমাংসের উল্লেখ হইলে কদাচ ছাগীর মূত্র বা মাংস গ্রহণ করিবে না। কারণ—"কুক্কুটী ময়ূরী ছাগী বর্ধাহীনা স্বভাবতঃ"। অপস্মারীর পক্ষে গোময়ের স্বেদ এবং গোমূত্রে স্নান হিতকর। নিসিন্দা বৃক্ষের উপরে যে পরগাছা হয়, তাহার নস্য গ্রহণ করিলে অপস্মার নষ্ট হয়। এইব্যাধি অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীলোকে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পারাকস্ম (অভ্যঙ্গে-

রসসিন্দুর) প্রয়োগ সর্ব্বাপস্মার নাশক। কফপ্রধান অপস্মারে বাতকুলান্তক বা চণ্ডভৈরব ব্যবহার করিবে। এইরোগে ব্রাহ্মী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বাতপ্রধানে চতুর্ম্মুখ চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ প্রভৃতি উন্মাদোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পিত্তপ্রধানে বৃহৎ-বাতচিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি প্রযোজ্য। উন্মাদোক্ত অন্যান্য ঔষধও অবস্থা-বিশেষে প্রয়োগ করিবে। সাধারণতঃ চতুর্ম্মুখ ও ত্রৈলোক্যচিন্তামণি এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। মনোবিকারের সিদ্ধার্থকাদিচূর্ণ গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হয়। ব্যাধির বেগের পূর্ব্বে রোগীকে অন্যমনস্ক রাখিতে চেষ্টা করিবে। এই সমস্ত ক্রিয়ায় কৃতকার্য্য না হইলে মন্ত্রদ্বারা বেগের পূর্ব্বে আনুকূল করিবে।

অপস্মারের মুষ্টিযোগ ঔষধ—গোলাপ ফুল /০ আনা, মিশ্রি চূর্ণ ৵০ আনা, কর্পূর ।০ আনা, বচ /০ আনা। দুগ্ধ বা মাখনসহ সেব্য।

বৃহৎ পঞ্চগব্য ঘৃত।

কাথার্থ—দশমূল, ত্রিফলা হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুটজছাল, ছাতিমছাল, আপাং, বননীলমূল, কট্‌কী, শোণামুখচ্ছা, যোক্‌ণডুমুর, কুড়, দুরালভা প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোদধি /৪ সের, গোমূত্র /৪ সের, গোময়রস /৪ সের, অম্লদধি /৪ সের, পুরাতন ঘৃত /৪ সের। গোমূত্র, গোময়রস, অম্লদধি ও দুগ্ধদ্বারা যথাক্রমে পাক সমাধা করিবে। কল্কার্থ—বামুনহাটী, আকনাদি ত্রিকটু, তেউড়ীমূল, হিজলফল, গজপিপুল, অড়হর, মূর্ব্বামূল, দন্তী, চিরতা, চিতেমূল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শঙ্খপুষ্প, বনযমানী কাষ্ঠমল্লিকা, প্রত্যেক ২ তোলা। ইহাদ্বারা নানাবিধ অপস্মার, অর্শ ও কামলারোগ আরোগ্য হয়।

বিদর্য্যাদি ঘৃত।

পুরাতন ঘৃত /৪ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ড রস ১ মণ ৩২ সের; কল্কার্থ—যষ্টিমধু /১ সের।

পলঙ্কষাদ্য তৈল।

তৈল /৪ সের, ছাগমূত্র ১৬ সের; কল্কার্থ—গুগ্‌গুলু, বচ হরীতকী, বিছুটী, আকন্দ, সর্ষপ, জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, গন্ধরাস্না, হিং, চোরপুষ্পী, রসোন, জলজযষ্টিমধু, দন্তী, কুড়, গৃধ্রাদি মাংসাশী পক্ষীর বিষ্ঠা মিলিত /১ সের।

সূতভস্ম প্রয়োগ।

রসসিন্দুর ২ রতি, শঙ্খপুষ্পী, বচ, ব্রাহ্মী, কুড়, এলাচি ইহাদের কাথ সহ পান করিবে।

বাতকুলান্তক।

কস্তুরী, মনঃশিলা, নাগকেশর, বহেড়া, পারদ, গন্ধক, জায়ফল, এলাচি সমভাগ ব্রাহ্মীরস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—ব্রাহ্মীরস বা মধু।

চণ্ডভৈরব রস

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, রসাঞ্জন, মনঃশিলা, হরিতাল, গোমূত্রে পেষণ করিয়া ত্রিফলা গন্ধক মধু লৌহ পাত্রে পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—ব্রাহ্মীরস। ঔষধ সেবনান্তে—হিং, সৈন্ধবলবণ ও কুড় গোমূত্রে পেষণ করিয়া ঘৃতসহ সেবন করিবে।

অপথ্য—তৈল, মৎস্য, মাংস, ক্ষার, গুরুদ্রব্য, চিন্তা, শোক, ভয়, ক্রোধ, অপবিত্র আহার, মদ্য, বিরুদ্ধভোজন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, অম্ল ও গুরুদ্রব্য ভক্ষণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রা প্রভৃতির বেগধারণ, একাকী জলে অবগাহন, পর্বতাদিতে আরোহণ চালিতা, ব্রাহ্মী, বেথো ও নটিয়াশাক ভিন্ন শাক ভক্ষণ।

পথ্য—দুগ্ধ, ঘৃত, মিশ্রি, পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোলাদি তরকারী, মুগাদির ডাল, ব্রাহ্মী ও নটিয়াশাক, মল নির্হরণ, অভ্যঙ্গ, শুচিতা পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি।

অথ বাতব্যাধি চিকিৎসা

অপস্মারের ন্যায় আক্ষেপকাদিবাতব্যাধি বিশেষের বেগ কর্ত্তৃত্ব হেতু অপস্মারানন্তর বাতব্যাধি চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে। বায়ুজনিত যে অসাধারণ (আক্ষেপকাদি) ব্যাধি, তাহাকেই বাতব্যাধি কহে। অসাধারণ ব্যাধি অর্থাৎ অশীতি প্রকার বাতনানাত্মজ আক্ষেপকাদি ব্যাধি। বাতব্যাধি অত্যন্ত কষ্টদায়ক পীড়া। অতিরিক্ত মৈথুন, অত্যন্ত রক্তস্রাব, অতিরিক্ত ব্যায়াম, শোক ও চিন্তা, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, উচ্চস্থান হইতে পতন, সাধ্যাতীত গুরুভার জিনীস উঠাইবার চেষ্টা, আঘাতপ্রাপ্তি ও উপবাসাদি দ্বারা বায়ুকুপিত হইয়া এই ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। এইব্যাধিতে সাধারণতঃ বায়ুনাশক চিকিৎসা করিলেই সুফল পাওয়া যায়। পিত্ত বা কফসংসৃষ্ট বায়ুতে বাতব্যাধি অধিকারোক্ত বাতকফাপহ বা বাতপিত্তাপহ যে ঔষধ আছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে। তাহা হইলে বায়ুপ্রশমনার্থ স্বতন্ত্র ঔষধের আবশ্যক হইবে না। আক্ষেপকাদি বাতব্যাধিতে পিত্তকফানুবন্ধ থাকিলেও বায়ুরই অত্যন্ত প্রাবল্য হেতু, বায়ুই বিশেষপ্রকারে চিকিৎসনীয়। যদিও বায়ুর ন্যায় পিত্তের ৪০ প্রকার এবং কফের ২০ প্রকার অসাধারণ ব্যাধি আছে, তথাপি তাহার স্বতন্ত্র চিকিৎসা অভিহিত হইবে না। যেহেতু, পিত্ত বা কফ রক্তাদি দুষ্ট পদার্থে মিশ্রিত হইয়া, হরিদ্রাচূর্ণসংযোগবৎ বিশেষ ২ আকার ধারণ করতঃ রক্তপিত্তাদি পৃথক্ ২ নামে কথিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার চিকিৎসা স্বতন্ত্র ২ অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মনাশক। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও কফহর। শুণ্ঠী—বায়ু ও শ্লেষ্ম এবং পিপ্পলী পিত্ত ও কফনাশক। হরীতকী কষায়রস হইলেও উষ্ণবীর্য্যহেতু বাতনাশক, মলভেদক ও শুক্রশোধক এবং অতিযোগে ক্লৈব্যসম্পাদক ও বিষমজ্বর নাশক। ইহা বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক। আমলকী অম্লত্ব হেতু—বায়ু, মাধুর্য্য ও শৈত্য হেতু—পিত্ত ও রুক্ষকষায় হেতু—কফনাশক। সুতরাং ইহা ত্রিদোষঘ্ন। বহেড়া কফপিত্তনাশক। বেত্রাগ্র তিক্ত হইলেও বাতনাশক। অতএব দেখা

যাইতেছে যে, কষায় হরীতকী, কটুশুণ্ঠি ও তিক্ত বেত্রাগ্র বায়ুতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক উপযোজ্য বস্তু নির্দ্ধারিত করিবে। বায়ু রুক্ষহেতু তৎবিপরীত স্নেহ পদার্থ দ্বারা প্রশমিত হয়; সুতরাং বাতরোগী তৈলাভ্যঙ্গ, ঘৃত পান এবং স্নেহ ভূয়িষ্ঠ আহার করিবে। দুগ্ধাদি স্নেহ ভূয়িষ্ঠ দ্রব্য। বাত হরদ্রব্যসাধিত তৈল, ঘৃতাদির অভ্যঙ্গ ও পান, আশু বায়ু নাশক। তৈলের মধ্যে মহামাষ ও ঘৃতের মধ্যে ছাগলাদ্যঘৃতই উল্লেখযোগ্য। ভদ্রদার্ব্বাদিগণ, বীরতর্ব্বাদিগণ ও বিদার্য্যাদিগণ বায়ুনাশক; তন্মধ্যে ভদ্রদার্ব্বাদিগণই শ্রেষ্ঠ। ইহাদের দ্বারা তৈল ঘৃতাদি পাক করিয়া বা কষায় প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাদের নানারূপ কল্পনা দ্বারা বায়ু প্রশমনার্থ যত্নবান্ হইবে। নানারূপ কল্পনা। যথা—ভদ্রদার্ব্বাদিগণের কাথ ও কল্কদ্বারা তৈল বা ঘৃত পাক, অন্নাদিসাধন, পানীয় বা অবসেচন জল প্রস্তুত করিয়া বায়ুদমনার্থ প্রয়োগ করিবে। ভদ্রদার্ব্বাদিগণ। যথা—দেবদারু, তগরপাদুকা, কুড়, দশমূল, শ্বেতবেড়েলা মূল ও গোরক্ষচাকুলের মূলের ছাল। এপর্য্যন্ত বায়ুপ্রশমনার্থ যত দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বাতহরদ্রব্যসাধিত কৃষ্ণতিলতৈলই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

পিত্তে—দূর্ব্বাদিগণ ও কফে—আরগ্বধাদিগণ শ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত গণ "বাগভটের" পঞ্চদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। কাহারও মতে, কফে—সুরসাদিগণ শ্রেষ্ঠ এবং আমাদের মতেও তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। বায়ু দমনার্থ বাহ্য উপক্রমের মধ্যে প্রায়শঃ অভ্যঙ্গ, স্বেদ ও প্রলেপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৈলাভ্যঙ্গের ন্যায় স্বেদও আশু বাত প্রতিকারক। "চরকে" নানারূপ স্বেদ বর্ণিত আছে; তন্মধ্যে "নাড়ীস্বেদ", "তাপস্বেদ", "উপনাহস্বেদ" ও "দ্রবস্বেদ" উৎকৃষ্ট এবং উহাই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে স্থানে দ্রব্যের উল্লেখ নাই তথায় ভদ্রদার্ব্বাদিগণ বা দশমূল দ্বারা স্বেদ দিতে হইবে। শুদ্ধবাতে—স্নিগ্ধস্বেদ, কফে—রুক্ষস্বেদ ও বাতকফে—স্নিগ্ধরুক্ষস্বেদ প্রযোজ্য। উক্ত ত্রিবিধ স্থল ভিন্ন, অন্য কোথায়ও স্বেদের ব্যবস্থা নাই। পরন্তু, বায়ু আমাশয়ে গমন করতঃ পীড়া উৎপাদন করিলে, অথবা পক্বাশয়ে গমন করিয়া ব্যাধি জন্মাইলে, যথাক্রমে বাতে—রুক্ষস্বেদ ও কফে—স্নিগ্ধস্বেদ বিধি। কিন্তু স্থানগুরুত্বহেতু এইস্থলে রুক্ষস্বেদানন্তর স্নিগ্ধস্বেদ ও স্নিগ্ধস্বেদানন্তর রুক্ষস্বেদও প্রযোজ্য। যে স্থলে অভ্যঙ্গ ও স্বেদ উভয়ের ব্যবস্থা হইবে, তথায় পূর্ব্বে অভ্যঙ্গ ও মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য। বায়ু—রুক্ষ ও শৈত্য ক্রিয়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং উষ্ণ ও স্নিগ্ধ ক্রিয়ায় প্রশমিত হয়; সুতরাং এই রোগে কদাচ রুক্ষ ও শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য নহে। বাতরোগী সর্ব্বদা নির্ব্বাত স্থানে অবস্থান করিবে। কষ্টবোধ হইলে, তালবৃন্তানিল সেবন করা উচিত। যেরূপ বায়ুতে স্নিগ্ধোষ্ণ ক্রিয়া শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ পিত্তে—মধুর শীতল ক্রিয়া ও কফে রুক্ষোষ্ণ ক্রিয়া প্রশস্ত। পিচ্ছিল দ্রব্য মাত্রেই বিশুদ্ধ বায়ুনাশক। যথা—মাষকলাই, পুঁইশাক, চালিতা, ঘৃতকুমারী, এরণ্ডতৈল ইত্যাদি। কিন্তু এই সমস্ত দ্রব্য কফবর্দ্ধক বিধায় কফাবৃতবাতে প্রযোজ্য নহে। যে সকল দ্রব্য, যথা,

হা উত্তেজক বিধায় আগ্নেয় এবং যাহা বৃষ্য, তাহা নিশ্চয়ই বলকর। যে দ্রব্য আগ্নেয় ও দকর, তাহা কখনই রুক্ষ হইতে পারে না সুতরাং বৃষ্যদ্রব্য মাত্রেই বাতহর। যথা—খগজা। চই—আগ্নেয়, কিন্তু বলকর নহে; পরন্তু ইহা বলহ্রাসক। সুতরাং উহা বাতহর হ। ইহা রুক্ষ ও আগ্নেয় বিধায় বাতশ্লেষ্মনাশক।

অথ কোষ্ঠস্থ বায়ুর চিকিৎসা

যবক্ষার ।০ আনা মাত্রায় অথবা "বজ্রক্ষার বা ভাস্করলবণ" ৵০ আনা মাত্রায় উষ্ণজলসহ সেবন করিলে কোষ্ঠস্থ বায়ু নষ্ট হয়। রোগীর উদরাময় থাকিলে, উক্ত ঔষধ প্রযোজ্য নহে। কারণ উহা ভেদক। সুতরাং তথায় গ্রহণীরোগাধিকারোক্ত ভল্লাতকক্ষার বা চিত্রকাদিগুড়িকা ব্যবহার করিবে। অবস্থা বিশেষে মহাশঙ্খবটী বা বৃহৎঅগ্নিকুমাররসও প্রযুক্ত হইতে পারে। বেদনা যুক্ত কোষ্ঠস্থ বায়ুতে বাতবিধ্বংসি রস এবং আনাহযুক্ত কোষ্ঠস্থ বায়ুতে অভয়াস্থমোদক হিতকর। এই বায়ুতে এবং বিশেষতঃ পক্বাশয়গত বায়ুতে স্নেহলবণ উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ। ইহাতে এবং বাতজ বা বাতপিত্তজ শিরোরোগে নারায়ণ তৈল, বিষ্ণুতৈল, বৃহৎবিষ্ণু তৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল বা মহানারায়ণ তৈলের অভ্যঙ্গ হিতকর। কোষ্ঠস্থ এবং পক্বাশয়স্থ বায়ুতে বাতহরচিন্তামণি, চতুর্ম্মুখ, চিন্তামণি-চতুর্ম্মুখ, ও বৃহৎ-বাতচিন্তামণি ঔষধ বায়ুর অনুলোমনার্থ ত্রিফলাজলসহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাতহর চিন্তামণি।

স্বর্ণ ।০ তোলা, লৌহ ১।০ তোলা, অভ্র ২ তোলা, স্বর্ণসিন্দুর ৪ তোলা, মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খভস্ম প্রত্যেক ২ তোলা, ঘৃতকুমারীরসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। যৌরী ভিজান জল ও মধুসহ সেব্য।

বাতবিধ্বংসি রস।

পারদ ১ ভাগ, অভ্রভস্ম ২ ভাগ, কাংস্য ৩ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ ভাগ, গন্ধক ৫ ভাগ, হরিতাল ৬ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য এরণ্ড তৈলে সপ্তাহকাল মর্দ্দন করিবে। পরে কাগজি-লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া গোলক করিবে। তদনন্তর তিলবাটা দ্বারা অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত পুরু করিয়া গোলকের উপরে প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করণানন্তর দ্বাদশ প্রহর বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া শীতল হইলে, ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া সূক্ষ্মচূর্ণ করতঃ ২ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। অনুপান—বেনামারস, ত্রিফলাজল ইত্যাদি। ইহাতে উদরের বেদনা, শূল, আনাহ, আমদোষ ও গ্রহণী প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

অভয়াদ্য মোদক।

হরীতকী, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, দারুচিনি, তেজপাত, পিপুল, মুতা, বিড়ঙ্গ, আমলকী প্রত্যেক ২ তোলা দন্তীমূল ৩ তোলা, চিনি ১২ তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ১৬ তোলা, মধু দ্বারা মর্দ্দন করিয়া মোদক করিবে। ॥• তোলা মাত্রায় প্রাতঃকালে শীতল জল সহ বা দুগ্ধ সহ সেব্য। অধিক মলভেদ হইলে, গরমজল পান করিবে। ইহা বিরেচক। সুতরাং কোষ্ঠবদ্ধ উদাবর্ত্তবায়ুতে বিশেষ ফলপ্রদ।

স্নেহলবণ

মুহীকাণ্ড, (মনসাসীজ) পঞ্চলবণ ও বার্ত্তাকু ইহাদিগকে সমভাগে গ্রহণ করিয়া ঘৃত, তৈল, বসা (চর্ব্বি) ও ছাগমজ্জা দ্বারা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া নূতন মৃন্ময়পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক মুখ বদ্ধ করিয়া, ঘুটে দ্বারা পুটপাকে পাক করিবে: এই ঔষধ কোষ্ঠবল বিবেচনা পূর্ব্বক ৶• দুই আনা হইতে মাত্রা করিয়া আবশ্যক মত ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া প্রয়োগ করিবে।

নারায়ণ তৈল

তিল তৈল ।৬ সের ক্কাথার্থ—বিল্বমূলের ছাল, গণিয়ারী ছাল, নাগসোনা পারুল ছাল, পালিধাছাল, গন্ধভাদালিয়া, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, পুনর্ণবা, প্রত্যেক দশ পল, জল ৪ দ্রোণ (৬৪ সেরে ১ দ্রোণ) শেষ ৬৪ সের। কল্কার্থ—শুলফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাচি, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, পুনর্ণবা, প্রত্যেক দুই পল পাকার্থ—শতমূলীর রস ৮ সের, ছাগ অথবা গব্যদুগ্ধ ৬৪ সের ইহা মালিশ করিলে কোষ্ঠ, পক্ষাঘাত, হনুস্তম্ভ এবং শিরোগত বায়ু প্রশমিত হয়। বাতপ্রধান জীর্ণজ্বরেও ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মধ্যম নারায়ণ তৈল

তিলতৈল ৩২ সের, ক্কাথার্থ—বেলছাল, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্ষুর, নাগসোনা, বেড়েলা, পালিধাছাল, কণ্টকারী, শ্বেতপুনর্ণবা, গোরক্ষচাকুলে, গণিয়ারী, গন্ধভাদালিয়া পারুলছাল প্রত্যেক /২॥ সের, জল ৮ দ্রোণ শেষ ২ দ্রোণ ছাগ বা গব্যদুগ্ধ ৩২ সের, শতমূলীরস ৩২ সের কল্কার্থ রাস্না, অশ্বগন্ধা, মৌরী, দেবদারু, কুড়, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী অগুরু, নাগকেশর, সৈন্ধব, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, চন্দন, কুড়, এলাচি মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, মুতা, তেজপাত, ভৃঙ্গরাজ, জীবকাদি অষ্টবর্গ, বালা, বচ, পলাশমূল, গেঠেলা, শ্বেতপুনর্ণবা, চোরপুষ্পী প্রত্যেক ২ পল। কেহ২ গন্ধপাকার্থ নিম্ন লিখিত দ্রব্য গ্রহণ করেন। যথা—এলাচি, চন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু মুরামাংসী, কাকলী, জটামাংসী, শটী, দেবদারু, তেজপাত, গেঠেলা কর্পূর, শৈলজ, [illegible] কচ্ছ [illegible] নখী, বচ্চাঁনী, শিলারস, মুতা, মেথী ও কুঙ্কুম [illegible] প্রত্যেক

অষ্টমভাগ। পাকার্থ—জল তৈলের ৪ গুণ। ইহারমধ্যে কর্পূর, কুঙ্কুম ও মৃগনাভি, তৈল নামাইয়া তৎপর প্রক্ষেপ দিবে। ইহাদ্বারা কোষ্ঠগত বায়ু, উন্মাদ ও শিরোরোগ প্রভৃতি নষ্ট হয়। বাতব্যাধির তৈলমাত্রেই গন্ধপাক করা কর্ত্তব্য, তাহাতে গুণোৎকর্ষ হইয়া থাকে।

মহাস্বাল্পাক্ষ্য তৈল।

তিল তৈল ৴৪ সের, ক্কাথার্থ—শতমূলী, শালপাণি, চাকুলে, শটী, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল, নাটাকরঞ্জমূল, গোক্ষুরচাকুলেরমূল, ঝিণ্টীমূল, প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শতমূলীরস ৴৪ সের, গব্যদুগ্ধ ৴৮ সের, ছাগদুগ্ধ ৴৮ সের। কল্কার্থ—পুনর্নবা, বচ, দেবদারু, শুলফা, চন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, এলাচি, জটামাংসী, শালপাণি, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, রাস্না প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহদ্বারা উন্মাদ, বাতরক্ত এবং অর্দ্ধাবভেদক প্রভৃতি শিরোরোগ আরোগ্য হয়। এই তৈল অত্যন্ত হিতগুণসম্পন্ন।

বিষ্ণু তৈল

তৈল ৴৪ সের, ছাগ বা গোদুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ—শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা, শতমূলী, এরণ্ডতৈল, বৃহতীমূল, নাটাকরঞ্জমূল, গোক্ষুর কুলেখাড়া, ঝিণ্টীমূল প্রত্যেক ৮ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের। ইহাদ্বারা শিরোগত বায়ু, অর্দ্ধাবভেদক, বাতরক্ত, ও কোষ্ঠগতবায়ুর শান্তি হয়।

বৃহৎ বিষ্ণু তৈল।

তৈল ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, শতমূলীরস ৴৮ সের, কল্কার্থ—মুতা, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক শটী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু মৌরী, দেবদারু পদ্মকাষ্ঠ শৈলজ, জটামাংসী, এলাচি, দারুচিনি, কুড়, বচ, চন্দন, কুঙ্কুম মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি, শ্বেতচন্দন, রেণুক, শালপাণি, চাকুলে, কুন্দুরখোটী, গেঠেলা, নখী, প্রত্যেক ১ পল। কেহ২ কস্তুরী ও কুঙ্কুম উক্তপরিমাণ গ্রহণ না করিয়া অল্পপরিমাণে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেহবা কস্তুরীর পরিবর্ত্তদ্রব্য গ্রহণ করেন। কেহ২ কস্তুরী ও কুঙ্কুম পাকে না দিয়া প্রক্ষেপ দিয়া থাকে। এখানে কস্তুরী ও কুঙ্কুম গন্ধদ্রব্যের অন্তর্গত হওয়ায় পাকে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত এই তৈল ঊর্দ্ধগত বায়ু, শিরোগত বায়ু উন্মাদ, পক্কাশয়স্থ বায়ু ও নানাবিধ বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি-নাশক। পক্কাশয়গত বায়ুতে বজ্রক্ষার, অগ্নিমুখচূর্ণ চিত্রকাদি গুড়িকা প্রভৃতি ঔষধাদিশেষে ফলপ্রদ। পুরাতন অবস্থায় বাতকুলান্তক, বাতহরচিন্তামণি ও বৃহৎ বাতচিন্তামণি শর্করাজল বা ত্রিফলাজল সহ প্রয়োগ করিবে।

বৃহদ্বাতচিন্তামণি।

স্বর্ণ ৩ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ অভ্র ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৩ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ, [illegible] মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে। অনুপান

বেদানার রস, মিশ্রিজল, মিকলাৰণ ইত্যাদি। বেদানা, দ্রাক্ষা, সুমিষ্ট কমলালেবু প্রভৃতি সুপথ্য।

হিং, সচললবণ, শুঠ, শুলফা, ভগরপাদুকা, রাস্না, কুড় ও দেবদারু এই সমস্ত দ্রব্য কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণকরতঃ প্রলেপ দিলে কোষ্ঠস্থ ও পক্বাশয়স্থিত বায়ু প্রশমিত হয়। ইহাতে মধু ও দুগ্ধ সেবন নিষিদ্ধ। বৃহৎবাতচিন্তামণি চিনি বা মিশ্রিসহ পান করিলে অতিরিক্ত আধ্মান হইতে পারে না। বায়ু অত্যন্ত সঞ্চিত হইলে, দুগ্ধ সেবন অতিশয় গর্হিত।

আমাশয়গত বায়ুর চিকিৎসা

ইহাতে ষড়্ধরণযোগ, পূর্ব্বোক্তরূপ স্বেদ, শ্লেষ্মনাশক ভেষজ ও অন্নপান, পঞ্চকোল-চূর্ণ বা তৎসাধিত কষায়, কফচিন্তামণি, চিত্রকাদিগুড়িকা এবং অগ্নিমুখচূর্ণ হিতকর। পুরাতন অবস্থায়—মহালক্ষ্মীবিলাস, রসোনতৈল, সৈন্ধবাদ্যতৈল, মূলকাদ্যতৈল ও রসোনপিণ্ড ঔষধ ফলপ্রদ। বাতাধিক অবস্থায়—আদিত্যপাক-গুগ্গুলু, ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুলু এবং অবস্থাবিশেষে বৃহৎবাতগজাঙ্কুশ ব্যবহার করিবে।

ষড়্ধরণ যোগ।

রক্তচিতে মূল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কট্কী, আতৈষ, হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ৫ রতি। অনুপান—ঈষদুষ্ণ জল। ইহাতে মেদঃকফাবৃত-বাধি আরোগ্য হয়।

রসোন তৈল

তৈল /৪ সের, রসোন /১ সের, কাথার্থ—রসোন /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈল বাতশ্লেষ্মনাশক এবং আমবাতে অতিশয় হিতকর।

সৈন্ধবাদ্য তৈল

সৈন্ধব ২ পল, শুঠ ৫ পল, পিপুলমূল ২ পল, চিতেমূল ২ পল, ভল্লাতক আঁঠি ২০টী, কাঁজি ৩২ সের, পাকার্থ তৈল—/৪ সের। ইহা বাতকফহর এবং আমবাত, গৃধ্রসী ও ঊরুবেদনানাশক।

মূলকাদ্য তৈল

তৈল /৪ সের, মূলকের স্বরস বা শুষ্ক মূলকের কাথ /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, ভরল অম্ল দধি /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, কল্কার্থ—বেড়েলামূল, সৈন্ধব, চিতেমূল, পিপুল, আতৈষ, রাস্না, চই, অর্ক, চিতেমূল, ভল্লাতক, বচ, কুড়, গোক্ষুর, শুঠ, কুড়, শটী, শেতশুঠ, শুলফা, ভগর-পাদুকা, দেবদারু মিলিত /১ সের। ইহাতে কফযুক্তবায়ু, আম ... ও নানাবিধ বেদনা প্রশমিত হয়।

রসোনপিণ্ড

রসোন (খোসা রহিত) ১২ পল, হিং, জীরে, সৈন্ধব, সচললবণ, ত্রিকটু প্রত্যেক ৶০ আনা। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান—এরণ্ডমূলের ছালের কাথ, অভাবে গরমজল। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে এরণ্ডমূলের কাথই প্রশস্ত দুগ্ধে রসোন সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া বিশুদ্ধ ও নির্গন্ধ করতঃ গ্রহণ করিবে। ইহা আমবাতে বিশেষ ফলপ্রদ।

আদিত্যপাক গুগ্‌গুলু

ত্রিফলা, পিপুল প্রত্যেক ১ পল, দারুচিনি, এলাচি প্রত্যেক ২ তোলা, গুগ্‌গুলু ৫ পল, দশমূলের কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ৶০ আনা মাত্রায় বটিকা করিবে। অনুপান—গরম জল। ইহাদ্বারা সন্ধিগত বায়ু, অস্থি ও মজ্জাগত বায়ু নষ্ট হয়। এই ঔষধ ব্যবহার কালে মাংসযূষ সুপথ্য।

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু

আভা (বণিক্‌দ্রব্য বিশেষ), অশ্বগন্ধা, হবুষা, গুলঞ্চ, শতমূলী, গোক্ষুর, বৃদ্ধদারকবীজ, রাস্না, শুলফা, শটী যমানী, শুঁঠ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বচূর্ণ সমান গুগ্‌গুলু ঘৃতসহ পেষণ করিয়া ৶০ আনা বা ॥০ তোলা মাত্রায় ব্যবহার্য্য অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ বা উষ্ণজল। ইহা দ্বারা সন্ধিবাত কোষ্ঠগত বায়ু, অস্থিমজ্জাগত বায়ু, কটীবেদনা, গৃধ্রসী এবং বাহু, পৃষ্ঠ, জানু ও পাদগত বায়ু নষ্ট হয়। ইহা কফযুক্তবায়ুনাশক। ইহাতে বাতশ্লেষ্মজনিত হৃদয়ের বেদনা এবং যোনি দোষও আরোগ্য হয়। এই ঔষধ প্রসিদ্ধ ও দৃষ্টফল।

বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ (কফযুক্ত বায়ুতে)

পারদ, অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ, তাম্র, হরিতালসত্ব, গন্ধক, স্বর্ণ, শুঁঠ, বালা, ধনে, কট্‌ফল, হরীতকী, বিষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, মরিচ, সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ। মুণ্ডী ও নিসিন্দা রসে পৃথক্ ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—আদারস বা আদা নিসিন্দা-পাতার রস ও মধু। এই রোগে কফবর্দ্ধক দ্রব্য ও ক্রিয়া ত্যাগ করিবে এবং কফঘ্নদ্রব্য ও ক্রিয়ার উপযোগ করিবে।

অথ পক্বাশয়গত বায়ুর চিকিৎসা

পক্বাশয়গত বায়ুতে, দুগ্ধসহ এরণ্ডতৈল প্রভৃতি বিরেচক স্নেহপদার্থ পান করিয়া, বিশুদ্ধ শরীর হইলে, স্নেহলবণ বা কল্যাণলবণ ব্যবহার করিবে। "সুশ্রুতে" পক্বাশয়গত-বায়ুতে কাণ্ডলবণ ও পত্রলবণের উল্লেখ আছে। উহা বিশেষ ফলপ্রদ বিবেচনায় উদ্ধৃত হইল। কেহ ২ এইরোগে হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ প্রয়োগ করেন, কিন্তু উহা মৃদুধা[illegible] পক্ষে হিতকর নহে। ইহাতে বজ্রক্ষার ও ভাস্করলবণ উপকারী। জীর্ণ[illegible] চিন্তামণি, বৃহৎবাতচিন্তামণি, চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ বৃহৎচিন্তামণিচতুর্ম্মুখ ও নারায়ণ[illegible]

তৈলের অভ্যঙ্গ হিতকর। মলভেদের পর বায়ুবেষ্টিত হইলে আম্রাম্বকাঞ্জিক, শার্দ্দূল-কাঞ্জিক, মহাশঙ্খবটী, অগ্নিমুখচূর্ণ, চতুর্ম্মুখ এবং নারায়ণাদি তৈলের অভ্যঙ্গ ফলপ্রদ। ইহাতে কাঁজি, বেদানা, কেশুর মিশ্রিপানা প্রভৃতি হিতকর। অতিরিক্ত বায়ু সঞ্চিত হইলে দুগ্ধপান নিষিদ্ধ। ইহাতে গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ, স্নান ও রাত্রিজাগরণ অপথ্য।

মহাকল্যাণলবণ (পক্বাশয়গত বাতে)।

শঁসা, পলাশ, কুটজ, বিল্ব, আকন্দ, মনসাসীজ, আপাং, পারুল, পালিধা, জলবেতস খদিরা, কদম্ব মূর্ব্বা, বাসক, নাটাকরঞ্জ করঞ্জ বৃহতী, কণ্টকারী, তাল তক, ঈষুলী (তাপস তরুবিং), গণিয়ারী, কদলী শ্বেতপুনর্ণব, বালা গোক্ষুর বাধালশঁসা, শ্বেতপুষ্প, ঘণ্টাপারুলী ও অশোক। এই সমস্ত দ্রব্যের যথাসম্ভব আর্দ্র মূল, পত্র, শাখা, ত্বক্ ও লতা, প্রত্যেক সমপরিমাণ সৈন্ধবলবণ সহ মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করতঃ ঘটে স্থাপন পূর্ব্বক মুখ বদ্ধ করিয়া, গোময় দ্বারা গজপুটে পাক করিবে। পরে ঐ ভস্ম ৮ গুণ জলে আলোড়িত করিয়া ২১ বার ছাঁকিয়া লইবে। তদনন্তর পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণ বা হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ অষ্টমভাগ প্রক্ষেপ দিয়া, ক্ষারপাকবিধানে পাক করিবে। ইহাতে পক্বাশয় ও কোষ্ঠগত বায়ু গুল্ম প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ নষ্ট হয়। পিপ্পল্যাদিগণ রিতাবায় দ্রষ্টব্য। কল্যাণ লবণের মাত্রা ।০ আনা হইতে ১০ তোলা। অনুপান—গরমজল।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ।

হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, বিট্‌লবণ ৩ ভাগ, শুঠ ৪ ভাগ, জীরে ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, কুড় ৭ ভাগ। ইহার মাত্রা ৵০ আনা। অনুপান উষ্ণজল বা কাঁজি।

কাণ্ড লবণ।

বৃহতীকাণ্ড, বার্ত্তাকুফল, সজিনাছাল ও সৈন্ধব একত্র কুট্টিত করিয়া ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা দ্বারা মাখিয়া ঘটে স্থাপন পূর্ব্বক মুখ অবরুদ্ধ এবং লিপ্ত করিয়া গোময় দ্বারা গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ৵০ আনা। অনুপান—গরমজল।

পত্র লবণ

এরণ্ড ঘণ্টাপারুলি, নাটাকরঞ্জ, করঞ্জ, বাসক, সোণালু ও রক্তচিতে। ইহাদের আর্দ্র-পাতা, সৈন্ধব সহ কুট্টিত করিয়া স্নেহঘটে স্থাপন করতঃ পূর্ব্ববৎ গোময় দ্বারা গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ৴০ আনা। অনুপান—গরমজল। ইহা আমাশয়গত বায়ুতেও হিতকর।

চিন্তামণি। (রস)

রসসিন্দূর ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, স্বর্ণ ।০ তোলা ঘৃতকুমারীরসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে। অনুপান—ত্রিফলাভিজান জল ও মধু। অবস্থাবশেষে সুমিষ্ট ইক্ষুরস, ইক্ষুরস প্রভৃতি সহ এই ঔষধ প্রযুক্ত হয়।

চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ।

রসসিন্দূর ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, স্বর্ণ ।০ তোলা, ঘৃতকুমারীরসে মর্দ্দন করিয়া এরণ্ডপত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক ৩ দিন ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে। বটী ২ রতি। অনুপান—ত্রিফলাভিজান জল ও মধু। ইহাতে উন্মাদ, অপস্মার, বাতজ-শিরোরোগ এবং চক্ষুবাতজনিত নানাবিধ পীড়া আরোগ্য হয়।

বৃহৎ চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ।

কজ্জলী ।০ সিকি, লৌহ ৵০ আনা, অভ্র ৵ আনা, স্বর্ণ ⁄০ আনা, স্বর্ণসিন্দূর ৵০ আনা, রস ৵০ আনা, মুক্তা ৵০ আনা, প্রবাল ৵০ আনা, বৈক্রান্ত ⁄০ আনা, ঘৃতকুমারীর রসে, আমলকীর ক্বাথে ও বহেড়ার ক্বাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—ত্রিফলা-চূর্ণ ও মধু।

অথ বস্তিগতবায়ুর চিকিৎসা

বস্তিদেশ বায়ুর অন্যতম স্থান। এইস্থানে বায়ু কুপিত হইলে, প্রায়শঃ মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং অশ্মরীরোগ অথবা প্রমেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে অপান বায়ু ঊর্দ্ধগত হইয়া থাকে। এজন্য ইহাতে তদংশেই শ্বদংষ্ট্রাদি তৈলের অভ্যঙ্গ এবং অনুলোমক ও প্রস্রাবকারক ঔষধ সেবন করা হিতকর। ইহাতে মূত্রাঘাত ও অশ্মরী চিকিৎসাবিধি সর্ব্বথা অবলম্বনীয়। বস্তি বিশোধনার্থ কুশাদিপঞ্চমূলসাধিত দুগ্ধপান করিবে। বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ লক্ষিত হইলে, স্নেহদ্রব্য দ্বারা উত্তরবস্তি ফলপ্রদ। গ্রীষ্ম কালের কর্কটি (কাঁকুড়) বীজ ।।০ তোলা, সৈন্ধব ।০ সিকি, কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া কাঁজিসহ পান করিলে বস্তিগত বায়ুর অনুলোমন হয়। ইহা প্রস্রাবকারক। গোক্ষুর, শতমূলী ও এরণ্ডমূলের ছাল দ্বারা যথাবিধি দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। মূত্রদ্বারে কর্পূরচূর্ণ প্রবেশ করাইলে প্রস্রাব হইয়া অনুলোমন হয়। বরুণ, শুঁঠ ও গোক্ষুরের ক্বাথ করিয়া, তাহাতে যবক্ষার ।০ সিকি তোলা ও গুড় ।০ সিকিতোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। বস্তিগত বায়ুতে শিলাজতু, সোরা ও গোক্ষুর শ্রেষ্ঠ। সুতরাং ইহাদের নানারূপ কল্পনা করিবে। গোক্ষুরের ক্বাথে যবক্ষার ।০ সিকি মিশাইয়া পান করিলে বস্তি-বিকৃতি নষ্ট হয়। শুক্রবিবন্ধ জন্য বায়ুর প্রকোপে, শিলাজতু সেবন হিতকর।

[illegible] ।০ সিকি ও চিনি ।০ সিকি শীতলজল সহ অথবা [illegible] চিনিজলসহ পান করিলে বা [illegible] চিনিজল সহ পান করিলে বস্তিগতবায়ু সত্বর আরাম হয়। ইহাতে "[illegible]" ফলপ্রদ।

বায়ু—ত্বক, মাংস, রক্ত ও শিরাদিতে হইলে [illegible]

রক্ত মোক্ষণ করিবে। ইহাতে বায়ুর আবরক রক্তের অপগম হইয়া ব্যাধির উপশম হইবে। আমাদের মতে রক্ত নিঃস্রবণ ক্রিয়া দুষ্টরক্তপূর্ণ শিরাগতবায়ুতেই প্রশস্ত। ত্বকগত বা মাংসগত বায়ুতে অভ্যঙ্গ ও উপনাহ ফলপ্রদ। অভ্যঙ্গের নিমিত্ত বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্র তৈল, মহাকুক্কুটমাংসতৈল ও মাষবলাদিতৈল হিতকর।

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্র তৈল।

তিল তৈল /৪ সের, বেড়েলা ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দশমূল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচি দেবদারু, শৈলজ, সৈন্ধব, বচ, কাকলা, পদ্মকাষ্ঠ, কাকড়াশৃঙ্গী, তগরপাদুকা, গুলঞ্চ, মুগানী, মাষানী, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, গুলফা পুনর্ণবা প্রত্যেক ২ তোলা। ইহাদ্বারা আক্ষেপ, গাত্রকম্প, অপস্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি নষ্ট হয়। ইহা ত্বক্‌গত বায়ুতে বিশেষ ফলপ্রদ।

মহাকুক্কুটমাংস তৈল।

তিল তৈল /৪ সের, মাষকালাই /৪ সের, দশমূল /৬। সের, বেড়েলামূল /০৵ ছটাক, কেতকীমূল /৷৵ ছটাক, ঝিণ্টীমূল /৩। সের, কুক্কুটমাংস ৬০ পল, জল ১২৮ সের, শেষ /৩২ সের দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—জীবকাদিঅষ্টবর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, পুনর্ণবা, চই, কট্‌ফল, ত্রিকটু, রাস্না পিপুল, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকালাই, আলকুশীবীজ, এরণ্ডমূল, গুলফা বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সচলবণ, পিপুল, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, যমানি, ইন্দ্রযব, শতমূলী, শটী, শুঠ, পিপুল, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শতমূলী, বৃহতী, কণ্টকারী প্রত্যেক ২ তোলা। (যে সকল দ্রব্য দুই বার বা ততোধিক বার উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের ২ ভাগ বা ততোধিক ভাগ লইতে হয়।) ইহাতে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, হস্তাদি কম্প, অববাহুক, কলায়খঞ্জ, কর্ণনাদ, অপতানক ও অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি নষ্ট হয়। এই তৈল মাংসগত বায়ুর বিশেষ উপকারী।

মাষবলাদি তৈল।

তিল তৈল /৪ সের, মাষকালাই, বেড়েলা, রাস্না, দশমূল, গন্ধভাদালিয়া, গুলফা প্রত্যেকের কাথ /৪ সের, দধি, দুগ্ধ লাক্ষারস, কাজি প্রত্যেক /০ সের, শতমূলী, ভুমিকুষ্মাণ্ড, প্রত্যেকের স্বরস /২ সের, কল্কার্থ—গুলফা, মৌরী, মেথী, রাস্না, গজপিপুল, মুতা, অশ্বগন্ধা, বেণামূল, যষ্টিমধু, শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা, কুষ্মাণ্ডকী প্রত্যেক ১৬ তোলা। এই তৈল শিরা ও রক্তগত বায়ুতে শ্রেষ্ঠ।

আবৃত বায়ুতে, প্রথমতঃ আবরক পদার্থ নিঃসারিত করিয়া পশ্চাৎ বাতনাশক ক্রিয়া করিবে। সুতরাং অবস্থাবিশেষে রক্তমোক্ষণ করিবার পর বাতঘ্ন উপনাহ বা প্রলেপ প্রয়োগ

ত্বগ্‌গতে উপনাহ (উষ্ণপ্রলেপ)—মসিনা, তেঁতোবীজ দুগ্ধদ্বারা বাটিয়া গরম করতঃ উপনাহ দিবে।

মাংসগতে উপনাহ (উষ্ণপ্রলেপ)—মসিনা, কুড়, বচ, যব ও সিদ্ধিবীজ একত্র পেষণ করিয়া গরম করতঃ উপনাহ দিবে।

রক্তগতে প্রলেপ—পঞ্চবল্কল দুগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া ঘৃতসহ ঈষদুষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিবে অথবা মসিনা, বেড়েলামূল ও এরণ্ডবীজ দুগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিবে।

শিরাগতে—রক্ত মোক্ষণ করিয়া, দশমূল কাঁজিদ্বারা পেষণ পূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিবে। কেবল মসিনার উক্ত উপনাহেও উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। শিরাগত বায়ুতে "সমীরপন্নগকেশরী" ঔষধ বিলক্ষণ ফলপ্রদ।

অঙ্গবাতের প্রলেপ—কুলশুঁঠ, কুলথকলাই, দেবদারু, রাস্না, মাষকলাই, মসিনা, এরণ্ডবীজ, কুড়, বচ, শুল্‌ফা ও যবচূর্ণ, ইহাদিগকে কাঁজিদ্বারা পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিবে। শিরাগত বায়ুতে নকুলতৈল, বৃহৎ বাতারিতৈল, মহামাষতৈল এবং মহাকুক্কুটমাংসতৈল ব্যবহার হইতে পারে। সপ্তশতী-প্রসারিণী প্রভৃতি তৈল কুঞ্চিতপ্রসারক বিধায়, শিরাগত বায়ুতে সুপ্রশস্ত। আক্ষেপ, খল্লী ও পঙ্গুতা প্রভৃতি শিরাগতবায়ুর কার্য্য। কূর্ম্মমাংসতৈল কফপ্রধান বাতব্যাধির ঔষধ।

নকুলতৈল।

এরণ্ড তৈল /৪ সের, দশমূলের কাথ /৪ সের, নকুল মাংসের কাথ /৬ সের, কাঁজি /২ সের, দধিরমাস্ত /৪ সের, জল ১৬ সের, কল্কার্থ—যষ্টিমধু, জীরে, রাস্না, সৈন্ধব, শুলফা, যমানী, মরিচ, কুড়, বিড়ঙ্গ, গজপিপুল, সচললবণ, বনযমানী, বেড়েলা, বচ, পিপুলমূল, শৈলজ, জটামাংসী প্রত্যেক ৪ তোলা। আমরা তিলতৈল দ্বারাও ইহা পাক করিয়া থাকি। ইহাতে শিরোগত বায়ু, বাতজস্থানীয় কম্পন, আমবাত, মাংসগত বায়ু ও বেদনা নষ্ট হয়।

বৃহৎ বাতারি তৈল।

গন্ধভাদালিয়া ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কবুতরের মাংস ২ সের, হংস মাংস /২ সের, মাষকলাই /৪ সের এই তিন দ্রব্য পৃথক পোট্টলীবদ্ধ করিয়া পাক করিবে। পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, তিলতৈল ১৬ সের, কাঁজি ৩২ সের, আদার রস ৩২ সের কল্কার্থ—বেড়েলামূল, তেজপত্র, ভৃঙ্গরাজ, পুনর্নবা, বেলছাল, শালমূলী, শিয়ালছাল, ভূমিচম্পক, ডহরকরঞ্জ প্রত্যেক ২ তোলা।

অপর বৃহৎ বাতারি তৈল।

তিলতৈল /১ সের, কল্কার্থ—কৃষ্ণজীরে ৪ তোলা, শুণ্ঠমূল ৪ তোলা, খোরাসানী যমানী ৪ তোলা, চিতামূল ৪ তোলা, রসোন ৫টী, কুঁচিলাবীজ ১টী, মঞ্জিষ্ঠা ৮ তোলা।

মহামাষ তৈল।

তিলতৈল /৪ সের, স্বল্প পোট্টলীবদ্ধ মাষকলাই /৪ সের, দশমূল /৬। সের, স্বল্প পোট্টলীবদ্ধ ছাগ(*নপুংসক প্রশস্ত) মাংস /৩৫ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, পাকার্থ—জল ১৬ সের। কল্কার্থ—আলকুশীবীজ, এরণ্ডমূল, শুলফা, সৈন্ধব, বিটলবণ, জীবনীয়গণ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, চিতেমূল, কটফল, ত্রিকটু, পিপুলমূল, রাস্না, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, দেবদারু, শুলফা, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ, শটী, প্রত্যেক ২ তোলা। ইহাতে শিরাগত বায়ু, আক্ষেপ, অর্দিত, পক্ষাঘাত, অববাহুক, কম্পবাত, কলায়খঞ্জ ও পঙ্গু নষ্ট হয়। ইহাতে শুক্রবাত বেদনাও নষ্ট হইয়া থাকে।

কূর্ম্মমাংস তৈল।

এরণ্ডতৈল /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, প্রসারণীরস /৪ সের, দধি /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, শতমূলী ক্ষীর /২ সের, কূর্ম্মমাংস /৪ সের, কল্কার্থ—বিড়ঙ্গ ৬।৵৪ রতি, কুড় ৬।৵৪ রতি, ত্রিকটু ২০ তোলা, রাস্না, বনচালিতামূল, কৃষ্ণজীরে, মুচুকুন্দমূল, কুমুদপাতা, হরিদ্রা, সৈন্ধব প্রত্যেক ৬।৵৪ রতি।

গন্ধ পাকার্থ—কুড়, নখী, শ্বেতচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, জটামাংসী, বচ, শৈলজ, খাটাশী, দারুচিনি, এলাচি, মৌরী, মুরামাংসী, কর্পূর, মুতা প্রত্যেক ১ তোলা, পাকার্থ—জল ১৬ সের। ইহাতে কফপ্রধান বাতব্যাধি আরোগ্য হয়।

বাতরক্তোক্ত বৃহৎ অমৃতাদ্যতৈল, রুদ্রতৈল ও কুষ্ঠোক্ত মহাতৃণক তৈল ত্বগগত বায়ুতে ও ত্বগ্‌বিকৃতিতে প্রয়োগ হইতে পারে। কুষ্ঠোক্ত তালসত্ত্ব, তালভস্ম, মাণিক্যরস, অমৃতাঙ্কুরলৌহ ও অমৃতাদিকষায় সেবনে বা নিম্বগুলঞ্চের রসসহ কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ ব্যবহারে বায়ুজনিত ত্বগবিকৃতি নষ্ট হয়।

কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ।০ সিকিতোলা, ঘৃতকুমারীরসে মর্দ্দন করিয়া এরণ্ড পত্রদ্বারা বেষ্টন করতঃ ৩ দিন ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—ত্রিফলাজল ও মধু। এই ঔষধ কফযুক্ত বা আমসংযুক্ত বায়ুতে এরণ্ডমূলের রস প্রভৃতি সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা উন্মাদ অপস্মার ও শিরোগত বায়ুনাশক। বাতজ বা বাতকফজ বেদনা নাশার্থ স্বতন্ত্র অনুপান ব্যবহার করিবে।

ত্বগ্‌গতবায়ু, রক্ত দূষিত করিয়া পীড়া উৎপন্ন করে। সুতরাং ইহার চিকিৎসা বাতরক্তের ন্যায়। যদিও মৎস্য ও মাংস বায়ুপ্রশমক, তথাপি উহা ত্বগগত বায়ুতে প্রয়োজ্য নহে। ত্বকের শুষ্কতা থাকিলে, দুগ্ধঘৃতাদি, বিশিষ্ট পথ্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে। কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ ত্বগ্‌গতবায়ুতে বিশেষ ফলপ্রদ এ

অবস্থাবিশেষে ইহা রক্তগত বায়ুতেও প্রয়োগ করা যায়। রক্তগত বায়ুর চিকিৎসা বাতরক্তের ন্যায়। মাংসগত বায়ুতে, বৃহৎবাতগজাঙ্কুশ, কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ, নারদীয়-লক্ষ্মীবিলাস, যোগরাজগুগ্‌গুলু ও শিবাগুগ্‌গুলু প্রয়োগ করিবে। ইহাতে স্বেদ, নকুলতৈল, সৈন্ধবাদি তৈল, মহাকুক্কুটমাংসতৈল এবং অবস্থাবিশেষে মহামাষতৈলের অত্যন্ত বিশেষ উপকারী। সৈন্ধবলবণের "পটী" দিলে আশু বেদনা প্রশমিত হয়। পরিমিত জলে সৈন্ধব দ্রবীভূত করিয়া তদ্দ্বারা দিনে ৪।৫ বার পটী দেওয়া আবশ্যক। এই ক্রিয়া রাত্রিতে প্রযোজ্য নহে।

শিরাগত বায়ুতে, বাহ্য আয়াম, অন্তরায়াম, খল্লী, আক্ষেপ ও কোজনাশক ঔষধ ব্যবহার্য্য। পূর্ব্বে শিরাগত বায়ুতে যে সকল তৈল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের অভ্যঙ্গ শাল্বণস্বেদ, রক্তমোক্ষণ, ছাগাদ্য ঘৃত, যোগেন্দ্ররস বা রসরাজ ঔষধ ফলপ্রদ। কৃষ্ণতিলের স্বেদ, সৈন্ধবলবণের স্বেদ ও মাষকলাইয়ের স্বেদ অবস্থাবিশেষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, ভদ্রদার্ব্বাদিগণের কষায় বা বাজিগন্ধাদিক্বাথ ইহাতে বিশেষ উপকারী।

যোগেন্দ্ররস।

রসসিন্দুর ১ তোলা, স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র, মুক্তা, বঙ্গ, প্রত্যেক ।০ তোলা, ঘৃতকুমারী রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া এরণ্ডপত্রে বেষ্টন পূর্ব্বক ৩ দিন ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। অনন্তর উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—ত্রিফলাভিজান জল ও মধু অথবা চিনির জল। শিরাগত বায়ুতে—শ্বেতবেড়ালা মূলের রস অথবা এরণ্ডমূলের রস। এই ঔষধ শিরোরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রসরাজরস।

রসসিন্দুর ৮ তোলা, অভ্র ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তৎসহ রৌপ্য, লৌহ, বঙ্গ, অশ্বগন্ধা, লবঙ্গ, দৈত্রী, ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক ।৹ তোলা মিশাইয়া কাকমাচীর রসে মাড়িয়া ৩ রতি বটী করিবে। সাধারণ অনুপান—দুগ্ধ বা চিনির জল। শিরাগত বায়ুতে এই ঔষধ বেড়েলার রস বা এরণ্ডমূলের রস সহ সেব্য। ইহাতে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, অপতানক, ধনুস্তম্ভ, শিরশ্চালন প্রভৃতি নষ্ট হয়। ইহা শুদ্ধবায়ুর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

যোগেন্দ্ররস শিরাশ্রিত বায়ুতে বিশেষতঃ ধাতুক্ষয়জনিত শিরোরোগে বিশেষ ফলপ্রদ। শুদ্ধবাতে—ছাগ, ময়ূর, হাঁস, কপোত ও কুক্কুট মাংসের অথবা জাঙ্গল বা আনুপ মাংসের সৈন্ধবসংযুক্ত স্বেদ বিশেষ উপকারী। শিরাগত বায়ুতে এই সকল মাংসের স্বেদ ও মুষ্ঠিকর্ম পরম হিতকর। রক্ত মাংস ও মেদোগত বায়ুতে বিরেচন অবশ্য প্রযোজ্য।

মেদস্থ বায়ুর চিকিৎসা, মাংসগত বায়ুর ন্যায়। মজ্জা ও অস্থিগত বায়ুতে ছাগলাদ্য ঘৃত ও নকুলাদ্য ঘৃত পান, মহাকুক্কুটমাংস তৈল, মহামাষ তৈল বা "মহাবলাতৈল" প্রভৃতির অভ্যঙ্গ করিবে।

নকুলাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, নকুল মাংসক্কাথ /৪ সের, দশমূলের ক্কাথ /৪ সের, মাষকলাইয়ের ক্কাথ /৪ সের, বেড়েলার ক্কাথ /৪ সের, শতমূলীর স্বরস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—জীবনীয় দশক, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, এলাচি, দারুচিনি, তেজপাত, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, অনন্তমূল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা সেবনে আক্ষেপ, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অপস্মার, হস্তাদিকম্প, মূকতা এবং মন্যা ও পার্শ্বাদিগত বায়ু প্রশমিত হয়।

ছাগলাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ চারি সের, ছাগমাংস (নপুংসক) ৫০ পঞ্চাশ পল, দশমূল ৫০ পঞ্চাশ পল, পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ /৪ সের, শতমূলীস্বরস /৪ সের। কল্কার্থ—জীবনীয় দশক মিলিত /১ সের। ইহাতে অর্দিত, আক্ষেপ, পঙ্গুতা, মূকতা প্রভৃতি শুদ্ধবাতজ বাতব্যাধি আরোগ্য হয়। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ। ইহা মালিশেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ১৬ সের, ক্কাথার্থ—নপুংসক ছাগমাংস ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, এরূপ দশমূলের ক্কাথ ১৬ সের, অশ্বগন্ধার ক্কাথ ১৬ সের, বেড়েলার ক্কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের শতমূলীর রস ১৬ সের। কল্কার্থ—জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলোৎপল, (অভাবে শুঁদিসুলের মূল) মুথা, রক্তচন্দন, বালা, মুগানী, মাষাণী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কুড়, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, এলাচি, শতমূলী, তেজপাত, নাগেশ্বর, জাতিপুষ্প, ধনে, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম্ব, দেবদারু, রেণুক, এলবালুক, বিড়ঙ্গ, জিরা প্রত্যেক ৪ তোলা তাম্রপাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করতঃ ছাঁকিয়া শীতল হইলে, তাহাতে /২ সের চিনি মিশাইয়া স্নিগ্ধ মৃৎপাত্রে রাখিবে। আজকাল চিনি মিশাইয়া রাখা হয় না। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান—ঈষদুষ্ণদুগ্ধ। ইহা পানে ও অভ্যঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে অর্দিত, আক্ষেপ, অপতানক, ধনুষ্টম্ভ, পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গবাত, কম্পবাত, অববাহুক, অংসশোষ ও খঞ্জী প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহা বৃষ্য, রসায়ন ও বৃংহণ। এই ঔষধ অভ্যঙ্গেও ব্যবহৃত হয়। অমৃতপ্রাশঘৃতের পরিবর্তে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাতব্যাধি, উন্মাদ ও অপস্মারের রোগী ক্ষীণ হইলে, এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাদ্বারা ইন্দ্রিয়শক্তির বৃদ্ধি হয়।

মহাবলাতৈল (সুশ্রুতোক্ত)।

তৈল /৪ সের, শ্বেতবেড়েলা মূলের ক্বাথ ৩২ সের, দশমূলের ক্বাথ ৩২ সের, যব, কুলত্থ ও কুলথকালাই ইহাদের মিলিত ক্বাথ ৩২ সের, দুগ্ধ ৩২ সের। কল্কার্থ—কাকোল্যাদিগণ, সৈন্ধব, অগুরু, ধুনা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচি, তগরপাদুকা, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপাত, তগরপাদুকা, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুলফা, পুনর্ণবা মিলিত /১ সের। এই তৈল স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা মৃণ্ময়পাত্রে (মৃত্তিকাপাত্রে) পাক করিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে স্থাপনপূর্ব্বক মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। ইহাতে আক্ষেপাদি নানাবিধ বাতব্যাধি নষ্ট হয়। ইহার ন্যায় বায়ুধ্বংসক তৈল অতিবিরল। এই তৈল ৬ মাস ব্যবহারে অস্থিবৃদ্ধি এবং সূতিকারোগ আরোগ্য হয়।

কাকোল্যাদিগণ। যথা—জীবনীয়দশক, মুগানী, মাষাণী, শুলফ, কাঁকড়াশৃঙ্গী বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ (অভাবে শালপাণি)। ইহা বায়ুনাশক, জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকারক ও বৃষ্য।

মহাবলাতৈল (চরকোক্ত)

তৈল ১৬ সের. ক্বাথার্থ—বেড়েলামূল ১০০ পল, শুলফ ২৫ পল, রাস্না ২০০ পল, জল ১০০ আঢ়ক (১৬ সেরে ১ আঢ়ক) শেষ ১০ আঢ়ক বা ৪ মণ, দধিরমাত, ইক্ষুরস, শুক্ত (অভাবে কাঁজি) প্রত্যেক ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ /৮ সের, কল্কার্থ—শটী, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, এলাচি, মঞ্জিষ্ঠা, অগুরু, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, আতৈষ. মুতা, মুগানী, মাষাণী, রেণুক, যষ্টিমধু, তুলসী, ব্যাঘ্রনখী, (অভাবে—নখী) জীবক, ঋষভক, পলাশনির্য্যাস, কস্তুরী, নালুকা, জৈত্রী, পৃক্কা (পিড়িংশাক) কুঙ্কুম, শৈলজ, জায়ফল, লতাকস্তুরী, বালা, দারুচিনি, রক্তচন্দন, এলাচি, কর্পূর. শিলারস, ঝিণ্টী, লবঙ্গ, নখী, কাঁকলা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, প্রিয়ঙ্গু, গেঁঠেলা, তগরপাদুকা, বচ, মদনফল, মুতা, নাগকেশর প্রত্যেক ১ পল। এই তৈলে কস্তুরী কুঙ্কুম, কর্পূর, জায়ফল, এলাচি, দারুচিনি, তৈলসহ পাক না করিয়া উহাদ্বারা পত্রকল্ক দিবে। পক্ক বস্ত্রপূত উষ্ণতৈলে গন্ধবৃদ্ধির নিমিত্ত গন্ধদ্রব্য পরিপেষণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করাকে পত্রকল্ক কহে। এই তৈলে নানাবিধ বাতব্যাধি, অপস্মার, শোষ, মূর্চ্ছা ও বমন নিবারিত হয়।

অস্থিগতবায়ুতে—যোগেন্দ্ররস, বৃহৎবাতচিন্তামণি বা চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ ব্যবহার করা যায়। কেতক্যাদিতৈল ও মাষবলাদি তৈল ইহাতে প্রশস্ত। মজ্জাগতবায়ুতে রসরাজরস বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি ব্যবহার্য্য।

ত্রৈলোক্য চিন্তামণি।

হীরক, স্বর্ণ, মুক্তা, লৌহ; সর্ব্বসম অভ্রভস্ম, রসসিন্দুর অভ্রসম, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে। হীরকের অভাবে কান্তভস্ম ব্যবহৃত হয়। কেহ ২

দগ্ধহীরক ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনুপান—পিত্তকফে আদার রস, শুক্রক্ষয়ে মধু, পিত্তান্বিত বায়ুতে চিনি ও ঘৃত, শ্লেষ্মা ও বায়ু যুগপৎ দুষ্ট ও অসমতা প্রাপ্ত হইলে, পিপুলচূর্ণ ও মধু এবং ক্লৈব্যে দুগ্ধ। ইহা কাসনাশক ও বৃষ্য। এই ঔষধ কফান্বিত বায়ুতেই বিশেষ কার্যকারী। শিরোগত বায়ুতেও ত্রৈক্ষীরস প্রভৃতি সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধাতুক্ষয়জন্য নানাবিধ ব্যাধিতে এই ঔষধ প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহা ক্ষয় নিবারক। এই ঔষধে হীরক মিশ্রিত না করিলে ঔষধের তাদৃশ উপকারিতা জন্মে না। কেহ২ বলেন হীরকের পরিমাণ কল্পনা, সুতরাং হীরকের পরিবর্তে বৈক্রান্তভস্ম ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু আমাদের মতে তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। হীরকভস্মবিধি মারণবিধি অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

কেতক্যাদি তৈল।

তৈল /৪ সের, কেয়ামূল, গোক্ষচাকুলেমূল, শ্বেতবেড়েলা মূল মিলিত /৪ সের জল আটগুণ, শেষ /৪ সের, দুগ্ধোদক /৪ সের, এই তৈল অকল্ক।

, বায়ু শুক্রগত হইলে—শুক্রচ্যুতি, শুক্রবদ্ধতা, গর্ভনাশ, গর্ভাকৃতি ও শুক্রের বিকার উৎপন্ন করে। শুক্রচ্যুতিতে করভাদি গুড়িকা, চ্যুতিহররস, শুক্রধৃতি ও নিম্বাদি-বটিকা ব্যবহার করিবে।

করভাদি গুড়িকা।

আকরকড়া, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জায়ফল, জাতিফুল, রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা, শোধিত অহিফেন ৮ তোলা, বটী ৩ রতি। এই ঔষধ রাত্রিতে শয়নের পূর্বে উষ্ণদুগ্ধসহ সেব্য। ইহা শুক্রস্তম্ভকর, স্বপ্নদোষ নিবারক, কামোদ্দীপক ও বৃষ্য।

চ্যুতিহররস

আকরকড়া, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জায়ফল, জৈত্রী, রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা, হিঙ্গুল ২॥০ তোলা, গন্ধক ২॥০ তোলা, শোধিত অহিফেন, ৮ তোলা, একত্র মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ শয়নের পূর্বে উষ্ণদুগ্ধসহ সেব্য।

শুক্রধৃতি

অভ্র ২ পল, পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, অহিফেন ৪ তোলা, কুচিলা ৪ তোলা, জায়ফল ৪ তোলা, ধুস্তুরবীজ ৪ তোলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুরাক্ষ, তালীশপত্র, নাগকেশর, নিস্তুষ্ক্ষতেজ, যষ্টিমধু ও ত্রিফলা প্রত্যেক ৶০ আনা, জাম্বীররসে বা সিদ্ধিপত্ররসে মর্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। শয়নের পূর্বে উষ্ণদুগ্ধসহ সেব্য।

নিম্বাদিবটী

নিম্বছাল ২॥০ তোলা, ত্রিফলা মিলিত ৬ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, জায়ফল ১ তোলা,

বিল্বপত্রচূর্ণ ১ তোলা, কাবাবচিনি, ১ তোলা, বিড়ঙ্গ ১ তোলা, পুরাতন ইক্ষুগুড়ে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। ইহা শয়নের পূর্ব্বে উষ্ণদুগ্ধসহ সেব্য।

যে ৪টী ঔষধ শুক্র-স্তম্ভনার্থ লিখিত হইল, আবশ্যক হইলে ঐ সকল সময়পরিবর্ত্তন করিয়াও ব্যবহার করা যায়। ত্রিফলা, কাবাবচিনি ও পুরাতন ইক্ষুগুড় সমভাগে মাড়িয়া ৪ রতি মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধসহ শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিলে স্বপ্নদোষ নিবারিত হয়। এই ঔষধে ফললাভ না হইলে, পূর্ব্বোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিবে। ইহাতে উত্তেজক এবং আগ্নেয়দ্রব্য সেবন, অনিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, রুক্ষস্নান, অজীর্ণে ভোজন, উত্তাপ সেবন, গুরুপাকদ্রব্য ভক্ষণ প্রভৃতি অহিতকর।

অতিশয় শুক্র ক্ষরিত হইতে থাকিলে, শুক্র নিবারিণী বটিকা ব্যবহার করিবে।

শুক্র নিবারিণী বটিকা।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ॥০ তোলা, বংশলোচন ২ তোলা, শোধিত সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৮ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য সিদ্ধিপত্ররসে অথবা তৎক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি বটি করিব। শয়নের পূর্ব্বে ১৶ পোয়া উষ্ণদুগ্ধ সহ সেবন করিবে।

শুক্র বিবদ্ধতায় বৃহতীফলের ক্বাথপান এবং বিরেচন হিতকর। পেটে ও মাথায় লাক্ষাকাঞ্জিক তৈল, মহাবিষ্ণু তৈল, মহানারায়ণ তৈল ও নারায়ণতৈল মালিশ করাইবে। সুন্দরী যুবতী স্ত্রী দ্বারা মানসিক হর্ষ সম্পাদন, বলকর ও শুক্রল পথ্য সেবন হিতকর। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত, অশ্বগন্ধা ঘৃত, বৃহৎঅশ্বগন্ধাঘৃত, গোধূমাদ্য ঘৃত, বৃহৎশতাবরীঘৃত, কামদেব ঘৃত, অমৃতপ্রাশ ঘৃত বা বৃহতী ঘৃত, প্রযোজ্য। অবস্থাভেদে বৃহৎ চন্দ্রোদয়মকরধ্বজ, মকরধ্বজ রসায়ন বা সিদ্ধসূত ব্যবহার করিবে।

অশ্বগন্ধা ঘৃত।

ঘৃত, ।৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, অশ্বগন্ধার ক্বাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা ।১ সের। ইহা মাংসবর্দ্ধক, বৃষ্য ও বাতঘ্ন।

বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত

ঘৃত ।৪ সের, ক্বাথার্থ—অশ্বগন্ধা ।১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগমাংস ২৫ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—জীবকাদি অষ্টবর্গ, আলকুশীবীজ, এলাচি, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েলা, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড মিলিত ।১ সের। পাকান্তে শীতল হইলে চিনি ও মধু প্রত্যেক ।॥ সের মিশাইয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। ইহাতে শক্তি, ওজঃ শুক্র, তেজঃ ও মাংস বর্দ্ধিত হয়।

গোধূমাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ।৪, ক্বাথার্থ—গোধূম ।১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—গোধূম,

মুস্তাকফল, (অভাবে তালের মাথি) মাষকলাই, দ্রাক্ষা, পরূষকফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, পিণ্ডিখেজুর, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, চিনি, তালাঙ্কুর (অভাবে রক্তচন্দন), আলকুশীবীজ মিলিত /১ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। পাকান্তে ছাঁকিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রক্ষেপ দিবে—দারুচিনি, এলাচি পিপুল, ধনে, কর্পূর, নাগকেশর। তৎপর চিনি মধু প্রত্যেক /৷ সের প্রক্ষেপ দিয়া ইক্ষুদণ্ডদ্বারা আলোড়ন করিয়া মিশাইবে। ইহা শুক্রজনক, বল্য, বৃষ্য, বাতঘ্ন ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক।

বৃহৎশতাবরী ঘৃত

ঘৃত /৪ সের, শতমূলী রস /৮ সের, দুগ্ধ /৮ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদ, মহামেদ, মুগানী, মাষানী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, রক্তচন্দন মিলিত /১ সের। পাকান্তে শীতল হইলে চিনি ও মধু প্রত্যেক /৷ সের প্রক্ষেপ দিবে। ইহা শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, বৃষ্য এবং রক্তপিত্ত, অঙ্গদাহ, রক্তপ্রদর, শিরোদাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও যোনিশূল নাশক।

কামদেবঘৃত

ঘৃত /৪ সের, অশ্বগন্ধা ১০০ পল, গোক্ষুর ৫০ পল, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালপাণি, বেড়েলা, অশ্বত্থশুঙ্গ, পদ্মবীজ, পুনর্ণবা, গাম্ভারীফল, মাষকলাই প্রত্যেক ১০ দশপল, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। কল্কার্থ—দ্রাক্ষা, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, পিপুল, রক্তচন্দন, বালা, নাগকেশর, আলকুশীবীজ, নীলোৎপল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, জীবনীয় দশক প্রত্যেক ২ তোলা, চিনি ১৬ তোলা। ইক্ষুরস ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। ইহাতে পিত্তপ্রকোপজনিত ব্যাধি, ক্ষতক্ষীণ ও মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়। ইহা বলকর, শুক্রল, বৃষ্য ও বাতঘ্ন।

অমৃতপ্রাশ ঘৃত

ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—ছাগমাংস ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এইরূপ অশ্বগন্ধার কাথ ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। মূর্চ্ছা পাকার্থ—কুঙ্কুম ৪ তোলা, কল্কার্থ—বেড়েলা, গোধুম, অশ্বগন্ধা, শুলফ, গোক্ষুর, কেশুর, ত্রিকটু, ধনে, তালাঙ্কুর, ত্রিফলা, কুম্ভনাভি, আলকুশী, মেদ, মহামেদ, ঋষভক, জীবক, কুড়, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, এলাচি, তেজপাত, দারুচিনি, নাগকেশর, জাতিফুল, রেণুক, সরলকাষ্ঠ, বৈজ্রী, ছোটএলাচি, উৎপল, অনন্তমূল, তেলাকুচার মূল, জীবন্তী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, খর্জ্জুর প্রত্যেক ২ তোলা। পাকান্তে শীতল হইলে /১ সের চিনি মিশাইবে। ইহাতে ধ্বজভঙ্গ ও প্রমেহ নষ্ট হয়। ইহা বল্য, বৃষ্য, শুক্রজনক ও পুষ্টিকর। মাত্রা ৷৷০ তোলা হইতে ১ তোলা। অনুপান উষ্ণদুগ্ধ।

অমৃতপ্রাশ ঘৃত (চরকোক্ত)

ঘৃত /৪ সের, পাকার্থ—আমলকীর রস /৪ সের, (অভাবে তৎকাথ গ্রাহ্য) ভূমিকুষ্মাণ্ড-রস /৪ সের, ইক্ষুরস /৪ সের ছাগমাংসকাথ /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, কল্কার্থ—জীবক,

বৃহত্তক, শালপাণি, জীবন্তী, শুঠ, শটী, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বৃহতী, কণ্টকারী, শ্বেত পুনর্ণবা, লালপুনর্ণবা, যষ্টিমধু, আলকুশী-বীজ, শতমূলী, ঋদ্ধি, শরুষফল, বামুনহাটী, দ্রাক্ষা, বৃহতী, পানিফল, ভূমামলকী, ভূমিকুষ্মাণ্ড. পিপুল, বেড়েলা প্রত্যেক ২ তোলা। শীতল হইলে মধু /১ সের, চিনি /৸ সের, দারচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাগকেশর মিলিত ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নূতন পাত্রে রাখিবে। ইহা ৷৹ তোলা মাত্রায় দুগ্ধসহ সেব্য। এই ঔষধ অমৃততুল্য। ইহা বল্য, বৃষ্য, বৃংহণ ও রসায়ন। ইহা দ্বারা ক্ষতক্ষীণ, শুক্রহীনতা, শুক্রদুষ্টতা, দাহ, রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। ইহা পিত্তাধিক্যে প্রযোজ্য।

বৃহতী ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, বৃহতী ফলের কাথ ১৬ সের, গোক্ষুরকাথ /৪ সের, মাষকলাইয়ের কাথ /৪ সের, ভল্লাতক কাথ /৪ সের, আমলকী কাথ /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—বৃহতীফল /১ সের। মাত্রা ৷৹ তোলা। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ। ইহা শুক্র বিবদ্ধতায় উৎকৃষ্ট ঔষধ।

১ম—বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ।

পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, যথাবিধি কজ্জলী করিয়া, রক্তকার্পাস ফুলের রসে এবং ঘৃতকুমারীর রসে পৃথক্ ৭ বার ভাবনা দিয়া বোতলে ভরিয়া মকরধ্বজের পাকপ্রণালী অনুসারে বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। ঐ ঊর্দ্ধসংলগ্ন অরুণাভ রস: ১ পল, (অভাবে—মকরধ্বজ গ্রাহ্য) কর্পূর ৪ তোলা, জায়ফল, ত্রিকটু, লবঙ্গ, মৃগনাভি প্রত্যেক ৷৹ তোলা। জলদ্বারা মর্দ্দন করিয়া (পান রসে মর্দ্দন যুক্তিযুক্ত) ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—পানের রস। ঔষধ ব্যবহার কালে দুগ্ধ, মোহনভোগ প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিবে। ইহাতে ধ্বজভঙ্গ আরোগ্য হয়। ধ্বজভঙ্গাধিকারের বৃহৎ চন্দ্রোদয় ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

সিদ্ধসূত।

মুক্তা, পারদ, স্বর্ণ, রৌপ্য, যবক্ষার, প্রত্যেক ১ তোলা, রক্তোৎপল পত্ররসে মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ ১ তোলা গন্ধক মিশাইবে। তৎপর এই সকল বোতলে ভরিয়া, মকরধ্বজ পাকানুসারে ৩ দিবস পাক করিবে। এই ঔষধ ২ রতি মাত্রায় তালমূলী ও চিনিসহ সেবনীয়। ইহা অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক ও শুক্রমেহনাশক। ইহাতে ধ্বজভঙ্গও আরোগ্য হয়। ঔষধ ব্যবহার কালে দুগ্ধ, মোহনভোগ প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিবে।

মকরধ্বজ রসায়ন।

স্বর্ণ ২ ভাগ, বঙ্গ, মুক্তা, কান্তলৌহ, জায়ফল, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, কাংস্য, রসসিন্দূর, প্রবাল, কস্তূরী, কর্পূর, অভ্র প্রত্যেক ১ ভাগ, স্বর্ণসিন্দূর ৪ ভাগ। ২ রতি বটী করিবে। এইরোগে বৃহৎবাতচিন্তামণি ও চতুর্ম্মুখ অবস্থাবিশেষে প্রযুক্ত হইতে পারে।

শতাবরী তৈল।

তিল তৈল /৪ সের, লাক্ষার জল /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, বিজয়ার কাথ /৪ সের, শতাবরী, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের প্রত্যেক /৪ সের, ভূম্যামলক /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—শিমুল, হরীতকী, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক ১ পল। গন্ধার্থ—কর্পূর, গন্ধশটী, মুরামাংসী, কুঙ্কুম, তেজপত্র, তেজপাতা, প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল গর্ভাশয়ের মলাদিদোষনাশক, সেহন এবং শূল, অপাঙ্গ, কৃচ্ছ্র, হৃৎশূল, মূত্রাঘাত, অপস্মার ও উন্মাদনাশক। এই রোগে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইল, তাহা অশ্বগন্ধে, দৌর্বল্যে, কার্শ্যে, ক্ষয় ও রোগীর্ণার্থে প্রয়োগ করিবে।

শুক্রগত বায়ুদ্বারা গর্ভ শুষ্ক হইতে থাকিলে—গাভীর যষ্টিমধু, চিনি ও কাকোলীফলের কাথ দ্বারা কাথত দুগ্ধ পান করিবেন এবং তলপেটে অশ্বগন্ধা তৈল, শ্রীগোপাল তৈল বা মহামাষ তৈল মালিশ করিবেন। এই রোগে গাভীর বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত, অশ্বগন্ধা ঘৃত ও বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত অল্পমাত্রায় অনুদিন আহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। উদরাময় থাকিলে ঘৃত প্রযোজ্য নহে। ইহাতে রসরাজরস, বৃহৎবাত-চিন্তামণি হিতকর। অনুপান—ইক্ষুদুগ্ধ ও চিনি।

অশ্বগন্ধা তৈল।

তৈল /৪ সের, অশ্বগন্ধা ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ—কুশমূল, কুশমূল, কাশমূল, শতাবরী, (নাগবলা) নাগকেশর, বালা, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, পদ্মকেশর, মেদ, পুনর্নবা দ্রাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, তুলসী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ত্রিফলা, মুথা, চন্দন, সপ্তাহ মিলিত /১ সের। এই তৈল দ্বারা গর্ভগত বায়ু, শুক্রশুদ্ধি, যোনিবিকার ও ক্লৈব্য নষ্ট হয়।

বালক বালিকা বায়ুদ্বারা শুষ্ক হইতে থাকিলে—পূর্বোক্ত গর্ভরোগের ঔষধ সমুহ অবস্থানুসারে প্রয়োগ করিবে। বায়ু প্রকোপিত হইলে বাতব্যাধি রোগের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে চিন্তামণিচতুর্মুখ, বৃহৎ বাতচিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস, নারায়ণতৈল, মহানারায়ণতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, প্রভৃতি বায়ুনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলে সুফল প্রদ। মহালক্ষ্মীবিলাসতৈল শিরোগত বায়ুতে বিশেষ কার্যকারী। বক্ষঃস্থিত শিরোগত বায়ুতে ত্রৈলোক্যচিন্তামণি ও নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস হিতকর।

মহা লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

কৃষ্ণতিল তৈল /৪ সের, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কদলী, গোক্ষুর ও আমলকী প্রত্যেকের কাথ বা স্বরস /৪ সের, নারিকেল জল, ছাগদুগ্ধ জল, দাড়িমরস, জীরা, লাক্ষার জল,

ছাগমাংস প্রত্যেক /৪ সের; কল্কার্থ—শটী, চাঁপাফুল, কুড়, দেবদারু, কেতকী, অশ্বগন্ধা, শুক্তী, বাসকছাল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, অনন্তমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, নীলফুল, পদ্মকাষ্ঠ, শৈবাল, বালা, যমানী, পদ্মকাষ্ঠ মিলিত /১ সের কল্কপাকার্থে পূর্ব্বোক্ত দশমূল দ্বারা পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডল বিবিধ পীড়া, উন্মাদ, অপস্মার, মূর্চ্ছা ও বাতরক্ত নষ্ট হয়, এবং মস্তিষ্কশক্তি ও ধারণাশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শিরোগত বায়ুতে "বৃহৎ শাল্মলীঘৃত" উৎকৃষ্ট।

বৃহৎ শাল্মলীঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, আমলকী, শিমুলমূল, বাসকছাল, শতমূলী, ভূমি কুষ্মাণ্ড, প্রত্যেকের কাথ বা স্বরস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের দোল /৪ সের। কল্কার্থ—গজপিপুল, হাকলা, কেশুর, তালমূলী, খদির কাষ্ঠ, মটর কালাই, বনমুগ, পাকুড়ছাল, কুড়, তেজপাতা, দ্রাক্ষা, অনন্তমূল, কাকমাচী, মুতা, মাষাণী, দারুচিনি, চাঁপানটেরমূল মিলিত /১ সের। ইহাতে মস্তিষ্ক ও স্নায়বীয় বিবিধরোগ, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, ক্লৈব্য, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও ভ্রান্তি নষ্ট হয়। মস্তিষ্কে বিশেষ স্নিগ্ধ ক্রিয়া আবশ্যক হইলে, হিমসাগর তৈল মালিশ করিবে। এই রোগে চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, গুরুপাকদ্রব্য সেবন, মৈথুন, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি অহিতকর।

অথ বিবৃতাস্য হনুগ্রহ চিকিৎসা

বায়ু প্রকুপিত হইয়া অনেকের হঠাৎ হনুগ্রহ হইয়া থাকে। ইহাতে "চোয়াল" এমন ভাবে আটকাইয়া যায় যে, আর মুখ বন্ধ করা যায় না। হনুপ্রদেশ সিদ্ধ করিয়া অর্থাৎ প্রথমতঃ স্নেহাক্ত করিয়া পশ্চাৎ স্বেদ দিয়া, দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা পীড়ন পূর্ব্বক, তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা চিবুক উন্নত করিয়া, হঠাৎ চিবুকের উন্নামন ক্রিয়া সম্পাদন করিলে এই রোগ দূরীভূত হয়।

অথ সংবৃতাস্য হনুগ্রহ চিকিৎসা

এই রোগে (পূর্ব্বোক্ত কারণে) মুখ বন্ধ হইলে ঐ অবস্থাতেই থাকে আর বিবৃত করা যায় না।

প্রথমতঃ তিল, সর্ষপ প্রভৃতি তৈলাক্ত দ্রব্যের দ্বারা স্বেদ প্রদান ও দুগ্ধপাক উষ্ণ দ্রব্য সেবন করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় বারংবার উপনাহ (পুলটিস) প্রদান করিবে এবং মধ্যে মধ্যে হাঁ করাইবার চেষ্টা করিবে। যদি ইহাতে হনুগ্রহ দূরীভূত না হয়, তবে—মহামাষ, নিরামিষমহামাষ, মহাবলা, বা মহাকুক্কুটমাংসাদি তৈল অথবা বৃহৎ ছাগলাদ্য

যুক্ত হস্তদ্বয়ে মালিশ করিয়া লবণের স্বেদ দিবে। দশমূল ও কাঁজিদ্বারা নাড়ীস্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহাতে সতত উচ্চ কথা বলিতে চেষ্টিত হইবে।

অথ অর্দ্দিত চিকিৎসা

ইহা কেবল বাতজ ব্যাধি। সর্ব্বদা উচ্চ কোলাহল, হাস্য, ভারবহন, কঠিন দ্রব্য চর্ব্বন প্রভৃতি দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইয়া মুখের অর্দ্ধাংশ ও গ্রীবা বক্র করে। ইহা হইতে নেত্রাদি বিকৃত হয় ওষ্ঠদ্বয়ে শোথ জন্মে এবং মুখের যে পার্শ্বে অর্দ্দিত হয় ঐ পার্শ্বস্থ গ্রীবা, চোয়াল ও দন্তে বেদনা হইয়া থাকে।

ইহাতে মাষকলাই দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া নবনীত সহ ভক্ষণ করিবে। পক্ষাঘাতের বলাদিকষায় পান এবং মাষবলাদিকষায়ের নাসাপান ইহাতে অতিশয় হিতকর। এইরোগে মহামাষ তৈল, বৃহৎ মহামাষতৈল, মহাকুক্কুটমাংস তৈল, মহাবলাতৈল বা মাষবলাদিতৈল মালিশ করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত, ছাগলাদ্যঘৃত, নকুলাদ্যঘৃত ও দশমূলাদ্যঘৃত পানার্থ ব্যবহার করিবে। অর্দ্দিতে রসরাজরস প্রশস্ত। বৃহৎবাতচিন্তামণি, চিন্তামণি, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি ও যোগেন্দ্ররস অবস্থাভেদে ব্যবহৃত হইতে পারে।

মাষবলাদি কষায়। যথা—মাষকলাই, শ্বেত বেড়েলামূল, আলকুশীবীজ, গন্ধতৃণ, রাস্না, অশ্বগন্ধামূল ও ভেরেণ্ডামূল মিলিত ২ তোলা, জল ।/০ সের, শেষ ।৵০ পোয়া ছাঁকিয়া বিশুদ্ধ মুলতানি হিং ২ রতি ও সৈন্ধব ০ এক সিকি প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় ভোজনান্তে (সায়ংকালে) যথাশক্তি নাসাপান করিবে। যে পার্শ্বের পীড়া সেই পার্শ্বের নাসা দ্বারা নাসাপান করা বিধেয়।

অভ্যাস না থাকিলে অনেকেই নাসাপান করিতে পারেন না। সুতরাং অপারগ অবস্থায় ইহা সাধারণ কাথের ন্যায় পান করিবেন।

দশমূলঘৃত।

ঘৃত ।৪ সের, দুগ্ধ ।৪ সের, দশমূলের কাথ ১২ সের। কল্কার্থ—জীবনীয়গণ মিলিত ।১ সের। অর্দ্দিতে আহারের পর ঘৃতপান বিধেয়। উপরি লিখিত ঘৃতগুলি অর্দ্দিতে আহারান্তে প্রয়োগ করিবে।

অর্দ্দিত রোগীর দুর্লক্ষণ।

যে অর্দ্দিত রোগী ক্ষীণদেহবিশিষ্ট, অব্যক্তভাষী, কম্পযুক্ত এবং বহুকাল হইতে এই রোগে পীড়িত তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া থাকে।

এই রোগে বিষমাশন, কঠিনদ্রব্য আহার, অতিরিক্ত হাস্য, ভারবহন, গুরুপাকদ্রব্য, স্নান ও দন্তধাবন অহিতকর। মাষকলাই, ঘৃত, দুগ্ধ, নবনীত, মাংসযূষ প্রভৃতি হিতকর।

মন্যাস্তম্ভ চিকিৎসা।

বিকলভাবে মস্তক রাখিয়া শয়ন, দিবানিদ্রা, বিস্তৃতনেত্রে নিরীক্ষণ প্রভৃতি কারণে কুপিতবায়ু কফাবৃত হইয়া গ্রীবাদেশস্থ প্রধান শিরাদ্বয়কে স্তম্ভিত করে বলিয়া ইহার নাম মন্যাস্তম্ভ। ইহাতে গ্রীবা ফিরাইতে বা ঘুরাইতে অতি কষ্ট হয়।

ইহাতে রুক্ষস্বেদ, নস্য, বিল্বাদিপঞ্চমূলের বা দশমূলের কাথ হিতকর। এই রোগ কফাবৃত বায়ুর কার্য্য সুতরাং পূর্ব্বে কফহর ক্রিয়া করিয়া পশ্চাৎ বাতনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য। প্রথম অবস্থায় বালুকাস্বেদ, ভাজা মাষকলাইয়ের স্বেদ, ফ্ল্যানেলস্বেদ, উষ্ণজলপূর্ণ বোতলস্বেদ, কফহরদ্রব্যের নাড়ীস্বেদ প্রযোজ্য। "লক্ষ্মীবিলাস", "বৃহৎবাতগজাঙ্কুশ", "কফচতুর্ম্মুখ" প্রভৃতি ঔষধ শ্লেষ্মহরদ্রব্যের সহিত সেবন করিবে। মন্যা (গ্রীবা) শিরার বেদনা নিবারণার্থ আদা, সজিনার ছাল, রাইসরিষা, রশুন ও সিদ্ধির উষ্ণ প্রলেপ দিবে। "রসোনতৈল", "সৈন্ধবাদি" বা "কুব্জপ্রসারণীতৈল" মর্দ্দনার্থ ব্যবহার করিবে। "ষড়বিন্দুতৈলের বা বৃহৎদশমূলতৈলের" নস্য গ্রহণ হিতকর। কুক্কুটডিম্বের তরলাংশে, সৈন্ধব ও ঘৃত মিশ্রিত করতঃ গরম করিয়া গ্রীবাদেশে মর্দ্দন করিলে মন্যাস্তম্ভ আরোগ্য হয়। এই রোগে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করিবে। প্রক্রিয়া দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে, শেষে অর্দ্দিতবৎ চিকিৎসা করিবে। ইহাতে ঊর্দ্ধনিরীক্ষণ নিষিদ্ধ এবং শ্লেষ্মহরদ্রব্য পথ্য।

কুব্জপ্রসারণী তৈল।

তিলতৈল ১৬ সের, গন্ধভাদালিয়া ১২৷৷ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দধির মাত ১৬ সের, কাঁজি ১৬ সের, দুগ্ধ ৩২ সের। কল্কার্থ—চিতেমূল, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বচ, শুল্‌ফা, দেবদারু, রাস্না, গজপিপুল, গন্ধভাদালিয়া মূল, জটামাংসী ও ভল্লাতক প্রত্যেক ১৬ তোলা। ইহাতে বাতশ্লৈষ্মিকব্যাধি, কুব্জতা, পঙ্গুতা, গৃধ্রসী, গ্রন্থিবাত, শিরাস্তম্ভ, গ্রীবাস্তম্ভ এবং মন্যাস্তম্ভ আরোগ্য হয়।

জিহ্বাস্তম্ভ চিকিৎসা।

ইহাতে অর্দ্দিত রোগোক্ত স্নেহ গণ্ডূষ ধারণ করিবে এবং সৈন্ধবমিশ্রিত দশমূল কষায়ের কবল করিবে। এই রোগ কেবল বাতজ। ইহাতে অর্দ্দিত রোগের ঘৃতাদি ঔষধ ব্যবহার করিবে। এই রোগে বায়ুনাশক দ্রব্য পথ্য এবং ঝাল একেবারে বর্জ্জনীয়। কদাচিত কফানুসৃষ্ট জিহ্বাস্তম্ভ দৃষ্ট হইলে, মন্যাস্তম্ভবৎ চিকিৎসা করিবে।

মূক, মিন্ মিন্ বা গদ্গদ্ রোগাক্রান্ত হইলেই 'কল্যাণকলেহ' সেবন করিবে। এই রোগ সমূহ সকফবায়ুজাত। শব্দবাহিনী ধমনীপথ রুদ্ধ বা রুদ্ধপ্রায় হইলে এই পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'কল্যাণকলেহের' চূর্ণ ঔষধ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। এই

রোগে নকুল ঘৃত, ছাগলাদ্যঘৃত, চিন্তামণি, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, নারদীয়-লক্ষ্মীবিলাস, জ্বরোক্ত অষ্টাঙ্গাবলেহিকা, কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ, বৃহৎবাতগজাঙ্কুশ ঔষধ ব্যবহার করিবে।

কল্যাণক লেহ।

হরিদ্রাচূর্ণ, বচ, কুড়, পিপুল, শুঁঠ কৃষ্ণজীরে, যমানী, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব প্রত্যেক সমভাগ, /০ আনা মাত্রায় ঘৃতসহ লেহন করিবে। অবস্থাবিশেষে ইহা আদার রস ও মধুসহ লেহন করিতে দেওয়া হয়।

ইহাতে মাষকলাই এবং অভিষ্যন্দি দ্রব্য "অপথ্য।"

অববাহুক চিকিৎসা।

(স্কন্ধস্থিত কুপিত বায়ু শিরাসমূহকে সঙ্কুচিত করিয়া অববাহুক জন্মাইয়া থাকে।)

এই রোগ বাতজ কিন্তু তন্ত্রান্তরে বাতকফজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অবস্থাবিশেষে উভয় প্রকার মতই সমীচীন। সাধারণতঃ বাতজই দৃষ্ট হইয়া থাকে। দশমূল, বেড়েলা ও মাষকলাই ইহাদের কাথে ঘৃত ।০ সিকি ও তৈল ।০ সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অববাহুক এবং বিশ্বচী নষ্ট হয়। এই কাথ সায়ংকালে আহারান্তে যথাশক্তি নাসিকা দ্বারা পান করাই যুক্তিযুক্ত। অংসগত, স্কন্ধগত, অংসদ্বয় মধ্যে, মন্যাগত ও শিরোগত বায়ুতে নস্যের বিশেষ উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে এবং শাস্ত্রেও এই কাথ নাসা পানার্থই বিহিত হইয়াছে।

অসমর্থ পক্ষে—ইহা সাধারণ কাথের ন্যায় পান করিবে। বেড়েলামূলের রস, পানিয়ামূলের রস অথবা আলকুশী মূলের স্বরস, তৈল ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া নাসাপান করিলে এক মাসে অববাহুক নষ্ট হয় এবং বাহু বজ্রবৎ দৃঢ় হইয়া থাকে। ইহাতে মর্দ্দনার্থ 'মহামাষ তৈল', "মহাকুক্কুটমাংস তৈল", "বৃহন্মাষ তৈল", "নিরামিষমহামাষ তৈল" ও "প্রসারণী তৈল" ব্যবহার করিবে। "বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত" পানার্থ এবং মর্দ্দনার্থ প্রয়োগ করিবে। বেদনা থাকিলে "হংসাদিঘৃত" মালিশে বিশেষ ফল লাভ হয়। ঘৃত মর্দ্দনান্তে ভাজা মাষকলাইয়ের স্বেদ বা সৈন্ধব লবণের স্বেদ ফলপ্রদ। ইহাতে 'রসরাজ রস' সেবন করিবে। বায়ুর শ্লেষ্মস্থানে গমন হেতু কফবর্দ্ধক অভিষ্যন্দি দ্রব্য ও অম্ল প্রভৃতি অহিতকর। "বাতারিতৈল" ও "বাতারিমর্দ্দন" সর্ব্ববিধ বাতবেদনা প্রশমক।

বাতারিতৈল।

সর্ষপতৈল, তার্পিনতৈল, কেরোসিনতৈল ও কর্পূর প্রত্যেক / ছটাক বোতলে পুরিয়া রৌদ্রে গরম করতঃ মালিশ করিবে।

বাতারিমর্দ্দন।

পুরাতন ঘৃত ।/। পোয়া, হংসডিম্বের কুসুম ১টী, ত্রিকটুচূর্ণ মিলিত ৷৷০ আনা, সৈন্ধব ১॥ তোলা, এরণ্ড রস্ ৪ তোলা, রৌদ্রে পাক করিয়া মর্দ্দন করিবে।

অথ অংস শোষ চিকিৎসা।

এই ব্যাধি কেবল বাতজ। ইহাতে "বাজিগন্ধাদি কষায়" বিশেষ ফলপ্রদ। "বাজিগন্ধাদি কষায়ের" দ্রব্য দ্বারা তৈল ঘৃতাদি পাক করিয়া ব্যবহার করিবে। "বাজিগন্ধাদিগণ" বাতব্যাধির, বিশেষতঃ শোষক বায়ুর পক্ষে বিলক্ষণ ফলপ্রদ। ইহাতে আহারান্তে "মহাকল্যাণক ঘৃত", "বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত" ও "ছাগলাদ্যঘৃত" পান, "সপ্তপ্রস্থমাষ তৈল" ও "মাষবলাদি তৈল" মর্দ্দন, "রসরাজরস" "যোগেন্দ্ররস", 'বৃহৎবাতচিন্তামণি' ও 'ত্রৈলোক্যচিন্তামণি' ঔষধ সেবন বিধেয়। ইহাতে "মহামাষতৈল", "মহাকুক্কুট মাংসতৈল", "নকুল তৈল", "পুষ্পরাজ প্রসারণীতৈলও" ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "অশ্বগন্ধাঘৃত" এবং "বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত" পান, "অশ্বগন্ধাতৈল" ও "শ্রীগোপাল তৈল" মালিশ করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। নিম্নলিখিত "মধ্যমনারায়ণ তৈল" মালিশে এই পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

বাজিগন্ধাদি কষায়। যথা,—অশ্বগন্ধা, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, দশমূল, শুঁঠ, রক্তপুষ্প, শ্বেত কেলেখোড়া, শ্বেতপুষ্প, রক্ত কেলেখোড়া ও রাস্না।

মধ্যমনারায়ণ তৈল।

তিলতৈল ১৬ সের, অশ্বগন্ধা, বেড়েলামূল, বিল্বমূলের ছাল, পারুলছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, গোরক্ষচাকুলে, নিম, নাটাসোণা, পুনর্ণবা, গন্ধভাদালিয়া ও গণিয়ারী প্রত্যেক ১০ পল, জল ৪ দ্রোণ শেষ ১ দ্রোণ, (৬৪ সের) শতমূলীরস ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ—বচ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচি, জটামাংসী, শৈলজ, সৈন্ধব, অশ্বগন্ধা, বেড়েলা রাস্না, শুল্ফা, দেবদারু, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, ও তগরপাদুকা প্রত্যেক ১ পল। ইহাদ্বারা অংসশোষ, কুব্জ, পক্ষাঘাত, অন্ত্রবৃদ্ধি, কুরণ্ড, মন্যাস্তম্ভ ও কটিবেদনা প্রভৃতি নষ্ট হয়।

বায়ু হৃদয়ে প্রকুপিত হইলে, শালপাণি সাধিত দুগ্ধ পান বিধেয়। ইহাতে "চ্যবনপ্রাশ" ও "শিলাজতু রসায়ন" প্রয়োগ করিবে। বাতপ্রধান হৃদ্রোগে যে সমস্ত ঔষধ কথিত হইবে ইহাতেও অবস্থাবিশেষে তৎসমুদায় প্রযোজ্য। হৃদয়স্থ রস দূষিত না হইলে হৃদ্রোগ হয় না; কিন্তু এইরোগে বায়ু, হৃদয়স্থ রস দূষিত না করিয়াই বেদনা উৎপাদন করে। রসের

সন্তান জন্মে, সুতরাং প্রথমতঃ রস দূষিত না হইলেও কালান্তরে নিশ্চয়ই দূষিত হয়; তজ্জন্য পরিণামাবস্থায় বাতপ্রধান হৃদ্রোগের চিকিৎসা অপ্রতিহিত। প্রথম অবস্থায় "মহা-বলাতৈল", "পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈল," 'হংসাদিতৈল ও "বৃহৎধুস্তূরঘৃত" হৃদয়ে মালিশ করিবে। "মহালক্ষ্মীবিলাস" বা "সর্ব্বাঙ্গসুন্দর" আ্ রস ও মধুসহ সেবনে বেদনা দূরীভূত হয়। পরিণামাবস্থায় রসের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় বাতকফহর ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। ইহাতে যাবতীয় অভিষ্যন্দি দ্রব্য, অম্ল ও শাক প্রভৃতি "অপথ্য"।

অথ পক্ষাঘাত চিকিৎসা।

বাতব্যাধির মধ্যে পক্ষাঘাতই অধিক দৃষ্ট হয়। ইহার অন্য নাম "পক্ষবধ"। ইংরাজিতে ইহাকে প্যারালিসিস্ বলে। এই রোগ শরীরের এক অঙ্গ অর্থাৎ অর্দ্ধাঙ্গ অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় এজন্য ইহাকে অর্দ্ধাঙ্গ রোগও বলে। হস্ত পদাদি শরীরের এক একটী পক্ষ সুতরাং তাহার আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া নষ্ট করে বলিয়াই ইহাকে পক্ষবধ বলে। বিশেষতঃ এই রোগে স্পর্শনাদি জ্ঞান একেবারেই কমিয়া যায়। বাতব্যাধির পূর্ব্বরূপ পূর্ব্বে অনুভব করা যায় না, অথবা ঈষৎ অনুমিত হয়। এজন্য পূর্ব্বে অনেকেই সাবধান হইতে পারেন না। রোগের সাধর্ম্ম্য হেতু অর্দ্ধাঙ্গ আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই রোগে বায়ু, পক্ষের সন্ধিস্থলস্থিত আশ্লেষক শ্লেষ্মাকে এবং শিরা স্নায়ুকে শুষ্ক করিয়া—পীড়া উৎপন্ন করে। বাতব্যাধির অধিকাংশ স্থলেই শিরা ও স্নায়ু আক্রান্ত হইয়া থাকে। শিরা ও স্নায়ুর প্রসারণ জন্য "প্রসারণী" (গন্ধভাদালিয়া) উৎকৃষ্ট। ইহা বাত এবং কফনাশক। ইহাতে "মাষাদিকষায়", মাষবলাদি কষায়' ও "বাজিগন্ধাদি কষায়" হিতকর। স্পর্শাজ্ঞতা নিবারণার্থ বায়ুনাশক স্বেদ, লবণস্বেদ, মাংসস্বেদ ও মাষকলাই স্বেদ প্রদান করিবে। "শাল্বণস্বেদ" ইহার মহৌষধ।

মাষাদি কষায়। যথা—মাষকলাই, আলকুশীবীজ, এরণ্ডমূল ও শ্বেতবেড়েলামূল ইহাদের কাথে শোধিত হিং ২ রতি ও সৈন্ধব ।০ সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। পক্ষাঘাতে বা যে কোনও প্রকার বাতে, বেদনা থাকিলে 'হংসা মর্দ্দন' ব্যবহার করিবে। "হংসাদি মর্দ্দন"। যথা—হংস ডিম্বের কুসুম ৪টী পুরাতন ঘৃত ৪ তোলা, এরণ্ডতৈল ৪ তোলা, তুলতাকীর ৪ তোলা (কেঁচোওল), সৈন্ধব ৪ তোলা সূর্য্যাপক করিয়া ব্যাধি স্থানে মালিশ করিবে। এই প্রকার বেদনায় বিশেষতঃ কফসংসৃষ্ট বায়ুর বেদনায় 'বৃহৎ ধুস্তূর-ঘৃতও' ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শাল্বণ স্বেদ।

অজবার্ত্তাকিরণ ও মহাবলা তৈলোক্ত কাকোল্যাদি গণ, উভয়ের সমান আনূপ মাংস

(শূকরাদি—অভাবে ছাগ, হংস ও কুক্কুটাদির মাংসও গৃহীত হয়।) এই দ্রব্যগুলি কাঁজি, দধিমস্তু, কুলত্থকলাই, তিলভিজান জল এবং তণ্ডুলভিজান জল প্রভৃতিদ্বারা ঘন ও নির্ম্মল ভাবে পেষণ করণানন্তর ঘৃত, তৈল, বসা, ও মজ্জাদ্বারা সুস্নিগ্ধ করিয়া, সৈন্ধবলবণ দ্বারা লবণাক্ত বিশিষ্ট করিয়া গরম করতঃ ঘন প্রলেপ দিবে। ইহাকেই শাল্বণ স্বেদ কহে। উপরি লিখিত পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুলি পাওয়া না গেলে, যাহা পাওয়া যায় তাহা লইয়াই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের সকল স্থলেই এই নিয়ম জানিবে। বসা ও মজ্জার অভাবে ঘৃতদ্বারাই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। পেষণার্থ অন্যান্য অম্ল দ্রব্যের অভাব হইলে কাঁজিদ্বারা তৎকার্য্য সমাধা করিবে। ইহা প্রাতে ও বৈকালে ব্যবহার্য্য। ইহাদ্বারা বায়ুর স্রোতঃ পরিষ্কার হইয়া সত্বর বাতব্যাধির উপশম হইয়া থাকে।

বাতব্যাধিতে স্বল্পপঞ্চমূল ও বেড়েলামূলসাধিত দুগ্ধপান হিতকর। ইহাতে মহামাষ তৈল, নিরামিষ মহামাষ তৈল, সপ্তপ্রস্থমাষতৈল, মহাকুক্কুটমাংস-তৈল, এবং পিত্তপ্রধানে সপ্তপ্রস্থ মহামাষতৈল, মাষবলাদিতৈল ও পুষ্পরাজ প্রসারণী তৈল বিশেষ ফলপ্রদ। কফাধিক অবস্থায়—একাদশ শতিকাপ্রসারণী ও অষ্টাদশশতিকাপ্রসারণী বিশেষ ফলদায়ক। শেষোক্ত তৈল ২টী এবং মহারাজ-প্রসারণী তৈল সকল প্রকার পক্ষাঘাতেই ব্যবহার করা যায়, কিন্তু এই সকল ঔষধ তরুণাবস্থায় ব্যবহার্য্য নহে। পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈল বাতপৈত্তিক শিরোরোগেও ব্যবহৃত হয়।

বৃহৎধুস্তুরাদ্য ঘৃত।

পুরাতন ঘৃত /৪ সের, ধুস্তুরাপত্র রস /৪ সের, মহীলতাক্ষীর /২ সের, এরণ্ড তৈল /১ সের, বাঙ্গলা মদ /২ সের। কল্কার্থ—সৈন্ধব /॥ সের, ত্রিকটু ত্রিফলা, চই, পিপুলমূল, চিতেমূল, দেবদারু, হরিদ্রা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, বিড়ঙ্গ, তালীশপত্র, এলাচি, দারুচিনি, রক্তচন্দন, যবক্ষার প্রত্যেক /০ ছটাক। পাকার্থ—জল ১৬ সের। ইহাতে পক্ষাঘাত, নানাবিধ বাতবেদনা ও বাতশ্লেষ্ম বেদনা সত্বর নিরাকৃত হয়।

পুষ্পরাজ প্রসারণী তৈল।

কৃষ্ণতিল তৈল /৪ সের, ক্বাথার্থ—গন্ধ ভাদালিয়া ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধামূল /৬। সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শ্বেতপদ্মরস /৪ সের, শতমূলী-রস /৪ সের, গব্য বা মহিষ দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—জলূকা, পিপুল, এলাচি, কুড়, কণ্টকারী, শুঁঠ, যষ্টিমধু, দেবদারু, শালপাণি, পুনর্ণব, মঞ্জিষ্ঠা, তেজপাত, রাস্না, বচ, শুকমূল, (কুড়)

যমানী, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, নিসিন্দা, বেড়েলা, চিতেমূল গোক্ষুর, মৃণাল ও শতমূলী প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল বাত বা পিত্তপ্রধান হৃদ্রোগে এবং হৃদয়কুপিতবায়ুতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

অষ্টাদশ শতিকা প্রসারণী তৈল।

তিল তৈল ৬৪ সের, (ইদানীং সিকিমাত্রায় প্রস্তুত করা হয়।) কাথার্থ—মূল, পত্র ও শাখাসহ গন্ধভাদালিয়া ৩০০ পল, শতমূলী ১০০ পল, অশ্বগন্ধা ১০০ পল, কেয়ার মূল ১০০ পল দশমূলের প্রত্যেক পদ ১০০ পল বেড়েলা ১০০ পল, ঝিন্টীমূল ১০০ পল, পাকার্থ—জল ৬৪০০ সের, শেষ ৬৪ সের, কাঁজি ১২৮ সের, দধির মাত ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের শুক্ত ১৬ সের, ইক্ষুরস ১৬ সের, ছাগমাংসের কাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—ভল্লাতক, তগর-পাদুকা, শুঠ, পিপুল চিতেমূল, শটী, বচ, পিঁড়িংশাক গন্ধভাদালিয়া, পিপুলমূল দেবদারু, শুলফ, ছোট এলাচি, দারুচিনি, বালা, কুঙ্কুম কস্তুরী মঞ্জিষ্ঠা, শিলারস, নখী, অগুরু, কর্পূর, কুন্দুরুখোটী (বণিক দ্রব বিঃ।) হরিদ্রা লবঙ্গ, গন্ধতৃণ, রক্তচন্দন, কাঁকলা, বালুকা, মুতা, কৃষ্ণাগুরু, কুঠ, তেজপাত, শটী, রেণুক, শৈলজ, সরলকাষ্ঠ, কেতকী, ত্রিফলা, আলকুশীমূল, শতমূলী, সরলকাষ্ঠ, পদ্ম, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, বেণামূল, জটামাংসী জীবনীয়গণ পুনর্ণবা, দশমূল, অশ্বগন্ধা, নাগেশ্বর, রসাঞ্জন, লতাকস্তুরী ফল, জায়ফল পুগফল (সুপারি) শল্লকী, (অভাবে কুন্দুরু খোটী) ও গন্ধরস প্রত্যেক পল ৩ পল। এই তৈল মর্দনে—ত্বকগত বায়ু, পানে—কোষ্ঠগত, অন্নাম্বসহ মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণে—সূক্ষ্মনাড়ীস্থ, নস্যে—ঊর্দ্ধগত বস্তি ক্রিয়ায় পক্বাশয়স্থ এবং নিরূহ ক্রিয়াদ্বারা সর্ব্বদেহস্থ বায়ু প্রশমিত হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে যে শুষ্কবৃক্ষে এই তৈল সেচন করিলে তাহাও পুনর্জীবিত ও ফলশালী হয়। ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধও যুবার ন্যায় বলশালী হয় এবং পান করিলে নিঃসন্তান সন্তানবান হয়। ইহাদ্বারা নানাপ্রকার বাতব্যাধি ও পিত্তকফানুবন্ধ বাতব্যাধি সত্বর প্রশমিত হয়। বিস্তৃত করিয়া এই তৈল ব্যবহার করিবার নিয়ম লিখিত আছে।

বৃদ্ধ বৈদ্যের মতে এই তৈলের কাথে রাস্না ও দেবদারু না থাকিলেও রাস্না ৫০ প এবং দেবদারু ৫০ পল গ্রাহ্য। কিন্তু তাই বলিয়া জল অধিক দেয় নহে। এই ম "চক্রপাণি" সংগৃহ ত্রিফলা মিলিত ৩ পল, দশমূল মিলিত ৩ পল, জীবনীয়গণ মিলি ৩ পল গ্রাহ্য। এই তৈলে তেজপাত, মৌরীপাতা, মৌরী, কুড়, চাঁপাফুল, চো পুষ্পী, গেঁঠেলা, টেকচী, মরুবক (তুলসীভেদ।) প্রত্যেক ৩ পল পরিমাণ অধিক প্রযোজ্য এই তৈলের অধম কল্কদ্বারা প্রথম পাক মধ্যমকল্কদ্বারা ২য় পাক এবং উত্তমকল্কদ্বারা পাক করিবে কর্পূর ও কস্তুরী নামাইয়া ছাঁকিয়া মিশ্রিত করিবে এবং মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাক জলদ্বারা না করিয়া গন্ধোদক দ্বারা নির্ব্বাহ করিবে। গন্ধোদক প্রস্তুত বিধি। যথা—তেজপাতা, মৌরীপাতা বেণামূল, মুতা ও বেড়েলা প্রত্যেক ২৫ পল, কুড় ১২॥০ পল, জল ২৫ প্রস্থ, শেষ ১২॥ প্রস্থ বা ৫০ সে

তৃতীয় পাকের দ্রব্য। যথা—ছোটএলাচি, দারুচিনি, কুঙ্কুম, শিলারস, নখী, অগুরু, কুন্দুরুখোটি, কেতকী, পদ্ম, নাগকেশর, লতাকস্তুরী, জায়ফল, গন্ধরস, তেজপাত মৌরীপাতা, মৌরী, কুড়, চাঁপাফুল, শেঁঠেলা, তৈজ্রী ও মরুবক। দ্বিতীয় পাকের দ্রব্য। যথা—জগরপাদুকা, গন্ধভাদালিয়া মূল, দেবদারু, শুলফা, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, গন্ধতৃণ, রক্তচন্দন, লবঙ্গ, কাঁকলা, বালুকা, রেণুক, সরলকাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু বেণামূল, জীবনীয়দশক, দশমূল, অশ্বগন্ধা, মুতা ও জটামাংসী। অবশিষ্টদ্রব্য প্রথম পাকে প্রযোজ্য। এইমত অনুসারে ঔষধ পাক করাই শ্রেয়স্কর।

মহারাজপ্রসারণী তৈল।

কৃষ্ণতিল তৈল ৬৮ সের, ক্বাথার্থ—গন্ধভাদালিয়া ৩০০ পল, পীতঝিণ্টীমূল ২০০ পল, অশ্বগন্ধা ১০০ পল, এরণ্ডমূল ১০০ পল, বেড়েলামূল ১০০ পল, শতমূলী ১০০ পল, রাস্না ১০০ পল, পুনর্ণবা ১০০ পল, কেতকীমূল ১০০ পল, দশমূল প্রত্যেক ১০০ পল, পারিভদ্রছাল ১০০ পল, দেবদারু ৫০ পঞ্চাশ পল, শিরীষছাল ৫০ পল, লাক্ষা ২৫ পল, লোধ ২৫ পল, পাকার্থ জল—৮৪০০ সের, শেষ ১২৮ সের, শুক্ত ৬৪ সের, দুগ্ধ ১ মণ, অম্লদধি ১ মণ, দধিমাস্ত ১৬ সের, ইক্ষুরস ৩২ সের, ছাগমাংস ৩০০ পল, জল ১৮০ সের, শেষ ৬৮ সের, মঞ্জিষ্ঠা ৬০ পল, জল ৬০ সের, শেষ ১৫ সের। কল্কার্থ—ভল্লাতক, ত্রিকটু প্রত্যেক ৬ পল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সরলকাষ্ঠ, শুল্ফা, সমুদ্রকর্কট, (অভাবে কাঁকড়াশৃঙ্গী) বচ, চোরপুষ্পী শটী, মুতা, নাগরমুতা পদ্ম, নীলোৎপল পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠ, অশ্বগন্ধা, পুনর্ণবা, তাকুন্দবীজ, রসাঞ্জন, গন্ধতৃণ, হরিদ্রা, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ক্ষীরকাকোলী, কাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ৩ পল, দশমূল মিলিত ৬ পল, এই কল্কদ্বারা প্রথমপাক করিবে। ২য় পাকের কল্ক যথা—দেবপুষ্পী, (চোরহুলী, অভাবে-শঙ্খলতা) গন্ধরস, তেজপাত, কুন্দুরুখোটী, শৈলজ প্রিয়ঙ্গু, বেণামূল, মৌরী, জটামাংসী, দেবদারু, বেড়েলামূল, শিহ্লক, নবনীতখোটী, বালুকা, কাঠখোটী, ছোটএলাচ, কুন্দুরু, মুরামাংসী, বদরীপত্রনখী, অশ্বক্ষুরনখী, উৎপলপত্রনখী, তেজপাত, শল্লকী, খাটাশী, চম্পককলি, মদনফল রেণুক, পিড়িংশাক ও মরুবক, (গন্ধতুলসী) প্রত্যেক ৩ পল, পূর্বোক্তরূপ ৫০ সের গন্ধজলদ্বারা পাক করিবে ৩য় পাকের কল্ক। যথা—নাগকেশর, কুড়, দারুচিনি, রক্তকাষ্ঠ (অভাবে—শ্যামালতা) কুঙ্কুম, শ্বেতচন্দন শেঁঠেলা, লতাকস্তুরী, লবঙ্গ, অগুরু, কাঁকলা, জায়ফল, তৈজ্রী, এলাচি, লবঙ্গছাল প্রত্যেক ৩ পল, কস্তুরী ৬ পল কর্পূর ১২ তোলা, পাকার্থ—গন্ধোদক ৫০ সের, চন্দনোদক ২৫ সের। চন্দনোদক প্রস্তুত বিধি। যথা—শ্বেতচন্দন ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ২৫ সের। অথবা ২৫ সের জলে শ্বেতচন্দন ৫০ পল ঘষিয়া, গুলিয়া চন্দনোদক প্রস্তুত করিবে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া কর্পূর ও কস্তুরী একত্র পেষণ করিয়া কোনপাত্রে কিছু তৈল সহ আলোড়িত করিয়া, উষ্ণ উষ্ণ তৈলে

সম্যক্ মিশ্রিত করতঃ স্নিগ্ধপাত্রে স্থাপন করিবে। পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। এই তৈল মহাপ্রসারণী নামেও কথিত হয়।

এই তৈলোক্ত শুক্তসন্ধান বিধি। যথা—অম্লদধি /২ সের, কাঁজি ৪ আঢ়ক, দধি /২ সের, ইক্ষুগুড় /১ সের অম্লমূলক (কাঁজিকাপাত্রস্থিত অম্লমূলককন্দ) ৮ পল, খণ্ডীকৃত আদা ১৬ পল, পিপুল, জীরে, সৈন্ধব, হরিদ্রা, মরিচ প্রত্যেক ২ পল। এই দ্রব্যগুলি কুট্টিত করিয়া ঘৃত ভাবিত ভাণ্ডে ৮ দিন রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহা তৈলে প্রদান কালে চতুর্গুণ মিশাইয়া দিবে। চতুর্গুণ ত্বকের প্রত্যেক পদ ৬ তোলা গ্রহণ করিবে।

ইহাতে ছাগলাদ্যঘৃত ও বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত বিশেষ উপকারী। কফপ্রধান পক্ষাঘাতে বৃহৎবাতগজাঙ্কুশ, চিন্তামণি ও ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রয়োগ করিবে। বেদনাযুক্ত বাতে, সর্ব্বত্রই বৃহৎবাতগজাঙ্কুশ ফলপ্রদ। পিত্তাধিক্যে—বৃহৎবাত-চিন্তামণি, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি ও যোগেন্দ্ররস ব্যবহার্য্য। শুক্রক্ষয়জনিত পক্ষাঘাতে—রসরাজরস ব্যবহার করিবে। যদি ব্যাধিস্থান শুষ্ক হইতে থাকে, তবে অশ্বগন্ধাঘৃত, বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত, বৃহৎছাগলাদ্যঘৃত পান ও সপ্তপ্রস্থমাষতৈল, অশ্বগন্ধাতৈল ও শ্রীগোপালতৈল মালিশ করা কর্ত্তব্য। শোষক বায়ুতে রসরাজ-রস বিশেষ ফলপ্রদ। একাদশশতিক, অষ্টাদশশতিক ও মহারাজপ্রসারণী চরম অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। মহামাষতৈল, মহাকুক্কুটমাংসতৈল অবস্থাবিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেদনাযুক্ত বায়ুতে হংসাদিতৈল বা বৃহৎহংসাদিঘৃত মর্দ্দনার্থ প্রয়োগ করিলে আশু বাতবেদনা প্রশমিত হয়। ইহা সামবাতেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বৃহৎ হংসাদি ঘৃত (মাহেশ্বর)।

ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—হংস ৪টী, (১২॥ সের মাংস হওয়া আবশ্যক) জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল, সৈন্ধব, রেণুকা, জাতিফল, লবঙ্গ, তেজপত্র, অহিফেন ধুস্তুর, বকুল, আকন্দমূল, বেড়েলামূল, সমুদ্রফেন, ত্রিকটু, অগুরু, মুতা, কৃষ্ণজীরে, জীরে, বচ তালীশপত্র ও কুড় প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ—জল ১৬ সের। পাকান্তে ছাঁকিয়া তাহাতে সৈন্ধবচূর্ণ ২ তোলা, এরণ্ডতৈল /॥ সের, ভূলতাক্ষীর (কেঁচোর রস) /॥ সের মিশাইবে।

হংসাদি তৈল।

বৃহৎহংসাদি ঘৃতের কাথ ও কল্কদ্বারা যথারীতি তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া তাহাতে ভূলতাক্ষীর /১ সের ও সৈন্ধবচূর্ণ /৷ পোয়া মিশাইবে।

হংসাদিঘৃত (আক্ষেপে)

ঘৃত /১ সের, হংস ২টি, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। এরণ্ড তৈল /১ সের, দশমূল প্রত্যেক ১২ তোলা, জল ৮ গুণ দিয়া তৃতীয়াংশ থাকিতে নামাইবে। কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, পিপুলমূল, পদ্মকাষ্ঠ এরণ্ডমূল, শুকবৃন্তক, যমানী আলকুশী, পুনর্নবা, তালমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধব ও শুঠ প্রত্যেক ২ তোলা, হরিদ্রা, রসোন, চিতেমূল প্রত্যেক ৬ তোলা। পাকান্তে ১ তোলা অভ্রভস্ম মিশাইবে। এই ঘৃত কেহ কেহ কদাচিৎ পান করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

সপ্তপ্রস্থমাষ তৈল বা বৃহন্মাষ তৈল।

তিলতৈল /৪ সের, মাষকলাইয়ের কাথ /৪ সের, বেড়েলার কাথ /৪ সের, রাস্নার কাথ /৪ সের, দশমূলের কাথ /৪ সের, যব, কুলখকলাই ও কুলগুঠ এই মিলিত ও দ্রব্যের কাথ /৪ সের, ছাগমাংসকাথ /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—রাস্না, আলকুশীবীজ, সৈন্ধব, শুলফা, এরণ্ডমূল, মুতা, জীবনীয় গণ, বেড়েলা-মূল ও ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা। ইহাতে কম্পবাত, বাহুশোষ, অববাহুক, অর্দ্দিত, কুব্জ ও অপতানক আরোগ্য হয়। ইহা কর্ণশূল, কর্ণনাদ এবং বধিরেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই রোগে রাত্রিতে অন্নাহার নিষিদ্ধ। ছাগমাংসযুষ, সুজির রুটী, মুগের যুষ, মোহনভোগ ও লুচি প্রভৃতি এই রোগে পথ্য। অম্ল, ঝাল, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট দ্রব্য অপথ্য। ব্যায়াম, শীতসেবা, উত্তাপসেবন প্রভৃতি অহিতকর।

অথ অপতানক চিকিৎসা।

এই রোগ বিশুদ্ধ বায়ুৎপন্ন এবং আক্ষেপের অবস্থাবিশেষ মাত্র। ইহাতে দৃষ্টিশক্তি ও সংজ্ঞা লোপ হয় এবং রোগী এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ করিতে থাকে। হরীতকী, বচ, রাস্না ও অম্লবেতস—ইহাদের কাথে এক সিকি ঘৃত ও একসিকি সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অপতানক, অপতন্ত্রক ও আক্ষেপ নষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত কারণে দেহের খিচুনী হইলে "আক্ষেপ" এবং দেহকে ধনুকের ন্যায় বক্র ও আক্ষিপ্ত করিলে তাহাকে "অপতন্ত্রক" বলে। কেহ ২ এই ঔষধ চূর্ণরূপে ব্যবহার করেন, তৎপক্ষে হরীতকী প্রভৃতির চূর্ণ ॥০ সিকি মাত্রায় ১ তোলা পর্য্যন্ত ঘৃত লেহন করিবে। ইহাতে মহামাষতৈল, কুব্জপ্রসারণীতৈল, মহাবলাতৈল, মহাকুক্কুটমাংস তৈল, বৃহন্মাষ তৈল ও অষ্টাদশ বা একাদশ শতিকাপ্রসারণী তৈলের অভ্যঙ্গ এবং তৈল মর্দ্দনের পর স্বিন্নমাষকলাইয়ের স্বেদ বা "লবণস্বেদ" দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে "ছাগলাদ্যঘৃত" ও "দশমূলারিষ্ট" পান, "রসরাজরস" সেবন ও মাংসাদি দ্রব্যের "নাড়ীস্বেদ" বিশেষ উপকারী। অবস্থা বিশেষে যোগেন্দ্ররস, বৃহৎ বাতচিন্তামণি, চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ ও কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

রসোনপিণ্ড ও সমীরগজকেশরী শৈত্যাংশে, কুপিত বায়ুজনিতআক্ষেপের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা বেদনা নিবারক। আহারের পূর্ব্বে বচ ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া অনুদধি পান করিলে অপতানক প্রভৃতির আক্ষেপ উপশমিত হয়।

ধনুস্তম্ভ বা ধনুষ্টঙ্কার চিকিৎসা

ধনুস্তম্ভ—অন্তরায়াম ও বহিরায়াম আক্ষেপবিশেষ অপতানকের অবস্থাভেদ হেতু অপতানকের ন্যায় উহাদের চিকিৎসা করিবে। দেহ ধনুকের ন্যায় নত হইলে তাহাকে ধনুস্তম্ভ বা ধনুষ্টঙ্কার বলে। ধনুস্তম্ভ দুই প্রকার, যথা—অন্তরায়াম ও বহিরায়াম। রোগী ক্রোড়ের দিকে বক্র হইয়া পড়িলে তাহাকে অন্তরায়াম এবং পৃষ্ঠের দিকে নত হইয়া পড়িলে তাহাকে বহিরায়াম বলে। ধনুষ্টঙ্কার রোগ অত্যন্ত প্রাণনাশক। ইহাতে প্রথমতঃ চোয়াল বদ্ধ হইয়া যায়, ঘাড়ে বেদনা হয় ও পার্শ্বদ্বয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই রোগে শতকরা ২।৪টী লোক আরোগ্য হয়। ধনুষ্টঙ্কারের রোগী যদি দীর্ঘ সময় অর্থাৎ ১২ সপ্তাহের ঊর্দ্ধকাল ভোগ করে, তবে জীবনের অনেক আশা করিতে পারা যায়। রোগীকে সর্ব্বদা অন্ধকারে ও নির্জ্জনে রাখা কর্ত্তব্য। ইহাতে চোয়াল শেষে এমন ভাবে আটকাইয়া যায় যে একটু দুগ্ধপান করানও অসাধ্য হইয়া উঠে। চোয়ালে বালুকাস্বেদ ও মাষকলাই স্বেদ দেওয়া উচিত। প্রথমতঃ কোষ্ঠপরিষ্কারক ঔষধ দিয়া তৎপর অবসাদক ঔষধ দেওয়া বিধেয়। এই রোগে রোগীর বেশ জ্ঞান থাকে এবং প্রায়শঃ জ্বর থাকে না। যখন খিচুনী উঠে তখনই সেই খিচুনীস্থানের শিরা কোন বলবান ব্যক্তি ধরিলে রোগীর অনেক আরাম হইয়া থাকে। এই ভাবে কয়েকদিন রোগীকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে রোগের বেগ কমিয়া যায় এবং শেষে রোগীর জীবনেরও অনেক ভরসা হইয়া থাকে। খিচুনী কমিয়া গেলে শেষে অনেক রোগী একবারে অসার হইয়া পড়ে।

গর্ভপাত, অধিক রক্তস্রাব, আঘাত বা কোন দৈহিক ক্ষত হইতে ধনুষ্টঙ্কার হইলে তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে। রোগের শেষ অবস্থায় যখন খিচুনী কমিয়া যায়, তখন মধ্যে ২ রোগীকে গরম জলের 'টবে' বসাইয়া তৎপরে রোগীর শরীর শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা মোছাইয়া যথোপযুক্ত তৈলাদি মালিশ করিবে ও স্বেদ দিবে। রোগীকে তরল পথ্য দেওয়া উচিত এবং যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তদ্রূপ ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মল নিঃসরণের জন্য মধ্যে ২ পিচকারী দেওয়া যাইতে পারে।

সমীরগজকেশরী।

শোধিত কুঁচিলা, শোধিত অহিফেন ও মরিচচূর্ণ সমভাগ, বটী ১ রতি। অনুপান—পানের রস। ইহা নানাবিধ শিরা ও স্নায়ুগত ব্যাধিতে প্রযোজ্য।

অপতানক প্রভৃতিতে শরীর ধনুকের ন্যায় নমিত হইলে, চালিতা ভাতে সিদ্ধ দিয়া, সেই চালিতাবিজ্জল উক্ত ভাতসহ মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ অবস্থায় মাণপত্রে শায়িত রোগীর

সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিবে এবং চালিতাভাত যথাসাধ্য রোগীকে ভক্ষণ করাইবে। এইভাত আতপ তণ্ডুলের হওয়া আবশ্যক। কেহ২ বলেন রোগীকে মাণপত্রে শায়িত করিয়া মহামাষাদি (অভাবে কুব্জতিলতৈল) মালিশ করিয়া পশ্চাৎ উক্ত চালিতা'র রোগীর শরীরে মর্দ্দন করিবে। পাকের সময় এরূপ জল দিতে হইবে যেন ফেন গালিতে না হয় অথচ ভাতগুলি সুসিদ্ধ হয়। কেবল পাকা চালিতার বিজল মালিশ করিলেও আক্ষেপ ও অপতানক নষ্ট হয়।

অপতানকের চিকিৎসা যেরূপ লিখিত হইয়াছে দণ্ডাপতানকের চিকিৎসা সেরূপ নহে, কারণ উহা কফান্বিত বায়ুজাত। ইহাতে দণ্ডের ন্যায় শরীর স্তম্ভিত হইয়া তাহার আকুঞ্চনাদি ক্রিয়া নষ্ট হয়। এইরোগে কৃষ্ণচতুর্মুখ, বৃহৎবাতগজাঙ্কুশ, রসোনপিণ্ড, রসোনতৈল, সৈন্ধবাদিতৈল, কুব্জপ্রসারণীতৈল প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। এইরোগের প্রবৃদ্ধাবস্থায়, ত্রিশতীপ্রসারণী, সপ্তশতিকাপ্রসারণী প্রভৃতি তৈল, ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুলু, রসরাজরস ও চিন্তামণি ব্যবহার করিবে।

ত্রিশতী প্রসারণীতৈল।

গন্ধভাদালিয়া ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, এইরূপ অশ্বগন্ধার কাথ ১৬ সের, দশমূলের কাথ ১৬ সের, তৈল ১৬ সের, দধির মাত ১৬ সের, কাঁজি ৩২ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ—পিপুলমূল, যবক্ষার, গন্ধভাদালিয়া, সচললবণ, সৈন্ধব, মঞ্জিষ্ঠা চিতেমূল ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ২ পল, জীবনীয়দশক প্রত্যেক ১ পল, শুঠ ৫ পল, ভল্লাতকবীজ ৩০টী। এই তৈল সন্ধিগত, শিরাগত, শিরোগত ও অস্থিগতবায়ুনাশক। সচরাচর এইতৈল শিরোরোগেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে গৃধ্রসী, অপস্মার, উন্মাদ, ত্বগ্গত, স্নায়ুসন্ধিগত ও পাদপৃষ্ঠগত বায়ু নষ্ট হয়। পক্ষাঘাত এবং সর্ব্বাঙ্গবাতের শেষ অবস্থায় এই তৈল বিশেষ উপকারী। এই তৈলের গন্ধপাক করা কর্ত্তব্য।

এই রোগের পুরাতন অবস্থায় ছাগলাদ্যঘৃত ফলপ্রদ। প্রথম অবস্থায় তৈল মর্দ্দনান্তে কফস্বেদ দেওয়া আবশ্যক। ভাজা মাষকলাইয়ের স্বেদ এবং বিল্বাদিপঞ্চমূলেরনাড়ীস্বেদ উপকারী। ইহাতে বাতকফনাশকদ্রব্য পথ্য এবং কফবর্দ্ধক দ্রব্য অপথ্য।

অথ সর্ব্বাঙ্গ বাতব্যাধি চিকিৎসা

ইহার চিকিৎসা পক্ষাঘাতের ন্যায়। বায়ু, পিত্ত বা কফের সহিত অন্বিত হইয়া যে পক্ষাঘাত বা সর্ব্বাঙ্গগতবাত উৎপাদন করে তাহা সাধ্য। কেবল বাতজ পক্ষাঘাত বা সর্ব্বাঙ্গবাত অসাধ্য।

অথ গৃধ্রসী চিকিৎসা

কটি, পৃষ্ঠ, জানু ও জঙ্ঘা প্রভৃতিতে স্তব্ধতা ও তীব্র বেদনা হইলে তাহাকে গৃধ্রসী বলে। গৃধ্রসী ২ প্রকার। যথা—বাতজ ও বাতকফজ। বাতজ গৃধ্রসীতে কম্প বা স্পন্দন হইয়া থাকে। ইহাতে দশমূল, বেড়েলা, রাস্না, গুলঞ্চ ও শুঠ—ইহাদের কাথে ।৹ আনা এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। গৃধ্রসী মাত্রেই শ্লেষ্মানুবন্ধ থাকে সুতরাং তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্তব্য। শেফালিকা ফুলের পাতার কাথ মৃদু অগ্নিতে প্রস্তুত করিয়া পান করিলে গৃধ্রসী নষ্ট হয়। কেহ২ এই যোগ বাতকফাত্মক গৃধ্রসীতে ব্যবহার করেন। রাস্না ৮ তোলা ও গুগ্গুলু ১০ তোলা ঘৃত দ্বারা পেষণ করিয়া /৹ আনা মাত্রায় বটী করিবে। অনুপান—গরমজল। ইহা বাতকফজ গৃধ্রসীর মহৌষধ। পিণ্ডতগরের মূল, আদা সহ পেষণ করিয়া ঘোল সহ সেবন করিলে গৃধ্রসী নষ্ট হয়। বিশেষতঃ ইহা ব্রধ্ন (বাঘি) এবং কুচ্কী বেদনার মহৌষধ। গৃধ্রসীতে আমরস বা কফের অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে, শুঠের কাথে ।৹ তোলা এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে দশমূলের কাথে ।৹ তোলা এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। এরণ্ডতৈল আমবাত বা গৃধ্রসীর উৎকৃষ্ট ঔষধ; কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধতা না থাকিলে বা অতিসার থাকিলে ইহা প্রযোজ্য নহে। শেষোক্ত ২টী যোগ দ্বারা কটিশূলও নষ্ট হয়। ইহাতে তাজা মাষকলাইয়ের স্বেদ বিশেষ উপকারী। উরুস্তম্ভ রোগে যে সমস্ত ঔষধের বা প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার সকলই অবস্থাভেদে প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহাতে কফহর কোনও প্রসারণীতৈল ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। কফনাশক দ্রব্যই ইহার পথ্য।

অথ ক্রোষ্টুকশীর্ষ চিকিৎসা

দূষিত রক্ত ও বায়ু জানু মধ্যে শৃগালের মস্তকের ন্যায় এক প্রকার শোথ উৎপাদন করিলে তাহাকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ বলে। গুলঞ্চ ও ত্রিফলার কাথে, শোধিত গুগ্গুলু ।৹ তোলা এরণ্ডতৈল দ্বারা পেষণ পূর্ব্বক উষ্ণদুগ্ধ সহ পান করিলে অথবা শোধিত বৃদ্ধদারকবীজ ১ রতি /৶ পোয়া দুগ্ধ সহ পান করিলে এইরোগ প্রশমিত হয়। এই পীড়া বাতরক্তজ হইলেও চিকিৎসা ভেদার্থ বাতরক্ত হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। অবস্থাবিশেষে বাতরক্ত চিকিৎসায় এই রোগ প্রশমিত হয়। ইহাতে বৃহৎছাগাদ্য ঘৃত, শ্রীগোপাল তৈল, মহাবলা তৈল, মাষবলাদি তৈল, সপ্তপ্রস্থমাষ তৈল, শিবা গুগ্গুলু, ব্যাভারি গুগ্গুলু, পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈল, গুড়ূচ্যাদি তৈল, কৈশোর-গুগ্গুলু, অমৃতগুগ্গুলু, বৃহৎ যোগরাজ গুগ্গুলু, বৃহৎ বাতচিন্তামণি ও

যোগেন্দ্ররস অবস্থাবিশেষে ব্যবহার করিবে। বাতরক্তের প্রলেপাদি প্রয়োগ ইহাতে ফলপ্রদ। বেদনা ও দাহ প্রশমনার্থ পটোলপত্র, কটুকী, শতমূলী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ পান করিবে। এই কষায় দ্বারা ব্যাধিস্থান পরিষিক্ত করা হিতকর। দশমূল দ্বারা দুগ্ধ পাক করিয়া তদ্দ্বারা অথবা ঈষদুষ্ণ ঘৃত দ্বারা কিম্বা মেষদুগ্ধ দ্বারা পরিষেক করিলে বিশেষ উপকার হয়। শতধৌত ঘৃতের প্রলেপ দিলে অথবা ছাগদুগ্ধ দ্বারা এরণ্ডবীজ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা কৃষ্ণতিল ভাজিয়া দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করতঃ সেই দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ফললাভ হয়। এই রোগে রক্ত মোক্ষণ করার বিধি দৃষ্ট হয় না, কিন্তু যদি কিছুতেই শোথ উপশমিত না হয়, তবে রক্ত মোক্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক। রক্ত মোক্ষণান্তে বিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ইহার পথ্যাপথ্য বাতরক্তের ন্যায়।

অথ বিশ্বচী চিকিৎসা।

এই রোগে বাহুর আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া নষ্ট হয়। ইহাতে বাহুপৃষ্ঠস্থ শিরাসমূহ বাতাক্রান্ত হয়। সুতরাং ইহাতে আক্ষেপনিবারক বাতহর তৈল মর্দ্দন বিশেষ উপকারী। এইরোগ অধিকাংশ স্থলেই দুই হাতে হয়—কদাচিৎ একহাতে দৃষ্ট হয়। বিশ্বচী ও খল্লী একই জাতীয় ব্যাধি; সুতরাং খল্লী নিবারক ঔষধ ইহাতে ব্যবহার করিবে এবং বিশ্বচী নাশক ঔষধও খল্লীতে প্রয়োগ করিবে। বিশ্বচীতে অববাহুকরোগোক্ত দশমূলাদি কষায়ের নস্য—হিতকর। ইহাতে মহাবলাতৈল, মহামাষতৈল, নিরামিষ-মহামাষতৈল, সপ্তপ্রস্থমাষতৈল, বৃহৎছাগাদ্যঘৃত, রসরাজরস, যোগেন্দ্ররস ও বৃহৎ বাতচিন্তামণি হিতকর. মাষকলাই অথবা সৈন্ধবলবণের স্বেদ ইহাতে বিশেষ ফলপ্রদ। দশমূলের কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিশ্বচী, খঞ্জ, পঙ্গু ও ক্রোষ্টুকশীর্ষ আরোগ্য হয়। ইহাতে অম্ল ও বাতবর্দ্ধক দ্রব্য অপথ্য।

অথ খল্লী চিকিৎসা।

ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় শিরামোড় বা খিলধরা বলে। ইহাতে জঙ্ঘা, পদ, করমূল ইত্যাদি মোচড়াইতে থাকে। চুক্র দ্বারা (অভাব কাঁজি) কুড় ও সৈন্ধব লবণ পেষণ করিয়া তৈল মিশ্রিত করতঃ ঈষৎ উষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিলে খল্লী ও তজ্জনিত বেদনা নষ্ট হয়। স্নিগ্ধদ্রব্য (তিল, সর্ষপ ও মসিনা প্রভৃতি) কাঁজি দ্বারা বাটিয়া সৈন্ধব সংযোগে গরম করতঃ স্বেদ, মর্দ্দন বা উপনাহ প্রদান করিলে ফল লাভ হয়। বিশ্বচীতে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তাহাই প্রযোজ্য।

অথ সুপ্তিবাত চিকিৎসা।

সুপ্তিবাতে পুনঃ পুনঃ রক্ত মোক্ষণ করিবে এবং সৈন্ধব ও গৃহধূম (ঝুল) তৈল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে। পক্ষাঘাতে যে সমস্ত তৈল, ঔষধাদি লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তাহা প্রয়োগ করা যায়। তালকেশ্বর রস ও পলাশাদি বটী ইহাতে ফলপ্রদ।

তালকেশ্বর রস।

রসসিন্দূর ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, ভাং ৮ ভাগ, পুরাতন ইক্ষুগুড় ১০ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া ।০ সিকি তোলা হইতে ॥০ তোলা পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে দুগ্ধ অনুপানে সেবন করিয়া ছায়ায় উপবেশন করিবে।

পলাশাদি বটী।

পারদ ও গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া পলাশবীজের স্বরসে ৩ দিন মর্দ্দন করতঃ বা (ভাবনা দিয়া) শোধিত কুঁচিলাবীজচূর্ণ কজ্জলীর ষোড়শাংশ মিশ্রিত করিয়া ১ রতি বটী করিবে। অনুপান—দুগ্ধ। এই ঔষধ পানরস সহ সেবন করিলে শিরা ও স্নায়ুগত রোগ প্রশমিত হয়। এই রোগে দুগ্ধান্ন পথ্য করিলে রোগ সত্বর আরোগ্য হয়। রক্তদুষ্টিই এই রোগের প্রধান হেতু, সুতরাং ইহাতে রক্তবিশুদ্ধিকারক ঔষধও ব্যবহার্য্য।

অথ বেপথু বায়ু চিকিৎসা।

সর্ব্বাঙ্গ বা মস্তকের কম্পন হইলে তাহাকে "বেপথু" বলে। শৈত্যাংশে বায়ু প্রকুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে; সুতরাং ইহাতে শীতল ক্রিয়া নিষিদ্ধ এবং গরম থাকাই কর্ত্তব্য। যাহাতে ব্যাধি স্থানে বাতাস এবং শীতল জল না লাগে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইহাতে দ্বিগুণাখ্য রস, কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ, মহামাষ তৈল, সপ্তপ্রস্থ মাষতৈল, মহাকুক্কুটমাংস তৈল, বিশেষতঃ—নকুলতৈল ফলপ্রদ।

দ্বিগুণাখ্য রস।

গন্ধক ১ ভাগ ও পারদ ২ ভাগ একত্রে উত্তমরূপ কজ্জলী করিয়া লৌহহাতায় বা অগ্নিতাপে পর্প টীর ন্যায় চটী প্রস্তুত করিবে। পরে উহা চূর্ণ করিয়া তৎসম হরীতকী মিশ্রিত করিয়া ৭ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিবে। তৎপর দিন হইতে প্রতিদিন ১ করিয়া বৃদ্ধি করিবে। ইহা ২০ রতির ঊর্দ্ধে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। ২০ রতি

প্রত্যহ ১ রতি করিয়া কমাইয়া পুনর্ব্বার ৭ রতি পর্য্যন্ত করিবে। এইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া ১॥ মাস যাবৎ ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অনুপান দুগ্ধ বা গরম জল। এই ঔষধ ব্যবহার কালে যথেষ্ট দুগ্ধ পান করিবে এবং দুগ্ধার, ঘৃত ও মিশ্রিচূর্ণ পথ্য করিবে। অম্ল—বাতহর হইলেও বেপথুবাতে (কম্পবাতে) প্রয়োজ্য নহে।

অথ অঙ্গশোষ চিকিৎসা।

ইহাতে শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে, সুতরাং পুষ্টিকর বাতনাশক ঔষধ সমূহ প্রয়োগ করিবে। অশ্বগন্ধাঘৃত, বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত, বৃহৎ ছাগাদ্যঘৃত, অশ্বগন্ধা-তৈল, মহামাষ তৈল, সপ্তপ্রস্থমাষতৈল, শ্রীগোপালতৈল, অষ্টাদশ-শতিকাপ্রসারণী তৈল, ত্রৈলোক্য চিন্তামণি, বৃহৎ বাতচিন্তামণি, যোগেন্দ্র-রস ও রসরাজ রস এই পীড়ার প্রশস্ত ঔষধ। ইহাতে যাবতীয় পুষ্টিকর দ্রব্য পথ্য। ব্যায়াম, চিন্তা, অগ্নিতাপ ও মৈথুন প্রভৃতি অহিতকর।

অথ কুব্জ চিকিৎসা।

কুপিত বায়ু, হৃদয় বা পৃষ্ঠদেশকে স্ফীত ও বেদনাবিশিষ্ট করিলে তাহাকে কুব্জ বলে। ইহাতে "ভদ্রদার্ব্বাদিগণ" ও "দশমূল" বিশেষ উপকারী। সুতরাং উহা দ্বারা কষায়, তৈল, ঘৃত ও উপনাহাদি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

এই রোগ বাতপ্রধান বা বাতশ্লেষ্মা প্রধান। বাতশ্লেষ্মপ্রধান অবস্থায় কুব্জপ্রসারণী তৈল বিশেষ হিতকর। বাতপ্রধান স্থলে মহামাষতৈল, সপ্তপ্রস্থমাষতৈল, সিদ্ধার্থকতৈল ও একাদশশতিকাপ্রসারণী প্রভৃতি তৈল, দশমূলঘৃত ও ছাগাদ্যঘৃত ব্যবহার করিবে। প্রসারণী ঘটিত তৈল এই রোগে বিশেষ হিতকর।

কুব্জবিনোদরস।

পারদ, গন্ধক, হরীতকী, হরিতাল, বিষ, কটুকী, ত্রিকটু গন্ধবোল ও জয়পাল প্রত্যেক সমভাগ। ভৃঙ্গরাজ, মনসাসীজ ও আকন্দ পত্রের রসে পৃথক্ ২ ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। ইহাতে বাতশ্লেষ্মপ্রধান কুব্জতা ও আমবাত প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

সিদ্ধার্থক তৈল।

তৈল /৪ সের, শতমূলীরস /৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, আদারস /৪ সের। কল্কার্থ—তগরপাদুকা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বেড়েলা, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাচি, শালপাণি, রাম্না, অশ্বগন্ধা, বরাক্রান্তা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, চাকুলে, বচ, গন্ধতৃণ, সৈন্ধব ও ত্রিকটু মিলিত /১ সের।

এ রোগ বহুকালাতীত হইলে আরোগ্য হয় না। অর্কাদিতে "বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ" ব্যবহার করা যায়। ইহাতে বেশ বিশেষ উপকারী এবং বহুবহুক জন্য অশশ্য।

অন্তর্কুণী ও প্রতিতুণী চিকিৎসা।

মলাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া গুহ্য, লিঙ্গ বা যোনিপ্রদেশে উহা বিশেষভাবে ব্যাপ্ত হইলে তাহাকে " " বলে এবং ঐরূপ বেদনা গুহ্য, লিঙ্গ বা যোনি প্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া প্রবলবেগে পক্বাশয়ে গমন করিলে তাহাকে "প্রতিতুণী" বলে। তুণী বা প্রতিতুণীতে ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা "পিপ্পল্যাদিগণের" চূর্ণ ।০ আনা মাত্রায় সেবন করিবে।

পিপ্পল্যাদিগণ। যথা—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতেমূল, শুঠ, মরিচ, এলাচি, বনযমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি পাতা, রেণুক, জীরে, বামুনহাটী, মহানিম্বফল, হিং, রোহিণী, (হরীতকী) কটকী, সর্ষপ, বিড়ঙ্গ, আতৈষ ও মূর্ব্বামূল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। এই চূর্ণ কফনাশক, আমপাচক, বেদনা ও গুল্মনাশক। যদি কফের কোনও লক্ষণ প্রকাশিত না থাকে, তবে বাতপ্রাবল্যাবস্থায় ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা "সৈন্ধবলবণ" পান করিবে। অথবা যবক্ষার ।০ সিকি এবং হিং ৩ রতি একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ তোলা ঘৃতসহ পান করিবে। ইহাতে সত্বর বাতজনিত বেদনা নিবারিত হয়। বেদনা মাত্রেই "যবক্ষার" আশুফলপ্রদ। কিন্তু তাহার কোনও স্থায়িত্ব নাই। অবস্থাবিশেষে কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ, চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ, বৃহৎ বাতচিন্তামণি, ধাত্রীলৌহ এবং শূলাধিকারের ঔষধ সমূহ ব্যবহার করিবে। অত্যন্ত বেদনা নিবারণার্থ "বিন্দুতৈলাদির" অভ্যঙ্গ করিয়া পেটে স্বেদ দেওয়া আবশ্যক। উদরের উর্দ্ধভাগের বেদনায় ধুস্তুরযুক্ত মালিশ করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে। অষ্টাদশ শতিকাপ্রসারণী তৈলের অভ্যঙ্গে অথবা মজ্জস্নেহ বা চতুঃস্নেহের পানাভ্যাসে পরিণামাবস্থায় বিশেষ ফললাভ হইবার সম্ভাবনা।

মজ্জস্নেহ।

গ্রাম্য কচ্ছপ বা জলজ জীবের অস্থিসমূহ ছিন্ন (চূর্ণ প্রায়) করিয়া জলে পাক করিবে। পাক করিতে ২ জলের উপরিভাগে ভাসমান যে স্নেহপদার্থ দৃষ্ট হইবে, তাহা গ্রহণ করিবে। ঐ স্নেহ (পূর্ণ মাত্রায়) /৪ সের, দশমূলের কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ /৮ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, শ্যামলতা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, আলকুশীবীজ, [illegible] ও জীবনীয়দশক মিলিত /১ সের তৈলবৎ পাক করিবে। ইহাতে শিরা, অস্থি ও কোষ্ঠগত বায়ু নষ্ট হয়। পানার্থে—অনুপান উষ্ণদুগ্ধ। মাত্রা ।০ তোলা। যাহাদের মজ্জা, শুক্র, ও ওজঃধাতু ক্ষীণ, তাহাদের পক্ষে ইহা অমৃতোপম। ইহা বলকর ও পুষ্টিকর।

চতুঃস্নেহ।

তৈল /৪ সের, ঘৃত /৪ সের, বসা /৪ সের মজ্জা /৪ সের—একুনে স্নেহ ১৬ সের।

ক্বাথার্থ—ত্রিফলা মিলিত /২ সের, কুলথকলাই /১ সের, সজিনা মূলের ছাল ৫ পল, অড়হর ৫ পল, রাস্না ও চিতেমূল প্রত্যেক ২ পল, দশমূল প্রত্যেক ১ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। পাকার্থ—সুরা, আরনাল, (কাঁজি) অম্লদধি, সৌবীরক, তুষোদক, কুলত্থের কাথ, দাড়িম্বরস, পুরাতন তেঁতুলের জল প্রত্যেক /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—জীবনীয়-গণক মিলিত ৬ পল, যথাবিধি পাক করিবে। ইহার অপর নাম "মহাস্নেহ"। ইহার অভ্যঙ্গে শিরাগত, অস্থিগত ও মজ্জাগতবায়ু এবং সর্ব্বাঙ্গবাত, একাঙ্গবাত, বেপথুবাত, শূল ও আক্ষেপ নষ্ট হয়। ইহা বাতব্যাধির উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই স্নেহে বাতহর পুরাতন সুরা গ্রহণীয়।

ধুস্তুর ঘৃত।

পুরাতন ঘৃত /৪ সের, পাকার্থ—ধুতুরা পাতার রস ১৬ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ চূর্ণ /২ সের সৈন্ধব /॥ সের, পাকার্থ—জল ১৬ সের। ইহা বেদনা নিবারক। ইহাতে বাতবর্দ্ধক অন্নপানীয় "অপথ্য" এবং অতিশয় লঘুপাকদ্রব্য "পথ্য"।

অথ আধ্মান চিকিৎসা।

ইহা পক্বাশয় অসুখ। পক্বাশয়ে বায়ু আবদ্ধ থাকিয়া উদর স্ফীতি, বেদনা ও উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ হইলে তাহাকে আধ্মান বলে। যদি ইহাতে আধ্মাত স্থান শক্ত বা মলযুক্ত বোধ হয়, তবে "ফলবর্ত্তি" দ্বারা বিরেচন করাইবে। বিনা বিরেচনে আধ্মান দূরীভূত হইবে না। পেটে তৈলজল মালিশ করিয়া সেক দিলেও আধ্মান নিবারিত হয়। ইহাতে "পিকুটেকল" প্রভৃতির অভ্যঙ্গ বিশেষ ফলপ্রদ। "ভাস্করলবণ" ও "শঙ্খদ্রাব" প্রভৃতি আধ্মানের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা উদরাধ্মান প্রশমিত না হইলে, "হিঙ্গ্বাদি" প্রভৃতি বাতহর ঔষধ, ত্রিফলা ক্বাথ ব্যবহার করাইবে। "টার্পিনটেল" মালিশ করিলে অনেক সময় আধ্মান নিবারিত হয়। ক্রিমি জনিত আধ্মানে ২।১ ফোঁটা টার্পিনটেল জলসহ সেবন এবং ঐ তৈল মর্দ্দন বিশেষ ফলপ্রদ। এইরূপ আধ্মানে "কীটারি" প্রভৃতি ক্রিমিঘ্ন ঔষধও ব্যবহার্য্য। কমলালেবুর রস, বেদানার রস, কাঁজি এবং মিশ্রির জল ভিন্ন অন্য কোনও পদার্থ আধ্মান সময়ে সেবন করিবে না। "অজীর্ণে" যে সমস্ত ঔষধ ও প্রলেপ লিখিত হইয়াছে, ইহাতেও তৎসমুদায় প্রযোজ্য। কাঁচিসঙ্গ বস্তুগুলারা সেক দিলে ফললাভ হয়। অধুনা "ফলবর্ত্তির" ব্যবহার নাই; সুতরাং তৎপরিবর্ত্তে পিচকারী দ্বারা মল নির্গমন করান কর্ত্তব্য। এই পীড়ায় এরণ্ডতৈল প্রভৃতি দ্বারা বিরেচন করান নিষিদ্ধ; কারণ তাহাতে "অলসক" বা "বিসূচিকার" উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে পক্বাশয় অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়; সুতরাং রোগ আরোগ্য হইলেও ২।৪ দিন অত্যন্ত লঘুপথ্য সেবন করিবে। ব্যাধি আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত লঙ্ঘন দেওয়া উচিত। পীড়া আরোগ্য না হইতেই পথ্য করিলে পীড়ার

পুনরাগমন অথবা অর্শঃ বা বিসূচী হইবার আশঙ্কা। ইহাতে "কল্যাণলবণ" প্রভৃতি পক্কাশয়গত বায়ুর ঔষধ সমূহ ব্যবস্থা করিবে এবং **কদাচ বমন প্রয়োগ করিবে না;** কারণ তাহাতে আধ্মান অধিক হইয়া অলসকে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। আধ্মানের প্রথম অবস্থায় লেবুর রসসহ সোডা বা সোডার জল পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। উদরের উপর ধাতুপাত্র রাখিয়া তাহার উপর শীতল জলধারা দান করিলে আধ্মান উপশমিত হইয়া থাকে।

অথ প্রত্যাধ্মান চিকিৎসা।

ইহাতে প্রথমেই বমন করান কর্ত্তব্য। এই রোগ আমাশয় সমুত্থ সুতরাং বমন দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যগুলি বিনির্গত হইলে সহজেই পীড়ার উপশম হয়। ইহাতে উদর বা পার্শ্বদেশ স্ফীত হয় না। অপরিপক্ক আহারীয় দ্রব্যই প্রত্যাধ্মানের কারণ; সুতরাং উহা নির্গত না হইলে সত্বর ব্যাধির উপশম হওয়া অসম্ভব। লবণ এবং উষ্ণজল দ্বারা বমন করাইবে। যদি তাহাতে বমন না হয়, তবে অশোধিত তাম্রভস্ম অথবা তুঁতে চূর্ণ /০ আনা পরিমাণ জলসহ সেবন করাইবে এবং কিছুক্ষণ পরে গলায় অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া বমি করিবে। প্রত্যাধ্মানের পরিমাণ কম হইলে অথবা বমনের সুবিধা না হইলে দীপনীয় ঔষধ "চিত্রকাদি গুটিকা," "শঙ্খদ্রাব," "মহাশঙ্খবটী" প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। তাহাতে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হইয়া ক্রমশঃ স্ফীততা কম হইবে। **ইহাতে কদাচ বিরেচন প্রয়োগ করিবে না।** কারণ তাহাতে বিরেচন না হইয়া রোগীর বিশেষ গ্লানি হইয়া থাকে। অনেক সময় ইহাতে রোগ বর্দ্ধিত হইয়া অলসক বা বিসূচিকাক্রান্ত হইতে পারে। এই পীড়ায় লঙ্ঘন প্রশস্ত। ব্যাধি আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত কদাচ কোনও দ্রব্য আহার করিবে না। পীড়ার অবসানেও কিছুদিন অতিশয় লঘুপথ্য দেওয়া বিধেয়। অন্যথায় পুনর্ব্বার ব্যাধি প্রকাশিত হইতে পারে। ইহাতে আমাশয়গত বায়ুর চিকিৎসা করিবে। বিষ্টব্ধাজীর্ণের প্রলেপ ও স্বেদ এবং আমাজীর্ণের ঔষধ এই ব্যাধিতে প্রযোজ্য।

অথ প্রত্যষ্ঠীলা ও অষ্ঠীলিকা চিকিৎসা।

বিচলনশীল বা অচল, নাভির অধোদেশস্থিত পাষাণখণ্ডবৎ কঠিন বাতকৃত গ্রন্থি-বিশেষকে অষ্ঠীলিকা বলে। ইহাই উদরে তির্য্যগ্ (বক্র) ভাবে উত্থিত হইলে এবং বিশেষ বেদনা যুক্ত হইলে তাহাকে প্রত্যষ্ঠীলা বলে। ইহা সঞ্চারী ও কেবল বাতময় হইলে গুল্মের ন্যায় চিকিৎসা করিবে; অন্যথা অন্তর্বিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসাই বিধেয়। অতি বাতময় হইলে

মহাবলা তৈল, নারায়ণ তৈল প্রভৃতি মালিশ করিবে এবং "চিন্তামণিচতুর্মুখ" প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিবে। এই রোগে প্রায়শঃ কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে সুতরাং কোষ্ঠ পরিষ্কারার্থ ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে সত্বর রোগোপশমের সম্ভাবনা নাই। যদি কালান্তরে গ্রন্থি মাংসাশ্রিত হয়, তবে অন্তর্বিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ক্ষারদ্রব্য ও বিরেচকদ্রব্য ঘটিত ঔষধ ইহাতে ফলদায়ক। সুতরাং গুল্ম ও বিদ্রধি অধিকারের তাদৃশ ঔষধ ব্যবহার করিবে। ক্লেদদ্রব্য, শাক, কাঁচাকলা, আলু ও অন্যান্য গুরুপাক দ্রব্য ইহাতে "অপথ্য" এবং যাহা সত্বর জীর্ণ হয় ও বলকর তাহাই "পথ্য"।

অথ পাদদাহ চিকিৎসা।

এই ব্যাধি পিত্তরক্তান্বিত বাতজ, সুতরাং ইহার চিকিৎসা পিত্তাধিক বাতরক্তের ন্যায়। ইহাতে গমনাগমনে দাহাতিশয্য হইয়া থাকে। শতধৌত ঘৃত, নাগকেশর ও গোক্ষুর একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা দশমূলের অর্দ্ধশৃত কষায় দ্বারা পরিষেচন করিলে পীড়ার উপশম হয়। ইহাতে গুড়ূচ্যাদি তৈল, গুড়ূচ্যাদি লৌহ, পিত্তান্তক লৌহ, বৃহৎবাতচিন্তামণি, মাষবলাদি তৈল, বিষ্ণু তৈল, ও নারায়ণ তৈল প্রয়োগ করিবে। হস্তাদির দাহেও পাদদাহের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ইহার পথ্যাপথ্য বাতরক্তের ন্যায়।

কফ বাতজ পাদহর্ষ ও কেবল বাতজ ঝিন্‌ঝিনি বাত চিকিৎসা।

পদদ্বয়ে বোধ না থাকিলে, ঝিন্‌ঝিনি বেদনা যুক্ত হইলে এবং পুনঃ ২ শিহরিয়া উঠিলে তাহাকে পাদহর্ষ বলে। দশমূলের কাথে হিং ১ রতি ও কুড়চূর্ণ ৩ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পাদহর্ষ আরোগ্য হয়। "কুব্জপ্রসারণী তৈল" মালিশে বা "রসোনতৈল" প্রভৃতির অভ্যঙ্গ দ্বারা এই রোগ (পাদহর্ষ) আরোগ্য হইয়া থাকে। "কৃষ্ণচতুর্মুখ" ও "বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ সেবনেও ফললাভ হইয়া থাকে। 'মহামাষ তৈল" প্রভৃতির অভ্যঙ্গ এবং "সমীরগজকেশরী ও বৃহৎবাতচিন্তামণি" প্রভৃতি সেবনে ঝিন্‌ঝিনে বাত আরোগ্য হয়।

অথ মিন্‌মিন্ গদ্‌গদ চিকিৎসা।

শব্দবাহিনী ধমনী সমূহ কফসংযুক্ত বায়ু কর্ত্তৃক দূষিত হইলে, মিন্‌মিনে বা গদ্‌গদেভাষী হইতে হয়। ইহাতে কল্যাণকলেহ, ব্রাহ্মীঘৃত, ছাগলাদ্যঘৃত, বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। চিন্তামণি, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি ও মহালক্ষ্মীবিলাস ঔষধ অবস্থাভেদে ব্যবহার করা যাইতে পারে। জিহ্বান্তরে যে সমস্ত প্রক্রিয়া ও

ঔষধ লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তৎসমুদায় ব্যবহার্য্য। এই রোগে স্বতন্ত্র কোনও দ্রব্য ব্যবহার্য্য নহে।

অথ পঙ্গু, খঞ্জ, কলায় খঞ্জ ও বাতকণ্টক চিকিৎসা।

এই ব্যাধি গুলি প্রায়ই এক জাতীয়। খঞ্জ ও পঙ্গুতে দশমূল, বেড়েলা, রাস্না, গুলঞ্চ ও শুঁঠ—ইহাদের কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। "রসোনশাস্ত্রগুগ্‌গুলু" সেবনে খঞ্জ ও পঙ্গু আরোগ্য হয়। এই কয়েকটী রোগ শিরাসঙ্কোচ জন্য উৎপন্ন হয়। এক পায়ের ঊর্দ্ধ জঙ্ঘায় বড় শিরা সঙ্কুচিত হইলে খঞ্জ, এইরূপ দুই পায়ের শিরা সঙ্কুচিত হইলে পঙ্গু এবং পা ফেলিবার সময় যদি উহা কাঁপিতে থাকে তবে তাহাকে "কলায়খঞ্জ" কহে। শিরাপ্রসারক প্রসারণী ঘটিত "কুব্জপ্রসারণী" প্রভৃতি তৈল ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই কয়েকটী রোগেই মহাকুক্কুটমাংস তৈল, সপ্তপ্রস্থমাষ তৈল, মহামাষতৈল ও নিরামিষ "মহামাষ তৈল" ব্যবহার করিবে। ইহাতে "ছাগলাদ্যঘৃত ও বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত" পান হিতকর এই সকল রোগে তৈল ঔষধ যেরূপ কার্য্যকারী, রসঘটিত বা চূর্ণ ঔষধ সেরূপ কার্য্যকারী নহে। দশমূল, মাষকলাই, বেড়েলা রাস্না, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও এরণ্ড ইহাদের স্বেদ বিশেষ উপকারী। খঞ্জ ও পঙ্গুতে কটীতে ও উরুতে, কলায়খঞ্জে পায়ের সমস্ত স্থানে এবং বাতকণ্টকে পায়ে ও গুল্‌ফ দেশে স্বেদ দেওয়া বিধি। শিরাগত বায়ুতে ও আক্ষেপে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে, অবস্থাবিশেষে ইহাতেও তাহা প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ "সমীরগজকেশরী" এই রোগ সমুদায়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অন্যান্য যাহা আবশ্যক বুঝিবেন তত্তৎস্থলে চিকিৎসক স্ববিবেচনায় কার্য্য করিবেন।

বাতব্যাধির সাধারণ পথ্যাপথ্য। যথা—দিবসে পুরাতন চাউলের ভাত, রোহিত, মাগুর, শিঙ্গী, কৈ প্রভৃতি টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল, বুট, মুগ ও মসূরের ডাল, পটোল, আলু, ওল, ডুমুর, মাণকচু, কুষ্মাণ্ড, বেগুন মোচা ও কপি প্রভৃতি তরকারী ছাগ বা বন্য কুক্কুটের মাংস, সুমিষ্ট আম, পেপে, আতা, বেদানা, মিষ্ট দাড়িম্ব, আঙ্গুর, কিস্‌মিস্, দুগ্ধ ইত্যাদি। রাত্রিতে রুটী বা লুচি পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। অসহ্য হইলে লঘুপথ্য ব্যবস্থেয়।

বাতব্যাধির সাধারণ অপথ্য যথা—শাক, দধি, গুড়, খেসারী, মটর, কালাই প্রভৃতি ডাল, অধিক মিষ্টদ্রব্য, দিবা নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, মাদক দ্রব্য সেবন, মৈথুন ও শৈত্যসেবন ইত্যাদি।

অথ বাতরক্ত চিকিৎসা।

এই ব্যাধি "সুশ্রুতে" বাতব্যাধি অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, কারণ বায়ুই দূষিত রক্তকে চালিত করিয়া বাতরক্ত উৎপাদন করে। কিন্তু "চরকে" বাতব্যাধির পরে বাতরক্ত লিখিত হইয়াছে। যাহাহউক আমাদের মতেও বাতব্যাধির পরেই এই ব্যাধির বিবরণ লিখা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ, এইব্যাধির বাতজনিত অসাধারণ অশীতি প্রকার বিকারের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হয় নাই, পরন্তু নিদানভেদ, সম্প্রাপ্তিভেদ ও চিকিৎসাভেদও আছে। এই ব্যাধি বাতপ্রধান বলিয়া বাতব্যাধির অনন্তর লিখিত হইতেছে।

সাধারণতঃ এই ব্যাধি হাতে বা পায়ে উৎপন্ন হয়, তৎপর ক্রমশঃ সমস্ত শরীরব্যাপী হইয়া থাকে। রক্ত দূষিত না হইলে এই ব্যাধি উৎপন্ন হয় না, সুতরাং রক্ত পরিষ্কারক ঔষধও ইহাতে প্রযোজ্য। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, রক্ত ও পিত্ত সমধর্ম্মী; সুতরাং এই রোগে সর্ব্বত্রই পিত্তপ্রশমক ঔষধ আবশ্যক। দুষ্টরক্তই এই ব্যাধির কারণ, এইজন্যই তদ্দোষ নিরাকরণার্থ সর্ব্বাগ্রে সযত্ন হওয়া কর্ত্তব্য। কারণের উচ্ছেদে ব্যাধির উপশম হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ দুষ্টবায়ু আশ্রয়হীন হইয়া থাকিতে পারে না, সুতরাং আশ্রয়ীভূতদূষিতরক্ত প্রকোপ প্রশমিত হইলে, বায়ুও প্রশমিত হইবে। এইজন্যই এইরোগে বাতহর ঔষধের প্রয়োগ অপেক্ষা পিত্তহর ঔষধের প্রয়োগ অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সাধারণ লোকেও ইহাকে পিত্তব্যাধি বা পিত্তজব্যাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যদি বায়ু আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করা হেতু রক্তদোষ উপশম হওয়ার পরেও ব্যাধিপ্রশমিত না হয়, তবে বাতহর স্বতন্ত্র ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পরন্তু, যদি বায়ু প্রশমিত না হইলে তৎপ্রকোপ বশতঃ ব্যাধির উপশম না হয়, তবে বাতপিত্তহর ঔষধ প্রযোজ্য। এই রোগ বাতপ্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও উহা রক্ত অপেক্ষা প্রধান নহে।

বাতরক্তও পিত্তাধিক বা কফাধিক হইতে পারে। দূষিতবায়ুকর্ত্তৃক দুষ্টরক্ত চালিত হইয়া, বাঁধি প্রভাবে হস্তে ও পদে এই পীড়া উৎপন্ন করে বলিয়া ইহাকে রক্তবাত না বলিয়া বাতরক্ত বলা হয়। এই রোগে প্রথমতঃ বিদাহিদ্রব্যদ্বারা রক্ত দুষ্ট হয় পরে বাতপ্রকোপকক্রিয়াদ্বারা বায়ু দূষিত হইয়া সেই দুষ্ট রক্তকে, হস্তে বা পায়ে চালিত করে। এই ব্যাধিতে বায়ু—দোষ এবং রক্ত—দূষ্যপদার্থ। অম্ল, লবণ, ক্ষার, ঝাল, সুরা, দধি, কাঞ্জি প্রভৃতি বিদাহিদ্রব্য। সুতরাং এই সকল দ্রব্য এইরোগে ব্যবহার্য্য নহে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে বাতপ্রকোপকদ্রব্যও পরিত্যাজ্য। রক্তপ্রকোপক ও বাতপ্রকোপকদ্রব্যদ্বারা যুগপৎ রক্ত ও বায়ু প্রকুপিত হইয়াও ব্যাধি উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাতে সমুদায় মৎস্য ও মাংস অপথ্য। উষ্ণবীর্য্যদ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, মূলক, তিলবাটা কুলথকলাই, মাষকলাই, শিম, শাক ও আসব ইহাতে অহিতকর। হস্তী, উষ্ট্র ও অশ্ব প্রভৃতি কম্পনশীল যানে গমনেও এই পীড়া হইয়া থাকে। কারণ ইহাতে বায়ুবৃদ্ধি এবং রক্তের

রক্তগুড়ূচী তৈল বিশেষ উপকারী। যদি বাতরক্তের ক্ষতে কীট বা পূয অথবা ব্যাধিস্থান কণ্ডূযুক্ত হয়, তবে গোমূত্র পাকের বাসরক্তগুড়ূচী তৈল মহারুদ্র তৈল ব্যবহার করিবে। ৫টী হরীতকী বাটিয়া সমপরিমাণ ইক্ষুগুড়সহ ণ করতঃ তৎপর গুলঞ্চের কাথ পান করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। গুলঞ্চ নাশক, ধাতুপোষক ও রসায়ন। বাতপ্রধান বাতরক্তে বাতব্যাধির মহাবলা-ল বিশেষ উপকারী।

দ্রব্য সংযোগে গুলঞ্চের ক্রিয়ান্তর। যথা—গুলঞ্চ, ঘৃতসহ— , ইক্ষুগুড়সহ—কোষ্ঠবদ্ধতা, চিনিসহ—পিত্ত, মধুসহ—কফ; রেড়ীতৈলসহ ভক্ষণে— বাতরক্ত ও শুঁঠের সহিত সেবনে—আমবাত নষ্ট হয়। আমবাতে গুলঞ্চ ও ঠের কাথ সেবন করিলে বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে। গুলঞ্চের স্বরস, কাথ, কল্ক সত্ব বহুদিন ব্যবহৃত হইলে বাতরক্ত ও জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়। বহুকালের তরক্তে অধিক বেদনা বোধ হইলে, দশমূলসাধিত দুগ্ধ বা ঈষদুষ্ণ ঘৃত ধিস্থানে পরিষেক করিবে। পিত্তপ্রধান বাতরক্তে অত্যন্ত দাহ থাকিলে পটো-াদি কষায় পান করিবে। গুলঞ্চের চিনি /০ আনা মাত্রায় ঘৃতমধুসহ াতঃকালে সেবন করিলে, আশু বাতরক্তের দোষ সংশোধিত হয়। ইহা অত্যুৎকৃষ্ট য়।

বাতপ্রধান বাতরক্তে ছাগদুগ্ধ ও ঘৃতদ্বারা গোধূমচূর্ণ মর্দন করিয়া ঈষদুষ্ণ রতঃ প্রলেপ দিবে। রক্তোত্তরে বা পিত্তপ্রধানে উহাই শীতল অবস্থায় প্রয়োগ রিবে। এরণ্ডবীজ ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়াও পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করা যায়। ত্তপ্রধান বাতরক্তের উপদ্রব নিবারণার্থ শতধৌতঘৃতের প্রলেপ বা ভেড়ার ধ পরিষেক ফলদায়ক। কৃষ্ণতিল খোলায় ভাজিয়া, দুগ্ধে নির্ব্বাপিত রতঃ উক্ত দুগ্ধদ্বারা উহা পেষণ করিয়া ব্যাধিস্থানে প্রলেপ দিলে সত্বর ক্ষতসহিত বং দাহ নিবারিত হয়। উপরি লিখিত প্রলেপগুলি দাহযুক্ত ক্ষতে ব্যবহৃত ইয়া থাকে।

আমলকী, হরিদ্রা ও মুস্তার কষায় পান করিলে অথবা কুলেখাড়ার মূল ও লঞ্চের কষায় পিপুল চূর্ণ /০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ৩ সপ্তাহে কফাধিক াতরক্ত উপশমিত হয়। কেহ২ বলেন, অন্যান্য আহার ত্যাগ করিয়া কেবল ত ও গুড় পেট ভরিয়া আহার করিলে, বাতরক্ত আরোগ্য হয়; ইহা শাস্ত্রের ক্তি হইলেও অতীব কষ্টকর বিধায় আজকাল অব্যবহার্য্য হইয়াছে। এই যোগ ক্ত রোগে দৃষ্টফল। ত্রিদোষজ বাতরক্তে যে দোষের আধিক্য থাকিবে তাহারই চিকিৎসা করিবে। সমভাবে কুপিত হইলে মিশ্রচিকিৎসা বিধেয়। সর্ব্বজবাতরক্তে (আঢ্যবাতরক্তে) বাতোত্তরে—গুড়ের সহিত হরীতকী, পিত্তোত্তরে—গুলঞ্চের কষায় ও কফোত্তরে—পিপ্পলী বর্দ্ধমানযোগ অভ্যাস করিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে অব-

I

প্রকোপ ও সঞ্চালন সত্বরেই সম্পাদিত হয়। এস্থলে বায়ু ও রক্ত যুগপৎ কুপিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই ব্যাধিতে ঐ প্রকার যানারোহণ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। রক্তগতবাতে দুষ্টবায়ু অদুষ্ট রক্তকে আশ্রয় করিয়া তীব্র বেদনা ও সন্তাপ প্রভৃতি জন্মায়; কিন্তু এই ব্যাধিতে বায়ু ও রক্ত উভয়েই দূষিত হয়। এই রোগ উত্তান ও গম্ভীর ভেদে ২ প্রকার। ত্বক মাংসাশ্রিত হইলে উত্তান এবং মেদ প্রভৃতি ধাতুকে আশ্রয় করিলে গম্ভীর বলে। উত্তান সুখসাধ্য কিন্তু গম্ভীর কষ্টসাধ্য। উত্তানের নামান্তর বাহ্যবাতরক্ত। এই রোগ ১ বৎসরের অধিক হইলে এবং অত্যন্ত গলিত বা স্ফুটিত হইলে অসাধ্য হয়। ব্যাধির প্রকোপ কম হইলে ১ বৎসরের অধিক দিনের বাতরক্তও আরোগ্য হইতে পারে। এই রোগকে অনেকে কুষ্ঠবিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু তাহা ঠিক না হইলেও কুষ্ঠের অনেক সাধর্ম্ম্য ইহাতে দৃষ্ট হয়। আমাদের মতে এই ব্যাধি কেবল সম্প্রাপ্তি ও চিকিৎসাভেদে কথঞ্চিৎ ভিন্নমাত্র—নতুবা একইজাতীয়। যেহেতু ইহার সহিত কুষ্ঠের নিদান ও চিকিৎসায় বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। কুষ্ঠের (পিত্তরক্তাধিক) ঔষধ ইহাতে ব্যবহৃত হইয়া ফলপ্রদ হইয়া থাকে। এইরোগের ঔষধও কুষ্ঠের অবস্থাভেদে বিলক্ষণ কার্য্যকারী হয়। কুষ্ঠে যে সমস্ত দ্রব্য অপথ্য ইহাতেও তাহাই অপথ্য। বাতরক্তের অপথ্য দ্রব্যও কুষ্ঠে অপথ্য। কুষ্ঠে রক্ত দূষিত হয়, ইহাতেও রক্ত দূষিত হইয়া থাকে। বাতরক্তের ব্যাধিধর্ম্ম ও স্বভাবক্রিয়া পৃথক থাকায় এবং ব্যাধিবিপরীত ঔষধ নির্দ্দিষ্ট থাকায় কুষ্ঠ হইতে বাতরক্ত ভিন্ন হইয়াছে। এই রোগ প্রায়শঃ স্থূল, যুবা ও প্রৌঢ়ের জন্মিয়া থাকে।

অথ উত্তান বা বাহ্যবাতরক্তের চিকিৎসা।

প্রলেপ, অভ্যঙ্গ, অবসেক ও উপনাহ দ্বারা বাহ্যবাতরক্তের চিকিৎসা করিবে। আস্থাপন ও স্নেহপান প্রভৃতি দ্বারা গম্ভীর বাতরক্তের চিকিৎসা করিবে। বাতরক্তের রক্ত শিরাদ্বারা স্থানান্তরপ্রসরণশীল হইলে উভয়বিধ বাতরক্তেই শৃঙ্গ, অলাবু, সূচী বা জোঁকদ্বারা অথবা প্রচ্ছন (আঁচড়ান) ক্রিয়াদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। রোগী কৃশ, রুক্ষ বা বাতপ্রধান হইলে, রক্তমোক্ষণ বিধেয় নহে। গুলঞ্চের কাথে গুগ্‌গুল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতরক্ত সত্বর আরোগ্য হয়। শোধনের নিমিত্ত তোলা* এবং শমনার্থ—।০ হইতে ॥০ তোলা পর্য্যন্ত গুগ্‌গুল ব্যবহৃত হয়। কেবল গুলঞ্চের কাথ পান করিলেও বাতরক্ত আরোগ্য হয়। বাতরক্তে গুলঞ্চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে রোগীর অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ব্যাধি সর্ব্বাঙ্গগ তাহাকে রাস্নাগুড়ূচ্যাদি কষায় পান করাইবে। এই অবস্থায় দুগ্ধপাকে

ধরিয়া তদনুসারে কর্ষ পরিমাণ দ্রব্য গ্রহণীয়। এই যোগ সুশ্রুতোক্ত; সুতরাং সুশ্রুতের পরিমাণ গৃহীত হইল। ইহা বিরেচক। ইহাদ্বারা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, পামা, কাপালিককুষ্ঠ ও কণ্ডু প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

কৈশোর গুগ্‌গুলু।

শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু /২ সের, ত্রিফলা প্রত্যেক /২ সের, গুলঞ্চ /৪ সের, জল ৬৪ সের। লৌহপাত্রে পাক করিয়া ৪৮ সের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং গুগ্‌গুলু ভিন্ন কাথ্যদ্রব্যগুলি পরিত্যাগ করিবে। পরে ঐ উক্ত কাথে গুগ্‌গুলু গুলিয়া পুনঃ পাক করতঃ ঘনীভূত হইলে নামাইবে এবং অত্যন্ত শীতল হইলে ত্রিফলা মিলিত ৪ তোলা, ত্রিকটুচূর্ণ মিলিত ১২ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, তেউড়ীমূলচূর্ণ ২ তোলা, দন্তীমূলচূর্ণ ২ তোলা, গুলঞ্চের চিনি (অভাবে গুলঞ্চের চূর্ণ) ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশাইবে। দুগ্ধ, বা সুগন্ধি জলসহ ॥০ তোলা মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিবে। ইহাতে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শোথ, উদর ও প্রমেহপিড়কা আরোগ্য হয়।

পুনর্ণবা গুগ্‌গুলু।

গুলঞ্চ /৪ সের, শ্লথ পোট্টলিবদ্ধ মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু /২ সের, ত্রিফলা প্রত্যেক /২ সের ও শ্বেত পুনর্ণবা /২ সের। এই সমস্ত দ্রব্য কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করতঃ ১৬ সের থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিবে। ঘন হইলে, দন্তী, চিতেমূল, পিপুল, শুঁঠ, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দারুচিনি ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ৪ তোলা ও তেউড়ীমূল ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ নামাইবে। ইহার মাত্রা ও অনুপান পূর্ব্ববৎ। এই ঔষধের গুগ্‌গুলু পূর্ব্ববৎ কাথে গুলিয়া দিবে। ইহা পূর্ব্ববৎ গুণকারক ও আমবাতনাশক।

বাতরক্তান্তক লৌহ।

জাতিফল ২ তোলা, লবঙ্গ ২ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা ও তাম্র ১ তোলা। বটি ২ রতি। গুলঞ্চ রস ও মধুসহ সেব্য।

নিম্বাদি চূর্ণ।

নিমছাল, গুলঞ্চ, হরীতকী ও আমলকী প্রত্যেক ১ পল, সোমরাজী ১ পল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, পিপুল, যমানী, বচ, জীরা, কটুকী, খদিরকাষ্ঠ, সৈন্ধব, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, দেবদারু ও কুড় প্রত্যেক ২ তোলা। মাত্রা /০ আনা হইতে ১/০ আনা। গুলঞ্চের কাথসহ সেব্য। এই ঔষধ [illegible] [illegible]

কার্ষিক কষায় প্রযোজ্য। ইহা দৃষ্টফল ও সর্বপ্রকার বাতরক্তনাশক। কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে সর্ববিধ বাতরক্তেই অমৃতাদিকষায় ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রসিদ্ধ রক্ত পরিষ্কারক ঔষধ। কেহ ২ অবস্থানুসারে এই কষায়ের সহিত সোণামুখী, কটুকী, অনন্তমূল, চোপচিনি, রৈউচিনি ও যষ্টিমধু যোগ করিয়া থাকেন। আমাদের মতে ঐ সকলের সঙ্গে অধিকন্তু জোলেফা, সালিম মিশ্রি ও শতামাসমা যোগ করিলে আরও ফলপ্রদ হয়। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে সোণামুখী, কটুকী ও জোলেফা ভেদক; সুতরাং উহা আবশ্যক মত বিশেষ বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিবে। চিকিৎসক আবশ্যক বোধ করিলে, অতিরিক্ত দ্রব্যগুলি ব্যবহার করিবেন বটে, কিন্তু ঔষধের সর্বসমষ্টি ১৬ পদের অধিক হওয়া কর্ত্তব্য নহে। **কৈশোর গুগ্‌গুলু** বাতরক্তের ব্যাধি-বিপরীত ঔষধ এবং ইহা সর্ববিধ বাতরক্তেই সাদরে ব্যবহৃত হয়। শোথযুক্ত বাতরক্তে **পুনর্ণবা গুগ্‌গুলু** বিশেষ হিতকর। **নিম্বাদি চূর্ণ** পিত্তশ্লৈষ্মিক বাতরক্তে প্রযোগ করিবে। **গুড়ূচ্যাদি লৌহ** বাতরক্তের ব্যাধিবিপরীত ঔষধ। এই ঔষধ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **অমৃতাঙ্কুর লৌহ, বাতরক্তান্তক রস, হরিতাল ভস্ম, মহাতালকেশ্বর রস ও বাতরক্তান্তক লৌহ** ইহাতে ব্যবহার করিবে। **গুড়ূচীঘৃত ও গুড়ূচ্যাদি তৈল** এই রোগের মহৌষধ। গম্ভীর বাতরক্তে উক্ত তৈল ও ঘৃত ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। **শতাবরীঘৃত** দাহাধিক বাতরক্তে বিশেষ ফলপ্রদ। বাতাধিক বাতরক্তে **দশপাকবলা তৈল** পরম হিতকর। বাতযুক্ত বাতরক্তে **পিণ্ড তৈল, মহাপিণ্ড তৈল** বিশেষ কার্য্যকারী। **বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি তৈল, বৃহৎ গুড়ূচী তৈল, খুরকপাদ্যক তৈল, নাগবলা তৈল ও বাসারুদ্রগুড়ূচী তৈল** এই রোগের অবস্থা-বিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাসাগুড়ূচ্যাদি কষায়। যথা—বাসক, গুলঞ্চ ও সোণালুফলমজ্জা ইহাদের কাথে ১০—১॥০ তোলা পরিমাণ এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা ভেদক।

পটোলাদি কষায়। যথা—পটোলপত্র, কটুকী, শতমূলী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ।

নবকার্ষিক কষায়। যথা—ত্রিফলা, নিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কটুকী, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা প্রত্যেক পদ ৸/২ রতি, মোট দ্রব্য ৭।০ তোলা, জল আট গুণ অর্থাৎ ৬০ তোলা, শেষ ১৫ তোলা, ছাঁকিয়া, পরিমিতরূপ (৵ আধ পোয়া) পান করিয়া অবশিষ্ট ত্যাগ করিবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। ইহার প্রত্যেক দ্রব্য ১ কর্ষ হিসাবে ৯টী দ্রব্যে ৯ কর্ষ গ্রহণ করিয়া কষায় প্রস্তুত করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম নবকার্ষিক কষায়। . . ৫ রতিতে মাষা

বাতরক্তান্তক রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, শিলাজতু, গুগ্‌গুলু, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, সমুদ্রফেন, পুনর্নবা, দেবদারু, চিতে, দারুহরিদ্রা, শ্বেত অপরাজিতামূল প্রত্যেক সমভাগ। ত্রিফলার কাথে ও ভৃঙ্গরাজরসে যথাক্রমে পৃথক ৩ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—নিমপাতার চূর্ণ ২ রতি ও বিশুদ্ধ গব্যঘৃত ॥০ তোলা।

অপর বাতরক্তান্তক রস।

ইহাতে পূর্ব্ববৎ পারদ হইতে গুগ্‌গুলু পর্য্যন্ত দ্রব্য লইয়া তৎপর শ্বেত অপরাজিতা মূল, দারুহরিদ্রা, সোমরাজী, চিতে, পুনর্নবা, দেবদারু, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ। ভাবনাদি পূর্ব্ববৎ। নিমের কাথসহও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এই উভয় ঔষধের মধ্যে যথাক্রমে সমুদ্রফেন ও সোমরাজী প্রভেদ।

গুড়ূচ্যাদি লৌহ (ব্যাধি বিপরীত)

ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ, (মুতা, চিতেমূল, বিড়ঙ্গ) গুলঞ্চের চিনি প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহভস্ম ১০ তোলা। ৩,৪ রতি বটী করিবে। ইহা বাতরক্ত ও নানাবিধ পিত্তজ-ব্যাধিনাশক।

অমৃতাঙ্কুর লৌহ।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, রক্তচন্দন, অভ্র, লৌহ, গুগ্‌গুলু প্রত্যেক ৮ তোলা। ত্রিফলা প্রত্যেক ৪ তোলা, ঘৃত /১ সের, আমলকী ১০০টী, ত্রিফলার কাথ /৪ সের লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। মাত্রা।০ সিকি তোলা হইতে ॥০ তোলা।

হরিতাল ভস্ম।

হরিতাল ৮ পল, বিষ ২ পল। এই দুইদ্রব্য, শ্বেত আঁকড়ার রসে খল করিয়া গোলক করিবে। পরে একটী স্থালীতে ১৬ তোলা পলাশক্ষার রাখিয়া তাহার উপর গোলক স্থাপন করিবে এবং ঐ গোলক ২৪ তোলা আপাংএর ক্ষার দ্বারা আবৃত করিয়া স্থালীর মুখ শরা দ্বারা আচ্ছাদিত করতঃ অহোরাত্র জ্বাল দিবে এবং শীতল হইলে নামাইয়া বিশুদ্ধ কর্পূরবৎ শুভ্র হরিতাল ভস্ম গ্রহণ করিবে। ইহা বাতরক্ত, কুষ্ঠ ও জ্বর নাশক। মাত্রা ১ রতি। অনুপান—নিম বা গুলঞ্চের কাথ। এই ঔষধ গলিত কুষ্ঠেও বিশেষ ফলপ্রদ।

মহাতালকেশ্বর রস।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালী দ্বারা ভস্মীকৃত হরিতাল ॥০ তোলা, শোধিত আমলাসা গন্ধক ॥০ তোলা ও উৎকৃষ্ট তাম্রভস্ম ১ তোলা উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া, মুখবদ্ধ করতঃ অহোরাত্র পাক করিবে এবং শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিবে। ইহা কুষ্ঠ, বাতরক্ত, শ্বিত্র, বিশেষতঃ অষ্টবিধ শূলনাশক।

হরিতাল ভস্ম। (প্রকারান্তরে)

বংশপত্রী হরিতাল—চাকুন্দেপাতা ও শরপুঙ্খপাতার রসে পুনঃ ২ মর্দ্দন করিয়া (উভয়ের রস একবারে একত্রে দিতে হইবে) ও পুনঃ ২ শুষ্ক করিয়া (এইরূপ অন্ততঃ ৭ বার করিতে হইবে) মুসা মধ্যে স্থাপন করতঃ মুখ বন্ধ করিয়া উপরে ও নীচে পলাশক্ষার দিয়া হাঁড়ির মধ্যে রাখিবে। তদনন্তর অহোরাত্র তীব্রজাল দিবে। লবণ যন্ত্রর ন্যায় পলাশক্ষার দ্বারা হাঁড়ি পূর্ণ করিতে হইবে। এই ভস্ম কর্পূরবৎ শুভ্র হইবে এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ধূম উঠিবে না। এইরূপ হইলে পাক সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহার অনুপানাদি ও গুণ পূর্ব্ববৎ। মুগ, মসুর ও ছোলার ডাইল ইহার বিশেষ পথ্য। হরিতাল বিষ। সুতরাং ইহার ধূম নাসিকা রন্ধ্র দ্বারা শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে হৃদ্রোগ, পক্ষাঘাত, শ্বাস এমন কি মৃত্যুও হইতে পারে। এজন্য প্রশস্ত প্রান্তরে বা নদীতীরে অতি সতর্কতার সহিত হরিতালভস্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

গুড়ূচী ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, গুলঞ্চেরক্কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—গুলঞ্চ ১ সের। ইহা বাতরক্ত ও কুষ্ঠনাশক।

শতাবরী ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ /৪ সের, কল্কার্থ—শতমূলী /১ সের।

গুড়ূচী তৈল।

তৈল /৪ সের, গুলঞ্চের ক্বাথ ১৬ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—গুলঞ্চ /১ সের। ইহা বাতরক্ত ও পিত্তজদাহাদি নাশক।

বৃহৎ গুড়ূচী তৈল।

তিলতৈল /৪ সের, ক্বাথার্থ—গুলঞ্চ ১২৷৷ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পীতচন্দন, (অভাবে রক্তচন্দন) শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, রাস্না, বলাডুমুর, অনন্তমূল, জীবন্তী, গেঁঠেলা, ত্রিকটু, হাকুচবীজ, থানকুনি, রাখালশসার মূল, গেঁঠেলা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, গুলফা ও ছাতিমছাল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহাদ্বারা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কামলা, পাণ্ডু, বিসর্প, কণ্ডু, দাহ ও বিস্ফোট প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি তৈল।

তিল তৈল ১৬ সের, ক্বাথার্থ—গুলঞ্চ ১২৷৷ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, জীবনীয় দশক, কুড়, এলাচি, অগুরু, দ্রাক্ষা, জটামাংসী, ব্যাঘ্রনখী, (অভাবে কেলেকোড়া মূল) নলী, রেণুক, মুণ্ডিরী, ত্রিকটু, গুলফা

ভৃঙ্গরাজ, অনন্তমূল, দারুচিনি, তেজপাত, বচ, গোয়ালেলতা, (অথবা জয়ন্তী) আমলকী শালপাণি, তগরপাদুকা, নাগকেশর, বালা, পদ্মকাষ্ঠ, উৎপল ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল বাতপ্রধান বাতরক্তে বিশেষ ফলপ্রদ।

দশপাক বলা তৈল। (প্রকৃতি সম সমবেত বাতরক্তে)

তৈল /৪ সের, শ্বেতবেড়েলামুলের কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, শ্বেত বেড়েলামূলের কল্ক /১ সের, যথাবিধি পাক করিবে। এইরূপ কল্ক ও কাথাদি দ্বারা এই তৈল আরও ৯ বার পাক করিতে হয়। ইহা বাতপিত্ত নাশক।

প্রকৃতি সমসমবেত সমস্ত ব্যধিতেই বহু পাক অযুক্ত থাকিলেও তৈল বা ঘৃত দশপাক বলা তৈলের ন্যায় বহুবার পাক করিলে অতিশয় গুণাধিক্য হয়। বাতব্যাধির মহামাষাদি তৈল ও এইরূপ ১০।২০।৫০ বা ১০০ বার পাক করা যাইতে পারে। বিকৃতিবিষমসমবায়ারব্ধ ব্যাধিতে এইরূপ বহুবার পাক করা নিষিদ্ধ।

গুলঞ্চের কাথ ও দুগ্ধ দ্বারা, গুলঞ্চের কাথ কল্ক দ্বারা, লাক্ষার কাথ দ্বারা যষ্টিমধু ও গাম্ভারীর কাথ দ্বারা তৈল পাক করিয়া বাতরক্তে ব্যবহার করা যায়। এই সকল তৈলে দুগ্ধ মিশ্রিত করিলে গুণোৎকর্ষ হইয়া থাকে। কেবল যষ্টিমধুর কাথ কল্ক দ্বারাও তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করা যায়। এই সকল তৈল প্রকৃতিসমসমবেত ব্যাধিতেই প্রশস্ত। ইদানীং ইহাদের প্রয়োগ অতি বিরল।

খুরুকপদ্মক তৈল

তৈল /৪ সের, শ্বেতপদ্ম, বেণামূল, যষ্টিমধু ও হরিদ্রা ইহাদের কাথ ১৬ সের, কল্কার্থ—শ্বেতধুনা, মঞ্জিষ্ঠা, ক্ষীরকাকোলী, কাকোলী ও রক্তচন্দন মিলিত /১ সের। খুরুকপদ্মক শব্দে শ্বেতপদ্ম বুঝায়।

নাগবলা তৈল

তৈল ১৬ সের, কাথার্থ—গোরক্ষচাকুলে ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ—যষ্টিমধু ৫ পল ও তগরপাদুকা ৫ পল। এই তৈল বাতনাশক।

পিণ্ডতৈল।

তৈল /১ সের, মোম, মঞ্জিষ্ঠাচূর্ণ, শ্বেতধুনা ও অনন্তমূলচূর্ণ মিলিত /। পোয়া অহোরাত্র তৈলে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইবে। ইদানীং এই তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করা হয়। পাকার্থ তৈল /৪ সের এবং ঐ সকল দ্রব্যের কল্ক /১ সের, জল ১৬ সের।

পিণ্ডতৈল (দ্বিতীয় প্রকার)

তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—অনন্তমূল, শ্বেতধুনা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু ও মোম মিলিত /১ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কেহ২ এই তৈলকে মহাপিণ্ড তৈল বলেন।

পিণ্ডতৈল। (তৃতীয় প্রকার)

এরণ্ডতৈল /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—অনন্তমূল, মোম, শ্বেতধুনা ও যষ্টিমধু মিলিত /১ সের।

মহাপিণ্ডতৈল।

তৈল /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কাথার্থ—গুলঞ্চ ১২৷৷ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গন্ধভাদালিয়া ১২৷৷ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। সোমরাজি ১২৷৷ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—পিণ্ড (শিলারস), শ্বেতধুনা, নিসিন্দা, ত্রিফলা, সিদ্ধি, বৃহতী, দন্তীমূল, কাঁকলা, পুনর্নবা, চিতেমূল, পিপুলমূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, খাটাশী, নাটাকরঞ্জ, শ্বেতসর্ষপ, সোমরাজী, চাকুন্দেবীজ, বাসক, নিম, পটোলপত্র, আলকুশীবীজ, অশ্বগন্ধা ও সরলকাষ্ঠ প্রত্যেক পাদ ২ তোলা। ইহাতে বাতরক্ত, নানাবিধ কুষ্ঠ, গ্রন্থিবাত, আমবাত, অঙ্গবেদনা, ভগন্দর, অর্শঃ ও জ্বর নষ্ট হয়। চিকিৎসকগণ কণ্ডু বা কফপ্রধান অথবা ক্লেদান্বিত ক্ষতবহুল বাতরক্তে প্রায়ই ইহা ব্যবহার করিয়া সিদ্ধকাম হইয়া থাকেন।

বাসারুদ্র গুড়ূচী তৈল।

কটুতৈল /৪ সের, কল্কার্থ—পুনর্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বার্ত্তাকু, বৃহতী, দারুচিনি, কণ্টকারী, নাটাকরঞ্জ, নিসিন্দা, বাসকমূল, আপাং, পটোলপত্র, ধুস্তূর, দাড়িমফলের ছাল, দন্তীমূল, দন্তী ও ত্রিফলা প্রত্যেক ৪ তোলা। বিষ ১৬ তোলা ত্রিকটু প্রত্যেক ৩ পল। গুলঞ্চ /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, বাসকের স্বরস /৪ সের (অভাবে বাসক ছালের কাথ /৪ সের), পাকার্থ—জল /৪ সের। আমরা এই তৈল নানাবিধ বাতরক্তে ব্যবহার করিয়া থাকি। গলিত ও স্ফুটিত বাতরক্তেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ত্বকের বৈবর্ণ্য ও কালিমা নষ্ট হয়।

মহারুদ্র তৈল।

কটুতৈল /৪ সের, দণ্ডকলসের পত্রের রস /১ সের, ধুতুরাপত্রের রস /১ সের, আকন্দপত্রের রস /১ সের ভাং পাতার রস /১ সের, শূলমর্দ্দনের রস /১ সের, আদার রস /১ সের খদিরের রস /১ সের জয়পাল পত্রের রস /১ সের। কল্কার্থ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কট্‌ফল, কৃষ্ণজীরে, শুঁঠ, মরিচ, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, বিড়ঙ্গ, রাস্না, দেবদারু, বেড়েলা, নিমছাল, মুতা, রক্তচন্দন, সাজ, মূর্ব্বামূল, কুড়, ধনে, অপামার্গ ও মঞ্জিষ্ঠা প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহাতে বেদনা-প্রবল বাতরক্ত ও কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

বাতরক্তান্তক লৌহ।

গুলঞ্চের কাথ /৪ সের ও ত্রিফলার কাথ /৪ সের। এই দুই কাথের সহিত শোধিত গুগ্‌গুলু /১ সের ও ভল্লাতক (অভাবে রক্তচন্দন) ১৬ তোলা,

মিশাইয়া পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে, ত্রিফুলোথ পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা (উভয়ে কজ্জলী করিয়া) অভ্র ৮ তোলা, লৌহ ১৬ তোলা, তেউড়ী, রাখালশসার মূল, ত্রিকটু, গুলক, দন্তী, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, স্বর্ণভস্ম প্রত্যেক ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া সুন্দররূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। মাত্রা—।৹ সিকি তোলা হইতে ।৹ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—গুলঞ্চের ক্বাথ। ইহাতে স্ফুটিত এবং গলিত বাতরক্তও আরোগ্য হয় ইহার ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ অতি বিরল।

পথ্য—পুরাতন হৈমন্তিক ধান্যের অন্ন, দুগ্ধ, ঘৃত, ডুমুর, পটোল, মাণকচু, হেলেঞ্চা, নিমপত্র ও উচ্ছে প্রভৃতি তিক্তরসযুক্ত তরকারী, মুগ, মসূর, বা বুটের ডাল, দ্রাক্ষা, মিশ্রি ও মোহনভোগ ইত্যাদি।

অপথ্য—দিবানিদ্রা, উত্তাপসেবন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, ব্যায়াম, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, কুলত্থকলায়, মাষকলায়, বরবটী, ক্ষারদ্রব্য, জলজ বা আনুপমাংস, মৎস্য, সংযোগ বিরুদ্ধ দ্রব্য, দধি, ইক্ষু, মূলক, মদ্য, তিলবাটা, অম্ল, কাঁজি, কটুদ্রব্য, উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, গুরুপাকদ্রব্য, পেঁয়াজ, রসোন ও ছাতু ইত্যাদি।

অথ উরুস্তম্ভ চিকিৎসা।

এইরোগ বাতব্যাধি বিশেষ এবং কফাবৃত বাতের সহিত ইহার বিশেষ সাধর্ম্ম্য আছে বিধায়, বাতব্যাধির পর, এইব্যাধি লিখিত হইয়া থাকে। ইহা 'সুশ্রুতে' বাতব্যাধি অধিকারে লিখিত হইয়াছে। এই রোগ মেদঃকফাবৃতবাতজ সুতরাং কফাবৃত বাতের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিতে হইবে। উরুপ্রদেশ কফ ও মেদ দ্বারা স্তম্ভিত হয় বলিয়া ইহার নাম উরুস্তম্ভ রাখা হইয়াছে। প্রথমে আবরককফ ও মেদঃ নষ্ট করিয়া পশ্চাৎ বাতের চিকিৎসা করিবে। মেদঃ কফধর্ম্মভূয়িষ্ঠ, সুতরাং কফক্ষয়কর ঔষধ মেদোনাশক। যে সমস্ত বস্তু কফহর, অথচ বাতবর্দ্ধক তাহা ইহাতে প্রযোজ্য নহে। এই রোগে স্নেহপান, অভ্যঙ্গ, বস্তি ও বিরেচন নিষিদ্ধ। প্রথম অবস্থায় রুক্ষক্রিয়া বিশেষ হিতকর। শিলাজতু ও গুগ্‌গুলু মেদঃকফনাশক। সুতরাং উহা দশমূলের ক্বাথ বা গোমূত্র সহ অবস্থা বিশেষে পান করাইবে। শিলাজতুর মাত্রা ৵৹ ও গুগ্‌গুলুর মাত্রা—৹ সিকি। পূর্ব্বোক্ত ষড়ূষণ চূর্ণ ইহাতে জলসহ পান করিবে অথবা পঞ্চকোলারিষ্ট সেবন করিলেও ফল লাভ হয়; শঠীর (শঠশাক) এবং অরিষ্ট (নিমপাতা চূর্ণ) মধুদ্বারা লেহন করিলে উপকার হয়; চই, হরীতকী, রক্তচিতে মূল ও দেবদারু চূর্ণ মধুদ্বারা লেহন করিলে উরুস্তম্ভ উপশমিত হয়। নাটাকরঞ্জপাতা, সোঁদালপাতা ও সর্ষপ গোমূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া ব্যাধিস্থানে প্রলেপ দিবে।

বল্মীক মৃত্তিকা (উই মাটী) ও সর্ষপচূর্ণ মধুসহ উদ্বর্ত্তন করিলে বা প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা মেদকফনাশক এবং শোষক। কফক্ষয়ের নিমিত্ত সাধ্যমত ব্যায়াম ও নদীর স্রোতপ্রতিকূলে সন্তরণ দেওয়া বিধি। ইহাতে মহালক্ষ্মীবিলাস, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, বাতারিশোধন রস ও বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাতরক্তের পুনর্নবা গুগ্গুলু ও অমৃতা গুগ্গুলু অবস্থাবিশেষে ব্যবহৃত হইতে পারে। পরিশেষে বাতপ্রশমনের নিমিত্ত বাতব্যাধির সৈন্ধবাদি তৈল ও অষ্টকট্বর তৈল ব্যবহার করিবে। গুঞ্জাভদ্র রস এইরোগে অধিকারোক্ত ঔষধ। ইহা বিরেচক এবং মধ্য অবস্থায় প্রযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু ইদানীং ইহার ব্যবহার অতি বিরল। অত্যন্ত কফ নিবন্ধন বায়ু প্রকুপিত হইলে কুষ্ঠাদ্য তৈল দুগ্ধসহ পান করিবে।

অষ্টকট্বর তৈল।

সর্ষপ তৈল /৪ সের, কট্বর (স-সারদধিজাত ঘোল) ৩২ সের, দধি /৪ সের, পিপুলমূল ১ পল ও শুঠ ১ পল।

কুষ্ঠাদ্য তৈল।

সর্ষপ তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—কুড়, নবনীতখোটী, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, নাগকেশর, যমানী ও অশ্বগন্ধা মিলিত /১ সের। ।০ তোলা মাত্রায় ৵০ আনা মধু ও /৴ পোয়া দুগ্ধ সহ পান করিবে।

গুঞ্জাভদ্র রস।

পারদ ১।০ তোলা, গন্ধক ৬ তোলা, ধেতুঁচের বীজ ৩ তোলা, জয়পাল বীজ ॥০ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য জয়ন্তী, জামীর, ধুস্তুর ও কাকমাচীরসে এক এক দিন করিয়া ভাবনা দিয়া দৃঢ়ে মর্দ্দন করতঃ ৪ রতি বটী করিবে। অনুপান—হিং ও সৈন্ধব। এইরোগে যাবতীয় শ্লেষ্মল দ্রব্য অপথ্য এবং শ্লেষ্মনাশক দ্রব্য পথ্য।

অথ আমবাত চিকিৎসা

আমযুক্ত বায়ুই আমবাত। আমের অর্থ অবিপক্ব রস। উহা বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া শ্লেষ্মস্থানে নীত হয়; তথায় পুনরায় দূষিত হইয়া শরীরের স্রোত সমূহকে অভিষ্যন্দিত করে। আম ও কফ এক জাতীয়; সুতরাং উক্ত কারণে আমের ন্যায় কফও দুষ্ট, কুপিত ও বর্দ্ধিত হইয়া আমচালক বায়ুর সহিত সংসৃষ্ট হয় এবং ত্রিক ও শরীরের সন্ধিস্থলে প্রবেশ করতঃ ঐ সকল স্থানে বেদনা এবং শোথাদি স্বরূপ আম সংক্রান্ত ব্যাধি উৎপাদন করে। ত্রিক ও সন্ধিস্থলের বেদনা দ্বারাই কুপিত বায়ু ও কফের প্রবেশ বুঝিতে হইবে। বায়ু ভিন্ন বেদনা উৎপন্ন হইতে পারে না; কিন্তু এই বায়ু শ্লেষ্মস্থানে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া রোগবাহিত্ব হেতু

কফদোষ প্রাপ্ত হওয়ায় এই বেদনা বাতশ্লেষ্মজ। সুতরাং ইহাতে বাতশ্লেষ্মহর চিকিৎসা করিবে। কোষ্ঠবদ্ধতা, অনিদ্রা, শোথ, জ্বর, গ্রন্থি প্রভৃতি স্থানে অসহনীয় বেদনা, তৃষ্ণা, দেহের গুরুতা ও অরুচি প্রভৃতি আমবাতের সাধারণ লক্ষণ। এই পীড়া উপেক্ষিত হইলে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়। ইহাতে কোন কোন সময় গ্রন্থি প্রভৃতি স্থানে এমন বেদনা উপস্থিত হয়, যে রোগী যাতনায় উন্মাদের ন্যায় হইয়া পড়ে। এই পীড়ায় রোগী অতি অল্প সময়ে আরোগ্যের জন্য অধীর হইলে চলিবে না। রীতিমত চিকিৎসা হইলে, সময় সাপেক্ষ হইলেও এই পীড়া প্রায়শই আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

উরুস্তম্ভে সামবায়ুর চিকিৎসা বলা হইয়াছে। ইহাতেও তাহাই করিতে হইবে। সুতরাং উরুস্তম্ভের ঔষধাদি আমবাতে এবং আমবাতের ঔষধ উরুস্তম্ভে প্রয়োগ করা যায়। এই দুই ব্যাধির পরস্পর সৌসাদৃশ্য থাকায়, উরুস্তম্ভের অনন্তর আমবাত চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে। বাতব্যাধির বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি বাতকফহর ঔষধ সমূহ আমবাতে প্রয়োগ করিবে।

আমবাতে যথাক্রমে রুক্ষস্বেদ, বিরেচন, লঙ্ঘন, তিক্ত, কটু, দীপন (যমানী, শুঠ, চিতেমূল প্রভৃতি) দ্রব্য সেবন ও স্নেহপান করাইবে। ইহাতে কদাচ সিক্তস্বেদ প্রযোজ্য নহে। আমরস বা শ্লেষ্মার সংক্ষয় না হইলেও স্নেহপান বা স্নেহাভ্যঙ্গ বিধেয় নহে। আমবাতের বিশেষ স্বেদ, প্রলেপ ও তৈল অতঃপর লিখিত হইল। সজিনা মূলের ত্বক্‌ঘটিত প্রলেপ আমবাতে বিশেষ ফলপ্রদ। অভ্যঙ্গার্থ রসুন ও শুঠ ঘটিত তৈল বিশেষ উপকারী। আমবাতে শুঠ সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। কেহ কেহ শুঠ ও গুলঞ্চ একত্রে প্রয়োগ নির্দেশ করেন। ফলতঃ শুঠ, গুলঞ্চ, রসুন, হরীতকী, গুগগুলু ও নিঃসারতক্র আমবাতের পরমৌষধ। কাঁজি অম্লরস হইলেও আমবাত নাশক, কিন্তু ইহা আমবাতের প্রলেপ, স্বেদ ও তৈলাদি পাকভিন্নস্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। আমবাতের উপক্রমের মধ্যে স্বেদ ও বিরেচন অগ্রগণ্য। ইহাভিন্ন ব্যাধি সত্বর প্রশমিত হয় না। মলবদ্ধতা স্থলে কাম্পিল্লশ-মূল কল্যাণ বিশেষ হিতকর। আমবাতে বিরেচনার্থ এরণ্ড তৈল বিশেষ উপকারী। উহা আমবাত নাশক।

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের বালুকাস্বেদ আমবাতের প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। ইহা শ্লেষ্ম ও আম শোষক। আমবাতে শোথ থাকিলে প্রলেপাদি সহ পুনর্নবা ব্যবহার করিবে। বিষাবিশকমূলসাধিত অন্নপান বা তৎকষায় পান করিলে বিশেষ ফললাভ হয়।

আমবাতে কোষ্ঠ পরিষ্কারার্থ ত্রিবৃতাদি চূর্ণ ও বিরেচন বটিকা প্রয়োগ করা যায়। উহাদ্বারা অকৃতকার্য্য হইলে উপায়ান্তর অবলম্বন করিবে। গুগগুলু ভেদক, সুতরাং গুগগুলু ঘটিত ঔষধ আমবাতে প্রশস্ত। ইহা সংশোধন ও সংশমন এই উভয় কার্য্যকারী। বাতব্যাধির সৈন্ধবাদি তৈল আমবাতে মর্দনার্থও ব্যবহৃত হয়। ব্যাধির প্রথম অবস্থায় তৈলাদি স্নেহ পদার্থের অভ্যঙ্গ বা পান হিতকর নহে। কেবল

বাতজ পক্ষাঘাত, বেপথুবাত প্রভৃতিতে প্রথম অবস্থায় স্নেহত্যাগ বা পান হিতকর। রোগীর কফপ্রাধান্য থাকিলে পঞ্চকোল কষায় পান হিতকর। শোথপ্রাবল্য থাকিলে শ্বেত পুনর্নবার কাথে শটী চূর্ণ ।০ সিকি ও শুঠ চূর্ণ ।০ সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। বাতপ্রবল আমবাতে রাস্নাদশমূল কষায় বিশেষ হিতকর। শরীরের অধিকাংশ স্থানে শোথ বা আমরস ব্যাপ্ত হইলে রাস্নাপঞ্চক কষায় ব্যবহার করিবে। রাস্নাসপ্তক সর্ববিধ আমবাতেই ব্যবহৃত হয়। প্রভাব বশতঃ ইহা সকল অবস্থাতেই কার্য্যকারী। পাটনাই শুঠ চূর্ণ ৵০ মাত্রায় কাঁজিসহ পান করিলে বা রাস্নাসপ্তক কষায় সহ পান করিলে আমবাত নষ্ট হয়। বৈশ্বানর চূর্ণ, যোগরাজ গুগ্‌গুলু, সিংহনাদ গুগ্‌গুলু, শিবাগুগ্‌গুলু, রসোন পিণ্ড, আমবাতগজসিংহ মোদক, বৃদ্ধদারাদ্য, আমবাতাদ্রিবজ্ররস, আমবাতারি বটিকা, আমবাতেশ্বর রস, বৃহৎ যোগরাজ গুগ্‌গুলু, বাতারি গুগ্‌গুলু, পঞ্চাননরস লৌহ, আমপ্রমাথিনী বটিকা, বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল, বিজয় ভৈরব তৈল, প্রসারণী সন্ধান, শুণ্ঠী ঘৃত, শৃঙ্গবেরাদ্যঘৃত ও কাঞ্জিকষট্‌পলক ঘৃত অবস্থাবিশেষে আমবাতে ব্যবহৃত হয়। এতন্মধ্যে সিংহনাদ গুগ্‌গুলু, বৈশ্বানর চূর্ণ, রসোন পিণ্ড ও বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমবাতে ঘৃত প্রয়োগ প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না। বাতব্যাধিবর্ণিত রসোনপিণ্ড, ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু, বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ, কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ, অগ্নিমান্দ্যোক্ত রামবাণ রস এবং কফনাশক কফচিন্তামণি ও মহালক্ষ্মীবিলাস আমবাতে বিশেষ ফলপ্রদ।

আমবাতের বিশেষ স্বেদ। যথা—কার্পাস বীজ, কুলথ কলাই, তিল, যব, এরণ্ড মূল, মসিনা, পুনর্নবা, শণবীজ, সজিনাছাল ও কাঁজি। প্রথমতঃ কাঁজিদ্বারা দ্রব্যগুলি পেষণ করিয়া গরম করতঃ এরণ্ডপত্রে পোট্টলিবদ্ধ করিয়া স্বেদ দিবে, অথবা পরিমিতরূপ কাঁজিতে উক্ত দ্রব্য সমূহ নিক্ষেপ করিয়া যথানিয়মে নাড়ীস্বেদ দিবে। এই বিধি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই সকল দ্রব্যদ্বারা কেহ কেহ শঙ্করস্বেদ দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্যের অভাব হইলে যথালাভ দ্রব্যদ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। কেহ কেহ উহার মধ্যে যে কোনও একটী দ্রব্যদ্বারাও স্বেদ দিবার ব্যবস্থা দেন কিন্তু তাহা সকল অবস্থায় সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কোনও দ্রব্যের অভাব হইলে ঐ যোগের অন্তর্নিহিত সমগুণবিশিষ্ট অন্য দ্রব্যদ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করা ব্যবস্থেয়। উপরি লিখিত মসিনা, সজিনা ছাল, যব ও পুনর্নবা আমবাতে বিশেষ উপযোগী।

আমবাতের বিশেষ প্রলেপ যথা—সজিনার ছাল, আদা, ওকড়া, রসুন, সৈন্ধব ও হিঙ্গাকস একত্র বাটিয়া গরম করতঃ ব্যথিত স্থানে প্রলেপ দিবে।

আতপ চাউল এবং বালুকা খোলায় ভাজিয়া তৎসহ আদা ও সজিনা ছাল মিশাইয়া নিসিন্দা পাতার রস, রসুনরস বা আদার রস, ইহার যে কোনও একটী রসে পেষণ ও উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে রস শুষ্ক হয়।

মসুরের ডাল, আদা ও সজিনার ছাল অথবা কেবল মসুরের ডাল বাটিয়া গরম করতঃ প্রলেপ দিলেও রস শুষ্ক হইয়া থাকে।

রাস্না দশমূল কষায়। যথা-দশমূল, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুঠ ও দেবদারু। প্রক্ষেপার্থ—এরণ্ড তৈল ॥০ তোলা। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে, এরণ্ড তৈল আবশ্যক মত দিয়া এই কষায় পান করিবে। সাধারণতঃ এরণ্ড তৈল ১ তোলা হইতে ২॥০ তোলা পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়।

দশমূলের কষায়ে ॥০ তোলা এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও আমবাত ও কটীশূল নষ্ট হয়।

রাস্নাপঞ্চক।

রাস্না, দেবদারু, শুঠ, গুলঞ্চ ও এরণ্ডমূল। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

রাস্না সপ্তক। (ব্যাধি বিপরীত)

রাস্না, গুলঞ্চ, শোণালু আঠা, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ড মূল ও পুনর্ণবা—ইহাদের কাথে শুঠ চূর্ণ ।০ সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। এই কষায় সচরাচর আমবাতে ব্যবহৃত হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে শুঠের পরিবর্ত্তে এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ দিয় পান করিবে।

বিশ্বচূর্ণ। যথ পাটনাই শুঠ চূর্ণ ৵০ আনা কাঁজি সহ পান করিবে। এই ঔষধ ইদানীং রাস্নাসপ্তক কষায় সহ ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ দেশীয় শুঠ চূর্ণের পরিবর্ত্তে 'জিঞ্জার পাউডার' ব্যবহার করেন। শুঠ চূর্ণ, সৈন্ধব ও কাঁজিসহ অন্নাহার করিলে আমবাত প্রশমিত হয়।

বৈশ্বানর চূর্ণ

সৈন্ধব ২ ভাগ, যমানী ২ ভাগ, বনযমানী (অভাবে যমানী) ৩ ভাগ, শুঠ চূর্ণ ৫ ভাগ হরিতকী ১২ ভাগ। মাত্রা /০ আনা। অনুপান কাঁজি, ঘোল বা গরম জল। ইহাতে আমবাত, প্লীহা, গ্রন্থিশূল আনাহ ও শ্লীপদ নষ্ট হয়। ইহা অনুলোমক।

যোগরাজ গুগ্গুলু।

চিতেমূল, পিপুল মূল, যমানী, কৃষ্ণজীরে, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, জীরে, দেবদারু, চই, এলাচি, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনে, ত্রিফলা, মুতা, ত্রিকটু, দারুচিনি, বেণামূল, যবক্ষার, তালীশ পত্র, তেজপাত প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বচূর্ণ সম গুগ্গুলু, ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ॥০ তোলা মাত্রায় ব্যবহার করিবে। ইহাতে আমবাত, প্লীহা, গুল্ম, উদর ও আনাহ নষ্ট হয়। অনুপান—গরম জল।

সিংহনাদ গুগ্গুলু।

ত্রিফলা প্রত্যেক ১২ তোলা, কাথার্থ—জল ৷৷৷ সের শেষ ৷১৵০ পোয়া, শোধিত গন্ধক চূর্ণ ১ পল, গুগ্গুলু ১ পল, এরণ্ড তৈল ৷৷ সের। প্রথমতঃ গন্ধকচূর্ণ ও গুগ্গুলু এরণ্ড তৈল দ্বারা পেষণ করিয়া পরে ত্রিফলার কাথ সহ লৌহ পাত্রে পাক করিবে ঈষৎ তৈল নিঃসরণ হইলেই পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। মাত্রা ৵০ আনা হইতে ।০ তোলা। অনুপান—গরম জল।

শিবা গুগ্গুলু।

ত্রিফলা প্রত্যেক ৷। সের, জল ১৬ সের, শেষ ৷৪ সের। তাহাতে এরণ্ড তৈল ২ পল, গন্ধক ৮ তোলা ও গুগ্গুলু ২ পল একত্র গুলিয়া পুনঃ পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, রাস্না, বিড়ঙ্গ, মরিচ, পিপুল, দন্তীমূল শুঠ ও দেবদারু প্রত্যেক ১ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া মিশাইয়া নামাইবে। মাত্রা ও অনুপান পূর্ব্ববৎ। ইহা আমবাত, কটিশূল, গৃধ্রসীতে ফলপ্রদ।

আমবাত গজসিংহ মোদক।

শুঠচূর্ণ ৷২ সের, যমানী ৷১ সের, জীরক ২ পল, ধনে ২ পল, শুল্‌ফা ১ পল, লবঙ্গ ১ পল, সোহাগা খই ১ পল, মরিচ ৩ পল, তেউড়ী, ত্রিফলা, যবক্ষার, পিপুল, শটী, এলাচি, তেজপাত, চই, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ প্রত্যেক ১ পল, সমস্ত দ্রব্যের তিনগুণ চিনি। পাকান্তে মধু ও ঘৃত দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—৷৷০ তোলা। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ বা উষ্ণজল। ইহাতে বেদনা ও অম্লপিত্ত নষ্ট হয়।

বৃদ্ধদারাদ্য লৌহ।

শোধিত বৃদ্ধদারক বীজ, তেউড়ী, দন্তী, গজপিপুল, মাণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বচূর্ণসম লৌহভস্ম;

বাতারি গুগ্গুলু।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সোহাগা প্রত্যেক ১ তোলা, রক্তচিতে, দন্তীমূল, মরিচ, প্রত্যেক ১ তোলা, ত্রিফলা (মিলিতচূর্ণ) ৫ তোলা, গুগ্গুলু, ১০ তোলা। ঘৃতদ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি বটী করিবে; অনুপান গরমজল। ইহা আমবাতের প্রসিদ্ধ ঔষধ।

আমবাতারি বটিকা।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, ত্রিফলা প্রত্যেক ৩ ভাগ, চিতে ৪ ভাগ, গুগ্গুলু ৫ ভাগ এরণ্ডতৈল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ২ রতি মাত্রায় উষ্ণজলসহ পান করিবে। ইহাতে দুগ্ধ এবং ডাল অপথ্য।

আমবাতেশ্বর রস।

গন্ধক ৪ তোলা, তাম্রভস্ম ৪ তোলা, পারদ ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, এরণ্ডমূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। তৎপর পঞ্চকোলের কাথে ২০ বার ও আদার রসে ১০ বার ভাবনা দিবে। পশ্চাৎ তাহার সহিত সোহাগার খৈ সমভাগ সোহাগার

অর্দ্ধভাগ বিটলবণ, বিটলবণের সমান মরিচ লইবে এবং তেঁতুলক্ষার ও দন্তীমূল প্রত্যেক পারদের সমান, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও লবঙ্গ প্রত্যেক পারদের অর্দ্ধভাগ। বটিকা ৪ রতি। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, শোথ ও গ্রহণীনাশক।

বৃহৎ যোগরাজ গুগ্‌গুলু।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, আকনাদি, গুল্‌ফা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বনযমানী, বচ, হিং, হবুষা, গজপিপুল, ছোটএলাচি, শটী, ধনে, বিট্‌লবণ, সচললবণ, সৈন্ধবলবণ, পিপুলমূল, দারুচিনি, বড়এলাচি, তেজপাত, নাগকেশর, ফণিজ্ঝক, (তুলসীবিঃ) লোধ, শ্বেতধুনা গোক্ষুর, রাস্না, আতৈষ, শুঠ, যবক্ষার, অম্লবেতস, চিতেমূল, কুড়, চই, মহাদা, দাড়িমের খোসা, এরণ্ডমূল, অশ্বগন্ধা, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, ভুঁইশুঠ, দেবদারু, হরিদ্রা, কট্‌কী, বলাডুমুর, মূর্ব্বামূল, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, বঙ্গ, যমানী, বাসক ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগ, শোধিত গুগ্‌গুলু সর্ব্বচূর্ণ সম, ঘৃতদ্বারা মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ।০ তোলা। অনুপান—গরমজল। ইহাতে নানাবিধ আমবাত ও কফানুগত বাতব্যাধি আরোগ্য হয়। গৃধ্রসী ও ক্রোষ্টুশীর্ষেও এই ঔষধ প্রযুক্ত হইতে পারে।

ত্রিফলাদি লৌহ।

ত্রিফলা, মুতা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কুড়, বচ, চিতেমূল ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ১ পল, লৌহ ৮ পল, গুগ্‌গুলু ৮ পল, ১২ পল মধুদ্বারা মর্দ্দন করিয়া ।০ সিকি মাত্রায় মধুসহ লেহন করিবে। ইহা দ্বারা আমবাত, তজ্জনিত উদরের বেদনা, পাণ্ডু, হলীমক, বাতশূল, শোথ ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

পঞ্চানন রস লৌহ।

লৌহ ৫ পল, গুগ্‌গুলু ৫ পল, অভ্র ২।০ পল, গন্ধক, পারদ প্রত্যেক ২।। পল, ক্বাথার্থ—ত্রিফলা প্রত্যেক ১৫ পল, জল ৯০ সের শেষ ১১। সের; এই ক্বাথে পূর্ব্বোক্ত লৌহ, অভ্র ও গুগগুলু পাক করিবে; পরে ঘৃত, শতমূলী রস ও দুগ্ধ প্রত্যেক /৪ সের মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে এবং উহা আসন্ন পাকে বিড়ঙ্গ, শুঠ, ধনে, গুলঞ্চের চিনি, জীরে, পঞ্চকোল, তেউড়ী, দন্তী, ত্রিফলা, বড় এলাচি, মুতা প্রত্যেক ৪ তোলা মিশাইবে। তৎপর নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে ৮ তোলা কজ্জলী মিশাইয়া ঘৃত ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ০ সিকি, ঘৃত ও মধু সহ মাড়িয়া গুলঞ্চ, শুঠ ও এরণ্ডমূলের ক্বাথে গুলিয়া পান করিবে। ইহা পুরাতন আমবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ পূর্ব্বে বিরেচন দ্বারা দেহ বিশুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ এই ঔষধ ব্যবহার করিবে। ইহাতে আমবাত, কুক্ষি শূল, গৃধ্রসী, শোথ ও পাণ্ডু আরোগ্য হয়।

আম প্রমাথিনী বটিকা।

সোরা, আকন্দমূলের ছাল চূর্ণ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, প্রত্যেক সমভাগ, সোঁদাল পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—তেউড়ী মূলের ক্বাথ।

আমবাতারিশ্বর রস।

…দ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও অহিফেন প্রত্যেক ১ ভাগ, যবক্ষার ॥০ ভাগ, আকন্দপত্র রসে মাড়িয়া ৩ রত্তি বটী করিবে। কেহ ২ সিদ্ধিপত্ররসে মাড়িয়া বটী করিয়া থাকেন।

সৈন্ধবাদি তৈল।

কটুতৈল /৪ সের, কল্কার্থ—সৈন্ধব, দেবদারু, বচ, শুঠ, কটফল, শুল্‌ফা, মুতা, চই, মেদ, মহামেদ, জয়পালছাল, তেউড়ী, হিজলছাল, বালা, চিতে, ব্রহ্মযষ্টি, শটী, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, রেণুক, আতৈস, এরণ্ডমূল, আকনাদি, নীলমূল, দন্তীমূল মরিচ, বনযমানী, পিপুল, কুড়, রাস্না ও পিপুলমূল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহাতে নানাবিধ আমবাত ও বেদনা নষ্ট হয়।

বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল।

এরণ্ড তৈল /৪ সের, পাকার্থ—শুল্‌ফার কাথ /৪ সের, কাঞ্জি /৮ সের, দধিরমাত /৮ সের, কল্কার্থ—সৈন্ধব, গজপিপুল, রাস্না, শুল্‌ফা, যমানী, সাচিক্ষার, মরিচ, কুড়, শুঠ, সচললবণ, বিটলবণ, বচ, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরে কুড় ও পিপুল প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহা আমবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আমবাতের বিশেষ তৈল। যথা—কটু তৈল /১ সের, কাথার্থ—নিমপাতা, নিসিন্দাপাতা, ধুতুরা পাতা, বিষকচুর ডাটা, তামাকের ডাটা ও পাতা মিলিত /। পোয়া, জল /৪ সের, শেষ /১ সের। কল্কার্থ—বিষ, গুলঞ্চ, দেবদারু, মরিচ, পিপুল, অশ্বগন্ধা প্রত্যেক ১ তোলা, পাকার্থ—জল /২॥ সের।

দ্বিতীয় প্রকার আমবাতের বিশেষ তৈল। যথা—কটু তৈল /১ সের। কল্কার্থ—রসুন, শুঠ, বিষ, কুড়, মনঃশিলা, তুঁতে, নিশাদল ও সৈন্ধব প্রত্যেক ২ তোলা। জল /৪ সের।

প্রসারণী সন্ধান। যথা—গন্ধ ভাদালিয়া /৮ সের, জল ৬৪ সের। শেষ ১৬ সের। এই কষায়ে গুড় /১ সের এবং রসুন /১ সের মিশাইয়া মুখ ঢাকিয়া ১ সপ্তাহ কাল রাখিবে। তৎপর ছাঁকিয়া তাহাতে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতেমূল ও শুঠ ইহাদের মিলিত চূর্ণ /॥ সের প্রক্ষেপ দিবে। ইহার নাম **প্রসারণী সন্ধান।** ইহা আমবাত নাশক।

বিজয় ভৈরব বা সূত তৈল।

পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা ও হরিতাল প্রত্যেক ২ তোলা, কাঁজিতে পেষণ করিয়া, তদ্বারা সূক্ষ্মবস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিবে, পরে শুষ্ক করিয়া বাতির ন্যায় পাকাইবে। এই বাতির অগ্রভাগে তৈল মাখাইয়া জ্বালাইবে এবং উহাতে বিন্দু বিন্দু তৈল ঢালিয়া দিবে। তৈলবিন্দু গুলি

জলিয়া নিম্নস্থিত পাত্রে বিন্দু বিন্দু পতিত হইবে। উল্লিখিত বাতিতে ১৬ তোলা তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। এই তৈল ৩।৪ বিন্দু মাত্রায় দুগ্ধসহ পান করিতেও দেওয়া হয়। এই তৈলের সহিত অহিফেন মিশাইলে "মহাবিজয় ভৈরব তৈল" হয়। ইহা অত্যন্ত বায়ুনাশক এবং বেদনা প্রশমক। ইহাতে আমবাত, পক্ষাঘাত ও কম্পবাত নষ্ট হয়। এই তৈল প্রথম অবস্থায় ব্যবহার্য্য নহে।

শুণ্ঠী ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, শুঠের কাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—শুঠ /১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক এবং আমবাত ও কটীশূল নাশক।

শৃঙ্গবেরাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ—শুঠ, যবক্ষার, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতেমূল, হিং, পলিয়ারী মিলিত /১ সের, কাঁজি ১৬ সের। ইহাতে শূল, আনাহ, আমবাত, কটিগ্রহ ও গ্রহণী দোষ নষ্ট হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

বাতরক্তের **গুড়ূচী ঘৃত** ও আমবাতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

পথ্য—লঘু দ্রব্য, পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগাদির ডাল, পটোল, আদা, বেগুন, সজিনা, করোলা প্রভৃতি তিক্তদ্রব্য, রসোন, ডুমুর প্রভৃতির তরকারী, রাত্রিতে রুটী লুচি, খই ইত্যাদি। মিষ্ট দ্রব্যের মধ্যে মিশ্রি, মৎস্যের মধ্যে মাগুর, মৌরলা প্রভৃতি এবং জল সাধিত দুগ্ধ অবস্থাবিশেষে পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

অপথ্য—শ্লেষ্মকর দ্রব্য, মাষকলাইয়ের ডাল, অম্ল, মৎস্য, দধি, দুগ্ধ, অধিক মিষ্ট দ্রব্য, পুঁইশাক, কাঁচাকলা, নূতন চাউলের অন্ন চালিতা, লাউ, দিবানিদ্রা রাত্রিতে অনাহার, অমাবস্যা বা পূর্ণিমার রাত্রিতে ভোজন রাত্রিজাগরণ ইত্যাদি।

অথ শূল চিকিৎসা

আমবাতেও শূল হয়, এজন্য আমবাতের পর শূল চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে আমবাতের ন্যায় শূলও আমজনিত; সুতরাং আমবাতের পর শূল লিখিত হয়। এই ম মনোনীত নহে। অবস্থা বিশেষে শূলে বমন, লঙ্ঘন, স্বেদ, পাচন, ফলবর্ত্তি ক্ষার, চূর্ণ গুড়িকা ব্যবহার করিবে ব্যাধি আম বা কফাশ্রিত হইলে—বমন, লঙ্ঘন ও পা হিতকর। পিত্তপ্রধানে স্বেদ প্রযোজ্য নহে। কোষ্ঠ পরিষ্কারার্থ ফলবর্ত্তি ব্যবহার্য্য। ক্ষা বাতপ্রধানে ব্যবহার করিবে। চূর্ণ ও গুড়িকা শমনার্থ প্রয়োগ করিবে। শূলরো

স্বেদ আশুবেদনা নিবারক ও সুখকর। সুতরাং নানাবিধ শূলে বেদনা প্রশমনার্থ কৃশর (তিলকল্ক) স্বেদ, পিণ্ডস্বেদ, ভেকাদি মাংসের পিণ্ডস্বেদ, পাত্রস্বেদ ও উপনাহ স্বেদ, প্রয়োগ করিবে। শূল মাত্রেই বাতপ্রধান। বায়ু ভিন্ন শূল হইতে পারে না; সুতরাং সর্ব্ববিধ শূলেই বায়ু নাশক চিকিৎসা করা আবশ্যক। নারিকেল খণ্ড ও শুণ্ঠী খণ্ড ইহার প্রসিদ্ধ ঔষধ। বহুদিনের পুরাতন শূলে "বৃহৎপুরাণ ঘৃত" ও "বৃহৎবাত চিন্তামণি" ফলপ্রদ। "ধাত্রীলৌহ," "নারিকেল লবণ" ও "বিদ্যাধরাভ্র" শূল রোগে ... ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "ধাত্রীলৌহ" অম্লশূলে বা পিত্তান্বিত শূলে বিশেষ ফলপ্রদ। "বজ্রক্ষার" আশু বেদনা নাশক। সুতরাং ইহা এই রোগের প্রথমাবস্থায় সত্বর বেদনা নিবারণার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই ঔষধ বহুদিন একাদিক্রমে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। বহুদিনের জীর্ণবাত শূলে "শ্রেষ্ঠলবণ," "পত্রলবণ," "দাধিকঘৃত," "চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ," "শূলগজেন্দ্র তৈল" মালিশ করিবে। শূলরোগ বহুদিনের হইলে প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না। কোষ্ঠ পরিস্কারার্থ "হরীতকী খণ্ড" ব্যবহার করিবে। "যমান্যাদি চূর্ণ," "হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ" ও "অয়াম কাঞ্জিক" শূলরোগে ব্যবহৃত হয়। "মহাবলা তৈল" পুরাতন শূলে বিশেষ ফলপ্রদ। হিং, আইষ, ত্রিকটু, বচ, সচল লবণ ও হরীতকী ইহাদের মিলিত চূর্ণ /০ আনা মাত্রায় গরমজল সহ বা কাঞ্জিসহ পান করিলে শূল নিবৃত্তি হয়।

যমান্যাদি চূর্ণ (বাতশূলে)।

যমানী, হিং, সৈন্ধব, যবক্ষার, সচললবণ ও হরীতকী প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। মাত্রা /০ আনা, উষ্ণজল বা কাঁজিসহ পান করিবে।

নাগরাদি কষায়। (আমশূলে)।

শুঠ ।০ সিকি, এরণ্ডমূল ৸০ ও যব ১ তোলা। ইহাদের কাথ পান করিলে বেদনা নষ্ট হয়।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ।

হিং, অম্লবেতস, সচললবণ, পিপুল, যমানী, যবক্ষার, সৈন্ধব ও হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা /০ আনা উষ্ণজল বা কাঞ্জিসহ পান করিবে। ইহা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

নারিকেল খণ্ড (বাতশূলের)।

সুপক্ক নারিকেল কোরা ৪ পল বা /৪ সের, ভর্জ্জনার্থ ঘৃত ১ পল বা ৮ তোলা, ঈষৎ লাল ... চিনি ৪ পল সহ /৪ সের নারিকেল ... কিঞ্চিৎ নারিকেল কোরা মিশাইয়া পাক করিবে। পাকশেষে শীতল অবস্থায়— ... জীরে, কৃষ্ণজীরে ও বংশলোচন প্রত্যেক ।০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া ... তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাতে অম্লপিত্ত, অরুচি, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, ... ও পিত্তরোগ নষ্ট হয়। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বাতশূলে মদন ফল কাঁজিদ্বারা পেষণ করিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিবে। জীবন্তীমূল বা জীবন্তী কাঁজি দ্বারা নাভিদেশে প্রলেপ দিলে শূল নষ্ট হয়। পার্শ্বশূলে সতৈল জীবন্তী কল্কের প্রলেপ দিবে।

ইদানীং অনেকে এই রোগের প্রথম অবস্থায় সোডা বা তাদৃশ ক্ষার দ্রব্য সেবন করিয়া আশুশান্তি লাভ করেন; কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং পরিণামে অশুভজনক।

ধাত্রীলৌহ।

আমলকী চূর্ণ ৮ পল, লৌহ ভস্ম ৪ পল, যষ্টিমধু চূর্ণ ২ পল, আমলকী কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ৵০ আনা পরিমাণ বটিকা করিবে। ইহা দুগ্ধসহ ব্যবহার্য্য। অম্লোদ্গার হইলে শীতল জল সহ পান করিবে। কেহ আমলকীর কাথের পরিবর্ত্তে গুলঞ্চের কাথে ভাবনা দেন। এই ঔষধ আহারের পূর্ব্বে সেবন করিলে বাতপৈত্তিক ব্যাধি ও শূল নষ্ট হয়। আহারের মধ্যে সেবন করিলে বিষ্টম্ভ নষ্ট হয় ও আহারীয় দ্রব্য অম্লতাপ্রাপ্ত হইতে পারে না এবং আহারান্তে সেবন করিলে পরিণাম শূল ও অম্লপিত্ত নষ্ট হয়। ইহা রক্তপরিষ্কারক এবং পাণ্ডু ও কামলানাশক।

পূগখণ্ড।

সুপক্ব সুপুরি খণ্ড খণ্ড করিয়া গব্য দুগ্ধে সিদ্ধ করতঃ ধৌত করিয়া গ্রহণ করিবে। (ইতি পূগ শুদ্ধি) তৎপর উহা চূর্ণীকৃত ও শুষ্ক করিয়া ছাঁকিয়া ৮ পল গ্রহণ করিবে এবং উহা /॥ সের ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে আমলকীর রস /১ সের, শতমূলীর রস /১ সের, দুগ্ধ /৮ সের ও চিনি /৬। সের মিশাইয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, তাহাতে নাগকেশর, মুতা, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, আমলকী, পিয়াল, দারুচিনি, তেজপাত,এলাচি, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পাণিফল, বংশলোচন, জৈত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, ধনে, কাঁকলা, রাস্না, তগরপাদুকা, বালা, বেণামূল, ভৃঙ্গরাজ ও অশ্বগন্ধা প্রত্যেক ৪ তোলা মিশাইয়া স্নিগ্ধ মৃৎপাত্রে সুরক্ষিত করিবে। মাত্রা ৷৹ তোলা। অনুপান দুগ্ধ। ইহা শূল, অজীর্ণ, দুষ্ট অম্লপিত্ত, বমন, পাণ্ডু ও প্রদর নিবারক।

দাধিক ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, দধিরমাত ১২ সের। কল্কার্থ—পিপুল, শুঠ, বিল্বমূল, কৃষ্ণজীরে, চই, চিতে, হিং,দাড়িম, মহাদা, (অভাবে অম্লবেতস) বচ, যবক্ষার, অম্লবেতস, পুনর্ণবা, কৃষ্ণলবণ, জীরক ও টাবা লেবুর মূল মিলিত /১ সের। মাত্রা ৷৹ তোলা, দুগ্ধ সহ পেয়।

বীজপূরাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ—টাবা লেবুর মূল, এরণ্ড মূল, রাস্না, গোক্ষুর, বেড়েলা মূল প্রত্যেক ৫ পল, নিস্তুষ যব /৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দধিরমাত /৮ সের। কল্কার্থ— ধনে, হরীতকী, ত্রিকটু, হিং, সচললবণ, বিট, সৈন্ধব, যবক্ষার, সাচিক্ষার, অম্লবেতস,

গুড়, দাড়িম, মহাদা, জীরা ও কৃষ্ণ জীরা প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা শূল প্রশমক। অবস্থা বিশেষে বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু, নারায়ণ, মহানারায়ণ, মধ্যমনারায়ণ, মহামাষ, সপ্তপ্রস্থমাষ ও অষ্টাদশ শতিকা প্রসারণী তৈল, মজ্জস্নেহ বা চতুস্নেহ বেদনা স্থানে মালিশ করিয়া স্বেদ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়।

শূলগজেন্দ্র তৈল।

তিল তৈল /৮ সের কাথার্থ—এরণ্ডমূল ও দশমূলের প্রত্যেক পদ ৫ পল, জল ৫৫ সের শেষ ১৩৮০ সের। যবক্কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—শুঠ, জীরে, যমানী, ধনে, পিপুল, বচ, সৈন্ধব ও কুলপত্র প্রত্যেক ২ পল। এই তৈল শূল, জ্বর ও রক্ত পিত্তনাশক।

শূলরোগে বিরেচনার্থ "হরীতকী খণ্ড, অভয়াঙ্গ মোদক" এরণ্ড তৈল বা অন্যান্য স্নিগ্ধ বিরেচক দ্রব্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শূলমাত্রেই পরিণামাবস্থায় বাত প্রধান হয়; সুতরাং শেষে বাতশূলের চিকিৎসা করিবে।

পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, দুগ্ধ, মোহন ভোগ, কৃষ্ণতিল বাটা, মাখন, কাঁজি, আমলকী, কমলা লেবু এবং অবস্থা বিশেষে লুচি ইত্যাদি।

অপথ্য—ডাল, ঝাল, তিক্ত ও কষায় রস বিশিষ্ট দ্রব্য, শাক, কাচাকলা, আলু প্রভৃতি।

পিত্তশূল চিকিৎসা

বাতজ শূলে যে সমস্ত প্রক্রিয়া ঔষধ লিখিত হইয়াছে, পিত্তশূলেও স্বেদ ব্যতীত প্রায় তাহাই অনুষ্ঠেয়। গুড়ূচ্যাদি ঘৃত, ধাত্রীলৌহ, বৃহৎ বাত চিন্তামণি নারিকেল খণ্ড, বৃহৎ শতাবরী মণ্ডুর ও সপ্তামৃত লৌহ পিত্তশূলে প্রায়শঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের অম্লপিত্ত হর যোগ ও অম্লপিত্তারি বটী প্রথম অবস্থায় বিশেষ ফলপ্রদ। আমাশয়ে পিত্ত সঞ্চিত হইলে পিত্তজশূলে বমনভাব হইয়া থাকে, তথায় পিত্তনির্হরণার্থ পলতা ও নিমের অর্দ্ধশৃত কষায় আকণ্ঠ পান করিয়া গলায় অঙ্গুলি দিয়া বমন করিবে। ইহাতে লবণ জলের বমন, তামা বা তুঁতের বমন একেবারে নিষিদ্ধ। ইহাতে শীতল জলে অবগাহন ও শীতলজলপূর্ণ কাংস্যাদি পাত্র বেদনা স্থানে ধারণ করা হিতকর। উগ্র ঔষধ সেবন না করিয়া সুমধুর বিরেচন দ্বারা পিত্ত বা মল নির্হরণ করিবে। আমলকীর স্বরস, ভূমি কুষ্মাণ্ডের স্বরস,

বলা ডুমুর বা কিসমিসের কাথ, ইহাদের অন্যতম যোগ চিনিসহ সেবন করিলে সদ্য পিত্তশূল নষ্ট হয়। পিত্তশূলে বিরেচনার্থ যষ্টিমধু কাথে ও তোলা এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। আমলকীচূর্ণ মধুসহ সেবন করিলেও পিত্তশূল নষ্ট হয়।

শুক্তিযোগ।

ঝিনুক ⁄॥ সের, যমানী ⁄॥ সের, রেণোকা ⁄॥ সের হাঁড়ির মধ্যে মুখবদ্ধ করিয়া ২ দিন জাল দিবে। ঐ ভস্ম ⁄০ আনা মাত্রায় শীতল জলসহ সেব্য।

নারিকেল খণ্ড।

ভর্জনার্থ ঘৃত ৫ পল, নারিকেল কোরা ৮ পল। পাকার্থ নারিকেল জল ১৬ সের, চিনি ⁄২ সের, শুণ্ঠচূর্ণ ⁄॥ সের, দুগ্ধ ⁄২ সের, যথাবিধি মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। আসন্ন পাকাবস্থায় বংশলোচন, ত্রিকটু, মুতা, চতুর্জাতক, ধনে, পিপুল, গজপিপুল ও জীরে প্রত্যেক ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। মাত্রা ॥০ তোলা। ইহাতে নানাবিধ শূল ও পরিণাম শূল নষ্ট হয়। যদিও এই নারিকেলখণ্ড পিত্তশূলে লিখিত হওয়ায় এখানে উদ্ধৃত হইল কিন্তু ইহা পিত্তশূলে বিশেষ ফলদায়ক হইবার সম্ভাবনা কম। যেহেতু, ইহা আগ্নেয়। ইহা অপেক্ষা বাতশূলের নারিকেলখণ্ড পিত্তশূলে ফলপ্রদ হইয়া থাকে। কফাত্মক শূলে ইহা ফল প্রদ হইবে।

শতাবরী মণ্ডূর

শোধিত জীর্ণ মণ্ডূর ৮ পল শতমূলীরস ৮ পল, দধি ৮ পল দুগ্ধ ৮ পল, ঘৃত ৪ পল একত্র পাক করিয়া পিণ্ডবৎ হইলে নামাইবে। মাত্রা ।০ তোলা হইতে ॥০ তোলা অনুপান—দুগ্ধ ⁄০ ছটাক।

বৃহৎ শতাবরী মণ্ডূর।

ত্রিফলা কাথ ভাবিত পুরাতন মণ্ডূর ৮ পল, পাকার্থ—শতমূলী রস ৮ পল, দধি ৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, আমলকী রস ৮ পল, ঘৃত ৪ পল। পাকান্তে প্রক্ষেপার্থ—জীরে, ধনে, মুতা, ত্রিজাতক, পিপুল, হরীতকী প্রত্যেক ॥০ তোলা। ইহাদ্বারা পিত্তাদিক শূল ত্রিদোষজ শূল, অম্লপিত্ত, বমি ও শ্বাস আরোগ্য হয়।

সপ্তামৃত লৌহ।

যষ্টিমধু ও ত্রিফলা প্রত্যেক ১ ভাগ, শতাধিক পুটের দগ্ধ নির্মল লৌহ ৪ ভাগ। মাত্রা ⁄০ আনা, ঘৃত মধু সহ সেব্য। ঔষধ সেবনান্তে ⁄। পোয়া গব্যদুগ্ধ পান বিধি। ইহাতে বমন, অম্লপিত্ত, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র ও শোথ আরোগ্য হয়।

পথ্য:—পুরাতন গুড়, পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, যব, দুগ্ধ, ঘৃত, ক্ষুদ্র মৎস্য, খই, দুধ মোহনভোগ ইত্যাদি।

অপথ্য—বাতপিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য, উত্তাপ সেবন, ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ ইত্যাদি। শূলমাত্রেই মৈথুন একেবারে পরিত্যাজ্য।

কফশূল চিকিৎসা

কফশূল আমাশয়সমুথ। আমাশয়ে অত্যন্ত কফ সঞ্চিত হইয়া বাতাক্রান্ত হইলে এই শূল উৎপন্ন হয়। কফনির্হরণার্থ বমন করাইয়া রোগীকে লঙ্ঘিত করিবে। কেহ২ ইহাতে স্বেদক্রিয়া করিতে মত প্রকাশ করেন; কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তাহাতে বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া বেদনা বৃদ্ধি করিতে পারে। ইহাতে স্নিগ্ধ ক্রিয়াও ফলপ্রদ নহে।

পঞ্চকোল, হিং, সৈন্ধব, বিট ও সচললবণ প্রত্যেক সমভাগ /০ আনা মাত্রায় গরমজল সহ সেবন করিলে কফশূল নিবারিত হয়। বিল্বাদি পঞ্চমূলের কাথে /০ আনা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও কফশূলের নিবৃত্তি হয়।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ।

হিং, তুম্বুরু (নেপালি ধনে), ত্রিকটু, যমানী, চিতেমূল, হরীতকী, যবক্ষার ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা /০ আনা উষ্ণ জল সহ সেব্য। ইহা বাতশূল ও কফশূলনাশক এবং অগ্নিদীপক।

কফশূল দীর্ঘকালপর বাতপ্রধান হইলে তদবস্থায় নিম্নলিখিত "ধাত্রীলৌহ" ফলপ্রদ। ইহাতে "কুম্ভ চতুর্মুখ" ব্যবহার করা যায়।

ধাত্রীলৌহ।

বিশুদ্ধ জীর্ণ মণ্ডুর ৬ পল, যবচূর্ণ /॥ সের। পাকার্থ—জল /২ সের, শেষ /॥ সের, তদনন্তর পুনঃ পাকার্থ—যথাক্রমে শতমূলী রস ৮ পল, আমলকী রস ৮ পল, দধি, দুগ্ধ, কুলিখাড়াও রস প্রত্যেক ৫ পল, ঘৃত এবং ইক্ষুরস প্রত্যেক ৪ পল। পাকসিদ্ধ হইলে জীরে, ধনে, ত্রিজাতক, গজপিপ্পলী, মুতা হরীতকী, অভ্র, লৌহ, ত্রিকটু, রেণুক, ত্রিফলা, তালীশপত্র ও নাগকেশর প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা মিশাইবে। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান—দুগ্ধ। ইহা পূর্ব্বোক্ত ধাত্রীলৌহের ন্যায় ভোজনের আদি, মধ্যে ও অন্তে ব্যবহার্য্য।

চতুঃসম।

সমপরিমাণ যমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঠ একত্রে বাটিয়া ৵০ আনা হইতে।০ মাত্রায় উষ্ণজল সহ সেব্য। এই ঔষধ অগ্নিদীপক, আমনাশক ও বেদনা নিবারক। এই ঔষধ আমাজীর্ণে ও আমাতিসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্ষিক্ষাদি চূর্ণ

যবক্ষার, সাচিক্ষার, হিং, বিটলবণ সৈন্ধব, কুড় প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা /০ আনা। এই চূর্ণ নিম্নোক্ত কাথ সহ পান করিবে। যথা শুঠ, এরণ্ডমূল, দশমূল মিলিত ১ তোলা, যব ১ তোলা।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ।

হিং, সচললবণ, হরীতকী, বিট সৈন্ধব, তুম্বুরু, কুড় প্রত্যেক সমভাগ মাত্রা ৵০ আনা। নিম্নোক্ত কাথসহ সেব্য। দশমূল প্রত্যেক ৶০ আনা ১ রতি, যব তণ্ডুল ২ তোলা, পাকার্থ জল ⁄১। সের শেষ ২০ তোলা। ইহা সেবনে কর্ণরোগ ও পার্শ্বাদি শূল নষ্ট হয়।

শূলহরণ যোগ।

হরীতকী, ত্রিকটু, শোধিত কুচিলা হিং সৈন্ধব আম্লাসা গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ। ছোট কুলের ন্যায় বটী করিবে। ইহা প্রাতঃকালে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবনীয়। ইহা কফশূলের পরিণামে বিশেষ হিতকর।

বিদ্যাধরাভ্র।

বিড়ঙ্গ, মুতা, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দন্তীমূল, তেউড়ী, চিতেমূল ও ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা, গোমূত্র শোধিত পুরাতন মণ্ডুর (অভাবে লৌহভস্ম)। ৪ পল, কৃষ্ণাভ্রভস্ম ১ পল, থানকুনি রসে শোধিত হিঙ্গুলোত্থ পারদ ২॥০ তোলা, আম্লাসা গন্ধক ১০ তোলা, জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অনুপান—দুগ্ধ, শীতল জল বা শিশিরের জল। এই ঔষধ পরিণাম শূলে এবং অন্নদ্রবশূলে মহোপকারী।

বৃহৎ বিদ্যাধরাভ্র।

পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, মুতা তেউড়ী, দন্তী, চিতে, ইন্দুরকাণিদন্তী ও পিপুল মূল প্রত্যেক ২ তোলা, কৃষ্ণাভ্রভস্ম ৮ তোলা, লৌহ ৩২ তোলা, জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অনুপান—গব্যদুগ্ধ বা নারিকেল জল। নারিকেল জল শূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। (কফবাত শূলে)

পারদ, তাম্র, মনঃশিলা, স্বর্ণমাক্ষিক হরিতাল রৌপ্য স্বর্ণ, বঙ্গ, অভ্র লৌহ শুঠ পঞ্চলবণ ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ। শুঠের কাথ জয়ন্তী পত্রের রস, সিদ্ধি পত্রের রস, ব্রহ্মযষ্টির কাথ ও ধুতুরা পাতার রসে পৃথক ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে অনুপান—এরণ্ডমূল ও শুঠ চূর্ণ। ঔষধ সেবনান্তে নিম্নলিখিত যোগ গরমজল সহ পান করিবে। ত্রিকটু, সচললবণ, হিং, করঞ্জবীজ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ মাত্রা ৵০ আনা।

হরীতকী যোগ।

গোমূত্রসিদ্ধ শুষ্ক হরীতকী চূর্ণ ৵০ আনা, লৌহভস্ম ২ রতি, পুরাতন গুড় ।০ সিকি একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে কফশূল নষ্ট হয়।

কফশূলে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইল তদ্ভিন্ন বাতব্যাধিবর্ণিত আমাশয়গত বায়ুর ঔষধ এবং ভাস্কর লবণ ও বজ্রক্ষার প্রভৃতি ঔষধ ইহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে। কালি লবণ, কল্যাণ লবণ প্রভৃতি পরিণামাবস্থায় প্রয়োগ করিবে।

মিশ্রশূল চিকিৎসা।

টাবা লেবুর মূলের কাথে বা সজিনা ছালের কাথে /০ আনা যবক্ষার ও /০ আনা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পার্শ্ব, হৃদয় ও বস্তি দেশের বেদনা নষ্ট হয়।

পার্শ্ব বেদনা ও হৃদয়ের বেদনা প্রায়শঃ বাতকফজ হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ স্থানের বেদনা নিবারণার্থ বাতকফনাশক স্বেদ ও প্রলেপ ব্যবহার করিবে এবং মহালক্ষ্মী-বিলাস, কৃষ্ণ চতুর্ম্মুখ, বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বেদনা স্থানে ধুস্তুরঘৃত মালিশ করিয়া স্বেদ দিলে বিশেষ ফল লাভ হয়।

বস্তিদেশে কেবল বাতজ শূল হইয়া থাকে, সুতরাং তন্নিবারণার্থ পূর্ব্বোক্ত বাতজ শূলের চিকিৎসা করিবে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে টাবা লেবুর মূলের কাথ এবং শার্দ্দূল-কাঞ্জিক প্রভৃতি ঔষধ ইহাতে উপকারী। ধাত্রী লৌহ, বৃহৎ বাতচিন্তা-মণি ও নারায়ণ তৈলাদিও অত্যন্ত ইহাতে ফলপ্রদ।

আমশূলে পূর্ব্বোক্ত কফশূলনাশক চিকিৎসা করিবে। পঞ্চকোলচূর্ণ, চিত্রকাদি গুড়িকা, চতুঃসম প্রভৃতি ইহার মহৌষধ। কফশূলে আমশূলে ও অজীর্ণশূলে ঘৃত পান নিষিদ্ধ।

বৃহত্যাদিগণের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাত পৈত্তিক শূল প্রশমিত হয়। বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, যষ্টিমধু এই দ্রব্য পঞ্চক বৃহত্যাদিগণ নামে অভিহিত।

বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এরণ্ড মূল, কুশ, কাশ ও খাগড়া মূল ইহাদের কাথ পানে বাত পৈত্তিক বা পৈত্তিক শূল নষ্ট হয়। ইহা বস্তিদেশজ শূলে বিশেষ হিতকর। পিত্তজ শূলে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তত্তৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাত শ্লৈষ্মিক শূলের চিকিৎসা কফশূলের ন্যায়।

পিত্তশ্লৈষ্মিকশূলে—পাটোলাদিকষায়।

পটোলপত্র ত্রিফলা ও নিমছাল, প্রক্ষেপার্থ—মধু ॥০ তোলা। ইহাতে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বমি, দাহ ও শূল প্রশমিত হয়। পিত্ত ও শ্লেষ্মা পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় ইহার চিকিৎসা কঠিন। তিক্তরস পিত্তশ্লেষ্মানাশক হইলেও পিত্তশ্লৈষ্মিক শূলে সর্ব্বত্র কার্য্যকারী নহে। কারণ উহা বাতবর্দ্ধক। এই শূল প্রকৃতিসমসমবেত দোষারব্ধ, সুতরাং পিত্ত ও কফনাশক পূর্ব্বোক্ত যোগ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে উপকার হইবে। উপরলিখিত কাথসহ চিন্তামণি, চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

কম্বলাম্বল গাত্রস্য প্রাণায়ামং প্রকুর্ব্বতঃ।
কটুতৈলাক্তশঙ্কূনাং ধূপঃ শূলহরঃ পরঃ। অস্যার্থ—

প্রাণায়ামের দরুণ শ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় যাহার শূল উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার শরীর কম্বলদ্বারা আবৃত করিয়া সর্ষপ তৈল মর্দ্দিত শঙ্কুর ধূপ প্রদান করিবে, তাহাতে উচ্ছ্বাসাবরোধজনিত শূল নষ্ট হইবে। কেহ ২ এই শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ করেন। যথা—শূল রোগীকে শ্বাস রোধ করাইয়া তাহার গাত্র বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পূর্ব্ববৎ স্বেদ দিবে, তাহাতে সাধারণ শূল নষ্ট হইবে। শ্বাসরোধ বায়ুবৃদ্ধিকর হেতু উহা শূল নাশক হইবে, এরূপ ধারণা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

মৃগশৃঙ্গ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ঘৃত সহ পান করিলে হৃদয় এবং নিতম্ব শূল নষ্ট হয়। বাতপ্রধান অবস্থায় এই ঔষধ প্রযোজ্য।

লৌহভক্ষণ জনিত অজীর্ণ শূল হইলে বকপত্রের রসদ্বারা বিড়ঙ্গচূর্ণ লেহন করিবে।

হৃদয় শূলের লক্ষণ। যথা :—

রসধাতুদ্বারা কুপিত হৃদয়স্থ বায়ু, কফ ও পিত্ত কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া হৃদয়ে শূল জন্মায়, ইহাতে শ্বাস বদ্ধ হইয়া আইসে। এই ব্যাধি রস ও বায়ুর প্রকোপে উৎপন্ন হয়। ইহাকে হৃচ্ছূল বলে।

পার্শ্ব শূলের লক্ষণ। যথা :—

পার্শ্বস্থ বায়ু কফকে নিগৃহীত করিয়া (কেহ ২ বলেন কফের সহিত মিলিত হইয়া) পার্শ্বদেশে সূচীবেধনবৎ বেদনা জন্মায়, ইহাকে পার্শ্বশূল কহে। ইহাতে আধ্মান, মুখ দিয়া নিশ্বাস নির্গমন, অরুচি ও অনিদ্রা হইতে পারে।

বস্তিশূল লক্ষণ। যথা—

মল মূত্রাদির বেগ ধারণ জন্য কুপিত বায়ু বস্তিস্থান আশ্রয় করিয়া তত্রস্থ নাড়ীতে শূল উৎপন্ন করে। ইহাতে বিষ্ঠা, মূত্র ও অধোবায়ু অবরুদ্ধ হয়। ইহাকেই বস্তিশূল কহে।

পথ্য—পুরাতন শালি ধান্যের অন্ন, উষ্ণ দুগ্ধ, খৈমণ্ড, পটোল, করোলা, কিস্‌মিস্ পাকাআম, দাড়িম, বেদানা, নারিকেল, বিটলবন, সচললবণ, শালিঞ্চশাক, গরমজল, লবঙ্গ এবং বেগুন, সজিনা, হরিতকী ইত্যাদি।

অপথ্য—মৈথুন, মদ্য, ডাল, গুরুপাক দ্রব্য, বেগ রোধ ও রুক্ষদ্রব্য ইত্যাদি।

পরিণাম শূল চিকিৎসা।

ভুক্ত দ্রব্যের পরিণাম অবস্থায় অর্থাৎ আহারীয় দ্রব্য জীর্ণ হইবার সময় এই শূল উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে পরিণাম শূল কহে। এই শূল পিত্ত প্রধান। ইহাতে উদরের পার্শ্বদেশে বস্তিতে, হৃদয়ে ও পৃষ্ঠদেশে অথবা অন্নমূল্যে বেদনা হইতে পারে। ষষ্টিক ও শালিধান্যের

ত্রিদোষজ শূল অসাধ্য হইলেও বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে চিকিৎসা করা আবশ্যক। কারণ বলাবল অনুসারে অসাধ্যও যাপ্য বা সাধ্য হইতে পারে। ভূমি কুষ্মাণ্ডের রস ১ তোলা, পাকা সুমিষ্ট দাড়িমের স্বরস ১ তোলা, ত্রিকটু, সৈন্ধব প্রত্যেক আধ আনা, মধু ✓৹ আনা একত্রে মিশাইয়া পান করিবে।

এরণ্ড দ্বাদশক।

এরণ্ড ফল, এরণ্ডমূল বৃহতী, কণ্টকারী গোক্ষুর, শালপানি, চাকুলে, মুগানী, মাষানী, দণ্ডোৎপল, চাকুলে থাগড়মূল ইহাদের কাথে ৴৹ আনা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার শূল নিবারিত হয়। এই ঔষধ যে কোনও তীব্র শূলে ব্যবহার করা যায়।

গোমূত্র শোধিত জীর্ণ মণ্ডুর ৩ ভাগ (মণ্ডুরের পরিবর্ত্তে লৌহও ব্যবহৃত হয়) ত্রিফলা মিলিত ৩ ভাগ একত্র মিশাইয়া ।৹ সিকি মাত্রায় ঘৃত মধু সহ লেহন করিলে ত্রিদোষজ শূল আরোগ্য হয়।

শঙ্খাদিচূর্ণ

শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, হিং, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ মাত্রা ৴—✓৹ আনা, অনুপান—গরমজল। কেহ২ ইহার পরিমাণ নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্দেশ করেন। যথা—শঙ্খভস্ম ✓৹ আনা সৈন্ধব ও ত্রিকটু মিলিত ।৹ আনা, হিং ২ রতি একত্র পেষণ করিয়া ৩ মাত্রা হইতে ৬ মাত্রা পর্য্যন্ত করিবে। এই ঔষধ কফাধিক্য শূলে প্রযোজ্য। পুরাতন শূলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য নহে। নূতন অবস্থায় এই ঔষধ আশুশান্তিকারক।

লৌহ হরীতকী।

গোমূত্রে সিদ্ধ হরীতকী চূর্ণ ১ তোলা, লৌহভস্ম ১ তোলা। মাত্রা ৴৹ আনা। অনুপান—পুরাতন গুড় ৴৹ আনা। ইহাদ্বারা সকল প্রকার শূল আরোগ্য হয়। এই সকল ঔষধ বহুদিন ব্যবহার না করিলে বিশেষ ফল অনুভূত হয় না।

প্লীহাশূলে হিঙ্গ্বাদিক্ষারঃ। যথা—হিং, ত্রিকটু, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধব প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ৴৹ আনা। অনুপান—টাবালেবুর মূলের কাথ অথবা টাবালেবুর রস। বক্ষ্যমাণ। অভয়ালবণ, চিত্রকাদি লৌহ, যমান্যাদিচূর্ণ ও বজ্রক্ষার প্রভৃতি ঔষধেও প্লীহশূল আরোগ্য হয়।

যকৃৎশূলে যকৃৎ শূলহর বটিকা। যথা—নিশাদল ২ তোলা, সৈন্ধব ৪ তোলা, কুলেখাড়া বীজ, রোহীতক ছাল, যমানী ও চিতেমূল মিলিত ২০ তোলা, নাটা করঞ্জের রসে মর্দ্দন করিয়া কুলআটির ন্যায় বটী করিবে। অনুপান—করোলা পাতার রস। ইহা দ্বারা যকৃৎ প্লীহা ও উদর রোগ আরোগ্য হয়। ইহাতে বক্ষ্যমাণ অগ্নিপ্রভাবটী, যকৃতাদিয় লৌহ, রোহিতকাদিচূর্ণ, গুড়ুচ্যাদিচূর্ণ ও নিশাদল ঘটিত বজ্রক্ষার বিশেষ ফলপ্রদ।

অন্নে ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরিণাম শূলে তিক্ত ও মধুর রস দ্বারা বমন, বিরেচন ও বস্তিদান প্রশস্ত। শূল, আমাশয় সমুত্থ হইলে—বমন, পচ্যমানাশয় সমুত্থ হইলে—বিরেচন ও নিরূহ পক্বাশয়স্থ হইলে—অনুবাসন হিতকর। ইহাতে অগ্নি অতিশয় দুর্ব্বল হয় এবং যকৃতের ক্রিয়াও মন্দীভূত হইয়া থাকে। অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ ইহাতে ফলপ্রদ; বিশেষতঃ আমাশয় সমুত্থ হইলে অগ্নি দীপক ঔষধই একমাত্র অবলম্বনীয়।

বিড়ঙ্গাদি মোদক।

বিড়ঙ্গশস্য, ত্রিকুট তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, চিতেমূল, প্রত্যেক সমভাগ, পুরাতন গুড় সর্ব্বচূর্ণের দ্বিগুণ। যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিয়া ।০ তোলা মাত্রায় প্রাতঃকালে গরম জল সহ সেবন করিবে। এই ঔষধ পরিণাম শূল মাত্রেই ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা কফশূলেও প্রশস্ত

শম্বুকাদি গুড়িকা (কফপ্রধানে)।

শম্বুক ভস্ম, ত্রিকুট, পঞ্চলবণ প্রত্যেক সমভাগ, কসন্দী শাকের স্বরস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটী করিবে। প্রাতঃকালে বা আহারান্তে গরম জলসহ সেব্য।

সামুদ্রাদ্যচূর্ণ।

করকচ, সৈন্ধব, যবক্ষার, সচল লবণ, রোমক লবণ (অভাবে—শাম্ভারি লবণ, কমানদী হইতে উৎপন্ন লবণকে রোমক লবণ বলে) বিট্‌লবণ, দন্তীমূল, লৌহভস্ম, গোমূত্র শোধিত মণ্ডুর ভস্ম, তেউড়ীমূল, ওল প্রত্যেক সমভাগ। এই সকল দ্রব্য দধি, গোমূত্র ও দুগ্ধ মিলিত চূর্ণের ৪ গুণ দ্বারা পাক করিবে। চূর্ণবৎ হইলে নামাইবে। মাত্রা অগ্নিবলানুসারে ৵০—।০ সিকি পর্য্যন্ত। অনুপান গরমজল। ইহাদ্বারা নাভিশূল, যকৃৎশূল, গুল্মশূল প্লীহাশূল ও অষ্ঠীলা আরোগ্য হয়।

নারিকেল লবণ। (বা কাল লবণ)।

জলযুক্ত সুপক্ব নারিকেলের অভ্যন্তর সৈন্ধব লবণপূর্ণ করিয়া মৃত্তিকালিপ্ত ও মুখবন্ধ করিয়া ঘুঁটের আগুন দ্বারা গজপুট বিধানে পাক করিবে। শীতল হইলে লবণ বাহির করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০—।০ সিকি তোলা পিপ্পলচূর্ণ সহ সেব্য। এই লবণ অন্নসহ সেবনে বা নারিকেল জলসহ পানে সর্ব্বপ্রকার পরিণাম শূল নষ্ট হয়। ইহা অন্যান্য শূলে বিশেষতঃ বাতজশূলে ব্যবহৃত হইতে পারে। গরমজলসহ এই লবণ, তীব্র বেদনার সময় সেবন করিলে অচিরে বেদনা উপশমিত হয়। সৈন্ধব, জৈত পাতা দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া পশ্চাৎ নারিকেল অভ্যন্তরে পূর্ণ করিলে বিশেষ ফল হইয়া থাকে।

পিত্তপ্রধান পরিণাম শূলে মটর কলায়ের যূষ দ্বারা যবের ছাতু পান করিলে উপকার হয়। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত **সপ্তামৃত লৌহ, শতাবরীমণ্ডুর ও ধাত্রীলৌহ** ব্যবহার করা যায়।

খণ্ডামলকী।

সুসিদ্ধ ও বস্ত্র নিপিড়িত সুপক্ককুষ্মাণ্ড শস্য ৫০ পল, ভর্জনার্থ ঘৃত /২ সের, পাকার্থ— আমলকীরস /৪ সের, উক্ত সিদ্ধ কুষ্মাণ্ড রস /৪ সের, চিনি ৫০ পল, উপযুক্ত সময়ে পিপুল, জীরে ও শুঁঠ প্রত্যেক ২ পল, মরিচ ১ পল, তালীশপত্র, ধনে, চাতুর্জাতক, মুতা প্রত্যেক ২ তোলা মিশাইবে শীতল হইলে /২ সের মধু মিশাইয়া স্নিগ্ধভাবে রাখিবে। মাত্রা ।০ তোলা। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

লৌহামৃত (বাতপ্রধান পরিণাম শূলে)

অতিশয় পাতলা লোহার পাত, শ্বেত আকন্দ মূলের কল্ক দ্বারা বা সর্ষপকল্কদ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রলিপ্ত ও সূর্য্যকিরণে শুষ্ক করতঃ আগুনে পোড়া দিয়া, পুনঃ পুনঃ ত্রিফলার কাথে নির্বাপিত করিবে। যে পর্য্যন্ত লৌহ জারিত না হয় তাবৎ এইরূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠেয়। সেবনোপযোগী হইলে চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই ঔষধ ৩ রতি মাত্রায় ঘৃত মধু দ্বারা লেহন করিবে। ঔষধ সেবনান্তে /৶ পোয়া ছাগদুগ্ধ, অভাবে—গব্যদুগ্ধ অনুপান করিবে। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আনুপমাংস ও ককারাদি দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ।

নারিকেল খণ্ড। (বাত পৈত্তিক পরিণাম শূলে)

সুপিষ্ট নারিকেল /॥ সের, ভর্জনার্থ ঘৃত ১ পল, পাকার্থ—নারিকেল জল /৪ সের, চিনি ১ পল, গুড়বৎ পাক করিবে। আসন্ন পাকে—ধনে, পিপুল, মুতা, বংশলোচন, জীরে, কৃষ্ণ জীরে, চতুর্জাতক প্রত্যেক ॥০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। ইহা দ্বারা অম্লপিত্ত, অরুচি, বমন, রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও শূল আরোগ্য হয়।

অন্নদ্রব শূল চিকিৎসা।

ইহাতে আমাশয় ও পক্কাশয় পরিশুদ্ধির জন্ম বমন ও বিরেচন প্রয়োগ করিবে। আমপক্কাশয় শুদ্ধ না হইলে, এই শূল প্রশমিত হইতে পারে না। তদনন্তর অম্লপিত্তের ন্যায় এবং পিত্তশূলের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

ইহাতে ঘৃত, যাব ফলাই, চিনি, দুগ্ধ, যবমণ্ড, ছোলার ছাতু, যব ও পটোল পত্রের যুষ হিতকর। শূলাধিকারে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে **নারিকেল খণ্ড, ও নারিকেল লবণ, ধাত্রীলৌহ, চিন্তামণি, চতুর্মুখ পুগখণ্ড** ও **বীজপুরাদ্য ঘৃত** শ্রেষ্ঠ। অন্নদ্রব শূলে এবং কফ প্রধান পরিণাম শূলে ও যকৃৎ শূলে **শঙ্খাদি চূর্ণ** ও পরিণাম শূলে **ত্রিগুণাখ্য রস** অতীব হিতকর।

শঙ্খাদি চূর্ণ।

শঙ্খভস্ম ১ পল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সোহাগার খই, জাতিফুল, তালক, যমানী, হিং ও ত্রিকটু প্রত্যেক ১ পল। মাত্রা—/০ এক আনা। অনুপান—গরম জল।

ত্রিগুণাখ্য রস।

সোহাগার খই, মুগশৃঙ্গভস্ম, স্বর্ণ, গন্ধক, রসসিন্দূর প্রত্যেক সমভাগ, আদার রসে একদিন মর্দন করিয়া এবং ৭ বার ভাবনা দিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা—৩রতি। অনুপান ঘৃত ও মধু। ঔষধ সেবনের কিছুক্ষণ পর সৈন্ধব, জীরে ও হিং পরিমিতরূপ গ্রহণ করিয়া ঘৃত ও মধুদ্বারা লেহন করিবে। এই ঔষধ অবস্থা বিশেষে বাত প্রধান শূলেও ব্যবহার করা যায়।

অম্লপিত্ত হইতে পরিণামে শূল উৎপন্ন হইলে পরিণাম শূলের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। অম্লপিত্তহর যোগ অম্লপিত্তান্তক চণ্ডী ইহার আশু নিবৃত্তি কারক।

অম্লপিত্তহর চণ্ডী।

সোরা /। এক পোয়া, নিশাদল / এক ছটাক। প্রথমে সোরা আগে গলাইয়া পাক কাটি নিশাদল মিশ্রিত করিবে। তৎপর পিত্তল পাত্রে ঢালিয়া চণ্ডী করিবে। নাড়াইতে বিলম্ব হইলে আগুন উঠিয়া মুখাদি দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা। লৌহ পাত্রে এবং লৌহ হাতা দ্বারা পাক সমাধা করিতে হইবে। মাত্রা—/০—।০ আনা। অনুপান—শীতল জল।

অন্নদ্রব শূলে ও পরিণাম শূলে প্রথমাবস্থায় অগ্নিপত্তিকর চূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শূল রোগে কোষ্ঠ পরিষ্কারার্থ হরীতকীখণ্ড ব্যবহৃত করাইবে।

হরীতকী খণ্ড

চিনি ৩২ পল কিঞ্চিৎ জলসহ দ্রবীভূত করিয়া তাহাতে হরীতকীচূর্ণ ৮ পল, ত্রিফলা, মুথা, দারুচিনি, তেজপাত, এলাচি, নাগকেশর, যমানী, ত্রিকটু, ধনে, মৌরী, জলকা ও ... প্রত্যেক ২ তোলা, তেউড়ী, সোনামুখী প্রত্যেক ২ পল প্রক্ষেপ দিয়া মোদকাকার করিবে। মাত্রা ।০—১ তোলা। অনুপান—গরম দুগ্ধ। ইহাতে অম্লপিত্ত, শূল, কোষ্ঠগত বায়ু, শূল ও আনাহ আরোগ্য হয়।

শঙ্খদ্রাবক্ষারীয় গুড়িকা।

তেঁতুলের খোসা ভস্ম ৫ পল, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল, শঙ্খভস্ম ১২ পল, জম্বীর রস সের যথা বিধানে (মৃৎ পাত্রে) পাক করিবে। আসন্ন পাকে হিং, শুঁঠ, পিপুল, প্রত্যেক ১ পল, পারদ, গন্ধক, বিষ প্রত্যেক ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া মোদকাকার বানাইবে। পরে ৩ দিন জম্বীর রসে ভাবনা দিয়া কুল প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান গরমজল। ইহা অতিশয় আগ্নেয়। ইহাদ্বারা পরিণাম শূল, অজীর্ণ শূল, আমশূল, উদর ও অন্যান্য শূল নষ্ট হয়। মহাশঙ্খদ্রাবকবটী আমশূল ও অজীর্ণ শূল উপশমের জন্য ব্যবহার করা যায়।

মেয়াজ, মধু, দুগ্ধ, তণ্ডুল, ঘি, ইত্যাদি কাঁজি দ্বারা পোষণ করিলা গুরুম কাৰ্যক পেটে প্রবেশ দিলে কুক্ষিশূল, আধ্মান ও বিষ্টম্ভাজীর্ণ নষ্ট হয়।

শূলহরণ যোগ।—(২য় প্রকার) যমানী ৵৹ পোয়া ও বাঁবি লবণ ৵৹ পোয়া। দুইটী একত্র মিশাইয়া পান রসে ভাবনা দিবার পরে খোলায় কিঞ্চিৎ ঘৃত দ্বারা অর্দ্ধভর্জিত করিবে। তৎপর নির্বীজ হরীতকী ৵৹ পোয়া ও আমলকী ৵৹ পোয়া মৃৎপাত্রে ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিবে। এই ৪টী চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিলে ঔষধ প্রস্তুত হইবে। ইহার মাত্রা—।০ সিকি। অনুপান—শরবজল। ইহা সকল প্রকার শূলেই ফলপ্রদ।

শূলগজকেশরী গুড়। (আমাশয় সমুত্থ শূলে)

শঙ্খভস্ম, শম্বুকভস্ম, তেঁতুলফলত্বক্ভস্ম, চালকুমড়ার লতাভস্ম প্রত্যেক ১ তোলা, ত্রিকটু ৩ তোলা, ত্রিফলা ৩ তোলা, জীর্ণ গুড় ১১ তোলা জলদ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। অনুপান ডাবের জল।

শূলহরবটী

স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, লৌহ—প্রত্যেক ১ তোলা, সোহাগা, ফিটকারী, অভ্র প্রত্যেক ১।০ তোলা তেউড়ী মূল, গুড়চী চিনি, লবঙ্গ, যষ্টীমূল ও বচ প্রত্যেক ৩৷০ তোলা, ঘৃতকুমারী রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে। অনুপান—চিনি ও দুগ্ধ। ইহা সর্ব্বপ্রকার শূল নাশক।

মুষ্টিযোগ।

ডাব নারিকেলের খোসা ফেলিয়া, তাহার মধ্যে আতপ চাউল, ধান, জীরে, লবঙ্গ প্রভৃতি গরম মসলা ও কচিবাশডগা ১টী ভরিয়া কলাপাতা দ্বারা মুখ বাঁধিয়া পুটপাক বিধানে পাক করিবে। শীতল হইলে নারিকেলের মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া তিন দিন ভাতের সহিত সেবন করিবে। ইহা সর্ব্ববিধ শূলনাশক। এই ঔষধ ব্যবহারে কোন ২ ব্যক্তির বেদনা প্রথমতঃ অধিক হইয়া পশ্চাৎ ধীরে ধীরে বিলীন হয়।

এই ব্যাধিতে পরিপাক শক্তি খুব কম হইয়া থাকে সুতরাং ইহাতে অতিশয় লঘু অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিবে।

উদাবর্ত্ত ও আনাহ চিকিৎসা।

বেগ নিরোধ হেতু বায়ুর ঊর্দ্ধগতিই উদাবর্ত্ত। যেরূপ শূলে বায়ুপ্রকোপ অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ উদাবর্ত্তেও বায়ু প্রকোপ অবধারিত। শূলের ন্যায় ইহাতেও বেদনা হয়। এই জন্য শূল চিকিৎসার পর উদাবর্ত্ত চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে। এই রোগে বায়ুর ঊর্দ্ধগতির হেতু মলমূত্র অধোবায়ু প্রভৃতি নিঃসরণ হয় না। বায়ুর অনুলোম ও ভেদক ঔষধদ্বারা মলমূত্র নিঃসরণ করাই ইহার চিকিৎসা। এইরোগে ঔষধ চিকিৎসিতদিগের [illegible]

উদর প্রভৃতি নানাবিধ কঠিন রোগ উৎপন্ন হইতে... হরীতকী খণ্ড, বজ্রক্ষার, ভাস্করলবণ, শ্রেহলবণ, ক... লবণ, আগ্নাস্ত কাণ্ডিক, চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ, বৃহৎবাতচিন্তামণি, অভয়া-মোদক, বিষ্ণুতৈল, নারায়ণতৈল প্রভৃতি বাতানুলোমক এবং ভেদক ঔষধ সমূহ ইহাতে ব্যবহার্য্য। শূলের ন্যায় ইহাতেও ভাত একেবারে পরিত্যাজ্য। গ্রাম্য আনুপ মাংস, মৎস্য, কিস্‌মিস্‌, বেদানা, পেস্তা, দুগ্ধ এবং বিরেচক দ্রব্য ইহাতে পথ্য।

বায়ু নিরোধজনিত উদাবর্ত্তে রোগীকে স্নিগ্ধ স্বিন্ন করিয়া আস্থাপন ব্যবস্থা করিবে। স্নিগ্ধক্রিয়া সম্পাদনার্থ দ্রাক্ষা, দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য সেবন এবং বিষ্ণু ও নারায়ণ প্রভৃতি তৈলের অভ্যঙ্গ করিবে। ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ পান করাইয়া স্নিগ্ধ করান কর্ত্তব্য নহে। কারণ অগ্নিমান্দ্য হেতু রোগী উহা পরিপাক করিতে অক্ষম। মাষকলাই, তিল, মসিনা, লবণ প্রভৃতি বাতহর দ্রব্যদ্বারা অথবা বাতব্যাধিবর্ণিত স্বেদ দ্রব্যদ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। এই-রূপে রোগী স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন হইলে, বায়ুর অনুলোম হওয়ায় আস্থাপন ক্রিয়া (নিরূহ) দ্বারা মল নির্গমন অনায়াসলব্ধ হয়। নতুবা অনেক সময় আস্থাপন দ্রব্য বহির্গত না হওয়ায় উদরাধ্মান প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া রোগীর পরিণাম অশুভজনক হইয়া থাকে। বাতপ্রধান উদাবর্ত্তে অনেক সময় বিরেচক ঔষধ দ্বারা বিরেচন হয় না। তাদৃশ অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হয়; সুতরাং বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা আস্থাপন বস্তিই নিরাপদ। উদাবর্ত্তে বায়ুর প্রাবল্য অত্যধিক হইলে রোগীকে স্নিগ্ধ স্বিন্ন না করিয়া কদাচ আস্থাপন বা বিরেচন প্রয়োগ করিবে না। অনেক সময় বিরেচক ঔষধ দ্বারা ফললাভ না হইলে আস্থাপন দ্বারা ফললাভ হয়। আস্থাপনই এই রোগের প্রধান ঔষধ। ক্ষারবস্তি অথবা বৈতরণিবস্তির আস্থাপন অথবা উদাবর্ত্ত রোগহর বিরেচক দ্রব্য ঘটিত আস্থাপন প্রয়োগ করিবে।

শ্যামাদিগণ।

শ্যামমূলা, তেউড়ী, দন্তীমূল, দ্রবন্তীমূল বৃদ্ধদারক, মনসা, অরুণমূলা তেউড়ী, সপ্তলা (চর্ম্মকষা), শঙ্খিনী (শ্বেতবুহ্না বা ঢোলকলমী), শ্বেত অপরাজিতা, সোণালু ফল, লোধ, কমলাগুঁড়ী, করঞ্জ, স্বর্ণক্ষীরী। ইহাদের দ্বারা চূর্ণ, ঘৃত, তৈল, কাথ বা কল্ক প্রস্তুত করিয়া বাতনিরোধজ বা পুরীষজ উদাবর্ত্তে প্রয়োগ করিবে। ইহা বিরেচক এবং উদাবর্ত্ত উদর, আনাহ ও গুল্মনাশক। ইহাদ্বারা তৈল, ঘৃত পাক করিতে হইলে, ইহাদের কাথ কল্ক দ্বারা যথাবিধি পাক করিবে। ইদানীং আস্থাপন ক্রিয়া প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ।

হিং ১ ভাগ, কুড় ২ ভাগ, বচ ৪ ভাগ, সাচিক্ষার ৮ ভাগ, বিটলবণ ১৬ ভাগ। মাত্রা—।০ সিকি, কাঁজিসহ পেয়। অভাবে গরম জলসহ পান করিবে। কাঁজি না হইলে এই ঔষধ তাদৃশ ফলপ্রদ হইবে না।

নারাচ চূর্ণ।

চিনি ১ পল, তেউড়ীমূল চূর্ণ ১ পল, পিপুল ২ তোলা। মাত্রা ৵০—।০ সিকি, আহারের পূর্ব্বে মধুদ্বারা নাড়িয়া সেব্য।

অধোবায়ুর নিরোধজনিত উদাবর্ত্তে স্নেহপান, স্বেদ, বস্তি ও ফলবর্ত্তি বিহিত আছে। কিন্তু ইদানীং ফলবর্ত্তির প্রয়োগ অতি বিরল। এই উদাবর্ত্তে এরণ্ড তৈলের বিরেচনও ফলপ্রদ। উদাবর্ত্তে তৈলের মাত্রা ৪ তোলা হওয়া আবশ্যক; অন্যথা মল নিঃসৃত না হইয়া আধ্মান হওয়ার সম্ভব। পুরীষজ উদাবর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ এবং জলাবগাহন হিতকর। ইহাতে মল ভেদনার্থ এরণ্ড তৈল, হরীতকী খণ্ড, অভয়ামোদক বা ইচ্ছাভেদী প্রয়োগ করিবে।

ইচ্ছাভেদী।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, পিপুল প্রত্যেক।০ এক সিকি, শোধিত জয়পাল-বীজ-চূর্ণ ১ তোলা। বটী ১ রতি। অনুপান—শীতল জল। ভেদ নিবৃত্তির জন্য গরম জল পান করিবে।

ত্রিবৃৎ গুড়। (পুরীষজ উদাবর্ত্তে

তেউড়ী ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, হরীতকী ৫ ভাগ, সকলের সমান পুরাতন গুড়। [illegible] তোলা। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ। ইহাতে বাতজ পুরীষজ উদাবর্ত্ত, আনাহ ও [illegible]

ভুবনেশ্বর।

ত্রিফলা ৩ ভাগ, যমানী ১ ভাগ, সৈন্ধব ১ ভাগ, অপামার্গমূল ১ ভাগ, [illegible] ।০—॥০ তোলা মাত্রায় শীতল জলসহ পান করিবে। এই ঔষধ পাচক ভেদক ও [illegible] অনুলোমক। ইহা গ্রহণীতে ব্যবহৃত হয়।

গুড়াষ্টক।

ত্রিকটু, পিপুলমূল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, রক্তচিতেমূল প্রত্যেক ১ ভাগ, পুরাতন ইক্ষু গুড় ৭ ভাগ। মাত্রা।০—।৵০ আনা। অনুপান—উষ্ণজল। ইহাতে বাতপ্রধান প্লীহা, উদাবর্ত্ত, আনাহ ও শোথ আরোগ্য হয়।

উদাবর্ত্ত ও আনাহ একজাতীয় ব্যাধি। কোষ্ঠবদ্ধতা ও কোষ্ঠ কাঠিন্য অধিক থাকিলে আনাহ বলে। উদ্গারাধিক্য প্রভৃতি ঊর্দ্ধগত বায়ুর ক্রিয়া অধিক পরিলক্ষিত হইলে উদাবর্ত্ত কহে। উভয় ব্যাধিতেই ভেদক ও বাতানুলোমক ঔষধ আবশ্যক। পুরীষজ উদাবর্ত্তে যদ্যপি কোষ্ঠবদ্ধতা অবশ্যম্ভাবী, তথাপি ঊর্দ্ধবায়ুর ক্রিয়া উদ্গারণাদি লক্ষণ অধিক বিদ্যমান থাকায় আনাহ হইতে বিভিন্ন হইয়াছে। উদাবর্ত্তে বাতানুলোমক ঔষধ অত্যাবশ্যক। আনাহে ভেদক ঔষধ বিশেষ প্রয়োজন। অনেক সময় বায়ুর অনুলোমন না হইলে বা বাতানুলোমক ঔষধ ব্যবহার না করিলে উদাবর্ত্তে বিরেচক ঔষধে বিরেচন হয় না; কিন্তু আনাহে তাদৃশ

ঔষধ ফলপ্রদায়ী হয়। উদাবর্ত্তে বিরেচক ঔষধ অকৃতকার্য্য হইলে আমাশয় উৎপন্ন করিয়া থাকে। আনাহে আমাশয় হইলেও তাহা গুরুতর হয় না। এই উভয় ব্যাধিতে বায়ুই মূল কারণ। সুতরাং বায়ুরই চিকিৎসা করিবে। উদাবর্ত্তে যে সকল বিরেচক ঔষধ লিখিত হইয়াছে আনাহেও তাহাই ব্যবহার করিবে। এই উভয় ব্যাধিতে জয়পালঘটিত ঔষধ ও এরণ্ডতৈল সহসা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে বাতানুলোমক ক্রিয়া করিয়া পশ্চাৎ বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করিবে। অবস্থা বিশেষে উদররোগের রেচক অনুলোমক ঔষধ সমূহ ও নারাচাদিকাদের [illegible] উদাবর্ত্তে ব্যবহার করিবে।

মূত্র নিরোধ উদাবর্ত্ত চিকিৎসা।

জল মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিলে অথবা দ্রাক্ষার রস বা খর্জ্জুর ফলের কাথ পান করিলে ইহা নিবারিত হয়। এই সকল মূত্রকারক ও বাতানুলোমক। ইহাতে মূত্রকারক ও বাতানুলোমক ঔষধ প্রয়োগ। মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীর মূত্রকারক অনুলোমক ঔষধ সমূহ ইহাতে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বায়ু কর্ত্তৃক মূত্র উর্দ্ধগামী হইলে প্রস্রাব বন্ধ হয়। [illegible] বিশুষ্কৈলাদির ঔষধ, ত্রিকণ্টকাদ্যো ও যবক্ষার স্বর্ণ সিন্দূর প্রভৃতি ঔষধ সেবন বিধেয়। কাকুড়ের বীজ ।০ আনা ।৵ তোলা সৈন্ধব চূর্ণ করিয়া [illegible] পান করিলে প্রস্রাব হইয়া পীড়ার উপশম হয়। [illegible] [illegible] ক্ষার বা [illegible] পান করিলে [illegible] বিশেষ উপকারী। ত্রিকণ্টকাদ্যো [illegible] [illegible] হয় বা [illegible] পান করিলে ইহা [illegible] হয়।

ত্রিকণ্টকাদ্যো।

[illegible] [illegible] ক্ষার [illegible] [illegible] [illegible] পান করিলে [illegible] উপশম হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কুশমূল [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] করিবে। [illegible] হইলে [illegible] [illegible] [illegible] উৎপন্ন হইলে, [illegible] যুক্তিপূর্ব্বক [illegible] [illegible] প্রয়োগ করিবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্যবহার করিবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উৎপন্ন হইলে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

করিবে। বিষ্ণুতৈল বায়ুনাশক হইলেও সর্ব্বত্র বাতপ্রধান কর্ণরোগাদিতে ব্যবহার্য্য হয়।

অশ্রুবেগ ধারণ জনিত উপসর্গে শিরোগৌরব হইলে অশ্রুমোক্ষ নস্য প্রভৃতি চক্ষুরোগ হইলে অশ্রুমোক্ষ এবং বাত অভিষ্যন্দের চিকিৎসা করিবে। পীনস প্রভৃতি হইলে বাত শ্লেষ্মজ রোগের চিকিৎসা করিবে। অশ্রুমোক্ষণার্থ তীক্ষ্ণাঞ্জনাদি হিতকর। তাহাতে নিদ্রা, মদ্যপান ও প্রীতিকর বাক্য শ্রবণ প্রভৃতি হিতকর।

ক্ষবথু (হাঁচি) বেগ ধারণ জনিত উপসর্গে ক্ষবপত্র (হিঁচুটী পাতা) দ্বারা হাঁচি করাইবে। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে অল্প মাত্রায় ছুকরাঙ্গের (ছোকরা) পাতার নস্য লইবে। ইহার নস্য ১ বার মাত্র গ্রহণ করিলে প্রায় ৫০ বার হাঁচি হয়।

ইহাতে যথাবিধি স্বেদ, ধূম প্রয়োগ ও নস্য উপকারী। ইহা হইতে শিরঃশূল প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে বা ইন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য হইলে কণ্ঠের ঊর্দ্ধভাগে বিষ্ণুতৈলাদির অভ্যঙ্গ করিবে।

উদ্গার রোগ হেতু হিক্কা প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে স্নৈহিক ধূমপান করিবে। ধূম—দ্রব্য পেষণ করতঃ বর্ত্তি করিয়া শুষ্ক করিবে, পরে উহার দ্বারা ধূমপান করিবে। মূত্রকৃচ্ছ্র বা বাতনিরোধ প্রভৃতি উপস্থিত হইলে অনুলোমন ঔষধ স্বর্ণসিন্দূর, ভাস্করলবণ, বজ্রক্ষার, চিন্তামণি, চতুর্ম্মুখ, বৃহৎবাত চিন্তামণি, বিষ্ণুতৈল, ভুবনেশ্বর, প্রভৃতি ব্যবহার করিবে।

বমন নিরোধজনিত উপসর্গে কুষ্ঠ, বিসর্প প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে সেই ২ ব্যাধির রোগ বিপরীত নস্য ও স্নেহাদি ক্রিয়াদ্বারা চিকিৎসা করিবে এবং অবস্থাবিশেষে আমাশয় শুদ্ধির জন্য দিনের মধ্যে ২।৩ বার ভোজন করাইয়া বমন করাইবে। আমাশয় শোধনার্থ সুগন্ধি ধূম গ্রহণ করিবে। স্নেহাক্তপদার্থ যথাবিধি লঙ্ঘন ক্ষারপান এবং ব্যায়াম করিবে। বায়ুর অনুলোমনার্থ বিরেচন ক্রিয়া করিবে। ইহাতে প্রায়শঃ আতঙ্ক হয়। কুষ্ঠ, বিসর্প, কণ্ডু, কোঠ প্রভৃতিতে যথাবিধি রক্তমোক্ষণ করিবে।

শুক্রবেগ ধারণ জন্য উপসর্গে শুক্র মূত্রমার্গে নির্গত হইয়া শুক্রাশ্মরী উৎপন্ন হইলে যথাযথ শুক্রাশ্মরীর চিকিৎসা করিবে। শুক্রক্ষয়, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে, দুগ্ধ-ক্ষুপের দ্বারা ক্ষীরতরাদিগণ দ্বারা বা গোক্ষুর দ্বারা দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিবে। ক্ষীরতরাদিগণ অশ্মরী অধিকারে লিখিত হইবে। শুক্রক্ষয় বা ধ্বজভঙ্গ উপস্থিত হইলে বাজীকরণোক্ত কন্দর্পাদি গুড়িকা এবং আমাদের কন্দর্পবটিকা ও সুরতিমোহনরস ব্যবহার করিবে। প্রত্যেক ঔষধই রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিতে হয়।

ইহাতে (ধ্বজভঙ্গ বা শুক্রক্ষয়ে) কুক্কুটমাংস, মিষ্টান্ন, শালিধান্য, বৃংহণ স্নিগ্ধ ভোজনাদির ভক্ষণ ও অবগাহন হিতকর। রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে ঘৃত, দুগ্ধ, মা

ও অণ্ডকোষ শীতল জলে ধৌত করিয়া শয়ন করিবে। ভুরিয়া ও দুগ্ধপান আবশ্যক নিরুদ্ধিকর। মস্তিষ্ক এবং পেট গরম হইয়াও অশ্মরোধ হইতে পারে; তাদৃশ স্থলে মাথা এবং পেটে হিমসাগর তৈলাদির অভ্যঙ্গ করিবে এবং বায়ুশান্তিকর সুশীতল সুগন্ধি পানীয় প্রভৃতি পান করিবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে প্রায়শঃ রোগের উপশম হয় না, সুতরাং মলভেদনার্থ দন্তীহরীতকী, হরিতকীখণ্ড ও অভয়া মোদক প্রভৃতি অনুলোমক ঔষধ ব্যবহার করিবে। ইহাতে দ্রাক্ষা ও বেদানা প্রভৃতি সুপথ্য। অতিরিক্ত ভোজন, রাত্রিজাগরণ, আগ্নেয় দ্রব্য এবং গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ অহিতকর।

মূত্ররোধ বা মূত্রাশয়ের বেদনা হইলে মূত্রাঘাতোক্ত মূত্রস্রাবকারক ঔষধ ব্যবহার করিবে। এই অবস্থায় চিনির জল সহ যবক্ষার উপকারী।

বস্তিদেশে, অণ্ডকোষে বা গুহ্যদ্বারে শোথ হইলে বক্ষ্যমান বাতজ শোথের চিকিৎসা করিবে।

ক্ষুধা বেগ ধারণ জন্য তন্দ্রা, শ্রান্তি বা দৃষ্টিশক্তির হীনতা উপস্থিত হইলে সুপথ্য মাংসযূষ সেবন করাইবে। ইহাতে বেদনার রস বিশেষ উপকারী।

তৃষ্ণাবিঘাতজন্য মুখশোষ, শ্রবণ শক্তির হীনতা ও হৃদয়ে বেদনা প্রভৃতি উপস্থিত হইলে শীতল যবাগূ বা মণ্ডপান করিবে। ইহাতেও দুগ্ধপান বিশেষ উপকারী।

শ্রান্ত ব্যক্তির নিশ্বাসরোধ ঘটিলে হৃদ্রোগ, মোহ বা গুল্ম হইতে পারে। শ্রমার্ত ব্যক্তিকে সুবিশ্রান্ত করিয়া মাংসযূষ দ্বারা ভোজন করাইবে। এই অবস্থাতে ঘোল, শীতল জল এবং অন্যান্য লঘু স্নিগ্ধ দ্রব্য হিতকর।

নিদ্রার ব্যাঘাতজনিত চক্ষুর বা মস্তকের জড়তা, তন্দ্রা, জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ বা অন্যান্য উপস্থিত হইলে নিদ্রা ও দুগ্ধপান হিতকর। নিদ্রাজনক মাহিষদুগ্ধ বিশেষ উপকারী। শ্লেষ্মা প্রধান ব্যক্তিতে প্রযোজ্য নহে।

নিদ্রাবেগ রোধ জন্য একেবারে নিদ্রার অভাব হইলে অশ্বগন্ধ নারায়ণ তৈল, মহা নারায়ণ তৈল, হিমসাগর তৈল, চিন্তামণি চতুর্মুখ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করিবে। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে নিদ্রাম্বু তৈল বা

নিদ্রাম্বু তৈল।

কৃষ্ণতিল তৈল /৪ সের, শুষুণি শাকের রস /৪ সের, মাহিষ দুগ্ধ /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, হিমসাগর পাতার রস /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের, ইক্ষু রস /৪ সের, খদির কাষ্ঠ দুগ্ধপক্কমূলের কাথ /৪ সের, কুমড়ার জল /৪ সের, ভুমি কুষ্মাণ্ড রস /৪ সের, আতপ ধোয়া জল /৪ সের। কল্কার্থ—ভূমি কুষ্মাণ্ড, শুষুণি, শতমূলী, যষ্টিমধু, জীবনী, ক্ষীরকাকোলী, ভুমিকুষ্মাণ্ড মিলিত /২ সের, যথাবিধি পাক করিবে। এই [illegible] নিদ্রাজনক এবং উন্মাদ, মস্তিষ্ক [illegible]।

অপথ্যাদি সেবন দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া মূত্র ও পুরীষবাহ স্রোত সমূহকে ঊর্দ্ধে প্রেরিত করিলে অতি কষ্টে মূত্র ও পুরীষ নির্গত হয়। উহা নিবারণার্থ হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ ব্যবহার করিবে।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ

হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, কুড় ৪ ভাগ, সচললবণ ৮ ভাগ, বিট্ লবণ ১৬ ভাগ। মাত্রা /০—।০ আনা। অনুপান, গুড় শীতল জল বা কাঁজি। ইহাদ্বারা আনাহ, বিসূচী—শূল ও ঊর্দ্ধবায়ু নষ্ট হয়।

বচাদিচূর্ণ

বচ, হরীতকী, রক্ত চিতামূল, যবক্ষার, পিপুল, আতইচ, কুড় প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা /০ হইতে ৵০ আনা। উষ্ণজল সহ সেব্য। ইহা দ্বারা আনাহ প্রভৃতি নষ্ট হয়।

পাকলবণ

হরীতকী ১ তোলা, যষ্টীমূল ১ তোলা, তেউড়ীমূল ১ তোলা, হিং ১ তোলা, আকন্দ মূল ১ তোলা, দশমূল মিলিত ১০ দশ তোলা, মনসা মূল ১ তোলা, রক্ত চিতে মূল ১ তোলা, পুনর্ণবা ১ তোলা, পঞ্চলবণ মিলিত ১০ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য চতুঃস্নেহ (ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা) দ্বারা অভাবে—কেবল ঘৃত ও তৈল দ্বারা মর্দ্দন করিবে। পশ্চাৎ গোমূত্র দ্বারা মর্দ্দন করিয়া (কেহ২ পূর্ব্বে গোমূত্র দ্বারা মর্দ্দন ও শুষ্ক করিয়া পশ্চাৎ স্নেহাক্ত করিতে উপদেশ দেন এবং তাহাই সমীচীন) ভর্জ্জিত করিবে। তৎপর শরাবন্ধ এবং মৃৎলিপ্ত করিয়া গজপুটে পাক করিবে। এই লবণ অন্ন বা পানীয় দ্রব্য সহ সেবনীয়। মাত্রা ।০ আনা পর্য্যন্ত। ইহা পাচক, ভেদক, আনাহ, ও উদরবেদনা নাশক।

আনাহ রোগে পূর্ব্বোক্ত হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ, বচাদিচূর্ণ, পাকলবণ, ভাস্করলবণ, ইচ্ছাভেদী, দন্তী, হরীতকী, হরিতকী খণ্ড অভয়া মোদক এবং অন্যান্য পাচক ও ভেদক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। সাম আনাহে পাচক ঔষধ এবং লঙ্ঘন প্রশস্ত। উপরিলিখিত হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ প্রভৃতি পরিপাকার্থ ব্যবহার করিবে। বহুদিনের বাত প্রধান উদাবর্ত্তে শুষ্ক মূলাদ্য ঘৃত এবং স্থিরাদ্য ঘৃত হিতকর।

শুষ্কমূলাদ্যঘৃত।

ঘৃত /৪ সের ক্বাথার্থ—শুষ্ক মূলা, যবানী, পুনর্ণবা, বিল্বাদি পঞ্চমূল, গোক্ষুর সমস্ত মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—পূর্ব্বোক্ত শুষ্ক মূলাদি মিলিত /১ সের। মাত্রা ২০ তোলা /। পোয়া উষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবনীয়। ইহা বায়ুর অনুলোমক।

ষিরাদ্য ঘৃত

ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—শাল পর্ণ্যাদি পঞ্চমূল, পুনর্ণবা, শোণালুকের মজ্জা, নাটাকরঞ্জমূলের ছাল প্রত্যেক ২ পল, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। এই ঘৃত অকল্ক। মাত্রা এবং অনুপান পূর্ব্ববৎ।

এই রোগে উদর রোগের এবং বাতব্যাধির ঔষধ অবস্থাবিশেষে ব্যবহার করিবে।

পথ্য—পেঁপে, কমলালেবু, বেলের পানা, দ্রাক্ষা, আতাফল, আনারস, লিচু, পুরাতন তেঁতুল, আলুবখেরার টক, লেবুর রস, মিশ্রি বা চিনির পানক, অম্লমধুরফল, আম, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, পুরাতন ধান্যের লঘু অন্ন, জাঙ্গল মৎস্যের যূষ ইত্যাদি।

অপথ্য—অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা, বেগধারণ, গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ, ঝাল, উত্তাপ, ডাল, শাক মৈথুন, অধিক আহার, অজীর্ণে ভোজন ইত্যাদি।

গুল্মচিকিৎসা।

গুল্মেও আনাহ হয় এবং আনহ হইতেও গুল্ম হইতে পারে। এই কার্য্যকারণ ভাবহেতু আনাহের অনন্তর গুল্ম চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে। এই ব্যাধি গুড়কাকার বলিয়া ইহার নাম গুল্ম অথবা গুল্মের ন্যায় ইহার অবয়ব বলিয়া ইহার নাম গুল্ম হইয়াছে। এই ব্যাধি বাতপ্রধান। অথবা, বাত প্রধান বলিলে অবস্থাবিশেষে হীনোক্তি হয়; যেহেতু, উৎসেধযুক্ত পিণ্ডাকার কেবল বায়ুই গুল্ম নামে অভিহিত। ইহাতে যাবতীয় বায়ুনাশক উপক্রম করিবে। এইরোগে বা ইহার পূর্ব্বরূপে আনাহ হয়। কোষ্ঠ কাঠিন্যই ইহার প্রধান উপসর্গ; সুতরাং গুল্ম চিকিৎসায়, কোষ্ঠ পরিষ্কারক ঔষধ সতত ব্যবহার্য্য কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে গুল্ম আরোগ্য হওয়া সুকঠিন। এই রোগে দন্তী হরীতকী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জয়পাল ঘটিত কোনও ঔষধ গুল্মে ব্যবহার্য্য নহে। তাহাতে বায়ু বৃদ্ধি হইয়া পরিণাম অশুভজনক হইতে পারে। এই রোগে পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। উদাবর্ত্তে যাহা পথ্যাপথ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই পথ্যাপথ্য। বিশেষ পথ্যাপথ্য পরে লিখিত হইবে।

রোগীকে প্রথমতঃ হবুষাদ্য ঘৃতাদি দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া এবং গুল্ম স্থানে বিষ্ণুতৈলাদির অভ্যঙ্গ করিয়া কুম্ভী, পিণ্ড, বা নাড়ীস্বেদ দিবে। ভদ্রদার্ব্বাদিগণের কাথ দ্বারা কুম্ভী বা নাড়ীস্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হয়। উৎস্বিন্ন যবরবক্ত মাষকলয়াদির পিণ্ডদ্বারা পিণ্ডস্বেদ দিবে। অনেক সময় বোতলস্বেদ দেওয়া হয়, কিন্তু তাহা জলদ্বারা সম্পন্ন না করিয়া, বায়ুনাশক কাথ দ্বারা সম্পন্ন করা বিধেয়। স্বেদদ্বারা—স্রোতের মৃদুতা হয়, বায়ুপিণ্ড ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে, বায়ুর অনুলোম হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীভূত হয়। গুল্মস্থানে বাতব্যাধির উপনাহ, শাল্বণস্বেদ

এবং বেগ ধারণাদি দোষ হিতকর। গুল্ম হইলে শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হইতে থাকে সুতরাং ইহাতে অনুলোমন এবং পুষ্টিকরদ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। গুল্ম অচঞ্চল হইলে দোষপ্রশমন চিকিৎসা দ্বারা তাহার উপশম না হইলে, অথবা দোষ প্রশমনার্থ স্বেদাদি ক্রিয়া দ্বারা গুল্মস্থানের রক্তদূষিত হইলে সেই ছিন্নগুল্মস্থান হইতে রক্তমোক্ষণ করিবার ব্যবস্থা আছে।

অথ বাতগুল্ম চিকিৎসা।

বাতপ্রধান গুল্মে, সুরামণ্ড অভাবে কাঞ্জিতে টাবালেবুর রস, হিং, দাড়িম্বরস, বিট্‌-লবণ ও সৈন্ধব পরিমিতরূপ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। শুঁঠ ৷৷০ তোলা, নিস্তুষ কৃষ্ণতিল ২ পল, ইক্ষুগুড় ১ পল, উষ্ণদুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া উষ্ণদুগ্ধ সহ পান করিবে। রোগী দুর্ব্বল, অল্পাগ্নি, বা মৃদুধাতু হইলে হীনমাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত ও যোনিশূল নষ্ট হয়। কোষ্ঠ পরিষ্কারার্থ শিরানুগ বাতগুল্মে দুগ্ধসহ এরণ্ডতৈল পান করিবে। এরণ্ডতৈলের মাত্রা ২ তোলা হইতে /০ এক ছটাক পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবে।

দন্তীহরীতকী।

জল ৬৪ সের, রুগ পোটুলীবদ্ধ হরীতকী ১০০টী, দন্তীমূল ২৫ পল, রক্তচিতেমূল ২৫ পল একত্র মৃৎপাত্রে পাক করিয়া /৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং হরীতকীগুলি নির্ব্বীজ এবং পেষণ করিয়া /৷৷ সের তৈলে ভাজিয়া তৎপর ক্বাথসহ পাক করিবে। পাককালে তেউড়ীমূল চূর্ণ ৩২ তোলা এবং গুড় ২৫ পল মিশাইবে। আসন্ন পাকে শুঁঠ ও পিপুল মিলিত ৮ তোলা ও চাতুর্জ্জাতক মিলিত ৮ তোলা মিশাইয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। ইহা চ্যবনপ্রাশের ন্যায় লেহ হইবে। মাত্রা ৷৷০ তোলা। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ। ঔষধ সেবনান্তে ১টী হরীতকী ভক্ষণ করিবে। এইরূপ করিতে হইলে হরীতকী নির্ব্বীজ এবং পেষণ করা কর্ত্তব্য নহে। কেহ ২ এই ঔষধে মাত্র ২৫টী হরীতকী গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহা সমীচীন নহে।

হরীতকী কম দিলে অভীষ্ট সিদ্ধির আশাও কম। ইহা মৃদুবিরেচক এবং গুল্মনাশক। এই ঔষধে /৷৷ সের মধু মিশাইবার উপদেশ আছে। ইহাতে প্লীহা, শোথ, অর্শঃ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, বিষমজ্বর, ও কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। গুল্মে বিরেচনার্থ হরীতক্যাদ্য ক্বাথও ব্যবহার করিবে।

সাচিক্ষার, যবক্ষার ও কুড় একত্র পেষণ করিয়া তিল তৈল সহ ।০ আনা মাত্রায় অথবা কেতকী জটাভস্মের ক্ষার ৷৷০ তোলা মাত্রায় তিল তৈল সহ অথবা উভয়ের মধ্যে যে কোন যোগ এরণ্ডতৈল সহ সেবন করিলে বাতগুল্ম নষ্ট হয়।

গুল্মে বমন নিষিদ্ধ। তবে অত্যন্ত শ্লেষপ্রবণ গুল্মে অবস্থাবিশেষে বমন ব্যবস্থেয়। ইহাতে **বজ্রক্ষার, চিন্তামণি চতুর্মুখ, ভাস্কর লবণ, বৃহত বাত-চিন্তামণি, কাঙ্কায়ন গুড়িকা, গুল্মশার্দ্দুল রস, ধাত্রী-ষট্পলক ঘৃত ও হবুষাদ্য ঘৃত** প্রয়োগ করিবে।

কাঙ্কায়ন গুড়িকা

শটী, কুড়, দন্তীমূল, রক্তচিতেমূল, অড়হর, শুঁঠ, বচ প্রত্যেক ১ পল, তেউড়ীমূল ১ পল, হিং ৩ পল, যবক্ষার ২ পল, অম্লবেতস ২ পল, যমানী, জীরে, মরিচ, ধনে প্রত্যেক ২ তোলা, কৃষ্ণজীরে,বনযমানী প্রত্যেক ৪ তোলা। এই সমস্ত চূর্ণ টাবালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ।০ সিকি পরিমাণ বটিকা করিবে। আবশ্যক হইলে ২ বটী একযোগে ব্যবহার করিবে। অনুপান- উষ্ণ জল, কাঁজি, ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি। ইহাদ্বারা নানাবিধ গুল্ম, অর্শঃ ও ক্রিমি আরোগ্য হয়। অনেকে টাবালেবুর রস দ্বারা বটিকা না করিয়া ইহাকে চূর্ণ অবস্থায় রাখেন, কিন্তু তাহা শ্রেয়স্কর নহে। অন্ততঃ টাবালেবুর রসে ভাবনা দিয়া রাখা উচিত। গুড়িকা ঔষধ, চূর্ণ ঔষধ অপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী এবং অধিক কার্য্যকারী। টাবালেবুর রস বাত-নাশক, এজন্য বাতগুল্মে উহার ভাবনা বিশেষ উপযোগী। ইহা গোমূত্রসহ কফগুল্ম দুগ্ধসহ পিত্তগুল্ম (এই অবস্থায় লেবুর ভাবনা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে) কাঞ্জিসহ বাতগুল্ম ত্রিফলা ক্বাথ মিশ্রিত গোমূত্রসহ সান্নিপাতিক গুল্ম, উষ্ট্রীদুগ্ধসহ রক্তগুল্ম নাশক।

হবুষাদ্য ঘৃত

হবুষা, ত্রিকটু, কৃষ্ণজীরে, চই, চিতেমূল, সৈন্ধব, বনযমানী, পিপুলমূল, যমানী মিলিত /১ সের, ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—কুলশুঠ /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের। এইরূপ শুষ্ক মূলকের ক্বাথ /৪ সের, দাড়িমের স্বরস /৬ সের, দধি /৮ সের, দুগ্ধ /৪ সের। ইহা বাতগুল্ম, শূল, আনাহ, গ্রহণী, বস্তিশূল, ও পার্শ্বশূলনাশক।

ধাত্রীষট্পলক ঘৃত

ঘৃত /৪ সের, আমলকীর স্বরস ।৬ সের। কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতেমূল, শুঁঠ, যবক্ষার প্রত্যেক ১ পল, প্রক্ষেপার্থ—চিনি /৮ পোয়া, সৈন্ধব /। পোয়া। ইহা বাত-গুল্মনাশক। ইহা পিত্তপ্রধান গুল্মেও প্রযুক্ত হয়। স্বরসের অভাবে ক্বাথদ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে।

গুল্মশার্দ্দুল রস

পারদ, গন্ধক, লৌহ, গুগ্গুলু, অশ্বত্থছাল, তেউড়ীমূল, পিপুল, শুঁঠ, শটী, ধনে, জীরে প্রত্যেক ১ পল, শোধিত জয়পাল বীজ ৪ তোলা, ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—আদারস ও গরম জল। ইহা ভেদক। ইহাতে গুল্ম, রক্তগুল্ম, যকৃৎ, প্লীহাবৃদ্ধি, শুল, উদর ও শোথ আরোগ্য হয়।

রসায়নামৃত লৌহ।

চিনি ১৬ পল বা /২ সের, ত্রিফলার কাথ ১৬ সের, গোঁড়ালেবুর রস /২ সের একত্র ...পাকে পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, জীরে, কৃষ্ণজীরে, যমানী, ...যমানী, চিরতা, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, সচললবণ, সৈন্ধব, অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, উৎকৃষ্ট ...লৌহভস্ম ১৬ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপ আলোড়ন করতঃ লৌহ পাকে। ন্যায় পাক সিদ্ধ ...হলে /॥ সের ঘৃত মিশাইয়া নামাইবে। কেহ কেহ কাথাদি সহ ঘৃত পাক করেন। লৌহ ...কে তাহাই শ্রেয়ঃ। মাত্রা দুই আনা হইতে।॰ আনা। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ বা উষ্ণ জল। ...দ্বারা গুল্ম, কামলা, পাণ্ডুরোগ, উদর রোগ, যকৃৎ ও জীর্ণ জ্বর প্রশমিত হয়।

শিখিবাড়ব রস।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, তাম্র, যবক্ষার প্রত্যেক সমভাগ, রক্তচিতের মূলের রসে ...দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—পান রস। ইহা দ্বারা বাত গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ ...উদর রোগ আরোগ্য হয়।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ (কফান্বিত বাতগুল্মে)

হিং, ত্রিকটু, আকনাদি, হবুষা, হরীতকী, শঠী, বনযমানী, যমানী, পুরাতন তেঁতুল, ...অম্লবেতস, দাড়িম খোসা, কুড়, ধনে, জীরে, রক্তচিতেমূল, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, ...চললবণ, চই প্রত্যেক সমভাগ মাত্রা।॰ আনা। এই ঔষধ গরম জল সহ আহারের ...ব্যবহিত পূর্বে সেব্য। টাবা লেবুর রসে এই চূর্ণ ভাবনা দিয়া ৶॰ আনা পরিমাণ গুড়িকা ...য়া ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। ইহা পার্শ্বশূল, হৃৎশূল, বস্তিশূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, ...আনাহ, গ্রহণী, প্লীহা, শ্বাস ও হিক্কা আরোগ্য করে।

ক্ষীর ষট্পলক ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, পাকার্থ—দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতেমূল, ...ঁঠ, যবক্ষার প্রত্যেক ১ পল, পাকার্থ—জল ১২ সের। ইহা দ্বারা জ্বর, প্লীহা, কাস, গ্রহণী ...ও গুল্ম আরোগ্য হয়। এই ঘৃত সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মে উষ্ণজল-পূর্ণ বোতলস্বেদ এবং অন্যান্য বাতকফনাশক স্বেদ প্রয়োগ ...করিবে।

ভার্গী ষট্পলক ঘৃত।

ঘৃত /॥ সের, কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, শুঁঠ, চিতেমূল, যবক্ষার প্রত্যেক ১ পল, ...বামুনহাটী, এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথ /৬ সের, দধি /৬ সের, দুগ্ধ /॥ সের। এই ঘৃত কফাধিক ...বাতগুল্ম ও উদররোগ নাশক।

গ্রহণীর "আয়াম কাজিক," "কুষ্মাণ্ড গুড়কল্যাণক," উদর রোগের "সামুদ্রাদ্য চূর্ণ," "নারায়ণ চূর্ণ" অবস্থা বিশেষে অত্যন্ত ভেদক। "পটোলাদি চূর্ণ," গুল্ম স্থানে মর্দনার্থ "হ্রসোনতৈল," বাতব্যাধির "বিষ্ণু তৈল," "নারায়ণ তৈল" প্রভৃতি বাতগুল্মে প্রয়োগ করিবে। "মহাবিন্দু ঘৃত" বাতগুল্মে বিরেচনার্থ প্রযুক্ত হয়। বাতকফাত্মক গুল্মে শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য অপথ্য। উদাবর্ত্ত রোগে যে সমস্ত পথ্যাপথ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইহাতেও তাহা পথ্যাপথ্য জানিবে।

বাতপৈত্তিক গুল্ম চিকিৎসা।

পিত্তগুল্মে বা রক্তগুল্মে বিরেচনার্থ দ্রাক্ষার কাথ ইক্ষু গুড় সহ পান করিবে।

রোহিণী ঘৃত।

ঘৃত /॥ সের, কটুকী, নিম, যষ্টিমধু, নির্বীজ ত্রিফলা, বলা ডুমুর প্রত্যেক ২ তোলা, পটোলপত্র, তেউড়ীমূল চূর্ণ প্রত্যেক ১ পল, মসুর ২ পল, পাকার্থ জল—/৪ সের। মাত্রা ১ তোলা, উষ্ণ দুগ্ধসহ সেব্য। ইহাতে পৈত্তিকগুল্ম, জ্বর, পিপাসা ও শূল নষ্ট হয়। এ গুল্মে "বৃহদ্বাতচিন্তামণি," "রসায়নামৃতলৌহ," "কাঙ্কায়ন গুড়িকা," "নারায়ণ তৈল," "দন্তীহরীতকী," "কুষ্মাণ্ড গুড় কল্যাণক," হিতকর।

ত্রায়মাণাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /১ সের, বলাডুমুরের কাথ /১ সের, কল্কার্থ—কটুকী, মুতা, বলাডুমুর, দুরালভা, ভূম্যামলকী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, রক্ত চন্দন, উৎপল প্রত্যেক ২ তোলা, আমলকীর রস /১ সের, দুগ্ধ /১ সের, জল /৪ সের। এই ঘৃত পিত্ত গুল্ম, বিসর্প, পৈত্তিকজ্বর, রক্তপিত্ত কামলা নাশক। ইহা দৃষ্টফল ঔষধ।

দ্রাক্ষাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, খর্জ্জুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, পরুষক্ল, ত্রিফলা প্রত্যেক ১ পল, জল /১৬ সের, শেষ /৪ সের। আমলকীর রস /৪ সের, ইক্ষুরস /৪ দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—হরীতকী /১ সের। পাকান্তে প্রক্ষেপার্থ—চিনি /॥ সের ও /॥ সের। আজকাল চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া রাখা হয় না। এই ঘৃত পিত্তগুল্ম নানাবিধ পিত্তবিকৃতি নাশক। মাত্রা ১ তোলা, উষ্ণ দুগ্ধ সহ সেব্য।

চরকের মতে অবস্থাবিশেষে পৈত্তিক গুল্ম পাকিতে পারে। যদি পাকে, তবে অন্তর্বিদ্রধি মধ্যে গণ্য হয়। ফলতঃ গুল্ম পাকিলেও তাহার চিকিৎসা অন্তর্বিদ্রধির হইবে। ইহাতে পিত্তবর্দ্ধক যাবতীয় দ্রব্য অপথ্য।

সন্নিপাত গুল্ম চিকিৎসা।

এই গুল্ম অসাধ্য। তবে, অচিরোৎপন্ন হইলে কখন ২ আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

বচাদিচূর্ণ।

বচ, হরিতকী, হিং, সৈন্ধব, অম্লবেতস, যবক্ষার যমানী প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা আনা, গরম জল সহ সেব্য। এই ঔষধ বাত কফাধিক গুল্মে প্রযোজ্য। ইহা দীপক ও বেদনা নাশক।

ত্রিফলা কাথ ও গোমূত্রসহ 'কাঞ্চন গুড়িকা" সেবন করিলেও সন্নিপাত গুল্ম আরোগ্য হয়। ইহাতে সত্বর কোষ্ঠ কাঠিন্ত এবং কোষ্ঠ বদ্ধ হয়। সুতরাং "দন্তীহরীতকী" প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বিরেচক ঔষধ মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিবে। বায়ুর অনুলোমনার্থ পেটে "মহাবলাতৈল" বা "মহাবিষ্ণু তৈল" মালিশ করিবে। "নারায়ণ চূর্ণ", "বজ্রক্ষার", "গুড় কল্প", "চতুর্ম্মুখ", "দ্রাক্ষাঘৃত", "ষট্‌পলক ঘৃত" প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। রোগের বলাবল অনুসারে পথ্যাপথ্য নির্দ্দেশ করিবে।

রক্তগুল্ম চিকিৎসা।

এই গুল্ম স্ত্রীলোকদিগের তল পেটে গর্ভাকারে উৎপন্ন হয়। সুতরাং দশ মাস অতীত হইলে ইহার চিকিৎসা করিবে। গর্ভের সমস্ত লক্ষণই ইহাতে প্রকাশ পায়। এমন কি স্তনে দুগ্ধ পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। ব্যাধিসাধর্ম্ম্য হেতু এই রোগ যত পুরাতন হয় ততই অসাধ্য হয়। ঋতুকালে ভালরূপ রক্তস্রাব না হওয়া অথবা ঋতু একেবারে বন্ধ হওয়াই এই রোগের কারণ। বায়ুহত পিণ্ডিত রক্তই রক্তগুল্ম। রক্তগুল্ম হইলে ঋতু বন্ধ থাকে বা রক্ত, গুল্মে সঞ্চিত হইয়া গুল্মকে বর্দ্ধিত করে। রক্তপিণ্ড ভেদ করাই রক্ত গুল্মের চিকিৎসা। ইহার চিকিৎসা অনেকটা পিত্তগুল্মের স্থায়। দ্রাক্ষাঘৃত পান করাইয়া প্রথমতঃ রোগিণীকে স্নিগ্ধ করিবে এবং তলপেটে বিষ্ণু তৈল প্রভৃতি মালিশ করিয়া পরে মাষকলাইয়ের স্বেদ দিবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা তল পেট কোমল হইলে সংশমন ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী হইবে। গুলফা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বামুনহাটী ও পিপুল মিলিত চূর্ণ বা কল্ক ৷৹ তোলা, তিলের কাথে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তগুল্মে সত্বর আরোগ্য হয়। তিলের কাথে ত্রিকটু, হিং ও বামুনহাটী মিলিত ।৹ সিকি তোলা ইক্ষুগুড় ।৹ সিকি তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তগুল্ম নষ্ট হয় এবং আর্ত্তব শোণিত নির্গত হইয়া থাকে।

এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা রক্তগুল্ম প্রশমিত না হইলে গুল্মভেদনার্থ যত্নবান্ হইবে। মদ্যসহ যবক্ষার ৵০ ও ত্রিকটু মিলিত ৵০ আনা পান করিলে গুল্মভেদ হয়।

"বজ্রক্ষার" ৪ ভাগ, "স্বর্ণসিন্দুর" ১ ভাগ সহ পেষণ করিয়া ৵০ আনা মাত্রায় শীতলজল অথবা কাঁজিসহ সেবন করিলে রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

পলাশক্ষারজলসাধিত ঘৃত পান করিলে রক্তগুল্ম ভিন্ন হয়। ঘৃত /০ সের, অন্তর্ধূমে পলাশছাল ভস্ম /৮ সের, জল ৯৬ সের, শেষ ৩২ সের। এই জল ২১ বার পরিস্রুত করিয়া পরে তৎসহ ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত অকল্ক। ইহা রক্তগুল্মের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা রজঃস্রাবক বিধায় নষ্টার্ত্তবা স্ত্রীকেও ব্যবহার করান যাইতে পারে।

অগ্নোহল্ল চুর্ণ। যথা—হিং, কুড়, ধনে, হরীতকী, তেউড়ী মূল, বিট্, সৈন্ধব, যবক্ষার, শুঁঠ প্রত্যেক সমভাগ, কিঞ্চিৎ ঘৃতে ঈষৎ ভর্জিত করিয়া যবের ক্কাথ সহ ৵০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে উপকার হয়। এই ঔষধ অন্যান্য গুল্মেও হিতকর। **কাঙ্কায়ন গুড়িকা** উষ্ণ মদ্যসহ অথবা **নারায়ণ চুর্ণ** কুল শুঁঠের ক্কাথ সহ পান করিলে রক্তগুল্ম আরোগ্য হয়। **আম্রাম কাঞ্জিক, অভয়া লবণ, কল্যাণ লবণ, বৃহৎ গুল্মকালানল রস ও গুল্মশার্দ্দূল রস** অবস্থা বিশেষে রক্তগুল্মে প্রয়োগ করা যায়।

অধিক রক্তনির্গম হইলে রক্তপিত্ত (অধোগত) এবং রক্তপ্রদরের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। অধিক রক্তস্রাব হেতু বাতাক্রান্তা হইলে বাতব্যাধির চিকিৎসা হিতকর।

আয়াপান এবং দূর্ব্বার রস /১ সের, তৎসহ /৵ পোয়া তিক্তকঘৃত (কুটোক্ত) মিশাইয়া যোনিদ্বারে পিচকারী দিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। এই কার্য্যে বরফ প্রয়োগ করা হিতকর।

ক্ষার ঘৃত।

তিল তৈল ১৬ সের, ঘৃত ১৬ সের, পলাশক্ষার ১৬ সের, জল ও মণ /১ সের যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিবে।

অগদক্ষার।

দেবদারু, তেউড়ী, দন্তী, কট্‌কী, পঞ্চকোল, সাচিক্ষার, যবক্ষার, ত্রিফলা, আকনাদি, কৃষ্ণজীরে, কুড়, নাকুলী, প্রত্যেক ৪ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল। এই সমস্ত চূর্ণ তৈল, বসা, দধি ও ঘৃত দ্বারা মর্দ্দিত ও আপ্লুত করিয়া নূতন ঘটে অন্তর্ধূমে পাক করিবে। ঘট অগ্নিবর্ণ হইলে নামাইয়া দগ্ধক্ষার গ্রহণ করিবে। মাত্রা ৵০ হইতে ।৵০। অনুপান—ঘৃত, দুগ্ধ বা মোল। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার গুল্ম, উদাবর্ত্ত, উদর, প্লীহা, যোনিদোষ, অশ্মরী, ইন্দুর বিষ ও সর্পবিষ নষ্ট হয়। ইহা রক্তগুল্ম নাশক।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ।

হিং, পিপুলমূল, ধনে, জীরে, বচ, চই, চিতে, আকনাদি, শটী, অম্লবেতস, করকচ, বিট ...ন্ধব লবণ, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, দাড়িম খোসা, হরীতকী, কুড়, বৈথকল, হবুষা, ...জীরে প্রত্যেক সমভাগ। আদারসে ৭ বার এবং জোলঙ্গলেবু রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ...করিবে। মাত্রা ৵০ আনা। অনুপান—গরম জল। এই ঔষধ উদর, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, ...ান, প্রত্যাধ্মান, শূল, তূনী অষ্ঠীলা প্রভৃতি নাশক।

ক্ষারযোগ।

...পলাশক্ষার, মনসাক্ষার, আপাংক্ষার, তেঁতুলক্ষার, আকন্দক্ষার, তিলনালেরক্ষার, অশ্বত্থ ...র, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ৵০ আনা। গরমজল সহ ...য। ইহা অত্যন্ত পাচক এবং গুল্ম, উদর, প্লীহা, শূল, অষ্ঠীলা ও আধ্মান নাশক।

শরপুঙ্খ লবণ।

শরপুঙ্খের ক্ষার দ্বারা লবণ প্রস্তুত করিয়া তাহার ১ ভাগ ও হরীতকী ১ ভাগ। মাত্রা ...আনা, উষ্ণজল সহ সেব্য। ইহা গুল্ম ও শূলনাশক।

বজ্রক্ষার।

করকচ, সৈন্ধব, কাচলবণ যবক্ষার, সচললবণ, সোহাগা খৈ, সাচিক্ষার প্রত্যেকচূর্ণ সম...গে গ্রহণ করিয়া মনসা এবং আকন্দক্ষীরে পৃথক্ ৩ বার ভাবনা দিয়া আকন্দপত্র দ্বারা বেষ্টন ...র্বক নূতন হাঁড়ীর মধ্যে অন্তর্ধূমে (হাঁড়ী অগ্নিবর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত) পাক করিবে। পরে ...কটু, ত্রিফলা, যমানী, জীরে, চিতেমূল প্রত্যেক সমভাগ, পূর্ব্বোক্তক্ষার সর্ব্বচূর্ণসম মিশ্রিত ...রিবে। মাত্রা ৵০ আনা। অনুপান বাতে—ঈষদুষ্ণজল, পিত্তে—ঘৃত, কফে—গোমূত্র এবং ...দোষজে—কাঁজি। ইহাতে গুল্ম, শূল, অজীর্ণ, শোথ, উদর, উদাবর্ত্ত ও প্লীহা আরোগ্য হয়। ...উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমরা সচরাচর যে বজ্রক্ষার ব্যবহার করি তাহা ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার।

যবক্ষার ও ত্রিকটু ঘৃতসহ লেহন করিলে রক্তগুল্ম প্রশমিত হয়। ইহার পথ্যাপথ্য ...দাবর্ত্তের ন্যায়। ইহাতে আলু প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য একেবারে বর্জ্জনীয়। ডাল খাওয়া ...ত্যন্ত প্রয়োজন হইলে মাষকলাই বা কুলত্থ কলাইয়ের যূষ অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে ...রে।

রক্তগুল্মে কাঞ্জিক ও দাড়িমাদি দ্বারা অম্লীকৃত ঘৃত পান, বাতনাশক ঘৃত-তৈল ব্যবহার, ...তিত্তিরি ও কুক্কুট প্রভৃতি পক্ষীর মাংসযূষ বিশেষ উপকারী।

রোগিণীর পীড়ার উপশম হইলে "জীবনীয় ঘৃত" পান করা কর্ত্তব্য।

জীবনীয় ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, জীবনীয়গণের কাথ ১৬ সের এবং কল্ক /১ সের, যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিবে। ইহা বল্য ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

শেষ জন্মিবার পর রোগীর কাস শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, দৌর্ব্বল্য, নাসাদ্বারা রক্তস্রাব, অগ্নিমান্দ্য, হাতে পায়ে শোথ এবং নাড়ীর গতিবৈষম্য হয়। এই অবস্থা উৎপন্ন হইবা মাত্রই চিকিৎসা করিবে, কদাচ কালহরণ করিবে না।

হৃদ্রোগের এই অবস্থা পিত্ত এবং কফপ্রধান। সুতরাং ইহাতে পিত্তশ্লেষ্মনাশক চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে মলনিঃসারক এবং মূত্রকারক ঔষধ হিতকর। আমাদের **শুকুমার ঘৃত** ইহাতে ব্যবহৃত হইতে পারে। যদি কাস-শ্বাস কম থাকে এবং নাসা দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে তবে **বিদার্য্যাদি ঘৃত** প্রয়োগ করিবে। এইরোগে **চ্যবনপ্রাশ, ব্রাহ্মরসায়ন**, "অগস্ত্যহরীতকী", পিত্তাধিক্যে "অর্জ্জুন ঘৃত" ফলপ্রদ। "অরুণপ্রভা" সামান্যতঃ সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যায়।

যদি রক্তস্রাব এবং দাহ না থাকে তবে, বুকে পুরাতন ঘৃত বা আমাদের "কাসঘৃত" মালিশ করিয়া "ফ্লানেলের" স্বেদ দিবে।

হৃদ্রোগ মাত্রেই বক্ষঃস্থল আবরণের জন্য, ফ্লানেল বা পুরু কাপড়ের আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। অবস্থাবিশেষে হৃদ্রোগ নাশক যোগবাহী ঔষধ সকল ব্যবহার করিবে। ইহাতে তীক্ষ্ণবীর্য্য কোনও ঔষধ প্রযোজ্য নহে। অভ্যন্তরস্থ শোথ প্রশমনার্থ শোথাধিকারের শোথ ও হৃদ্রোগ প্রশমক ঔষধও ব্যবহার্য্য। **গোক্ষুর ঘৃত** ইহাতে ফলপ্রদ।

কোষ্ঠিক হৃদ্রোগ।

আঘাত বা বক্ষঃস্থলে অভিঘাত হেতু অথবা পূর্ব্বোক্ত আবরণিক, ব্যাধি হইতে হৃৎকোষ্ঠে শোথ জন্মে। এই অবস্থাবিশেষ উৎপন্ন হইলে পরিশেষে তাহা হইতে জ্বর, দাহ, অরুচি, কম্প, বিবর্ণতা, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা, মূর্চ্ছা, আক্ষেপ ও প্রলাপ উৎপন্ন হয়। এই রোগে কোষ্ঠে পূয় জন্মিতে পারে। জন্মিলে, তাহা ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া শীঘ্র প্রাণনাশক হয়। ইহাতে নাড়ীর গতি বৈষম্য হয়। এই ঘোরতর ব্যাধি হইতে অদৃষ্ট বশে কচিৎ কোনও ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে।

মেদ এবং শোথনাশক প্রতিক্রিয়াই ইহার প্রধান চিকিৎসা। "শোথশার্দ্দূলরস" **পুনর্নবাবলেহ, কংসহরীতকী** এবং **বৃহৎগুড় মূলাদ্যতৈল** ইহাতে ব্যবহার করিবে। হৃদ্রোগের পূর্ব্বোক্ত ঔষধসমূহ ইহাতে অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করিবে।

লোভী ব্যক্তির অবিহিত আহার বিহার হেতু হৃৎকোষ্ঠে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বাহিত হইলে সেই কোষ্ঠস্থ পেশী সকল স্থূলতা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থার পরিণামে হৃৎকোষ্ঠের স্পন্দন, কোষ্ঠস্থ পেশীতে বেদনা, রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, দৌর্ব্বল্য, ভ্রান্তি, মূর্চ্ছা এবং কার্য্যে অনিচ্ছা জন্মে। মেদঃ এবং মেদবাই দুই ব্যাধির নিদান।

অথ হৃদ্রোগ চিকিৎসা

হৃদয় গুল্মের স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং স্থান সাম্যহেতু গুল্মের পর হৃদ্রোগ চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে। গুল্মে যেমন বায়ু প্রধান, হৃদ্রোগেও তদ্রূপ বায়ু প্রধান; তথাপি, হৃদয় শ্লেষ্মস্থান হেতু ইহাকে বাতশ্লৈষ্মিক চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। এই রোগে প্রায়শঃ ফুস্ ফুসের শ্লেষ্মা ও বায়ু দূষিত হইয়া বেদনা উৎপাদন করে, তজ্জন্য বক্ষঃস্থলের বাম ভাগে বেদনা হইয়া থাকে। ফুস্ফুসের শ্লেষ্মা দূষিত হওয়ায় যান্ত্রিক ক্রিয়ার লাঘব হয় বলিয়া স্পন্দন ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে, কোথাও ধীরে ২ স্পন্দন হয়, কোথাও বা বিলম্বে স্পন্দন হয়, কোথাও বা বক্রভাবে স্পন্দন হয় ইত্যাদি। ফুস্ফুসাক্রান্ত হৃদ্রোগ হইতে সত্বর যক্ষ্মা বা শোষ রোগের উৎপত্তি হইতে পারে, সুতরাং এই রোগ সত্বর প্রশমনে চেষ্টিত হইবে। হৃদ্রোগে বমন নিষিদ্ধ, তবে প্রথমাবস্থায় অবস্থাবিশেষে কফ নির্হরণের নিমিত্ত মৃদু বমন করান যাইতে পারে। বমনে বক্ষস্থল আলোড়িত হওয়ায় বায়ু বৃদ্ধি হইয়া অধিক বেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে।

এই রোগ অত্যন্ত কঠিন। কারণ হৃদয় প্রধান ত্রিমর্ম্মের মধ্যে অন্যতম মর্ম্ম স্থান। প্রধান মর্ম্মে যে কোনও পীড়ার উৎপত্তি হইলে তাহা অত্যন্ত, ক্লেশকর এবং দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। নূতন অবস্থায় অনেক সময় এই রোগ সুখসাধ্য হয় কিন্তু পুরাতন হইলে আরোগ্য হওয়া সুকঠিন। দোষের প্রাবল্য অনুসারে অনেক সময় হৃদ্রোগে বাতপৈত্তিক উপক্রমও বিহিত হইতে পারে। যেহেতু হৃদয়ের অংশ বিশেষে (শ্লেষ্মার ন্যায়) পিত্তের স্থানও বটে।

হৃদ্রোগে অর্জ্জুন বৃক্ষ অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ। সুতরাং সকল প্রকার হৃদ্রোগেই অর্জ্জুনবৃক্ষ-সাধিত ঔষধে ফল লাভ হইয়া থাকে। অর্জ্জুনবৃক্ষবৎ শিলাজতুও বিশিষ্টকল্পনা সহযোগে প্রযোজিত হইলে উৎকৃষ্ট ফল প্রদর্শন করে। ক্রিমিজ হৃদ্রোগে ক্রিমির বিনাশ না হইলে অর্জ্জুন বৃক্ষ বা শিলাজতু কিঞ্চিন্মাত্রও কার্য্যকারী হইবে না। হৃদ্রোগ-মাত্রেই হৃদয়স্থ রস দূষিত না হইলে উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং রস শোধক এবং তদ্গত দোষনাশক ঔষধ সর্ব্বথা প্রযোজ্য। নিদানে হৃদ্রোগ অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; নিম্নে হৃদ্রোগের বিশেষ বিশেষ কতিপয় অবস্থাভেদ এবং তাহার চিকিৎসা ক্রম প্রদর্শিত হইল।

আবরণিক হৃদ্রোগ।

আমবাত, বৃক্কদোষ, (মূত্র-যন্ত্রের ক্রিয়া বৈষম্য) শীতল বা আর্দ্র বস্তু সেবন হেতু হৃৎকোষ্ঠের আবরণী (আবরক চর্ম্ম) পীড়িত হইলে, অপথ্যভোজীব্যক্তির সেই আবরণীতে প্রদাহ, উষ্ণতা, শোথ, গুরুতা, মহতী ব্যথা ও হৃৎকোষ্ঠে কম্পন উপস্থিত হয়। এই অবস্থা

সুতরাং মেদোহর এবং কফহর ঔষধ ইহাতে প্রয়োগ করিবে। "নবক গুগ্‌গুলু", "শিলাজতু" প্রয়োগ "অরুণপ্রভা" এবং কফজহৃদ্রোগনাশক ঔষধ সকল ইহাতে ব্যবহার্য।

আস্থায়িকা হৃদ্রোগ।

অবস্থাবিশেষে ইহাতে হৃৎকোষ্ঠের আয়তন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় শ্বাস, মূর্চ্ছা, ভ্রম, শোথ, হৃৎকম্প, অগ্নিমান্দ্য, জলোদর, অনিদ্রা এবং বলমাংসক্ষয় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে এই জাতীয় অন্যান্য লক্ষণও প্রকাশিত হইতে পারে। বাতজ হৃদ্রোগের ঔষধ সকল ইহাতে প্রয়োগ করিবে। বাতব্যাধির **মহামাষতৈল** হৃদয়ে মালিশ করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে **ছাগলাদ্যঘৃত** এবং শ্বাস মূর্চ্ছা, শান্তি ও দাহাদি থাকিলে বাতরক্তের **অষ্টোত্তরশতপাকতৈল** ব্যবহার করিবে। এই তৈল বাতরক্তাধিকারে লিখিত হয় নাই সুতরাং নিম্নে লিখিত হইল। ইহা বাতরক্তে উৎকৃষ্ট তৈল।

অষ্টোত্তরশতপাক তৈল।

তিল তৈল ১৬ সের, কাথার্থ—যষ্টিমধু ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—শালপাণি, চুকানাক্ষী, দূর্ব্বা, ক্ষীরবিদারী, শতমূলী, রক্তচন্দন, অগুরু, মাষপর্ণী, জটামাংসী, মেদ, মহামেদ, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শুলফা, ঋদ্ধি, পদ্মকাষ্ঠ, জীবন্তী, জীরক, ধন্যক, দারুচিনি, তেজপাত, নখী, বালা, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, রাখালশসা, কৈবর্ত্তমুস্তক প্রত্যেক ৮ তোলা। এই তৈল উক্ত কাথাদি দ্বারা শতবার পাক করিলে **অষ্টোত্তরশতপাক তৈল** হয়। ইহা বাতরক্ত, পিত্তদাহ, হৃদ্রোগ ও জ্বর নাশক।

এই রোগে **অরুণপ্রভা** এবং অবস্থাভেদে বাতব্যাধির ঔষধ সমূহ প্রযুক্ত হইতে পারে।

অথ পরীক্ষয় হৃদ্রোগ।

যাবতীয় ক্ষয়কর দ্রব্য সেবন বা ক্ষয়কর ক্রিয়া দ্বারা কোষ্ঠস্থ পেশী সকলের ক্ষয় হইয়া থাকে। এই অবস্থায় হৃৎকম্প, অঙ্গাবসাদ, দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, ভ্রম এবং ক্রমশঃ শোথ উৎপন্ন হয়। ইহাতে এই জাতীয় অন্যান্য লক্ষণও উৎপন্ন হইতে পারে। এই অবস্থা বাতপ্রধান সুতরাং বাতপ্রধান হৃদ্রোগের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ক্ষয়নিবারক, মাংসবর্দ্ধক ও ধাতুপোষক ঔষধ ইহাতে ব্যবহার করিবে। "বৃহৎছাগলাদ্য ঘৃত" এবং বাতহৃদ্রোগের ঔষধ সমুদায় ইহাতে হিতকর। "অরুণপ্রভা," "বৃহৎবাত চিন্তামণি" ও "রসরাজ রস," অর্জ্জুন ছালের কাথসহ প্রয়োগ করিবে। "বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত" পান এবং "অশ্বগন্ধাতৈল," "মহামাষতৈল," "লাক্ষাতৈল," "পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈল," প্রভৃতি হৃদয়ে মর্দ্দনার্থ ব্যবহার্য্য।

মেদস্ফুরিত হৃদ্রোগ।

ইহাতে হৃৎকোষ্ঠের পেশীসূত্রসমূহে ক্রমশঃ বিন্দু ২ মেদ সঞ্চয় হইতে পারে। হৃৎকোষ্ঠাবরণীর হঠাৎ ছেদ হইলে রোগীর সহসা মৃত্যু হওয়া সম্ভব। কোষ্ঠের পেশীসমূহে মেদবৃদ্ধিহেতু অথবা বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত আঘাত হেতু আবরণী ভিন্ন হইতেও দেখা যায়। এই অবস্থায় নাড়ীর গতি মৃদু হয়। ইহাতে হৃৎকম্প, অবসাদ, ভ্রম, মূর্চ্ছা ও প্রচুর বলক্ষয় হইয়া থাকে। এই ব্যাধি উৎপন্ন হইবা মাত্রই চিকিৎসা করিবে। ইহা অত্যন্ত কঠিন ব্যাধি। মেদোনাশক ক্রিয়াই ইহার প্রধান চিকিৎসা। অরুণপ্রভা চূর্ণ সেবনে বিশেষ ফল লাভ হয়। কফজ হৃদ্রোগের ঔষধসকল ইহাতে ব্যবহার করা যায়।

অথ বিক্ষেপিকা হৃদ্রোগ।

ইহাতে হৃৎকোষ্ঠের আক্ষেপ হইতে পারে। এই অবস্থা ত্রিদোষজ হইলেও বাতপ্রকৃতিক। ইহা উৎপন্ন হইলে হৃৎকোষ্ঠপ্রদেশে, বক্ষঃস্থলের অস্থির নীচে, বামকক্ষাস্থিতে, অন্তরে, গ্রীবায়, পৃষ্ঠদেশে এবং মর্ম্মস্থানে তীব্র বেদনা জন্মে এবং ঐ সকল স্থানে সূচীবেধনবৎ বেদনা, বিদারণবৎ বেদনা, আকর্ষণবৎ পীড়া ও দাহ উৎপন্ন হয়। এই রোগে মুহুর্মুহু শ্বাসরোধ, ত্বকের শীতলতা, ঘর্ম্ম, আধ্মান, আনাহ, মোহ, বিবর্ণতা ও অরুচি প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। রোগী অবিহিত আহার বিহারী হইলে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয় বৈভব হ্রাস ও মৃত্যু হইয়া থাকে। এই রোগ অত্যন্ত কঠিন।

এই ব্যাধির চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষরূপে বর্ণিত হয় নাই। আক্ষেপ বাতব্যাধির চিকিৎসা এবং বাতজ হৃদ্রোগের চিকিৎসা ইহাতে অবিরুদ্ধ। বেদনা স্থানে মর্দ্দনের জন্য হংসাদি ঘৃত ব্যবহার করিবে। শ্বাস নিবারণার্থ শ্বাসচিন্তামণি, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও ভার্গীশর্করাবলেহ প্রয়োগ করিবে। উগ্রাধিক অবস্থায় বৃহৎবাতচিন্তামণি ও অর্জ্জুন ঘৃত ব্যবহার করা যায়। অরুণপ্রভা ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। উহা যথাযোগ্য অনুপানে প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠ পরিষ্কারক ঔষধ ও জীর্ণকারক ঔষধ (ভাস্কর লবণাদি) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

উরস্তোয় হৃদ্রোগ।

বক্ষঃস্থলে জলসঞ্চয়কে উরস্তোয় হৃদ্রোগ বলে। জলসঞ্চয় এক পার্শ্বে বা উভয় পার্শ্বেও হইতে পারে। এই রোগে শ্বাসকষ্ট, কফনির্গম, ওষ্ঠে এবং মুখে নীলবর্ণতা, পাদশোথ, অল্প মূত্র, বিবমি এবং বেগবতী, অল্প ২ মূত্রনির্গম, শয়নে কষ্টবোধ এবং উপবেশনে সুখবোধ হয়।

এই রোগে মূত্রকারক ও শ্লেষ্মনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শীতলজল পান,

শীতল বায়ু সেবন, এবং অভিষ্যন্দি দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ। জলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ পান হিতকর। অত্যন্ত পিপাসায় মুরামাংসীসাধিত ঈষদুষ্ণ জল পান করিবে। প্রস্রাব কম হইলে, মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রাঘাতোক্ত ঔষধ দ্বারা প্রস্রাব করাইবে। প্রস্রাব কম হইলে শীতল জল পান করিলে বা অভিষ্যন্দি দ্রব্য ভক্ষণ করিলে এই পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় যবক্ষারযুক্ত শ্বেত পুনর্নবার রস পান করিলে এই পীড়ার উপশম হয়। অবস্থানুসারে পূর্ব্বোক্ত অরুণপ্রভা, কফপ্রধান হৃদ্রোগের ঔষধ এবং কাস, শ্বাস ও শোথের ঔষধ ইহাতে প্রয়োগ করা যায়। সুশ্রুতে এই পীড়ার জন্য অস্ত্র চিকিৎসা বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে।

এই রোগ হইতে মুক্ত হইয়াও ১ বৎসর কাল মধ্যে মৈথুন, পথপর্য্যটন, ব্যায়াম, শীতলজল, দিবানিদ্রা, শোক, ক্রোধ, অম্ল, শাক ও ক্লেদিদ্রব্য পরিত্যাগ করিবে।

উরোগ্রহ (অগ্রমাংস বা পাত)

কাঁচাকলা, অম্ল ও লবণ প্রভৃতি অভিষ্যন্দিদ্রব্য, গুরুপাকদ্রব্য, দূষিত জল, শুষ্কদ্রব্য, পচা দুর্গন্ধিদ্রব্য এবং মৎস্যাদি ভক্ষণে যকৃৎ এবং প্লীহার মাংস বৃদ্ধি হইলে বায়ু এবং শ্লেষ্মা উদরের অগ্রভাগে এবং বক্ষের নিম্নদেশে উরোগ্রহ রোগ উৎপাদন করে। ইহা বাম বা দক্ষিণাংশে উৎপন্ন হয় না—বুকের মধ্যদেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই রোগে বুকদেশের শিরাসমূহ পাতলা এবং কৃষ্ণবর্ণ বা পীতবর্ণে প্রতিভাত হয়। ইহার আকৃতি জিহ্বা বা কচ্ছপতুল্য। জ্বর, অরুচি, পিপাসা ও শোথ ইহার উপদ্রব।

এই রোগ কফাত্মক। যাবতীয় কফবর্দ্ধক দ্রব্যই ইহার অপথ্য এবং কফ নাশক দ্রব্যই পথ্য। কফ প্রধান যকৃৎ প্লীহোক্ত চিকিৎসাই ইহার চিকিৎসা।

স্থান সাধর্ম্য হেতু এই রোগ হৃদ্রোগের মধ্যে লিখিত হইলেও তুল্যনিদান হেতু যকৃৎ প্লীহার সহিত ইহার সাদৃশ্য অধিক; সুতরাং চিকিৎসাও যকৃৎ প্লীহার ন্যায়।

অভয়া লবণ, চিত্রকাদি লৌহ, বৃহৎ লোকনাথ রস প্রভৃতি ইহার মহৌষধ।

উষাকালে ঘুঁটের ছাই বা নুখের লালা দ্বারা ঊর্দ্ধদিকে টানিলে এই পীড়ার উপকার হয়।

প্লীহা বা যকৃতের দোষে এই রোগ উৎপন্ন হয় আবার ইহার দোষেও যকৃৎ বা প্লীহা বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহারা পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট এবং এইজন্যই একের প্রশমনে অন্যের উপশম হইতে থাকে। এইব্যাধি সচরাচর বালকেই অধিক দৃষ্ট হয়। যকৃৎ প্লীহার পথ্যাপথ্যই ইহার পথ্যাপথ্য।

হৃদ্রোগের কতিপয় মুষ্টিযোগ ও ঔষধ।

দুগ্ধসাধিত অর্জুন ছালের কাথ, চিনি সহ পান করিলে, অথবা স্বল্পপঞ্চমূলী এবং দুগ্ধ দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া চিনি সহ পান করিলে পৈত্তিক বা বাত পৈত্তিক হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

ঘৃত, দুগ্ধ অথবা ইক্ষুগুড়ের জল সহ অর্জুনছাল চূর্ণ সেবন করিলে পৈত্তিক বা বাত-পৈত্তিক হৃদ্রোগ নষ্ট হয়। ইহা যোগবাহী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পুষ্করমূলচূর্ণ মধু সহ লেহন করিলে কাস, শ্বাস, হিক্কা, ক্ষয়, হৃচ্ছূল নষ্ট হয়। এই ঔষধ শ্লেষ্মাধিক হৃদ্রোগে প্রযোজ্য।

দশমূলের কাথে আধআনা সৈন্ধব এবং আধআনা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ ও গুল্মশূল আরোগ্য হয়। এই ঔষধ শ্বাসে ও শূলে বিশেষ উপকারী। ইহা বাতকফাধিক অবস্থায় ব্যবহার্য্য।

গোধূম, অর্জুন ছাল প্রত্যেক / ছটাক, ছাগদুগ্ধ /৷ সের, গব্যঘৃত অর্দ্ধছটাক, চিনি /০ পোয়া এই সমস্ত দ্রব্য মোহন ভোগের ন্যায় পাক করিয়া শীতল হইলে উপযুক্ত মধু মিশ্রিত করিয়া পরিমিত রূপ প্রত্যহ সেবন করিলে বাতপ্রধান এবং পিত্তপ্রধান নানাবিধ হৃদ্রোগ ও ত্রিদোষজ পুরাতন হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়।

অর্জুন ছাল চূর্ণ অথবা গোরক্ষচাকুলে মূল চূর্ণ অবস্থাভেদে দুগ্ধাদি সহ সেবিত হইলে নানাবিধ হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ।

হিং, বচ, বিটলবণ, শুঁঠ, পিপুল, কুড়, হরীতকী, রক্তচিতেমূল, যবক্ষার, সচল লবণ, কুড় প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা /০ আনা। ইহা যবকাথের সহিত পান করিলে শূল ও হৃদ্রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ বাতশ্লেষ্মাপ্রধান হৃদ্রোগে ও শূলে প্রযোজ্য।

পাঠাদিচূর্ণ।

আকনাদি, বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অম্লবেতস, দুরালভা রক্তচিতেমূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শটী, কুড়, তেঁতুল, দাড়িম, মাতুলুঙ্গমূল প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা /০ আনা হইতে ৵০ আনা, উষ্ণজল সহ সেব্য। এই ঔষধ ব্যাধিপ্রত্যনীক সুতরাং নানাবিধ হৃদ্রোগে প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহা বাতপ্রধান হৃদ্রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

শৃঙ্গভস্ম।

হরিণশৃঙ্গ কুশদ্বারা বেষ্টন করিয়া মৃত্তিকা লিপ্ত করতঃ গোময়া[illegible] অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া জলে পেষণ করিবে। ইহার ৩।৪ রতি, মধুসহ লেহন করিলে হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়। এই শৃঙ্গভস্ম বালকদের বক্ষঃ এবং কাশ-শূলে ব্যবহৃত হয়

ক্রিমিজ হৃদ্রোগে কদাচ বমন করাইবেনা। ইহাতে বিরেচনার্থ বিড়ঙ্গ এবং কুড় মিশ্রিত গোমূত্র পান করাইবে। তদনন্তর বিড়ঙ্গপ্রগাঢ় কাঁজি পান করাইবে। রোগীর পথ্যের নিমিত্ত বিড়ঙ্গসাধিত জলদ্বারা যবের পেয়াদি প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। ক্রিমিরোগোক্ত বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ, পলাশাদিচূর্ণ, পারিভদ্রাবলেহ, ক্রিমিমুদগর রস, কীটমর্দ্দন রস, ত্রিফলা ঘৃত, বিড়ঙ্গ ঘৃত অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করিবে।

হরীতক্যাদ্য ঘৃত (বাতপ্রধান হৃদ্রোগে।)

হরীতকী ৫০টী। সচল লবণ /। পোয়া, ঘৃত /৪ সের, জল ১৬ সের।

হৃচ্চিন্তামণি।

রসসিন্দুর, অভ্র, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ, হিঙ্গুল প্রত্যেক সমভাগ, রক্তচিতেমূলের রসে মর্দ্দন করিয়া হাতিশুঁড়ের পাতার রসে ৫ বার ভাবনা দিয়া ২রতি বটী করিবে। অনুপান—ঈষদুষ্ণজল। ইহাতে উরস্তোয়, বক্ষোবাত, হৃদ্রোগ এবং নানাবিধ ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ আরোগ্য হয়।

বলাদ্য ঘৃত (পৈত্তিক হৃদ্রোগে)

ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, অর্জ্জুন ছাল মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; কল্কার্থ—যষ্টিমধু /১ সের, শেষ পাকার্থ জল ১৬ সের। ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

অরুণ প্রভা।

স্বর্ণ, হীরক, বৈক্রান্ত, বঙ্গ, অভ্র, রস, গন্ধক, প্রত্যেক সমভাগ লৌহ ভস্ম সর্ব্বসম। অর্জ্জুন ছাল ও যবের কাথে পৃথক ২, ৭ বার ভাবনা দিয়া, পরে ঘৃতকুমারীর রসে ৩ বার ভাবনা দিবার পরে পিণ্ডাকার করিয়া অর্জ্জুন পত্রে বেষ্টন করতঃ ধান্যের মধ্যে ৩ রাত্রি রাখিবে, তৎপর উঠাইয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—অর্জ্জুন ছালের কাথ, যব বা গোমের কাথ, ঘৃত, অথবা কাঁজি। ইহাতে অনুপান ভেদে সর্ব্ববিধ হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়। ইহা হৃদ্রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহাতে ক্রিমিজ হৃদ্রোগ, পূর্ব্বোক্ত আবরণিকাদি হৃদ্রোগ এবং যক্ষ্মা আরোগ্য হয়। হৃদ্রোগোক্ত ঔষধের মধ্যে এই ঔষধ অতুলনীয়।

গোক্ষুরাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—গোক্ষুর, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেড়েলা, গাম্ভারী ছাল, গন্ধতৃণ, কুশমূল, চাকুলে, পলাশমূল, ত্বক্‌ক্ষীর, (অভাবে বংশলোচন) শালপাণি প্রত্যেক ১ পল জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—আলকুশী বীজ, ঋষভক, মেদ, (অভাবে অশ্বগন্ধা) জীবন্তী, কাঁকড়ে, শতমূলী, ঋদ্ধি, (অভাবে বেড়েলা) দ্রাক্ষা, চিনি, মুস্তিরী, মৃণাল মিলিত /১ সের। এই ঘৃত বাতপৈত্তিক হৃদ্রোগ, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ ও ক্ষয় নাশক।

জম্বাদি বটী। (বাতশ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে)

শিলাজতু, পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ।॰ আনা, রৌপ্য ॥॰ আনা, রক্তচিতে মূলের কাথে, ভৃঙ্গরাজের স্বরসে ও অর্জুন ছালের কষায়ে পৃথক ৩ বার ভাবনা দিয়া ২ রত্তি বটী করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। অনুপান—গোধুমের কাথ। ইহাতে নানাবিধ হৃদ্রোগ, ফুস্ ফুস্ গত রোগ, প্রমেহ ও শ্বাস আরোগ্য হয়। ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হৃদ্ধরাভ্র বটী (শ্বাসান্বিত হৃদ্রোগে)।

হিরাকস, সৈন্ধব ও অভ্র সমভাগ, গোধূম ও অর্জুন ছালের কাথে পৃথক্ ২ ভাবনা দিয়া ৩ রত্তি বটী করিবে। অনুপান—যবের কাথ বা ঘৃতাদির অন্যতম স্নেহ পদার্থ। এই ঔষধ শ্বাসান্বিত হৃদ্রোগে ব্যবহার করিবে।

হৃদয়েশ্বর রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, প্রবাল ও মুক্তা সমভাগ; ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রত্তি বটী করিবে। বটিকা ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ঘৃত ও অর্জুন ছালের কাথসহ সেবনীয়। ইহা অনুপানভেদে সর্ব্ববিধ হৃদ্রোগেই ব্যবহার করা যায়।

ব্যোম বটী (শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে)

পারদ, গন্ধক, উৎকৃষ্ট অভ্রভস্ম প্রত্যেক সমভাগ, অর্জুন ছালের কাথে ২১ বার ভাবনা দিয়া ৩ রত্তি বটী করিবে। অনুপান—মধু। ইহাতে ক্রিমিজ এবং ত্রিদোষজ হৃদ্রোগও আরোগ্য হয়।

নাগার্জুনাভ্র।

সহস্র পুটের বজ্রাভ্র, অর্জুন ছালের কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। ২ রত্তি বটী। অনুপান—মধু ও অর্জুন ছালের কাথ। ইহাতে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

অর্জুন ঘৃত। (ব্যাধি প্রত্যনীক)

অর্জুন ছাল ✓৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—অর্জুন ছাল ✓১ সের, ঘৃত ✓৪ সের। হৃদ্রোগে অর্জুন ঘৃত প্রসিদ্ধ। ইহা সর্ব্ববিধ হৃদ্রোগ নাশক। এই ঔষধ পুরাতন হৃদ্রোগেই বিশেষ কার্য্যকারী।

শিলাজতু প্রয়োগ।

শোধিত শিলাজতু ৩।৪ রত্তি মাত্রায় অর্জুনছালের কাথসহ সেবন করিলে হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়। ইহা নানা বিধ অনুপানে নানাবিধ কল্পনায় ব্যবহৃত হইতে পারে।

ককুভাদ্যঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, মাহিষদধি /৪ সের, অর্জ্জুনরস—১৬ সের। কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, পরুষফল, কাকনাদি, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলামূল, মেদ, মহামেদ, ছোটএলাচি, ভূম্যামলকী, আলকুশীবীজ, ছোটএলাচি, মৌলফুল, যষ্টিমধু শালপাণি, শতমূলী, জীবক, চাকুলে প্রত্যেক ২ তোলা মধুসহ সেব্য। ইহাতে বাতপ্রবল হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়। ইহা নিদ্রাজনক। শ্লেষ্মার অতিশয় ক্ষীণ অবস্থায় এই ঔষধ প্রযোজ্য।

লবণ তৈল (বাতহৃদ্রোগে)।

তৈল /৪ সের, গোমূত্র /৮ সের, জল /৮ সের। কল্কার্থ—সৈন্ধব ১ সের।

পুনর্নবাদি তৈল।

তৈল /৪ সের, কাথার্থ—পুনর্নবা, দেবদারু, বিল্বাদিপঞ্চমূল, রাস্না, যব, বেলশুঁঠ, কুলথকলাই, কুলশুঁঠ মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই তৈল অকল্ক। ইহা অভ্যঙ্গে ও পানে ব্যবহার্য্য।

উরঃক্ষতে যে সকল ঘৃত ও গুড়িকা বলা হইয়াছে, পিত্তহৃদ্রোগেও তত্তৎ ঔষধ প্রযোজ্য। **চ্যবনপ্রাশ** বাতাধিক হৃদ্রোগে ব্যবহৃত হইতে পারে।

হৃদয়াবলেহ।

যজ্ঞডুমুর, বট, অশ্বত্থ, অর্জ্জুন—ইহাদের ছাল মিলিত /১ সের, জল /৮ সের, শেষ /২ সের, পলাশ ছাল, রোহিতক ছাল, ও খদির কাষ্ঠ মিলিত /১ সের, শেষ পূর্ব্ববৎ। উভয় কাথ মিশাইয়া পুনর্ব্বার পাকে চাপাইবে। তাহাতে তেউড়ীমূল চূর্ণ /॥ সের, ত্রিকটু চূর্ণ মিলিত /॥ সের মিশাইয়া পাক করিয়া লেহবৎ হইলে নামাইবে। মাত্রা ॥০ তোলা, উষ্ণজল সহ সেব্য। ইহা সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগ নাশক।

হৃদ্রোগে **অগস্ত্য হরীতকী, ব্রাহ্ম্য রসায়ন** ও **আমলকী রসায়ন** বিশেষ ফলদায়ক।

হৃদ্রোগে ও শূলে বিরেচক দ্রব্যের নিয়ম।—

যদি শূল আহারের পর আরম্ভ হইয়া আহারীয় দ্রব্য জীর্ণ হইলে প্রশমিত হয়, তাহা হইলে দেবদারু, কুড়, লোধ, সৈন্ধব, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, আতইচ ৵০ আনা মাত্রায় গরম জল সহ পান করিবে। কেহ কেহ বিরেচনার্থ এই ঔষধ সহ তেউড়ীমূল চূর্ণ প্রতিমাত্রায় ৵০ আনা মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করেন। ইহা অবশ্য সমর্থনীয়। অন্যথা, বিরেচন হইবার সম্ভাবনা খুব কম। সংশমনার্থ প্রযোজ্য হইলে তেউড়ীমূল মিশ্রিত করা অনাবশ্যক। আহারীয় দ্রব্য জীর্ণ হইলে যদি শূল আরম্ভ হয়, তবে এরণ্ড তৈল দ্বারা স্নেহ বিরেচন কর্ত্তব্য। যদি ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার সময় শূল আরম্ভ হয়, তবে হরীতকী

প্রভৃতি কফ-বিরেচক দ্রব্য দ্বারা বিরেচন করাইবে। যদি সর্ব্বদাই শূল থাকে তবে তেউড়ী প্রভৃতি মূল-বিরেচন দ্রব্য দ্বারা তীক্ষ্ণ বিরেচন করাইবে।

হৃদ্রোগের পথ্য।—পুরাতন দাদখানি চাউলের অন্ন, জাঙ্গল মৃগপক্ষীর মাংস-রস, কুলথ ও মুগের যূষ, পটোল, উচ্ছে, কচি বেগুন, সুপক্ক কুষ্মাণ্ড, দাড়িম, হরীতকী, রম্ভা, ঘোল, সৈন্ধব।

অপথ্য।—বেগধারণ, মৈথুন, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ, মেষদুগ্ধ, ক্লেদিদ্রব্য, অম্ল, শাক, গুরুভোজন, অজীর্ণে ভোজন ইত্যাদি।

অথ মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা।

একশত সাতটী মর্ম্ম, তন্মধ্যে হৃদয়, বস্তি ও শিরঃ এই তিনটী প্রধান। হৃদয়মর্ম্মগত চিকিৎসা বলা হইয়াছে; অধুনা, বস্তিমর্ম্মগত মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা বলা হইবে। এই রোগ ৮ ভাগে বিভক্ত।

বাতপ্রধানমূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা।

বস্তিগত ব্যাধি মাত্রেই শিলাজতু বিশেষ ফলপ্রদ। এইরোগে উপযুক্ত অনুপানে শিলাজতু প্রয়োগ করিবে। শিলাজতু প্রস্রাবকারক, কৃচ্ছ্র, প্রমেহ, মেদঃ ও শ্লেষ্মনাশক, বলকর এবং ধাতুপোষক। বাতকৃচ্ছ্রে তৈলাভ্যঙ্গ, স্নেহপান, উপনাহ ও উত্তরবস্তি (পিচকারী) হিতকর। ইহাতে **অমৃতাদি কষায় ও গোক্ষুরাদি ক্বাথ** হিতকর।

অমৃতাদি কষায়। যথা—গুলঞ্চ, শুঁঠ, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর।

গোক্ষুরাদি ক্বাথ। যথা—গোক্ষুর, সোণালুফল মজ্জা, কুশমূল, কাঁশমূল, দুরালভা, পাথরকুচিপাতা ও হরীতকী। ইহাদের কাথে মধু ।০ সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী আরোগ্য হয়। শীতল হইলে মধু প্রক্ষেপ্য।

গোরক্ষচাকুলের মূলের কাথ পান করিলে বাতকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

এলাদিচুর্ণ। (১ম প্রকার)

ছোট এলাচি, পাথরকুচি, শিলাজতু ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ /০ এক আনা মাত্রায় সিদ্ধ চাল-ধোয়া জল সহ সেব্য। লেহনার্থ ইক্ষুগুড় প্রযোজ্য।

এলাদিচুর্ণ। (২য় প্রকার)

ছোটএলাচি, পাথরকুচি, শিলাজতু, পিপুল, কাঁকুড়বীজ, সৈন্ধব, কুঙ্কুম প্রত্যেক সমভাগ মাত্রা /০ আনা সিদ্ধ তণ্ডুল-জলসহ পান করিবে।

সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রেই গোক্ষুর শ্রেষ্ঠ ও মহোপকারী

যবক্ষার।• সিকি ও চিনি।• আনা জল সহ পান করিলে বাতজকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়। মূত্রাঘাতের মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক ঘৃত ইহাতে ব্যবহৃত হয়।

গোক্ষুরাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, গোক্ষুর কাথ /৪ সের, এরণ্ড মূলের কাথ /৪ সের, কুশাদি পঞ্চমূলের কাথ /৪ সের, শতমূলীর স্বরস /৪ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ড স্বরস /৪ সের, ইক্ষুরস /৪ সের। এই ঘৃত অবন্ধ। অনুপান—ইক্ষুগুড় ও দুগ্ধ।

পুনর্ণবাদি মিশ্রক।

পুনর্ণবা, এরণ্ডমূল, শতমূলী, রক্তচন্দন, শ্বেত পুনর্ণবা, বেড়েলা মূল, পাথরকুচি, দশমূল, কুলথ কলাই ও যব। এই সকল দ্রব্যের কাথ ১৬ সের, সৈন্ধবাদি কল্ক মিলিত /১ সের। পাকার্থ—ঘৃত, তৈল, শূকর বসা, ভল্লুক বসা প্রত্যেক /১ সের। এই স্নেহ পান করিলে বেদনাযুক্ত বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

এলাদি কষায়।

বড় এলাচি, পিপুল, যষ্টিমধু, পাথরকুচি, রেণুক, গোক্ষুর, বাসক ও এরণ্ডমূল ইহাদের কাথে শিলাজতু /• আনা ও চিনি ॥• তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

মূত্রপ্রবর্ত্তক প্রলেপ। যথা—গোক্ষুর ফল ও মূল কাঁকুড় বীজ সমভাগে লইয়া কাঞ্জি দ্বারা পেষণ করতঃ তলপেটে প্রলেপ দিলে যাবতীয় মূত্র রোধ ও মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

গোক্ষুরাদ্য লেহ।

গোক্ষুর ১০০ পল, দশমূল, ৫০ পল, পাষাণ ভেদী ৮ পল, এরণ্ডমূল ৮ পল, শতমূলী ১০ পল, গন্ধমূল ২০ পল, অশ্বগন্ধা ২০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ছাঁকিয়া তাহাতে ঘৃত /৪ সের, শিলাজতু /২ সের মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, তাহাতে তালমূলী, গুলঞ্চ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ছোট এলাচি, বালা, নাগকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র, দারুচিনি, যষ্টিমধু, বেণামূল, তেউড়ী, রক্তচন্দন, কটকী, যবক্ষার, সোহাগা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শটী, দেবদারু, সীসক, লৌহ ও বঙ্গ প্রত্যেক ৮ তোলা মিশাইয়া নামাইবে। এই লেহ পান করিলে মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, প্রমেহ, শুক্রদোষ, ধাতুক্ষয় ও ঊর্দ্ধবাত প্রভৃতি আরোগ্য হয়। মাত্রা ॥• তোলা শীতল জল সহ সেব্য। ইহা দৃষ্ট ফল ঔষধ।

মুষ্টিযোগ।—চিনির সহিত কাঁকুড়বীজ ও শসার বীজ বাটিয়া খাইলে অথবা স্থলপদ্মপত্ররস পান করিলে কিম্বা স্থলপদ্মের ডাঁটা ভিজান জল চিনি সহ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র উপশম হয়।

সর্ব্বতোভদ্রা বটী।

স্বর্ণ, রৌপ্য, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ, বরুণ ছালের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে। ইহাদ্বারা বৃক্কজ (মূত্রযন্ত্রজ) এবং বস্তিজ পীড়ার উপশম হয়। অনুপান—বরুণছালের কাথ বা গোক্ষুরের কষায়।

সুকুমার কুমারক পুনর্নবাবলেহ।

পুনর্নবা মূল /১২৷৷ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শতমূলী, দশমূল, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, তৃণপঞ্চমূল, গোক্ষুর, শালপাণি, (বা ভূমিকুষ্মাণ্ড) গোরক্ষচাকুলে, গুলঞ্চ ও শ্বেতবেড়েলা প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, পুনর্নবামূলের কাথে মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে। তন্মধ্যে ঘৃত /৮ সের ও এরণ্ড তৈল /৩৸ সের মিশাইবে। আসন্ন পাকে—যষ্টিমধু, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, সৈন্ধব ও পিপুল প্রত্যেক /৷ পোয়া, যমানী /৷৷ সের, ইক্ষুগুড় /৩৸ সের মিশাইবে (কেহ২ উক্তদ্রব্য সহ যমক স্নেহ পাক করেন) মাত্রা ৸৹ তোলা শীতলজল সহ পান করিবে। ইহাদ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্র, মেহ, যোনিশূল ও বাতরক্ত প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহা মল ভেদক।

বলাঘৃত।

বেড়েলামূল, কুশ আঠির শাঁস, যষ্টিমধু, গোক্ষুর, শতমূলী, মৃণাল, কেশুর, গোক্ষুর-বীজ, দূর্ব্বা, শালপাণি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, চাকুলে, গোরক্ষচাকুলে ও সুশ্রুতোক্ত বৃংহণীয়গণ (কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানি, মাষাণী, মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, যষ্টিমধু) মিলিত /২ সের, ঘৃত /৮ সের, দুগ্ধ ৩২ সের, গুড় ১২৷৷ সের। প্রথমে ৩২ সের দুগ্ধ, ৬৪ সের জল, গুড় ও দ্রব্যগুলি পাক করিবে এবং ৬৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথজলসহ এবং উক্ত কল্কদ্রব্য সহ ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ৷৷৹ তোলা কিঞ্চিৎ মধু ও /৶ পোয়া দুগ্ধ সহ পান করিবে। ইহা বাতমূত্রকৃচ্ছ্র নাশক ও রসায়ন।

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস। (বাতকৃচ্ছ্রে)

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, বৈক্রান্ত (দন্তহীরক অভাবে—বরাটভস্ম) প্রত্যেক সমভাগ, চাঙ্গেরী এবং রাক্ষসীর রসে ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া গোলাকার এবং শুষ্ক করিয়া ঘুঁটের আগুনে ৩ দিন মহাপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—মধু।

[illegible] রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, দুরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুরবীজ ও হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ। কুষ্মাণ্ডের রসে, তৃণ পঞ্চমূলের কাথে, গোক্ষুরের কাথে পৃথক্ ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। মধুদ্বারা মর্দ্দন করিয়া সেব্য। ঔষধ সেবনান্তে পক্ক যজ্ঞডুম্বুর ফলচূর্ণ /০ আনা মধুসহ লেহন করিবে।

পথ্য—ছাগদুগ্ধ, চিনি, ইক্ষুরস প্রভৃতি। ইহাতে বাতবর্দ্ধক যাবতীয় দ্রব্য অপথ্য।

পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা।

ইহাতে সেক, অবগাহন, শীতল প্রলেপ, সশর্করদুগ্ধ, উত্তরবস্তি, দুগ্ধবিকৃতি, দ্রাক্ষা ভূমিকুষ্মাণ্ড রস, ইক্ষুরস ও ঘৃত প্রভৃতি হিতকর।

তৃণ পঞ্চমূলের কষায়—পান করিলে পিত্তকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়। এই কষায়দ্বারা উত্তরবস্তি দেওয়ার বিধান আছে। তাহাতে বস্তি বিশুদ্ধ হয়

শতমূল্যাদি কষায়।

শতমূলী, কুশমূল, কাশমূল, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালিমূল, ইক্ষুমূল ও কেশুর ইহাদের কাথে মধু ।০ সিকি ও চিনি ।০ সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

হরীতক্যাদি। (কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে)

হরীতকী, গোক্ষুর, সোণালুফল মজ্জা, পাথরকুচি ও দুরালভা, ইহাদের কাথে ।০ তোলা মধু মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করিলে দাহ এবং বেদনাযুক্তমূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়।

মুষ্টিযোগ। যথা।—গুড় ও আমলকী সমভাগ শীতলজল সহ কিম্বা কাঁকুড়বীজ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, /০ আনা মাত্রায় তণ্ডুলোদক সহ, অথবা কেবল দারুহরিদ্রার চূর্ণ /০ আনা মাত্রায় আমলকীরস (অভাবে আমলকী ভিজান জল) ও মধুসহ পান করিলে পিত্তজমূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

শতাবরী ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—শতমূলী, কুশমূল, কাশমূল, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুমূল, আমলকী মিলিত /১ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, জল ১৬ সের। দুগ্ধ ও চিনি অনুপান ॥০ তোলা মাত্রায় সেবনীয়।

ত্রৈলোক্যনাথ রস।

বঙ্গ, পারদ ও গন্ধক সমভাগ, দূর্ব্বা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও শিমুল মূলের রসে লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া গোলক করিবে এবং শুষ্ক করতঃ মুখাবদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পরে মিলিত ঐ সমস্ত দ্রব্যের কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—ঐ সকল দ্রব্যের কাথ। প্রাতঃকালে সুশীতল জল পান করিবে।

বরুণাদ্য লৌহ।

বরুণ ছাল ১৬ তোলা, আমলকী ১৬ তোলা, ধাইফুল ৮ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা, গুগ্গুলে ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, জল দ্বারা মাড়িয়া ৵০ আনা বটী করিবে। শীতল জল বা অন্যান্য মূত্রকারক দ্রব্যের রস বা কাথ সহ সেব্য। এই ঔষধ আমাদের মনোনীত নহে। ইহা মূত্ররোধ ও অশ্মরী নাশক বলিয়া লিখিত আছে।

বৃহৎ ধাত্র্যাদি কষায়—আমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কুশমূল, গোক্ষুর, কসেরুমূল ও হরীতকী। ইহার কাথে ॥০ তোলা চিনি মিশাইয়া পান করিবে। ইহা অতিশয় মূত্রকারক।

নিম্নলিখিত কাথসহ স্বর্ণ সিন্দূর ২ রতি করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। যথা—ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, যষ্টিমধু ও নাগকেশর। ইহাদের কাথে মধু ॥০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও ফললাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত গোক্ষুরাদি লেহও ইহাতে প্রয়োগ করিবে। মূত্রাঘাতে এবং অশ্মরীতে বক্ষ্যমাণ ঔষধ অবস্থাভেদে মূত্রকৃচ্ছ্রে ও প্রযুক্ত হইতে পারে।
ইহাতে যাবতীয় পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য অপথ্য।

কফপ্রধান মূত্রকৃচ্ছ্র, চিকিৎসা।

মধু ও কদলীমূলের রসের সহিত ছোটএলাচি চূর্ণ ৩ রতি মাত্রায় পান করিলে কফকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়।

ঘোলসহ শালিঞ্চশাক বীজ চূর্ণ /০ আনা মাত্রায়, তণ্ডুলোদক, পাথরকুচির পাতার রস অথবা গোক্ষুর কাথ সহ বিদ্রুম যোগ ৩ রতি মাত্রায় কিম্বা গোক্ষুর ও শুঁঠের কাথ পান করিলে কফকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়। বিদ্রুম যোগ সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতে অনুপান ভেদে ব্যবহৃত হইতে পারে।

বিদ্রুম যোগ।

স্বর্ণসিন্দুর ১ তোলা ও প্রবাল ১ তোলা। মাত্রা ৩ রতি। কেহ২ স্বর্ণসিন্দুর স্থানে রসসিন্দুর ব্যবহার করেন।

এলাদি ক্বাথ।

এলাচি, পিপুল, যষ্টিমধু, পাথরকুচি, রেণুক, গোক্ষুর, বাসক ও এরণ্ডমূল। ইহাদের কাথে শিলাজতু ৩ রতি চিনি ৷৵০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী আরোগ্য হয়।

এলাক্ষীর।

দুগ্ধ ৵৶ পোয়া, জল ৷৷০ তোলা, শোধিত হিং চূর্ণ ১ রতি, ছোট এলাচি চূর্ণ ৩। ৪ রতি একত্র মিশাইয়া পান করিবে। ইহাতে কফকৃচ্ছ্র, মেহ, শর্করিক মেহ, মূত্র ও শুক্র দোষ প্রশমিত হয়।

ত্রিকণ্টকাদি গুগ্গুলু।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, গুগ্গুলু, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ, জলে মর্দ্দন করিয়া ৪।৫ রতি বটী করিবে। অনুপান—গোক্ষুরের কাথ। কেহ২ স্বর্ণমাক্ষিক স্থানে মধু প্রয়োগ করেন কিন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে প্রমেহ, প্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী আরোগ্য হয়।

পূর্ব্বোক্ত **গোক্ষুরাদ্য লেহ, এলাদি চূর্ণ** ও **সর্ব্বতোভদ্রাবটী** কফকৃচ্ছ্রে প্রয়োগ করা যায়। মারিচপুটিত লৌহভস্ম ২ রতি লৌহ পাত্রে মধুদ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৩ দিন লেহন করিলে কফকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। কণ্টকারীর স্বরস মধুসহ পান করিলেও ফল লাভ হয়।

সারসাস্থি যোগ।

সারসাস্থি, ইন্দীবর বীজের শাঁস, গোক্ষুর, ত্রিকটু, ছোট এলাচি প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা। সিকি। মধু দ্বারা নাড়িয়া গোমূত্র সহ সেবন বিধি। কেহ২ ছোট এলাচি স্থানে বিড়ঙ্গ ও ইন্দীবর বীজ স্থানে কুলের বীজ প্রদান করেন।

অবস্থাবিশেষে শোথের প্রতিকারক ঔষধ সমূহ ইহাতে প্রয়োগ করিবে। তাহাতে বস্তির এবং লিঙ্গের শোথও প্রশমিত হইবে। শিলাজতু ঘটিত **পূর্ণচন্দ্র রস** কফজ কৃচ্ছ্রে, তৃণপঞ্চমূলের কষায় সহ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। এইরোগে কফবর্দ্ধক দ্রব্য **অপথ্য।**

অভিঘাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। বাতব্যাধির **নারায়ণ তৈলাদি** বস্তিদেশে মালিশ করিয়া যবক্ষার ঘটিত মূত্রকারক ঔষধ পান করিলে অভিঘাতজ কৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

পুরীষজ মূত্রাঘাতে বায়ু শান্তি, স্বেদ, বিরেচক চূর্ণ প্রয়োগ, **বিষ্ণু তৈলাদির অভ্যঙ্গ** ও বস্তিক্রিয়া হিতকর। ইহাতেও বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা করিবে। পেটে আধ্মান বা বেদনা হইলে **ভাস্করলবণ বজ্রক্ষার** প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বিরেচক ঔষধ উপকারী। গোক্ষুর বীজের কাথে যবক্ষার ৵০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পুরীষজ কৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

অশ্মরী ও শর্করা জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতজ ও কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা করিবে। অশ্মরী ও শর্করা নিবারক ঔষধ ইহার মহৌষধ। পাথর কুচির কাথ পান করিলে অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

গোক্ষুরাদি ক্বাথ।

গোক্ষুর, শোণাশুক্‌স মজ্জা, কুশমূল, কাশমূল, দুরালভা, পাথরকুচিপাতা ও হরীতকী ইহাদের ক্বাথে ॥০ তোলা মধু মিশাইয়া পান করিলে অশ্মরী ও শর্করাজমূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

রক্তজমূত্রকৃচ্ছ্রে পিত্তজমূত্রকৃচ্ছ্রের স্থায় চিকিৎসা করিবে।

শুক্রনিবন্ধজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে শিলাজতু মধুসহ লেহন করিবে। অশ্মরী ও মূত্রাঘাতের ঔষধ ইহাতে প্রযোজ্য।

অথ মূত্রাঘাত চিকিৎসা।

মূত্রগত-ব্যাধিসাধর্ম্ম্য হেতু মূত্রকৃচ্ছ্রের অনন্তর মূত্রাঘাত চিকিৎসা কথিত হইয়া থাকে। এই ব্যাধি অত্যন্ত বাতপ্রধান এবং মূত্রাশয়স্থিত কুপিত বায়ুই ব্যাধির প্রধান হেতু। যাহাতে বস্তিদেশস্থ বায়ুর অনুলোমন হয় ইহাতে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে তৈলাভ্যঙ্গ বিশেষ উপকারী। মূত্রাঘাতে, মূত্রবদ্ধতা অধিক—কৃচ্ছ্রত্ব কম, মূত্রকৃচ্ছ্রে কৃচ্ছ্রত্ব অধিক—মূত্র বিবদ্ধতা কম। ইহার চিকিৎসা প্রায় সমান। এই ব্যাধি ত্রয়োদশ প্রকার।

ইহাতে উত্তর বস্তি, বস্তি ও স্নিগ্ধ বিরেচন হিতকর। অবস্থাবিশেষে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের ঔষধ সমূহ ইহাতে প্রয়োগ করিবে। মূত্রপ্রবর্ত্তক অথচ বায়ুনাশক সমস্ত ক্রিয়াই ইহাতে হিতকর।

অশ্মরীর বীরতরাদিগণের ক্বাথ সহ সহ শিলাজতু পান করিলে মূত্রাঘাত আরোগ্য হয়। গোয়ালিয়ালতামূল, ঘৃত, তৈল ও ঘোল সহ পান করিলে মূত্রসংঘাত ভিন্ন হইয়া প্রস্রাব হয়। জলদ্বারা অশোকবীজ এবং ঘোলদ্বারা রুদ্রজটা (শিবজটা) মূল বাটিয়া ঘোল সহ পান করিলে মূত্রাঘাত ও অশ্মরী আরোগ্য হয়।

লিঙ্গের রন্ধ্রে কোমল দূর্ব্বাকাণ্ড দ্বারা কর্পূর রজঃ প্রবেশ করাইয়া দিলে আশু প্রস্রাব হইয়া থাকে। তেলাকুচার মূল কাঁজি দ্বারা বাটিয়া বস্তি এবং নাভিদেশে প্রলেপ দিলে মূত্রবিবদ্ধতা নষ্ট হয়। কাঁজি এবং সৈন্ধব অনুপানে স্বর্ণসিন্দুর পান করিলে মূত্রাঘাত আরোগ্য হয়। ৪ তোলা কুষ্মাণ্ড রসে ।৵ আনা যবক্ষার ও ৵০ আনা পুরাতন ইক্ষুগুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্রাঘাত, শর্করা ও অশ্মরীর শান্তি হয়।

শিলাজতু যোগ।

দশমূলের ক্বাথে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাত কুণ্ডলিকা, বাতবস্তি ও অষ্ঠীলা আরোগ্য হয়। বস্তিদেশে নারায়ণ তৈলাদির অভ্যঙ্গ বিশেষ উপকারী।

ধান্যগোক্ষুর ঘৃত।

ধনে ও গোক্ষুর এই উভয়ের কাথ ও কল্ক দ্বারা যথারীতি ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে মূত্রাঘাত এবং মূত্র ও শুক্রদোষ আরোগ্য হয়।

উশীরাদ্য তৈল।

তৈল /৪ সের, কাথার্থ—পঞ্চপত্র মূল সহিত গোক্ষুর ১২॥ সের, জল, ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, বেণামূল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দোল ৪ সের। কল্কার্থ—বেণামূল, শ্যামালতা, কুড়, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন বরেড়া, হরীতকী, কণ্টকারী, পদ্মকাষ্ঠ, ইক্ষুমূল, কশেরু, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, দশমূল, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, শুলফা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, শুলফা, শ্বেত বেড়েলামূল ও মৌরী প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল বস্তিদেশে মালিশ করিলে মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়। ইহা বাতপিত্ত নাশক।

সুকুমার কুমারক ঘৃত।

ঘৃত /৮ সের, এরণ্ড তৈল /৪ সের, গুড় /১৬ সের, কাথার্থ—পুনর্ণবা ১০০ পল, দশমূল, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, তৃণপঞ্চমূল, গোক্ষুর, শালপাণি, গোরক্ষ চাকুলে, শুলফা, শ্বেতবেড়েলামূল, প্রত্যেক ১০ পল, জল ২ দ্রোণ, শেষ ৩২ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, আদা, দ্রাক্ষা, সৈন্ধব, পিপুল প্রত্যেক ২ পল, যমানী /॥ সের। এই ঘৃত—মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, মেঢ্র, শূল, যোনিশূল, কোষ্ঠশূল ও মলকাঠিন্যে প্রযোজ্য। ইহাতে অশ্মরীর বরুণাদ্য তৈল, বীরতর্বাদ্য তৈল, বরুণাদ্য ঘৃত ও কুলত্থাদ্য ঘৃত এবং বাতব্যাধির চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি উপকারী। মূত্রকৃচ্ছ্রের রসঘটিত ঔষধ অবস্থাবিশেষে ইহাতে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বাতবর্দ্ধক, ধারক ও গুরুপাক দ্রব্য অপথ্য।

অষ্ঠীলা চিকিৎসা।

ইহাতে কুপিত বায়ু কর্তৃক মূত্রাশয় ও গুহ্যনাড়ী স্ফীত ও বদ্ধ হইয়া গ্রন্থি উৎপাদন করে। অষ্ঠীলায় পূর্ব্বোক্ত শিলাজতুযোগ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে যবক্ষার চিনির জল বা কাঁজি সহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। বস্তিদেশে নারায়ণ তৈল ও উশীরাদি তৈল মর্দ্দন, এবং স্বল্পবাত চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ সেবন হিতকর। ইহাতেও অবস্থাবিশেষে মূত্রকৃচ্ছ্রের ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যদি উপরি লিখিত ক্রিয়া দ্বারা মূত্রমল নিঃসরণ না হয়, তবে উত্তর বস্তি, বস্তি এবং স্নিগ্ধ বিরেচন ক্রিয়া দ্বারা নিঃসারিত করিবে। বস্তিদেশে তীব্র বেদনা থাকিলে, সৈন্ধব লবণ কাঁজিতে গুলিয়া গরম করতঃ তদ্দ্বারা বোতল স্বেদ দিবে। সৈন্ধব লবণের পটি বিশেষ হিতকর। শতমূলী, পাথরকুচি প্রভৃতি মূত্রকারক দ্রব্যের রস সহ ঔষধ সেবন করিবে।

বাতবস্তি চিকিৎসা

মূত্র বেগ ধারণ জন্য ইহাতে একেবারেই মূত্রসংরোধ হয়। ইহা অত্যন্ত কষ্ট দায়ক। ইহার চিকিৎসা অষ্ঠীলার ন্যায়। ইহাতে বাহ্য প্রলেপ, তৈল মর্দ্দন, স্বেদ প্রভৃতি হিতকর। সৈন্ধবাদেশ কাঁজিতে গুলিয়া বস্তিদেশে তাহার পটি লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়। সোরা এবং গেঁদা ফুলের পাতা কাঁজি সহ পেষণ করিয়া বস্তিতে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নষ্ট হয়। সৈন্ধব, ত্রিফলা কাঁকুড়বীজ সমভাগে চূর্ণ করিয়া ।০ আনা মাত্রায় উষ্ণ জল সহ পান করিলে মূত্র নিঃসরণ হয়। বাহ্য প্রয়োগে প্রস্রাব না হইলে তারকেশ্বর প্রভৃতি ঔষধ শতমূলীর রস প্রভৃতি সহ ব্যবহার করিবে।

মূত্রাতীত চিকিৎসা

দীর্ঘকাল মূত্রবেগ ধারণ করিলে প্রস্রাব সত্বর হয় না অথবা ধীরে ধীরে হইলে তাহাকে মূত্রাতীত বলে।

শিলাজতু—চিনি ও কর্পূর সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে মূত্রাতীত ও মূত্রজঠর আরোগ্য হয়। এই রোগ অত্যন্ত কঠিন বা কষ্ট দায়ক নহে। কিন্তু উপেক্ষিত হইলে কালান্তরে ইহা হইতে অন্যান্য মূত্রাঘাত উৎপন্ন হইতে পারে বিধায় সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে বেগ ধারণ একেবারে নিষিদ্ধ। বাতকুণ্ডলিকার প্রস্রাবকারক ঔষধ সমূহ ইহাতে যথাযোগ্য ব্যবহার করিবে। মূত্রোৎসঙ্গের চিকিৎসা ও এই চিকিৎসার অনুরূপ।

মূত্রজঠর চিকিৎসা

মূত্রের বেগ রক্ষা করিলে অপান বায়ু দুষ্ট হইয়া উদরকে পরিপূর্ণ করতঃ নাভির নিম্নদেশে তীব্র যাতনা উপস্থিত করে।

ইহার চিকিৎসা বাতবস্তির তুল্য। মূত্রাতীতের শিলাজতু যোগ ইহাতে প্রযোগ করিবে। বেগরোধ হেতু এই ব্যাধি উৎপন্ন হয় সুতরাং ইহাতে বেগধারণ একেবারে নিষিদ্ধ। মূত্রাঘাত মাত্রেই কমলা লেবুর রস, এবং কাগজিলেবুর রস মিশ্রিত মিশ্রির পানক অতীব হিতকর।

মূত্রক্ষয় চিকিৎসা

এই রোগ বাতপিত্তজ দাহ ও বেদনা যুক্ত। ইহাতে বস্তিদেশে উশীরাদি তৈলের অভ্যঙ্গ করিয়া নাভিদেশ পর্য্যন্ত শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিবে; শ্বেতচন্দনঘর্ষ চিনিযুক্ত করিয়া তণ্ডুলোদক সহ পান করিবে। শৃতশীতল দুগ্ধ সহ অন্ন ভোজন করিবে। পিত্তঘ্ন সুশীতল যাবতীয় ক্রিয়াই ইহাতে হিতকর। মৃণাল, মিশ্রির জল, শতমূলীর রস, বেদানারস, কিস্‌মিস্ প্রভৃতি সুপথ্য। ইহাতে অশ্রাবাহ ঘৃত ও বিদার্য্যাদি ঘৃত বিশেষ উপকারী।

ত্রপুষাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, ক্বাথার্থ—আকনাদি, পারুলছাল, শ্বেত পুনর্ণবা, রক্ত পুনর্ণবা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কুশমূল, কাশমূল, ইক্ষুমূল, গোক্ষুর, পাষাণভেদী, বারাহীকন্দ (অভাবে ভূমিকুষ্মাণ্ড) শালিমূল, শরমূল, ভল্লাতক (অভাবে—রক্তচন্দন) শিরীষ মূলের ছাল মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬। কল্কার্থ—শিলাজতু, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, কাকোলী, শসার বীজ, কুষ্মাণ্ড ও কাঁকুড় বীজ মিলিত /১ সের। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র ও উষ্ণবাত আরোগ্য হয়।

বিদারী ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, ক্বাথার্থ—ভূমিকুষ্মাণ্ড বাসক, শুঁঠ মূল, টাবালেবুর মূল, গন্ধতৃণ, পাষাণ ভেদী, কন্টকারী, আকন্দমূল (অথবা বকফুল) গজপিপুল, চিতামূল, পুনর্ণবা, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কেশুর, মৃণাল, পানিফল, ভূম্যামলকী, শালপর্ণ্যাদি-পঞ্চমূল ও তৃণপঞ্চমূল প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, শতমূলীরস /৪ সের আমলকীর স্বরস /৪ সের, দুগ্ধ /৮ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, পরুষফল, ছোটএলাচি, দুরালভা, রেণুক, কুঙ্কুম, নাগকেশর এবং জীবনীয়াষ্টক প্রত্যেক ২ তোলা। অনুপান—চিনি ও দুগ্ধ। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র, উষ্ণবাত এবং যাবতীয় পিত্তপ্রধান মূত্রাঘাত আরোগ্য হয়। ইহা যোনিদোষ, শুক্রদোষ ও রজোদোষেও ফলপ্রদ। ইহাতে শতমূলীর রস সহ সুকুমার বাত চিন্তামণি বিশেষ উপকারী। মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্রের মূত্রকারক শীতল যোগ সকল ইহাতে প্রয়োগ করিবে। উষ্ণবাত চিকিৎসাও এই ব্যাধির অনুরূপ—কোনও ভেদ নাই।

মূত্র গ্রন্থি চিকিৎসা

বস্তির মুখে গুড়কাকার সংহত রক্ত গ্রন্থি। ভন্নান্তরে ইহাকে রক্তগ্রন্থি বলে। এই রোগ অত্যন্ত কঠিন। ইহার চিকিৎসা পিত্তজ অশ্মরীর ন্যায়। ইহাতে অশ্মরীর বরুণ ঘৃত ও কুশাদ্য ঘৃত বিশেষ ফলপ্রদ। রসসিন্দুরযুক্ত বজ্রক্ষার কাঁজি সহ পান এবং রক্তগুল্মের যথাযোগ্য ঔষধ ইহাতে কল্পনা করিবে। মূত্রকৃচ্ছের গোক্ষুরাদ্যাবলেহ ও উশীরাদি তৈলের অভ্যঙ্গ প্রয়োগে ফললাভ হইবার সম্ভাবনা। নিশাদল, সোরা, বজ্রক্ষার, বা সৈন্ধবের পটি বস্তিদেশে ধারণ করিলে উপকার হয়। ইহাতে আগ্নেয় দ্রব্য সেবন এবং আগ্নেয় ক্রিয়া নিষিদ্ধ।

মূত্র শুক্র চিকিৎসা

মূত্রবেগ অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম করিলে শুক্র বায়ু কর্তৃক স্থান চ্যুত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। ইহাতে শুক্র দূষিত হয়, সুতরাং শুক্রদোষ নাশক ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত বিদারী ঘৃত ইহার মহৌষধ।

চিত্রকাদ্য ঘৃত। (শুক্রদোষ, যোনিদোষ ও মূত্রদোষ নাশক।)

ঘৃত ১৬ সের, কল্কার্থ—চিতেমূল, অনন্তমূল, বেড়েলা, ভগ্নপাদুকা, দ্রাক্ষা, রাখালশসা, পিপুল, চিত্রফল, (রাখালশসাভের অভাবে—রাখাল শসা।০) যষ্টিমধু, আমলকী প্রত্যেক ২ তোলা, পাকার্থ—জল ৬৪ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের, মাত্রা ।০ তোলা। অনুপান—বংশলোচনচূর্ণ /০ আনা, চিনি /০ আনা ও দুগ্ধ /৵ পোয়া। ইহাতে বাতরেতঃ পিত্তরেতঃ, শ্লেষ্মরেতঃ রক্তরেতঃ, গ্রন্থিরেতঃ, শুক্রদোষ, যোনিদোষ, মূত্রদোষ, প্রদর ও মূত্রশুক্র আরোগ্য হয়। ইহা জীবনীয়, বৃষ্য ও গর্ভপ্রদ। মৈথুনাধিক্য হেতু স্ত্রীগমনের পর যাহাদের লিঙ্গদ্বার হইতে রক্তস্রাব হয় তাহারা মৈথুন ত্যাগ করিয়া জীবনীয় ও বৃংহনীয় এই ঘৃত পান করিবে। বিদার্য্যাদি ঘৃত এই অবস্থায় ফলপ্রদ।

এইরোগে **পূর্ণচন্দ্র রস** ও **সর্ব্বতোভদ্রা বটী** প্রয়োগ করিবে।

ইহাতে শ্বেত চন্দনের কাথ চিনি সহ পান করিলে উপকার হয়।

এই রোগে স্ত্রীগমন, বেগধারণ—বিশেষতঃ মূত্রবেগ হইলে স্ত্রীগমন অতীব দূষণীয়।

মূত্রসাদ চিকিৎসা

যদি পিত্ত বা কফ অথবা পিত্ত ও কফ বায়ু কর্ত্তৃক গাঢ় হয় তবে নানা বর্ণের ঘন মূত্র নিতান্ত কষ্ট ও দাহ সহকারে অল্প পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে।

এই রোগ অত্যন্ত কঠিন। এই ব্যাধি ত্রিদোষজ হইলেও পিত্ত ও শ্লেষ্মার অংশই অধিক লক্ষিত হয়। মূত্রকে তরলীকৃত করিয়া দোষ প্রশমন করাই ইহার চিকিৎসা। এই রোগে আগ্নেয় দ্রব্য বা আগ্নেয় ঔষধ, গাঢ়—অথবা কঠিন দ্রব্য সেবন একেবারে নিষিদ্ধ।

ইহাতে **বৃহৎ গোক্ষুরাদি লেহ** প্রমেহের **কুশাদি লেহ** ও **মেহকুলান্তক রস** হিতকর।

গোক্ষুর ও শতমূলীর কষায়—শ্বেতচন্দন, গোক্ষুর ও শতমূলীর কাথ—বেনামূল, গোক্ষুর তেজপাত ও শ্বেতচন্দন—ইহাদের কষায় পান করিবে।

বৃহদ্বাতচিন্তামণি বা **মকরধ্বজ** উক্ত কাথ সহ পান করিলে এবং **উশীরাদি তৈল** বস্তিদেশে মালিশ করিলে ফললাভ হয়। মূত্রকৃচ্ছ্রের রস ঘটিত ঔষধ ইহাতে যথাযোগ্য ব্যবহার করিবে।

বিড় বিঘাত চিকিৎসা

ইহাতে কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া বিষ্ঠা ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে এবং মলাশয় স্তম্ভিত হয়। এই রোগ ঊর্দ্ধগত বায়ুর কার্য্য। সুতরাং বায়ুকে অধোগত করাই ইহার চিকিৎসা। বায়ুর অনুলোমনার্থ উদাবর্ত্ত কথিত ঔষধ সকল যথাযোগ্য প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠ শুদ্ধির

নিশিষ্ট দন্তী হরীতকী, হরীতকী খণ্ড প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। বায়ুর অনুলোমনার্থ তলপেটে, মাথায় এবং পেটে নারায়ণ তৈল বা উশীরাদি তৈল মালিশ করিবে। চিন্তামণি চতুর্মুখ, বৃহৎ বাত চিন্তামণি বা তাম্রসংযুক্ত সেনন্দ এবং কাঁজি সহ মাজুফলাদি প্রভৃতি অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করিবে। প্রস্রাবের জন্য মূত্রকারক ও বায়ুনাশক দ্রব্যানুপানে তারকেশ্বর রস, বিত্রকম যোগ বা স্বর্ণ সিন্দুর ব্যবহার করিবে। ইহাতে কদাচ রুক্ষ দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। পরিপাক শক্তি থাকিলে অবস্থা বিশেষে গোক্ষুরাদ্য ঘৃত ব্যবহার করা যায়। ইহাতে দুগ্ধ, ঘোল, মিষ্টাম্বল দধি, ইক্ষুর রস, মিশ্রির পানা, বেদানা-রস, নানাবিধ সুমিষ্ট সুপক্ক ফল, কিস্‌মিস্‌, আলু বোখারার টক্ ও কাগজি লেবু, কমলা লেবু, পেঁপে প্রভৃতি সুপথ্য।

বস্তিকুণ্ডল চিকিৎসা

ইহাতে বস্তি স্বস্থান হইতে উর্দ্ধগত হয় এবং পার্শ্বে গমন করে। এই রোগ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এবং দুঃসাধ্য। প্রায়শঃ অভিঘাত, পীড়ন, অতিশয় বেগে পথ পর্য্যটন ও অতিরিক্ত আয়াসে এইরোগ উৎপন্ন হয়। ইহা বাতপ্রধান পিত্তান্বিত হইলে দাহ ও মূত্রবিবর্ণতা থাকে; শ্লেষ্মান্বিত হইলে বস্তিদেশে শোথ এবং মূত্র শুভ্র ও ঘন হয়। বস্তিকুণ্ডলীভূত হইলে—পিপাসা, মোহ ও শ্বাস হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাদ্বারা বস্তিমুখ অবরুদ্ধ হইয়া উহার মধ্যে বায়ু কুণ্ডলাকারে অবস্থিতি করিলে ঐ অবস্থাকে কুণ্ডলীভূতবস্তি বলা যায়।

এই রোগে নাভির অধোদেশে পীড়ন করিলে অল্প২ মূত্র নির্গত হইয়া থাকে।

কাকডুমুরের মূল ও তৈলকন্দ (কন্দজাতীয় বৃক্ষ বিশেষ) বৃক্ষের মূল এবং যবক্ষার, কাজলা ইক্ষুর রসে পেষণ করিয়া কাজলা ইক্ষু রস সহ পান করিলে বস্তিকুণ্ডল আরোগ্য হয়।

তারকেশ্বর রস।

রসসিন্দুর, অভ্র, গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ মধুদ্বারা ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অনুপান—মধু। ঔষধ সেবনান্তে পাকা যজ্ঞডুমুর-ফল চূর্ণ ॥০ তোলা মধুদ্বারা সেবন করিবে। ইহাতে বাতকুণ্ডলিকা ও বস্তিকুণ্ডল প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

লঘুলোকেশ্বর রস।

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ৪ ভাগ একত্র পেষণ করিয়া কড়ির মধ্যে পুরিবে। পরে পারদের চতুর্থাংশ সোহাগা, দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা কড়ির মুখ অবরুদ্ধ করতঃ শরাবদ্বয় (সরা) মধ্যে পুরিয়া মুখ বদ্ধ করতঃ পুটপাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া

ঔষধ সেবন কমপক্ষে ৪ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিবে। এই ঔষধে কেহ২ পারদ স্থানে রসসিন্দূর গ্রহণ করেন। ইহা যুক্তিযুক্ত হইলেও কোন পুস্তকে ঐরূপ পাঠ দৃষ্ট হয় না। আমরা রসসিন্দূর গ্রহণ করিয়া থাকি। অনুপান—মরিচ, জাতীপুষ্প, জাতিফল ও চিনি একত্র পেষণ করিয়া ছাগদুগ্ধ সহ পান করিবে। এই ঔষধ কফানুগত বস্তিকুণ্ডলে প্রযোজ্য। ইহা অন্য প্রকার অনুপানে যাবতীয় মূত্রাঘাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে।

সৈন্ধব, কাঁজি ও ত্রিফলাজল সহ **স্বর্ণসিন্দুর** পান করিয়া ঘৃত অনুপান করিলে বস্তিকুণ্ডল ও মূত্রাঘাত আরোগ্য হয়।

গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও শতমূলীসাধিত অথবা তৃণপঞ্চমূলসাধিত দুগ্ধ **ইক্ষুগুড়** মিশাইয়া পান করিলে বিশেষ ফলোদয় হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রে যে সকল **পথ্যাপথ্য** নির্দিষ্ট হইয়াছে ইহাতেও তাহাই **পথ্যাপথ্য।** ইহাতে যাবতীয় বায়ুবর্দ্ধক অন্নপান ও ক্রিয়া **অহিতকর।**

অশ্মরী চিকিৎসা

অশ্মরী ৪ প্রকার। এই রোগ মাত্রেই কফাশয়।

বাতাশ্মরী চিকিৎসা।

বরুণ, ছাল, শুঁঠ ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথে যবক্ষার ও গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতাশ্মরী আরোগ্য হয়।

বীরতর্বাদিগণের ক্বাথ অথবা তদ্দ্বারা ঘৃত, তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও শর্করা আরোগ্য হয়।

বীরতর্বাদিগণ। যথা—শরমূল, শ্বেতঝিণ্টী, নীলঝিণ্টী, উলুমূল, রাস্না, নলমূল, গুলঞ্চ, (অথবা যোগন মূল) কুশমূল, কাশমূল, পাথর কুচি, ইক্ষুমূল, শোণাক, হাতিশুঁড়, শুলটে, বকপুষ্প, গণিয়ারী, নীলপদ্ম, গোক্ষুর ও কড়ুই ছাল।

কেহ২ বীরতর্বাদিগণ পাঠ না করিয়া **বীরতর্ব্বাদিগণ** পাঠ করেন এবং বীরতরু শব্দে অর্জুন বৃক্ষ অর্থ করিয়া থাকেন। বাগ্‌ভটে—যে **বীরতর্ব্বাদিগণ** লিখিত আছে তাহার সহিত ইহার ঐক্য হয় না, কিন্তু ইহা **চক্রদত্তে** উক্ত আছে।

শুণ্ঠ্যাদিক্বাথ। যথা।—শুঁঠ, গণিয়ারী, পাষাণভেদী, সজিনা ছাল, বরুণ ছাল, গোক্ষুর, হরীতকী ও সোণামুখলেরমজ্জা—ইহার কাথ হাঁকিয়া তাহাতে হিং ১ রতি, যবক্ষার ২ রতি, সৈন্ধব ৩ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাতে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু প্রশমিত হয়। এই ঔষধ শৈলিক অশ্মরীতে বিশেষ উপকারী।

এই রোগ তরুণাবস্থায় ঔষধ-সাধ্য, কিন্তু প্রবৃদ্ধ এবং কঠিন হইলে অস্ত্রপ্রয়োগ ভিন্ন আরোগ্য হওয়া সুকঠিন। অশ্মরীর পূর্ব্বরূপে স্নেহাদি ক্রিয়া হিতকর। তাহাতে ব্যাধির মূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পাষাণভেদাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, পাথরকুচি, আকন্দ (মতান্তরে বক পুষ্প) শুলটে, (মতান্তরে রক্তাপামার্গ) আমরুল, শতমূলী, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, বটশ্রীবৃক্ষ, আপাঙ্গ, (মতান্তরে হোগলমূল) কাকন, বেণামূল, শুদক, বাঁশ, শ্যোনাক বরুণছাল, পাকড় ফল, লেশুণ ফল (এই বৃক্ষ প্রায়শঃ মরুদেশে উৎপন্ন হয়) যব, কুলখ কলাই, কুলগুঁঠ ও নির্ম্মলী ফল, ইহাদের কাথ ১৬ সের, কাথার্থ—উষকাদিগণ মিলিত /১ সের।

উষকাদিগণ। যথা—কাচমৃত্তিকা, সৈন্ধব, হিং, ধাতুকাসীস পুষ্পকাসীস, গুগ্‌গুলু শিলাজতু ও তুঁতে। এই দ্রব্য গুলির মধ্যে হীরাকস। কাসীস হয়) হিং ও তুঁতে উত্তমরূপ শোধন করিয়া লইবে। নতুবা বমন হইয়া ঔষধ পড়িয়া যাইবে। কষায়ে যে সকল দ্রব্য লিখিত হইল উহাদিগকে বাতনাশক **পাষাণভেদাদ্যগণ** কহে। সুতরাং ঐ সমস্ত দ্রব্যদ্বারা ক্ষার, যবাগূ, পেয়া, কষায় ও দুগ্ধ পাক করিয়া বাতাশ্মরীতে প্রয়োগ করিবে ক্ষারপান করিতে হইলে **বস্তিশোধন-দ্রব্য**। যথা দধিমাস্ত, কাঁজি প্রভৃতি সং পান করিবে। ক্ষারোদক পান করিতে হইলে ক্ষারভস্ম ১ তোলা জল ৬ তোলা, বহুবা পরিস্রুত করিয়া পান করিবে। কেহ২ বলেন ক্ষার ৪ তোলা, জল ২৪ তোলা বহুবা পরিস্রুত করিয়া পাক করতঃ ৬ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিবে। যদি পূর্ব্বোক্ত কল্পনায় ক্ষার অত্যন্ত মৃদুবীর্য্য হয় তবে শেষোক্ত কল্পনায় পান করিবে।

মুষ্টিযোগ।—পুরাতন কুষ্মাণ্ড রস ও যবক্ষার গুড় সংযুক্ত করিয়া পান করি অশ্মরী, শর্করাও মূত্রবিবদ্ধতা নষ্ট হয়। গোক্ষুর বীজ চূর্ণ ৵০ আনা মাত্রায় মধু ও মেষ দু সহ পান করিলে সপ্তাহ কাল মধ্যে অশ্মরী আরোগ্য হয়।

বরুণ মূলের ছালের কাথে ॥০ তোলা বরুণ মূলের ছালের কল্ক মিশাইয়া ঊষঃ অবস্থায় পান করিলে অশ্মরী আরোগ্য হয়।

শুঁঠ, বরুণ মূলের ছাল, গোক্ষুর, পাষাণভেদী, কটভী ইহাদের কাথে গুড় ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অশ্মরী আরোগ্য হয়। **পাতন যোগ।** যথা—ব মূলের ছাল, পাষাণ ভেদী, শুঁঠ ও গোক্ষুর ইহাদের কাথে যবক্ষার ৵০ আনা প্রক্ষেপ দি পান করিলে অথবা গোক্ষুর, এরণ্ডপত্র, শুঁঠ ও বরুণ মূলের ছাল ইহাদের কাথ পা করিলে অশ্মরী পতিত হয়।

গোক্ষুর মূল, কোকিলাক্ষ মূল, এরণ্ড মূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারী মূল মিলিত ॥০ তো দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া অনন্তর্যধি থাকা আলোড়ন করিয়া ৭ দিন পান করিলে অ পতিত হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ যোগ।

বরুণাদি কষায়।

বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুর বীজ, তালমূলী, কুলত্থ কলাই ও তৃণপঞ্চমূল ইহাদের কাথে যবক্ষার ৵৹ আনা ও চিনি ৵৹ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাতে অশ্মরী, মূত্রাঘাত ও বস্তিশূল নিবারিত হয়।

এলাদি কষায়।

এলাচি, পিপুল, যষ্টিমধু, পাথরকুচি, রেণুক, গোক্ষুর, বাসকছাল, একড়মূল ইহাদের কাথে শিলাজতু ।৹ সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়। ইহা কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রে ও অশ্মরীতে প্রযুক্ত হইতে পারে।

পাষাণ ভেদাদ্য চূর্ণ।

পাথরকুচি, বাসক, গোক্ষুর, আকনাদি, হরীতকী, ত্রিকটু, শটী, দন্তীমূল, হিংঝা (ওকড়া) বীজ, বনযমানী, শালিশ বীজ, কাঁকুড় বীজ, তরমুজ বীজ (মতান্তরে শসার বীজ) কৃষ্ণজীরে হিং, অম্লবেতস, বৃহতী, কণ্টকারী, বরুণা, বচ প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ৵৹ আনা, জল সহ সেব্য।

কুলত্থাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—বরুণ ছাল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—কুলত্থ কলাই, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গশাস, চিনি, তপরপাদুকা, যবক্ষার, পুরাণ কুষ্মাণ্ড বীজ, গোক্ষুর বীজ মিলিত /১ সের। এই ঘৃতপানে মূত্রাঘাত ও অশ্মরী সত্বর আরোগ্য হয়।

বরুণ ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের বরুণ ছাল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—বরুণ ছাল, কদলী মূল, বেলশুঁঠ, তৃণপঞ্চমূল, গুলঞ্চ, শিলাজতু তরমুজ বীজ, বাঁশের মূল, তিলনালের ক্ষার, পলাশ ক্ষার, যূঁই মূল প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঔষধ জীর্ণ হইলে দধির মাত ও পুরাতন গুড় একত্র ভক্ষণ করিবে ইহাতে অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

বীরতর্বাদ্য তৈল।

ব্রণাধিকারের তিক্তৈল সাধিত ক্ষৌদ্রবাদ্য তৈল /৪ সের, দুগ্ধ /৮ সের, বীরতর্বাদিগণের কাথ /১৬ সের, সৈন্ধবাদি তৈলের কল্ক, সৈন্ধব, মদনফলাদি মিলিত /১ সের, জল /১৬ সের। ইহা বস্তি দেশে মালিশ করিলে অশ্মরী ও মূত্রাঘাত নষ্ট হয়।

বরুণাদ্য তৈল।

ত্বক, পত্র, পুষ্প ও মূল সহিত বরুণা ও গোক্ষুরের কাথ /১৬ সের, তৈল /৪ সের এই তৈল সকল্ক ইহা পূর্ব্ববৎ গুণকারক।

নারিকেল যোগ।

নারিকেল কুসুম ৪ মাষা, যবক্ষার ৪ মাষা, জল দ্বারা বাটিয়া জল সহ সেবন করিলে অশ্মরী পতিত হয়।

আনন্দ যোগ।

তিলনালভস্ম, আপাং ভস্ম, কদলী কাণ্ড ভস্ম, পলাশ কাণ্ড ভস্ম, আমলকী কাণ্ড ভস্ম মিলিত /২ সের, জল /১৬ সের একত্র গুলিয়া ২১ বার বস্ত্রপরিস্রুত করিয়া লইবে। পরে পাক করিয়া চূর্ণরূপ ক্ষার প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ২ রতি মেষ বা ছাগমূত্র সহ পান করিলে অশ্মরী ও শর্করা নষ্ট হয়। দ্রব্যগুলি অন্তর্ধূমে ভস্ম করিলে অধিক ক্ষার প্রস্তুত হইবে, নতুবা অত্যল্প হইবে।

পাষাণ ভিন্ন রস।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, শিলাজতু ২ ভাগ একত্র মর্দন করিয়া যথাক্রমে শ্বেত পুনর্ণবা, বাসক ও শ্বেত অপরাজিতার রসে এক এক দিন ভাবনা দিয়া ভাণ্ড মধ্যে বদ্ধ করিয়া দোলাযন্ত্রে স্থির করিবে। বটী ২ রতি। অনুপান ভূম্যামলকীর ফল ও রাখাল-শশার মূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া এবং দুগ্ধে গুলিয়া তৎসহ ঔষধ মাড়িয়া সেব্য অথবা এই ঔষধ কুলত্থকলাইয়ের কাথ সহ সেবন করিবে।

বরুণাদ্য গুড়। (সাধারণ অশ্মরীতে)

ছিন্ন ও তরুণ বরুণ মূলের ছাল /১২॥ সের, জল /৫০ সের, শেষ /১২॥ সের, গুড় /১২॥ সের লইয়া একত্রে পাক করিবে এবং ঘন হইলে প্রক্ষেপার্থ শুঁঠ, কাঁকুর বীজ, গোক্ষুর, পিপুল, পাথর কুচি, তগরপাদুকা, কুষ্মাণ্ডবীজ, তরমুজ বীজ, বহেড়া বীজ, কুচিলা, বেতোশাকের বীজ, সজিনা, কিস্‌মিস্‌, এলাচি, শিলাজতু, হরীতকী, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ৮ তোলা। ইহাতে নানাবিধ অশ্মরী পতিত হয়।

পিত্তজ অশ্মরী চিকিৎসা

কুশাদ্য ঘৃত।

পঞ্চমূল, গুলঞ্চ, পাথরকুচি, ইকড়, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বারাহীকন্দ, (অভাবে চামার আলু) শালিধান্যমূল, গোক্ষুর, নাগেশ্বর, পারুল ছাল, আকনাদি, শালিঞ্চ শাক, পীতঝিণ্টী, রক্ত পুনর্ণবা ও শ্বেত পুনর্ণবা, শিরীষ ছাল ইহাদের কাথ /১৬ সের, কল্কার্থ—শিলাজতু, যষ্টিমধু, নীলপদ্ম বীজ, তরমুজ বীজ, কাঁকুড় বীজ, ইহাদের কল্ক /১ সের, ঘৃত /৪ সের। এই ঘৃতের কাথ্য দ্রব্য গুলিকে কুশাদিগণ বলে। সুতরাং ইহাদ্বারা ক্ষার, পেয়া, কষায় ও দুগ্ধ পাক করিয়া পিত্তজ অশ্মরীতে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়।

শরাদি ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, শরাদি পঞ্চ মূলের (তৃণপঞ্চমূল) কাথ /১৬ সের, কল্কার্থ—গোক্ষুর /১ সের। পাকান্তে /১ পোয়া চিনি মিশাইয়া ব্যবহার করিবে। ইহাদ্বারা পিত্তজ অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও শুক্রধারের বেদনা নষ্ট হয়।

বীরতর্বাদি তৈল

তৈল /৪ সের, কাথার্থ এবং কল্কার্থ—অর্জ্জুন বৃক্ষ, পাষাণ ভেদী, গণিয়ারী, শোণাক, পারুল, গুলঞ্চ, মহা, এরণ্ড মূল, শোণাক, বেলমূল, গন্ধকাষ্ঠ, কুশমূল, কাশমূল, শরমূল, ইক্ষুমূল, মল্লিকা, কুলেখাড়া, শতমূলী, গোক্ষুর, দারুচিনি, বেতস, কটভী, পাস্তারীমূল ও পাস্তারী। যথাবিধি তৈল পাক করিয়া বাত-পিত্তপ্রধান পীড়ায় প্রয়োগ করিবে। ইহাতে অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

পূর্ব্বোক্ত **বরুণ ঘৃত, বরুণাদিগণ ও পাষাণ ভিন্ন রস** পিত্তজ অশ্মরীতে প্রয়োগ করিবে। বরুণ ছালের কাথে গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ অশ্মরী আরোগ্য হয়।

বাতাশ্মরীতে যে সকল **পাতন যোগ** লিখিত হইয়াছে তাহা অবস্থা বিশেষে পিত্তাশ্মরীতেও ব্যবহার করিবে।

অথ শ্লেষ্মজাশ্মরী চিকিৎসা।

ইহাতে **উষকাদিগণ** অতীব উপকারী। কিন্তু দ্রব্যগুলি উত্তমরূপ বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। ইহাদ্বারা মেদঃ, অশ্মরী, শর্করা ও কফগুল্ম নষ্ট হয়।

বরুণাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—বরুণাদিগণ /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের কল্কার্থ—গুগ্গুলু, এলাচি, রেণুক, কুড়, মূতা, মরিচ চিতেমূল, দেবদারু ও উষকাদিগণ মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া কফজ অশ্মরীতে ব্যবহার করিবে।

কফজ অশ্মরীতে বরুণাদিগণ দ্বারা কাথ, ক্ষার, দুগ্ধ, যবাগূ পেয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবে।

বরুণাদিগণ যথা—বরুণ, খাগড়া, সজিনাছাল, জয়ন্তীমূল, রক্তসজিনা, মেষশৃঙ্গী, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, তেলাকুচা, গণিয়ারী, ইক্ষুমূল, পীতঝিন্টী, নীলঝিন্টী উলটে, উলুমূল, শতমূলী, বকফুল, রক্তচিতে মূল, বেল শুঠ, অজশৃঙ্গী, বৃহতী ও কণ্টকারী। এই গণ কফ ও মেদঃ নাশক। ইহাতে শিরঃ শূল, আভ্যন্তর বিদ্রধি ও গুল্ম আরোগ্য হয়। পূর্ব্বোক্ত শিগ্রু (সজিনা) মূলের কাথ পান করিলেও কফজ অশ্মরী আরোগ্য হয়।

এলাদি কষায় ত্রিকণ্টক চূর্ণ, বরুণাদ্যঘৃত, বীরতর্বাদ্য তৈল ও বরুণাদ্যতৈল অবস্থাবিশেষে কফজ অশ্মরীতে ব্যবহার করিবে। আনন্দযোগ, পাষাণ ভিন্নরস ও ত্রিবিক্রম রস ইহাতে হিতকর।

ত্রিবিক্রম রস।

শোধিত তাম্র এবং তাম্রের সমান ছাগদুগ্ধ একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ নিঃশেষ হইলে ঐ তাম্রের সমান পারদ ও গন্ধক পেষণ করিয়া নিসিন্দার স্বরসে ১ দিন ভাবনা দিয়া গোলক করিয়া ১ প্রহর বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা—২রতি। টাবালেবুর মূল জলে বাটিয়া এবং জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া তৎসহ ঔষধ সেবন করিবে। কেহ২ মধু দ্বারা ঔষধ সেবন করিয়া পরে উক্ত দ্রব্য অনুপান করেন।

গন্ধক, ক্ষারে বৃহতীফল ইহাদের চূর্ণ ।০ আনা মাত্রায় জলসহ পান করিলে কফজ অশ্মরী ও শুক্রাশ্মরী আরোগ্য হয়।

পুনর্ণবাতৈল।

তৈল /৪ সের, কল্কার্থ- পুনর্ণবা গুলঞ্চ, শতমূলী, যবক্ষার, সৈন্ধব, সচললবণ, বিটলবণ, শটী, কুড়, বচ, মুতা, রাস্না, কট্‌ফল, কুড়, যমানী, হবুষা, হিং, শুল্‌ফা, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, অতৈষ, যষ্টিমধু এবং পঞ্চকোল প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা। পাকার্থ—গোমূত্র /৮ সের, কাঁজি /৮ সের। ইহাতে বাতকফাশ্মরী ও অন্ত্রবৃদ্ধি আরোগ্য হয়।

বৃদ্ধ্যধিকারে যে সৈন্ধবাদি তৈল তাহা তিল তৈল সাধিত হইলে কফাশ্মরীতে ফলপ্রদ হইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার অশ্মরীতেই বীরতর্বাদিগণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা অশ্মরীর শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অশ্মরীতে ঘৃত, চূর্ণ, ক্ষার ও তৈল উপকারী। রসঘটিত ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী নহে।

অথ শুক্রাশ্মরী চিকিৎসা।

শুক্রাশ্মরীই সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। অথচ ইহার বিশেষ কোন চিকিৎসা লিখিত হয় নাই। অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সমূহ ব্যবহার করিবে। কফজ অশ্মরীর চিকিৎসাই ইহার সাধারণ চিকিৎসা। পূর্ব্বোক্ত যবক্ষারাদিত কুষ্মাণ্ডযোগ ইহাতে ফলপ্রদ। নিম্নে যে কয়েকটী ঔষধ লিখিত হইল তাহা অবস্থা বিশেষে সাধারণ অশ্মরীতে এবং শুক্রাশ্মরীতে ব্যবহার করিবে।

তিলাদিক্বাথ।

তিল, আপাং, কদলীমূল, পলাশ, যব, বেলশুঠ, ইহাদের কাথ মেষমূত্রযুক্ত করিয়া পান করিলে অশ্মরী ও শর্করা আরোগ্য হয়।

পাষাণভেদকযোগ।

পাষাণভেদী, গোক্ষুর, শ্বেতেরেণ্ডামূল, বৃহতী, কণ্টকারী এবং কুলেখাড়ামূল প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে ৪০ তোলা দুগ্ধধারা বাটিয়া সেবন করিলে অশ্মরী ও শর্করা পতিত হয়।

বরুণাদি চূর্ণ।

বরুণ ছালের ক্বাথজল ১৬ সের, যবক্ষার /॥ সের, বরুণ ছালের চূর্ণ /॥ সের, একত্র পাক করিয়া দ্রবাংশ নিঃশেষিত হইলে নামাইবে। এই চূর্ণ ঔষধ গুড়সহ ভক্ষণ করিলে অশ্মরী, প্লীহা, গুল্ম এবং বস্তিগত রোগ আরোগ্য হয়। ইহা শুক্রাশ্মরীতে বিশেষ ফলপ্রদ।

পুনর্ণবাদি বটী।

পুনর্ণবা, লৌহ, হরিদ্রা, গোক্ষুর, প্রিয়ঙ্গু, প্রবাল ও উলুফুল প্রত্যেক সমভাগ জল দ্বারা বাটিয়া ৪ রত্তি বটী করিবে। এই ঔষধ দুগ্ধ, সুমিষ্ট আমের রস ও ইক্ষুর রস এই তিনদ্রব্য সহ পান করিবে। ইহাতে অশ্মরী ও শর্করা আরোগ্য হয়।

তৃণ পঞ্চমূলাদ্য ঘৃত।

ক্বাথার্থ—তৃণপঞ্চমূল /৬। সের, গোক্ষুর /১। সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ—গুড় /॥ সের, গোক্ষুর /॥ সের। এই ঘৃত মূত্র শোধক, মূত্রকারক ও অশ্মরী নাশক। পিত্তপ্রধান শুক্রাশ্মরীতে এই ঘৃত উপকারী।

কুশাদ্য তৈল।

তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—কুশ, গণিয়ারী, ঝিণ্টী, নলমূল, উলুমূল, ইক্ষুমূল, গোক্ষুর, কটভী, বকপুষ্প, গুলঞ্চ, শতমূলী, শরমূল, ধাইফুল, শ্যোণাক, পরপাছা, শিরীষ, পাষাণভেদী ইহাদের কল্ক মিলিত /১ সের এবং ইহাদের ক্বাথ ১৬ সের। ইহাতে শুক্রদোষ, শুক্রাশ্মরী, প্রদর ও যোনিশূল আরোগ্য হয়।

শাস্ত্রে লিখিত আছে, শ্রীকরিণী বৃক্ষের ফলের বীজ, মথিত (নির্জল ঘোল) দ্বারা বাটিয়া মথিত সহ পান করিলে অথবা ঐ বৃক্ষের শাক ভক্ষণ করিলে অশ্মরী নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

পূর্বোক্ত বরুণ তৈল ও বরুণাদ্যক গুড় শুক্রাশ্মরীতে ব্যবহার করিবে।

যদি এই সকল ক্রিয়া দ্বারা শুক্রাশ্মরী আরোগ্য না হয় তবে অভিজ্ঞ অস্ত্র চিকিৎসক দ্বারা অস্ত্র প্রয়োগ আবশ্যক।

অথ শর্করা চিকিৎসা।

শুক্রাশ্মরী বায়ুদ্বারা অণুশ বিভিন্ন মূর্ত্তি হইলে তাহাকেই শর্করা বলা যায়। সুতরাং শুক্রাশ্মরীর চিকিৎসাই শর্করার চিকিৎসা। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিকণ্টকাদি তৈল পরম হিতকর।

মুষ্টিযোগ।—গুড়যুক্ত কাঁজির সহিত কাঁচা হরিদ্রাচূর্ণ পান করিলে শর্করা নষ্ট হয়। শশার বীজ বা নারিকেলের ফুল, দুগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ পান করিলে শর্করা আরোগ্য হয়।

পাষাণভেদী, শুঁঠ, গোক্ষুর, ইহাদের কাথে ১০ সিকি যবক্ষার ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শর্করা নষ্ট হয়।

মূত্রাঘাতে এবং মূত্রকৃচ্ছে যে সকল দ্রব্য অপথ্য তাহা এবং আনূপমাংস, মৎস্য ও শ্লেষ্মকর দ্রব্য অশ্মরীর অপথ্য।

বাতানুলোমক এবং শ্লেষ্মা নাশক দ্রব্য, ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি পথ্য।

অথ প্রমেহ চিকিৎসা।

ইদানীং যে সকল ব্যাধি অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, প্রমেহ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। অনেকের ধারণা প্রমেহ এবং মেহ বিভিন্ন পদার্থ কিন্তু তাহা ভ্রম; তবে ঔপসর্গিক মেহ, এই বিংশতিপ্রকার মেহ হইতে বিভিন্ন।

মূত্রাঘাতাদির ন্যায় এই রোগও বস্তিসম্ভূত। শাস্ত্রে লিখিত আছে "মূত্রাঘাতাঃ প্রমেহাশ্চ শুক্রদোষস্তথৈবচ। মূত্রদোষাশ্চ যে বাপি বস্তৌচৈব ভবন্তি হি।" অর্থাৎ মূত্রাঘাত, প্রমেহ, শুক্রদোষ এবং মূত্রদোষ বস্তিদেশে উৎপন্ন হয়। ঔপসর্গিকমেহ নিদানে লিখিত হয় নাই, কারণ উহা আধুনিক। সুতরাং তাহার সংক্ষিপ্ত নিদান লক্ষণ লিখিত হইতেছে। এই সকল নিদান লক্ষণ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়। যথা:—বহুসম্ভোগ এবং সঙ্করসম্ভোগ দ্বারা নারীজাতির জননেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরভাগ ক্ষত ও ক্লিন্ন হইয়া উঠে। এইরূপ যোনিদোষসম্পন্না স্ত্রীর সহিত সঙ্গমে, পুরুষের মূত্রনালীর অভ্যন্তরস্থ শ্লেষ্মবহা ত্বক ক্ষত হইয়া পূয়াদি নিঃসৃত হয়। ইহাকে ব্রণমেহ বলে। ঔপসর্গিক মেহ এবং আগন্তুক মেহ ইহার নামান্তর। সঙ্গমসমাপ্তি হইতে সপ্তম রাত্রির মধ্যে কোন এক সময়ে প্রায়শঃ পীড়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই পীড়ায় শিশ্নের অগ্রভাগে কণ্ডু এবং তাহার পুনঃ পুনঃ উত্থান হইয়া থাকে। বারং প্রস্রাবের বেগ এবং তীব্রবেদনার সহিত বারং মূত্র প্রবৃত্তি, লিঙ্গে শোথ এবং লৌহিত্য, কোষ এবং কুচকিতে বেদনা, কখনং নিঃসৃত ক্লেদ দ্বারা মূত্র মার্গরুদ্ধ হওয়ায় অতি যাতনায় মূত্রনির্গমন, কখন বা দাহের সহিত দ্বিধারে মূত্র প্রবৃত্তি, কখন বা মূত্রত্যাগ কালে মেঢ্র হইতে রক্ত নির্গম, প্রথমতঃ কিছুদিন পাতলা ক্লেদ

ংসরণ পশ্চাৎ ঘন ক্লেদ নিঃসরণ, শুক্রশুক্রক্ষয়ের শীঘ্রতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত ইয়া থাকে। এই ব্যাধি পুরাতন হইলে যাতনার আধিক্য এবং দুর্দমনীয় হইয়া উঠে। ই রোগ হইতে পরিণামে আমবাত, শুক্রতারল্য, ধ্বজভঙ্গ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র, মূত্রনালীতে াংসাঙ্কুর এবং চক্ষুরোগাদি উৎপন্ন হইতে পারে।

কণ্ডু প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইলে কেহ২ ইহাকে ঔপসর্গিক মেহ না বলিয়া উপদংশ লিয়া থাকেন এবং তাহাই শাস্ত্রসঙ্গত। যদি ক্ষত না হয় তবে ইহা উপদংশের অন্তর্ভূত হবে না।

প্রমেহের উৎপত্তিস্থান বস্তি। বস্তিগতরোগসাধর্ম্যহেতু মূত্রাঘাতের অনন্তর প্রমেহ চিকিৎসা বলা হইয়াছে। ইহাতে শিলাজতু এবং শিলাজতু ঘটিত ঔষধ বিশেষ উপকারী। শিলাজতু মেদঃ কফনাশক, মূত্রস্রাবক, বস্তিশোধক, মূত্র ও শুক্রশোধক এবং ধাতুপোষক। কফজ মেহে শিলাজতু, অমৃতসদৃশ হিতকর। প্রমেহ, পাক্ষাশয় কুপিত কফজাত মেদঃ াংস এবং শরীরজ ক্লেদ, এই ব্যাধির দূষ্যপদার্থ, এতন্মধ্যে মেদই প্রধান দূষ্য। মেদ ূষিত না হইলে কোন মেহই উৎপন্ন হইতে পারে না।

সকল মেহই প্রথমতঃ কফজ হয় পশ্চাৎ পিত্ত বা বায়ুদূষিত হইয়া পিত্তজ বা বাতজ মেহ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই জন্যই সকল মেহেরই প্রথম অবস্থায় মেদঃকফনাশক ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে এবং এই জন্যই এই রোগে যব উৎকৃষ্ট পথ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কফ ও মেদের মাধুর্য্যহেতু সকল প্রমেহেতেই মধুরত্ব অন্তর্নিবিষ্ট থাকে এবং কালান্তরে কল প্রমেহই মধুমেহে পরিণত হইতে পারে। কফ ও মেদের মাধুর্য্য, অননুভবনীয় হইলেও মেহ মাত্রেই মধুমেহ নামে অভিহিত হইতে পারে। বাতানীত ওজো ধাতুদ্বারা প্রমেহ মধুমেহত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। **মধুর দ্রব্য প্রমেহে অত্যন্ত অহিতকর।**

যদিও এই রোগে কফকে প্রধান দোষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তথাপি পিত্ত এবং বায়ুও দোষের মধ্যে গণনীয়। পূর্ব্বোক্ত দূষ্যপদার্থ ভিন্ন মূত্র, রস, রক্ত, মজ্জা, শুক্র, ওজঃ, বসা এবং লসীকাও (ত্বক্ ও মাংসের অভ্যন্তরস্থিত জলীয় ভাগ) দূষ্যপদার্থ। কারণ, প্রমেহে ঐ সকল পদার্থ দূষিত হইয়া থাকে।

বিংশতি প্রকার প্রমেহের মধ্যে কফজ মেহ দশ প্রকার, পিত্তজ ছয় প্রকার এবং বাতজ ৪ প্রকার। উদক, সান্দ্র, পিষ্ট, শুক্র, সিকতা, শীত, শনৈঃ, লালা, ইক্ষু ও সুরা এই দশ প্রকার কফজ মেহ, সাধ্য। সুশ্রুতে লবণ মেহ এবং ফেনমেহ লিখিত হইয়াছে কিন্তু শীত ও লালা মেহ পঠিত হয় নাই।

ক্ষার, কাল, নীল, হরিদ্রা, মাঞ্জিষ্ঠ ও রক্ত এই ছয় প্রকার পিত্তজ মেহ, যাপ্য। বসা, মজ্জা, ক্ষৌদ্র ও হস্তী এই চারি প্রকার বাতজ মেহ অসাধ্য।

প্রমেহ যথাকালে চিকিৎসিত না হইলে পরিণামে দশ প্রকার পিড়কা উৎপন্ন হইতে পারে। পিড়কা হইলে রোগ প্রায়শঃ অসাধ্য হয়। কুলজ মেহও অসাধ্য। যদি দোষ অতিশয় দূষিত না হয়, তবে যাপ্য পিত্তজ মেহও সাধ্য হয়। নিদানক্রমোক্ত অসাধ্য বাত মেহও সাধ্য হয়। যে মেহ উৎপত্তি মাত্রেই বাতজ তাহাই অসাধ্য পিত্তজ মেহ কফ সংসৃষ্ট হইলে অথবা প্রমেহের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ করিয়া উৎপন্ন হইলে সাধ্য হয়। পূর্ব্বরূপ প্রকাশ করিয়া উৎপন্ন হইলেও নিদানক্রমোক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং প্রকারান্তরে নিদানক্রমোক্ত পিত্তজ মেহ সাধ্য। যাহা স্বকারণ উৎপত্তি মাত্রেই পিত্তজ, তাহাই যাপ্য।

সকল প্রকার প্রমেহেই আমলকী ও কাঁচা হরিদ্রার রস একত্রে উপকারী। ইহা ব্যাধি বিপরীত ঔষধ। প্রমেহ নাশক ঔষধের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বতোপায়ী। এই ঔষধে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করা বিধেয়।

আমলকী এবং কাঁচা হরিদ্রা দ্বারা নানারূপ কল্পনা করিয়া প্রমেহে ব্যবহার করিবে।

উদক মেহ চিকিৎসা।

পারিধা ছালের কাথে ॥৹ তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা হরিতকী কট্‌ফল, মুতা ও লোধ—ইহাদের কাথে ॥৹ তোলা মধু মিশাইয়া পান করিলে উদক মেহ আরোগ্য হয়। শোধনার্হ প্রমেহীকে বিরেচন ঔষধদ্বারা শুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ ঔষধ প্রয়োগ করাই শ্রেয়স্কর। স্থূল ও বলবান রোগীকে পথ পর্য্যটনাদি ক্রিয়াদ্বারা এবং রুক্ষ ভোজনাদি দ্বারা কৃশ করা বিধেয়। স্থূল ব্যক্তির পক্ষে যব অতীব উপকারী; কারণ উহা মেদোঘ্ন, প্রমেহনিবারক এবং ধাতুসমতা কারক। উদকমেহ প্রায়শঃ স্থূলব্যক্তিরই হইয়া থাকে।

এই রোগে সোমনাথ রস, সোমেশ্বর রস, বৃহৎবঙ্গেশ্বর, প্রমেহ সেতু বসন্তকুসুমাকররস, দেবদার্ব্বরিষ্ট এবং পুরাতন অবস্থায় ধান্বন্তর ঘৃত পান করিবে।

সোমনাথ রস।

পারিধাপাতের রসে শোধিত হিঙ্গুলোত্থ পারদ এবং রম্ভা রসে (ইঁদুরকানি পানার রসে) শোধিত গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ, উভয়ে কজ্জলী করিয়া তাহার ৪ তোলা গ্রহণ করিবে। তৎপরে তাহার সহিত ৮ তোলা লৌহভস্ম মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমার রসে উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া উহার সহিত অভ্র, বঙ্গ, রৌপ্য, খর্প্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণভস্ম প্রত্যেক একতোলা মিশাইয়া ঘৃতকুমারী রসে মর্দ্দন করিয়া ৭ বার ভাবনা দিবে। তৎপর ভুঁইকুমড়ার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—মধু। ইহাতে প্রমেহ, সোমরোগ,

বহুমূত্র মূত্রাতিসার মধুমেহ, মূত্রদোষ ইক্ষুমেহ, এবং হস্তিমেহ প্রভৃতি আরোগ্য হয়। অড়হর পাতার রস অথবা ঝিঙে পোড়ার রস প্রভৃতি সহ ও অবস্থা বিশেষে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

সোমেশ্বর রস।

শাল মূলের ছাল, অর্জ্জুন মূলের ছাল, লোধ, কদম্ব মূলের ছাল অগুরু রক্তচন্দন, পণিয়ারী মূলের ছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, দাড়িম্ব বীজ, গোক্ষুর বীজ, জামের মূলের ছাল, বেণা মূল প্রত্যেক ৪ তোলা পারদ, গন্ধক ধনে, মুতা, এলাচি তেজপাত, পদ্মকাষ্ঠ, লৌহ, রসাঞ্জন আকনাদি বিড়ঙ্গ, সোহাগা জীরে প্রত্যেক ⅟৹ তোলা গুগ্‌গুলু ৪ তোলা, ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৮ রতি বটী করিবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ, দুগ্ধ এবং যবের কাথাদি। এই ঔষধ উদকমেহে বিশেষ উপকারী।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রস।

বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, কর্পূর, অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা স্বর্ণ মুক্তা প্রত্যেক ⅟৹ তোলা কেশরাজের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। পূর্ব্বোক্ত অনুপানে সেব্য। ইহাতে প্রমেহ, বহুমূত্র মূত্রাতিসার মধুমেহ ও ধাতুক্ষয় আরোগ্য হয়।

প্রমেহ সেতু।

রসসিন্দুর, অভ্র সমভাগ, বটের আঠার ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া মুখাবদ্ধ করতঃ পুটপাক করিবে। পরে ৩ রতি বটী করিবে। ইহার সাধারণ অনুপান ত্রিফলার কাথ ও মধু। কিন্তু উদক মেহের প্রশান্তির নিমিত্ত উদক মেহের কষায় সহ পান করিলে ভাল হয়।

বসন্তকুসুমাকর রস।

স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ (কেহ রৌপ্য স্থানে কর্পূর ব্যবহার করেন) বঙ্গ, সীসক, লৌহ প্রত্যেক ৩ ভাগ অভ্র, প্রবাল মুক্তা প্রত্যেক ৪ ভাগ। এই সমস্ত একত্র উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া যথাক্রমে গব্যদুগ্ধ, ইক্ষুরস, বাসক ছালের রস লাক্ষার কাথ (লাক্ষা ২ তোলা, জল /॥ সের, শেষ /৶ পোয়া) বালার কাথ, কদলী মূলের রস, কদলী ফুলের রস (মোচার রস) পদ্মের রস, মালতী ফুলের রস (অভাবে কাথ) ও মৃগনাভী দ্বারা (কস্তুরী) সর্ব্ব দ্রব্য সম, জল ৭ গুণ পাত্রে রাত্রিতে ভিজাইয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে পরদিন সেই জল দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিবে ১ দিনে ভাবনা অসম্ভব হইলে বিভাগ করিয়া লইবে।) পৃথক ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—ঘৃত মধু ও চিনি। ইহা শ্লেষজ ও বাতজ মেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা দ্বারা ক্ষয় কাস শ্বাস প্রভৃতিও আরোগ্য হয়। এই ঔষধ বহুমূত্রে বিশেষ হিতকর। চিনি ও রক্তচন্দনের সহিত ব্যবহার করিলে অম্লপিত্তাদি রোগ নষ্ট হয়।

দেবদার্ব্বরিষ্ট।

দেবদারু /৬৷ সের, বাসক ছাল /২৷৷ সের, মঞ্জিষ্ঠা, ইন্দ্রযব, দন্তীমূল, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, মুতা, শিরীষছাল, খদিরকাষ্ঠ, অর্জ্জুনছাল প্রত্যেক /১ সের, যমানী, কুটজছাল, রক্তচন্দন, শুলফা, কটকী, চিতেমূল প্রত্যেক /১ সের, জল ৮ দ্রোণ, শেষ ১ দ্রোণ, নামাইয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে তাহাতে ধাইফুল /২ সের, মধু /৩৭৷৷ সের, ত্রিকটু প্রত্যেক /। পোয়া, ত্রিজাতক (দারচিনি, এলাচি, তেজপাত) প্রত্যেক /৷৷ সের, প্রিয়ঙ্গু ৪ পল, নাগকেশর ২ পল, এই সমস্ত চূর্ণ মিশাইয়া আলোড়ন করতঃ ১ মাস স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। তৎপর ছাঁকিয়া ব্যবহার করিবে। মাত্রা ৩ তোলা। ইহাতে কফজ মেহ আরোগ্য হয়। এই ঔষধে কেহ ২ ত্রিকটু মিলিত /। পোয়া ও ত্রিজাতক মিলিত /৷৷ সের প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন। ইহা যুক্তিযুক্ত।

ধান্বন্তর ঘৃত।

দশমূল, নাটাকরঞ্জ বীজ, ডহরকরঞ্জ বীজ, দেবদারু, হরীতকী, শ্বেত পুনর্ণবা, বরুণছাল, দন্তীমূল, রক্তচিতে, রক্তপুনর্ণবা, মনসাসীজমূল, কেলিকদম্ব (কাহারো মতে ভূমিকদম্ব), কদম্বছাল, বেলশুঁঠ, ভল্লাতক, (অভাবে—রক্তচন্দন) শটী, পুষ্করমূল, পিপুলমূল, প্রত্যেক ১০ দশ পল (দশমূলেরও প্রত্যেক ১০ পল লইতে হইবে) যব, কুলশুঁঠ ও কুলত্থ কলাই প্রত্যেক /২ সের, জল ৩ দ্রোণ, শেষ ৪৮ সের। কল্কার্থ—হিজলবীজ, ত্রিফলা, বামুনহাটী, গন্ধতৃণ, গজপিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, বচ, কমলাগুঁড়ি মিলিত /১ সের, ঘৃত /৪ সের।

"পৃথক্ তোয়ার্ম্মণে তত্রে পচেৎ দ্রব্যাৎ শতং শতং।
শতত্রয়াধিকে তোয় মুৎসর্গক্রিমতো ভবেৎ॥" ইতি পরিভাষা।

অর্থাৎ প্রতি ১০০ পল কাথ্যদ্রব্যে ১ দ্রোণ জল দিয়া পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। কিন্তু কাথ্যদ্রব্য ৩০০ পলের অধিক হইলে ৮ গুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমভাগ থাকিতে নামাইবে। এই নিয়মানুসারে এখানে ৩ দ্রোণ জলে কাথ করা হইয়াছে। যদি পল শব্দদ্বারা দ্রব্যের মান নির্দ্দিষ্ট না হয় তবে শেষোক্ত নিয়মে কাথ করিতে হয়। পল শব্দদ্বারা মান উল্লিখিত হইলেও যদি ১০০ পলের কম হয়, তাহা হইলেও শেষোক্ত নিয়মে কাথ করিতে হইবে।

সান্দ্রমেহ চিকিৎসা।

ছাতিম ছালের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তগরপাদুকা, বিড়ঙ্গ ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সান্দ্রমেহ প্রশমিত হয়। ইহাতে ত্র্যুষণাদি গুগ্‌গুলু, শিলাজতু প্রয়োগ, এলাদি চূর্ণ,

সোমেশ্বর রস, পূর্ণচন্দ্র রস, মেহকেশরী ও উপরিলিখিত কাথসহ স্বর্ণমেহেশ্বর প্রয়োগ করিবে।

ত্র্যূষণাদি গুগ্‌গুলু।

ত্রিকটু ৩ তোলা, ত্রিফলা ৩ তোলা, গুগ্‌গুলু ৬ তোলা, গোক্ষুরের কাথে ৭ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—গরম জল। সান্দ্রমেহে ছাঁকিয়া ছাগের রস ও মধুসহ ব্যবহার করিলে অথবা সাধারণ চিকিৎসায় যে দার্ব্ব্যাদি কষায় এবং ফলত্রিকাদি কষায় লিখিত হইবে তৎসহ পান করিলে বিশেষ ফললাভ হয়।

শিলাজতু প্রয়োগ।

শিলাজতু শালসারাদিগণের কাথে ৭ বার ভাবিত করিয়া /০—৶০ আনা মাত্রায় ব্যবহার করিবে। অনুপান—সাধারণ মেহে শালসারাদিগণের কাথ। বিশুদ্ধ দেহ হইয়া এই ঔষধ ব্যবহার করিবে।

শালসারাদিগণ। যথা—শালবৃক্ষের সার, অসন বৃক্ষের সার (ইহা শাল জাতীয়), খদির বৃক্ষের সার, শ্বেত খদির বৃক্ষের সার, তমাল বৃক্ষের সার, সুপুরির মূলের ছাল, ভূর্জপত্র, মেষশৃঙ্গী, তিনিশ বৃক্ষের সার (ইহাকে তারুস গাছ বলে) রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, শিংশপা বৃক্ষের সার (ইহাকে শিশুগাছ বলে) শিরীষ ছাল, পীতশালের সার, অর্জুনছাল, তালমূলের ছাল, সেগুন বৃক্ষের সার, নাটাকরঞ্জ ফল, ডহরকরঞ্জের ফল, অশ্বকর্ণশালের সার, অগুরু পীতচন্দন। শালসারাদিগণে যে সকল সারের উল্লেখ হইয়াছে, উহারা প্রত্যেকেই মেহনাশক দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কাথ করিবার পূর্ব্বে সারসমূহ চূর্ণ করিয়া ভিজাইয়া রাখিবে। শিলাজতুর সমান কাথ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া ৮ গুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমভাগ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তদ্দারা ঔষধ ভাবিত করিবে। আজ কাল বিশুদ্ধ শিলাজতু বড়ই দুর্ল্লভ সুতরাং উহা বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া লইবে।

স্বর্ণমাক্ষিক প্রয়োগ। স্বর্ণমাক্ষিকও শালসারাদিগণের কাথে ভাবিত করিয়া শিলাজতুবৎ প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু ইহার মাত্রা ৩ রতির অধিক নহে। যাহাদের প্রস্রাব অতিরিক্ত হয় তাহাদের পক্ষে শিলাজতু অপেক্ষা স্বর্ণমাক্ষিক অধিক উপকারী।

এলাদিচূর্ণ।

এলাচি, শিলাজতু, পিপুল ও পাথর কুচি ইহাদের চূর্ণ ৶০ আনা মাত্রায় তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে প্রমেহ নষ্ট হয়। সান্দ্রমেহে কাথসহ সেব্য। ইহা প্রস্রাবকারক।

পূর্ণচন্দ্র রস।

রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সমভাগ জল দ্বারা মর্দ্দনান্তে

৩ রতি বটী করিবে। অনুপান—ঘৃত মধু বা দুগ্ধ। প্রমেহে প্রমেহনাশক তত্তৎ অনুপান সহ ব্যবহার্য্য। এই ঔষধ অন্যান্য পুস্তকে রসায়নাধিকারে লিখিত হইয়াছে।

মেহকেশরী।

বঙ্গ, স্বর্ণ, কান্তলৌহ, পারদ, মুক্তা চাকচিনি, ছোটএলাচি, তেজপত্র, নাগকেশর, প্রত্যেক সমভাগ, ঘৃতকুমারী রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। এই ঔষধে পারদ সম গন্ধক মিশাইতে হইবে। কেহ বা পারদস্থানে রসসিন্দুর ব্যবহার করেন। এই ঔষধ শুক্রমেহে অতিশয় উপকারী। ইহাতে দুগ্ধান্ন পথ্য। লালামেহে কাথ সহ ব্যবহার্য্য।

পিষ্টমেহ চিকিৎসা

হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, খদির সার ও ধব (ধাওয়া, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিষ্টমেহ নষ্ট হয়। ইহাতে **সোমেশ্বর রস, সর্ব্বেশ্বর রস, বৃহৎসোমেশ্বর রস, মেহবজ্র ও চন্দ্রপ্রভা বটিকা** ফলপ্রদ।

সর্ব্বেশ্বর রস।

স্বর্ণমাক্ষিক সোহাগা স্বর্ণ, রৌপ্য, খর্পর, গন্ধক প্রত্যেক ১ ভাগ, তাম্র, প্রবাল, মুক্তা, শিলাজতু প্রত্যেক দুই ভাগ, বঙ্গ, লৌহ, সীসক, রসসিন্দুর, অভ্র, বৈক্রান্ত ও কান্তলৌহ প্রত্যেক ৩ ভাগ। যষ্টিমধু ত্রিকটু মুথা বেণামূল, ত্রিফলা, বাসক, গুলঞ্চ, শটী, ঘৃতকুমারী ভূমিকুষ্মাণ্ড শতমূলী, দুগ্ধ, ইক্ষুরস ও তাম্বুলীরসে পৃথক ২ যথাবিধি ভাবনা দিয়া গজপুটে পাক করতঃ উহাতে কান্তলৌহ সম কস্তুরী মিশাইয়া ২ রতি মাত্রায় পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিবে। এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয় কিন্তু ইহার ন্যায় দৃষ্টফল ঔষধ এই অধিকারে বিরল।

মেঘনাদ রস।

রসসিন্দুর, কান্তলৌহ, অভ্র, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শ্বেতআকন্দ, জীরে, কার্পাসবীজ, হরিদ্রা প্রত্যেক সমভাগ, রক্তচিতের কাথে ২০ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—মধু। ইহা অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক।

স্বর্ণাদি গুড়িকা।

স্বর্ণ, রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, শিলাজতু, ছোট এলাচি, ত্রিফলা, জাতিফল, কর্পূর, মুক্তা, প্রবাল প্রত্যেক সমভাগ, ইহাতে প্রমেহ ও বহুমূত্র আরোগ্য হয়।

মেহবজ্র।

রসসিন্দূর, কান্তলৌহ, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বেলশুঁঠ, জীরে, কয়েৎবেল, শুঁট, হরিদ্রা প্রত্যেক সমভাগ; ভৃঙ্গরাজ রসে ৩০ বার ভাবনা দিয়া ৮ রতি বটী করিবে। অনুপান—মধু। হরিদ্রমেহে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে ঔষধ সেবনান্তে মহানিম্বের বীজ ॥০ তোলা তণ্ডুলোদক দ্বারা পেষণ করিয়া ৴০ আনা ঘৃত ও ২ তোলা তণ্ডুলোদক সহ পান করিবে। কেহ কেহ সাধারণ মেহেও ঐ অনুপান ব্যবহার করিয়া থাকেন।

চন্দ্রপ্রভা বটিকা।

সোমরাজী, বচ, মুতা, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আতৈচ, পিপুলমূল, চিতেমূল, কেউড়ী, দন্তীমূল, তেজপাত, দারুচিনি; ছোট এলাচি, বংশলোচন প্রত্যেক ২ তোলা, ধনে, ত্রিফলা, চই, বিড়ঙ্গ, গজপিপুল, স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, সচল-লবণ, বিট্‌ লবণ প্রত্যেক ।০ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, চিনি ৮ তোলা, শিলাজতু ১৬ তোলা, গুগ্‌গুলু ১৬ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া ৮ রতি বটী করিবে। যথোপযুক্ত অনুপানে ইহা ব্যবহার্য্য। পিষ্টমেহে ক্বাথ সহ ব্যবহার্য্য।

ইহাতে বৃহদ্বঙ্গেশ্বর ও দেবদার্ব্বরিষ্ট ফলপ্রদ।

অথ শুক্রমেহ চিকিৎসা।

এই মেহই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইহা কফের শ্বেতস্নিগ্ধগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাতে শুক্রের অংশ সংসৃষ্ট থাকে। যদি এই মেহে কেবল শুক্রই পতিত হয়, তবে ইহাও অসাধ্য হইতে পারে।

দুর্ব্বাদি ক্বাথ। যথা—দূর্ব্বা, কেশুর, নাটাকরঞ্জের ছাল, পানা, শেওলা ও কৈবর্ত্ত মুস্তক—ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শুক্রমেহ আরোগ্য হয়। ইহা শুক্রমেহে প্রযোজ্য।

দেবদার্ব্বাদি ক্বাথ। যথা—দেবদারু, কুড, অগুরু ও রক্তচন্দন ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শুক্রমেহ আরোগ্য হয়। ইহা মিশ্রিত শুক্র শুক্রমেহে উপকারী। কেহ কেহ অগুরু স্থানে অর্জ্জুন ছাল গ্রহণ করেন।

শ্বেত খদির সারের ক্বাথ পান করিলে শুক্রমেহ আরোগ্য হয়। ইহা অনির্গত শুক্র শুক্রমেহে প্রযোজ্য।

অর্জ্জুন ও চন্দনের কষায় পান করিলে শুক্রমেহ নষ্ট হয়। ইহা সাধারণ শুক্রমেহে উপকারী এবং কেবল শুক্রস্রাব নিবারক।

জন্য কেতু অত্যন্ত শীর্ণ, রুক্ষ দেহ, ক্ষীণবীর্য্য এই স্থলে এই ঔষধ প্রযোজ্য। ইহা ধাতুক্ষয়জন্য কুপিত বাত নাশক।

স্বর্ণবঙ্গ। (দ্বিতীয় প্রকার)

পারদ ১ তোলা, পদ্মরাং পত্র ১ তোলা, ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া ১॥০ তোলা নিশাদল ও ৩ তোলা গন্ধক সহ ৩ প্রহর মর্দ্দন করিয়া বোতলে পূর্ব্ববৎ পাক করিবে।

চন্দ্রপুষ্টি রস।

রসসিন্দুর ১ ভাগ, স্বর্ণ ২ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ, স্বর্ণসিন্দুর ১ ভাগ, লৌহ, অভ্র, খর্পর, বঙ্গ প্রত্যেক অর্দ্ধ ভাগ ঘৃতকুমারী ও বিল্বপত্র রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। সাধারণ অনুপান—মাখন, মিশ্রি, শিমুলমূলের রস ইত্যাদি।

প্রমেহ গজসিংহ ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, চিনি /১ সের, মধু /॥ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ—হরীতকী, আমলকী, মুতা, তেজপাত, ধাইফুল, দারুচিনি, এলাচি, গোক্ষুর, বেড়েলামূল, লবঙ্গ, লৌহ, প্রত্যেক ৮ তোলা, শেষ পাকার্থ জল ১৬ সের। ইহাতে শুক্রমেহ, শুক্রক্ষীণতা ও সকল মেহ আরোগ্য হয়।

বঙ্গাষ্টক।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, খর্পর, অভ্র, তাম্র প্রত্যেক সমভাগ, বঙ্গ সর্ব্বসম, পুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। মধু অথবা হরিদ্রাচূর্ণ এবং আমলকী রস ও মধু সহ এই ঔষধ সেব্য। ইহাতে বিষমজ্বর, মূত্রাতিসার, আমদোষ, সোমরোগ ও পিত্ত নষ্ট হয়। এই ঔষধ পিত্তজ মেহেও প্রযোজ্য।

চন্দ্রকলা।

রসসিন্দুর, অভ্র, বঙ্গ, পারদ ভস্ম (অভাবে রসসিন্দুর) প্রত্যেক সমভাগ। তালকের রসে ও শিমুলমূলের ক্বাথে পৃথক ৭ বার ভাবনা দিয় ৩ রতি বটী করিবে। অনুপান—মধু। এই ঔষধ শুক্রের গাঢ়তা সম্পাদক ও শুক্রস্রাব নিবারক।

ইন্দ্রবটী।

রসসিন্দুর, বঙ্গ অভ্র সমভাগ, শিমুলমূলের রসে ১ দিন ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অনুপান—মধু ও শিমুলমূল চূর্ণ। ইহাতে মধু মেহও আরোগ্য হয়।

সুরসুন্দরী বটী।

স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র, শিলাজতু, গুগ্‌গুলু ও সোহাগার খই কেশরাজের রসে ৫ দিন

ইহাতে বঙ্গেশ্বর, প্রমেহ চিন্তামণি, মেহবারণ সিংহরস, শিলাজতু প্রয়োগ, বৃহৎকামচূড়ামণি, স্বর্ণবঙ্গ, চন্দ্রপুষ্টি রস, বঙ্গাষ্টক, চন্দ্রকলা, মেহ কেশরী, ইন্দ্রবটী, সুরসুন্দরী বটী, শাল্মলী ঘৃত, বঙ্গাভ্রজতু, চন্দনাসব ও প্রমেহ গজসিংহ ঘৃত প্রয়োগ করিবে। শুক্রমেহে বঙ্গ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এমন কি কেবল বঙ্গ সেবনে শুক্রমেহ আরোগ্য হইতে পারে। শুক্রমেহে শুক্র মিশ্রিত স্রাব বা কেবল শুক্রস্রাব হইলে বঙ্গের ন্যায় হিতকর ঔষধ দ্বিতীয় নাই। বঙ্গ ধাতুপোষক, শুক্রের গাঢ়তা সম্পাদক এবং প্রভাবে মেহ নাশক।

বঙ্গেশ্বর।

রসসিন্দুর ১ ভাগ, বঙ্গ ১ ভাগ—ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। কেহ কেহ বটী না করিয়া চূর্ণই প্রয়োগ করেন। সাধারণ অনুপান—মধু। শুক্রমেহে ঘৃতকুমারী, শিমুলমূলের রস, মৌদ ভিজান জল, হরিদ্রা, আমলকীর রস প্রভৃতি নানাবিধ অনুপানে যোগ্যতা অনুসারে প্রয়োগ করিবে।

প্রমেহ চিন্তামণি।

স্বর্ণসিন্দুর, লৌহ, অভ্র, মুক্তা, প্রবাল, বঙ্গ, সীসক, বাট প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ • সিকি—ঘৃতকুমারী রসে মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু। ইহা প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মেহবারণ সিংহ রস।

বঙ্গ, জাতিফল, খদির, কর্পূর, লৌহ, অভ্র, মুক্তা, রৌপ্য, সীসক জলদ্বারা মাড়িয়া কুটপ্রমাণ বটী করিবে। অনুপান—শ্বেত চিনি ও মধু। ইহা বহুমূত্রের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বর্ণবঙ্গ।

লৌহ বা মৃণ্ময়পাত্রে বঙ্গ অগ্নিসন্তাপে গলাইয়া তাহাতে বঙ্গ সমান পারদ মিশ্রিত করিবে। তৎপর পারদ সমান গন্ধক চূর্ণ মিশ্রিত করণানন্তর গন্ধক সম নিশাদল চূর্ণ মিশাইয়া মর্দন করতঃ নির্ম্মলচূর্ণ করিবে। তৎপর বোতলে পুরিয়া মকরধ্বজ পাকের ন্যায় বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। এইরূপ ৫ প্রহর কাল মধ্যাগ্নিতে পাক করিলে স্বর্ণরেণু সদৃশ স্বর্ণবঙ্গ নামক ঔষধ প্রস্তুত হইবে। এই ঔষধ রসায়ন, বলকর, কান্তিজনক, স্মরণ শক্তি বর্দ্ধক, শুক্রজনক, অগ্নিবর্দ্ধক ও প্রমেহ নাশক। মাত্রা ২।৩ রতি। অনুপান—সাধারণতঃ মাখন ও মিশ্রি। অবস্থা বিশেষে অন্যান্য পুষ্টিকর অথচ মেহ নাশক দ্রব্যের অনুপানে প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ ক্ষয় নিবারক ও স্নিগ্ধ। যে স্থলে রোগী শুক্র

ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অনুপান শেফালার রস। অবস্থাবিশেষে অন্যান্য অনুপানেও ব্যবহার্য্য।

বঙ্গাভ্রজতু।

বঙ্গ, অভ্র ও শিলাজতু একত্র মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অনুপান—শিমুল মূলের রস প্রভৃতি।

শাল্মলী ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, শিমুলের রস /৪ সের, ছাগ দুগ্ধ /৪ সের, কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা, শতমূলী, রাস্না, তালমূলী, শুঁঠ, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা প্রত্যেক ১ পল, পাকার্থ জল /১৬ সের। মৃৎপাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঔষধ ধাতুক্ষয় নিবারক, ধাতুপোষক এবং ক্লৈব্য, শোষ, কাস ও প্রমেহ নাশক। ইহা শুক্রমেহে বিশেষ ফলপ্রদ।

চন্দনাসব।

শ্বেতচন্দন, বালা, গোক্ষুর, মুতা, গাম্ভারী, নীলোৎপল, গৌরী, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপাত, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, আকনাদি, বটছাল, অশ্বত্থছাল, দেবদারু, শটী, ক্ষেত্রপর্পটী, যষ্টিমধু, রাস্না, পটোলপত্র, কাঞ্চনছাল, আমছাল, মোচরস প্রত্যেক ১ পল, ধাইফুল ১৬ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, চিনি ১২॥ সের, গুড় /৬। সের। এই সমস্ত দ্রব্য স্নিগ্ধ মৃৎপাত্রে ১২৮ সের জল সহ ১ মাসকাল ঢাকিয়া রাখিবে, পরে কল্ক ত্যাগ করিয়া দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা বলকর, পুষ্টিকর, সুস্বাদু অগ্নিদীপক ও শুক্রমেহ নাশক।

প্রমেহ ঔষধের অনুপান নির্ব্বাচন।

যজ্ঞডুমুর, ঘৃতকুমারী, হরিদ্রা, আমলকীরস, মধু, শিমুলেররস, অর্জুনছাল, গুলঞ্চ, সারবৃক্ষের সার, রক্তচন্দন, গোক্ষুর, শেওলা, কেশুর, কেশরাজ, বড় এলাচি ও মধু। ইহারা শুক্রমেহ নাশক। তালমূলী শিমুলমূল, গুলঞ্চ, ঘৃতকুমারী, দুগ্ধ, অশ্বগন্ধা এবং পিচ্ছিল জাতীয় অন্যান্য স্বাদু পদার্থ শুক্রবর্দ্ধক। তালমূলী, শিমুলমূল ও তেলাকুচার মূল শুক্রের ঘনতা কারক। আগ্নেয় পদার্থ, (মরিচাদি) অত্যন্ত তিক্তপদার্থ, (নিম্বাদি) অত্যন্ত কষায় পদার্থ (হরীতকী প্রভৃতি) এবং ক্ষার পদার্থ শুক্র নাশক। এই সমস্ত পদার্থের বিষয় বিবেচনা করিয়া শুক্রমেহের চিকিৎসা করিবে।

অথ সিকতা মেহচিকিৎসা।

শোধিত রক্তচিতে মূলের কাথ মধু সহ পান করিলে অথবা চই, চিতেমূল, হরীতকী ও ছাতিম ছালের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সিকতা মেহ নষ্ট হয়। দারুহরিদ্রা গণিয়ারী, ত্রিফলা ও আকনাদি ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও সিকতা

মেহ নষ্ট হয়। নিমছালের কষায় পান করিলে সিকতামেহ নষ্ট হয়। কেহ কেহ নিমের ছালের পরিবর্ত্তে সার গ্রহণ করেন।

ইহাতে মেহবাণ রস, মেহবজ্র, মহৎ বাঙ্গেশ্বর, চন্দ্রপ্রভাবটী, দেবদার্ব্বাদ্যরিষ্ট ও শুক্রমাতৃকাবটী প্রয়োগ করিবে।

শুক্রমাতৃকাবটী।

গোক্ষুর বীজ, ত্রিফলা, তেজপাত, এলাচি, রসাঞ্জন, ধনে, চই, জীরে, তালীশ পত্র, সোহাগা, দাড়িম্ববীজ প্রত্যেক ৪ তোলা, গুগ্‌গুলু ২ তোলা, পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ প্রত্যেক ৮ তোলা। দাড়িম্ব রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। ঔষধ স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। অনুপান—দাড়িম্বের রস, ছাগদুগ্ধ বা জল, শিলাজতুর কাথ সহ সেব্য।

অথ শীতমেহ চিকিৎসা

আকনাদি, মুথা ও গোক্ষুরের কষায়ে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা আকনাদি ও গোক্ষুরের কষায় পান করিলে শীত মেহ প্রশমিত হয়। দারুহরিদ্রা, গণিয়ারী, ত্রিফলা, ও আকনাদি ইহাদের কষায় মধুযুক্ত করিয়া পান করিলেও শীতমেহ আরোগ্য হয়। উদকমেহ প্রশান্তির নিমিত্ত যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে তাহা কাথ সহ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল হইবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ সোমরোগের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিতে উপদেশ দেন; যাহা দৈহিক অবস্থাবিশেষে উভয় পথই অবলম্বনীয়। এই মেহ কফের শৈত্য গুণ হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং উষ্ণবীর্য্য ঔষধ ইহাতে ব্যাধিবিপরীত ও রোগ প্রশমক হইবে। ইহাতে লোধ্রাসব বিশেষ হিতকর।

লোধ্রাসব।

লোধ, শটী, পুষ্করমূল, এলাচি, মূর্ব্বামূল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, যমানী, চই, প্রিয়ঙ্গু, গুবাক, বাথালশসামূল, চিরতা, কটকী, বামুনহাটী, তগরপাদুকা, চিতেমূল, পিপুলমূল, কুড়, আতইষ, আকনাদি, কুটজছাল, নাগকেশর, ইন্দ্রযব, নখী, তেজপাত, মরিচ, কৈবর্ত্ত মুস্তক প্রত্যেক ২ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের থাকিতে ঘৃত-স্নিগ্ধ ভাণ্ডে ৴৮ সের মধুসহ মুখ ঢাকিয়া ১৫ দিন রাখিবে। তৎপর ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাতে কফজ মেহ বা কফপিত্তজ মেহ আরোগ্য হয়।

অথ শনৈর্মেহ চিকিৎসা।

খদির কাষ্ঠের কাথ (খদিরসার বিশেষ উপকারী) মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে অথবা যমানী, বেণামূল, হরীতকী, গুবাক ইহাদের কষায় মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে

অথবা ত্রিফলা ও অশ্বত্থের কষায় পান করিলে শর্করামেহ প্রশমিত হয়। ভূমিআমলা, গোক্ষুর ও আকনাদি ইহাদের কষায় মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে শর্করামেহ নষ্ট হয়।

এই মেহ কফের মন্দগুণ হইতে উৎপন্ন হয় সুতরাং তীক্ষ্ণ গুণান্বিত দ্রব্য দ্বারা উপকার লাভ করা যায়।

ইহাতে এলাদি চূর্ণ, শিলাজতু যোগ, মেহবজ্র, মেহ কেশরী, চন্দ্রপ্রভাবটী, মেহ মুদ্গর বটিকা, দেবদার্ব্বরিষ্ট ও ত্রিকণ্টকাদ্য- ঘৃত ও তৈল ব্যবহার করিবে।

মেহ মুদ্গর বটিকা।

রসাঞ্জন, বিটলবণ, দেবদারু, বেলশুঁট, গোক্ষুর বীজ, দাড়িম বীজ, চিরতা, পিপুল মূল, গোক্ষুর, ত্রিফলা, কেউটী মূল প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ভস্ম সর্ব্বসম, গুগ্‌গুলু ৮ তোলা, ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি বটী করিবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ বা জল। শর্করামেহে কাথ সহ বা গোক্ষুরের কাথ সহ পান করিবে।

ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত ও তৈল।

গোক্ষুর, আমরুল, শ্বেতখদিরের সার, লোহিত চন্দন (অভাবে রক্তচন্দন) আইহর, লোধ, বচ, পলতা, অর্জ্জুন ছাল, নিম, মুতা, হরিদ্রা, যমানী, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা আকনাদি, অগুরু, রক্তচন্দন ইহাদের কল্ক মিলিত /১ সের, তৈল বা ঘৃত /৪ সের, /১৬ সের জল সহ যথাবিধি পাক করিবে। ইহার তৈল ব্যবহারে বাতকফাদিক মেহ ও ঘৃত পানে পিত্তজ মেহ নষ্ট হয়। ইহা দ্বারা যমকস্নেহ পাক করিয়া ব্যবহার করিলে ত্রিদোষজ মেহ আরোগ্য হয়। ঘৃত /২ সের ও তৈল /২ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করাকে যমকস্নেহ বলে। যদিও পিত্তজ মেহে ঘৃত বিহিত হইয়াছে তথাপি শর্করামেহে ফলদায়ক হেতু প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অথ লালা মেহ চিকিৎসা।

এই মেহ কফের পিচ্ছিল গুণ হইতে উৎপন্ন হয় সুতরাং ইহাতে বিশদ ও রুক্ষ গুণান্বিত দ্রব্য বিশেষ উপকারী। আমছাল, হরীতকী, চিতামূল ও ছাতিম ছাল ইহাদের কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে অথবা ত্রিফলা, সোণালুফল মজ্জা ও দ্রাক্ষার কষায় পান করিলে অথবা যমানী, বেণামূল, হরীতকী, গুড়ূচী ইহাদের কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে লালা মেহ আরোগ্য হয়। শেষোক্ত যোগটী শর্করামেহেও লিখিত হইয়াছে,

সুতরাং উহা শর্করামেহ ও লালামেহ প্রশমক। ইহাতে ১ম যোগটীই বিশেষ ফলপ্রদ।

ইহাতে বৃহৎ বঙ্গেশ্বর, মেহনাদ রস, মেহ বজ্র, মেহ কেশরী, সুরসুন্দরীবটী, পূর্ণচন্দ্র রস ও বিদ্যাবাগীশ রস অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করিবে।

বিদ্যাবাগীশ রস।

রসসিন্দুর, অভ্র, সীসক, স্বর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, মহানিম্বের ছাল চূর্ণ সর্ব্বসম, মাত্রা /০ এক আনা। অনুপান—মধু। ঔষধে কেবলমাত্র হরিদ্রা চূর্ণ ৵০ আনা আধ তোলা মধু সহ সেবন করিবে। কেহ কেহ এই ঔষধে মহানিম্বের বীজের চূর্ণ গ্রহণ করেন এবং তাহাই সমীচীন কারণ প্রমেহে নিম্ব ও করঞ্জের বীজই প্রশস্ত। ইহা প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ লালামেহে অতীব হিতকর।

অথ ইক্ষুমেহ চিকিৎসা।

এই মেহ কফের মাধুর্য্যগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। তিক্ত দ্রব্য ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য হইতে হিতকর।

আকনাদি, বিড়ঙ্গ, অর্জ্জুন, দুরালভা, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা জয়ন্তীর কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে কিম্বা নিম্ববীজের কষায় পান করিলে অথবা জয়ন্তীর কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে কিম্বা নিম্ববীজের কষায় পান করিলে ইক্ষুমেহ আরোগ্য হয়। ২য় যোগটী বিশেষ ফলপ্রদ। এই মেহে শীতল ও মধুর দ্রব্য সেবন একেবারে নিষিদ্ধ। উদক মেহে যে সকল ঔষধ ব্যবস্থিত হইয়াছে ইহাতেও তদ্রূপ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সোমনাথ রস, সর্ব্বেশ্বর রস, বিদ্যাবাগীশ রস, বৃহৎ সোমনাথ রস ও বসন্তকুসুমাকর রস বিশেষ ফলদায়ক। বিদ্যাবাগীশ ভিন্ন প্রত্যেক ঔষধই কাথ সহ সেবন করিবে।

অথ সুরামেহ চিকিৎসা।

ইহা পিত্তসংসর্গিককারক। ইহাতে প্রস্রাবে মদের গন্ধ হয় এবং মূত্রের উপরিভাগ স্বচ্ছ ও অধোভাগ ঘন হয়।

কদম্ব ছাল, শাল মূলের ছাল, অর্জ্জুন ছাল ও যমানী ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা মধুযুক্ত নিমের কাথ পান করিলে কিম্বা শিমুল মূলের কষায় পান করিলে সুরামেহ আরোগ্য হয়।

ইহাতে সোমেশ্বর রস, চন্দ্রবটী, শাল্মলী ঘৃত, বঙ্গাষ্টক, লোধ্রাসব ও মেহকেশরী অবস্থা অনুসারে ব্যবহার করিবে।

অথ সুশ্রুতোক্ত ফেন মেহ চিকিৎসা

ত্রিফলা, সোণামুখী মজ্জা, দ্রাক্ষা ইহাদের কষায়ে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ফেন-মেহ আরোগ্য হয়। যদি পিত্তসংসর্গী হয়, তবে ইক্ষুকাণ্ড সহ সেবন করাইবে। এই মেহের সহিত লালামেহের চিকিৎসাসাদৃশ্য আছে। লালা মেহের মধু ভিন্ন এই যোগ উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং লালামেহ এবং ফেনমেহ এক জাতীয়। এই জন্যই চরকে ফেনমেহের পরিবর্ত্তে লালামেহ পঠিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যাধি পরস্পর পৃথক। লালা মেহে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে অবস্থানুসারে ফেনমেহে তৎসমুদায় প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ ইহাতে এলাদিচূর্ণ, মেহ কুলান্তক রস, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস ও চন্দ্রকলাবিনোদ রস হিতকর।

মেহ কুলান্তক রস।

বঙ্গ, অভ্র পারদ, গন্ধক, চিতা শিমুল মূল, একটু জেসলা, তেউড়ী, রসাঞ্জন, বিড়ঙ্গ, মুতা, বেলশুঁঠ, গোক্ষুর বীজ, দাড়িম বীজ প্রত্যেক ১ তোলা, শিলাজতু ৮ তোলা। বনকাকুড়ের রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। অনুপান—ছাগ দুগ্ধ, জল, আমলকী রস, কুলত্থ কলাইয়ের কাথ প্রভৃতি।

কেহ২ প্রস্রাব সরল করিবার জন্য একটী বীজাদি চূর্ণ ব্যবহার করেন। যথা—কাবুড়বীজ চূর্ণ, সৈন্ধব, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ মাত্রা ৵০ আনা। অনুপান গরম জল।

অথ সুশ্রুতোক্ত লবণ মেহ চিকিৎসা

এই মেহে প্রস্রাব অত্যন্ত শুভ্রবর্ণ হয় এবং মূত্রের আস্বাদ লবণ ভাবাপন্ন হয়। এই মেহ বিদগ্ধকফারব্ধ। কফবিদগ্ধ হইলে লবণতা প্রাপ্ত হয়। আকনাদি ও অগুরুর কষায় পান করিলে লবণমেহ আরোগ্য হয়। ইহাতে সোমনাথ রস, বৃহৎ বঙ্গেশ্বর, মতান্তরীয় বৃহৎ বঙ্গেশ্বর, মেহ কেশরী আনন্দ ভৈরব রস ব্যবহার করিবে।

মতান্তরীয় বৃহৎ বঙ্গেশ্বর।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ, বঙ্গ, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ। ঘৃতকুমারী রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ রক্তমূত্রে অতিশয় ফলদায়ক। লবণ মেহে কাথ সহ ব্যবহার্য্য।

আনন্দভৈরব রস।

বঙ্গ, স্বর্ণ, রসসিন্দুর প্রত্যেক সমভাগ। মধু দ্বারা মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—মধু বা প্রমেহ নাশক কাথাদি। কেহ২, রক্তমেহে দেবদার্বাদ্যরিষ্ট ব্যবহার করেন।

রক্তমেহ চিকিৎসা

পিণ্ডী খেজুর, গাম্ভারী ফল, পাকর আঁঠি গুলঞ্চ ইহাদের কাথে ।০ তোলা মধু মিশাইয়া পান করিলে রক্তমেহ আরোগ্য হয়। শুঁঠ, অর্জ্জুন ছাল, শুলফা, নীলোৎপল— ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা পলতা, নিমছাল, আমলকী, গুলঞ্চ ইহাদের কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে রক্তমেহ প্রশমিত হয়। কেহ২ কেবল রক্তচন্দনের কথায় মধুসহ পান করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। ইহাতে ন্যগ্রোধাদি চূর্ণ, কুশাবলেহ, দেবদার্বাদ্যরিষ্ট, স্বর্ণবঙ্গ, হরিশঙ্কর রস আনন্দ ভৈরব, চন্দনাসব, মেহ কেশরী, ইন্দ্রবটী ও অবস্থা বিশেষে সোমনাথ রস এবং মেহ কুলান্তক ব্যবহার করিবে।

ন্যগ্রোধাদি চূর্ণ।

বট, যজ্ঞ ডুমুর অশ্বথ শ্যোনাকছাল, সোন্দাল, অসন, (পীতশাল) আমের আঁঠি কাঁঠের আঁঠি, কয়েদবেল, পিয়াল, অর্জ্জুন, ধব, (ধাওয়া) মৌলফুল, যষ্টিমধু, লোধ, বরুণছাল, পালিধা ছাল, পলতা, মেষশৃঙ্গী, দন্তীমূল, চিতেমূল, অড়হর পত্র, করঞ্জফল, ত্রিফলা, কুটজ ভল্লাতক প্রত্যেক সমভাগে। অনুপান—মধু। ঔষধ সেবানান্তে ত্রিফলার কাথ বা ত্রিফলা ভিজান জল পান করিবে। ইহা দ্বারা মূত্র বিশুদ্ধ হয় এবং প্রমেহ পিড়কা উৎপন্ন হয় না।

কুশাবলেহ।

কুশমূল, কাশমূল, বেণামূল, ইক্ষুমূল, খাগড়ামূল প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের ছাঁকিয়া তাহাতে খণ্ড (অভাবে—চিনি) /২ সের মিশাইয়া পুনর্ব্বার পাকে চাপাইবে। লেহবৎ হইলে নামাইয়া যষ্টিমধু, কাঁকুড়বীজ, কুমুড়াবীজ, শশাবীজ বংশলোচন, আমলকী, তেজপাত, দারুচিনি, এলাচি, নাগকেশর, বরুণছাল, গুলঞ্চ, প্রিয়ঙ্গু প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা মিশাইয়া আলোড়ন করিয়া রাখিবে। ইহাতে নানাবিধ মেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়। ইহা প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হরিশঙ্কর রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, স্বর্ণ, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ, আমলকীর রসে মর্দ্দন করিয়া এবং ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। ইহাতে সকল প্রকার প্রমেহ নষ্ট হয়। ইহা পিত্তজ মেহে বিশেষ ফলপ্রদ।

[illegible] চিকিৎসা

[illegible]

[illegible] চিকিৎসা

[illegible]

[illegible] চিকিৎসা

[illegible]

[illegible] চিকিৎসা

[illegible]

অথ কালমেহ চিকিৎসা

লোধ্র, [illegible], [illegible], [illegible]—ইহাদের ক্বাথ পান করিলে অথবা [illegible], [illegible], [illegible], ইহাদের চূর্ণ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে কালমেহ আরোগ্য হয়। ইহাতে [illegible] ঔষধ অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করিবে। [illegible] [illegible] একজাতীয় [illegible], নীল ও কালমেহ অনেক একজাতীয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু কালমেহ পৃথক হয় নাই। [illegible] [illegible] [illegible]।

অথ সুশ্রুতোক্ত অম্লমেহ চিকিৎসা

ইহাতে মূত্র অম্লগন্ধ হয়। এই মেহ [illegible] [illegible]। ইহাকে তিক্ত ও মধুর দ্রব্য [illegible] [illegible]।

ন্যগ্রোধাদিগণোক্ত ক্বাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে অম্লমেহ আরোগ্য হয়। ন্যগ্রোধাদিগণ। যথা—বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, মৌলফল (অভাবে যষ্টিমধু) শিরীষ ছাল, অর্জুন ছাল, আমছাল, কোশাম্র (কেওড়া) চোরপুষ্পী, [illegible], জামছাল, [illegible] ছাল, পিয়াল ছাল, যষ্টিমধু, কটুকী, বেত, কদম, কুশপত্র, ([illegible]) [illegible] ধাই, [illegible], লোধ, সাবর লোধ, ভল্লাতক ও পলাশ ছাল। অম্লমেহে ন্যগ্রোধাদিগণ দ্বারা চূর্ণ, লেহ, ঘৃত প্রভৃতি নানারূপ কল্পনা করিয়া ব্যবহার করিবে। এই রোগে ন্যগ্রোধাদিগণের চূর্ণ এবং শাস্ত্রোক্ত ঔষধ সমূহ অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করিবে।

কুশের কন্দের যে মূল হয়, সেই মূল ক্বাথ করিয়া পান করিলে সর্ববিধ পিত্তমেহ [illegible] হয়; বিশেষতঃ উহা অম্লমেহের বিশেষ উপকারী।

যে প্রকার কুশের মূল সর্বপ্রকার পিত্তমেহে উপকারী, তদ্রূপ কুশাদি [illegible] মধু ও জল [illegible] [illegible] মেহে [illegible]।

অথ বাতজ মজ্জমেহ চিকিৎসা

পূর্বে বাতজ মেহ [illegible], [illegible] [illegible] তাহাকে [illegible] বলা হইয়াছে। [illegible] এই মেহ [illegible] [illegible] অভিহিত হইয়াছে। ইহার [illegible] [illegible] [illegible]। ইহা [illegible] [illegible]।

পাঠাদি চূর্ণ।

আকনাদি, কুটজছাল, হিং, কটকী, কুড় ইহাদের চূর্ণ /০ আনা মাত্রায় তণ্ডুল ও চিতের মূলের কাথের সহ পান করিলে মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়। ইহাতে চন্দ্রপ্রভা, দাড়িমাদ্যঘৃত, শুণ্ঠীগোক্ষুর, বৃহৎ দাড়িমাদ্য ঘৃত, প্রমেহমিহির তৈল, শতাবর্য্যাদি ঘৃত এবং বৃহৎ গোক্ষুরাদি ঔষধ সমূহ অবস্থা বিশেষে ব্যবহার করিবে। বাতব্যাধির অন্তর্গত এবং উপদংশোক্ত ঔষধের শান্তির নিমিত্ত প্রয়োগ করিবে।

চন্দ্রপ্রভা।

রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, সীসক, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য, জাতিফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, যষ্টিমধু, আমলকী, চিনি, কর্পূর, খদিরসার, কুলিঞ্জন, কণ্টকারী ও অশ্বগন্ধা প্রত্যেক সমভাগ, শোধিত শিলাজতুর সহিত মর্দন করিয়া একবার ভাবনা দিবে, পরে যথাক্রমে মেষ (ভেড়ার) দুগ্ধে ও ছাগের রসে এক এক দিন ভাবনা দিয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা করিবে। আমলকী ও হরিদ্রা যোগে করিয়ে অশ্বগন্ধচূর্ণ বা তাহার পাচন।০ সিকি ও মধু।০ সিকি মিশাইয়া ঔষধ সেবনান্তে অনুপান করিবে। পূর্ব্বোক্ত অনুপানে বা অশ্বগন্ধের রস সহ এই ঔষধ সেবনীয়। ইহাতে বলাদেরও আরোগ্য হয়।

দাড়িমাদ্য ঘৃত।

শুষ্ক দাড়িমফল (বোঁটা রহিত) /২ সের, যব /৪ সের, কুলথকলাই /৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ৬৪ পল বা /৮ সের। শতমূলীরস /৮ সের, কল্কার্থ—দ্রাক্ষা খর্জ্জুর, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, দন্তী দাড়িমবীজ, জীরে, মেদ, মহামেদ, ত্রিফলা, দেবদারু, দেবদারু মাষাণী মূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, বচ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শ্যামালতা, এলাচি প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত পিত্তজ ও বাতজ মেহে প্রযোজ্য।

বৃহৎ দাড়িমাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—শুষ্ক দাড়িম (বোঁটা রহিত) /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, গোক্ষুর /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, কুলথকলাই /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, কল্কার্থ—খর্জ্জুর, ত্রিফলা, রেণুক, যষ্টিমধু, দেবদারু, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, এলাচি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বেড়েলা, পিপ্পলীমূল, দারুচিনি, বেণামূল, জটামাংসী প্রত্যেক ৩ তোলা। এই ঔষধ ব্রহ্মমেহে প্রযোজ্য।

প্রমেহমিহির তৈল।

তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—শতমূলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, দেবদারু, মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, শৈলজ, অগুরু, কুঙ্কুম, গোক্ষুর, চন্দন, কুড়, শটী, এলাচি, জটামাংসী,

নাগকেশর, ত্রিফলা, বালুকা, ধান্য, বেড়েলা, শুলপাড়কা, অশ্বগন্ধা, রাস্না, শতমূলী, দারুচিনি, পুনর্ণবা, শালপানি, মঞ্জিষ্ঠা, শুলঞ্চ, কুটজছাল, মূর্বামূল, লোধ, ধনে প্রত্যেক ২ তোলা। শতমূলীরস /৪ সের, ছাগমাংস রস ১৬ সের, দুগ্ধ /৪ সের।

মজ্জমেহে প্রাগুক্ত ঘৃত, চন্দ্রোক্ত অমৃতপ্রাশ ঘৃত, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত, বাজীকরণ ঘৃত ও লাক্ষাকাঞ্জিক তৈল ব্যবহার করিলে উপকার হইতে পারে।

ক্ষৌদ্র ও বসামেহ চিকিৎসা

বিটখদিরকাষ্ঠ, খদিরকাষ্ঠ ও সুপুরি ইহাদের কাথ পান করিলে অথবা সুপুরি ও ওয়েবাধলার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা চাকেরী ও মেদের কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে ক্ষৌদ্রমেহ নষ্ট হয়।

গণিয়ারী কাথ পান করিলে বসামেহ উপশমিত হয়। ক্ষৌদ্রমেহে ও বসামেহে মজ্জমেহোক্ত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে। মজ্জমেহ এবং বসামেহ প্রায়শ দৃষ্ট হয় না।

অথ হস্তিমেহ চিকিৎসা

ইহাতে শরীরের যাবতীয় লসীকা অংশ মূত্রসহ ক্ষরিত হইয়া থাকে। যদিও সোমরোগে শুক্রই তরলীভূত হইয়া ক্ষরিত হয়—লসীকাভাগ মূত্রসহ স্রুত হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি উভয় রোগ একজাতীয় বিধায় বক্ষ্যমাণ সোমরোগের ঔষধ সমূহ ইহাতে প্রয়োগ করিবে। আমাদের বিবেচনায় সোমরোগেও লসীকাভাগ নিঃসৃত হইয়া থাকে; কারণ যদি ঐ মূত্রপ্রবাহ কেবল দ্রবীভূত শুক্রময় হইত তাহাহইলে রোগী ২।৩ বৎসর কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারিত না। ইহাতে জল পান বা তরল দ্রব্য ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ। এই মেহের প্রবৃদ্ধাবস্থায় অন্নাহার নিষিদ্ধ। সোমরোগের পথ্যাপথ্যই ইহার পথ্যাপথ্য। পুরাতন যবের ময়দা ও বিশুদ্ধ ঘৃতে ভাজা লুচি, টানা দুধ ও যব বিশেষ পথ্য। কেহ২ এই রোগে অহিফেন সেবন অভ্যাস করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। নিরুপায় পক্ষে এই উপদেশ অবশ্য গ্রহণীয়।

পাঠাদি কষায়। যথা—আকনাদি, শিরীষছাল, দুরালভা, মূর্বামূল, পলাশ, কয়েৎবেল, শাবের আঠির শুঁঠ, এই সাতটী দ্রব্য দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া হস্তিমেহে প্রয়োগ করিবে।

তেলাকুচার কন্দবৎমূল পূর্ব্বদিন পাথরের পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন সকালে সেই মূলের রস এক ছটাক পরিমাণ পান করিলে প্রায়শঃ ২।৩ মাসে এই মেহ

শিমুল মূলের রস সর্ব্ববিধ মেহ নাশক। বিশেষতঃ ইহা শুক্রমেহে হিতকর।

সদ্য কাঁচা দুগ্ধ পান করিলে পূয়াস্রাব শুক্রমেহ আরোগ্য হয়।

তন্দুলক শতমূলীরস পান করিলে মেহ আরোগ্য হয়। বিশেষতঃ ইহা শুক্রমেহে এবং মূত্রকৃচ্ছ্রমেহে প্রশস্ত।

বেণামূল, দারুচিনি, এলাচি, অগুরু ও শ্বেতচন্দন, ইহাদের দ্বারা অঙ্গ বিলিপ্ত করিলে মেহ আরোগ্য হয়।

কফমেহনাশক দ্রব্যের কাথ দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া কফমেহে এবং পিত্তমেহ নাশক দ্রব্যের কাথ দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া পিত্তমেহে প্রয়োগ করিবে। এই সকল ঘৃত অব্যর্থ।

পূর্ব্বোক্ত শালসারাদিগণোক্ত দ্রব্যীভূত কাথে হরীতকী, দন্তী, লোধ, কান্তলোহ ও তাম্র প্রক্ষেপ দিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে। ইহা মধুসহ সেবন করিলে সকল প্রকার মেহ আরোগ্য হয়। প্রক্ষেপদ্রব্য কাথদ্রব্যের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে।

নাগাভ্র জতু।

সীসক, অভ্র ও শিলাজতু প্রত্যেক সমভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ হস্তিমেহ ভিন্ন সকল প্রকার প্রমেহ রোগে দেওয়া যায়। ইহা যথাযোগ্য অনুপানে ব্যবহার করিবে।

নাগজতু।

সীসক ও শিলাজতু দ্বারা ৩ রতি বটী। অনুপানভেদে সকল প্রকার মেহে প্রয়োগ করা যায়।

বঙ্গজতু।

বঙ্গ ও শিলাজতু দ্বারা বটী ৩ রতি। ইহা সর্ব্বপ্রকার মেহনাশক, বিশেষতঃ ইহা শুক্রমেহে হিতকর।

এই তিনটী ঔষধ সচরাচর মধু ও আমলকীর রসের সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যাহাদের প্রস্রাব কম হয় তাহাদের পক্ষেই এই তিনটী ঔষধ ফলপ্রদ। ইদানীং ঔষধ কয়েকটীর ব্যবহার অতিবিরল দৃষ্ট হয়। সাধারণ মেহে **বঙ্গেশ্বর, বঙ্গাষ্টক, বৃহৎ বঙ্গেশ্বর, প্রমেহ চিন্তামণি, মেহবারণ সিংহরস ও সোমনাথরস** ব্যবহৃত হয়।

পথ্য শালিধান্য ও ষষ্টিক ধান্যের চাউলের অন্ন যব, গোধূম, ছোলা, অড়হর, মুগ ও কৃষ্ণকলাই। এই সকল দ্রব্য পুরাতন অর্থাৎ অন্ততঃ বৎসরাতীত হওয়া আবশ্যক। মাংসের মধ্যে জাঙ্গল মাংস, শাকের মধ্যে ব্রাহ্মী প্রভৃতি তিক্তশাক এবং খর্জ্জুর, মধু ও পরিশ্রম হিতকর।

অপথ্য—নূতন ধান্যের চাউলের অন্ন, রসবর্দ্ধক দ্রব্য, মাষকলাই, শাক, অম্ল, দধি, মিষ্টদ্রব্য, দুগ্ধ, মৎস্য, বিল্বফল, কয়েৎবেল, চালিতা, ঘৃত, ক্লেদিদ্রব্য, একস্থানে উপবেশন, দিবানিদ্রা, মদ্য, পিষ্টক, ইক্ষুরস, তিলতৈল ইত্যাদি।

এবং সোমরোগের উপশম হয়। পুরাতন অবস্থায় এই মূত্ররোগ অসাধ্য হয়। ইক্ষুমেহ এবং সোমরোগ প্রায়শঃ স্থূল ব্যক্তিরই উৎপন্ন হয়।

কস্তুরী মোদক।

কস্তুরী, প্রিয়ঙ্গু, কণ্টকারী, ত্রিফলা, জীরে, কৃষ্ণজীরে, ছোটএলাচি, দারুচিনি, যষ্টিমধু, মৌরী, বালা, শুলফা, কুড়, জায়ফল, মুতা, সুপক্ক কলাবাটা, পিণ্ডিখেজুরবাটা, কৃষ্ণতিলবাটা, কোকিলাক্ষ বীজ, (তালমাখনা) বাটা প্রত্যেক ✓০ আনা, চিনি সর্ব্ব-চূর্ণের দ্বিগুণ। পাকার্থ—আমলকী রস, দুগ্ধ ও কুষ্মাণ্ডের স্বরস প্রত্যেক সমস্ত চূর্ণের ৪ গুণ, যথাক্রমে পাক করিবে। মোদক পাকান্তে কস্তুরী মিশাইয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। পাক কালীন কস্তুরী দেয় নহে। ইহা মৃৎপাত্রে পাক করিতে হইবে। মাত্রা ।০ সিকি। অনুপান—দুগ্ধাদি। ইহাতে সোমরোগ ইক্ষুমেহ, মূত্রাতীসার, গ্রহণী, উদকমেহ, শীতমেহ, কামলা, কুম্ভ কামলা ও পাণ্ডু আরোগ্য হয়। ইহা বৃষ্য, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক ও হৃদ্য।

ইহাতে সোমনাথ রস, বসন্তকুসুমাকর রস, বৃহৎ বঙ্গেশ্বর, সোমরোগের তালকেশ্বর, হেমনাথরস, কদল্যাদিঘৃত, কদল্যাদি যোগ, ত্রিফলাদি কষায় ও মাষাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

সাধারণ মেহচিকিৎসা

যদি উপরি লিখিত চিকিৎসা দ্বারা প্রমেহ প্রশমিত না হয় অথবা প্রমেহের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা কঠিন হয়, তবে নিম্নলিখিত ঔষধ সকল অবস্থা বিশেষে ব্যবহার করিবে।

ফলত্রিকাদি কষায়। যথা—ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, রাখালশশার মূল ও মুতা ইহাদের কাথে সিকি তোলা কাঁচা হরিদ্রা চূর্ণ ও একসিকি মধু মিশাইয়া পান করিলে বিংশতি প্রকার প্রমেহ আরোগ্য হয়।

দার্ব্ব্যাদিকষায়। যথা—দারুহরিদ্রা, দেবদারু, ত্রিফলা ও মুতা ইহাদের কাথ পান করিলে বিংশতিপ্রকার মেহ আরোগ্য হয়।

আমলকীর স্বরসের সহিত কাঁচাহরিদ্রা চূর্ণ ও মধু মিশাইয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ নষ্ট হয়।

ত্রিফলা, লৌহ, শিলাজতু, হরীতকী ও গুলঞ্চের স্বরস—এই পাঁচটী যোগের মধ্যে যে কোনও ১টী মধুসহ লেহন করিলে মেহ আরোগ্য হয়। এতন্মধ্যে ত্রিফলা বাতমেহে, গুলঞ্চ পিত্তমেহে, লৌহ, শিলাজতু এবং হরীতকী কফমেহে প্রশস্ত।

খেজুরগাছের সার অথবা শালাদি বৃক্ষের কোন একটীর সারের কাথ পান করিলে মেহ... ইহা কফমেহে বিশেষ হিতকর।

পিড়কা চিকিৎসা

শরাবিকা প্রভৃতি পিড়কায় চিকিৎসা শোথের ন্যায় করিবে এবং পাকিলে ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে। ব্রণ শোধনার্থ বটের ক্বাথ বা ছাগমূত্র প্রয়োগ করিবে। এলাদিগণ দ্বারা প্রমেহরোগশান্তি তৈলে পাক করিয়া ব্যবহার করিবে।

প্রমেহপিড়কায়—যথা—ছোটএলাচি, দুগরপাছরা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, দারুচিনি, তেজপাত, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, রেণুক, ব্যাঘ্রনখী, কিংশুক ভস্ম, চোরপুষ্পী, গেঁঠেলা, শরল নির্যাস, চোচ, (দারুচিনিছাল) গুগ্গুল, বালা, গুগ্গুলু, ধুনা, শিলারস, কুন্দুরখোটি, অগুরু, স্পৃক্কা, বেনামূল, দেবদারু, কুঙ্কুম, পুন্নাগকেশর।

প্রমেহের আরোগ্যের লক্ষণ। যথা—

"প্রমেহিণাং যদা মূত্র মনাবিলমপিচ্ছিলং।
বিশদং কটুতিক্তঞ্চ তদারোগ্যং বিনির্দিশেৎ॥"

অর্থাৎ—যখন প্রমেহ রোগীর মূত্র নির্মল ও অপিচ্ছিল হইবে এবং মূত্র নির্মলবর্ণ, কটু ও তিক্তাস্বাদ বিশিষ্ট হইবে তখন ব্যাধি আরোগ্য হইয়াছে জানিবে।

আগন্তু বা ঔপসর্গিকমেহ চিকিৎসা

ঔপসর্গিক মেহে স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ। কারণ, তাহাতে পীড়ার বৃদ্ধি হয় ও উপগত স্ত্রীর পীড়া জন্মিয়া থাকে। সংক্রামক রোগের মধ্যে প্রমেহ অগ্রগণ্য; তন্মধ্যে ঔপসর্গিক মেহ শ্রেষ্ঠ। যে সমস্ত অন্নপান ও ঔষধ বস্তিশোধক, অম্ল ও মূত্রকারক, ইহাতে তাহাই প্রয়োগ করিবে এবং ইন্দ্রিয়ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে।

জাতিপত্র বা ত্রিফলার ক্বাথে লিঙ্গ নিমগ্ন করিয়া রাখিলে বেদনার উপশম ও বস্তির শান্তি হয়; লিঙ্গমুণ্ড স্ফীত ও বেদনান্বিত হইলে অতসীপাতার পটী প্রয়োগ করিবে। পারদের সহিত ত্রিফলার জল একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অথবা শতমূলীর রস পান করিলে এই মেহ প্রশমিত হয়।

মুষ্টিযোগ।

আমলকীর ক্বাথে মধু ও হরিদ্রা ও নিশাদল ও হরিদ্রা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

উৎকৃষ্ট শিলাজতু /৷ সের অগ্নিতে গলাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া ১ মণ জলে ৩।৪ দিন জ্বাল দিবে। ১০ সের জল থাকিতে নামাইয়া শিলাজতু উঠাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা /০ আনা, দুগ্ধচূর্ণ ।০ আনা সহ সেব্য। ইহাতে শুক্র নির্মল ও দাহ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

শ্যামালতা, অনন্তমূল, কণ্টকারী, গোক্ষুর বীজ ইহাদের কাথে আমলাসার গন্ধক ২ রতি ও শিলাজতু ২ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ঔপসর্গিক মেহের শান্তি হয়।

কেবল কাবাবচিনি ৵০ আনা মাত্রায় প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে ফল লাভ হয়।

ত্রিফলা, বাবলা ছাল ও অশ্বত্থ ছাল ইহাদের কাথ দ্বারা পিচকারী দিলে মূত্রনালীর ক্ষত আরোগ্য হয়। কেহ ২ এই কাথ পানার্থ এবং অনুপানার্থ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইহাতে প্রাণদাবটী, সুরেন্দ্রবিনোদ রস, কল্যাণসুন্দর অভ্র, যোগেশ্বর রস, চন্দ্রকান্ত রস এবং বৃহদ্বঙ্গেশ্বর রস ব্যবহার করিবে।

প্রাণদাবটী।

কাবাব চিনি ২০ তোলা, লৌহ ২০ তোলা, বঙ্গ ২০ তোলা মিশ্রি ২০ তোলা, চা খড়ি ২০ তোলা, জল দ্বারা মর্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। প্রাতঃকালে ও বৈকালে চিনির জল সহ সেবনীয়। ইহাতে পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। ইহা পরীক্ষিত ঔষধ। এই ঔষধ ১৪ দিন ব্যবহার করিবে।

সুরেন্দ্রবিনোদ রস।

পারদ, গন্ধক, প্রবাল, স্বর্ণ, সোহাগা, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, শঙ্খ, মুক্তা প্রত্যেক সমভাগ, বটের ছালের কাথে ও বাবলাছালের কাথে পৃথক ৩ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—ত্রিফলার কাথ, কাবাব চিনির কাথ, অর্জুন ছালের কাথ অথবা বাবলা ছালের কাথ। সাধারণতঃ কাবাব চিনির চূর্ণ ও মধু বা বাবলা ছালের রস ও মধু অনুপান ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মূত্রাশয়ে অধিক ক্ষত হইলে বটের ছালের কাথের [illegible] বস্তি দিবে।

যোগেশ্বর রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, সীসক, কর্পূর, বঙ্গ, অভ্র, তাম্র প্রত্যেক ১ ভাগ, ছোট এলাচি বীজ, তেজপত্র, মুথা, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, রেণুক, জায়ফল, শিমুলমূল প্রত্যেক ২ ভাগ, আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া ছোলার প্রমাণ বটী করিবে। পূর্বোক্ত অনুপানে এই ঔষধ সেবনীয়। ইহাতে নানাবিধ প্রমেহ, বহুমূত্র, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর, মূর্চ্ছা, অর্শ ও অম্লপিত্ত আরোগ্য হয়। ইহা ঔপসর্গিক প্রমেহে বিশেষ উপকারী।

উপদংশান্তক রস।

রসকর্পূর ১ তোলা, এলাচি, জায়ফল, কৈত্রী, লবঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা। পানরসে মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ কিম্বা বিরেচক কোনও দ্রব্য। ইহাতে উপদংশ, দুষ্টব্রণ, বাতরক্ত ও ভগন্দর প্রভৃতি নষ্ট হয়।

মেহোক্ত সুন্দরসুন্দরী বটী, বরাদি গুগ্‌গুলু ও আমাদের অর্কমূলাদ্য ঘৃত ইহাতে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার পথ্যাপথ্য উপদংশের পথ্যাপথ্যের ন্যায়।

অথ সোমরোগ চিকিৎসা

ইহার নিদান নিদানে লিখিত হয় নাই। ভাবমিশ্র, ভাবপ্রকাশে ইহার নিদান ও চিকিৎসা লিখিয়াছেন। তিনি এই রোগকে স্ত্রীরোগের মধ্যে গণনা করেন; কিন্তু বঙ্গসেন সংগ্রহকার গোপালকৃষ্ণ প্রমেহ অধিকারের পরেই সোমরোগের চিকিৎসা লিখিয়াছেন এবং ইহাকে মেহবিশেষ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে ইহা স্ত্রীপুরুষগত ব্যাধি। ভাবমিশ্রের মতে সোমরোগ পুরুষের হইতে পারেনা; কিন্তু এই রোগ পুরুষেরই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন পুরুষের সোমরোগকে সোমরোগ না বলিয়া বহুমূত্র নামে নির্দিষ্ট করা উচিত; কিন্তু আমরা কোন প্রসিদ্ধ পুস্তকে বহুমূত্র নামক কোন ব্যাধির বর্ণনা দেখিতে পাই নাই। সোমরোগে মূত্র বহু পরিমাণে ক্ষরিত হয় একন্য উহাকেই বহুমূত্র বা মূত্রাতিসার বলা যাইতে পারে। সুতরাং সোমরোগ, বহুমূত্র ও মূত্রাতিসার একই পদার্থ। এই রোগের প্রথম অবস্থাকে সোমরোগ, মধ্য অবস্থাকে মূত্রাতিসার শেষ অবস্থাকে বহুমূত্র বলা যায়। এই ব্যাধিতে ইক্ষুমেহের ন্যায় শরীরের জলীয় ভাগ ক্ষরিত হয় কিন্তু জলীয় অংশে শুক্র মিশ্রিত থাকে। এই পীড়ার পরিণামে পিড়কা উৎপন্ন হইতে পারে, তাদৃশ অবস্থায় ব্যাধি অসাধ্য হয়।

সোম শব্দের অর্থ জলীয় ধাতু। এই রোগে উহা বিকৃত ভাবে ক্ষরিত হয় বলিয়া ইহাকে সোমরোগ বলা যায়। জলীয় ধাতু স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ক্ষরিত হইতে পারে। স্ত্রীলোকের শুক্র অপেক্ষাকৃত তরল এবং প্রায়শঃ রক্তঃ মিশ্রিতভাবে বিদ্যমান থাকে।

স্ত্রীলোকের সহিত অতিশয় রমণ, শোক, অতিশ্রম, আভিচারিকা ক্রিয়া (মারণ, উচাটন, স্তম্ভন, প্রভৃতি বেদোক্ত ক্রিয়াকে আভিচারিক ক্রিয়া বলে। ইহাতে প্রথমতঃ চিত্ত তৎপর দেহ তাপিত হয়, অনন্তর মানব কালগ্রাসে পতিত হয়। তন্ত্রাদি গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে) গরপ্রয়োগ, (সংযোজক বিষকে গর বলে) এবং শরীর-ক্ষোভকর অন্যান্য ক্রিয়া দ্বারা সমস্ত শরীরের জলীয় ধাতু সকল ক্ষুভিত ও স্বস্থান চ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে গমন করে, অনন্তর প্রস্রাবরূপে বহুপরিমাণে নির্গত হয়। এই

স্রাব নির্ম্মল, শীতল, নির্গন্ধ ও শুভ্রবর্ণ হয়। ইহাতে কোনরূপ বেদনা হয় না। এই রোগ উৎপন্ন হইলে দৌর্ব্বল্য, গতিহীনতা, (গমনে কষ্ট বোধ) মস্তিষ্কের শিথিলতা, মুখ ও তালুশোষ, মূর্চ্ছা, জৃম্ভা, প্রলাপ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং শরীরের ত্বক্ রুক্ষ হয়—ভক্ষ্যদ্রব্য, ভোজ্যদ্রব্য ও পেয়পদার্থ দ্বারা রোগী তৃপ্তিলাভ করে না। সোমগুণভূয়িষ্ঠ শরীরের জলীয় ধাতু ও আভ্যন্তরিক সোমক্ষয় হেতু ইহাকে সোমরোগ বলে। সোমরোগ বহুদিনের হইলে মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাব করিতে হয় এবং ধারণাশক্তি আদৌ থাকে না। জলীয় ধাতুর ক্ষয় হেতু রোগী অত্যন্ত পিপাসাতুর হইয়া জলপান করিতে থাকে এই অবস্থাকে মূত্রাতিসার বলে। কেহ২ নিম্নোক্ত লক্ষণটী পাঠ করেন। যথা—

বহুমূত্ররোগের প্রথম অবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই অবস্থা হইলে, রোগী প্রায়শঃ অনুষ্ণনিদ্রায় শায়িত হয়। যথা—শরীর অত্যল্পশীর্ণ, শরীরে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, দুর্গন্ধ, হাত, পা, জিহ্বা, চক্ষু এবং কর্ণে দাহ, কাস; শরীরের শিথিলতা, অরুচি, প্রমেহোক্ত পিড়কা, (পিড়কাই বিশেষ অসাধ্য লক্ষণ) কণ্ঠ, তালু ও ওষ্ঠ শোষ, ক্রমশঃ শরীরে জ্বালা, শরীরের গুরুতা, শ্রান্ততা ও শীতপ্রিয়তা প্রভৃতি। এই অবস্থায় প্রস্রাবে মক্ষিকা প্রভৃতি বসে এবং তাহাতে অনেকক্ষণ থাকে। এই রোগ প্রায়শঃ স্থূল ব্যক্তিদেরই হইয়া থাকে, কারণ তাহাদের শরীরে জলীয় ভাগ অধিক।

এই রোগ অতিশয় কঠিন। ইহাতে প্রথম অবস্থায় তেলাকুচার কন্দবৎ মূলরস পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পান করিলে ২৩ মাসে রোগ আরোগ্য হইতে পারে। ইহাতে যাবতীয় জলীয় দ্রব্য পানাহার একেবারে নিষিদ্ধ।

প্রবৃদ্ধ অবস্থায় অন্নাহার করাও বিধেয় নহে। অসহ্য হইলে দিনে খুব পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ও রাত্রিতে পুরাতন যবের রুটী বা লুচি খাইবে। মাখনটানা দুগ্ধ ইহাতে বিশেষ উপকারী। জলের পরিবর্ত্তে টানা দুগ্ধ খাইবে। অসহ্য হইলে নির্ম্মল জল খুব জ্বাল দিয়া শীতল করতঃ অল্পমাত্রায় পান করিবে। দারুহরিদ্রা, মুতা ও ত্রিফলা ইহাদের অর্দ্ধশৃত ক্বাথ পান করিলে বহুমূত্রের পিপাসার শান্তি হয়।

এই রোগে কোনও ঔষধে উপকার লাভ না করিলে শেষে আহিফেন অভ্যাস করিবে। তাহাতে কিয়ৎকালের জন্য জীবন লাভ করা যায়। ইহাতে মৈথুন অত্যন্ত অনিষ্টকর। রোগী সংযত চিত্ত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধে ফললাভ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। বস্তু শেষোক্ত লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হইলে ঔষধ প্রয়োগ বিড়ম্বনা মাত্র।

অড়হর পত্রের রস ৩ তোলা পরিমাণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে মধু সহ পান করিলে সোম রোগ, মূত্রাতিসার, বহুমূত্র, উদকমেহ ও কফজ সত্বর আরোগ্য হয়। ইহা দৃষ্ট ফল ঔষধ।

পাকা কলা ১টী, আমলকীর রস ২ তোলা, চিনি ।৷০ তোলা, মধু ।৷০ তোলা, দুগ্ধ /৷ পোয়া একত্র মিশাইয়া পান করিলে মূত্রাধিক্য নিবারিত হয়।

পাকা কলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূল প্রত্যেক সমভাগ দুগ্ধ সহ পান করিলে সোমরোগ প্রশমিত হয়।

মধুর সহিত আমলকীর রস অথবা যবক্ষারের সহিত বাসক রস পান করিলে বহুমূত্র আরোগ্য হয়।

কচি তাল শাঁস, খেজুর মাথি (কেহ ২ সিদ্ধি খেজুর দিয়া থাকেন) ও পাকা কলা দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে রোগের উপশম হয়।

মাষাদিচূর্ণ।

মাষকলাই চূর্ণ, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদের চূর্ণ ।০ সিকি মাত্রায় চিনি মধু দ্বারা মাড়িয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রোগের উপশম হয়। এই যোগে চিনি থাকিলেও সোমরোগে চিনি উপকারী নহে। পূর্বযোগে শতমূলী থাকিলেও সোমরোগে উহা হিতকর নহে। সংযোগশক্তির প্রাধান্য হেতু ঐ সকল দ্রব্য তৎস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ত্রিফলাদি যোগ।

ত্রিফলা, বাঁশপাতা, মুতা আকনাদি ইহাদের কাথায় মধু ও ঘৃতযুক্ত করিয়া পান করিলে বহুমূত্র নিবারিত হয়।

বহুমূত্রান্তক লৌহ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, স্বর্ণ ৵০ আনা, কদলী পুষ্পের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—গুলঞ্চের রস। ইহাতে বহুমূত্র, মূত্রাতিসার, সোমরোগ, মেহ, মধুমেহ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ উদকমেহে ও হস্তিমেহে প্রযুক্ত হইতে পারে।

তারকেশ্বর রস।

রসসিন্দুর, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ২ রতি। এই ঔষধ সেবনান্তে পাকা কলা, ডুমুরের ফল চূর্ণ ৷৷০ তোলা মধু সহ লেহন করিবে।

তালকেশ্বর রস।

অভ্র, বঙ্গ, লৌহ পারদ, গন্ধক, হরিতাল প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ৪ রতি। অনুপান মধু। ঔষধ সেবনান্তে পাকা যজ্ঞডুমুর চূর্ণ ৷৷০ তোলা মধুসহ লেহন করিবে।

বঙ্গাদি বটী।

বঙ্গ, অভ্র, রসসিন্দুর, তাম্র, রসাঞ্জন প্রত্যেক সমভাগ, কালকেশুরিয়ার রসে ৭ বার এবং পুরাতন অড়হর পত্রের রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—অড়হর পত্রের রস ও মধু। ইহা সোমরোগ ও বহুমূত্র নাশক।

হেমনাথ রস।

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ, কর্পূর, প্রবাল, বঙ্গ প্রত্যেক ৷৷০ তোলা অহিফেনের জলে, মোচার রসে, পাকা যজ্ঞডুমুরের রসে পৃথক ২ ভাবনা দিয়া ২

রত্তি বটী করিবে। ইহা যথাযোগ্য অনুপানে ব্যবহার করিবে। এই ঔষধ প্রথম অবস্থায় প্রয়োজ্য নহে। ইহাতে প্রমেহ, বহুমূত্র, শ্বাস, কাস ও উরঃক্ষত নষ্ট হয়।

বসন্তকুসুমাকর রস।

বৈক্রান্ত ১ ভাগ, (মণ্ডুরীকককে বৈক্রান্ত বলে) স্বর্ণ, অভ্র, মুক্তা, প্রবাল প্রত্যেক ২ ভাগ, বঙ্গভস্ম ৩ ভাগ রসসিন্দুর ৪ ভাগ এই সমস্ত দ্রব্য গোঁড়ালেবুর রসে, গব্যদুগ্ধে বেণামূলের কাথে, বাসকছালের রসে, ইক্ষুরসে পৃথক ২ ভাবনা দিয়া ২ রত্তি বটী করিবে। অনুপান—মধু। ইহা দ্বারা সোমরোগ, মূত্রাতিসার, প্রমেহ, দাহ, তালুশোষ, তৃষ্ণা প্রশমিত হয় এবং ক্ষয়, শ্বাস ও জীর্ণজ্বরে উপকার হয়। ইহা রসায়ন।

এই রোগে—বসন্তকুসুমাকর, পদ্মবনসার তৈল, প্রমেহমিহির তৈল, সোমনাথ রস, সোমেশ্বর রস, কস্তুরী মোদক, বৃহৎ বঙ্গেশ্বর ও বসন্তকুসুমাকর রস প্রয়োগ করিবে।

কদল্যাদি ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের,—কদলী পুষ্প (মোচা) ১২॥ সের, পাকার্থ—কদলী মূলের রস ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কল্কার্থ—রক্তচন্দন, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলী মূল, এলাচি, লবঙ্গ, ত্রিফলা, কয়েদবেল, উৎপলকন্দ (পদ্ম মূল, কেশুর মূল, শালিকল মূল ইত্যাদি) ও জ্যোৎস্নাদিগণ (পূর্ব্বোক্ত) মিলিত /১ সের। ইহাতে সোমরোগ, প্রমেহ, শুক্রমেহ, শুক্রদোষ, বহুমূত্র ও মূত্রাতীসার আরোগ্য হয়।

বৃহদ্ধাত্রী ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, পাকার্থ—আমলকীর রস (অভাবে কাথ /৪ সের) ভূমিকুষ্মাণ্ড রস /৪ সের, শতমূলী রস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, তৃণ পঞ্চমূলের কাথ /৪ সের। কল্কার্থ—এলাচি, লবঙ্গ, ত্রিফলা, কয়েদবেল, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল, দুঁদিমূল প্রত্যেক ৭॥০ তোলা; পাকান্তে ছাঁকিয়া যষ্টিমধু, তেউড়ী, যবক্ষার, বৃদ্ধদারকমূল প্রত্যেক ১ পল, চিনি ৮ পল প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ৮ পল মিশাইয়া উত্তমরূপ মন্থন করিবে এবং স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। এই ঘৃত ৪০ তোলা মাত্রায় দুগ্ধ সহ সেব্য। ইহাতে সোমরোগ, তৃষ্ণা, দাহ ও বহুমূত্র আরোগ্য হয়। এই ঘৃত গুরুকল্পে পান করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহা শুক্রবৃদ্ধিকর। বিনা কল্কে পাক করিলে ইহাকে ধাত্রীঘৃত বলে।

পথ্য—পুরাতন চাউল, পটোল, মুগ, অড়হর, ছোলা, যবের লুচি, খর্জ্জুর, যব, গোম, মাংস, মাঠা, গব্যঘৃত, ব্যায়াম ও ভ্রমণ হিতকর।

অপথ্য—মাহিষাদি ঘৃত, শাক, অম্ল দধি, মিষ্টদ্রব্য, জলপান, কাঁচাফল, মৈথুন, চিন্তা, ক্রোধ, অত্যন্ত ব্যায়াম, শোক, লবণ, মৎস্য, আলু, জলীয় তরকারী (লাউ প্রভৃতি) বেগুন, একস্থানে কেবল উপবেশন ইত্যাদি।

অথ উদর রোগ চিকিৎসা

উদরোৎপত্তির হেতু এই রোগ কোষ্ঠরোগের পর লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে যেরূপ রোগ লিখিত হইল না, সুতরাং রোগরোগের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য না থাকিলেও এক্ষণে ইহার অভিধান হইতেছে। এই ব্যাধি ৮ প্রকার।

এই ব্যাধি উদরগত। বিশেষতঃ ইহাতে উদর স্ফীত হয়, এজন্য ইহাকে উদর রোগ বলে। সাধারণে ইহাকে উদরী বলিয়া থাকে। এই রোগ কষ্টসাধ্য এবং অত্যন্ত কঠিন। ইহা অষ্টবিধ মহাব্যাধির অন্তর্গত।

এই রোগে রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও নীরক্ত হইলে আরোগ্য লাভের আশা থাকে না। জ্বরের ন্যায় এই রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা সর্ব্বদা থাকে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে কোনও ঔষধ ফলদায়ক হয় না। ইহাতে জ্বরের ন্যায় সকল বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যে সমস্ত ঔষধ জ্বরে বিরেচনার্থ লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তদ্রূপ ঔষধ ব্যবস্থেয়।

ইচ্ছাভেদী।

শুঁঠ, মরিচ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা প্রত্যেক ১ ভাগ, শোধিত জয়পালবীজ ৩ ভাগ জলে পেষণ করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—চিনির জল। ঔষধ সেবনান্তে যত গণ্ডূষ চিনির জল পান করিবে ততবার দাস্ত হইবে।

ইহাতে বিরেচনার্থ গোমূত্র কিম্বা উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল পান করাইবে।

এইরোগে অগ্নিমান্দ্য অবশ্যম্ভাবী সুতরাং উদ্দীপক ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবহার করিবে।

ইহাতে **মানমণ্ড** বিশেষ ফলপ্রদ। বিশেষতঃ রোগের প্রথমাবস্থায় সর্ব্ববিধ উদর রোগেই কেবল **মানমণ্ড** প্রয়োগ করিবে।

* মানমণ্ড।

পুরাতন মানচূর্ণ ১ তোলা, চূর্ণিত আতপ তণ্ডুল ২ তোলা, জল ২১ তোলা, দুগ্ধ ২১ তোলা একত্রে পাক করিয়া মণ্ডবৎ করিবে। ইহাই আহারার্থ ব্যবহার করিবে। ইহাতে ক্ষুধার শান্তি না হইলে পুনর্ব্বার পাক করিয়া দিবে। একবারে ঐ পরিমাণের অধিক আহার করা কর্ত্তব্য নহে।

অথ বাতোদর চিকিৎসা

বাতোদরে রোগী বলবান থাকিলে প্রথমতঃ স্নেহস্বেদ প্রদান করিয়া স্নিগ্ধ বিরেচন করাইবে। মল নির্গম হইয়া উদর কোমল হইলে, বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উদর বেষ্টন করিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। তাহাতে স্থানাভাব হেতু বায়ু পুনঃ আধ্মান জন্মাইতে পারিবে না। সর্ব্বপ্রকার উদরেই এই নিয়ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। বিরেচনের পর উপযুক্ত

শোথনাশক দ্রব্য দ্বারা পেয়া প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিবে। বাতোদরে পিপুল চূর্ণ ও সৈন্ধব মিশ্রিত ঘোল বিশেষ উপকারী। বক্ষ্যমাণ চূর্ণের সহিত পিত্তোদরাদিতেও ঘোল উপকারী। উদর রোগে তক্র ঘোলে পথ্যৌষধ।

বাতোদরে বলাধানার্থ অল্প২ দুগ্ধ পান অভ্যাস করিবে। অধিক দুগ্ধ পান করিলে আধ্মান হইতে পারে। এরণ্ড তৈল মিশ্রিত দশমূলের কাথ দ্বারা পিচকারী দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে ভদ্রদার্বাদিগণোক্ত কাথ ও কল্ক (কেহ২ কেবল কল্ক গ্রহণ করেন) দ্বারা ১৬ সের কাঁজি সহ /৪ সের এরণ্ড তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের অনুবাসন দিলে উদরস্থাপিত বাতোদর প্রশমিত হয়।

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ।

করকচ, সচল, সৈন্ধব, যবক্ষার, যমানী, বনযমানি, পিপুল, রক্তচিতে মূল, শুঠ, হিং, বিটলবণ প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ৵০—।০ আনা। এই ঔষধ ঘৃত সংযুক্ত করিয়া অন্নের প্রথম গ্রাসের সহিত সেবন করিলে প্রবল উদর ও গুল্ম আরোগ্য হয়।

বাতোদরে যে শোথ হয় তন্নাশার্থ দশমূলীর কাথে গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

নারায়ণ চূর্ণ।

যমানী, হবুষা, ধনে, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরে, শুক্ল কৃষ্ণজীরে, পিপুল, মূল, বনযমানী, শটী, বচ, শুলফা, জীরে, ত্রিকটু, স্বর্ণক্ষীরি, রক্তচিতে মূল, সাচিক্ষার, যবক্ষার, পুষ্কর মূল, (অভাবে—কুড়) পঞ্চলবণ, কুড়, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ (১ ভাগ) দন্তী ৩ ভাগ, তেউড়ীমূল ২ ভাগ, রাখাল শসামূল ২ ভাগ, চর্ম্মকষা ৫ ভাগ। মাত্রা ।০ আনা। এই ঔষধ অনুপান ভেদে নানারোগে ব্যবহৃত হয়। যথা উদরে ঘোল সহ, গুল্মে কুলশুঁঠের কাথ সহ, আনাহ বায়ুতে—সুরাসহ, বাতরোগে—প্রসন্না (সুরামণ্ড) সহ, কোষ্ঠবদ্ধতায়—দধির মাতসহ, অর্শে—দাড়িমের কাথ সহ, অজীর্ণে গরম জল সহ প্রয়োগ করিবে; এই ঔষধ সকল প্রকার উদরেই প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহা উদরের অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ। কেহ২ এই ঔষধ ব্যাধিপ্রত্যনীক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই ঔষধ ভেদক। হৃদ্রোগ প্রভৃতিতেও ইহা যথাযোগ্য অনুপানে প্রযুক্ত হইতে পারে।

ত্রৈলোক্য সুন্দর রস।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, তাম্র, অভ্র, সৈন্ধব, বিষ, কালজীরে, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চের চিনি, চিতে, যমানী, যবক্ষার প্রত্যেক ২ তোলা, নিসিন্দা রসে, চিতেমূলের রসে, ও টাবালেবুর রসে এক২ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—ঘৃত। ঔষধ সেবনান্তে নিম্নলিখিত ঘৃত পানের বিধি আছে। কিন্তু ইদানীং তাহার ব্যবহার নাই। ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ—চিতেমূল /। পোয়া এবং যবক্ষার /। পোয়া, পাকার্থ—গোমূত্র ১৬ সের। মাত্রা—।০ তোলা।

উপরি লিখিত ঔষধে শোথ দূরীভূত না হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

অন্ন উদর রোগ চিকিৎসা

উদ্দেশ্যসাধনার্থ হেতু এই রোগ মেদোরোগের পর লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে মেদো রোগ লিখিত হইল না, সুতরাং মেদরোগের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য না থাকিলেও উদরের ইহার অভিধান হইয়াছে। এই ব্যাধি ৮ প্রকার।

এই ব্যাধি উদরগত। বিশেষতঃ ইহাতে উদর স্ফীত হয়, এজন্য ইহাকে উদর রোগ বলে। সাধারণে ইহাকে উদরী বলিয়া থাকে। এই রোগ বাতপ্রধান এবং অত্যন্ত কঠিন। ইহা অষ্টবিধ মহারোগের অন্তর্গত।

এই রোগে রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ, দুর্বল ও শীর্ণ হইলে আর জীবনের আশা থাকে না। অর্শের ন্যায় এই রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা বলবতী থাকে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে কোনও ঔষধ ফলদায়ক হয় না। ইহাতে অর্শের ন্যায় সতত বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যে সমস্ত ঔষধ অর্শে বিরেচনার্থ লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তৎসমুদয় ঔষধ ব্যবহার্য্য।

ইচ্ছাভেদী।

শুণ্ঠী, মরিচ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা প্রত্যেক ১ ভাগ, শোধিত জয়পালবীজ ৩ ভাগ, জলে পেষণ করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—চিনির জল। ঔষধ সেবনান্তে যত গণ্ডুষ চিনির জল পান করিবে ততবার দাস্ত হইবে।

ইহাতে বিরেচনার্থ গোমূত্র কিম্বা উক্ত দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল পান করাইবে।

এইরোগে অগ্নিমান্দ্য অবশ্যম্ভাবী সুতরাং অগ্নিদীপক ঔষধ ও পথ্য সমস্ত ব্যবহার করিবে।

ইহাতে মাণমণ্ড বিশেষ ফলপ্রদ। বিশেষতঃ রোগের প্রথমাবস্থায় সর্ব্ববিধ উদর রোগেই কেবল মাণমণ্ড প্রয়োগ করিবে।

মাণমণ্ড।

পুরাতন মাণচূর্ণ ১ তোলা, চূর্ণিত আতপ তণ্ডুল ২ তোলা, জল ২১ তোলা, দুগ্ধ ২১ তোলা একত্রে পাক করিয়া মণ্ডবৎ করিবে। ইহাই আহারার্থ ব্যবহার করিবে। ইহাতে ক্ষুধার শান্তি না হইলে পুনর্ব্বার পাক করিয়া দিবে। একবারে ঐ পরিমাণের অধিক আহার করা কর্ত্তব্য নহে।

আধ্মানোদর চিকিৎসা

বাতোদরে রোগী বলবান থাকিলে প্রথমতঃ স্নেহস্বেদ প্রদান করিয়া স্নিগ্ধ বিরেচন করাইবে। মল নির্গম হইয়া উদর কোমল হইলে, বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উদর বেষ্টন করিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। তাহাতে অবকাশ হেতু বায়ু পুনঃ আধ্মান জন্মাইতে পারিবে না। সর্ব্বপ্রকার উদরেই এই নিয়ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। বিরেচনের পর উপযুক্ত

লোহমণ্ডুর অথবা বাটা পোয়া প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিবে। যকৃদোদরে পিপুল চূর্ণ ও সৈন্ধব মিশ্রিত যোগ বিশেষ উপকারী। যবক্ষার চূর্ণ সহিত পিত্তাজ্যাদিতেও যোগ উপকারী। উদর রোগে তক্র যোগে পথ্যৌষধ।

বাতোদরে বলরক্ষার্থ অল্প ২ দুগ্ধ পান অভ্যাস করিবে। অধিক দুগ্ধ পান করিলে আধ্মান হইতে পারে। এরণ্ড তৈল দুগ্ধের সহিত এরণ্ডমূলের কাথ দ্বারা পিচকারী দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে অগ্নিমান্দ্যাদিনাশক দশমূলের কাথ ও কল্ক (কেহ ২ কেবল কল্ক গ্রহণ করেন) দ্বারা ১৬ সের কাঁজি সহ /৪ সের এরণ্ড তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের অনুবাসন দিলে উদরব্যাধির বাতদোষ প্রশমিত হয়।

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ।

করকচ, সচল, সৈন্ধব, যবক্ষার, যমানী, বনযমানী, পিপুল, রক্তচিতে মূল, শুঁঠ, হিং, বিটলবণ প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ৵০—।৵ আনা। এই ঔষধ ঘৃত সংযুক্ত করিয়া অন্নের প্রথম গ্রাসের সহিত সেবন করিলে সকল উদর ও গুল্ম আরোগ্য হয়।

বাতোদরে যে শোথ হয় তন্নাশার্থ পুনর্নবার কাথে গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

নারায়ণ চূর্ণ।

যমানী, হবুষা, ধনে, ত্রিফলা, বৃহৎ জীরে, ক্ষুদ্র কৃষ্ণজীরে, পিপুল, মৌরী, বনযমানী, শটী, বচ, শুলফা, জীরে, ত্রিকটু, স্বর্ণক্ষীরি, রক্তচিতে মূল, সাচিক্ষার, যবক্ষার, পুষ্কর মূল, (অভাবে—কুড়) পঞ্চলবণ, কুড়, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ (১ ভাগ) দন্তী ৩ ভাগ, তেউড়ীমূল ২ ভাগ, রাখাল শসামূল ২ ভাগ, চর্ম্মকষা ৪ ভাগ, মাত্রা।০ আনা। এই ঔষধ অনুপান ভেদে নানারোগে ব্যবহৃত হয়। যথা উদর রোগে ঘোল সহ, গুল্মে কুলকাঁটের কাথ সহ, আনাহ বায়ুতে—সুরাসহ, বাতরোগে—প্রসন্না (সুরামণ্ড) সহ, কোষ্ঠবদ্ধতায়—দধির মাতসহ, অর্শে—দাড়িমের কাথ সহ, অজীর্ণে উষ্ণ জল সহ প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ সকল প্রকার উদরেই প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহা উদরের অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ। কেহ ২ এই ঔষধ ব্যাধিক্রমে নীক বলিয়া নির্দেশ করেন। এই ঔষধ ভেদক। জ্বরোগ প্রবৃত্তেও ইহা যথাযোগ্য অনুপানে প্রযুক্ত হইতে পারে।

ত্রৈলোক্যসুন্দর রস।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, তাম্র, অভ্র, সৈন্ধব, বিষ, কালজীরে, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চের চিনি, চিতে, যমানী, যবক্ষার প্রত্যেক ২ তোলা, নিসিন্দা বাসক, চিতেমূলের রসে, ও টাবালেবুর রসে এক ২ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—ঘৃত। ঔষধ সেবনান্তে নিম্নলিখিত ঘৃত পানের বিধি আছে। কিন্তু ইদানীং তাহার ব্যবহার নাই। ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ—চিতেমূল /। পোয়া এবং যবক্ষার /। পোয়া, পাকার্থ—গোমূত্র ১৬ সের। মাত্রা—॥০ তোলা।

উপরি লিখিত ঔষধে শোথ দূরীভূত না হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

শোথোদরারি লৌহ।

শ্বেত পুনর্ণবা, গুলঞ্চ, চিতেমূল, গোরক্ষকর্কটী, পুরাতন মাণ, নারিকেলের জটা, হাড়ভাঙ্গামূল ও আকন্দমূল প্রত্যেক ৮ পল জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ক্বাথ ছাঁকিয়া তাহাতে লৌহ ভস্ম ৮পল, ঘৃত ৮পল, আকন্দের আঠা ২ পল, মনসাক্ষীর ৪ পল, অভ্র ভস্ম ২ পল, গন্ধক ১ পল, পারদ ৪ তোলা (উভয়ে কজ্জলী করিয়া) মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। আনয়পাকে—জয়পাল বীজ তাম্রভস্ম, অভ্রভস্ম, কটুকী, চিতেমূল, বনওল, শরপুঙ্খমূল, ঘণ্টকর্ণ (ঘেঁটকোল), পলাশবীজ, ক্ষীরুই, ভাণ্ডীরী, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, হাড়হড়েমূল, রাখাল শসার মূল, শ্বেত-পুনর্ণবা ও হাড়যোড়া মিলিত /১ সের। যথাবিধানে পাক সমাধা করিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—।০ সিকি। কোষ্ঠ-বলাবল বুঝিয়া মাত্রা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে হইবে। অনুপান—গরমজল অথবা পুনর্ণবার রস প্রভৃতি। ইহা উদর ও শোথের মহৌষধ।

রসেশ্বর।

রসসিন্দুর, বঙ্গ প্রত্যেক, ১ পল, গন্ধক, তাম্র প্রত্যেক ৪ পল, আকন্দের আঠার ১ বার ভাবনা দিয়া গজপুটে পাক করিয়া ২ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিবে। অনুপান—ঘৃত। অবস্থা বিশেষে শ্বেতপুনর্ণবার রস প্রভৃতি সহ সেবন করিবে।

প্লীহাধিকারের লৌহমৃত্যুঞ্জয় রস ২।৩ দিন পর বিল্বপত্র রসের সহিত সেবন করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। ইহা ভেদক। বাতোদরে অজীর্ণ নাশার্থ ভাস্করলবণ ও বজ্রক্ষার ব্যবহার করা যায়।

প্রবল শোথ হইলে পুনর্ণবাষ্টক কষায়ে এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

পুনর্ণবাষ্টক কষায়। যথা।—শ্বেতপুনর্ণবা, নিমছাল, পলতা, শুঁঠ, কটুকী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী। ইহা সর্ব্ববিধ শোথ নাশক।

দশমূলষট্‌পলক ঘৃত।

দশমূল ৫০ পল বা /৬। সের, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের, ঘৃত /৮ সের, দধি ১৬ সের। কল্কার্থ—পঞ্চকোল ও যবক্ষার প্রত্যেক ১ পল। এই ঘৃত বাতোদর ও বাতগুল্ম নাশক।

ত্রিফলাদ্য ঘৃত। (বিরেচক)

ঘৃত /৪ সের, আকন্দক্ষীর ২ পল, মনসাক্ষীর ৬ পল, হরীতকী, কমলাগুঁড়ি, আমলকী, তেউড়ী, সোণামুখী, শ্বেত অপরাজিতা, বননীল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, শঙ্খিনী (কোন কলমী কাহারও মতে কালমেঘ) রক্তচিতেমূল প্রত্যেক ১ পল, পাকার্থ—জল ১৬ সের। আকন্দক্ষীর এবং মনসাক্ষীর কিছুক্ষণ পাত্রে রাখিয়া দিলে

নীচে যে আটার ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জমে তাহা পরিত্যাগ করিয়া উপরের তরল দুগ্ধবৎ পদার্থ গ্রহণ করিবে। মাত্রা—১ মাসা বা ২ মাসা। ইহাদ্বারা অষ্টবিধ উদর এবং গুল্ম আরোগ্য হয়। এই ঘৃত অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ব্যবহার খুব কম। শাস্ত্রে লিখিত আছে ইহার ১ বিন্দু পানে ১ বার ভেদ হয়।

পটোলমূলাদি চূর্ণ।

পটোলমূল, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা প্রত্যেক ২ তোলা, কমলাগুড়ি ৪ তোলা, বননীলমূল ৬ তোলা, তেউড়ীমূল ৮ তোলা, মাত্রা—/—।০ আনা। বিরেচক চূর্ণ ঔষধের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। ইহার ন্যায় ভেদক ঔষধ অতি বিরল। ইহা অত্যন্ত ক্রূরকোষ্ঠে প্রয়োগ করিবে।

শোথশার্দ্দূলরস প্রভৃতি শোথ প্রশমনার্থ প্রয়োগ করিবে। শোথশার্দ্দূল তৈল ও শুষ্কমূলাদ্য তৈল শোথ স্থানে মালিশ করিবে। শরীরে বেদনা থাকিলে রসোন তৈল ব্যবহার করিবে। বাতোদরের অবস্থা বিশেষে চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি বায়ুনাশক ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অথ পিত্তোদর চিকিৎসা

অল্প মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত এবং শর্করা দ্বারা সুমিষ্ট সুস্বাদু তক্র পান করিলে পিত্তোদর প্রশমিত হয়। ইহাতে উদরে দাহ থাকিলে ভেদ নিষিদ্ধ। এই পীড়ায় এরণ্ডবীজ সাধিত দুগ্ধদ্বারা অথবা তেউড়ীমূল সাধিত দুগ্ধদ্বারা বিরেচন করাইবে। বিরেচনার্থ—পটোলাদি চূর্ণ বিশেষ হিতকর। ইহাতেও নারায়ণ চূর্ণ ও বিন্দুঘৃত ব্যবহার করা যায়। জ্বর ও দাহ থাকিলে বৃহৎ বাতচিন্তামণি প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শোথদাবারি লৌহ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। শোথশার্দ্দূল রস প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা শোথ প্রশমন করিবে। ইহাতে অতিসার থাকিলে পিপ্পল্যাদ্য লৌহ উপকারী; তদবস্থায় নারায়ণ চূর্ণ প্রযোজ্য নহে।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ।

পিপুল মূল, চিতেমূল, অভ্র, ত্রিকটু, ত্রিজাত, ত্রিফলা, কর্পূর, সৈন্ধব, প্রত্যেক সমভাগ, লৌহভস্ম সর্ব্বচূর্ণ সম। মাত্রা—৪ রতি। যথাযোগ্য অনুপানে ব্যবহার্য্য।

হবুষাদ্য ঘৃত।

হবুষা, স্বর্ণক্ষীরী, ত্রিফলা, কট্কী, বননীলমূল, বলাডুমুর, সাতলা, (চর্ম্মকষা) তেউড়ীমূল, বচ, সৈন্ধব কাললবণ, পিপুল প্রত্যেক সমভাগ। অনুপান—দাড়িমের

মদ, উষ্ণজল, গোমূত্র, প্রভৃতি। মাত্রা—৹ সিকি। ইহাতে গুল্ম, উদর, প্লীহা বিদ্রধি ও শোথ হয়।' ইহা ভেদক এবং বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মার সমতা কারক।

কফোদর চিকিৎসা

কফোদরী, যমানী, সৈন্ধব, জীরে, ত্রিকটু ও মধু মিশ্রিত নাতি তরল ঈষদম্ল তক্রপান করিবে। দাড়িমাদির রস দ্বারা অন্নাস্বাদ করা কর্ত্তব্য।

প্রলেপ। যথা—দেবদারু, পলাশফল, আকন্দমূল, গজপিপুল, সজিনাছাল, অশ্বগন্ধা প্রত্যেক সমভাগ, গোমূত্রে বাটিয়া উদরে প্রলেপ দিবে।

চিত্রক ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের পাকার্থ—জল ১৬ সের, গোমূত্র /৮ সের, কল্কার্থ—চিতেমূল ১ পল, যবক্ষার ১পল।

নীলিনীত্র্যূষণাদ্য চূর্ণ।

বননীল মূলের ছাল, ত্রিকটু, ক্ষারদ্বয়, পঞ্চলবণ, চিতেমূল প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ।০ আনা ঘৃতসহ লেহ্য। সাধারণতঃ ইহা গরমজল সহ ব্যবহৃত হয়। এই সকল দ্রব্য দ্বারা ঘৃত পাক করিয়াও ব্যবহার করা যায়।

পিপ্পল্যাদ্যক্ষার।

পিপুল রক্তলোধ, হিং, শুঁঠ, গজপিপুল, ভল্লাতক, সজিনা বীজ, ত্রিফলা, কটুকী, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, এলাচি, অজৈষ, শালপাণি, কুড, মুথা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক সমভাগ। এই সমুদায় চূর্ণ বস, মজ্জা, ঘৃত ও তৈল (অভাবে ঘৃত তৈল) দ্বারা মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ দধি দ্বারা মর্দ্দন করতঃ মৃৎপাত্রে অন্তর্ধূমে ভস্ম করিবে। মাত্রা ।০ আনা। আহারের পর দধিমস্ত, উষ্ণজল অরিষ্ট বা আসব সহ পান করিবে। ইহাতে গুল্ম, উদর, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, বাতাষ্ঠীলা ও বাতজ হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়। ইহাতে বিরেচনার্থ পূর্ব্বোক্ত যোগসমূহ এবং শমনার্থ নারায়ণচূর্ণ প্রভৃতি অবস্থা বিশেষে ব্যবহার করিবে।

জলোদর চিকিৎসা

এই রোগই সচরাচর দৃষ্ট হয়। ত্রিকটু চূর্ণসহ তক্র পান করিলে জলোদর প্রশমিত হয়। প্রবৃদ্ধ জলোদরে জলস্রাব এবং বিহিত শস্ত্রকর্ম্ম কর্ত্তব্য। ইহাতে দ্রবদ্রব্য পানকরা একেবারেই নিষিদ্ধ। মলভেদক এবং মূত্রকারক ঔষধ ব্যবহারে রোগ সত্বর দমিত হয়। ইহাতে জলপান বড়ই অনিষ্টকর। কেহ২ বলেন মুক্তামাংসী দ্বারা জল পাক করিয়া

ই অর্দ্ধশৃত জল উষ্ণ অবস্থায় অল্প ২ পান করিতে দেওয়া যায়। দুগ্ধ ও ঘোল পান নিষিদ্ধ নহে।) জলের ন্যায় লবণও একান্ত পরিহার্য্য। নিতান্ত আবশ্যক হইলে ধান্যরসে লবণ ভর্জ্জিত করিয়া অল্প মাত্রায় সেবন করিবে। বৃকোদরে যে প্রলেপ লিখিত হইয়াছে তাহা ইহাতেও ব্যবহার করিবে। পূর্ব্বোক্ত পুনর্ণবাষ্টক কষায় ও মাণমণ্ড ইহাতে মহোপকারী। মূত্র নিঃসরণার্থ গোক্ষুরের কাথ সহ বিদ্রুমযোগ ব্যবহার করিবে। নারায়ণ চূর্ণ গোমূত্রসহ পান করিবে।

পুনর্ণবাষ্টক কষায়ে শিলাজতু বা গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে থাকলে প্রস্রাব ও মলভেদ হইয়া জলোদরের শান্তি হয়।

পূর্ব্বোক্ত পিপ্পল্যাদ্য ক্ষার গোমূত্র সহ অথবা পুনর্ণবাষ্টক-কষায় সহ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। পূর্ব্বোক্ত শোথোদরারি লৌহ, শোথশার্দ্দূল রস প্রভৃতি শোথ শান্তির নিমিত্ত প্রয়োগ করিবে।

অভয়ারিষ্ট ক্ষার।

৮ গুণ গোমূত্রশৃতছাগকরীষের ক্ষার অথবা জল সম্পাদিত ছাগ করীষের ক্ষার ।• তোলা, পিপুল মূল, পিপুল, পঞ্চলবণ, চিতেমূল, শুঁঠ, ত্রিফলা, তেউড়ীমূল, বচ, কায়-ফল, সাতলা, দন্তীমূল, স্বর্ণক্ষীরী, অজশৃঙ্গী প্রত্যেক ।• তোলা, পাকার্থ—গোমূত্র সর্ব্বদ্রব্যের ৮ গুণ। পাকান্তে ।• আনা গুড়িকা করিবে। অনুপান—সৌবীর (অভাবে কাঁজি বা উপযুক্ত কাথ)। এই ঔষধ শোথ, জলোদর ও অপরিপাকের মহৌষধ। ইহা মলভেদক।

পুনর্ণবা মণ্ডূর, স্বর্ণপর্পটী, শোথাধিকারোক্ত দশমূল হরীতকী অহিফেন বর্জ্জিত দুগ্ধবটী ও ক্ষীরবটী যথোক্ত নিয়মানুসারে ব্যবহার করিলে জলোদর আরোগ্য হয়। জলোদরে জ্বর থাকিলে পুটপাকবিষম-জ্বরান্তক লৌহ বা স্বর্ণপর্পটী ব্যবহার করিবে।

জলোদরে মল ভেদনার্থ জয়োক্ত ঔষধ এবং ইচ্ছাভেদী রস প্রশস্ত। জয়-পালঘটিত ভেদক ঔষধ শীঘ্র জলোদর প্রশান্তি কারক।

ইহাতে তৈল ঘৃতাদি স্নেহপদার্থ পান নিষিদ্ধ। এমনকি তৎসাধিত দ্রব্য ভক্ষণও শ্রেয়স্কর নহে।

শোথাধিকারোক্ত দশমূলঘটিত বৃহৎ শুষ্ক মূলাদ্য তৈল ও পুনর্ণবা তৈল মর্দ্দন করিতে কেহ ২ উপদেশ দেন; কিন্তু প্রবৃদ্ধ অবস্থায় তাহা সমীচীন নহে।

প্রবৃদ্ধ জলোদরে দুই দিন অন্তর ২ জলমোক্ষণ করা বিধেয়। কদাপি একযোগে সমস্ত জল নির্হরণ করা কর্ত্তব্য নহে। যেস্থলে ঔষধে ফললাভ হয় না সেইস্থলে শস্ত্র প্রয়োগ শ্রেয়ঃ। শ্বেত মাকালের মূল ধারণ করিলে জলোদর এবং শোথ আরোগ্য হয়। ইহা পরীক্ষিত। জলোদরে বস্ত্রদ্বারা উদর বন্ধন হিতকর।

ইহাতেও ৬ মাসের মধ্যে অন্নাহার এবং জল লবণ ব্যবহার করা উচিত নহে। বেদানা জন্য শোথে অথবা ইহাতেও তাহাই অপথ্য।

কোনও ঔষধে ফললাভ না হইলে শেষে স্বর্ণসিন্দূর চূর্ণই ইহার চরম ঔষধ।

উদররোগের শেষ চিকিৎসা বিষ; যখন কোনও প্রক্রিয়া দ্বারা ফললাভ হয় না তখন রোগীর আত্মীয়গণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া শোধিত সর্পবিষ অর্দ্ধসর্ষপ মাত্রায় পান ভোজনের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা অনেক সময় সুফল করিয়া থাকে। বিষক্রিয়া ভিন্ন রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বিষপ্রয়োগে দোষ সংঘাত ভিন্ন হইয়া রোগী প্রকৃতিস্থ হইতে পারে। অতঃপর রোগীকে শীতল জল পরিষেচিত করিয়া দুগ্ধপান করাইবে। এইরূপ ১ মাস দুগ্ধপান প্রশস্ত। সর্পদষ্ট জন অন্ততঃও তাদৃশ ফললাভ হইয়া থাকে। তাহার পথ্যও উক্তরূপ।

প্লীহোদর চিকিৎসা

প্লীহা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্লীহানাশক চিকিৎসাই ইহার চিকিৎসা।

শুঠ, বচ, গুলঞ্চ, কুড়, সৈন্ধব, মধু এবং চৈতন্যযুক্ত তক্র পান করিলে প্লীহোদর আরোগ্য হয়।

শিগ্রু প্রলেপ।

সজিনা ছাল ও রাই সর্ষপ একত্র বাটিয়া গরম করতঃ প্লীহাস্থানে প্রলেপ দিলে প্লীহা এবং প্লীহোদর আরোগ্য হয়।

প্লীহোদরে গোমূত্র অতীব হিতকর। ইহাদের স্বেদ ও পান প্রশস্ত।

অর্কলবণ।

একটী নূতন হাঁড়িতে পরিণত (বাঁতি, পাকা) আকন্দপাতা সাজাইয়া সেই স্তরের উপর সৈন্ধবচূর্ণ সাজাইয়া পুনঃ তাহার উপর আকন্দপাতা সাজাইয়া ও তদুপরি সৈন্ধবচূর্ণ সাজাইয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ করতঃ অন্তর্ধূমে পাক করিবে। আকন্দপাতা গুলি সহজে চূর্ণ হইবার উপযুক্ত হইলেই নামাইবে। একেবারে ভস্মীভূত হইলে ঔষধের শক্তি হ্রাস হইবে। কেহ২ প্রথমেই সৈন্ধব লবণের স্তর বসাইবার উপদেশ দেন, তাহাই যুক্তিযুক্ত। সৈন্ধব ও আকন্দ পাতা সমভাগ গ্রহণ করিবে। মাত্রা ৵০ আনা। অনুপান—দধির মাত। কিন্তু অধুনা শীতল জল সহ ব্যবহৃত হয়। ইহা সুকুমার ব্যক্তির পক্ষে শূন্য পেটে প্রয়োজ্য নহে। তাহাতে বিবমিষা এবং উদরজ্বালা হইতে পারে। সম্ভব হইলে, শূন্যোদরে ঔষধ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। এই ঔষধ রক্তপ্লীহোদরে ব্যবহার্য্য নহে। বাতপ্রধান বা কফপ্রধান প্লীহায় বা প্লীহোদরে ব্যবহার্য্য। নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা প্লীহার বাতাদিভেদ পরিজ্ঞাত হইবে। যথা—

উদরাবর্ত্ত, প্লীহদেশে বেদনা, এবং কোষ্ঠবদ্ধতাদ্বারা বাতপ্রধান, প্লীহস্থানে বা শরীরে দাহ, মোহ, পিপাসা ও জ্বর দ্বারা পিত্তপ্রধান, শরীরের গুরুতা, (ভারবোধ) অরুচি, প্লীহার কঠিনতা বা স্থূলতা দ্বারা কফপ্রধান, পিত্তলক্ষণ এবং অতিশয় পিপাসাদ্বারা রক্তপ্রধান (অর্থাৎ প্লীহাতে রক্তসঞ্চার হইয়াছে) বুঝিতে হইবে। সমস্ত দোষের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে সন্নিপাত প্লীহা নির্দ্দেশ করিবে।

বাতশ্লেষ্মজ প্লীহায় সজিনা ছাল গোমূত্রে পেষণ করিয়া গরম করতঃ প্লীহস্থানে প্রলেপ দিবে। অত্যন্ত কঠিন প্লীহাতে গোমূত্রের হিতকর। কেহ২ সজিনামূল বাটিয়া প্লীহস্থানে প্রলেপ দিতে উপদেশ দেন; কিন্তু তাহা অতি তীব্র বিধায় জ্বালা হইয়া থাকে এবং ফোস্‌কা পড়ে। ইহা সহ্য করা কঠিন, কিন্তু সহ্য করিতে পারিলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। ইহাতে রক্তশোধন কার্য্যের ফল হয়। বাত পিত্তপ্রধান প্লীহায় এই সকল আয়ের কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে।

কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে প্লীহা সত্বর আরোগ্য হয় না। হরীতকী ১ তোলা, পুরাতন ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিলে অথবা ক্ষারপ্রধান ভেদক ঔষধ অভয়া লবণাদি সেবন করিলে প্লীহা এবং প্লীহোদর সত্বর আরোগ্য হয়।

শুল্মোক্ত ষট্‌পলঘৃতপানে পুরাতন বাত প্রধান প্লীহা উপশমিত হয়। প্লীহনাশক দ্রব্যের মধ্যে পিপ্পলী ও রক্তচিতে মূল শ্রেষ্ঠ।

পিপ্পল্যাদি চূর্ণ।

পিপুল, শুঁঠ দন্তীমূল, রক্তচিতেমূল, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা, হরীতকী ২ তোলা, মাত্রা ।॰ সিকি। অনুপান—গরম জল।

পিপ্পল্যাদিচূর্ণ। (দ্বিতীয় প্রকার)

পিপুল, শুঁঠ, দন্তীমূল, শোধিত হিং, হরীতকী প্রত্যেক ১ তোলা, বিড়ঙ্গ ॥॰ তোলা। মাত্রা এবং অনুপান পূর্ব্ববৎ।

বিড়ঙ্গক্ষার।

বিড়ঙ্গ, রক্তচিতেমূল, শুঁঠ, সৈন্ধব, বচ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া মৃৎপাত্রে অন্তর্ধূমে ভস্ম করিবে। মাত্রা ৵॰ আনা। অনুপান—দুগ্ধ /॰ এক ছটাক। ইহাতে প্লীহোদর ও গুল্ম আরোগ্য হয়।

প্লীহাধিকারে যে সমস্ত ভেদক ও আয়ের ঔষধ লিখিত হইবে তাহা প্লীহোদরে প্রয়োগ করিবে।

যকৃদাল্যুদরের চিকিৎসা প্লীহোদরের ন্যায়। কিন্তু ইহাতে ক্ষারাদি আয়ের ক্রিয়া প্রশস্ত নহে। ইহাতেও ভেদক ঔষধ প্রযোজ্য।

ইহাতেও শিরা, প্রলেপ বিশেষ ফলদায়ক। এই রোগে রোহিতকাদিচূর্ণ, গুড়চ্যাদি চূর্ণ, প্লীহান্তক ও প্লীহারি রস হিতকর।

রোহিতকাদ্য চূর্ণ।

রোহিতক (রয়না বা রোহিতরাজ) ছাল, যবক্ষার, পিপ্পলীমূল, পিপ্পলী, হরীতকী, কালমেঘ, চিতামূল, শুণ্ঠী, পাটলীপত্র [illegible] সমভাগে [illegible]। মাত্রা [illegible] আনা। উষ্ণ জলসহ সেব্য।

অবস্থানুসারে ৬ রতি মাত্রায় [illegible] প্রয়োগ করিবে। আবশ্যক হইলে যকৃৎ প্লীহাদিনাশক ঔষধ ব্যবহার করিবে।

প্লীহারি রস।

[illegible] (সম বা সমভাগিক, [illegible]) ২ তোলা, স্বর্ণ [illegible] তোলা, উৎকৃষ্ট তাম্র ভস্ম [illegible] তোলা, অভ্র ২ তোলা, [illegible] ২ তোলা, [illegible] মুক্তাচূর্ণ ২ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। [illegible] ১ বটি [illegible] সেব্য। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ ও পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হয়।

অথ বদ্ধোদর চিকিৎসা

এই উদরে হরিদ্রা, হরীতকী, জীরক ও সৈন্ধব লবণ সহ ঘৃতপান করিবে। ইহাতে অনুলোমন, অগ্নিদীপন এবং কোষ্ঠবিরেচন হিতকর। যে যে কারণে বদ্ধোদর উৎপন্ন হয়, তাহা নষ্ট করাই ইহার প্রধান চিকিৎসা। যদি অন্ত্র মধ্যে কোন পদার্থ আবদ্ধ হেতু পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে তাহার বহির্গমন জন্য অবস্থা বিশেষে নিরূহ বা অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ কর্ত্তব্য। বস্তি প্রয়োগের পূর্ব্বে রোগীর উদরে স্বেদ দেওয়া আবশ্যক। বস্তিদ্রব্যের সহিত বা ক্বাথের সহিত তীক্ষ্ণবিরেচন দ্রব্য, গোমূত্র, তিল তৈল ও সৈন্ধব মিশ্রিত করা আবশ্যক। যদিও বদ্ধোদর, ছিদ্রোদর ও জলোদরে বস্তিপ্রয়োগ নিষিদ্ধ, তথাপি অবস্থা বিশেষে উহা প্রযুক্ত হইতে পারে। বদ্ধোদরে বাতানুলোমক ঔষধ ও বাতপ্রধান উদরের ঔষধ সমূহ প্রযোজ্য। ইহাতে বাতানুলোমক অন্নপান হিতকর।

ছিদ্রোদর চিকিৎসা

ছিদ্রোদরে পিপ্পলী ও মধুযুক্ত জলপান বিধি। ইহাতে অন্ত্র ক্ষত হয় সুতরাং ক্ষত নাশক ক্বাথ পান ও ক্ষতনাশক ঔষধ সমূহ হিতকর। ইহাতেও পূর্ব্ববৎ ঔষধ ব্যবস্থেয়। এই উদরে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে অন্ত্রের ক্লেদ বর্দ্ধিত হয়। ইহার চিকিৎসা বদ্ধ উদরের ন্যায়, কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ ঔষধ ব্যবস্থেয় নহে। ইহা প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না। [illegible] যদি রোগী আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু [illegible]

ম্যালেরিয়ার উপর অর্থাৎ প্লীহার চিকিৎসা লিখিত হইল না; কিন্তু কোন কোন সংহিতায় প্লীহার চিকিৎসা লিখিত পাওয়া যায়। অগ্নিমান্দ্য, জিহ্বা, অতিসার ও শৈত্য যুক্ত জ্বরাদি নিবারণার্থ। প্লীহাজ্বরাদিতে চূর্ণ ইহা প্রভৃতি বিধান অনুসারে ঔষধ ব্যবহার করিবে। তবে এই নিয়মাদিতে অন্য অভিজ্ঞদিগের উপদেশ গ্রহণীয়।

অথ প্লীহযকৃৎ চিকিৎসা।

প্লীহা যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে অগ্নিমান্দ্য উদরাদি এবং যকৃৎ অতিশয় বর্দ্ধিত হইলে পরিণামে অনেক রোগের উৎপত্তি হয়। অতএব উভয়ের এই প্লীহযকৃৎ চিকিৎসা লিখিত হইতেছে। উক্ত রোগে যে সকল ঔষধ ও যকৃৎ নাশক ঔষধ লিখিত হইয়াছে, এই সমুদায়ের অনেকগুলি প্রযুক্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহা অপেক্ষা ঔষধাদি প্রয়োগ করা উচিত। অন্যান্য পরিপাকে প্লীহযকৃৎ রোগের চিকিৎসা উৎপন্ন হইতে পারে।

অভয়া লবণাদি চূর্ণ।

হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার, পিপুলমূল, সৈন্ধব, পিপুল প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ১০ আনা। অনুপান—উষ্ণজল, ইহাতে নানাবিধ প্লীহা আরোগ্য হয়। এই ঔষধ যকৃতে প্রশস্ত আছে।

পিপ্পলী প্লীহানাশক ঔষধের শ্রেষ্ঠ। শাকুনাদির মধ্যে তাহা শ্রেষ্ঠ। শাকুনাদি ঔষধ সকল যকৃৎ প্লীহযকৃৎ রোগে ব্যবহার্য।

বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ।

বিড়ঙ্গ, রোহিত ছালচূর্ণ, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ ও সৈন্ধব প্রত্যেক সমভাগ, চূর্ণ করিয়া নূতন মৃৎপাত্রে দগ্ধ করিবে। (যেন পুড়িয়া ভস্ম হইয়া না যায়) পশ্চাৎ চূর্ণ করিয়া ।০ আনা মাত্রায় উষ্ণ জল সেবন করিবে। ইহা প্লীহানাশক। এই ঔষধ যকৃতেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

আমলকী মধুযুক্ত করিয়া ১/০—১০ আনা মাত্রায় নিয়মিত পুরাতন ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিলে প্লীহা নষ্ট হয়। ইদানীং এই দেশীয় লৌহঘটিত ঔষধ প্রভৃতি প্লীহানাশক ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয়।

রোহিতকাদ্য ক্বাথ।

রোহিতক (রক্তরোহিত) ছাল ১ তোলা, হরীতকী ১ তোলা, মিলিত অর্দ্ধসের জলে ক্বাথে ৩ রতি পিপুলচূর্ণ ও ৩ রতি যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্লীহা আরোগ্য হয়।

রোহিতকাদ্য প্রলেপ। যথা—রোহিতক ছাল গোমূত্রে পিষ্ট করিয়া প্লীহার উপর প্রলেপ দিলে প্লীহা ও যকৃৎ আরোগ্য হয়। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রলেপ ব্যবহার করিবে।

রোহিতকছাল, রক্তচিতের মূল, আমরুল ও হরীতকী ইহাদের পিপ্পলীর ন্যায় প্লীহায় হিতকর।

ক্ষারচিকিৎসা।

সমুদ্র ফেনার চূর্ণ ।০ এক আনা, দুগ্ধ সহ পান করিলে প্লীহা বোধিত হয়।

শরপুঙ্খার মূল তক্রে পেষিত রক্তচিতের মূল ২ রতি, হিঙ্গু ২ রতি ও পিপুলচূর্ণ ৩ রতি একত্রে দিয়া পান করিলে প্লীহার শান্তি হয়।

পলাশের বিস্রুত রসক্ষার সেবন করিলে, যকৃৎ ও প্লীহা আরোগ্য হয়।

কাঁচা বাঁশের কচিপাতা সহিত নারিকেলের মূলত্বক, ৩ ৪ তোলা চিনি ও পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে যকৃৎ ও প্লীহারোগ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহা যকৃৎরোগের মহোপকারী ঔষধ। নাটাকরঞ্জ যকৃৎরোগে শ্রেষ্ঠ।

শরপুঙ্খা, রোহিতকছাল, পুরাতন মান ইত্যাদি দ্রব্য এবং রোহিতকাদ্য ঘৃত, মাণকাদি গুড়িকা, রোহিতকাদ্যবটি চূর্ণ, চিত্রকাদি লৌহ ইত্যাদি ঔষধ প্লীহা ও যকৃৎ রোগ নাশক।

যদিও যকৃতের চিকিৎসা প্লীহার ন্যায় বলিয়া কথিত আছে, তথাপি অনেক তীক্ষ্ণ ঔষধ কেবল যকৃতে হিতকর নহে। প্লীহা ও যকৃৎ উভয় রোগ একত্র বিদ্যমান থাকিলে হিতকর নহে।

বিশোধিত তাম্র ভস্ম প্লীহা এবং যকৃৎ উভয় রোগের নাশক।

যেরূপ স্বর্ণ বাতরোগে, রৌপ্য পিত্তে, অভ্র কফে, বঙ্গ মেহে, লৌহ জীর্ণ জ্বরে, শিলাজতু মূত্রকৃচ্ছ্রে, হরিতাল কুষ্ঠে শ্রেষ্ঠ—তদ্রূপ প্লীহাযকৃতে তাম্র শ্রেষ্ঠ। তাম্রধাতু কফনাশক, বিশোধিত তাম্র অমৃত সদৃশ এবং অশোধিত তাম্র বিষ সদৃশ জানিবে।

মাণকাদি গুড়িকা।

পুরাতন মান, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, যমানী, রক্তচিতের মূল, সৈন্ধব, শুঁঠ প্রত্যেক ৩ তোলা, বিটলবণ, সচললবণ, হিঙ্গু, পিপুল, যবক্ষার ২ তোলা, পুরাতন গুড় ৮ সের। একত্রে মর্দ্দন করিয়া গুটিকা করিবে। মাত্রা ।০ তোলা উষ্ণজল সহ দেয়। ইহা প্লীহা, যকৃৎ, গুল্মোদর, উদরী ও অগ্নিমান্দ্য নাশক, মলভেদক ও অগ্নিদীপক। শোথরোগেও ইহা বিশেষ উপকারী।

বৃহৎ মাণকাদি গুড়িকা।

পুরাতন মান, আদার মূল, শুঁঠ, পিপুল, রক্তচিতের মূল, শিলাজিৎ, শুঁঠ, সৈন্ধব, আমলকী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, চই, বচ, বিটলবণ, সচল লবণ, যবক্ষার, পিপুল, পিপুলমূল,

(বনবীজ পুর), জীরে, পাঁচিলবণ প্রত্যেক ৪ তোলা, পাকার্থ গোমূত্র ১৬ সের একত্র পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে তাহাতে জীরে, ত্রিকটু, হিং, যমানী, কুড়, শটী, দন্তীমূল, চৈতমূল, শ্বেতাপরাজিতার মূল, প্রত্যেক ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। ইহাতে অনেক মধু মিশাইবার বিধান আছে কিন্তু আমরা গোমূত্র বা হিং মিশ্রিত ঔষধে মধু মিশ্রিত করা সমীচীন মনে করি না। মাত্রা ১০ তোলা। অনুপান—উষ্ণজল। ইহা পুরাতন অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং শোথ, গুল্মশূল ও জীর্ণ বিষমজ্বর নাশক। এই ঔষধ পাণ্ডু ও কামলার অবিরোধী এবং রেচক। ইহা কেবল যকৃতে প্রযোজ্য নহে।

অভয়ালবণ।

পালিধামান্দার, পলাশছাল, আকনছাল, সীজছাল, মূল-পত্র ও শাখা সহিত আপাং ও হস্তিকর্ণ, বরুণছাল, গোক্ষুরবীজ, সমূল শাখাপত্র বাসক, (ঘেঁটকোল) গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারি, নাটা, ইন্দ্র মাদী, (ইহাদের অভাবে গ্রাহ্য) কুড়চিছাল, ঘোষালতা, পুনর্নবা শাক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করতঃ কুটিয়া নূতন মৃৎপাত্রে রাখিবে। পশ্চাৎ তিন্তিড়ী কাঠের আগুন দিয়া ভস্মীভূত করিবে। (কেহ২ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিতে উপদেশ দেন। তাহাই সমীচীন) এই ভস্ম /২ সের লইয়া ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পুনর্বার পাকে চাপাইয়া তাহাতে সৈন্ধব /২ সের, হরীতকী /১ সের, গোমূত্র ১৬ সের মিশাইয়া পাক করিবে; ঘনীভূত হইলে নামাইয়া তাহাতে জীরে, ত্রিকটু, শোধিত হিং, যমানী, কুড়, শটী, প্রত্যেক ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া ।৵ তোলা মাত্রায় গরমজল সহ সেবন করিবে। ইহা প্লীহা রোগের সর্বপ্রধান ঔষধ। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, উদর, গুল্ম, আনাহ, অষ্ঠীলা, শর্করা, অশ্মরী, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠগত বায়ু আরোগ্য হয়। ইহা মল ভেদক; এই ঔষধ কেবল যকৃতে ও শোথে প্রযোজ্য নহে। অজ্ঞানবশে প্লীহা ও অন্য রোগে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা পাণ্ডু ও কামলার বিরোধী।

গুড়পিপ্পলী।

বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, কুড়, হিং, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, চিতেমূল, পিপুলমূল, কৃষ্ণজীরে, তালমূলী, কুমারীগাছের পত্র, অপামার্গ, তেঁতুলের খোসাক্ষার প্রত্যেক সমভাগ, পিপুলচূর্ণ সর্বচূর্ণ সম, পিপুলচূর্ণ সহ সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন ইক্ষুগুড়, একত্র মর্দন করিয়া মোদকাকার করিবে। মাত্রা।০—।০ তোলা। অনুপান—গরমজল। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, অগ্নিমান্দ্য, শোথ ও কাস আরোগ্য হয়। এই ঔষধ বালকদিগের প্লীহা যকৃতে পরম হিতকর। শ্লেষ্মপ্রধান ধাতুতেই এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

বৃহৎ গুড় পিপ্পলী।

গুড়পিপ্পলীর ত্রিফলাদি তেঁতুলের খোসা ভষ্মান্ত দ্রব্য এবং. চই প্রত্যেক সমভাগ। সর্ব্ব-চুর্ণের দ্বিগুণ পিপুলচুর্ণ এবং পিপুলচুর্ণ সম পুরাতন ইক্ষুগুড় একত্র মাড়িয়া মোদকাকার করিবে। ইহার মাত্রা ও অনুপানাদি পূর্ব্বোবৎ। এই ঔষধ বালকে প্রযোজ্য নহে। পুরাতন পিপুল ঔষধে প্রশস্ত।

প্রাতঃকালে গোমূত্র গণ্ডূষপান কেবল প্লীহার পক্ষে অতীব হিতকর। কঠিন প্লীহায়, গোমূত্রস্বেদ উপকারী। গোমূত্র ভেদক। রাইসর্ষপ বাটিয়া গরম করতঃ প্রলেপ দিলে প্লীহা সঙ্কুচিত হয়। প্লীহস্থানে অত্যন্ত বেদনা হইলে শোধিত হিং, ত্রিকটু, কুড় যবক্ষার ও সৈন্ধব মিলিত চূর্ণ ।৴০ আনা মাত্রায় টাবালেবুর রসসহ সেবন করিলে আশু বেদনা নষ্ট হয়। কেবল প্লীহাতে হিং অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। কেবল হিং সেবন করিয়া অত্যন্ত কঠিন প্লীহা আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

নাভিশঙ্খভস্ম ৵০ আনা জম্বীর রস সহ পান করিলে বাতজ প্লীহার শান্তি হয়।

কেহ ২ পূর্ব্বোক্ত অর্কলেপের সহিত নাভিশঙ্খ মিশাইয়া ব্যবহার করেন।

অপামার্গক্ষার ও সৈন্ধব ৵০ মাত্রায় উষ্ণজলসহ পান করিলে প্লীহা আরোগ্য হয়। আপাং ভস্ম করিয়া ১৬গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনঃপাক করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম।

কদলী বৃক্ষের বা পক্ক কলের আবরণ ভস্ম করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিয়া সেই ক্ষার পাথরের বা কাচের পাত্রে পূর্ব্বরাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই ক্ষার জল দ্বারা অন্ন ব্যঞ্জনাদি সাধিত করিয়া সেবন করিলে বিশেষ ফলোদয় হয়।

প্লীহরোগে ক্ষারের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ বিরল। গুড়পিপ্পলীর ভস্ম স্থানে উক্তবৎ দ্রব্যের ক্ষার ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়।

রক্তচিতেমূল ১ রতি কলার মধ্যে পুরিয়া গিলিয়া খাইলে প্লীহা আরোগ্য হয়। অশোধিত চিতেমূল ব্যবহার করিবে না।

শিমূলফুল সিদ্ধ করিয়া রাত্রি পর্য্যুষিত করতঃ পরদিন রাইসর্ষপসহ বাটিয়া জলসহ পান করিলে প্লীহা ও যকৃত আরোগ্য হয়। এই ঔষধ যকৃতে কার্য্যকারী।

সুপক্ক ও সুমিষ্ট আমের রস মধুসহ লেহন করিলে বাতপ্রধান প্লীহা আরোগ্য হয়। ইহার শক্তি মৃদু।

তিল, তিসি, এরণ্ডবীজ ও রাইসর্ষপ একত্র বাটিয়া যকৃতে প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপ অবস্থা বিশেষে গরম করিয়াও ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত শিগ্রুপ্রলেপ ও যকৃতে প্রয়োগ করা যায়।

শোধিত রক্তচিতেমূল ১ রতি, পুরাতন ইক্ষুগুড় প্রগাঢ় করিয়া ব্যবহার করিলে যকৃৎ আরোগ্য হয়।

অগ্নিপ্রভাবটী।

সৈন্ধব, নিশাদল, যবক্ষার, বিটলবণ ও রসসিন্দুর, প্যাটোল মূলের রসে মর্দ্দন করিয়া ৩,৪ রত্তি বটী করিবে এবং ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। অনুপান—কুলেখাড়ার রস। ইহা ভেদক, অগ্নিদীপক, যকৃৎ নাশক ও কোষ্ঠবায়ু এবং প্লীহার উপশমক। এই ঔষধ প্রাতঃকালে ব্যবহার্য্য।

যকৃদারি লৌহ।

লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, তাম্র ২ তোলা, পাতিলেবুর মূলের ছালের চূর্ণ ৮ তোলা, অন্তর্ধূমে ভস্মীকৃত কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম ৮ তোলা জলে মর্দ্দন করিয়া ৬ রত্তি বটী করিবে। ইহাদ্বারা যকৃৎ, প্লীহা, কামলা, পাণ্ডু, জ্বর ও কাস আরোগ্য হয়। উদ্ভিদ চূর্ণ ঘটিত ঔষধ ৬ মাসের অধিক হইলে হীন শক্তি হয় সুতরাং এই সকল ঔষধ পুরাতন হইলে অব্যবহার্য্য। অনুপান—মধু। অবস্থা বিশেষে ইহা অন্যান্য যকৃৎ নাশক দ্রব্যের সহিত ব্যবহার করা যায়।

কালমেঘ যকৃতের অমোঘ ঔষধ। জ্বরযুক্ত যকৃতে কালমেঘের অনুপানে ঔষধ ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। ইহা ভেদক, পাণ্ডু ও কামলা নাশক।

রোহিতক তৈল।

রোহিতকছাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ১০ তোলা, মাত্রা ।০ আনা। অনুপান—পিপুলচূর্ণ, মধু, রোহিতক ছাল রস, ইত্যাদি।

নবায়স লৌহ, গুড়ূচ্যাদি লৌহ ও রোহিতক লৌহ প্রায় একই রকম ঔষধ। সুতরাং এই তিনটী ঔষধ যকৃতে উপকারী। এইজন্যই নবায়স লৌহ যকৃতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। একমাত্র নবায়স লৌহ দ্বারা গুড়ূচ্যাদি লৌহ ও রোহিতক লৌহের কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু যথাক্রমে গুলঞ্চ ও রোহিতক রস সহ ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। নবায়স লৌহ শোথে ও জ্বরে বিশেষ কার্য্যকরী।

রসরাজ রস।

গন্ধক সংযোগে জারিত তাম্র ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ ॥০ তোলা--ওলের রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া ২ রত্তি মাত্রায় মধুসহ সেবন করিবে। ইহা প্লীহা ও যকৃৎ নাশক। ইহাতে যকৃৎ শূল জ্বর আরোগ্য হয়। অবস্থা বিশেষে অন্যান্য অনুপানেও ঔষধ ব্যবহার করিবে। ওল প্লীহা যকৃতের উৎকৃষ্ট ঔষধ ও পথ্য।

প্লীহারি বটিকা।

হীরাকস, মুসব্বর, স্বর্ণ বর্জিত দ্রব্য একত্র সমভাগে মর্দ্দন করিয়া ৩।৪ রতি বটী করিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

প্লীহান্তক রস।

তাম্র, বঙ্গ, লৌহ, অভ্র, মুক্তা, হিঙ্গুল, রসাঞ্জন, পারদ, গন্ধক, শঙ্খভস্ম, ত্রিকটু, রাস্না, জয়পাল বীজ, ত্রিফলা, কটুকী, চিতামূল, গোক্ষুরমূল, সৈন্ধব, কেউটুঁড়ী, যবক্ষার, এরণ্ড তৈল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ উষ্ণজল সহ সেব্য। ইহাতে আনাহ, জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, শোথ ও পাণ্ডু নষ্ট হয়।

প্লীহশার্দ্দূল রস।

পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ, এই পঞ্চদ্রব্যের সমান তাম্রভস্ম, মনঃশিলা, কড়িভস্ম, শোধিত তুঁতে, হিং, লৌহ, রসনাছাল, জয়ন্তী, যবক্ষার, সোহাগা, সৈন্ধব, বিটলবণ, চিতেমূল ও জয়পাল প্রত্যেক অর্দ্ধ পারদের সমান। কেউটুঁড়ী, চিতে, পিপুল ও আদা দ্বারা পৃথক্ ২ তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—মধু ও পিপুলচূর্ণ। ইহাদ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, জ্বর, অগ্রমাংস ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

লৌহ মৃত্যুঞ্জয় রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা, তাম্র, শোধিত কুচিলা, কড়িভস্ম, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, রসাঞ্জন, জাতিফল, কটুকী, সাচিক্ষার, যবক্ষার, জয়পাল, ত্রিকটু, হিং, সৈন্ধব, প্রত্যেক ১ তোলা। ছড়হড়ে রসে ও বিল্বপত্র রসে ভাবনা দিয়া পশ্চাৎ ছড়হড়ে রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—মধু ও বিল্বপত্র রস। ইহাদ্বারা যকৃৎ, প্লীহা, অগ্রমাংস, শোথ প্রভৃতি সত্বর আরোগ্য হয়। এই ঔষধের তুঁতে ও তামা ভালরূপ শোধিত না হইলে বমি হইয়া থাকে।

মৃত্যুঞ্জয় লৌহ।

পারদ, গন্ধক, অভ্র প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ, তাম্র ৪ ভাগ, সাচিক্ষার, যবক্ষার, সোহাগা, বিটলবণ, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম, চিতেমূল, হরিতাল, মনঃশিলা, কটুকী, হিং, রোহিতক ছাল, কেউটুঁড়ীমূল, তেঁতুলত্বক ভস্ম, গোরক্ষচাকুলে মূল, শ্বেত খদিরকাষ্ঠ, অঙ্কোঠ (কাল ডুকড়া), আপাং ক্ষার, তালজটা ভস্ম, পুরাতন তেঁতুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জয়পাল, তুঁতে, রোহিতক, রসাঞ্জন প্রত্যেক ১ ভাগ, আদা ও [illegible] স্বরসে পৃথক্ ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে। ইহাতে প্লীহা জ্বর, কাস, বিষমজ্বর, শ্লীপদ, শোথ প্রভৃতি সত্বর আরোগ্য হয়। অনুপান—সাধারণতঃ মধু ও বিল্বপত্ররস। এই ঔষধ দৃষ্টফল। ইহা সূক্ষ্ম নাড়ীতে প্রযোজ্য নহে।

লোকনাথ রস।

পারদ, গন্ধক, অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ, তাম্রভস্ম প্রত্যেক ২ তোলা, কড়িভস্ম ৬ তোলা পানরসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করতঃ শীতল হইলে উদ্ধৃত করিবে।

মাত্রা—২।৩ রতি। অনুপান—পবনাদিরসের পিপুলচূর্ণ ও মধু, পুরাতন গুড় ও হরীতকী চূর্ণ, গোমূত্র অথবা জীরকচূর্ণ ও পুরাতন গুড়। প্রাতঃকালে হরীতকী বাটা, জীরেচূর্ণ মধুসহ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, জ্বর ও পাণ্ডু আরোগ্য হয়। এই ঔষধ সর্বদাই ব্যবহৃত হয়।

বৃহৎ লোকনাথ রস।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিবে। পশ্চাৎ উহার সহিত ... তোলা অভ্র মিশাইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িবে। তৎপর ২ তোলা লৌহ, ২ তোলা তাম্র ও ৩ তোলা কড়িভস্ম মিশাইয়া কাকমাচী রসে মর্দন করিয়া গোলক করিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা—২।৩ রতি। অনুপান—মধু। সর্বদাই পূর্বোক্ত অনুপানে প্রযুক্ত হয়। ইহা দ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, জীর্ণজ্বর, কামলা ও শোথ নষ্ট হয়।

বৃহৎ লোকনাথ রস। (মতান্তরীয়)।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, পূর্ববৎ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিবে। পশ্চাৎ তৎসহ তাম্র ২ তোলা ও লৌহ ২ তোলা মিশাইয়া কাকমাচী রসে মর্দন করিবে। অনন্তর উহার সহিত ২ তোলা শঙ্খ ও ৮ তোলা কড়িভস্ম মিশাইয়া জম্বীররসে মর্দন করিয়া গোলক করতঃ শুষ্ক করিয়া পোড়ামাটী ও সৈন্ধব দ্বারা শরাবের মুখ বন্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। অনুপান ও মাত্রা পূর্ববৎ। এই ঔষধ গোমূত্র সহ পান করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। ইহার গুণ পূর্ববৎ। এই ঔষধ গজপুটে পাক না করিয়া লবণযন্ত্রে পাক করিলে অথবা লবণপূর্ণ ভাণ্ডে স্থাপন করিয়া গজপুটে পাক করিলে বিশেষ ফলোদয় হয়। ইহা পরীক্ষিত। লবণযন্ত্রে পাক করা চক্রপাণি দত্তের অনুমোদিত। ... ২ রসে মর্দন করিয়া প্রত্যেক বারেই শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধে ২ তোলা শঙ্খ ও ৯ তোলা কড়িভস্ম মিশ্রিত করিবার উপদেশ আছে। পূর্বোক্ত বৃহৎ লোকনাথ রসও লবণযন্ত্রে পাক করা যাইতে পারে। লবণযন্ত্রে পাক করিতে হইলে প্রহর ৯ বা অগ্নিতে পাক করা কর্তব্য। কেহ ২ দ্বিপ্রহর কাল পাক করেন।

প্লীহাধিকারের ঔষধের মধ্যে বৃহৎ লোকনাথ রস, প্লীহশার্দ্দূল, অভয়ালবণ, মৃত্যুঞ্জয় লৌহ, গুড়পিপ্পলী ও চিত্রকাদি লৌহ এই ছয়টী ঔষধ শ্রেষ্ঠ। যকৃত ঔষধের মধ্যে যকৃৎশূলমর্দ্দিনী বটিকা, গুড়চ্যাদি চূর্ণ, রোহিতকাদি চূর্ণ ...কুদরি লৌহ এই চারিটী ঔষধ উৎকৃষ্ট। প্লীহারি রস ও যকৃতে বিশেষ ফলপ্রদ। প্লীহাতে বজ্রক্ষার ও যকৃতে নিশাদল ঘটিত ...পর্পটী বিশেষ হিতকর।

শুভ্রপর্পটী।

সোরা ~~/~~। পোয়া, নিশাদল /০ ছটাক, লৌহ কটাহে লৌহ হাতাদ্বারা পাক করিয়া পিত্তলপাত্রে ঢালিয়া চটী করিবে। মাত্রা—/০—৶০ আনা। গরমজল ও চিনিসহ সেব্য। ইহা অম্লনিবারক ও পরিপাচক।

চিত্রকাদি লৌহ।

চিতেমূল, শুঁঠ, বাসকমূলের ছাল, গুলঞ্চ, শালপাণি, তালজটা ভস্ম, আপাংমূল ক্ষার, (অভাবে ভস্ম গ্রাহ্য) পুরাণ মাণ প্রত্যেক চূর্ণ ৬ তোলা, লৌহ, অভ্র, পিপুল, তাম্র, যবক্ষার, পঞ্চলবণ প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা। পাকার্থ—গোমূত্র ১৬ সের, নূতন হাঁড়ীতে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। শীতল হইলে ২ পল মধু মিশাইবার বিধান থাকিলে উহা মিশ্রিত করা হয় না। পাকে ঔষধ অত্যন্ত ঘন হইলেই নামাইবে; (যেন পুড়িয়া না যায়)। লোহার বা কাঠের হাতা দ্বারা আলোড়ন করিবে। মাত্রা—।০—॥০ তোলা, অনুপান—গরমজল। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, গুল্ম, গ্রহণী, জ্বর, কামলা, পাণ্ডু ও উদর আরোগ্য হয়। রক্তচিতেমূল গ্রহণ না করিলে ঔষধে উপকার হইবে না। ইহা যকৃৎ ও প্লীহার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

উদরাময়কুম্ভিকেশরী। (অতিসারাদি যুক্তে)

পারদ, গন্ধক, তাম্রভস্ম, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পিপুলমূল, চই, চিতেমূল, পঞ্চলবণ, যমানী, হিং প্রত্যেক সমভাগ, জম্বীর রসে ভাবনা দিয়া ৩।৪ রতি বটী করিবে। অনুপান—জল বা অতিসার নাশক দ্রব দ্রব্য। ইহাতে যকৃৎ, প্লীহা, ক্রিমি, অগ্রমাংস, অতিসার যুক্ত জলোদর ও আমাজীর্ণ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ ধারক। এই অবস্থায় **মহাশঙ্খবটী** বিশেষ ফলপ্রদ।

যকৃৎ প্লীহারি লৌহ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, তাম্র, মনঃশিলা, হরিদ্রা প্রত্যেক ২ তোলা, জয়পাল, সোহাগা, শিলাজতু প্রত্যেক ১ তোলা, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, চিতেমূল, নিসিন্দা, ত্রিকটু, আদা, ভৃঙ্গরাজ ইহাদের পৃথক্ ২ কাথে বা স্বরসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু। ইহাদ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, জ্বর, শোথ, পাণ্ডু আরোগ্য হয়। এই ঔষধ ভেদক।

পাণ্ডু রোগাধিকারের **পুনর্নবা মণ্ডুর** প্লীহরোগে, প্লীহোদরে ও তৎসংসৃষ্ট শোথে বিশেষ ফলপ্রদ।

শঙ্খদ্রাবক প্রভৃতি কয়েকটী দ্রাবক আছে তাহা প্লীহার পরম হিতকর। কিন্তু তাহার প্রস্তুত প্রণালী অত্যন্ত কঠিন বিধায় ইদানীং প্রায়শঃ প্রস্তুত হয় না। উহা উপযুক্ত

ৎসকের নিকট হইতে আনিয়া ব্যবহার করিবে। মহাদ্রাবকের মাত্রা ৭।৮ বিন্দু, সহ সেব্য। ইহাতে গুল্ম এবং অগ্ন্যাদিও আরোগ্য হয়। শঙ্খ দ্রাবকের মাত্রা ১০।১২, জল সহ সেব্য। ইহাতে বিসূচী, উদর, অজীর্ণ প্রভৃতি আরোগ্য হয়। দ্রাবক ই আহারান্তে সেব্য। নতুবা উদরেজ্বালা হইতে পারে। ইঁহা অত্যন্ত অগ্নের ও ।

প্লীহার যে ঘৃতাদি ব্যবস্থিত আছে তাহা ইদানীং ব্যবহৃত হয় না। পুরাতন প্লীহা জীর্ণজ্বরে কেবল ষট্‌পলকঘৃত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কফবর্দ্ধকদ্রব্য মাত্রেই প্লীহায় বা যকৃতে অপথ্য। পরিপাচকদ্রব্য মাত্রেই হিতকর যতঃ ওল, মাণ, পেঁপে, ডুমুর, মুগ, বুট সুপথ্য। প্লীহা যকৃতের প্রবৃদ্ধাবস্থায় , দুগ্ধ, ও মাংস বর্জনীয়। নিদানে প্লীহ ও যকৃতের নিদান লক্ষণ অতি সংক্ষেপে হইয়াছে; সুতরাং উহার লক্ষণাদির বিশেষরূপ অবগতির নিমিত্ত নিম্নে বিশেষ র বিষয় বর্ণিত হইল।

হৃদয়ের নিম্নে দক্ষিণ ভাগে যকৃতের স্থান। ঐ যকৃতে বহুবিধ কষ্টকর ব্যাধি উৎপন্ন পারে। যকৃৎ ম্লান অর্থাৎ কার্য্যকারিশক্তিহীন হইলে কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লপিত্তযুক্ত নির্গম, শরীরের পাণ্ডুতা বা কর্দ্দম বর্ণতা, পিপাসা, মূত্রের আবিলত্ব, উদ্গার, অবসন্নতা, ন, বমন বেগ, বমন, প্রাতঃকালে মুখ তিক্তবোধ, নাড়ীর কঠিনতা, অগ্নিমান্দ্য, জিহ্বার তা, দেহের মৃত্তিকা বর্ণতা, যকৃতে আকর্ষণবৎ বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

যকৃৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহাতে বেদনা হয় হৃদয়ের অস্থিতে দক্ষিণ স্কন্ধে এবং সক্থিতে (উরুতে) বেদনা হইতে পারে। দক্ষিণ বাহুর জড়তা মুখে তিক্তাস্বাদ, র বিবর্ণতা, কাস, রক্তমূত্রতা, অস্বস্থচিত্ততা, জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা ও চক্ষুর পীতবর্ণতা রোগী বামপার্শ্বে শয়ন করিতে ভাল বাসে। সূচীবিদ্ধবৎ বেদন, ভেদবৎ ব্যথা, কামলা, নিদ্রানাশ পিপাসা, শোথ ও বলক্ষয় ইত্যাদি উপসর্গ হইয়া থাকে। যকৃতে ধি হইলে কদাচিৎ ২।১টী রোগী আরোগ্য হয়।

অতিশয় মদ্যপান, অত্যুষ্ণ বা গুরুপাক দ্রব্যভক্ষণ, মলমূত্রের বেগ ধারণ, দিবানিদ্রা, জাগরণ, অতি মৈথুন, অতিশয় ভারবহন, অতিপথপর্য্যটন, অভিঘাত এবং অন্যান্য ক্রিয়া দ্বারা যকৃৎরোগ উৎপন্ন হয়। যকৃতে বিদ্রধি হইলে হিক্কা, শ্বাসকষ্ট এবং যকৃৎস্থানে ধির ন্যায় বেদনা হয়।

প্লীহার বিশেষ ২ বিষয়। যথা—

জ্বর, বিষমজ্বর ও দুর্জ্জলজ্বর হইতে প্লীহার বেদনা ও রক্তসঞ্চয় হইতে পারে। ক্ষয় হইলে রক্ত মোক্ষণ বিধি। রক্ত সঞ্চিত হইলে দেহ শীর্ণ ও দুর্ব্বল, বিষ্ঠা র্ণ, মস্তিষ্কক্ষয়, জিহ্বার, লিপ্ততা, মূত্রের বিবর্ণতা, কার্য্যে অনুৎসাহ, অস্বস্থচিত্ততা ও

প্রত্যহ ঈষৎ অল্প ২ জ্বর হয়। এই রোগ সত্বর প্রতিকৃত না হইলে কালক্রমে পাদাদিতে শোথ হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা হইলে রোগ দুঃসাধ্য হয়। এই রোগের পরিণামে জলোদর, দন্তপাত, শরীরের স্রোতঃ সমূহ হইতে রক্তনির্গম, বিশেষতঃ দাঁতের গোড়া দিয়া রক্তস্রাব, অরুচি ও বলাভাব হইলে প্রায়শঃ রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

প্লীহার স্থানে উষ্ণ গোমূত্র স্বেদ ও প্রাতঃকালে উহার পীড়ন হিতকর। সজিনাছাল বাটিয়া (গোমূত্র দ্বারা ব্যবহার) উষ্ণ করতঃ প্লীহস্থানে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। প্রত্যহ অল্প বিরেচন অগ্নিদীপক ঔষধ, জ্বরনাশক অন্নপান এবং অম্ল, লবণ, দধি দুগ্ধ প্রভৃতি অভিষ্যন্দি দ্রব্য ত্যাগ করা প্লীহারোগে বিধেয়।

শোথ চিকিৎসা

উদরে শোথ হয় সুতরাং প্লীহা যকৃতের পরে শোথ চিকিৎসা কথিত হইয়া থাকে।

শোথ ৯ প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, বাতপিত্তজ, বাত শ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ সন্নিপাতজ, অভিঘাতজ, ও বিষজ। শোথ মাত্রেই শ্লেষ্মা প্রবল হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে শ্লেষ্মনাশক অন্নপান হিতকর। বাতপ্রধান শোথ দিনে অধিক হয় এবং পীড়ন করিলে উন্নত হয়। কফ প্রধান শোথ রাত্রিতে অধিক হয় এবং পীড়ন করিলে নিম্ন হয়। অভিঘাতজ শোথ বিসর্পী।

সমুদ্রের বাতাসে ভল্লাতক রসস্পর্শে এবং আলকুশীর শূকদ্বারা যে শোথ উৎপন্ন হয় তাহাও অভিঘাতজ শোথের অন্তর্গত।

যে শোথ পুরুষের পাদে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ মুখপ্রাপ্ত হয় এবং স্ত্রীলোকের মুখে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ অধোগত হয় তাহা অসাধ্য।

স্বনিদানজাত শোথও কাহারো মতে অসাধ্য; কিন্তু তাহা সমীচীন নহে। তবে তাহা কষ্টসাধ্য বটে।

পাণ্ডুরোগ প্রভৃতিতে যে শোথ হয় তাহা অসাধ্য নহে। উপদ্রবযুক্ত শোথ অসাধ্য। উপদ্রব। যথা—(ছর্দিস্তৃষ্ণারুচিঃশ্বাসো জ্বরোঽতিসার এবচ। সপ্তকোঽয়ং সদৌর্বল্যঃ শোথোপদ্রবসংগ্রহঃ) অস্যার্থঃ—বমন, পিপাসা, অরুচি, শ্বাস, জ্বর, অতিসার ও দুর্বলতা এই সাতটী শোথের উপদ্রব। ইহাতে ক্ষার, অম্ল, লবণ, দধি, শাক, যাবতীয় কফবর্দ্ধক দ্রব্য শীতল জল অহিতকর। দুগ্ধ,বাধা চিকিৎসায় হিতকর।

মৎস্য, মাংস, দিবানিদ্রা, গুরুপাক দ্রব্য নবান্ন ও মৈথুন অপথ্য মধ্যে গণনীয়। লবণের মধ্যে করকচ ও সাম্ভারী লবণ অতিশয় অনিষ্টকর।

অপারগ পক্ষে সৈন্ধব লবণ মাণরসে ভাজিয়া অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিবে।

ইহাতে পুরাতন মাণ. ও পুনর্ণবা শাক পরমপথ্য।

বাতজ শোথে বিশ্বাদি ক্বাথ ও দশমূলের ক্বাথ অতীব ফলপ্রদ।

বিশ্বাদি। যথা—শুঁঠ, পুনর্ণবা, এরণ্ডমূল, বেলছাল, মাষপোণী, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী। দশমূল বাতনাশক এবং সমস্ত শোথ নাশক। শোথ মাত্রেই প্রস্রাব কারক ঔষধ উপকারী। সুতরাং শোথে বিদ্রুমযোগ গোক্ষুরের কাথ সহ প্রয়োগ করিবে।

বিদ্রুম যোগ।

প্রবাল ১ তোলা, রসসিন্দুর ১ তোলা। মাত্রা ৩। ৪ রত্তি। অনুপান—অবস্থা বিশেষে গোক্ষুরের কাথ, পাথর কুচির পাতার রস ইত্যাদি।

কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে ইচ্ছাভেদী বা অন্য ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠপরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

শোথে অতিসার উৎপন্ন হইলে কেহ২ নিম্নোক্ত সোরাচটী ব্যবহার করেন। ইহা সংগ্রাহক এবং মূত্রকারক।

সোরাচটী।

সোরা ৵৹ তোলা, ফিটকারী ৵০ ছটাক। সোরা লৌহ কটাহে দ্রবীভূত করতঃ ফেনা কাটিয়া ফিটকারী চূর্ণ মিশাইয়া পিত্তল পাত্রে ঢালিয়া চটী করিবে। লৌহ হাতাদ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। এই ঔষধ চিনি ও জল সহ এক আনা মাত্রায় ব্যবহার করিলে বাতজ অতিসার আরোগ্য হয়। ইহা পরিপাচক ও আধ্মান নিবারক।

শোথযুক্ত বাতাতিসারে চিনি ও জলের পরিবর্ত্তে শ্বেতপুনর্ণবার রস বা কুলেখাড়ার রস সহ ব্যবহার করা বিধেয়।

শোথের প্রলেপ। যথা—তাজা বালুকা, পুরাতন সর্ষপ খল, সজিনাছাল, যষ্টিমধু পিপুল, গোমূত্র দ্বারা বাটিয়া গরম করতঃ প্রলেপ দিবে। শ্বেত পুনর্ণবা, দেবদারু, শুঁঠ, সজিনার ছাল, শ্বেত সর্ষপ কাঁজিতে পেষণ করিয়া গরম করতঃ প্রলেপ দিলেও সর্ব্ববিধ শোথ আরোগ্য হয়।

এই রোগে স্নান করা বিধেয় নহে। নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিলে জটামাংসী মুরামাংসী সাধিত জলদ্বারা স্নান করা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডুরোগাধিকারোক্ত পুনর্ণবা মণ্ডুর শোথের মহৌষধ। উহা কফপ্রধান শোথে ব্যবহার করিবে।

পুনর্ণবাষ্টক ক্বাথ। যথা—শ্বেতপুনর্ণবা, নিমছাল, পটোল পত্র, শুঁঠ কট্কী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী। ইহাতে সর্ব্বাঙ্গশোথ, উদর ও পাণ্ডু আরোগ্য হয়।

দশমূলের কাথে গুগ্‌গুলু।০ সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্লেষ্মপ্রধান অতিসারে উপকার হয়।

মুষ্টিযোগ।

পুরাতন মাণের চূর্ণ ।০ আনা দুগ্ধ সহ পান করিলে প্লীহা ও শোথ আরোগ্য হ
ইহা প্লীহাযুক্ত শোথে ফলপ্রদ।

উদরেকথিত মাণমণ্ড শোথের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ্য ও ঔষধ।

কেবল শ্বেত পুনর্নবার কাথ পান করিলে শোথ প্রশমিত হয়। শ্বেত পুন
শোথের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা শোষক।

কুলেখাড়ার ক্ষার বা উহার ভস্ম ৵০ আনা জলসহ পান করিলে শোথ আরো
হয়। কুলেখাড়া পাতার রস শোথে ঔষধের অনুপান রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা মূত্রকারক।
দেবদারু, শ্বেত পুনর্নবা ও শুঁঠ সাধিত দুগ্ধ শোথে হিতকর।

ক্ষার গুড়িকা।

মূলকশুণ্ঠী ভস্ম ৩২ সের, জল ৮ দ্রোণ, শেষ ২ দ্রোণ, ছাঁকিয়া পুনঃ পাকে চাপা
ঘনীভূত হইলে তাহাতে ক্ষারদ্বয়, লবণচতুষ্টয়, লৌহ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, পিপুলমূল, বিড়
মুতা, রসনামী, দেবদারু, বিল্বমূলের ছাল, (বা বেলশুঁঠ) ইন্দ্রযব, চিতেমূল, আকন্দ
পাতা, যষ্টিমধু, আতইষ ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ প্রত্যেক ১ পল এবং শোধিত হিং ২ তো
প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপ আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা ।০—৷০ তোলা। এই ঔ
গুড়িকাকার করিয়া উত্তমরূপ শুকাইয়া রাখিবে। অনুপান—গরমজল। ইহা শোথ
পরমৌষধ এবং প্লীহোদর ও প্লীহায় বিশেষ ফলপ্রদ। উদরাময় মাত্রেই এই ঔষধ ব্যব
হইতে পারে।

তিল বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ভল্লাতকজ শোথ আরোগ্য হয়।

পুনর্নবা, নিমপাতা, শিমপাতা, সজিনাছাল—ইহাদের অথবা আপাং, কুলেখা
নিসিন্দা ও কন্টকারী—ইহাদের পোট্টলী স্বেদ দিলে শোথ প্রশমিত হয়।

পুনর্নবাবলেহ।

শ্বেত পুনর্নবা, দেবদারু, গুলঞ্চ ও দশমূল মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শে
১৬ সের, আদার রস /৪ সের, গুড় ১২॥ সের একত্র পাক করিবে এবং ঘনীভূত হই
তাহাতে ত্রিকটু, তেজপাতা, এলাচি, দারুচিনি ও চই প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দি
আলোড়ন করতঃ নামাইবে। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান—গরমজল প্রভৃতি। শীত
হইলে এই ঔষধে /॥ সের মধু মিশাইবার বিধি আছে। ইহা কফ প্রধান শো
উপকারী।

দশমূল হরীতকী।

দশমূল মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; তাহাতে হরীতকী ১০০ একশতটী এবং গুড় ১২।। সের প্রক্ষিপ্ত করিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে তাহাতে ত্রিকটু ও যবক্ষার মিলিত ৪ পল, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ নামাইবে। শীতল হইলে /২ সের মধু মিশাইবার বিধি আছে। প্রতিদিন ১টী হরীতকী ও ৪০ তোলা দেহ দুগ্ধ বা গরম জল সহ পান করিবে। এই ঔষধের অপর নাম **কংস হরীতকী।** ইহা দ্বারা প্রবল, শোথ, জ্বর, মেহ, পাণ্ড ও উদররোগ আরোগ্য হয়।

পাণ্ডুরোগোক্ত **নবায়স লৌহ** পুনর্নবার বা বেলপাতার রস সহ পান করিলে প্লীহার শোথ উপশম প্রাপ্ত হয়। অতিসারযুক্ত শোথে—**রসপর্পটী,** জ্বরাতিসার যুক্ত শোথে—**পঞ্চামৃত পর্পটী** এবং প্রবল রসাধিক শোথে—**দুগ্ধবটী** বা **সালেগুড়া** ব্যবহার করিবে। এই সকল ঔষধ ব্যবহার কালে জল এবং লবণ বর্জনীয় এবং দুগ্ধান্ন পথ্য। অসহ্য তৃষ্ণায় ডাবের জল এবং মুরামাংসী সাধিত জল পান করিবে। নিতান্ত আবশ্যক হইলে কেশরাজের রস সহ সৈন্ধব ভাজিয়া অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিবে। জ্বরাতিসারযুক্ত শোথে **পুটপাক বিষম জ্বরান্তক লৌহ** বিশেষ কার্য্যকারী। রোগীর প্লীহা যকৃৎ থাকিলে **লোকনাথ রস, রোহিতক লৌহ** প্রভৃতি ব্যবহার্য্য। গ্রহণীতে যে সকল শোথ নাশক ঔষধ কথিত হইয়াছে, অবস্থা বিশেষে তাহা ব্যবহার করিবে।

দুগ্ধবটী। (সাতিসারে)

শোধিত বিষ ১২ রতি, আফিং ১২ রতি, লৌহ ৪ রতি, অভ্র ৬০ রতি দুগ্ধ দ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—দুগ্ধ। রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত দুগ্ধ ও অন্ন পথ্য। লবণ ও জল অবশ্য বর্জনীয়।

দুগ্ধবটী। (অতিসার রহিতে)

বিষ, কৃষ্ণ ধুস্তুর বীজ, হিঙ্গুল প্রত্যেক সমভাগ কৃষ্ণধুস্তুরের পত্র রসে মর্দন করিয়া মুদেগর ন্যায় বটী করিবে। দুগ্ধ সহ সেব্য।

সালেগুড়া।

উৎকৃষ্ট বংশলোচন ১ তোলা, স্বর্ণসিন্দুর ১ তোলা, মাত্রা ৩ রতি। অনুপান—দুগ্ধ। পথ্যাদি পূর্ব্ববৎ।

কনকসুন্দর বটী (গ্রহণীযুক্ত শোথে)

বিষ, হিঙ্গুল, ধুস্তুরবীজ প্রত্যেক ১২ রতি, আফিং ১৮ রতি, দুগ্ধে মাড়িয়া ১ রতি বটী করিবে। অনুপান—দুগ্ধ। পথ্যাদি পূর্ব্ববৎ।

শোথশার্দ্দূল রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সোহাগা, জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, সৈন্ধব, গজপিপুল, ইন্দ্রযব, চিতেমূল প্রত্যেক সমভাগ, শ্বেত পুনর্ণবার স্বরসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রত্তি বটী করিবে অনুপান—শ্বেত পুনর্ণবার রস ও মধু। ইহাতে শোথ, জ্বর, কাস, শ্বাস ও প্লীহা আরোগ্য হয়। এই ঔষধে পুনর্ণবার ভাবনা না দিয়া জল দ্বারা মাড়িয়া ১ রত্তি বটী করিলে তাহাকে শোথকালানল রস কহে। শোথ শার্দ্দূল শোথবিকারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহার লৌহ, অভ্র ও রক্তচিতেমূল অত্যুৎকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। ভাবনার ঔষধে ভাবনা ভাল না হইলে ঐরূপ কোন ঔষধই ভালরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে না। শোথে জ্বর শান্তির নিমিত্ত স্বতন্ত্র ঔষধ প্রয়োজন হইলে অবস্থা বিশেষে নবায়স লৌহ, পুটপাক বিষম জ্বরান্তক লৌহ, মহালক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ কস্তূরী ভৈরব, সততারি রস চূড়ামণি রস বা বৃহৎ জ্বর চূড়ামণি ব্যবহার করিবে।

ত্র্যূষণাদি লৌহ। (বাত শোথে)

ত্রিকটু ও যবক্ষার মিলিত ৪ তোলা লৌহভস্ম ৪ তোলা, মাত্রা ৩ রত্তি। অনুপান—ত্রিফলার উষ্ণ ক্বাথ। অন্যান্য শোথেও অন্যান্য অনুপানে ব্যবহৃত হইতে পারে।

অগ্নিমুখ মণ্ডূর। (প্লীহাশোথে)

পুরাতন মণ্ডূর ১২ পল, পাকার্থ—গোমূত্র ১২ সের, মৃৎপাত্রে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে প্রক্ষেপার্থ—পঞ্চকোল, দেবদারু, মুস্তা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল। মাত্রা ॥০ তোলা তক্র সহ সেব্য। তক্রাভাবে গরম জল সহ সেবনীয়। ইহা সেবনে তক্রপান প্রশস্ত। জ্বর থাকিলে তক্র ব্যবহার্য্য নহে। প্রবৃদ্ধ শোথে জল ও লবণ ত্যাগ করিবে।

শুষ্ক মূল্যাদ্য তৈল। (রুক্ষশোথে)

তৈল /৪ সের, জল ১৬ সের, কল্কার্থ—শুষ্কমূলা, শ্বেত পুনর্ণবা, দেবদারু, রাস্না শুঁঠ মিলিত /১ সের। ইহা শোথ প্রশমক।

বৃহৎ শুষ্কমূলাদ্য তৈল। (জীর্ণশোথে)

তৈল /৪ সের, শুষ্কমূলের ক্বাথ /৪ সের, সজিনা ছালের ক্বাথ /৪ সের, কুলেখাড়া পত্রের রস /৪ সের, পালিধাপত্রের রস /৪ সের, শ্বেতপুনর্ণবার রস /৪ সের, করঞ্জপাতার রস /৪ সের, বরুণছালের ক্বাথ /৪ সের, নিসিন্দা পাতার রস /৪ সের, দশমূলের ক্বাথ /৪ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ, মরিচ, সৈন্ধব, পুনর্ণবা, কাকমাচী, চালিতা ছাল, পিপু

গজপিপুল, কটফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রাস্না, দুরালভা, কৃষ্ণজীরে, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, শ্যামালতা, অনন্তমূল প্রত্যেক ৪ তোলা।

শোথ শার্দ্দূল তৈল।

কটু তৈল /৪, কাথার্থ—ধুতুরাফল, দশমূল, নিসিন্দা পাতা, জয়ন্তী পাতা, পুনর্ণবা ও করঞ্জ প্রত্যেক /৮ তিন পোয়া, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—রাস্না, পুনর্ণবা, দেবদারু, শুক মুথা, শুঁঠ, পিপুল মিলিত /১ সের। ইহার গুণ পূর্ব্ববৎ।

পুনর্ণবাদি তৈল।

. শ্বেত পুনর্ণবা ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, তিল তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কটফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, রেণুক, কুড়, পুনর্ণবা, যমানী, কৃষ্ণজীরে, এলাচি, দারুচিনি, লোধ, তেজপাত, নাগকেশর, বচ, পিপুলমূল, চই, চিতেমূল, গুলঞ্চ, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না, দুরালভা প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা শোথ, জীর্ণজ্বর, প্লীহা, কামলা, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস ও উদর রোগ নাশক। এই তৈল প্রায়শ ব্যবহৃত হয় না।

ঊর্দ্ধকায়ে শোথ হইলে বিরেচন দ্বারা এবং অধঃকায়ে শোথ হইলে বমন প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। কেহ ২ বলেন যে ঊর্দ্ধকায়জ শোথে বমন এবং অধঃকায়জ শোথে বিরেচন প্রযোজ্য। আমাদের মতে পূর্ব্ব কল্পই সমীচীন। যেহেতু ঊর্দ্ধকায়জ শোথে বমন দ্বারা দোষ উৎক্ষিপ্ত হইয়া শোথ বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা। ভারত প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় পূর্ব্বরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

অধুনা আমরা এই নিয়মানুসারে চিকিৎসা করি না। শোথ মাত্রেই অধোবিরেচক ও মূত্রকারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকি এবং প্রায়শঃ তাহাতেই ফললাভ হয়।

পুনর্ণবারিষ্ট।

শ্বেত পুনর্ণবা, রক্ত পুনর্ণবা, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলে ছাল, আকনাদি পাতা বাসক ছাল, গুলঞ্চ, রক্তচিতেমূল, কণ্টকারী প্রত্যেক ৩ পল, জল ৪ দ্রোণ, শেষ ১ দ্রোণ ছাঁকিয়া লইবে। তাহাতে পুরাতন গুড় ২৫ সের ও মধু ২ সের মিশাইয়া নূতন মৃৎপাত্রে (ঘৃতাক্ত) মুখ বন্ধ করিয়া ১ মাস রাখিবে। পশ্চাৎ যবের পাতা দ্বারা ঢাকিয়া ১ মাস রাখিয়া তাহাতে চূর্ণীকৃত নাগকেশর, দারুচিনি, এলাচি, মরিচ, বালা ও তেজপাত প্রত্যেক ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া ॥০ তোলা মাত্রায় ব্যবহার করিবে। ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলেই ঔষধ সেবন প্রশস্ত। ইহা দ্বারা শোথ, পাণ্ডু, প্লীহা, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

ফল ত্রিকারিষ্ট।

ত্রিফলা, শোধিত রক্তচিতেমূল, পিপুল, যমানী, বিড়ঙ্গ, লৌহ প্রত্যেক চূর্ণ /॥ সের, মধু /১ সের, পুরাতন গুড় ১২॥ সের ঘৃতাক্ত ভাণ্ডে ১ মাস মুখ বন্ধ করিয়া যবের মধ্যে রাখিবে পশ্চাৎ ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—পূর্ব্ববৎ। ইহা বাতশোথে বিশেষ ফলপ্রদ।

শোধিত শিলাজতু /৹ আনা মাত্রায় ত্রিফলা কাথসহ পান করিলে ত্রিদোষজ শোথ আরোগ্য হয়।

অগ্নিক্ষার ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, জল ৩২ সের; কল্কার্থ—শোধিত রক্তচিতেমূল /॥ সের ও যবক্ষার /॥ সের। ইহা বক্ষবাতশোথে ফলপ্রদ। মাত্রা—৷৹ তোলা; দুগ্ধসহ সেব্য।

চিত্রক ঘৃত।

চিতেমূল লিপ্ত কুম্ভে দুধ রাখিয়া দধি করিবে; সেই দধি মন্থন করিয়া ঘৃত বাহির করতঃ উহার /৪ সের, পাকার্থ তক্র ১৬ সের, রক্ত চিতেমূল /১ সের; এই ঘৃত ব্যবহারে দুঃসাধ্য শোথ প্রশমিত হয়।

শোথে পিড়কা হইলে যষ্টিমধু, মুতা, শ্বেতচন্দন ও কয়েদ্ বেলের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে। পথ্য।—পটোল পত্র, পটোল, মূলক, বেথোশাক, নিমপাতা, পুনর্ণবা, কাকমাচী-শাক, গুলুটে, পুরাতন যব, পুরাতন মাগ, ওল, পুরাতন হৈমন্তিক ধান্য।

অথ বৃদ্ধি চিকিৎসা।

শোথ সাধর্ম্ম্য হেতু শোথের পর বৃদ্ধি চিকিৎসা (এক শিরা) কথিত হইয়া থাকে।

পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় অনাহার, একাদশী পালন, বস্ত্র বন্ধনী দ্বারা কোষবন্ধন এবং শোথের ন্যায় আহারবিহারাদি ইহাতে হিতকর।

পরিভ্রমণ, মৈথুন, বেগধারণ, শীতল দ্রব্যভক্ষণ, শৈত্যক্রিয়া, যানারোহণ ও ব্যায়াম অহিতকর। পথ্যাপথ্য মানিয়া চলিলে পীড়া খুব কম থাকে।

কদম পাতা দ্বারা কোষ বাঁধিয়া রাখিলে উপকার হয়। কথিত আছে, আকুলা চালিতা গাছের মূল কোমরে ধারণ করিলে এই রোগ আরোগ্য হয় বা বর্দ্ধিত হইতে পারে না। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ধাতুনির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক (আট হওয়া আবশ্যক) ধারণ করিলেও পূর্ব্ববৎ ফল হয়। যে দিকের কোষে পীড়া, সেই দিকের পায়ের অঙ্গুলীতে আংটী ধারণ যুক্তিযুক্ত। এই পীড়ায় কেহ কেহ "ল্যাঙট্" ব্যবহার করেন, তাহা হিতকর। তামাক পাতা দ্বারা কোষ বাঁধিয়া রাখিলে শোথ ও বেদনার হ্রাস হয়, কিন্তু এই প্রয়োগ স্থায়ী

ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য নহে, কারণ উহাতে বমন বা বিবমিষা হইয়া থাকে। কোষ্ট পরিষ্কার থাকিলে পীড়া খুব কম থাকে। বিরেচনার্থ দুগ্ধ মিশ্রিত এরণ্ড তৈলই শ্রেষ্ঠ। গুগ্‌গুলু, মহালক্ষ্মীবিলাস, রামবাণ, কফচিন্তামণি, শোথশার্দ্দূল রস, বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল, অগ্নিমুখ মণ্ডূর, পুনর্ণবাদি গুগ্‌গুলু, বৃহৎ বাত গজাঙ্কুশ, সিংহনাদ গুগ্‌গুলু, শিবা গুগ্‌গুলু, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, বৃদ্ধিহর রস অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করিবে।

বৃদ্ধিহর রস।

পারদ, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, শোধিত জয়পাল বীজ প্রত্যেক সমভাগ। রক্তচিতা মূলের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে। অনুপান—দুগ্ধ। ইহাতে বৃদ্ধি ও বাঘী আরোগ্য হয়।

বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল।

তিলতৈল /৪ সের, কল্কার্থ—সৈন্ধব, মদন ফল, কুড়, শুলফা, বেতস, বচ, রাস্না, যষ্টিমধু, বামুন হাটী, দেবদারু, শুঁঠ, কটফল, পুষ্কর মূল, (অভাবে কুড়) মেদ, চৈ, চিতামূল, শটী, বিড়ঙ্গ, আতইষ, হেউঞ্চী, রেণুক, শালপাণি, বেলশুঁঠ, বনযমানী, পিপুল, দন্তীমূল, রাস্না মিলিত /১ সের। পাকার্থ জল /১৬ সের। এই তৈল কফবাত নাশক। ইহা দ্বারা বৃদ্ধি, ব্রধ্ন, ও আনবাত নষ্ট হয়।

অথ ব্রধ্ন চিকিৎসা। (বাঘী)

এই রোগ মাধব নিদানে লিখিত হয় নাই, কিন্তু ঔষধের ফলশ্রুতি অনুসারে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ব্যাধি। সাধারণ লোকে ইহাকে কুচ্‌কি ফুলা বা বাঘী বলে। কেহবা বাঘীকে বিদ্রধি বলে। ফলতঃ ক্ষুদ্র বাঘীর নাম ব্রধ্ন এবং বড় বাঘীর নাম বিদ্রধি। উভয়ই একজাতীয় ব্যাধি এবং চিকিৎসাও একই প্রকার। বিদ্রধি নাশক যে সকল প্রলেপ ও ঔষধ আছে তাহা ইহাতেও অবস্থানুসারে ব্যবহার্য্য। পঞ্চ বিরজার পটী প্রথম অবস্থায় লাগাইলে ব্রধ্ন প্রায়শঃ বসিয়া যায়। না বসিলে পাকাইবার জন্য মসিনার পোলটিস্ ব্যবহার করিবে। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে তোপমার পটী লাগাইবে। যদি তাহাতেও না পাকে তবে মাণকচুর শিকড় সিদ্ধ করিয়া বাটিয়া গরম গরম লাগাইবে এবং তাহাতে নিশ্চয়ই পাকিবে। এই প্রয়োগ প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য নহে। তেঁতুলের পাতার পোলটিসেও বাঘী সত্বর পাকিয়া থাকে। ইহা বাতপ্রধান অবস্থায় প্রযোজ্য। ঘৃত গরম করিয়া পটী লাগাইলেও অনেক সময় পাকিয়া থাকে। ছোটবাঘী হইলে ডুমুরের আঁটা ও সিন্দুর একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

বরুণাদি কাথ। যথা—পূর্ব্বোক্ত বরুণাদিগণের কাথ করিয়া তাহাতে উষকাদিগণ মিলিত ৵০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অপক্ক অন্তর্বিদ্রধি নষ্ট হয়। ইহা সংশমন যোগ।

পাঠামূল, (আকনাদি) তণ্ডুলোদক দ্বারা পেষণ করিয়া মধুদ্বারা মাড়িয়া তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে অন্তর্বিদ্রধি আরোগ্য হয়।

বক্ষ্যমাণ ব্রণশোথে যে সকল প্রলেপ পুলটিশ প্রভৃতি কথিত হইবে এবং ব্রণে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা অবস্থানুসারে বিদ্রধিতে ব্যবহার করিবে।

অন্তর্বিদ্রধি পাকিয়া ভিন্ন হইয়া উর্দ্ধক্রত হইলে আরোগ্য হওয়া সুকঠিন। বিদ্রধি পাকিলে ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে। বরুণাদিগণের কাথ অথবা রক্তসজিনা মূলের কাথ কাঁজি সহ পান করিলে শীঘ্র অন্তর্বিদ্রধি নষ্ট হয়।

প্রিয়ঙ্গ্বাদি তৈল। (রোপণার্থ)

তৈল ।৪ সের, কল্কার্থ প্রিয়ঙ্গু, ধাইফুল, লোধ, কট্‌ফল ও তিনিশ মিলিত ।১ সের, (তিনিশ বৃক্ষ মথুরা অঞ্চলে জন্মে) জল ১৬ সের।

বরুণাদিগণের কাথ সহ ৩।৪ রতি কজ্জলী সেবন করিলে বাহ্য এবং অভ্যন্তর বিদ্রধি নষ্ট হয়। এই রোগে বরুণাদিগণ দ্বারা ঘৃতাদি নানাপ্রকার কল্পনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

গায়ত্র্যাদি কষায়।

খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলা, নিমছাল, কটুকী, যষ্টিমধু প্রত্যেক ।০ আনা, তেউড়ীমূল ১১ রতি পটোলমূল ১০ রতি, নিস্তুষ মসুর ॥০ আনা, জল ।॥ সের, শেষ ।৵ ছটাক। কেহ২ বলেন খদির প্রভৃতি দ্রব্য প্রত্যেক ৵০ আনা, তেউড়ীমূল ৩১০ আনা এবং পটোলমূল ৩১০ আধ আনা, নিস্তুষ মসুর ৸৵০ আনা, জল ।॥ সের, শেষ ।৵ ছটাক। পূর্ব্বকল্পে অত্যন্ত ভেদ হইলে ২য় কল্প অবলম্বন করিবে। ইহাতে নানাবিধ ব্রণ, বিদ্রধি, গুল্ম, বীসর্প, দাহ জ্বর, মূর্চ্ছা, রক্তপিত্ত ও কামলা আরোগ্য হয়।

পারদ তিন ভাগ, গন্ধক ৯ ভাগ, তাম্র ২১ ভাগ, আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বিদ্রধির ব্রণ স্থলে শস্ত্রের ন্যায় লেখন হয়।

কাসীস, (হিরাকস্) সৈন্ধব, শিলাজতু ও হিং প্রক্ষেপিত বরুণছালের কাথ পান করিলে আভ্যন্তর বিদ্রধি এবং সেচন করিলে বাহ্য বিদ্রধি আরোগ্য হয়। এই প্রয়োগ অপক্ক বিদ্রধিতে প্রযোজ্য।

অথ ব্রণশোথ ও নাড়ীব্রণ চিকিৎসা।

ব্রণ শোথ (ফোঁড়া) হইলে প্রথমতঃ রক্তাবসেক করিবে। ব্রণশোথের ৭ প্রকার উপক্রম। যথা—১ম বিম্লাপন অর্থাৎ শোথ বসাইবার জন্য প্রলেপাদি প্রয়োগ, ২য় অব

অহিফেন ও মরিচ চূর্ণ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে অনেক সময় বাঘী বিলীন হয়। বটের আঠা লেপন করিলে ব্রধ্ন আরোগ্য হইয়া থাকে।

ইহাতে মহা লক্ষ্মীবিলাস ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিশেষ উপকারী। ইহার ঔষধ ও পথ্যাপথ্য বৃদ্ধি রোগের ন্যায়।

ছাগদুগ্ধে গোধুম বাটিয়া উষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলে অথবা কৃষ্ণজীরে, হবুষা, কুড়, গোধুম ও কুল শুঁঠ কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রধ্ন আরোগ্য হয়।

গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অর্ব্বুদ ও শ্লীপদ (গোদ) রোগ প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না। ইহাদের চিকিৎসা লিখিত হইল না। আবশ্যক হইলে শোথ ও বৃদ্ধিরোগের ঔষধ সমূহ প্রয়োগ করিবে। শোথ ও বৃদ্ধিরোগের পথ্যাপথ্যই ইহার পথ্যাপথ্য। দন্তীমূল, চিতেমূল মনসাক্ষীর, আকন্দক্ষীর, ভল্লাতকবীজ, ধাতুকাসীস ও পুরাতন গুড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে শ্লীপদ ও গ্রন্থি আরোগ্য হয়।

সাচিক্ষার, মূলকক্ষার ও শঙ্খচূর্ণ একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ রোগ আরোগ্য হয়।

অথ বিদ্রধি চিকিৎসা।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় জলৌকা (জোঁক) দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হয়। এই ক্রিয়া দ্বারা বল হ্রাস হয় এবং অনেক সময় আরোগ্যও হয়। ইহাতে বিরেচন অতিশয় উপকারী। পিত্তজ ভিন্ন বিদ্রধিতে স্বেদ দেওয়া যাইতে পারে। দশমূলের কল্ক, ঘৃত, তৈল ও বসা দ্বারা আপ্লুত করিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ ঘন প্রলেপ দিলে বাতবিদ্রধি আরোগ্য হয়। সজিনামূলের উষ্ণপ্রলেপ দিলে বাতপ্রধান বিদ্রধি ক্রমশঃ উপশমিত হয়।

যবাদি প্রলেপ। যথা,—যব, গোম, মুগ একত্র বাটিয়া উষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলে অপক্ক বিদ্রধি বসিয়া যায়। ইহা পক্ক বিদ্রধিতে প্রযোজ্য নহে। পিত্তজে পঞ্চ বল্কলের কল্ক দুগ্ধ দ্বারা বাটিয়া ঘৃতাক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা যষ্টিমধু, অনন্তমূল, দূর্ব্বা, নলমূল ও চন্দন দুগ্ধদ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিদ্রধি নষ্ট হয়। আমবাতে যে তীক্ষ্ণ প্রলেপ লিখিত হইয়াছে কফজ বিদ্রধিতে তাহাই প্রয়োগ করিবে।

সজিনামূল জলে ধৌত করিয়া ঈষৎ পেষণ করতঃ রস বাহির করিবে। সেই রস ॥০ তোলা মধু সহ পান করিলে অন্তর্বিদ্রধি আরোগ্য হয়।

শ্বেতপুনর্ণবার মূল অথবা বরুণমূল ক্বথিত করিয়া পান করিলে অপক্ক বিদ্রধি নষ্ট হয়। রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধির চিকিৎসা পিত্তজ বিদ্রধির ন্যায়।

সেচন অর্থাৎ ব্রণ শোথের শক্তি হ্রাস করিবার জন্ত বিরেচন ও রক্ত মোক্ষণাদি ক্রিয়ার উপক্রম, ৩য় উপনাহ অর্থাৎ পাকাইবার জন্ত প্রলেপ পুলটিশ প্রভৃতি প্রয়োগ, ৪র্থ ব্রণ ভেদন, (শস্ত্র বা ঔষধ দ্বারা) ৫ম ব্রণ শোধন, ৬ষ্ঠ রোপণ, ৭ম সবর্ণ সম্পাদন।

যথাক্রমে উক্ত ৭ প্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু দুষ্ট ব্রণ পূর্ব্বেই শোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক।

বিম্লাপন। (বাতশোথে)

টাবা লেবুর মূল, গণিয়ারী মূলের ছাল, দেবদারু, শুঁঠ, অহিংস্রা (কানিয়া কড়ামূল, কাহারো মতে ঙকড়া) ও রাস্না একত্র বাটিয়া গরম করতঃ ঈষদুষ্ণ থাকিতে লেপ দিবে।

শেওড়ার ছাল কাঁজিতে বাটিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলেও বাতশোথ আরোগ্য হয়।

কফ বাতজ ব্রণশোথে পুনর্ণবা, দেবদারু, সজিনাছাল, দশমূল ও শুঁঠ একত্র বাটিয়া উষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিবে।

যবশক্তু, যষ্টিমধুচূর্ণ, ঘৃত ও চিনি ইহাদের প্রলেপ সর্ব্বশোথে ব্যবহার্য্য।

বাতকফজ বা কফজ ব্রণশোথে সিদ্ধির উষ্ণ প্রলেপ বিশেষ হিতকর, তৎসহ মরিচ যোগ করিলে আশু বেদনা আরোগ্য হয়।

বসাইবার জন্য যে সকল উপক্রম লিখিত হইল তাহা ইদানীং প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয় না।

মশিনার পুলটিশের ২ গুণ আছে। ১ম বসান, ২য় পাকান। এই জন্যই ব্রণশোথে মশিনার পুলটিশ আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বসিবার উপযুক্ত হইলে বসিয়া যায় এবং পাকিবার উপযুক্ত হইলে পাকে। ইহা অত্যন্ত বেদনা নিবারক বিশেষতঃ আঘাত জনিত বেদনায় বিশেষ ফলপ্রদ। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা ফললাভ না হইলে ব্রণ-বিম্লাপক ঔষধ অবস্থাবিশেষে ব্যবহার করিবে।

উপনাহ। (পাকাইবার)

যবশক্তু জলে পাক করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে, তৎপর তৈল বা ঘৃতসহ অথবা ঘৃত তৈলসহ উষ্ণ অবস্থায় প্রলেপ দিবে। বাতোত্তরে তৈলসহ এবং পিত্তোত্তরে ঘৃতসহ ব্যবহার সমীচীন।

ব্রণ ভেদনার্থ মশিনার পুলটিশ, তোপমারপটী, পলাশক্ষার, পারাবাত বিষ্ঠা বা চিতে মূল প্রয়োগ করিবে। ইহাতে ব্রণ ভিন্ন না হইলে শস্ত্র প্রয়োগ করিবে।

গরুর দাঁত জলে ঘসিয়া প্রলেপ দিলে শোথ পাকে এবং স্বয়ং ভিন্ন হয়।

যে ব্রণ বাতপ্রধান এবং অত্যন্ত দাহ ও বেদনাযুক্ত তাহাতে ঈষৎ ভর্জ্জিত কৃষ্ণতিল বা মশিনা, দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিয়া ও সেই দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সত্বর পাকিয়া ব্রণ শোথ আরোগ্য হয়।

প্রলেপের নিষেধ।

রাত্রিতে প্রলেপ দেওয়া নিষিদ্ধ। বিশেষ আবশ্যক হইলে আগ্নেয় প্রলেপ রাত্রিতে ব্যবহার করা যায়। প্রলেপ শুষ্ক হইলে উঠাইয়া পুনঃ প্রলেপ দেওয়া উচিত নহে। আকর্ষণিক প্রলেপ হইলে বহু সময় পর উঠাইবে।

ব্রণ ভিন্ন হইলে বা অস্ত্র করা হইলে ব্রণ এবং বিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। বিহিত ক্রিয়াদ্বারা ক্ষত আরোগ্য না হইলে নিম ও পটোল পত্রের কষায় পান করিবে এবং উহাদ্বারা ক্ষত ধৌত করিবে। ইহাদ্বারা ব্রণ বিশুদ্ধ হয়।

প্রলেপ। (শোধনার্থ) যথা—তিলকল্ক, সৈন্ধব, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, যষ্টিমধু, নিমপাতা ও ঘৃত। ইহা শোধক এবং রোপক।

যষ্টিমধু ও তিলকল্কের সহিত নিমপাতা ও মধু মিশাইয়া অথবা ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে রোপণ ও শোধন উভয়বিধ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

পুরাতন মনুষ্য মস্তক কপালাস্থি গোমূত্র দ্বারা ঘষিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত রোপণ হয়। ইহা অসাধ্য ক্ষত রোপক।

পঞ্চবল্কলচূর্ণ ৫ ভাগ, বদরীত্বকচূর্ণ ১ ভাগ একত্রে ক্ষতে অবচূর্ণন করিলে অথবা ধাই ফুল ও লোধচূর্ণ একত্রে প্রয়োগ করিলে ক্ষতরোপণ হয়।

পিত্তপ্রধান বিদ্রধি ও বীসর্পে যে সকল লেপ বলা হইয়াছে, তাহা অগ্নিদগ্ধ ব্রণে প্রয়োগ করিবে। পুরাতন ঘরের পচা খড় চূর্ণ প্রয়োগে ক্ষত বিশেষতঃ দগ্ধব্রণ ক্ষত আরোগ্য হয়।

পুরাতন ঘৃত শত ধৌত করিয়া শ্বেত ধূপচূর্ণসহ উত্তমরূপ ফেনাইয়া ক্ষতে লাগাইলে সাধারণ ক্ষত আরোগ্য হয়। ইহার সহিত মোম মিশ্রিত করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

গৌরাদ্য ঘৃত।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, যষ্টিমধু, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, বালা, ভদ্রমুস্তক চন্দন, জাতিফুলের পাতা, নিমপাতা, পটোলপাতা, করঞ্জছাল, যষ্টিমধু, কটকী, মোম মহামেদ মিলিত /১ সের, ঘৃত /৪ সের পঞ্চবল্কলের কাথ ১৬ সের, জল ১৬ সের। ইহা দ্বারা ব্রণের শোধন ও রোপণ হয়।

দুর্ব্বাদ্য ঘৃত। (রোপক)

ঘৃত /৪ সের, দুর্ব্বার স্বরস ১৬ সের কমলা শুঁড়ি /॥ সের, দারুহরিদ্রা স্বক /॥ সের, এই সকল দ্রব্যদ্বারা তৈল পাক করিলে তাহাকে দুর্ব্বাদ্যতৈল কহে। ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সবর্ণকর প্রলেপ।

শোধিত হরিতাল, মনঃশিলা, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা একত্র বাটিয়া ঘৃতমধুসহ প্রলেপ দিলে ত্বক্ স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করে।

লৌহভস্ম, হিরাকস, হরীতকী ফুল, আমলকী ফুল, বহেড়া ফুল (অভাবে ত্রিফলা) ইহাদের প্রলেপ সবর্ণতাজনক।

রূঢ়ব্রণ স্থানে রোম অঙ্কুরিত না হইলে চতুষ্পাদ জন্তুর চর্ম্মভস্ম, রোমভস্ম, খুরভস্ম শৃঙ্গভস্ম ও অস্থিভস্ম একত্র তৈলাক্ত করিয়া অবচূর্ণন করিবে। ইহাতে রোম অঙ্কুরিত হয়।

নারিকেল তৈল ও চূণের জল একত্র ফেনাইয়া লাগাইলে অগ্নিদগ্ধব্রণের দাহশান্তি হয়।

মুষ্টিযোগ।

ব্রণশোথের প্রথম অবস্থায় সৈন্ধবসহ ধুতুরা মূল বাটিয়া গরম করতঃ প্রলেপ দিলে ব্রণশোথ সত্বর প্রশমিত হয়।

সর্পের খোলস ভস্ম করতঃ কটু তৈলাক্ত করিয়া লাগাইলে ব্রণের উপচয় নষ্ট হয় এবং ফাটিয়া যায়। হাপরমালীর আঠা ক্ষতে বা নালীতে লাগাইলে ক্ষত আরোগ্য হয়।

তিক্তাদ্য ঘৃত, জাত্যাদ্য ঘৃত, বৃহজ্জাতিকাদি তৈল, ও বৃহৎ ব্রণরাক্ষস তৈল ক্ষতের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

তিক্তাদ্যঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ—কটুকী, মোম, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, উভয় করঞ্জার ফল ও পত্র, পটোল পত্র, মালতীপুষ্প ও নিম্ব পত্র মিলিত /১ সের। এই ঘৃত ক্ষতে লাগাইবে।

জাত্যাদ্যঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ—জাতি পত্র, নিম্বপত্র, পটোলপত্র, কটুকী, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেনামূল, মোম, তুঁতে, যষ্টিমধু, উভয় করঞ্জবীজ মিলিত /১ সের। এই ঘৃত ক্ষতে লাগাইবে।

বৃহজ্জাতিকাদিতৈল।

তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—জাতিপত্র, নিম্বপত্র, জাতীপত্র, উভয় করঞ্জপত্র, মোম, কুড়, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কটুকী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, হরীতকী, পদ্মকেশর, তুঁতে,

অনন্তমূল, ডহর করঞ্জবীজ মিলিত /১ সের। ইহাতে নানাবিধ ক্ষত, দদ্রু, বীসর্প, কুষ্ঠ, প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

ব্রণরাক্ষসতৈল।

কটুতৈল /॥ সের, ঘৃত /। পোয়া। পাকার্থ—আকন্দপাতার রস /৩ সের, কল্কার্থ—চিতেপাতা ৮ তোলা আবৃত পাত্রে পাক করিয়া ছাঁকিয়া উষ্ণ থাকিতে তাহাতে পারদ ৷৹ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, (উভয়ে কজ্জলী করিয়া) শ্বেত ধূপ, মেটে সিন্দুর, শোধিত হরিতাল, মনঃশিলা, হরিদ্রা, গেড়িমাটী, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতসর্ষপ, প্রত্যেক ১ তোলা মিশাইয়া আবৃত পাত্রে রাখিবে। প্রয়োগ কালে উত্তপ্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাতে নানাবিধ ক্ষত, ব্রণ, বিচর্চ্চিকা, পামা, (পাঁচড়া) দদ্রু, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, শ্বিত্র, কণ্ডু প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

ক্ষত হইলে এই রোগে যে সকল সেবনীয় ঔষধ আছে তাহা তাদৃশ ফলপ্রদ নহে। সুতরাং আবশ্যক হইলে অবস্থাবিশেষে কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও বীসর্প রোগের ঔষধ ব্যবহার করিবে। তন্মধ্যে মাণিক্যরস, রসমাণিক্য, অমৃসার গন্ধক, অমৃতাঙ্কুর লৌহ, কৈশোরগুগ্‌গুলু, ও মহাপদ্মকঘৃত বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

মুর্দ্দাশঙ্খ ক্ষতের মহৌষধ। মুর্দ্দাশঙ্খ ঘটিত "ক্ষতান্তক মলমটী" ক্ষতে বিশেষ উপকারী।

ক্ষতান্তক মলম।

ঘৃত /৹ ছটাক, মোম ১ তোলা, শ্বেতধূপ ১ তোলা, মুর্দ্দাশঙ্খ ॥৹ তোলা, যথাক্রমে হাতায় পাক করিবে। প্রয়োগের সময় গরম করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে নানাবিধ ক্ষত ও পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

শতধৌত পুরাতন ঘৃত ক্ষতরোগে বিশেষ উপকারী।

নাড়ীব্রণ বা নালীঘা চিকিৎসা।

ক্ষতের শোষ কতদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহা শলাকা দ্বারা স্থির করিয়া শস্ত্রদ্বারা সেই স্থান পর্য্যন্ত বিদারণ করিবে। তৎপর পূয়াদি নিঃসারণ, শোধন ও রোপণ প্রভৃতি ব্রণ শোথের চিকিৎসা করিবে।

বাতজ নালীতে—আপাংবীজ ও তিল, পিত্তজে——মঞ্জিষ্ঠা, নাতিশুঁড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্লৈষ্মিক নালীতে—কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু, দন্তী, নিম, সৈন্ধব, শল্যজ নালীতে—তিল, মধু ও ঘৃত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে এবং তুলাদ্বারা উত্তমরূপ বাঁধিয়া রাখিবে।

হাঁপরমালীর বা ছুঞ্চিকার আঠা নালীর উপরের চর্ম্মের উপর লাগাইলে নালী আরোগ্য হয়। কদম পাতাদ্বারা রাত্রিতে নালীঘা বাঁধিয়া রাখিলে ক্লেদ নির্গত হইয়া বিশেষ উপকার হয়।

হংসপাদী তৈল।

হংসপাদী রস, বিষপর্ণেরস ও জাতীপত্র রস ইহাদের মিলিত রস ১৬ সের এবং কল্ক মিলিত ⁄১ সের, তৈল ⁄৪ সের। ইহা নালী ঘায়ের শোধক ও রোপক।

শ্বেত ভেরেণ্ডার আঠা ও খদির একত্র মাড়িয়া প্রলেপ দিলে ব্রণনালী আরোগ্য হয়।

গুগ্‌গুলু প্রলেপ।

গুগ্‌গুলু, ত্রিফলা, ত্রিকটু একত্রে পেষণ করিয়া ঘৃত মিশাইয়া ব্রণের উপর প্রলেপ দিবে। ইহাতে দুষ্টব্রণ ও নালী আরোগ্য হয়।

বিভীতক প্রলেপ।

বহেড়া, আম্রবীজ, বটাঙ্কুর, রেণুক, চোরকাঁচকীবীজ চূর্ণ, বরাহবিষ্ঠাচূর্ণ একত্র তিলতৈলে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে নালী আরোগ্য হয়।

মেষ তৈল।

ভস্মীভূত মেষরোম ⁄৶ পোয়া, তিতলাউ ⁄৶ পোয়া, তৈল ⁄১ সের, জল ⁄৪ সের, যথাবিধি পাক করিয়া তুলা ভিজাইয়া লাগাইলে নালী আরোগ্য হয়।

আকন্দ আঠা, মনসা আঠা ও দারুহরিদ্রা ইহাদের দ্বারা বর্ত্তি করিয়া প্রয়োগ করিলে নালী আরোগ্য হয়।

সপ্তাঙ্গ গুগ্‌গুলু।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসম গুগ্‌গুলু ঘৃতে মাড়িয়া ৬ রতি বটী করিবে। অনুপান—দুগ্ধ বা গরম জল। ইহাতে দুষ্টব্রণ ও নালী আরোগ্য হয়।

শ্যামাঘৃত।

ঘৃত ⁄৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ—অনন্তমূল, তেউড়ী, ত্রিফলা, হরিদ্রা, লোধ ও কুটজছাল মিলিত ⁄১ সের। ইহা নালীর ক্ষত রোপক।

কুম্ভীকাদ্য তৈল।

ক্বাথার্থ—কুমড়িয়া লতার মূল, খর্জ্জুর, কয়েদবেল, বেল, বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, ইহাদের অপক্কফল শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিবে। খেজুরের গুঁড়া করিবার আবশ্যক নাই। এই সকল দ্রব্য ⁄৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। তৈল ⁄৪ সের, কল্কার্থ—মুতা, সরলকাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, মোচরস, নাগকেশর, লোধ, চিতেমূল, ধাইফুল মিলিত ⁄১ সের। ইহাতে নালী আরোগ্য হয় এবং ব্রণ শুষ্ক হয়।

কচুরতৈল।

তৈল ⁄৪ সের, শটীর স্বরস ১৬ সের, কল্কার্থ শোধিত গুগ্‌গুলু ⁄। পোয়া ও মেটে সিঁদুর ⁄। পোয়া। ইহাদ্বারা পাচড়া, দুষ্টব্রণ, নালীঘা প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

নিশুণ্ডী তৈল।

মূল পত্র ও শাখার সহিত সিন্দিলার স্বরস /৪ সের, তৈল /৪ সের। ইহাদ্বারা নালী বিশুদ্ধ ও আরোগ্য হয়।

ব্রণরোপক তৈল।

যজ্ঞডুমুর, বটছাল, পাকুড়ছাল, জামছাল, বনজামছাল, অর্জ্জুনছাল, পিপুল, কদম্বছাল, পলাশবীজ, লোধ, গাবছাল, যষ্টিমধু, আমছাল, শ্বেতধুনা, বদরীছাল, পদ্মকেশর, শিরীষবীজ, কেতকীমূল মিলিত /০ সের, জল, ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। তৈল /৪ সের। ইহা ব্রণ রোপক।

ক্ষত বন্ধনে শ্রেষ্ঠ পাতা। যথা—কদম্বপাতা, অর্জ্জুনপাতা, নিমপাতা, অশ্বত্থপাতা, পাকুড়পাতা ও আকন্দপাতা। কেহ ২ জাম পাতাদ্বারা কেহ বা আকনাদির পাতাদ্বারা কেহ বা পান পাতাদ্বারা ক্ষত বন্ধন করিতে উপদেশ দেন। কদম্বপাতা, অশ্বত্থপাতা ও পান পাতাই ক্ষত বন্ধনে শ্রেষ্ঠ।

অর্জ্জুনছাল, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, লোধ, জাম ও কট্‌ফল ইহাদের চূর্ণ ক্ষতস্থানে অবচূর্ণন করিলে ত্বক্ উৎপন্ন হয়। এই রোগের **পথ্যাপথ্য** পূর্ব্ববৎ।

অপথ্য। ক্ষত অবস্থায় মৎস্য, স্ত্রী, অম্ল, দধি, মাংস ও ক্লেদিপদার্থ একান্ত অহিতকর।

অথ ভগন্দর চিকিৎসা।

প্রলেপ। যথা—বটের কচিপাতা, জলেপর্য্যুষিত ইষ্টকচূর্ণ, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্ণবা একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। পিড়কা পাকিয়া বিদীর্ণ হইলে ব্রণ শোথবৎ চিকিৎসা করিবে। নালী হইলে **অঞ্জনাদি লেপ** উপকারী।

অঞ্জনাদি লেপ। (নালীতে) যথা—রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিমপাতা, তেউড়ীমূল, লতাকটকী ও দন্তীমূল একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

তিলাদিলেপ। যথা—কৃষ্ণতিল, হরীতকী, কুড়, নিমপাতা, হরিদ্রাদ্বয়, বচ, কুড় ও আগারধূম (ঝুল) একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে নালী উপদংশ ও দুষ্টব্রণ আরোগ্য হয়। এই প্রলেপে কুড়দ্বয়স্থানে দ্বিবিধ লোধ গ্রহণ করাই প্রশস্ত।

ইহাতে **পঞ্চতিক্তঘৃত, পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু, মাণিক্যরস** প্রভৃতি প্রযোজ্য।

ইহাতে ন্যগ্রোধাদিগণের কল্ক কষায় দ্বারা তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। ইহার কষায় দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করা বা পান করা হিতকর।

করবীরাদ্য তৈল।

শ্বেতকরবীর মূল, হরিদ্রা, দন্তীমূল, লোহিত অপরাজিতা মূল, চিতেমূল, টাবালেবুর মূল, শ্বেত আকন্দমূল, কুটজছাল ও সৈন্ধব মিলিত /১ সের, তৈল /৪ সের, জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে ভগন্দরের ক্ষত আরোগ্য হয়। ইহা কফ জনিত ভগন্দরে প্রযোজ্য।

অর্কতৈল।

তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—আকন্দক্ষীর, হরিদ্রা, সৈন্ধব, চিতেমূল, ভগ্‌ঝম্পা, শ্বেত করবীর মূল ও কুটজছাল মিলিত /১ সের, জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া ক্লেদ ভগন্দরে ব্যবহার করিবে।

ভগন্দরহর রস।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে ৩ দিন মাড়িয়া সর্ব্বসমান লৌহ ও তাম্র মিশ্রিত করিয়া নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া ২ প্রহর স্বেদ দিবে। পরে, কাগজী লেবুর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া পুটদিবে। মাত্রা—১ রতি, অনুপান—ঘৃত, মধু।

এই রোগে চন্দনসংযুক্ত স্নান বিশেষ হিতকর।

অপথ্য—ইহাতে ব্যায়াম, মৈথুন ও অম্লাদি ভক্ষণ বর্জনীয়।

উপদংশ চিকিৎসা।

এই রোগ ইদানীং প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বাতাদি ভেদে ইহা ৬ প্রকার, কিন্তু যাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় তাহা সংহিতায় বা নিদানে লিখিত হয় নাই। উহা ঔপসর্গিক উপদংশ বা বিষোপদংশ নামে অভিহিত। এই রোগ দূষিত স্ত্রী সহবাসে উৎপন্ন হয়। ইহার বিষ সাতিশয় তীক্ষ্ণ। ইহার বিষ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইলে ত্বকের বিকৃতি, নেত্ররোগ, কেশ ও লোমক্ষয়, স্থানে ২ গ্রন্থির উৎপত্তি, পীনস, আমবাত ও কুষ্ঠ ইত্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে। এই ব্যাধি পুরুষ হইতে স্ত্রীতে এবং স্ত্রী হইতে পুরুষে সংক্রমিত হয়। বংশানুক্রমেও এই রোগে সংক্রমিত হইতে দেখা যায়—তাহা অতীব দুঃসাধ্য।

সহবাসের পরক্ষণেই যে জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত উৎপন্ন হইবে এরূপ নহে। প্রায়শঃ ৩ সপ্তাহের মধ্যে যে কোনও সময় রোগ প্রকাশিত হইতে পারে। রোগ প্রকাশ পাইতে যত বিলম্ব হয় পীড়া ততই কঠিন হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের যোনিদ্বারে এবং যোনির ওষ্ঠে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রায়শঃ এই রোগের প্রকোপের সময় জ্বর ও বমী হইয়া থাকে। যাহাতে উপ-

দংশের স্থান না পায়, তৎপ্রতি যত্নবান্ হইবে। ব্রণ উৎপন্ন হইলে ত্রিফলার কাথ বা ভূঙ্গরাজের স্বরস দ্বারা ব্রণ প্রক্ষালন করা বিধেয়।

প্রলেপ। যথা—ত্রিফলা অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া মধু সহ প্রলেপ দিলে উপদংশক্ষত আরোগ্য হয়।

শিরীষ ছাল অথবা হরীতকী পেষণ করিয়া তৎসহ কিঞ্চিৎ দার্ব্বীরসাঞ্জন মিশ্রিত করতঃ প্রলেপ দিলে ঔপদংশিক ক্ষত আরোগ্য হয়।

মধুতে রসাঞ্জন ঘষিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার হয়; কিন্তু উহা বিষোপদংশে প্রযোজ্য নহে।

জয়ন্তী বা জাতিফুলের পাতার কাথ করিয়া ক্ষত ধৌত করিলে বিশেষ উপকার হয়। উপদংশের বেদনাযুক্ত শোথ রোগে জয়ন্তীর পাতা বিলক্ষণ ফলপ্রদ।

দারু হরিদ্রার ছাল, শঙ্খনাভি, দার্ব্বীরসাঞ্জন, লাক্ষা, গোময়রস, তিল তৈল, ঘৃত ও দুগ্ধ সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শোথ ও দাহ নষ্ট হয়।

রসকর্পূরের ন্যায় উপদংশের ঔষধ বিরল, বিশেষতঃ উহা বিষোপদংশে অমৃত তুল্য। অশোধিত পারদঘটিত রস কর্পূর ব্যবহার করিলে পরিণামে গাত্রে পিড়কা, স্ফোটক, কোঠ, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, আমবাত, কণ্ডু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

রসকর্পূর ॥০ তোলা, ছুলখড়ি ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া ২ রতি বটী করিবে। ময়দার টুলির মধ্যে রাখিয়া জল সহ সেবন করিবে।

কেবল রসকর্পূর অর্দ্ধ রতি মাত্রায় তোপ চিনি চূর্ণ সহ সেবন করিলেও উত্তম ফল হয়।

রসকর্পূর ঘটিত চন্দ্রসংজ্ঞক রস উপদংশের অব্যর্থ ঔষধ।

চন্দ্রসংজ্ঞক রস।

এলাচি, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ প্রত্যেক ॥০ তোলা, রসকর্পূর ।০ আনা, পান রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ। ইহাতে উপদংশ, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, নাড়ীব্রণ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

শীতদ্রব।

২০ তোলা চূণের জলে ৯ রতি রসকর্পূর মিশ্রিত করিলে শীতদ্রব প্রস্তুত হয়। তদ্দ্বারা উপদংশের ক্ষত প্রক্ষালন করিলে অথবা তাহাতে বস্ত্র সিক্ত করিয়া ক্ষতে লাগাইলে উপদংশ আরোগ্য হয়। দাহযুক্ত বৈসর্পিক উপদংশে শোথাক্ষপাটক চূর্ণ সর্ব্বাধিক উপকারী।

শোথাক্ষপাটক চূর্ণ।

শ্বেত চন্দন, কুঙ্কুম, কস্তুরী, লবঙ্গ, রসকর্পূর প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ২ রতি। অনুপান—শীতল জল, কাঁচা হরিদ্রার রস, খদির কাষ্ঠের কাথ, দুগ্ধ ইত্যাদি।

প্রত্যহ কোষ্ঠ শুদ্ধি না থাকিলে এই পীড়ার বৃদ্ধি হয় সুতরাং প্রত্যহ মৃদু বিরেচন হিতকর।

ত্রিফলাদ্যগুগ্গুলু, মুসলমাদি-ধন্য, কমকুন্তাঙ্কুর লৌহ, অলঙ্কেশ্বর রস পৌত্তিক উপদংশে হিতকর।

শরপুঙ্খাদি কষায়, অমৃতাদি কষায়, বৃহৎ অমৃতাদি কষায় এবং নবকার্ষিক কষায় ইহার পরম ঔষধ।

আমলা গন্ধক ।০ আনা মাত্রায় দুগ্ধ সহ সেবন করিলে পারদ বিকৃতি ও উপদংশ আরোগ্য হয়। তোপচিনি ইহার মহৌষধ। কেহ২ কেবল তোপচিনি ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।

গুড়ুচ্যাদি তৈল, আগারধূম তৈল, কোশাতকী তৈল, ভূনিম্বাদ্য ঘৃত, করঞ্জাদ্য ঘৃত, মহাতিক্ত ঘৃত, কন্দর্পসার তৈল, বাসাগুড়ূচী তৈল প্রভৃতি এই রোগের অবস্থা বিশেষে ব্যবহার করিবে। বিপরীত মল্ল তৈল ক্ষতস্থানে দিলে বিশেষ ফল হইয়া থাকে।

বিপরীত মল্ল তৈল। যথা—তিল তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—সিন্দুর, হিং, শোধিত বিষ, কুড়, রসোন, রক্তচিতে মূল, শরপুঙ্খমূল, ঈশলাঙ্গলা মূল মিলিত /১ সের। পাকার্থ—জল ১৬ সের।

উপদংশহর কষায়। যথা—অনন্তমূল, তোপচিনি, শ্বেত আকন্দ মূল, কাঁচা হরিদ্রা প্রত্যেক ।০ সিকি, জল /১ সের, শেষ /৪ সের, ছাঁকিয়া শীতল হইলে তাহাতে লতা সালসার সার এক ছটাক মিশাইবে। ২ আউন্স স্পিরিট মিশাইয়া বোতলে রাখিলে, প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও বৈকালে অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় সেবন করা যায়। কোষ্ঠ পরিষ্কারার্থ অন্য ঔষধ ব্যবহার্য্য। এই ঔষধ ব্যবহার কালে গরমে থাকা আবশ্যক। কেহ২ এই ঔষধে এলোপ্যাথি "পটাশ অব আয়োডাইড" মিশ্রিত করিতে উপদেশ দেন। আয়োডাইড শ্লেষ্মা আনয়ন করে। এই ঔষধের মধ্যে অনন্তমূল রক্তশোধক, তোপচিনি উপদংশ নাশক, শ্বেত আকন্দ মূল—পারদ দোষ সংশোধক, কাঁচা হরিদ্রা ঔপদংশিক দোষ নিবারক, লতা সালসার সার—বলকর, রক্তশোধক এবং ক্ষত নাশক এবং আয়োডাইড্ ঔপদংশিক বিষহারক।

শরপুঙ্খাদি কষায়—যথা—বননীল মূল, কটকী, দারু হরিদ্রা, পারসীক যমানী, চাউল মুগরা, মৌরী, ঘেঁটেলা, তেজবল, গুড়ুচী, নিমছাল, জঙ্গী হরিতকী, মূর্ব্বামূল, সাচিক্ষার, চিরতা, অশ্বগন্ধা, রাস্না, বাসকছাল প্রত্যেক ।০ আনা, কুকুড়িয়ালতামূল ॥০ তোলা, সোণামুখী ॥০ তোলা, অনন্তমূল ।৶০ আনা, তোপ চিনি ॥০ তোলা, রেউ চিনি ।০ সিকি, কাবাব চিনি ।০ সিকি, কুড় ৶০ আনা। জল /১ সের, শেষ /। পোয়া একবারে এই কষায় না সেবন করিয়া ২।৩ বারে সেবনীয়।

বদরীকাষ্ঠের অঙ্গারের অগ্নিতে শ্বেত ধূপ চূর্ণ ও শোধিত হিঙ্গুল প্রক্ষেপ দিয়া তাহার ধূম লাগাইলে ঔপদংশিক ক্ষত আরোগ্য হয়।

ব্রণ শোথে যে সকল প্রলেপ লিখিত হইয়াছে অবস্থা বিশেষে ইহাতেও তাহা প্রয়োগ করিবে।

ভূনিম্বাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—চিরতা, নিমপাতা, ত্রিফলা, পটোল পত্র, করঞ্জবীজ, জাতিপত্র, খদির কাষ্ঠ ও পীতশাল মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। উল্লিখিত কাথ্য দ্রব্যের কল্ক মিলিত /১ সের, জল ১৬ সের। ইহা সর্ব্বপ্রকার উপদংশ নাশক।

করঞ্জাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—করঞ্জবীজ, নিমপাতা, অর্জুনছাল, শালছাল, জামছাল ও বটাদিপঞ্চ বৃক্ষের ছাল। ইহাদের পূর্ব্বোক্তরূপ কল্ক কষায় দ্বারা যথারীতি ঘৃত পাক করিবে। ইহা উপদংশ-ক্ষত রোপক, দাহ, স্রাব ও রক্তিমা নাশক। এই ঘৃত সাদরে গৃহীত এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কোশাতকী তৈল।

তৈল /৪ সের তিক্ত ঝিঙ্গেবীজ, তিক্ত লাউবীজ ও শুণ্ঠ মিলিত /১ সের, জল /১ সের। ইহাতে উপদংশ ও দুষ্টব্রণ নষ্ট হয়।

আগারধূমাদ্য তৈল।

৬৪ তোলার ওজনে তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—গৃহের ঝুল ১০৷৶৩ রতি, কাঁচা, হরিদ্রা ২১৷৴০ আনা; সুরা বীজ ৩১৸৵৯ রতি, পাকার্থ জল ৬৪ তোলার ওজনে ১৬ সের। এই তৈল দ্বারা উপদংশের কণ্ডু, শোথ ও বেদনা নষ্ট হয় এবং ক্ষত শুষ্ক হয়। ইহাতে ত্বক্ সবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহা ক্ষত শোধক। তৈল সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

উপদংশের মুষ্টিযোগ। পুরাতন গুড় ১ তোলা, হরিদ্রা ১ তোলা, সুরাপশ্ম ১ তোলা জল দ্বারা মাড়িয়া বুট প্রমাণ বটী করিবে। বুট ভিজান জল সহ সেব্য।

বাতরক্ত এবং কুষ্ঠে যাহা পথ্যাপথ্য ইহাতেও তাহাই **পথ্যাপথ্য। স্ত্রীসঙ্গ এই রোগে সর্ব্বথা হিতকর।** ইহাতে স্ত্রী সংসর্গ একান্ত অহিত কর। যথা—

> "পাপপ্রমেহী বাতাস্রী কুষ্ঠী পাপোপদংশবান্
> ন ভজেদঙ্গনাং নাপি তদ্বদ্গদিন্যঙ্গনা নরং।"

অর্থাৎ ঔপসর্গিকমেহবান্, ঔপসর্গিক উপদংশবান্, বাতরক্ত রোগাক্রান্ত ও কুষ্ঠী ইহারা স্ত্রীসহবাস করিবে না। এই সকল রোগাক্রান্তা নারীও পুরুষসংসর্গ করিবে না।

কুষ্ঠ চিকিৎসা।

অল্পসাধর্ম্ম্য হেতু উপদংশের পর কুষ্ঠ চিকিৎসা বলা হইয়া থাকে। কুষ্ঠ অষ্টাদশ প্রকার। তন্মধ্যে কাপাল, ঔডুম্বর, মণ্ডল, ঋষ্যজিহ্ব, পুণ্ডরীক, সিধ্ম ও কাকণ এই ৭ প্রকার। কুষ্ঠকে মহাকুষ্ঠ বলে। এককুষ্ঠ, চর্ম্মকুষ্ঠ, কিটিম, বৈপাদিক, অলসক, দদ্রু, চর্ম্মদল, পামা, কচ্ছু, শতারু ও বিচর্চ্চিকা এই ১১ টিকে ক্ষুদ্রকুষ্ঠ বলে। কেহ ২ বিস্ফোটক নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠ পাঠ করেন। তন্মধ্যে কচ্ছু পামায় অন্তর্নিবিষ্ট হইবে। জ্বর, বাতব্যাধি এবং প্রমেহের, ন্যায় কুষ্ঠও সচরাচর দৃষ্ট হয়। মহাকুষ্ঠ অত্যন্ত কঠিন, উহা মহাব্যাধির মধ্যে পরিগণিত।

পথ্যাপথ্য—এই রোগে মাংস, লবণ, শাক ও অম্লদ্রব্য একেবারে পরিত্যাজ্য। ঘৃতপক্ক মুগাদির ডাল, তিক্ত তরকারী, সৈন্ধব এবং পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন সুপথ্য। স্নেহদ্রব্য ভক্ষণ, স্ত্রী গমন, দিবানিদ্রা, তিল, গুড়, মূলক, দধি, প্রভৃতি অহিতকর।

এই রোগে ত্বক, রক্ত, মাংস, ও লসিকা দুষ্য পদার্থ। কাপালকুষ্ঠ বাতপ্রধান, ঔডুম্বর পিত্তপ্রধান, মণ্ডল কফপ্রধান, বিচর্চ্চী ও ঋষ্যজিহ্ব বাতপিত্তপ্রধান। চর্ম্মাখ্য কুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, কিটিম, সিধ্ম, অলসক ও বিপাদিকা বাতকফপ্রধান, দদ্রু ও শতারুঃ পিত্তকফ প্রধান, পুণ্ডরীক, বিস্ফোট, পামা ও চর্ম্মদল ইহারাও কফপিত্তপ্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কাকণ কুষ্ঠ ত্রিদোষজ। কেহ ২ কাপাল, ঔডুম্বর, মণ্ডল, কাকণ, পুণ্ডরীক ঋষ্যজিহ্ব ও দদ্রু এই সাতটীকে মহাকুষ্ঠ বলেন। দদ্রুকে মহাকুষ্ঠের মধ্যে গণনা করা শ্রেয়ঃ নহে। সিধ্ম ২ প্রকার। ইহার এক প্রকারকে ছুলি কহে। উহা মহাকুষ্ঠে গণনীয় নহে। বাঙ্গালা ভাষায় বিচর্চ্চীকে বিখাজ ও পামাকে পাঁচড়া কহে। শ্বিত্র ও কিলাস নামক আরও একটি ব্যাধি আছে উহাকেও কুষ্ঠের মধ্যে গণনা করা হয়; বাঙ্গালাভাষায় উহাকে শ্বেতী বা ধবল রোগ বলে। প্রথম অবস্থায় উহা যখন তাম্র বা রক্তবর্ণ থাকে তখন উহাকে কিলাস এবং শেষে শুভ্র হইলে শ্বিত্র কহে। যে সকল কারণে কুষ্ঠ উৎপন্ন হয় শ্বিত্রও সেই সকল কারণে উৎপন্ন হয় এবং এককারণজাত বলিয়াই কুষ্ঠে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। যে শ্বিত্রে রোম শুভ্রবর্ণ এবং একখানা অঙ্গখানার সহিত মিলিত হয় তাদৃশ পুরাতন শ্বিত্র অসাধ্য।
অগ্নিদগ্ধজ শ্বিত্র, গুহ্য, হস্ত, ওষ্ঠ ও পাদতলজাত শ্বিত্র অসাধ্য। কুষ্ঠ সংক্রামক, সুতরাং কুষ্ঠ রোগীর সহিত একত্র উপবেশন, একশয্যায় শয়ন, একবস্ত্র পরিধান প্রভৃতি নিষিদ্ধ। কুষ্ঠ, জ্বর, মেহ, যক্ষ্মা নেত্রাভিষ্যন্দ ও ভূতাপসর্গপ্রয়োগ সংক্রামক হয়।—

"কুষ্ঠং জ্বরশ্চ মেহশ্চ (শোষশ্চ) নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং॥" ইতি।

কুষ্ঠে নানা প্রকার চিকিৎসার বিধান আছে, কিন্তু ইদানীং কষায়, ঘৃত, তৈল, বটি ও প্রলেপ ভিন্ন অন্য প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় না। ইহাতে বিরেচন অতিশয় উপকারী।

কোষ্ঠপরিষ্কার না থাকিলে কুষ্ঠ সত্বর প্রশমিত হয় না। বাতরক্তে যে সকল ঔষধ, লিখিত হইয়াছে ইহাতেও অবস্থাভেদে তত্তৎ ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। অমৃতাদি কষায়, বৃহৎ অমৃতাদি কষায় ও নবকার্ষিক কষায় কুষ্ঠে বিশেষ ফলপ্রদ।

কুষ্ঠহর প্রলেপ।

মনঃশিলা, কুটজছাল, কুড়, ধাতুকাশীশ, চাকুন্দেবীজ, করঞ্জবীজ, ভূর্জগ্রন্থি ও শ্বেত করবীরমূল প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা কাঁজি বা পলাশ ক্ষারোদক /২ সের একত্র মৃৎপাত্রে পাক করিয়া লেহবৎ হইলে নামাইবে। ইহার প্রলেপে দক্র প্রভৃতি ক্ষুদ্রকুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

দদ্রু গজেন্দ্র সিংহ প্রলেপ।

ধুন, চাকুন্দেবীজ হরীতকী, পান্তা ভাত প্রত্যেক সমভাগ, পান্তা ভাতের জলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

গন্ধতৃণ বাটিয়া প্রলেপ দিলে বা উহার চূর্ণ ভক্ষণ করিলে দদ্রু নষ্ট হয়। গন্ধক দদ্রুর মহৌষধ, উহার বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রয়োগ হইয়া থাকে। গন্ধক, মাজুফল, তুঁতে ও চিনি একত্রে কটুতৈল সহ ঘষিয়া লাগাইলে দদ্রু নষ্ট হয়। আমলা গন্ধক /০ আনা মাত্রায় দুগ্ধসহ পান করিলে ফললাভ হয়। মরিচ্যাদি তৈল, ভৃঙ্গরাজ তৈল, মহাভৃঙ্গরাজ তৈল মালিশ করিলে দদ্রু আরোগ্য হয়।

সিধ্ম চিকিৎসা।

শ্বেত চন্দন ঘষা ও সোহাগার খই একত্রে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে সিধ্ম (ছুলি) আরোগ্য হয়। ইহা ৩ দিন ব্যবহার্য্য। এই প্রয়োগে ১৫।১৬ দিন মধ্যে রোগ অন্তর্হিত হয়। কেহ২ লেবুর রস সহ মাড়িয়া এই প্রলেপ ব্যবহার করেন। ইহাতে কখন২ রোগের পুনরাগম দৃষ্ট হয়।

শোধিত গন্ধক ও যবক্ষার কটুতৈল সহ প্রলেপ দিলে সিধ্ম আরোগ্য হয়।

সোঁদাল পাতা কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সিধ্ম আরোগ্য হয়।

করবীর তৈল।

তৈল /৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কল্কার্থ শ্বেতকরবীর মূল ৪ পল, শোধিত বিষ—৪ পল। ইহাতে সিধ্ম চর্ম্মদল, পামা, বিস্ফোট, ক্রিমি ও কিটিম আরোগ্য হয়।

পঞ্চনিম্ব, একবিংশতিক গুগ্‌গুলু এবং বাতরক্তের অমৃতাদি গুগ্‌গুলু ইহাতে প্রযুক্ত হ[illegible] পারে। ইহাতে সেবনের ঔষধ অপেক্ষা বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ অধিক উপকারী। [illegible] ব্যাধি হইলে অভ্যন্তর শুদ্ধির নিমিত্ত ঐ সকল ঔষধের প্রয়োগ করিবে।

বিচর্চ্চিকা চিকিৎসা।

গাঁজের কাণ্ডমধ্যে গর্ত্ত করতঃ গৃহধূম ও সৈন্ধব দ্বারা পূর্ণ করিয়া শরাবদ্বয়ে রাখিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে, পরে ঐ ভস্ম কটুতৈল সহ মিশাইয়া প্রলেপ দিবে।

বৃহৎ মরিচ্যাদি তৈল।

তৈল ১৬ সের, গোমূত্র ৬৪ সের, কল্কার্থ—মরিচ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, আকন্দক্ষীর, গোময় রস, দেবদারু, হরিদ্রাদ্বয়, জটামাংসী, কুড়, চন্দন, রাখাল শসার মূল, শ্বেত করবীর মূল, হরিতাল, মনঃশিলা, শোধিত চিতেমূল, ঈশলাঙ্গলা মূল, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দে বীজ, শিরীষ ছাল, ইন্দ্রযব, নিমছাল, ছাতিমছাল, গাঁজের আঠা, গুলঞ্চ, সোঁদালের পাতা, করঞ্জবীজ, মুতা, খদির কাষ্ঠ পিপুল, বচ, শতাফটকী প্রত্যেক ১ পল, বিষ ২ পল, মৃৎপাত্রে বা লৌহপাত্রে পাক করিবে। ইহাদ্বারা পামা, দদ্রু, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডু, বিস্ফোট, নীল ও ব্যঙ্গ আরোগ্য হয়।

মরিচ্যাদি তৈল।

কটু তৈল /৪ সের, পাকার্থ—গোমূত্র ১৬ সের, কল্কার্থ—মরিচ, হরিতাল, মনঃশিলা, মুতা, আকন্দক্ষীর, করবীর মূল, জটামাংসী, তেউড়ীমূল, গোময় রস, রাখাল শসার মূল, কুড়, হরিদ্রাদ্বয়, দেবদারু, চন্দন প্রত্যেক ৪ তোলা, শোধিত বিষ ৮ তোলা। ইহাতে দদ্রু, বিচর্চ্চী, শ্বিত্র প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

ইহাতে বিষতৈল ব্যবহার করা যায় কিন্তু মরিচ্যাদি তৈল ও বিষতৈল একজাতীয় বিধায় উহা উদ্ধৃত হইল না।

সোমরাজী তৈল।

কটু তৈল /৪ সের, জল ১৬ সের, কল্কার্থ—সোমরাজী, হরিদ্রাদ্বয়, শ্বেতসর্ষপ, সোঁদালের পাতা, কুড়, করঞ্জবীজ, চাকুন্দে বীজ মিলিত /১ সের। ইহাতে নানাবিধ, কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ, নালী ঘা, নীলিকা, ব্যঙ্গ, গম্ভীর বাতরক্ত, কণ্ডু, কচ্ছু ও পামা আরোগ্য হয়। ইহা বিচর্চ্চিকার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এই রোগে গুলঞ্চের রস সহ আর্সিনিকাম্রস ব্যবহার্য্য।

পামা চিকিৎসা। (পাঁচড়া)

মহিষী দুগ্ধজাত নবনীত সহ সিন্দুর ও কিঞ্চিৎ মরিচ চূর্ণ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে পামা আরোগ্য হয়।

পামার মলম।

ঘৃত ২ তোলা লোহার হাতায় খুব গরম করিয়া তাহাতে ।০ সিকি তোলা সিন্দুর

করিবে। পশ্চাৎ বিড়ঙ্গ চূর্ণ ।০ সিকি মিশাইবে। তৎপর ৵০ আনা সিন্দুর মিশাইয়া নামাইবে। মলম লাগাইবার সময় গরম করিয়া লাগাইতে হয়। ৩ দিন ৩ বার লাগাইলে পামা আরোগ্য হয়।

ইহাতে পূর্ব্বোক্ত করবীরাদ্য তৈল বিশেষ উপকারী। মরিচ্যাদি তৈল, সোমরাজী তৈল প্রভৃতি ইহাতে ব্যবহৃত হয়।

মহাসিন্দুরাদ্য তৈল।

তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—সিন্দুর, রক্তচন্দন, জটামাংসী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রাদ্বয়, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, খদির কাষ্ঠ, বচ, জাতিপুষ্প পাতা, আকন্দক্ষীর, তেউড়ীমূল, নিমপাতা, করঞ্জবীজ, বিষ, কৃষ্ণবেত, (অভাবে অনন্তমূল) গোমূত্র, চাকুন্দে বীজ মিলিত /১ সের। ইহাতে পামা, বিচর্চ্চী, কণ্ডু, বিসর্প ও বাতপিত্তপ্রবণ কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

গন্ধকযোগ ও মাণিক্য রস এই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অমৃতাদি কষায় ইহার শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বৈপাদিক কুষ্ঠ চিকিৎসা

ইহাতে হাত এবং পা ফাটিয়া যায় এবং তাহাতে ক্ষত ও বেদনা হয়।

প্রলেপ। যথা—শ্বেত ধুনা, সৈন্ধব, গুড়, মধু, ঘৃত, মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু ও গেরিমাটী তাহার অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ ঘৃতে গরম করিয়া পাচড়ার মলমের ন্যায় পাক করিবে।

সজলশস্য নারিকেল মধ্যে চাউল পচাইবে। তৎপর উহা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বহুদিনের বিপাদিকা নষ্ট হয়। মাণের ডাঁটার ক্ষার করিয়া তাহার জল প্রস্তুত করিবে ঐ জল ১৬ সের, কটুতৈল /৪ সের ও ধুতুরাবীজ কল্ক /১ সের।- এই তৈলের অভ্যঙ্গে বিপাদিকা সত্বর আরোগ্য হয়। দদ্রু ও পামাতে যে সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে। বিপাদিকাতেও অবস্থানুসারে তত্তৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

কিটিম চিকিৎসা

এই রোগে যে ব্রণ হয় তাহা ক্ষুদ্র ২ শ্যাববর্ণ, খরস্পর্শ ও রুক্ষ। ইহা বাতবহুল। পূর্ব্বোক্ত করবীরাদ্য তৈল, বিষতৈল, বৃহৎ মরিচ্যাদি তৈল ও সোমরাজীতৈল ইহাতে ব্যবহার করিবে। চাকুন্দেবীজ চূর্ণ সীজ আঠায় ভাবিত করিয়া পশ্চাৎ গোমূত্র দ্বারা দ্রবীভূত এবং রবিতাপে উত্তপ্ত করিয়া লাগাইলে কিটিম নষ্ট হয়। ইহাতে পঞ্চতিক্ত ঘৃত ও মাণিক্যরস উপকারী।

চর্ম্মকুষ্ঠ চিকিৎসা

ইহাতে চর্ম্ম হস্তিচর্ম্মের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ ও স্থূল হয়। ইহাতে বৃহৎ সোমরাজী তৈল বিশেষ উপকারী।

বৃহৎ সোমরাজী তৈল।

কটু তৈল ১৬ সের, ক্কাথার্থ—সোমরাজী ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, চাকুন্দেবীজ ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কল্কার্থ—চিতে মূল, উলটকম্বল মূল, শুঁঠ, কুড়, হরিদ্রা, ভেরেণ্ডাবীজ, হরিতাল, মনঃশিলা, ইন্দ্রবারুণী, আকন্দমূল, করবীর মূল, ছাতিম মূলের ছাল, গোময় রস, খদির কাষ্ঠ, নিমপাতা, মরিচ ও কালমর্দ্দ (কালকাসুন্দে) প্রত্যেক ২ তোলা। ইহাতে কিটিভ, দদ্রু, কণ্ডু, চর্ম্মকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, ত্বগ্‌গত রোগ ও বৈবর্ণ্য আরোগ্য হয়। এই রোগে মাণিক্যরস ব্যবহার করা যায়।

এককুষ্ঠ চিকিৎসা

ইহাতে ব্যাধিস্থানে ঘর্ম্ম হয় না এবং ব্যাধিস্থান মৎস্য ত্বকের ন্যায় স্তর বিশিষ্ট হয়। তথাকার চর্ম্ম ঈষৎ উচ্চ নীচ লক্ষিত হয়। ইহাতে বৃহৎ সোমরাজী তৈল, মাণিক্য রস, অমৃতাঙ্কুর লৌহ, নাগারাজগুড়ূচী তৈল, বৃহৎ গুড়ূচী তৈল, কন্দর্পসার তৈল, গন্ধকযোগ প্রভৃতি ব্যবহার্য্য।

অলস চিকিৎসা। ইহার চিকিৎসা দদ্রুর ন্যায়।

চর্ম্মদল চিকিৎসা। ইহার চিকিৎসা প্রায় বাতরক্তের ন্যায়। ইহাতে এককুষ্ঠের ঔষধ সমূহ ব্যবহার করা যায়।

কচ্ছু চিকিৎসা। ইহার চিকিৎসা পামার ন্যায়। তীব্রদাহ থাকিলে চর্ম্মদলবৎ চিকিৎসা করিবে।

বিস্ফোট চিকিৎসা

ইহার চিকিৎসা প্রথমতঃ ব্রণের ন্যায়, তদনন্তর বাতরক্তের ন্যায়। শেষে কুষ্ঠের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকা নিতান্ত আবশ্যক। মাণিক্যরস গন্ধকযোগ, অমৃতাদি কষায়, নবকার্ষিক কষায়, বিষতৈল, করবীরতৈল, ও বৃহৎ সোমরাজিতৈল ইহাতে হিতকর।

শতারু চিকিৎসা। ইহার চিকিৎসা দদ্রুর ন্যায়। বৃহৎ সোমরাজী তৈল ইহার মহৌষধ।

অথ মহাকুষ্ঠ চিকিৎসা।

বাতপ্রধান কাপালকুষ্ঠে পঞ্চনিম্ব, মাণিক্যরস, মহাভল্লাতক গুড়, বৃহৎ সোমরাজীতৈল, কন্দর্পসারতৈল, নবকার্ষিক কষায়, ও পাটোলাদি কষায় ব্যবহার্য্য। কুষ্ঠ মাত্রেই তিক্তদ্রব্য সেবন হিতকর। কাপালকুষ্ঠ বাতপ্রধান হইলেও গুলঞ্চ, বেত্রাগ্র, পলতা, পটোল ও নিম সুপথ্য। কুষ্ঠ নাশক দ্রব্যের মধ্যে খদির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। খদির কাষ্ঠের কষায়দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করা আবশ্যক। কেবল কষায় পানে মহাকুষ্ঠ প্রশমিত হয় না সুতরাং তিক্ত-ষট্‌পলক ঘৃত, মহাতিক্ত ঘৃত এবং মহাখদিরঘৃত তৎকালে ব্যবহার করিবে। কাপালকুষ্ঠ অত্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য।

পঞ্চনিম্ব।

নিমের ফুল, নিমের ফল, নিমের ছাল, নিমের মূল ও নিমপাতা প্রত্যেক ২ তোলা; ত্রিফলা প্রত্যেক ১ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ১ তোলা, ব্রাহ্মী, গোক্ষুর, ভল্লাতক, চিতেমূল, বিড়ঙ্গশস্য, বারাহীকন্দ, (অভাবে-চামারালু) লৌহভস্ম, গুলঞ্চ, হরিদ্রাদ্বয়, সোমরাজী, সোণামুখীপাতা, চিনি প্রত্যেক ১ তোলা, কুড়, ইন্দ্রযব, আকনাদি পাতা প্রত্যেক ১ তোলা; এই সকল দ্রব্য খদির কাষ্ঠ, পীতশাল ও নিমের ঘনীভূত কাথে পৃথক পৃথক ৭ বার এবং ভৃঙ্গরাজ স্বরসে ৭ বার ভাবনা দিয়া সিকি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। অনুপান—মধু, তিক্ত-ষট্‌পলক ঘৃত, খদির বা পীতশালের কাথ। অভাবে—উষ্ণজল।

পঞ্চনিম্ব। (২য় প্রকার)

নিমের ফুল, ফল, মূল, ছাল ও পাতা সমভাগে মিশাইয়া ৵০ আনা মাত্রায় ঘৃত মধু সহ লেহন করিবে। অবস্থাবিশেষে আমলকীর রস বা বা দুগ্ধ সহ পান করা যাইতে পারে।

পথ্য—ঘৃত, মুগ যূষ অথবা দুধ ভাত। পঞ্চনিম্ব কুষ্ঠের উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাপাল কুষ্ঠে প্রথমোক্ত পঞ্চনিম্বই ফলপ্রদ। পঞ্চনিম্ব ব্যবহারে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও বীসর্প আরোগ্য হয়।

মাণিক্যরস।

শোধিত হরিতাল ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, মনঃশিলা ৪ তোলা, পারদ, সীসক, তাম্র, অভ্র ও লৌহভস্ম প্রত্যেক ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য বটের আঠায় মর্দ্দন করিয়া ৩ দিন নিমের কাথে ভাবনা দিবে। তৎপর তাহাতে গুলঞ্চ, বালা, হিঙ্গুল, আলকুশীবীজ, নীলঝিণ্টী, সজিনা ছাল, মুগানি, জীরা, নিসিন্দা ও করবীর মূল প্রত্যেক ।০ তোলা মিশাইয়া দুই মৃৎপাত্রদ্বয়ে কাপড় ও মাটীদ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া খোলা জায়গায় রাখিতে

২ প্রহর নির্ধূম অগ্নিতে পাক করিবে। প্রাতঃকালে শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। নিমকাষ্ঠের অথবা অন্য কোন তিক্তবৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা ঔষধ পাক করা বাবস্থেয়। তাহা ঔষধের গুণাধিক্য হয়। ইহার মাত্রা ২ রতি। অনুপান—ঘৃত বা মধু। এই ঔষধ নি গুলঞ্চ প্রভৃতি অনুপানেও ব্যবহৃত হয়। পাক শীতল ছাগদুগ্ধ ঔষধ সেবনান্তে পান করি রোগী সত্বর প্রকৃতিস্থ হয়। ইহাতে সর্ব্ববিধ মহাকুষ্ঠ আরোগ্য হইয়া থাকে। ইদা এই ঔষধ প্রায়শঃ যথারীতি প্রস্তুত হয় না।

মহাভল্লাতক গুড়।

এই ঔষধ ইদানীং প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয় না। ভল্লাতক শোধন প্রণালী অত্যন্ত কঠিন এ ভালরূপ শোধিত না হইলে বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হয়। এজন্য এই ঔষধ প্রায়শঃ প্র হয় না। ভল্লাতকের পরিবর্ত্তে রক্তচন্দন ব্যবহার করা যায়; কিন্তু তাহা এই ঔষধে প্র করা কর্ত্তব্য নহে। কাহারো মতে রক্তচন্দন ব্যবহার করা অবিবেচনার কার্য্য না যেহেতু উহা রক্তদোষ ও কুষ্ঠ নাশক। কাথার্থ—নিমছাল, শ্যামালতা, আতৈষ, কট বজ্ঞডুম্বর, ত্রিফলা, মুতা, শেতপর্পটী, চাকুন্দেবীজ, অনন্তমূল, বচ, খদির কাষ্ঠ, রক্তচ আকনাদি, শুঁঠ, শটী, বামুনহাটী, বাসকমূলের ছাল, চিরতা, কুটজছাল, শোধিত মুদ্গ বীজ, রাখাল শশারমূল, মূর্ব্বামূল, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, শোধিত বিষ, চিতে মূল, হস্তিকর্ণ শের মূল, গুলঞ্চ, ঘোঁড়ানিমের ছাল, পলতা, হরিদ্রাদ্বয়, পিপুল, সোঁদালফলমজ্জা, ছা ছাল, (বা কৃষ্ণবেত) শ্বেত গুঞ্জাফল, ওল, চিনাঘাস, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুন্দবীজ, তাল প্রিয়ঙ্গু, কটফল, শরপুঙ্খা, শিরীষছাল প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের, শো ভল্লাতক তিন হাজারটী, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। উভয় কাথ একত্র করিয়া তাহ পুরাতন গুড় ১২॥ সের, শোধিত ভল্লাতকমজ্জা এক হাজার মিশাইয়া পাক করিবে। হইলে প্রক্ষেপার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, সৈন্ধব, মুতা, যমাণী প্রত্যেক ১ পল, চতুর্জ্জা মিলিত ১ পল, আমলাগন্ধক ৪ পল যথাবিধি মিশাইয়া নামাইয়া ঘৃত ভাণ্ডে রাখ মাত্রা ।০—॥০ তোলা। অনুপান—গুলঞ্চের কাথ বা দুগ্ধ। ইহাদ্বারা কাপাল শ্বিত্র, উডুম্বর, কুষ্ঠ, দদ্রু, ঋষ্যজিহ্ব, কাকণ, পুণ্ডরীক, চর্ম্মকুষ্ঠ, বিস্ফোট, মণ্ডলকুষ্ঠ, কণ্ডু, প বিপাদিকা, বাতরক্ত প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

পটোলাদি কষায়। যথা—পলতা, খদিরকাষ্ঠ, নিমপাতা, ত্রিফলা কৃষ্ণবেত (অভাবে অনন্তমূল) ইহাদের কাথ পান করিলে এবং রোগী তিক্তভূয়িষ্ঠ আ সেবী হইলে সত্বর কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

কন্দর্পসার তৈল।

কটু তৈল /৪ সের, কাথার্থ—ছাতিমছাল, কালিয়াকড়ামূল, গুলঞ্চ, নিমছাল, চি ছাল, ঘোড়ানিম, জয়ন্তীপাতা, ভিলাউ, রাখাল শশার মূল, হরিদ্রা প্রত্যেক ১৬ পল,

৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কাথার্থ—সোঁদালপাতা, জয়ন্তীপাতা, ভৃঙ্গরাজ, ধুতুরাপাতা, সিজিপাতা, চিতেপাতা, হরিদ্রা, খেজুরপাতা, গোময় রস, আকন্দপাতা, নীল-পাতা প্রত্যেকের স্বরস /৪ সের, কল্কার্থ—মাকাল, বচ, ব্রাহ্মী, তিতলাউ, চিতেমূল, ঘৃত-কুমারী, শোধিত কুচিলা, পলতা, হরিদ্রা, মুতা, পিপুল মূল, সোন্দালপাতা, আকন্দক্ষীর, কাল কাসুন্দেমূল, টেবলাফুলে, আঁচকুলের মূল, মঞ্জিষ্ঠা, কালমেঘ, রাখাল শশামূল, বিছাতি মূল, করঞ্জমূল, ইন্দ্রবারুণী, মূর্ব্বামূল, ছাতিমছাল, শিরীষছাল, কুটজ, নিম, মহানিম, গুলঞ্চ, চাকুন্দেবীজ, সোমরাজী, হাকুচবীজ, ধনে, ভৃঙ্গরাজ, যষ্টিমধু, গুল, কটুকী, শটী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, পদ্মকাষ্ঠ, শেঁঠেলা, অগুরু, পুষ্করমূল, কর্পূর, কটফল, জটামাংসী, মুরামাংসী, এলাচি, বাসক, বেণামূল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা কুষ্ঠনাশক তৈলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা দ্বারা অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, গলিত কুষ্ঠ, শ্বেতরক্ত কুষ্ঠ, বিপাদিকা, পামা, বিস্ফোট, নীলিকা, রক্তক্রিমি, দদ্রু, মসূরী, কিটিম, মণ্ডলমণ্ডল, উডুম্বর, পদ্মকুষ্ঠ, মহাপদ্মকুষ্ঠ, ভগন্দর এবং নানাবিধ ক্ষত আরোগ্য হয়।

তিক্তষট্পলক ঘৃত।

নূতন ঘৃত ৪৮ তোলা, কাথার্থ—নিমছাল, পলতা, দারুহরিদ্রা, দুরালভা, কটুকী, ত্রিফলা, ক্ষেত্রপর্পটী, বলাডুমুর প্রত্যেক ৪ তোলা, জল ১৬ সের, শেষ /২ সের, কল্কার্থ—রক্তচন্দন, চিরতা, কট্কী, পিপুল, বলাডুমুর, মুতা, ইন্দ্রযব প্রত্যেক ১ তোলা। ইহা দ্বারা বাতপ্রধান কুষ্ঠ, জ্বর, পামা, বীসর্প ও কণ্ডু আরোগ্য হয়। ইহা যোগবাহী।

মহাতিক্তক ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, আমলকী রস /৮ সের, জল ৩২ সের, কল্কার্থ—ছাতিমছাল, আতইষ, শোণালুকমজ্জা, কট্কী, আকনাদি, মুতা, বেণামূল, ত্রিফলা, পলতা, নিমছাল, ক্ষেত্রপর্পটী, দুরালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রাদ্বয়, বচ, রাখাল শশার মূল, শতমূলী, অনন্ত মূল, শ্যামালতা, ইন্দ্রযব, বাসকছাল, মূর্ব্বামূল, গুলঞ্চ, কট্কী, যষ্টিমধু, বলাডুমুর মিলিত /১ সের। ইহাতে বাতপ্রধান এবং পিত্তপ্রধান কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, বীসর্প, গুল্ম, বিস্ফোট, পামা, কামলা, জ্বর, কণ্ডু, পিড়কা ও রক্তপ্রদর আরোগ্য হয়।

মহাখদির ঘৃত।

ঘৃত ১৬ সের, কাথার্থ—খদিরকাষ্ঠ ৫ তুলা (১২॥ সেরে ১ তুলা) শিংশপা, (শিশু) ও পীতশাল প্রত্যেক ১ তোলা, ডহর করঞ্জবীজ, নিমছাল, বেত, ক্ষেত্রপর্পটী, কুটজছাল, বাসকছাল, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রাদ্বয়, শোণালুছাল, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, তেউড়ীমূল, ছাতিমছাল প্রত্যেক /৬ সের; জল ১০ দ্রোণ, শেষ অষ্টমভাগ, আমলকীর রস ১৬ সের, কল্কার্থ—মহাতিক্তক ঘৃতোক্ত কল্কদ্রব্য প্রত্যেক ১পল। এই ঘৃত উল্লিখিত মানে প্রস্তুত করা

কঠিন। সুতরাং অনুরূপ দ্রব্যসহ /৪ সের ঘৃত পাক করা বিধেয়। ইহা কুষ্ঠরো সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা অভ্যঙ্গেও প্রযুক্ত হইতে পারে।

মধ্বাসব।

মধু /৪ সের, খদিরসার /১ সের, দেবদারুসার /১ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ একত্র মিশাইয়া তাহাতে লৌহ ভস্ম /১ সের, ত্রিফলা, এলাচি, দারুচিনি, মরিচ, তেজ নাগ কেশর প্রত্যেক ২ তোলা; মৎস্যাণ্ডিকা—(অভাবে চিনি) /২ সের মিশাইয়া ভাণ্ডে ১ মাস মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। পশ্চাৎ ছাঁকিয়া ১ তোলা মাত্রায় ব্যবহার্য্য। ইহ কুষ্ঠ ও কিলাস আরোগ্য হয়।

কনকবিন্দ্বরিষ্ট।

খদির সারের কষায় ৬৪ সের ঘৃত ভাবিত কুম্ভে রাখিবে। পশ্চাৎ তাহাতে ত্রি ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, মুস্তা, বাসক, ইন্দ্রযব, শোণালুছাল ও গুলঞ্চ প্রত্যেক ৬ মিশাইবে। মুখ ঢাকিয়া ১মাস ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। পশ্চাৎ উ করিয়া ছাঁকিয়া প্রাতঃকালে ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা সেবনে ১ মহাকুষ্ঠ, ১৫ দিনে ক্ষুদ্র কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। ইহা কিলাস ও দুর্গন্ধনাশক এবং পরিষ্কারক। ইহা সেবনে শরীর কনকের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট হয় বলিয়া নাম কনকবিন্দু।

ত্রিফলা ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, ত্রিফলা, নিম, পলতা, মঞ্জিষ্ঠা, কটকী, বচ ও হরিদ্রা ইহ কাথ ১৬ সের এবং কল্ক /১ সের সহ যথারীতি ঘৃত পাক করিয়া বাতোধ প্রয়োগ করিবে।

গন্ধক যোগ।

এই ঔষধ চরকে লিখিত আছে। শোধিত আমলাসা গন্ধক ৵০ আনা ম আমলকীরস ও মধু সহ সেবন করিলে কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। ইদানীং এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। মহাকুষ্ঠে আমলকী রস সহ ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। ইহা গলৎ ব্যবহৃত হয়। মহাকুষ্ঠে আমলকী রস সহ ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। ইহা গলৎ নাশক।

অমৃতাঙ্কুর লৌহ।

অগ্নি শোধিত পারদ (ইদানীং সাধারণ ভাবে শোধিত পারদ গ্রহণ করা কেহ২ বিশুদ্ধ পারদ অগ্নি অর্থাৎ চিতেমূলের রসে ভাবিত করিয়া গ্রহণ করেন) শোধিত গন্ধক (আমলাসাগন্ধক হইলে ভাল হয়) ৪পল, একত্র কজ্জলী করিবে।

উহার সহিত লৌহ ৪পল, উৎকৃষ্ট তাম্রভস্ম ১পল, শোধিত গুগ্গুলু মজ্জা ১ পল, অভ্র ১ পল, শোধিত গুগ্গুলু ৪ পল, ঘৃত ৮ পল একত্র মিশাইয়া /৪ সের ত্রিফলার কাথে পাক করিবে। (ত্রিফলা মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের) আসন্নপাকে হরীতকীচূর্ণ ২ তোলা, বহেড়া চূর্ণ ২ তোলা, আমলকী চূর্ণ ১২ তোলা ৮ মাষ, প্রক্ষেপ দিবে। লৌহ পাত্রে পাক করিবে। অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যখন শব্দ হইবে না এবং সূক্ষ্মবস্ত্রে নিষ্পীড়ন করিলে বহির্গত হইবে না তখন পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। ইহার মাত্রা ১ হইতে ২ ও রতি। অনুপান—ঘৃত ও মধু। ইদানীং মধু ও নিমছালের রসসহ প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়। প্রাতঃকালে লৌহ পাত্রে লৌহ দণ্ডদ্বারা মাড়িয়া ঔষধ সেবন করাই শাস্ত্রসিদ্ধ। ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধ বা নারিকেল জল পান করিবে। ইহাতে নানাবিধ কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও আমবাত আরোগ্য হয়। ইহা বল্য, বৃষ্য ও শুক্রবর্দ্ধক এই ঔষধ ব্যবহার কালে শাক, অম্লদ্রব, ও স্ত্রী গমন নিষিদ্ধ। ঘৃতভৃষ্ট পক্ষিমাংস ভক্ষণ করিলে দুর্ব্বল দেহধাতু পুষ্ট হয়। জলচর বা আনূপ পক্ষী ব্যবহার্য্য নহে। এই ঔষধে পারদস্থানে বৃদ্ধ বৈদ্যগণ রসসিন্দুর ব্যবহার করেন। কেহ২বা পাতনযন্ত্রশোধিত হিঙ্গুলোত্থ পারদ গ্রহণ করেন। কেহ২ গন্ধকমাত্র ১পল গ্রহণ করেন, তাহাও সর্ব্ববাদি সম্মত নহে।

ঔডুম্বর কুষ্ঠ চিকিৎসা।

ইহা দেখিতে যজ্ঞডুম্বরের ন্যায়। ইহাতে বেদনা, কণ্ডু, জ্বালা ও রক্তিমা থাকে। ইহার চতুর্দ্দিকের রোমসকল পিঙ্গল বর্ণ হয়। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত পটোলাদি কষায় পঞ্চনিম্ব, মাণিক্যরস, অমৃতাঙ্কুর লৌহ, পঞ্চতিক্ত ঘৃত ও মহাতিক্তক ঘৃত ব্যবহার করা যায়। কন্দর্পসার তৈল ইহার উপযোগী। ইহার চিকিৎসা অনেকটা বাতরক্তের ন্যায় সুতরাং বাতরক্তের ঔষধ সমূহ অবস্থাবিশেষে ইহাতে প্রযুক্ত হয়। বাতরক্তের অমৃতাদি কষায়, নবকার্ষিক, বৃহৎ গুড়ূচীতৈল ও বাসারুদ্র গুড়ূচী তৈল বিশেষ উপকারী। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা নিতান্ত আবশ্যক। কোষ্ঠবদ্ধতায় নবকার্ষিক অভীষ্ট ফলপ্রদ

পঞ্চতিক্ত ঘৃত।

নিম, পলতা, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বাসক (এই পাঁচটীকে পঞ্চতিক্ত বলে) প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ—ত্রিফলা /১ সের। ইহা দ্বারা নানাবিধ, কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ, কণ্ডু, পামা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। এই ঘৃত ব্যবহারে প্রথমতঃ কণ্ডু, পামা প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়, পশ্চাৎ কমিতে থাকে। অভ্যন্তর হইতে ব্যাধি বহির্গত করিয়া উপশম করাই এই ঔষধের ধর্ম্ম। মাত্রা ॥০ তোলা অনুপান—দুগ্ধ।

তিক্তক ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—ত্রিফলা, হরিদ্রাদ্বয়, বাসক, দুরালভা, ক্ষেত্রপর্পটী, পলতা, বলাডুমুর, কটুকী, নিমছাল প্রত্যেক ২ পল, জল, ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—পিপুল, মুতা, রক্ত চন্দন, বলাডুমুর, ইন্দ্রযব ও চিরতা মিলিত /১ সের। ইহা পঞ্চ তিক্ত ঘৃতের ন্যায় গুণ কারক; বাতরক্ত ও বীসর্পে ইহা প্রযোজ্য।

বজ্রক ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, বসাক, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, পলতা, করঞ্জবীজ, নিমছাল শীতশাল ও কৃষ্ণবেত ইহাদের কল্ক কষায় দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার কুষ্ঠ ও শলৎ কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

পটোল পত্র অথবা দারুহরিদ্রার কল্ক কষায় দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া পিত্ত প্রধান কুষ্ঠে ব্যবহার করিবে।

মণ্ডল কুষ্ঠ চিকিৎসা।

ইহা গাত্রে মণ্ডলাকারভাবে প্রকাশিত হয়। সোমরাজী তৈল, বৃহৎ সোমরাজী তৈল, তিক্তেক্ষ্বাকু তৈল, কন্দর্পসার, কনকক্ষীরী তৈল, পঞ্চনিম্ব, অমৃতা গুগ্গুলু, পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্গুলু, মহা ভল্লাতক গুড় ও ব্রহ্মরস কফপ্রধান কুষ্ঠে বিশেষতঃ মণ্ডল কুষ্ঠে ব্যবহার করিবে।

তিক্তেক্ষ্বাকু তৈল।

সর্ষপ তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—তিতলাউ বীজ, বীচ, তুতে, রসাঞ্জন রোচনা, হরিদ্রাদ্বয়, বৃহতী ফল, এরণ্ডমূল, রাখাল শসার মূল, চিতেমূল, মূর্কামূল, হিরাকস, হিং, সজিনাছাল, ত্রিকটু দেবদারু, ধনে বিড়ঙ্গ, ঈশলাঙ্গলা মূল, কুটজ ছাল ও কট্‌কী মিলিত /১ সের, গোমূত্র /১৬ সের। ইহাতে বাতকফ প্রধান কুষ্ঠ ও কণ্ডু আরোগ্য হয়।

কনকক্ষীরী তৈল।

কনক ক্ষীরী মূল, (শেয়াল কাঁটা মূল) মনঃশিলা, বামুনহাটী, দন্তী বীজ, দন্তী মূল, জাতীফুলের পাতা, প্রবাল ভস্ম, শ্বেতসর্ষপ, রসুন, বিড়ঙ্গ, করঞ্জছাল, ছাতিম ছাল, আকন্দ পাতা, আকন্দ মূল, আকন্দছাল, নিমছাল, চিতেমূল, হাঁকরমালী, গুঞ্জা মূল, এরণ্ড মূল, বৃহতী, মূলক, তুলসী, তুলসী বীজ, কুড়, আকনাদি, মুতা, ধনে, মূর্ব্বামূল, বচ, পিপুল মূল, চাকুন্দে বীজ, কুটজ ছাল, সজিনাছাল, ত্রিকটু, ভল্লাতক, হিঙ্গুটী, হরিতাল, চোরপুষ্পী, তুতে, কমলাগুঁড়ী, গুলঞ্চ, খর্পর, ফিটকারী, হিরাক, দারু হরিদ্রা ছাল,

সৈন্ধব মিলিত /১ সের, করবীর মূল ও পল্লবের কষায় /৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কটু তৈল /৪ সের, যথাবিধি পাক করিয়া তিন্তিড়ীকাষ্ঠের ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা মণ্ডল কুষ্ঠের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা দ্বারা ক্রিমি ও কণ্ডু আরোগ্য হয়।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু।

ঘৃত /৪ সের, ক্বাথার্থ—নিম্ব ছাল, গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোল পত্র, কণ্টকারী প্রত্যেক ১০ পল, বস্ত্রপোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু ৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের ছাঁকিয়া লইবে এবং গুগ্‌গুলু ঐ কাথে গুলিয়া দিবে। এই ক্বাথ দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। কল্কার্থ—আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গজপিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, শুঁঠ, হরিদ্রা শুলফা, চই, কুড়, লতাফটকী, মরিচ, ইন্দ্রযব, জীরে, চিতেমূল, কটকী, ভল্লাতক, বচ, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আতইষ, ত্রিফলা, বনযমানী প্রত্যেক ২ তোলা। মাত্রা—৷৷০ তোলা, গরম দুগ্ধসহ সেব্য। ইহাতে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ ও বিদ্রধি আরোগ্য হয়।

ব্রহ্মাস্ত্র।

মূর্চ্ছিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক, চিতেমূল, সোমরাজী ও ব্রহ্মযষ্টির বীজচূর্ণ প্রত্যেক ১০ ভাগ, ইক্ষুগুড় ৩০ ভাগ, মধুদ্বারা মাড়িয়া এক সিকি মাত্রায় ব্যবহার করিবে। মণ্ডলকুষ্ঠ ও কুষ্ঠের শুভ্রতা নষ্ট হয়। ঔষধ সেবনান্তে পাতাল গরুড়ীর মূল ৮.ল দ্বারা পেষণ করিয়া পান করিবে। হিন্দিভাষায় পাতালগরুড়ীকে ছেউড়া বলে। ইহা একপ্রকার লতা বিশেষ।

অমৃতা গুগ্‌গুলু।

গুলঞ্চ ১২৷৷ সের, দশমূল ১২৷৷ সের, আকনাদি, মূর্ব্বামূল, বেড়েলা, কটকী, দারুহরিদ্রা, এরণ্ডমূল প্রত্যেক ১০ পল, বস্ত্রপোট্টলীবদ্ধ বহেড়া ১০০টী, আমলকী ১০০টী, হরীতকী ২০০টী, দোলাস্থ বস্ত্রপোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু /২ সের, জল ২ দ্রোণ, অষ্টমভাগ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ ক্বাথে গুগ্‌গুলু গুলিয়া দিবে। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার বীজ ফেলিয়া নির্ম্মল বাটিয়া /২ সের ঘৃতে ভাজিবে, অনন্তর ঐ ক্বাথ সহ পাক করিবে। আসন্ন পাকে গুলঞ্চের পালো ২ পল, শুঁঠ ২ পল, পিপুল, ২ পল প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। মাত্রা ৷৷০ তোলা। অনুপান—দুগ্ধ বা গরম জল। ইহাতে নানাবিধ কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কামলা, আমবাত ও প্লীহা আরোগ্য হয়। এই ঔষধ বাতরক্তে মহোপকারী।

অথ ঋষ্যজিহ্ব চিকিৎসা

ইহা দেখিতে হরিণের জিহ্বা সদৃশ খরস্পর্শ ও বেদনান্বিত। ব্যাধির ধারে রক্তিমা

প্রান্তে এবং মধ্যভাগ শ্যামবর্ণ হয়। ইহা বাতপিত্তজ। উড়ুম্বর কুষ্ঠে যে সকল ঔষধ লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তৎসমুদায় অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করিবে

অথ পুণ্ডরীক চিকিৎসা

ইহা শ্লেষ্মপিত্তজ, দেখিতে রক্তপদ্মের পাতার ন্যায় এবং উন্নতাকার। ইহার প্রান্তদেশে সশ্বেতরক্তবর্ণ এবং মধ্যদেশ সশ্বেত পাংশু বর্ণ। ত্রিফলাদি ক্বাথ। যথা।—ত্রিফলা, নিমছাল, পলতা, মঞ্জিষ্ঠা, কটকী, বচ ও হরিদ্রা। ইহাদ্বারা কফপিত্তজ কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। পঞ্চনিম্ব, অমৃতাগুগ্‌গুলু, মহাভল্লাতক গুড়, পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু, অমৃতাঙ্কুর লৌহ ও মাণিক্যরস এই যোগে ব্যবহৃত হয়। প্রবৃদ্ধ অবস্থায় কন্দর্পসার তৈল ব্যবহার করিবে।

কাকণ কুষ্ঠ চিকিৎসা

ইহা অসাধ্য, তবে প্রতিকার র্থ কন্দর্পসার তৈল, মহাখদির ঘৃত, মহাতিক্তক ঘৃত, মহাভল্লাতক গুড় ও কনকবিন্দুরিষ্ট ব্যবহার করিবে।

মারিত হীরক ও শোধিত শিলাজতু সহ শোধিত পারদ মিশ্রিত করিয়া ১ রত্তি মাত্রায় ব্যবহার করিলে যাবতীয় কুষ্ঠ আরোগ্য হয। ইহাদ্বারা কাকণ কুষ্ঠও সাধ্য বা যাপ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয।

গন্ধক (আমলাসা) ও স্বর্ণমাক্ষিক যোগে মারিত পারদ সেবনেও পূর্ব্ববৎ ফললাভ হয় এই দুইটী ঔষধ চরম অবস্থায় প্রযোজ্য। অনুপান—নিমছালের রস বা দুগ্ধ ইত্যাদি। এই যোগদ্বয় চরক হইতে উদ্ধৃত হইল।

গলৎ কুষ্ঠ চিকিৎসা

ইহাতে মাংস সকল পচিয়া ক্লেদ ও পূযসমন্বিত ও বিশীর্ণ হইয়া পতিত হইতে থাকে। ইহাতে পোকা জন্মিয়া থাকে। কন্দর্পসার তৈল ও কৃষ্ণসর্প তৈল ইহার মহৌষধ।

কৃষ্ণসর্প তৈল।

মস্তক, পুচ্ছ ও অন্ত্র বর্জিত মৃত কৃষ্ণসর্পের অন্তর্ধূমভস্ম, সোমরাজী তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যাধিস্থানে লাগাইলে গলৎকুষ্ঠ আরোগ্য হয়। কেহ২ অন্যবিধ কৃষ্ণসর্প তৈল

পাক করেন। যথা—মস্তক, পুচ্ছ ও অন্ত্র বর্জ্জিত কৃষ্ণসর্প ৪টী, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। পাকার্থ—জল ১৬ সের, সোমরাজি তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—আমলাসার গন্ধক /১ সের, পাকান্তে ৪ তোলা আমলাসার গন্ধকের কল্কটী মিশাইয়া রাখিবে এবং আবশ্যক মত ব্যাধি স্থানে মালিশ করিবে।

আমলাসার গন্ধকের নির্দ্দোষ চূর্ণ ৵০ আনা মাত্রায় দুগ্ধ সহ পান করিলে ফললাভ হয়।

কালক কুষ্ঠারি রস।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণভস্ম, শোধিত শিলাজতু, চিতেমূল, কুচিলা ও বিষ প্রত্যেক ১ ভাগ, অভ্র ও করঞ্জবীজ প্রত্যেক ৪ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু অথবা ভিম্বরাজের রস প্রভৃতি। ইহাতে কুষ্ঠ ও কিলাস আরোগ্য হয়।

এই রোগে আর্সেনিক্যাসিড ও মহাতিক্তক ঘৃত ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাতে মৎস্য, মাংস, অম্ল ও লবণ ত্যাজ্য।

অথ শ্বিত্র চিকিৎসা।

প্রলেপ—শোধিত গন্ধক, শোধিত চিতেমূল, হিরাকস, হরিতাল ও ত্রিফলা একত্র মর্দ্দন করিয়া নির্দ্দোষ রূপে বাটিয়া ব্যাধি স্থানে প্রলেপ দিবে।

শ্বেতারি।

পারদ, গন্ধক, ত্রিফলা, ভৃঙ্গরাজ, হাকুচবীজ, ভল্লাতক বীজ, কৃষ্ণতিল, নিম্ববীজ প্রত্যেক সমভাগ, ভৃঙ্গরাজরসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ৪।৫ রতি বটী করিবে। অনুপান—ঘৃত মধু।

কুষ্ঠরাক্ষস তৈল।

কটুতৈল /১ সের, কল্কার্থ—পারদ, গন্ধক, কুড়, ছাতিমছাল, চিতেমূল, মেটেসিন্দূর হরিতাল, হাকুচবীজ, রসুন, সোমরাজবীজ, জারিত তাম্র, মনঃশিলা প্রত্যেক ২ তোলা সহ রৌদ্রপাক করিবে। ইহাতে শ্বিত্র, উদুম্বরকুষ্ঠ, কচ্ছু, বিচর্চ্চিকা ও পামা আরোগ্য হয়।

বিষতৈল।

তৈল /৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কল্কার্থ—ডহর করঞ্জবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকন্দমূল, তগরপাদুকা, করবীরমূল, বচ, কুড়, হাফরমালী, রক্তচন্দন, মালতীফুল,

শিরীষবীজ, হরিদ্রা, হরিতাল, প্রত্যেক ৪ তোলা বিষ ৮ তোলা। ইহাতে শ্বিত্র ও দুষ্টব্রণ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

শ্বিত্রে পঞ্চানন তৈল।

কটু তৈল /৫ সের, গোমূত্র, ছাগমূত্র, গর্দ্দভমূত্র, দুগ্ধ প্রত্যেক /৪ সের, কল্কার্থ— এরণ্ডবীজ, পুন্নাগবীজ, বাকুচীবীজ, চাকুন্দেবীজ, চিত্রকমূলবীজ, পিপুল, কাঁকড়াবীজ, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, রোহিতক মূল, বিড়ঙ্গ মিলিত /১ সের। শ্বিত্রস্থানে ঈষৎ ঘর্ষণ করিয়া এই তৈল লাগাইতে হয়।

আরগ্বধাদ্য তৈল।

তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—সোনালু বীজ, ধাওয়াছাল, কুড়, হরিতাল, মনঃশিলা, হরিদ্রা-দ্বয় মিলিত /১ সের। ইহা শ্বিত্রনাশক।

খদিরারিষ্ট। (ব্যাধি বিপরীত)

খদিরকাষ্ঠ /৬। দেবদারু /৬। সের, সোমরাজী বীজ ১২ পল, দারুহরিদ্রা ২০ পল, ত্রিফলা মিলিত ২০ পল, জল ৮ দ্রোণ, শেষ ১ দ্রোণ, স্নিগ্ধ ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া তাহাতে মধু ২৫ সের, চিনি ১২॥ সের, ধাইফুল ২০ পল, কাঁকলা, জায়ফল, লবঙ্গ, নাগকেশর, এলাচি, দারুচিনি, তেজপাত প্রত্যেক ১ পল ও পিপুল ৪ পল প্রক্ষেপ দিয়া মুখ ঢাকিয়া ১ মাস রাখিবে। তৎপশ্চাৎ ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ২॥০ তোলা। ইহাতে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ, পাণ্ডু ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়। ইহা রক্ত পরিষ্কারক।

পথ্যাপথ্য।

কুষ্ঠরোগী মৎস্য, মাংস, মদ্য ও স্ত্রী পরিত্যাগ করিবে। অম্ল, লবণ মাষকলাই, প্রভৃতি ক্লেদিপদার্থও পরিত্যাজ্য এবং পুরাতন (অন্ততঃ বৎসরাতীত) শালিধান্য, যব, তিক্ত শাক (ব্রাহ্মী প্রভৃতি উপাদেয় শাক) ও জাঙ্গলমাংস (শশকাদির মাংস) ব্যবহার করিবে। মুগ, অড়হর, মসূর, মটর, পটোল, রসোন, পাকাতাল, কুষ্ঠে মেঠা জল দুগ্ধাদির সেবা ধারণ, ইক্ষু, তিল, মূলা ও গুড় কুষ্ঠে অহিতকর।

অথ শীতপিত্ত চিকিৎসা।

শীতল বায়ু বা শীতল জল সংস্পর্শে প্রবৃদ্ধ বায়ু ও কফ মিলিত পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া বোলতা দংশনের ন্যায় যে শোথ উৎপন্ন করে তাহাকে শীতপিত্ত এবং উহারই

অবস্থাবিশেষকে উদর্দ্দ ও কোঠ বলে। শীতপিত্ত অল্প সময়ে শরীরে বিলীন হয় এবং হঠাৎ ঠাণ্ডায় পুনঃ আবির্ভূত হয়। কোঠ বা উদর্দ্দ শীতপিত্তের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নহে। এই রোগ হইতে ক্রমশঃ কুষ্ঠ উৎপন্ন হইতে পারে। এই রোগ পিত্তপ্রধান। ব্যাধি সাধর্ম্ম্য হেতু শীত ক্রিয়ায় ইহার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, এজন্য ইহাকে শীতপিত্ত কহে।

অমৃতাদি কষায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে নবকার্ষিক কষায় হিতকর। ইহাতে কটুতৈলের অভ্যঙ্গ এবং গরম জলের সেক হিতকর। দূর্ব্বা এবং কাঁচা হরিদ্রা বাটিয়া কটু তৈল সহ উদ্বর্ত্তন করিলে শীতপিত্ত পামা ও কচ্ছু আরোগ্য হয়। ইহা কচ্ছুতে দৃষ্ট ফল।

ইহাতে কুষ্ঠোক্ত মহাতিক্ত ঘৃত, পঞ্চতিক্ত ঘৃত, গুড়ূচ্যাদি তৈল, পিত্তান্তক রস, অমৃতাঙ্কুর লৌহ ও গুড়ূচ্যাদি লৌহ ব্যবহার করা যায়।

যবক্ষার, সৈন্ধব ও কটু তৈল একত্র মিশাইয়া গাত্রে মালিশ করিলে বাতপ্রধান শীতপিত্ত আরোগ্য হয়।

সুশ্রুতোক্ত এলাদিগণের চূর্ণ সহ কটু তৈল মিশাইয়া গাত্রে মালিশ করিলে কফ-প্রধান শীতপিত্ত আরোগ্য হয়।

রসসিন্দুর ২ রত্তি, যমানীচূর্ণ ৪ রত্তি, একত্রে গুড় সহ সেবন করিয়া কটু তৈলের অভ্যঙ্গ করিলে শীতপিত্ত নষ্ট হয়।

✓ হরিদ্রা খণ্ড।

হরিদ্রা ৮ পল, ঘৃত ৬ পল, দুগ্ধ ১৬ সের, চিনি ৵৬। সের, প্রক্ষেপার্থ—ত্রিকটু, ত্রিজাতক, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, ত্রিফলা, নাগকেশর, মুতা, লৌহ প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল। মৃদু অগ্নিতে মৃণ্ময় পাত্রে পাক করিবে। ইহাতে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ ও কচ্ছু আরোগ্য হয়।

হরিদ্রা খণ্ড। (দ্বিতীয় প্রকার)

হরিদ্রা চূর্ণ ৵॥ সের, তেউড়ীমূল ৪ পল, হরীতকী চূর্ণ ৪ পল, চিনি ৵১ সের, প্রক্ষেপার্থ—দারুহরিদ্রা, মুতা, যমানী, বন যমানী, চিতে, কটুকী, কৃষ্ণজীরে, পিপুল, শুঁঠ, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, কুড়, ত্রিফলা, চই, ধনে, লৌহ, অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা। মৃদু অগ্নিতে মৃৎপাত্রে পাক করিবে। অনুপান—উষ্ণজল। ইহা প্রায়শঃ দুগ্ধসহ ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ॥০ তোলা। ইহাদ্বারা শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ, কণ্ডু, পাণ্ডু, ক্রিমি ও শোথ আরোগ্য হয়। পিত্তপ্রবল অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার করিবে।

শ্লেষ্মপিত্তান্তক রস।

রস সিন্দূর, তাম্র, লৌহ, গন্ধক, সোহাগা, চিতে, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, রাস্না, গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেক সমভাগ, কেশরাজের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—মধু। ঔষধ সেবনান্তে হরীতকী, পিপুল, শুঁঠ ও গুড় একত্রে ।০ হইতে ।।০ তোলা সেবন করিবে। কফ বা বায়ুর আধিক্য থাকিলে দাড়িম, শুঁঠ ও গুড় অনুপান।

অথ শীতপিত্ত চিকিৎসা।

শীতপিত্তে অঙ্গে হুলবিদ্ধবৎ বেদনা, সর্ব্বশরীরে দাহ ও কণ্ডূৎপত্তি হয়।

রসাদিগুটী।

পারদ ৮ ভাগ, শোধিত তুঁতিয়া ১০ ভাগ, গন্ধক ১২ ভাগ, ত্রিকটু, ত্রিফলা মিলিত ৩ ভাগ, কাঁকড়াশৃঙ্গী মূল, চিতে, মুতা, বচ, অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, নিম, কুড়, পিপুলমূল, নাগকেশর প্রত্যেক ১ ভাগ, গুড় ২৪ ভাগ, ছোলা প্রমাণ বটী করিবে। ইহাতে শীতপিত্ত নষ্ট হয়। বাতব্যাধির ঔষধ সকল অবস্থাবিশেষে শীতপিত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে।

শীতপিত্তে অবস্থাবিশেষে শীতল অথবা উষ্ণ অনুপানীয় ব্যবহার করিবে। কুষ্ঠোক্ত পথ্যাপথ্য ইহার পথ্যাপথ্য।

অথ অম্লপিত্ত চিকিৎসা।

পিত্ত অম্লভাবাপন্ন হইলে এবং উদ্গার ও দাহাদি লক্ষণ দেখা দিলে ঐ পিত্তকে অম্লপিত্ত কহে। অম্লপিত্তে কফের সম্বন্ধও থাকে কিন্তু উহা গৌণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

ইহাতে যাবতীয় অম্লদ্রব্য, ঝাল, পর্য্যুষিত বা গেঁজান দ্রব্য, গুরুদ্রব্য, ঘোল, মদ্য, বৃহৎ মৎস্য, মাংস, আলু, মাষকলাই, খেসারি কলাই এবং অন্যান্য গুরুপাক দ্রব্য এবং স্ত্রী সংসর্গ প্রভৃতি অপথ্য।

তিক্ত দ্রব্য, যব, গোম, পুরাতন শালিধান্য, পটোল, বেত্রাগ্র, পলতা, যজ্ঞডুমুর, কাঁচামুগের যূষ, দুধ, খই, ডাবা, সুমিষ্ট আম্র, আঙ্গুর প্রভৃতি সুপথ্য।

পটোলাদি কষায়। যথা—পলতা, শুঁঠ, গুলঞ্চ, কট্কী ইহাদের ক্বাথ কফান্বিত অম্লপিত্তে হিতকর।

অমৃতাদি কষায়। যথা—গুলঞ্চ, নিমছাল, পলতা ও ত্রিফলা—ইহাদের ক্বাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত আরোগ্য হয়।

অম্লপিত্তে অল্পমাত্রায় রক্তপিত্তোক্ত বাসাঘৃত, কুষ্ঠোক্ত মহাতিক্তক ঘৃত, পরিণাম

সূলোক্ত পিপ্পলী ঘৃত, দ্রাক্ষাদিকাথ, কুষ্মাণ্ডগুড়কল্যাণক এবং খণ্ডামলকী প্রয়োগ করা যায়। মধুসহ পুরাতন পিপ্পলচূর্ণ লেহন করিলে অম্লপিত্ত নষ্ট হয়। বাতপ্রধান অম্লপিত্তে সায়ংকালে সুপক্ক সুসিদ্ধ জলীয় যূষ পান করিলে উপকার হয়।

বিদগ্ধাজীর্ণে বাজিকরণে যে হরীতকীর বিষয় লিখিত হইয়াছে তৎ সেবনে যাবতীয় অম্লপিত্ত নষ্ট হয়।

আহারের পরক্ষণেই যে রোগীর অম্লোদগার হইতে থাকে তিনি আহারের সময় জলপান না করিয়া আহারান্তে ২ গ্লাস সুশীতল জল পান করিবেন।

শুণ্ঠ, পিপুল ও হরীতকী দ্বারা মোদক পাক করিয়া ব্যবহার করিলে পিত্তশ্লেষ্ম প্রধান অম্লপিত্ত আরোগ্য হয়। ইহার প্রত্যেক পল সমভাগ লইবে।

ক্ষুধাবতী গুড়িকা। (প্রসিদ্ধ ঔষধ)

অভ্র ২ পল, লৌহ ১ পল, মণ্ডুর অর্দ্ধপল ইহাদিগকে থানকুনি, শ্বেত হুড়হুড়ে ও তালমূলী ইহাদের রস মিলিত ৩২ পল দ্বারা প্রথম স্থালী পাক করিবে। শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ ও কাটানটের মিলিত ৩॥০ পল রসে দ্বিতীয় স্থালী পাক করিবে। ত্রিফলা মিলিত ২১ তোলা, মুতা ৭ তোলা, জল ৮ গুণ, শেষ অষ্টম ভাগ, এই কাথ দ্বারা তৃতীয় স্থালী পাক করিয়া ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। (স্বরস বা কাথ দ্বারা ঔষধ মাখিয়া স্থালীতে রাখিয়া ঐ স্বরস বা কাথকে ধীরে ২ মৃদু তাপে শুষ্ক করাকে স্থালী পাক কহে। মৃৎস্থালীতে স্থালী পাক করা বিধেয়) তদনন্তর কজ্জলী ১ পল মিশাইবে। পরে উহার সহিত বচ, চই, যমানী, জীরে, শুল্‌ফা, ত্রিকটু, মুতা বিড়ঙ্গ, পিপুল মূল, আপাংমূল, চেউড়ী মূল, চিতে মূল, দন্তীমূল, শ্বেত হুড়হুড়ে মূল, ভৃঙ্গরাজ, মাণকচু, ঘেটকোল, (থানকুনি) ডাল কুনি, কেশরাজ, কালিয়াকড়া মূল, কাঁকড়াশৃঙ্গী প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, ত্রিফলা মিলিত ১২ তোলা একত্র মিশাইয়া লৌহ পাত্রে আদারসে ৭ বার ভাবনা দিয়া পরে আদারসে শিলায় পেষণ করতঃ ৪।৫ রতি বটী করিবে। অনুপান— কাঁজি। পথ্য—পান্তাভাত ও অম্লকাঁজি। এই ঔষধ সেবন করিলে মধুর দ্রব্য, দুগ্ধ ও নারিকেল কদাচ ভক্ষণ করিবে না। ইহাতে অম্লপিত্ত, পরিণাম শূল, শোথ প্রভৃতি আরোগ্য হয়। এই ঔষধ যোগবাহী এবং অম্লপিত্তে বিশেষ শক্তিশালী। বৎসরাতীত ঔষধ পরিত্যাজ্য।

অবিপত্তিকর চূর্ণ। (বিরেচক)

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা বিটলবণ, বিড়ঙ্গ, এলাচি, তেজপাত, প্রত্যেক ১ তোলা, লবঙ্গ চূর্ণ ১১ তোলা তেউড়ীমূল চূর্ণ ৪৪ তোলা, চিনি ৬৬ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র

মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ।০ আনা। অনুপান—শৃত শীতল জল। ইহাতে অম্লপিত্ত, মলমূত্র রোধ, অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ ও অর্শঃ নষ্ট হয়।

অম্লপিত্তান্তক গুড়িকা।

কমলা লেবুর খোসা, সৈন্ধব, মৌরী, যমানী, নিশাদল প্রত্যেক ১ তোলা, বিটলবণ ৪০ তোলা, পাতিলেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি বটী করিবে। আহারান্তে এই ঔষধ শীতল জল সহ সেব্য।

পিপ্পলীলেহ বা বৃহৎ পিপ্পলীখণ্ড।

পিপুল /॥ সের, ঘৃত /১ সের, চিনি /২ সের, শতমূলীর রস /১ সের, আমলকীর রস /২ সের, দুগ্ধ /৮ সের একত্র পাক করিয়া লেহবৎ হইলে প্রক্ষেপার্থ—ত্রিজাতক, হরীতকী, কৃষ্ণজীরে, ধনে, মুতা, বংশলোচন, আমলকী প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা; জীরে, কুড়, শুঁঠ, নাগকেশর প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা। পাকান্তে শীতল হইলে, জায়ফল, মরিচ, মধু প্রত্যেক ৩ পল মিশাইবে। মাত্রা ।০ সিকি। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ। ইহাদ্বারা অম্ল-পিত্ত, বমন, শ্বাস, কাস ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। ইহা পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান অম্লপিত্তে প্রশস্ত।

খণ্ড কুষ্মাণ্ডক।

পুরাতন কুষ্মাণ্ডের রস ১২॥ সের, দুগ্ধ ১২॥ সের, আমলকী চূর্ণ /১ সের, চিনি /১ সের, ঘৃত /। পোয়া, চ্যবনপ্রাশের ন্যায় লেহবৎ পাক করিবে। মাত্রা ১ তোলা। ইহা অম্লপিত্তের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অম্লপিত্তান্তক মোদক।

শুঁঠ /১ সের, পিপুল /১ সের, গুবাক চূর্ণ /১ সের, ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। যথাবিধি পাক করিয়া লেহবৎ হইলে প্রক্ষেপার্থ—লবঙ্গ, নাগকেশর, কুড়, যমানী, কৃষ্ণজীরে, বচ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, রাস্না, দেবদারু, ত্রিফলা, তেজপাতা, এলাচি, দারুচিনি, সৈন্ধব, হবুষা, শটী, মদন ফল, কট্‌ফল, জটামাংসী, অভ্র, বঙ্গ, রৌপ্য, তালিশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, মুর্ব্বামূল, বরাক্রান্তা, বংশলোচন, পিপুলমূল, শুলফা, শতমূলী, শীতচিনি মূল, জায়ফল, তেউড়ী, কাঁকলা, মুতা, পিপুল, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, বেড়েলা, গুলঞ্চ, আপাংবীজ, গোক্ষুরবীজ, রক্তচন্দন, ধোয়া, লৌহ এবং কাংস্য প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা। মাত্রা ।০ সিকি। অনুপান—দুগ্ধ। ইহাতে অম্লপিত্ত, বমন, দাহ, মূর্চ্ছা, কাস, শ্বাস, শূল প্রমেহ, অগ্নিমান্দ্য ও মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়। ইহা অম্লপিত্তজনিত শূলে বিশেষ ফলপ্রদ

অম্লপিত্তান্তক লৌহ।

রসসিন্দুর, অভ্র, (কেহ ২ অভ্র স্থানে তাম্র গ্রহণ করেন তাহা সমীচীন নহে, কারণ তাম্র বমন কারক হেতু অম্লপিত্তে অপ্রশস্ত) লৌহ প্রত্যেক ১ তোলা, হরীতকী সর্ব্বসম একত্র মর্দ্দন করিয়া ৪।৫ রতি বটী করিবে। অনুপান—মধু। ইহা বাতপ্রধান অম্লপিত্তের ঔষধ।

লীলা বিলাস রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, তাম্র প্রত্যেক সমভাগ, আমলকী ও বহেড়ার রসে (অভাবে কাথে) পৃথক ২ তিন বার মর্দ্দিত ও শুষ্ক করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান দুগ্ধ, কুষ্মাণ্ড রস অথবা চিনি ও আমলকী রস। ইহাতে অম্লপিত্ত, বমন, বুকজ্বালা ও শূল আরোগ্য হয়।

ধাত্রী লৌহ।

আমলকী চূর্ণ ৮ পল, লৌহ ভস্ম ৪ পল, যষ্টিমধু চূর্ণ ২ পল, আমলকীর কাথে ৭ বার ভাবনা দিবে। কেহ ২ আমলকীর পরিবর্ত্তে গুলঞ্চের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া থাকেন। আমলকীর কাথে ভাবিত ধাত্রী লৌহ শূলে সমধিক কার্য্যকারী। এই ঔষধ কেহ চূর্ণাবস্থায় কেহ বা বটিকাকারে প্রস্তুত করেন। /০ আনা মাত্রায় বটী করাই শ্রেয়ঃ। এই ঔষধ ঘৃত মধু সহ সেব্য। ইদানীং অম্লপিত্তে শীতল জল বা দুগ্ধ সহ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত ও অনেক প্রকার শূল নষ্ট হয়। এই ঔষধ বিশেষ ফল প্রদ বিধায় সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

পিত্তান্তক রস।

জায়ফল, ত্রৈফলী, জটামাংসী, কুড়, তালীশপত্র, স্বর্ণমাক্ষিক (কাহারো মতে মনঃশিলা) প্রত্যেক সমভাগ, রৌপ্যভস্ম সর্ব্বসম, জল দ্বারা মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। ইহা পিত্ত রোগ নাশক, বিশেষতঃ ইহাতে পাণ্ডু, হলীমক, অর্শঃ, রক্তপিত্ত ও দাহ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ অম্লপিত্তে ও শূলে ব্যবহার করিতে দেখা যায় না।

এই ঔষধে স্বর্ণমাক্ষিকের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ ভস্ম প্রয়োগ করিলে মহাপিত্তান্তক নাম হয়, ইহা যাবতীয় পিত্তবিকার নাশক।

অম্লপিত্তে কয়েকটী ঘৃতের প্রয়োগ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে কিন্তু এই রোগে ঘৃত ব্যবহৃত হয় না, তথাপি আবশ্যক বোধে ২।১টী ঘৃত উদ্ধৃত হইল।

শতাবরী ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ—শতমূলী /১ সের। ইহাতে অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত ও দাহাদি নষ্ট হয়।

নারায়ণ ঘৃত।

ঘৃত /৫ সের, ক্বাথার্থ—পিপুল /২ সের, জল ২০ সের, শেষ /৫ সের। গুলঞ্চের ক্বাথ /৪ সের, আমলকীর ক্বাথ /৭॥ সের, কল্কার্থ—দ্রাক্ষা, আমলকী, পটোল পত্র, শুঁঠ, কটকী, বচ প্রত্যেক ৮ তোলা। এই ঘৃত অম্লপিত্ত, দাহ ও বমন নিবারক।

অম্লপিত্ত দাহে ও অম্লপিত্ত শূলে যথাস্থানে মর্দ্দনার্থ শ্রীবিল্ব তৈলে ব্যবহার করিবে। ইহা গ্রহণী এবং সূতিকা রোগেও ব্যবহৃত হয়।

শ্রীবিল্ব তৈল।

তিল তৈল /৪ সের, ক্বাথার্থ—কচি বেল শুঁট /১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, আমলকীর রস /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৮ সের, কল্কার্থ—আমলকী, লাক্ষা, হরীতকী, মুতা, রক্তচন্দন, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, চন্দন, কুড়, এলাচি, তগরপাদুকা, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপাত, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুল্‌ফা, পুনর্নবা। ইহা অম্লপিত্ত শূল, সূতিকা, গ্রহণী, হিক্কা, দাহ, রক্তপিত্ত ও জ্বর নাশক।

অম্লপিত্তারি চূর্ণ বা শ্বেত চূর্ণ সেবনে আশু বুক জ্বালা ও অম্লোদ্গার নিবারিত হয়, কিন্তু ইহার ফল অল্পকাল স্থায়ী।

অম্লপিত্তারি চূর্ণ।

সোরা /। পোয়া, নিশাদল /০ ছটাক, শুভ্রপর্পটী প্রস্তুত বিধানে প্রস্তুত করিবে। নিশাদল মিশ্রিত হইবামাত্র নামাইবে। মাত্রা /০—৵০ আনা। শীতল জল সহ সেব্য।

ভাস্কর লবণ, বজ্রক্ষার, বৃহৎ অগ্নিকুমার প্রভৃতি ঔষধ অম্লপিত্তের অজীর্ণ নাশার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কেহ ২ বলেন আহারের সময় জল পান না করিলে ও আহারান্তে অত্যল্প জল পান করিলে অম্লপিত্ত উপশমিত হয়।

অথ বিসর্প, বিস্ফোট, মসূরিকা ও ক্ষুদ্ররোগের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা।

বিসর্প রোগ অতি বিরল দৃষ্ট হয়, ইহা পিত্তপ্রধান। বিসর্পের স্ফোটক বা ক্ষত নিবারণার্থ বটাদি পঞ্চবৃক্ষের বল্কল বাটিয়া ঘৃত সহ প্রলেপ দিবে। মর্দ্দনার্থ দূর্ব্বাদ্য ঘৃত অতীব উপকারী।

দূর্ব্বাদ্যঘৃত। যথা—ঘৃত /১ সের, দূর্ব্বার স্বরস /৪ সের। ইহা বীসর্পে দৃষ্ট ফল ঔষধ। এই ঘৃত অবক্ষ।

পলতা, নিমপাতা, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, উৎপল ইহাদের দ্বারা প্রক্ষালন জল, ঘৃত, চূর্ণ ও প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে ব্রণ রোপণ হয়। ইহা দৃষ্টফল ঔষধ।

মুতা, নিমপাতা ও পলতা ইহাদের ক্কাথ পান করিলে বীসর্প উপশমিত হয়। অনন্তমূল, আমলকী, বেণামূল ও মুতা ইহাদের কষায় পান করিলে বীসর্প বেগ আশু হীনবল হয়।

নবকষায় গুগ্গুলু।

গুলঞ্চ, বাসক, পলতা, নিমছাল, ত্রিফলা, খদিরসার, সোঁদালুমজ্জা মিলিত ২ তোলা, জল /৷ সের, শেষ /৵ পোয়া। প্রক্ষেপার্থ—গুগ্গুলু ৷৹ সিকি। ইহা বীসর্প ও কুষ্ঠ নাশক।

অমৃতাদি কষায়। (প্রসিদ্ধ)

গুলঞ্চ, বাসকছাল, পলতা, মুতা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণবেত, (অভাবে অনন্তমূল) নিমপাতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা। ইহা বীসর্প, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, কণ্ডু, মসূরিকা, শীতপিত্ত ও জ্বরনাশক। এই কষায় বাতরক্ত, দাহ প্রভৃতি যাবতীয় পিত্তবিকারে এবং পারদদোষ নিরাকরণার্থ সর্ব্বদা সাদরে ব্যবহৃত হয়। অনেকে আবশ্যকমত বিরেচক পদ, রক্ত পরিষ্কারক পদ এবং উপসংহারে তোপচিনির সংযোগ করেন, তাহাতে অনেক স্থলে ফলাধিক্য দৃষ্ট হয়। ইহাতে পঞ্চতিক্ত ঘৃত এবং মহাতিক্তক ঘৃত অতীব উপকারী। পিত্তান্তক রস, অমৃতাঙ্কুর লৌহ, মাণিক্য রস ও গুড়ূচ্যাদিলৌহ বীসর্পে প্রযুক্ত হইতে পারে।

ইহাতে শশক বা হরিণের মাংস ভিন্ন যাবতীয় মাংস, মৎস্য, অম্ল, ঝাল প্রভৃতি অপথ্য। এইরোগ অত্যন্ত কঠিন সুতরাং অভিজ্ঞ চিকিৎসক অতি ধীরতার সহিত ইহার চিকিৎসা করিবেন।

বিস্ফোট চিকিৎসা।

ইহার চিকিৎসা বীসর্পের ন্যায়। প্রথমতঃ ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে। পশ্চাৎ কষায়াদি প্রয়োগ করিবে। অমৃতাদি কষায় ইহার বিশিষ্ট ঔষধ।

কর্পূর, ত্রিজাতক ও রস সিন্দূর প্রত্যেক সমভাগ, জল দ্বারা মাড়িয়া ৩ রতি বটী করিবে। ইহা গুলঞ্চ ও নিমের মিলিত ক্কাথ সহ অথবা খদির কাষ্ঠ ও ইন্দ্রযবের ক্কাথ সহ পান করিলে সত্বর বিস্ফোট আরোগ্য হয়।

ক্ষারপাশুপতেন্দ্র রস।

পারদ, অভ্র, লৌহ, গন্ধক, সর্বধাতুক প্রত্যেক সমভাগ, বনকাকরোলের রসে ম র্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। পরে উহা বনকাকরোলের কন্দমধ্যে স্থাপন করিয়া মৃত্তি লিপ্ত করতঃ গজ পুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া ঔষধের দশম বিষ মিশ্রিত করতঃ দুই রত্তি বটি করিবে। অনুপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু। এই ঔষধ দিন সেবনে বিসর্প ও বিস্ফোট আরোগ্য হয়। ইহার পথ্যাপথ্য বিসর্পের ন্যায়।

মসূরিকা চিকিৎসা। (বসন্ত চিকিৎসা)

এই রোগের আকার মসুরের ন্যায় বলিয়া ইহার নাম মসূরিকা। বাঙ্গালা ইহাকেই বসন্ত কহে। মসুরের ডাল এইরোগে পরম উপকারী। ইহাতে নিমের প সেবন, নিমের বাতাস, নিমজল সেবন প্রভৃতি নিমের যাবতীয় ক্রিয়া পরম হিতক ইহাতে অমৃতাদি কষায় ও বীসর্পোক্ত ক্রিয়া মহোপকারী।

এই রোগের প্রথমে প্রবলজ্বর হয় ও শরীরে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। তৎ ক্রমে গুটী দেখা যায়। বসন্তের প্রাদুর্ভাবের সময় খুব সাবধানে থাকিবে এবং এই লক্ষণ উপস্থিত হইলে জ্বর ও বেদনাদি নিবারণের জন্য কোন ঔষধাদি কদাচ প্র করিবে না।

মসূরিকাতে শ্বেতচন্দন ঘসা ও হেলেঞ্চা শাকের রস একত্রে সেবন করিলে অ কেবল হেলেঞ্চা শাকের রস সেবন করিলে রোগের বেগ কমিয়া যায় এবং রোগ ক্র আরোগ্য হইতে থাকে। হেলেঞ্চা শাকের রস এই রোগে পরম মঙ্গলদায়ক।

ব্যাধি উৎপন্ন হইবা মাত্র রোগীকে নির্জন গৃহে রাখিবে। শীতল জল বা গরম শীতল ক্রিয়া বা গরম ক্রিয়া ইহাতে অনিষ্টকর। গরম জল ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান কর দিবে।

অত্যন্ত দাহ বা যাতনার উৎপত্তি হইলে, পানিফল বা সুপক্ব পেঁপে অথবা ল বেদানা খাইতে দিবে। ১৪ দিনের পূর্বে কদাচ অন্নাহার করিতে দেওয়া কর্তব্য ন এই সময়ের মধ্যে সাবু, দুধ সাবু, মিশ্রি, অবস্থাবিশেষে সুজির-রুটী—বেলাকার বে মসুরের যুষ, পটোল, বেত্রাগ্র ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবে।

এই রোগে বাহিরের বায়ু সেবন নিষিদ্ধ। এই রোগ সংক্রামক সুতরাং রোগী স্পর্শ করা বা তাহার নিকট অধিক গমনাগমন করিবে না।

উচ্ছে পাতার রস হরিদ্রাচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে মসূরী, রোমান্তী, (হা বিস্ফোট ও জ্বর আরোগ্য হয়।

মকরধ্বজ ২ রতি মধু দ্বারা মাড়িয়া উচ্ছে পাতার রস ॥৹ তোলা মিশাইয়া সে করিলে সজ্বর জ্বর, মসূরী ও রোমান্তী আরোগ্য হয়। ইহা দৃষ্টফল।

পারদ ১ ভাগ, আমলাসার গন্ধক ২ ভাগ একত্র কজ্জলী করিয়া ২ রতি মাত্রায় উচ্ছে বা হেলাঞ্চা রসের সহিত, পান করিলে মসূরী, রোমান্তী ও জ্বর আরোগ্য হয়।

বটাদি, পঞ্চবৃক্ষের বল্কলের, প্রলেপ বা অবচূর্ণন মসূরীক্ষতে সমধিক উপকারী। যদি মসূরিকা অন্তর্লীন থাকে অথবা বাহির হইয়া অন্তর্লীন হয় তবে তাহা বহির্গত করণার্থ নিম্বাদি কষায় পান করিবে।

নিম্বাদি কষায়। যথা—নিমছাল ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি পাতা, পল্‌তা, কটকী, বাসকছাল, দুরালভা, আমলকী, বেণামূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, ইহাদের, কষায়, ৷০ তোলা চিনি প্রক্ষিপ্ত করিয়া সেবন করিলে মসূরী, বীসর্প ও জ্বর আরোগ্য হয়। এই কষায় উপদংশে এবং ঔপদংশিক বিষ ও বিসর্প নাশার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মসূরী রোগী তৈল স্পর্শ করিবে না এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তৈল ব্যবহার করিবে না।

চৈত্রমাসে বিম্বাদি কষায় পান করিলে মসূরী হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

বিম্বাদি কষায়। যথা—তেলাকুচাপাতা, বাসন্তীলতা পাতা, অশোক পাতা পাকুড় পাতা ও বেতপাতা—ইহাদের ক্বাথ পর্য্যুষিত করিয়া পান করিবে।

স্ত্রীলোকের বাম হাতে এবং পুরুষের দক্ষিণ হাতে হরীতকীবীজ (কাহারো মতে শৃগালাস্থি) ধারণ করিলে বসন্ত হয় না। কণ্টকারীর মূল ।০ সিকি ও ২১টা মরিচ একত্রে বাটিয়া শীতল জল সহ পান করিলে ১ বৎসরের মধ্যে বসন্ত হয় না। এই শেষোক্ত ঔষধটীর বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে।

রুদ্রাক্ষচূর্ণ মরিচচূর্ণ সহ পর্য্যুষিত জলের সহিত পান করিলে ৩ দিনে বসন্তের উপশম হয়।

বসন্তের অনুরূপ শীতলা নামক রোগে (বা শীতলা বসন্তে) কদাচ উষ্ণক্রিয়া করিবে না। প্রবল জ্বরে ও পিপাসায় শীতল জল পান করিবে। অশুচি হইয়া কদাচ রোগীর নিকট যাইবে না বা রোগীকে স্পর্শ করিবে না।

শীতলা পাকিলে বন ঘুঁটের ভস্ম প্রয়োগ করিবে। নিমের ডাল দ্বারা মক্ষিকা নিবারণ করিবে। নিম পাতার বাতাস করিবে এবং গৃহের চতুর্দ্দিকে নিমপাতা বাঁধিয়া রাখিবে। স্ফোটকে দাহ হইলে শুষ্ক গোময় ভস্ম প্রক্ষেপ দিবে। তাহাতে উহা শুষ্ক হইবে এবং পাকিবে না।

পূর্ণভৈরব।

রসসিন্দূর, শ্বেতবেড়েলামূল, পীতবেড়েলা, পিপুল, আমলকী, রুদ্রাক্ষ, ঘৃত ও মধু একত্র মাড়িয়া ১ রতি বটী করিবে। শীতলজল বা হেলেঞ্চার রস সেব্য। ইহাতে সর্ব্ববিধ মসূরী ও রোমান্তী আরোগ্য হয়।

খদিরারিষ্ট। (প্রসিদ্ধ)

খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলা, নিম, পটোলপাতা, গুলঞ্চ ও বাসকছাল মিলিত /২ সের জল /৮ সের, শেষ /১ সের, একমাস নূতন মৃৎপাত্রে মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। পশ্চাৎ ছাঁকিয়া অরিষ্ট গ্রহণ করিবে। মাত্রা ।০ হইতে ॥০ তোলা। অনুপান—শীতল জল। ইহা রোমান্তী ও মসূরীনাশক।

দোষাধিক মসূরীতে অষ্টাঙ্গাবলেহের কবলধারণ (আদা রস সহ) এবং পঞ্চতিক্তক ঘৃত পানের ব্যবস্থা আছে। ইহাতে ধুনা এবং অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যের ধূম প্রয়োগ হিতকর।

পথ্যাপথ্য। মৎস্য, মাংস, ঝাল, অম্ল, তৈল, ক্ষার, ক্লেদি দ্রব্য ইত্যাদি **অপথ্য।** হেলাঞ্চা, উচ্ছেপাতা, উচ্ছে, পটোল, পলতা, নিমপাতা, বেত্রাগ্র, মসূরীর ডাল ইত্যাদি, **পথ্য।**

ক্ষুদ্ররোগ চিকিৎসা।

ক্ষুদ্ররোগ অনেক প্রকার। তন্মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটী ভিন্ন অন্যগুলির চিকিৎসা লিখিত হইল না।

অথ চিপ্প (আঙ্গুলহাড়া) চিকিৎসা।

লৌহ পাত্রে হরিদ্রার স্বরস দ্বারা হরিতকী ঘর্ষণ করিয়া চিপ্প স্থানে বার ২ প্রলেপ দিবে। ইহাতে রোগ প্রশমিত না হইলে বেগুনের ভিতর পরিমিত ছিদ্র করিয়া উহার মধ্যে রুগ্ন আঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া রাখিবে।

যুবান পিড়কা চিকিৎসা।

প্রায়শঃ ইহা যুবকদিগের মুখে জন্মিয়া থাকে। সাধারণে ইহাকে বয়োব্রণ বলিয়া থাকেন। গোরোচনা ও মরিচ একত্র পেষণ করিয়া অথবা শ্বেতসর্ষপ, বচ, লোধ ও সৈন্ধব একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে এই রোগ আরোগ্য হয়। যাহারা যৌবনারম্ভে অন্যায়রূপে শুক্র ব্যয় করে তাহাদিগেরই অধিক পরিমাণে এই রোগ দৃষ্ট হয়। শাল্মলী কণ্টক দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা অথবা মসূরের ডাল দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে এই রোগ আরোগ্য হয় এবং মুখ কান্তিযুক্ত হয়।

কুঙ্কুমাদ্য তৈল।

তিল তৈল /৪ সের, কাথার্থ—রক্তচন্দন, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কালিয়াকাষ্ঠ, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, বটেরঝুরি, পাকুড় গাছের ডগা, পদ্মকেশর, দশমূল প্রত্যেক ৮ তোলা, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, লাক্ষা, রক্তচন্দন, যৌষ্টিফুল, (অভাবে—যষ্টিমধু) প্রত্যেক ২ তোলা, ছাগ দুগ্ধ /১ সের। ইহাতে, ৮ তোলা কুঙ্কুম মিশাইয়া রাখিবে। এই তৈল মালিশ করিলে মুখের নানাবিধ ব্রণ নীলিকা, মেচেতা প্রভৃতি আরোগ্য হয় এবং মুখমণ্ডল পরমরমণীয় কান্তিযুক্ত হয়। এই রোগে আভ্যন্তরীণ ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক হইলে মাণিক্য রস বা অমৃতাঙ্কুর বটী ব্যবহার করিবে।

অমৃতাঙ্কুর বটী।

পারদ গন্ধক, লৌহ, অভ্র বিষ, শিলাজতু প্রত্যেক সমভাগ, গুলঞ্চের রসে মাড়িয়া ১ রতি বটী করিবে। ইহা আমলকী রস সহ সেব্য। ইহা দ্বারা নানাবিধ ক্ষুদ্ররোগ, জীর্ণজ্বর ও প্রমেহ আরোগ্য হয়।

রসসিন্দুর বা স্বর্ণসিন্দুর যথাযোগ্য অনুপানে ক্ষুদ্ররোগে ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্তু এই রোগে তৈল ঔষধই শ্রেষ্ঠ।

নীলিকা ন্যচ্ছ ও ব্যঙ্গ চিকিৎসা।

উক্ত কুঙ্কুমাদ্য তৈল এই রোগত্রয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বটপত্র এবং মসুর একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে এই রোগত্রয় আরোগ্য হয়। জায়ফল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও ফল লাভ হয়।

হরিদ্রাদ্য তৈল।

তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কালিয়াকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, পুত্তরিয়া কাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্ম, পদ্মকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, কয়েদ বেলের পাতা, পাকুড়পাতা, বটপাতা বালা-পাতা মিলিত /১ সের, দুগ্ধ /৪ সের, জল ১৬ সের, ইহার অভ্যঙ্গে জতুণ, (জট) নীলিকা, ব্যঙ্গ, তিল ও মুখব্রণ নষ্ট হয়। ইহাতে আভ্যন্তর ক্রিয়া ফলদায়িনী নহে।

অথ ইন্দ্রলুপ্ত (টাক্) চিকিৎসা।

ইহা প্রায়শঃ অধিক চিন্তাশীল ব্যক্তির দুশ্চিন্তায় উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এই ব্যাধি বাতপিত্তজ। ইহাতে স্নিগ্ধ শীতল - দ্রব্য প্রযোজ্য। যখন কেশ সমূহ পতিত

হইলে কেশের ক্ষয় এবং মস্তিষ্ক দুর্ব্বল বোধ হয় তখন মস্তকমুণ্ডন করিয়া আমলকী এবং আমের আঁটির মজ্জা একত্র পেষণ করিয়া মাথায় প্রলেপ দিবে। গজপুটে ভস্মীকৃত হস্তিদন্ত ও রসাঞ্জন একত্র সমভাগে ছাগী দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে কেশ উদগম হয়।

মালত্যাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—জাতীপত্র, করবীর মূলের ছাল, শোধিত চিতে মূল ও ডহরকরঞ্জবীজ মিলিত /১ সের, জল ১৬ সের। ইহাতে কেশ অঙ্কুরিত হয়।

চন্দনাদ্য তৈল।

তৈল /৪ সের, পাকার্থ—ভৃঙ্গরাজ রস ১৬ সের, কল্কার্থ—রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, মূর্ব্বামূল, ত্রিফলা, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, মৃণাল, বটাবরোহ, গুলঞ্চ, লৌহভস্ম, ভৃঙ্গকেশী, অনন্তমূল ও হাতিশুঁড়া মিলিত /১ সের। এই তৈল মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহাতে কেশ অঙ্কুরিত, ঘনকুঞ্চিত, দৃঢ়মূল, কৃষ্ণ ও স্নিগ্ধ হয়। ইহার নস্যে অকাল পক্কতা আরোগ্য হয়। ইহাই কেশের উৎকৃষ্ট তৈল।

অথ পলিত চিকিৎসা।

মহানীল তৈল।

কল্কার্থ—হুড়হুড়ে মূল, নীলঝিণ্টী মূল, তুলসীপত্র, কৃষ্ণশোণের মূল, ভৃঙ্গরাজ, কাকমাচী, যষ্টিমধু, দেবদারু প্রত্যেক ১০ পল, পিপুল, ত্রিফলা, রসাঞ্জন পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কৃষ্ণাগুরু, নীলোৎপল, আমের আঁটির শাঁস, পদ্মপুকুরের কৃষ্ণবর্ণ সুশীতল মৃত্তিকা, মৃণাল, রক্তচন্দন, বননীল মূল, ভল্লাতক মজ্জা, (অভাবে রক্তচন্দন) হীরাকস, কাঠমল্লিকা মূল, সোমরাজী, পীতশাল, কাল লৌহ ভস্ম, কৃষ্ণচূড়াপুষ্প, মদন ফল, কৃষ্ণপুষ্প, চিতে মূল, অর্জ্জুন ফুল, গাম্ভারী ফল, আম্রফল, জামফল প্রত্যেক ৫ পল, বহেড়ার তৈল ১৬ সের, (বহেড়ার তৈলের একান্ত অভাব হইলে বহেড়ার ক্বাথ ৬৪ সের এবং কৃষ্ণ তিল তৈল ১৬ সের গ্রহণ করিবে)। পাকার্থ—আমলকীর রস (অভাবে ক্বাথ) ৬৪ সের, শেষ পাকার্থ জল ৬৪ সের। লৌহপাত্রে যথারীতি পাক করিবে। ইহা দ্বারা পলিত কেশ কাঁচিয়া কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং শিরোরোগ আরোগ্য হয়। **চন্দনাদ্য তৈল** ও **ভৃঙ্গরাজ তৈল** পলিত রোগে ব্যবহৃত হইতে পারে।

অরুংষিকা (খুস্কি) চিকিৎসা।

পুরাতন খইল গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা কুড় ঈষৎ ভাজিয়া চূর্ণ করতঃ তৈলসহ মিশাইয়া মাথায় মালিশ করিলে অরুংষিকা নষ্ট হয়।

হরিদ্রাদ্য তৈল।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিরতা, ত্রিফলা, নিম, রক্তচন্দন মিলিত /১ সের, তৈল /৪ সের, জল ১৬ সের। ইহা মালিশে অরুংষী নষ্ট হয়। পাদহর্ষে বা পাদদাহে নাগকেশর চূর্ণ শতধৌত ঘৃত দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

শয্যামূত্র চিকিৎসা।

সায়ংকালে, তেলাকুচামূলের রস ২ তোলা, একসিকি চিনিসহ পান করিলে শয্যামূত্র আরোগ্য হয়।

দন্ত, জিহ্বা, নাসা ও কর্ণরোগের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা।

খদিরাদি বটী। (দন্তরোগে)

খদিরকাষ্ঠ ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের, ইহাতে জৈত্রী, কর্পূর, গুপারিচূর্ণ, কাঁকলা, জায়ফল প্রত্যেক ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া ৬ রতি বটী করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে দন্তরোগ, জিহ্বারোগ ও তালুরোগ আরোগ্য হয়।

দশনকান্তিচূর্ণ।

পচা গুপারি ভস্ম ১০ তোলা, হরীতকী ভস্ম ২ তোলা, মাজুফলচূর্ণ, কর্পূর, ফিটকারী, দারুচিনি, লবঙ্গ, রেউচিনি প্রত্যেক ॥০ তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবে।

দন্তসংস্কার চূর্ণ।

শুঁঠ, হরীতকী, মুতা, খদিরকাষ্ঠ, কর্পূর, গুপারিভস্ম, মরিচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসম কুলখড়িচূর্ণ। এই চূর্ণ ব্যবহার করিলে যাবতীয় দন্তরোগ ও মুখরোগ আরোগ্য হয়।

সহকার বটী।

আমছাল ১২॥ সের, নিমছাল ১২॥ সের, খদিরকাষ্ঠ ১২॥ সের, অশনছাল ১২॥ সের, প্রত্যেক দ্রব্যে ৬৪ সের জল দিয়া পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া পৃথক্ ২ কাথ করিবে। পরে ৪ কাথ একত্র করিয়া পুনর্ব্বার পাকে চাপাইবে। কাথ ঘন হইলে শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বালা, গেরিমাটী, লবঙ্গ, ধাইফুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ,

কায়ফল, জায়ফল, দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, নাগকেশর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বটের ঝুরি, মল্লিকা, জটামাংসী, মুতা, বিটলবণ, ত্রিকটু, লোধ, কর্পূর প্রত্যেক ৮ তোলা লেপন দিয়া মাড়াইয়া ৩।৪ রতি বটী করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে কণ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত ও তালুর ব্যাধি আরোগ্য হয় এবং দন্তের স্থিরতা, মুখে রুচি ও সুগন্ধ উৎপন্ন হয়।

বকুলাদ্য তৈল।

তৈল /৪ সের কাথার্থ—বকুলফল, লোধ, কাঞ্চনছাল, নীলঝিণ্টী সোনাল পত্র, খদিরছাল, শালছাল, অভাবে বাবলা ছাল ও অশনছাল মিলিত /১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—কাথ্য দ্রব্য মিলিত /১ সের। এই তৈল মুখে ধারণ করিলে দন্তের স্থিরতা জন্মে এবং চঞ্চলদন্ত স্থির হয়।

জিহ্বা কণ্টকাকীর্ণ হইলে মুখমণ্ডলিসুন্দরীচূর্ণ ব্যবহার করিবে। এই রোগ প্রায়শঃ শীতকালে হইতে দেখা যায়।

মুখমণ্ডলিসুন্দরীচূর্ণ।

হরিতাল ২ তোলা, মনঃশিলা ১ তোলা, স্বর্ণসিন্দুর (অভাবে রসসিন্দুর) ১ তোলা, এই চূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিবে। ইহাতে অভ্যন্তর লালা নিঃসৃত হইয়া ব্যাধি আরোগ্য হয়।

জিহ্বায় ঘৃত মালিশ করিলে অথবা দুগ্ধের কবল করিলে কিম্বা পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ ও ঘৃত সেবন করিলে ইহা প্রশমিত হয়। জিহ্বায় ক্ষত হইলে তেঁতুলের দুগ্ধের কবলে উহা আরোগ্য হয়। সোহাগাখই ও মধু একত্র মাড়িয়া লাগাইলে বালকদের মুখক্ষত আরোগ্য হয়।

বকুলছালের অর্দ্ধশৃতজলে ফিটকারী মিশাইয়া গরম ২ কবল করিলে নানাপ্রকার দন্তগত, জিহ্বা ও তালুগত রোগ আরোগ্য হয়। মুখ রোগে বাতরক্তের ন্যায় পথ্যাপথ্য জানিবে। ইহাতে কফজনক ক্রিয়া অহিতকর।

অথ নাসারোগ চিকিৎসা।

চিত্রক হরীতকী।

শোধিত রক্তচিত্রমূল, আমলকী, গুলঞ্চ ও দশমূল প্রত্যেক দ্রব্য ১২॥ সের, ৬৪ সের জলে ইহাদের পৃথক ২ কাথ করিবে, পরে সমস্ত কাথ একত্র করিয়া তাহাতে ১২॥ সের গুড় গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে। তৎপর তাহাতে /৮ সের হরীতকী চূর্ণ মিশাইয়া পুনর্ব্বার

পাকে চটকাইবে এবং ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু ও ত্রিজাতক মিলিত ১২ পল ও যবক্ষার ৪ তোলা মিশাইয়া নামাইবে। মাত্রা ।০—॥০ তোলা, গরমজল সহ সেব্য। এই ঔষধ মধু দ্বারা মাড়িয়াও ব্যবহার করা যায়। ইহা নাসারোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ পীনসরোগে বিশিষ্ট ফলপ্রদ।

নাসাবর্ত্তি।

নির্ত্বক্ বিষবীজ ৵০ আনা, লবঙ্গ চূর্ণ ।৶০, শ্বেতধূপ ১ তোলা, কাগজে, বর্ত্তি করিয়া ধূমপান করিবে। ইহাতে নাসা ও গলক্ষত আরোগ্য হয়।

ব্যোষাদি গুড়িকা।

ত্রিকটু, চিতেমূল, তালীশপত্র, পুরাতন তেঁতুল, অম্লবেতস, চই, জীরে প্রত্যেক ১ তোলা, এলাচি, দারুচিনি, তেজপাত প্রত্যেক ।০ সিকি, পুরাতন গুড় সর্ব্বচূর্ণসম। একত্র মাড়িয়া ১২ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ গরম জলসহ সেব্য। ইহা পীনস, শ্বাস ও কাস নিবারক।

ব্যোষাদি গুড়িকা। (বাগ্‌ভটসম্মত)

ত্রিকটু হইতে জীরে পর্য্যন্ত প্রতিদ্রব্য ২ পল, এলাচি, দারুচিনি, তেজপাত প্রত্যেক ৪ তোলা, পুরাতন গুড় ৫০ পল। প্রথমতঃ গুড় পাক করিয়া পশ্চাৎ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া মোদকাকারে পাক করিবে। মাত্রা ।০ সিকি, গরমজলসহ সেব্য। ইহা পূর্ব্ববৎ ফলদায়ক।

যক্ষ্মাধিকারোক্ত সর্পিগুড় পক্বপীনসে প্রয়োগ করা যায়। দুগ্ধ সাধিত বৃহৎ পঞ্চমূলের কাথ পানেও পীনস আরোগ্য হয়।

পাঠাদি তৈল। (পক্বপীনসে)

কটুতৈল /১ সের, কল্কার্থ—আকনাদিপাতা, হরিদ্রাদ্বয়, মূর্ব্বামূল, পিপুল, জাতিপাতা ও দন্তীমূল মিলিত /। পোয়া, পাকার্থ জল /৪ সের—ইহার নস্য গ্রহণ করিবে। ইহা বাতাধিক অবস্থায় ফলপ্রদ।

ব্যাঘ্রীতৈল (পূতিনস্যে)

কটুতৈল /১ সের, পাকার্থ—জল /৪ সের, কল্কার্থ—কণ্টকারী, দন্তীমূল, বচ, সজিনাছাল, নিসিন্দা, ত্রিকটু, সৈন্ধব মিলিত /। পোয়া। ইহার নস্য গ্রহণ করিবে।

শিগ্রুতৈল।

কটুতৈল /১ সের, জল /৪ সের। কল্কার্থ—সজিনাবীজ, দন্তীবীজ, বৃহতীবীজ, ত্রিকটু, সৈন্ধব মিলিত /। পোয়া, বিল্বপত্ররস /৪ সের। ইহার নস্যে পূতিনস্য আরোগ্য হয়।

ক্ষবকাদিচূর্ণ।

ইন্দ্রযব, হিং মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কট্‌ফল, কুড়, বচ, সজিনাছাল, বিড়ঙ্গ ইহাদের নস্য গ্রহণে পূতিনস্য, পীনস ও প্রতিশ্যায় আরোগ্য হয়। ইহার পথ্যাপথ্য পূর্ব্ববৎ।

অথ কর্ণরোগ চিকিৎসা।

এই রোগে কর্ণে তৈল পূরণ প্রধান ক্রিয়া। বাত শ্লৈষ্মিক কর্ণরোগে **মহালক্ষ্মীবিলাস** প্রয়োগ করিবে। সাধারণতঃ ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ মাত্রেই প্রায়শঃ বাত শ্লেষ্ম প্রধান হইয়া থাকে, কারণ জত্রুমূলের ঊর্দ্ধভাগ শ্লেষ্মার প্রধান স্থান। এই জন্য মুখ রোগ মাত্রেই **মহালক্ষ্মীবিলাস**, **বৃহৎচিন্তামণি** প্রভৃতি বাতশ্লেষ্ম নাশক ঔষধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কর্ণনাদ—বাতপ্রধান, বাধির্য্য বাতকফজ হইয়া থাকে।

ক্ষারতৈল। (কর্ণনাদাদিতে)

তৈল /৪ সের, মধুশুক্ত ১৬ সের, টাবালেবুর রস ১৬ সের, কদলীর রস ১৬ সের। কল্কার্থ—বাদার ক্ষার, মূলার ক্ষার, শুঁঠের ক্ষার, শোধিত হিং, শুঁঠ, শুলফা, বচ, কুড়, দেবদারু, সজিনাছাল, রসাঞ্জন, সচল লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সাম্ভারিলবণ, সৈন্ধব, ভূর্জ্জপত্র, বিটলবণ, মুতা ও পিপুলমূল, মিলিত /১ সের। ইহাদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণনাদ, বাধির্য্য, পূযস্রাব প্রভৃতি কর্ণরোগ অচিরে আরোগ্য হয়।

মধুশুক্ত প্রস্তুত প্রণালী। যথা—জম্বীর রস ৩২ পল, পিপুলমূল ৪ পল, মধু ৮ পল, নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া ১ মাস ধানের মধ্যে রাখিয়া পশ্চাৎ ছাঁকিয়া লইবে।

আকন্দের পক্কপত্র ঘৃতাক্ত করিয়া আগুনে ঝলসাইয়া রস বাহির করতঃ গরম ২ কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল সত্বর প্রশমিত হয়।

ক্লেদবাহি কর্ণশূলে সৈন্ধব প্রক্ষিপ্ত ছাগমূত্র কর্ণে পূরণ করিবে।

শম্বূকাদিতৈল।

কটুতৈল /॥ সের, শম্বুকমাংস /॥ ধুতুরার রস /॥ সের, ছাগমূত্র /॥ সের, দশমূল কাথ /॥ সের, ভৃঙ্গরাজ রস /॥ সের কল্কার্থ—গন্ধক, হরিতাল বরকচ লবণ, সোহাগাখই, রসুন, সোমরাজী, হিং, এলাচিবীজ প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কাণ পাকা আরোগ্য হয়।

কর্ণনাদে কটুতৈল পূরণ হিতকর। বাতপ্রধান বাধির্য্য এবং কর্ণনাদাদিতে বাতব্যাধির **মাষতৈলাদির পূরণ** হিতজনক। বাতশ্লৈষ্মিক কর্ণরোগে বা ক্লেদ

বাধিকর্ণরোগে, শিরোরোগে বক্ষ্যমাণ ক্ষুদ্রদশমূল তৈল পূরণ ফলপ্রদ। বাতপ্রধান বা পিত্তপ্রধান কর্ণনাদাদিতে বাতব্যাধির চিন্তামণি রস ব্যবহার করা যায়। বাতপ্রধান কর্ণরোগে বিশেষতঃ বাধির্য্যে মৈথুন ও রুক্ষাহারাদি সেবন একেবারে নিষিদ্ধ।

দশমূলতৈল। (বাধির্য্যে)

তৈল /৪ সের, দশমূলের ক্বাথ ১৬ সের, দশমূলের কল্ক /১ সের। মালতী ফুলের পাতার রস মধু যুক্ত করিয়া অথবা গোমূত্র যুক্ত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণ আরোগ্য হয়।

হরিতাল গোমূত্রে ঘসিয়া কর্ণ পূরণ করিলেও উক্ত পূতিকর্ণে উপকার হয়।

শুভ্র পর্পটী নিশ্বল চূর্ণ করিয়া ফুৎকার দ্বারা কর্ণে প্রবেশ করাইয়া দিলেও পূতিকর্ণ, পূয়কর্ণ ও তজ্জনিত বেদনার শান্তি হয়।

বিল্বতৈল। (বাতকফাধিক বাধির্য্যে)

তৈল /৪ সের, গোমূত্র পিষ্টবেল শুঁঠ /১ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। ইহাতে বাধির্য্য আরোগ্য হয়।

শম্বুকাদ্যতৈল। (কর্ণনালীতে)

তৈল /৪ সের, শম্বুকমাংসের কল্ক /১ সের, জল ১৬ সের।

কুষ্ঠাদ্যতৈল। (কীটযুক্ত কর্ণনালীতে)

হরিদ্রা, গন্ধক, প্রত্যেক ৮ তোলা, ধুতুরাপাতার রস /৪ সের, তৈল /১ সের। ধুস্তুর রস সাধিত দশমূলের তৈলের পূরণেও এই নালী আরোগ্য হয়।

রসাঞ্জন নারীদুগ্ধে ঘষিয়া মধুযুক্ত করতঃ কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণ প্রশমিত হয়।

কুষ্ঠাদ্যতৈল। (পূতিকর্ণে)

তৈল /৪ সের, ছাগমূত্র ১৬ সের, কল্কার্থ—কুড়, হিং, বচ, দেবদারু, শুলফা, শুঁঠ ও সৈন্ধব মিলিত /১ সের। পথ্যাদি পূর্ব্ববৎ।

অথ নেত্ররোগ চিকিৎসা।

নেত্ররোগ বহুসংখ্যক এবং ইহার চিকিৎসাও কঠিন। এস্থলে অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটী নেত্ররোগের চিকিৎসা লিখিত হইল।

অভিষ্যন্দ চিকিৎসা। (চক্ষুঃউঠা)

পাকা আমলকীর রস চক্ষুতে পূরণ করিলে অথবা দার্ব্বীরসাঞ্জন স্ত্রী দুগ্ধে ঘষিয়া চক্ষুতে পূরণ করিলে অভিষ্যন্দ আরোগ্য হয়।

লঙ্ঘন, প্রলেপ, তিক্তদ্রব্য, চক্ষুঃ সেক, দিবা চক্ষুর অঞ্জন এই কয়েকটী অভিষ্যন্দের আম পরিপাচক ও অধিকাংশ চক্ষুরোগের প্রথমাবস্থায় হিতকর।

চক্ষুরোগ, উদরাময়, প্রতিশ্যায়, (সর্দ্দি) জ্বর, (নব) ও ব্রণ এই কয়েকটী রোগে লঙ্ঘন অতিশয় ফলপ্রদ। প্রায়শঃ ৪ দিন লঙ্ঘন দিলেই ইহারা আরোগ্য বা প্রশমিত হইয়া থাকে।

অত্যন্ত বেদনা, শোথ, রক্তিমা, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, শূল ও অশ্রুমোক্ষ এই কয়েকটী আমান্বিত অভিষ্যন্দের লক্ষণ। আমান্বিত চক্ষুরোগে অঞ্জন, ঘৃতপান, কষায় পান, গুরুভোজন এবং স্নান পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে লবণ, অম্ল ও কফবর্দ্ধক দ্রব্য একান্ত অহিতকর।

বাতপ্রধান চক্ষুরোগ—স্নিগ্ধোষ্ণ ক্রিয়াদ্বারা, পিত্তপ্রধান—মৃদুশীতল ক্রিয়াদ্বারা কফপ্রধান—তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও রুক্ষ ক্রিয়া দ্বারা প্রশমিত হয়। অধিকাংশ রোগেই এই বিধি অবলম্বনীয়। চক্ষুরোগ ঊর্দ্ধজত্রুগতহেতু এবং শ্লেষ্মাক্রমণশীল হেতু ইহাতে অধিকাংশ স্থলেই বাতশ্লেষ্মনাশক ক্রিয়ায় উপকার হইয়া থাকে এবং এই জন্যই **[illegible] বিলাস** প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

লোধ, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, মুথা ইহাদিগকে ঈষৎ পিষ্ট করিয়া ১ ভাগের সমান চিনি সহ সুশীতল নির্ম্মল জলদ্বারা কাচ বা প্রস্তর পাত্রে পূর্ব্বদিন রাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিন প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া উহাতে ১ খানি পরিষ্কার পাতলা কাপড় ভিজাইয়া ঈষৎ নিঙড়াইয়া তদ্দ্বারা সর্ব্বদা চক্ষু আবৃত রাখিবে যেন চক্ষু আর্দ্র থাকে। ৩।৪ দিন এইরূপ করিলে অভিষ্যন্দ আরোগ্য হয়; কিন্তু ইহা আমান্বিত চক্ষুতে প্রযোজ্য নহে।

সর্ব্ববিধ অভিষ্যন্দে সকল অবস্থাতেই বিল্বাঞ্জন উপকারী। ইহা সিদ্ধ ফল।

বিল্বাঞ্জন। (অভিষ্যন্দে)

বস্ত্রপূত বিল্বপত্ররস ।॰ তোলা, সৈন্ধব ২ রতি, ঘৃত ৪ বিন্দু, এই সকল দ্রব্য তাম্র পাত্রে পৈঠে কড়িদ্বারা যে পর্য্যন্ত ঘন না হয় তাবৎ ঘর্ষণ করিবে। তৎপর ঘুঁটের আগুনে ধূপিত করিয়া এবং নারী দুগ্ধে দ্রব করিয়া চক্ষুঃপূরণ করিবে।

ত্রিফলা চক্ষুরোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহাদ্বারা নানারূপ কল্পনা করা যাইতে পারে।

[illegible] দৃষ্টিপ্রসাদক এবং প্রভাবে চক্ষুরোগ নাশক।

দার্ব্বীরসাঞ্জন চক্ষুর অত্যন্ত হিতকর। দারুহরিদ্রার ঘনীভূত কাথ দ্বারা যে রসাঞ্জন প্রস্তুত হয় তাহাকেই **দার্ব্বীরসাঞ্জন** কহে। ইহা চক্ষুর মল নিঃসারক ও দৃষ্টিপ্রসাদক।

পুরাতন ঘৃত চক্ষুরোগের পরমহিতসাধক; সুতরাং চক্ষুরোগের ঘৃত পাক করিতে পুরাতনঘৃত ব্যবহার করিবে।

অমৃতাক্ষ গুগ্‌গুলু।

ত্রিফলা, পল্‌তা, নিম, বাসকছাল ইহাদের ক্বাথে ।॰ তোলা গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অভিষ্যন্দ, শোথ, চক্ষুশূল ও কর্ণ পাকা আরোগ্য হয়।

অভিঘাত, কীটপতন বা সূর্য্যদর্শনাদি আগন্তুকারণে চক্ষু অভিহত হইলে বস্তোয়া দ্বারা চক্ষুতে সেক দিবে এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে নারীদুগ্ধ বা ত্রিফলার শীত কষায় দ্বারা চক্ষুপূরণ করিবে।

অথ শুক্ররোগ চিকিৎসা।

সুখাবতী বর্ত্তি।

নিম্বশীফল, শঙ্খভস্ম, ত্রিকটু, সৈন্ধব, চিনি, সমুদ্রফেন, রসাঞ্জন, মধু, বিড়ঙ্গ, মনঃশিলা এবং কুক্কুটাণ্ডের খোসা সমভাগে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। উৎকৃষ্ট মধু সহ মাড়িয়া পায়রার পালক দ্বারা চক্ষুতে লাগাইবে। ইহাতে শুক্র, কাচ, কণ্ডু, ক্লেদ পটল, ও তিমির আরোগ্য হয়। ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পটোলাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, ক্বাথার্থ—পল্‌তা, কটুকী, দারুহরিদ্রা, নিমছাল, বাসকমূলের ছাল, ত্রিফলা, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, বলাডুমুর প্রত্যেক ৮ তোলা, আমলকী /২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—চিরতা, ইন্দ্রযব, মুতা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, পিপুল মিশ্রিত /১ সের, ইহা পান করিলে সব্রণ ও অব্রণ শুক্র আরোগ্য হয়। ইহা চক্ষুর হিতকর।

অথ তিমির চিকিৎসা।

চন্দ্রোদয়া বর্ত্তিঃ।

হরীতকী, বচ, কুড়, মরিচ, পিপুল, বহেড়ামজ্জা, শঙ্খনাভি, মনঃশিলা ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তিঃ করিবে। পূর্ব্ববৎ ব্যবহার্য্য। ইহা পূর্ব্ববৎ গুণকর। বিশেষতঃ রাত্র্যন্ধতা, পুষ্প ও অধিমাংস নাশক। ইহা শ্লেষ্মাধিক তিমির নাশক। পিত্তাধিক তিমিরে **সুখাবতী বর্ত্তিঃ** ব্যবহার্য্য।

কুমারিকা বর্ত্তিঃ।

তিলপুষ্প ৮০টী, পিপুলের দানা ৬০টী, জাতিপুষ্প ৫০টী, মরিচ ১৬টী একত্র জলদ্বারা পেষণ করতঃ বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি পূর্ব্ববৎ ব্যবহার্য্য। ইহা বাতপ্রধান তিমির নাশক। যাবতীয় অক্ষিস্পন্দ রোগের শেষ অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তিঃ।

রসাঞ্জন, সজিনাবীজ, পিপুল, যষ্টিমধু, বহেড়ামজ্জা, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা ছাগদুগ্ধে পেষণ করতঃ বর্ত্তি করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। পূর্ব্ববৎ ব্যবহার্য্য। ইহা চন্দ্রোদয়বর্ত্তির গুণ বিশিষ্ট, বিশেষতঃ অর্ব্বুদ, রক্তরাজিকা ও অন্ধ্যনাশক।

মরিচ—দধি দ্বারা পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে অথবা পানের সহিত জোনাকী পোকা খাইলে কিম্বা পুটিমাছের ক্ষার দ্বারা অঞ্জন দিলে রাত্র্যন্ধতা আরোগ্য হয়।

মহা ত্রিফলাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, ত্রিফলা ক্বাথ /৪ সের, ভৃঙ্গরাজ রস /৪ সের, বাসক মূলের ক্বাথ /৪ সের, শতমূলী রস /৪ সের, আমলকী ক্বাথ /৪ সের, গুলঞ্চ ক্বাথ /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, কল্কার্থ—পিপুল, চিনি, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞ্চ, কণ্টকারী মিলিত /১ সের। ইহাতে সর্ব্ববিধ নেত্ররোগ আরোগ্য হয় ও দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

ত্রৈফল ঘৃত।

ত্রিফলা, ত্রিকটু, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, কটুকী, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, ছোট এলাচি, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রাদ্বয় প্রত্যেক ২ তোলা, দুগ্ধ /৪ সের, ত্রিফলার ক্বাথ ১২ সের, ঘৃত /৪ সের। এই ঘৃত পানে তিমির প্রভৃতি চক্ষুরোগ, ইন্দ্রলুপ্ত, অকালপক্কতা ও কেশপতন আরোগ্য হয়।

সপ্তামৃত লৌহ।

ত্রিফলাচূর্ণ, যষ্টিমধু ও লৌহভস্ম প্রত্যেক ১ তোলা, মধু ১ তোলা একত্র খল করিয়া পশ্চাৎ ঘৃত দ্বারা খল করিবে। এই ঔষধ /০ আনা মাত্রায় সায়ংকালে মধু ও ঘৃত সহ সেবন করিবে। ইহাতে তিমিরাদি নেত্ররোগ আরোগ্য হয়।

নয়নামৃত লৌহ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শটী, রাস্না, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, নীলোৎপল, কাকোলী, যষ্টিমধু, শ্বেতবেড়েলামূল, কেশরাজ, কণ্টকারী ও বৃহতী মিলিত ১ পল, লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, ত্রিফলার ক্বাথে ও ভৃঙ্গরাজের স্বরসে পৃথক্ ৭ বার ভাবনা দিয়া কুলের প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান—ত্রিফলাচূর্ণ ও মধু ইত্যাদি। ইহাতে যাবতীয় নেত্ররোগ আরোগ্য হয়।

[illegible] গুগ্গুলু।

লৌহ, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, পিপুল প্রত্যেক ১ তোলা, গুগ্গুলু সর্ব্বসম, একত্র মাড়িয়া সিকি মাত্রায় ঘৃতমধু সহ সেবন করিবে। ইহাতে তিমির ও কাচ আরোগ্য হয়।

নেত্রাশনিবজ্রা।

অভ্র, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, স্রোতোঞ্জন, আমলাসার গন্ধক প্রত্যেক ১ পল, ত্রিফলা ও ভৃঙ্গরাজ রসে পৃথক্ ৭ বার ভাবনা দিয়া তাহাতে পিপুলমূল, যষ্টিমধু, ছোট এলাচি, পুনর্নবা, দেবদারু, আকনাদি, ভৃঙ্গরাজ, শটী, বচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন প্রত্যেক চূর্ণ ৵০ আনা মিশাইয়া মধু ও ঘৃতদ্বারা লৌহপাত্রে লৌহ দণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিয়া /০ আনা পরিমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেব্য। ইহাদ্বারা রাত্র্যন্ধতা, তিমির, অভিষ্যন্দ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

নেত্ররোগে চন্দ্রোদয়াবর্ত্তি প্রভৃতিই বিশেষ হিতকর। আভ্যন্তর দোষ-প্রশমনার্থ বিবেচনা পূর্ব্বক এই সমস্ত ঔষধ অথবা ঘৃতের ব্যবস্থা করিবে। দৃষ্টিশক্তির অল্পতায় ঘৃতই শ্রেষ্ঠ। অনেক বঙ্গদেশীয় লোক হঠাৎ মৎস্য ত্যাগ করিয়া চক্ষুরোগাক্রান্ত হয়েন। তাঁহারা ঘৃত দুগ্ধ ও মৎস্য উপযুক্ত পরিমাণ ব্যবহার করিলেই পুনঃ দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া থাকেন। শারীরিক শক্তির অল্পতাবশতঃ যাহাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের শক্তি হ্রাস হইয়াছে, তাহারা মাগুর, কই প্রভৃতি মৎস্য ও জাঙ্গল মাংস সেবন করিবেন।

মাক্ষিকাদি বটী।

স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, পারদ, গন্ধক, অভ্র প্রত্যেক ৷৷০ তোলা, স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেক ।০ সিকি, কাকমাচীর রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া ২ রত্তি বটী করিবে। অনন্তর বটীগুলি পদ্মপত্রে বেষ্টন পূর্ব্বক ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিবে। পশ্চাৎ যথাযোগ্য অনুপানে ব্যবহার করিবে।

নেত্রবর্ত্তিঃ।

শোধিত তুঁতে ১ তোলা, কাঁচা সোহাগা ১ তোলা, সোরা ১ তোলা, অগ্নিদ্বারা মূষা মধ্যে দ্রবীভূত করিয়া ৵০ আনা কর্পূর মিশাইবে, পরে শীতল হইলে বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা অল্প মাত্রায় নেত্রে লাগাইলে নেত্রের বেদনা আশু দূরীভূত হয়।

কফাধিক বেদনান্বিত নেত্ররোগে ইহা ব্যবহার্য্য; অভিষ্যন্দেও ব্যবহৃত হইতে পারে। বর্ত্তিমধ্যে চন্দ্রোদয়া, কুমারিকা ও চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

পথ্য—ঘৃতপান, পাদদ্বয় পরিষ্কৃত রাখা, মুগের যূষ, যব, কুক্কুট ও কচ্ছপ মাংস, রশুন, পটোল, বেগুন, কাকরোল, করেলা, মোচা, কাঁচ মূলা, দ্রাক্ষা, সৈন্ধব, ত্রিফলা, নারীদুগ্ধ, রক্তচন্দন, কর্পূর, দুগ্ধ, রোহিত মৎস্যের মাথা, পাঁঠার মেটে ইত্যাদি।

অপথ্য—ক্রোধ, শোক, স্ত্রীসংসর্গ, ক্রন্দন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, সূক্ষ্মবস্তু দেখিবার জন্য দৃষ্টিবিক্ষেপ, স্নান, দন্তমার্জ্জন, রৌদ্র উপভোগ, ধূলি ও ধূম উপভোগ, অম্ল, দধি, তরমুজ, অধিক জল পান, বিরুদ্ধ ভোজন, মদ্য পান, উষ্ণ দ্রব্য প্রভৃতি।

অথ শিরোরোগ চিকিৎসা।

প্রধান ত্রিবিধ মর্ম্মের মধ্যে মস্তক অন্যতম। শিরঃ অর্থাৎ মস্তকের রুজাই (বেদনা) শিরোরোগ। যাহাতে প্রধান মর্ম্মের বিকৃতি না হয় তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। মর্ম্মস্থানের ব্যাধিমাত্রেই কঠিন, কষ্টদায়ক ও পরমায়ু ক্ষয়কর; সুতরাং প্রধান মর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য সতত সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। শিরোরোগমাত্রেই বায়ুপ্রধান। পিত্তাধিক্য হইলে মস্তকে জ্বালা হয় এবং নাসিকা ও কর্ণ দ্বারা ধূম নির্গত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। কফাধিক্যে মস্তক ভার বোধ হয় ও অক্ষিগোলক ফুলিয়া উঠে।

কুড় ও এরণ্ড মূল কাঁজিসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতপ্রধান শিরোবেদনা আরোগ্য হয়।

মুচুকুন্দ ফুল কাঁজিপিষ্ট করিয়া প্রলেপ দিলেও ফল লাভ করা যায়। শত ধৌত ঘৃতের অভ্যঙ্গ করিলে দাহাদি নষ্ট হয়, ইহা পিত্তপ্রধান শিরোরোগে প্রযুক্ত হয়।

তগরপাদুকা, উৎপল, শ্বেতচন্দন, কুড় একত্র পেষণ করিয়া ঘৃত মিশ্রিত করতঃ প্রলেপ দিলে মস্তক বেদনা নিবারিত হয়। শিরোরোগে তৈলই শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ষড়বিন্দু তৈল।

এরণ্ড মূল, তগরপাদুকা, শুল্‌ফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধব, দারুচিনি, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু শুঁঠ মিলিত /১ সের, কৃষ্ণ তিল তৈল /৪ সের, ছাগ দুগ্ধ /৪ সের (গব্যদুগ্ধও ব্যবহৃত হয়) ভৃঙ্গরাজের স্বরস ১৬ সের। এই তৈলের ৬ বিন্দু প্রত্যেকবারে নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিবে (নস্য লইবে); এই জন্য এই তৈলের নাম ষড়বিন্দু। ইহা বাত শ্লেষ্ম-প্রধান শিরোরোগের ঔষধ। ইহাতে কেশপতন, অকালপক্কতা ও দন্তের শিথিলতা নষ্ট হয়। অবস্থা বিশেষে এই তৈল মাথায় বা ললাটপ্রান্তে মালিশ করিতে পারা যায়।

দশমূলের কাথে ৷৶৹ আনা ঘৃত ও ৶৹ আনা সৈন্ধব চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নাসাপান করিলে অর্দ্ধাবভেদক, সূর্য্যাবর্ত্ত ও অনন্তবাত আরোগ্য হয়।

বাত প্রধান বা বাতপিত্তপ্রধান শিরোরোগে **বিষ্ণু তৈল, নারায়ণ তৈল, মধ্যম নারায়ণ তৈল** প্রভৃতি ঔষধ ও আবশ্যক হইলে **চতুর্ম্মুখ, বৃহৎ-বাত চিন্তামণি, যোগেন্দ্র রস** প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া ঘৃত, তৈল মিশ্রিত করতঃ ঈষদুষ্ণ অবস্থায় প্রলেপ দিলে অর্দ্ধাবভেদক ও সূর্য্যাবর্ত্ত প্রশমিত হয়।

যদি সূর্য্যাবর্ত্ত বা অর্দ্ধাবভেদক বাতপিত্ত প্রধান হয় তবে সশর্করা নারিকেল জলের বা সশর্করা সুশীতল জলের কিম্বা সশর্করা দুগ্ধের নাসাপান হিতকর।

এই রোগ (অর্দ্ধাবভেদক ও সূর্য্যাবর্ত্ত ত্রিদোষজ হইলেও অর্দ্ধাবভেদক প্রায়শঃ বাতজ বা বাতশ্লেষ্মজ এবং—সূর্য্যাবর্ত্ত প্রায়শঃ বাতপিত্তাধিক হয়।) বাতপ্রধান হইলে বাতব্যাধি অধিকারের বিষ্ণুতৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্মার প্রাবল্য থাকিলে নারিকেল জল প্রভৃতির নস্য হিতকর নহে।

শিরোরোগের মধ্যে শিরোভিতাপ, অর্দ্ধাবভেদক ও সূর্য্যাবর্ত্ত প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, ক্ষয়জ (ধাতুক্ষয় জনিত) শিরোরোগও সচরাচর দেখা যায়। অনন্তবাত, শঙ্খক ও ক্রিমিজ শিরোরোগ প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না। বায়ু কুপিত হইয়া স্বয়ং বা কফসহ মস্তকের অর্দ্ধভাগ আক্রমণ করিলে তাহাকে অর্দ্ধাবভেদক বা আধকপালে কহে। ইহাতে ভ্রূ, রগ, নেত্র ও ললাটে অসহ্য বেদনা হয়। রোগী অন্ধকার ও নির্জ্জন ভালবাসে। ক্ষুধার সময় অতীত হইলে বা কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে প্রায়শঃই এই পীড়া উপস্থিত হয়। বমন প্রয়োগে অনেক সময় এই রোগের উপশম হয়। সাধারণতঃ রাত্রিতে এই বেদনার হ্রাস হইয়া থাকে।

সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মাথায় বেদনা আরম্ভ হইয়া বেলা যতই অধিক হইতে থাকে বেদনাও ততই বৃদ্ধি হয় আবার সূর্য্য অস্তের সঙ্গে সঙ্গে বেদনাও দূর হইয়া থাকে। এইরূপ শিরোরোগকে **সূর্য্যাবর্ত্ত** কহে।

বাতশ্লেষ্মাধিক শিরোভিতাপ অর্দ্ধাবভেদক ও সূর্য্যাবর্ত্তে **বৃহদ্দশমূল তৈল** ও নিম্নোক্ত বা পূর্ব্বোক্ত **মহালক্ষ্মীবিলাস রস** ব্যবহার করিবে।

বৃহদ্দশমূল তৈল।

কটুতৈল /৪, কাথার্থ—দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, আদারস /৪ সের, নির্গুন্দীরস /৪ সের, কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতেমূল, শুঁঠ, ত্রিকটু, জীরে, কৃষ্ণজীরে, শ্বেতসর্ষপ, সৈন্ধব, যবক্ষার, ভেকড়ী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা প্রত্যেক ২ তোলা, পাকের জল /৮ সের। ইহা অভ্যঙ্গে, নস্যে ও কর্ণ পূরণে প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা অর্দ্ধাবভেদক, সূর্য্যাবর্ত্ত, শ্লৈষ্মিক শিরোভিতাপ ও কর্ণরোগ আরোগ্য হয়।

মহালক্ষ্মীবিলাস।

লৌহ, অভ্র, বিষ, মুক্তা, ত্রিফলা, শোধিত ধুস্তুরবীজ, শোধিত বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধিবীজ প্রত্যেক সমভাগ, গোক্ষুরবীজ ২ ভাগ, পিপুলমূল ১ ভাগ, ধুস্তুরপত্র রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—আদারস ও মধু।

মহাদশমূল তৈল।

কটুতৈল ১৬ সের, কাথার্থ—দশমূল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ধুতুরাপত্রের রস ১৬ সের, গোঁড়ালেবুর রস ১৬ সের, আদারস, ১৬ সের, কল্কার্থ—পিপুল, গুলঞ্চ,

দারুহরিদ্রা, জলদা, পুনর্ণবা, মঞ্জিষ্ঠা, শিগ্রু, কট্‌ফলী, করঞ্জবীজ, কৃষ্ণজীরে, শ্বেতসর্ষপ, বচ, শুঁঠ, পিপুল, চিতেমূল, শটী, দেবদারু, বালা, রাস্না, হরিদ্রা, কট্‌ফল, নিসিন্দা, চই, গেঁটেফল, শিমুলমূল, মুলাশুঁঠ, যমানী, জীরে, কুড়, বনযমানী, বৃহদারক বীজ প্রত্যেক ৮ তোলা। ইহা শ্লেষ্মাধিক শিরোরোগের মহৌষধ। ইহা সূর্য্যাবর্ত্তে ও কফসংযুক্ত বাতাধিক শিরোরোগে প্রশস্ত।

দশমূল তৈল।

তিল তৈল /৪ সের, দশমূলের কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, দশমূলের কল্ক /১ সের। ইহার নস্যে অকালপলিত, জ্বর ও অরুচি এবং অত্যুগ্র বাতাধিক সূর্য্যাবর্ত্ত, অর্দ্ধাবভেদক ও যাবতীয় শিরোরোগ আরোগ্য হয়।

রুদ্রতৈল। (সূর্য্যাবর্ত্তে)

কটুতৈল ১৬ সের, জয়পাল, ঘোষ পুষ্পী, ধুস্তুর, নসিনা, সিদ্ধি, ভড়হড়ে ও কাকমা ইহাদের প্রত্যেকের পত্ররস ১৬ সের, গোঁড়া লেবুর রস ১৬ সের, আদারস ১৬ সের, কল্কার্থ— চিত্রক, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কটফল, কৃষ্ণজীরে, ত্রিকটু, পিপুলমূল, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, বিড়ঙ্গ, রাস্না, দেবদারু, রেণুকা, সিয়াকুল, মুতা, রক্তচন্দন ও পরশুবর (ইহা কোবালিয়া কুকুলিয়া নামে খ্যাত) নীলমূল, দুর্ব্বামূল, আপাংমূল মিলিত /১ সের মৃৎপাত্রে তীব্র অগ্নিতে পাক করিবে। ইহাতে ঊর্দ্ধগত শ্লেষ্মা, বাতকফাধিক শিরোরোগ ক্রন্দন ও গলগণ্ড আরোগ্য হয়। ইহা বাতশ্লেষ্মাধিক শিরোরোগ ও সূর্য্যাবর্ত্তের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সূর্য্যাবর্ত্ত বীজ, (হুড় হুড়ে বীজ) হুড়হুড়ের পাতার রসে পেষণ করিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক আরোগ্য হয়। ভৃঙ্গরাজের রস ও ছাগদুগ্ধ সমভাগে লইয়া সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে নস্য গ্রহণ করিলে, সূর্য্যাবর্ত্ত আরোগ্য হয়।

বৃহৎ কিঙ্কিণী তৈল।

কটুতৈল /৪ সের, হড়হড়ের কাথ /৪ সের, নীল ঝিণ্টীর কাথ /৪ সের, কালধুতুরা কাথ /৪ সের, নিসিন্দার কাথ /৪ সের, কল্কার্থ— যষ্টিমধু, পিপুল, মুতা, গন্ধক, কুড়, হরিতাল কাকজঙ্ঘা, হড়হড়ে বীজ, দুগ্ধ হরীতকী, রাস্না, মৌরী, ঈশলাঙ্গলামূল, বিষ, মৌলফুল (অথবা উহাদের পরিবর্তে সিন্দেশাক) মঞ্জিষ্ঠা, মঞ্জিনাছাল প্রত্যেক ৪ তোলা। ই বাতশ্লেষ্মনাশক। ইহাতে সূর্য্যাবর্ত্ত, অর্দ্ধাবভেদক ও অক্ষিতাপ আরোগ্য হয়। এ তৈল পূতিকর্ণ, কর্ণস্রাব, কর্ণনাদ, কর্ণশোথ, কর্ণকণ্ডু, বাধির্য্য, মন্যাস্তম্ভ ও গলগ্রহ নাশক ইহা কর্ণরোগে সাদরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অথ অনন্তবাত চিকিৎসা।

দশমূলাদ্যতৈল গ্রীবার পশ্চাৎভাগে মালিশ করিবে। অত্যন্ত বাতপ্রধান হইলে পূর্ব্বোক্ত বাতব্যাধির তৈল মাথায় ও ঘাড়ে মালিশ করিবে এবং তদুৎ ঔষধ সেবন করিবে। বৃহৎবাতচিন্তামণি ও মহাশিরঃশূলান্তক রস যথা-যোগ্য অনুপানে প্রয়োগ করিবে। এইরোগে ৪।৫ বৎসর পর প্রায়শঃ রক্তদূষিত হয়। রক্ত দূষিত হইলে হস্তদ্বয়ের উপরিস্থ শিরাদ্বয় বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে। রক্ত নিঃসৃত হইলে তন্মুহূর্ত্তেই রোগী শান্তিলাভ করিবে। রক্ত মোক্ষণ ক্রিয়া ব্যতীত এইরূপ অবস্থায় অনন্তবাত প্রশমিত হয় না। দূষিত কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নির্গত হইয়া গেলে সুশীতল জল বা বরফ প্রক্ষিপ্ত করিয়া রক্ত বন্ধ করিবে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত দশমূলের নাসাপান এবং বাতপিত্তহর ঔষধ ও আহারাদি হিতকর।

ক্ষয়জ শিরোরোগ চিকিৎসা।

নানাপ্রকারে বীর্য্যক্ষয় হেতু বা দেহের ক্ষয় হইতে এই শিরোরোগ উপস্থিত হয়।

ইহাতে ছাগাদিঘৃত, অমৃতপ্রাশ ঘৃত, দশমূল ষট্পলক ঘৃত, অশ্বগন্ধা ঘৃত, গোধূমাদ্য ঘৃত, বৃহৎচন্দনাদি তৈল, ত্রিশতী প্রসারিণী তৈল, পুষ্পরাজ প্রসারণী তৈল, বিষ্ণুতৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল, বিহদ্বিষ্ণু এবং শ্রীগোপালতৈল, মকরধ্বজ, চন্দ্রোদয়মকরধ্বজ, বৃহদ্বাত চিন্তামণি, চিন্তামণি চতুর্মুখ ও যোগেন্দ্র রস বিশেষং অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োগ করিবে। এই সকল ঔষধ বায়ুনাশক, ক্ষয় নিবারক, বৃষ্য ও স্নিগ্ধ শীতল। বৃষ্য বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ ও শীতল ঔষধ মাত্রেই ক্ষয়জ শিরোরোগে উপকারী।

অতিবাত ও চিন্তাশোকাদি কারণে যে সমস্ত শিরোরোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদের চিকিৎসাও এইরূপ। বিশেষতঃ তাহাতে মহানারায়ণ ও হিমসাগর তৈলাদি প্রশস্ত। ঘৃতাদি প্রয়োগ অপ্রশস্ত। অত্যন্ত বাত প্রবল হইলে চিন্তামণি চতুর্মুখ, ত্রৈলোক্য চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

ক্রিমিজ শিরোরোগ চিকিৎসা

ইহাতে রক্তের নস্য অতীব উপকারী। রক্তের গন্ধে ক্রিমি সকল সংলোড়িত হইয়া মস্তিষ্ক হইতে বাহিরে আসে। অনন্তর ত্রিকটু, করঞ্জবীজ ও সজিনাবীজ ভাগ-

মূত্রে পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইবে। অথবা বিড়ঙ্গ ছাগ মূত্রে পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইবে। ইহাতে ক্রিমি পতিত হয়। এই রোগ কঠিন ও কষ্টদায়ক।

অপামার্গ তৈল।

তিলতৈল /৪ সের, কল্কার্থ—অপামার্গবীজ, ত্রিকটু, হরিদ্রা, হিঙ্গুটী, হিং ও বিড়ঙ্গ মিলিত /১ সের, পাকার্থ—গোমূত্র ১৬ সের। কেহ ২ পূর্ব্বমাত্রায় /১ সের তৈল ব্যবহার করেন এবং গোমূত্র স্থানে ছাগমূত্র ব্যবহার করেন, তাহা সমীচীন। যেহেতু ছাগমূত্রই ক্রিমিবিনাশার্থ শ্রেষ্ঠ। অপামার্গবীজ অধিক সংগ্রহ করা দুষ্কর। ইহার নস্যে ক্রিমি আরোগ্য হয়। পথ্যাপথ্য—ক্রিমিরোগবৎ।

অথ শঙ্খক চিকিৎসা।

এই রোগ অত্যন্ত কঠিন এবং আশু মারাত্মক সুতরাং উৎপন্নমাত্রেই ইহার চিকিৎসা আবশ্যক। ইহাতে কদাচ স্বেদপ্রয়োগ করিবে না। সুশীতল জল সেচন এবং ক্ষীরিবৃক্ষের শীতল প্রলেপ ইহাতে হিতকর। শতমূলী, কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু নীলোৎপল, দূর্ব্বা ও পুনর্ণবা সমভাগে জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ক্রমশঃ পীড়ার শক্তি হ্রাস হয়।

ইহাতে প্রলেপাদি দ্বারা চিকিৎসাই আশুফলপ্রদ। অপরাজিতা ফলের রস অথবা উহার মূলের রস দ্বারা নস্য লইলে শিরোবেদনা আরোগ্য হয়। পুরাতন শিরোরোগে ময়ূরাদ্য ঘৃত উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ।

ময়ূরাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—দশমূল প্রত্যেক ৬ পল, বেড়েলা, যষ্টিমধু, রাস্না প্রত্যেক ৩ পল, ময়ূর মাংস ৩২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ /৪ সের কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানি, মাষাণী প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা বাতপ্রধান শিরোরোগ ও অর্দ্দিত নাশক। ময়ূর মাংসের পরিবর্ত্তে কুক্কুট, হংস বা শশকের মাংস অবস্থাবিশেষে গ্রহণীয়। তাহাতে যথাক্রমে কুক্কুটাদ্য ও শশকাদ্য ঘৃত প্রস্তুত হইবে।

পথ্যাপথ্য।

যাবতীয় বাতপ্রকোপক দ্রব্য, স্নান, উত্তাপ, অনিদ্রা, মৈথুন প্রভৃতি অপথ্য। স্নিগ্ধ শীতল আহারীয় দ্রব্য, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, ছানা, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, কোষ্ঠশুদ্ধি. সুপক্ক পেঁপে, আম, নারিকেল, লিচু, সজিনা, পটোল এবং লঘুপাক দ্রব্য পথ্য।

অথ প্রদর চিকিৎসা

দোষ দূষিত আর্ত্তব শোণিতের নিঃসরণকেই প্রদর বা অসৃগ্দর কহে। ভোজন দোষ, উপবাস, অতিরিক্ত মৈথুন, গর্ভপাত প্রভৃতি দ্বারা ঋতু শোণিত দূষিত হইয়া প্রদর জন্মিয়া থাকে। ইহা লোহিত, কৃষ্ণ, নীল, শুভ্র ও পীতভেদে নানাপ্রকার। কোন ২ আর্ত্তব শব-দুর্গন্ধি তাহা অসাধ্য। এই ব্যাধি স্ত্রীগত। ইহা পুরুষের হইতে পারেনা সুতরাং ইহাকে স্ত্রীরোগ বলা যায়। বৃদ্ধি, উপদংশ প্রভৃতি পুরুষগত; কিন্তু ঔপসর্গিক উপদংশ স্ত্রীলোকেরও হইতে পারে। শ্বেতপ্রদর হইলে শুক্রমেহের সহিত ভ্রান্তি হইতে পারে কিন্তু উভয় ব্যাধি এক জাতীয় বিধায় শুক্রমেহের ঔষধে উপকার হইয়া থাকে। ভ্রান্তি হইলে বিজ্ঞানতা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়। কেহ ২ বলেন স্ত্রীলোকের পৃথক শুক্র না থাকায় শুক্রমেহ হইতেই পারে না—উহা পুরুষনিয়ত ব্যাধি। ইহা সমীচীন নহে। কারণ ভাব প্রকাশ ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়াছেন। পরন্তু, শুক্র না থাকিলে স্ত্রীলোক ষড়ধাতু হইয়া যায়। আর্ত্তব শোণিত ধাতুরূপে গমনীয় নহে, তবে উপধাতু বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

যে আর্ত্তব শশকের রক্তের ন্যায় লোহিত বর্ণ, যাহা ধৌত করিলে বস্ত্র হইতে উঠিয়া যায় তাহাই বিশুদ্ধ আর্ত্তব শোণিত। আর্ত্তবের বিসদৃশতাই প্রদরের লক্ষণ। অধিকাংশ স্থলে অতিরিক্ত সম্ভোগে প্রদর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঋতুকালীন রক্তস্রাব ৭৮ দিন ব্যাপী হইলে তাহাকেও প্রদর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

যে সকল স্ত্রীলোকের রীতিমত ঋতু পরিষ্কার হয় না বা অনেক দিন বন্ধ থাকে তাহাদের শরীরে বায়ুর ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া মূর্চ্ছা, আক্ষেপ ও অপস্মার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

রক্তপ্রদরে অশোগত রক্তপিত্তের এবং রক্তাতিসারের চিকিৎসা হিতকর। ইহাতে অশোক ও জম্বুআম্রমূল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্বেতপ্রদরে লক্ষণামূল সমধিক উপকারী। অশোক প্রদরের ব্যাধি বিপরীত ঔষধ। বিশেষতঃ ইহা রক্তপ্রদরে হিতকর।

অশোক ক্বাথ।

অশোকছাল ২ তোলা—ক্ষীরপাকবিধি অনুসারে পাক করিয়া ব্যবহার করিবে। ইহা প্রদরনাশক, বিশেষতঃ রক্তপ্রদরে অব্যর্থ।

দার্ব্ব্যাদি কষায়: যথা—দারুহরিদ্রা, বাসকছাল, মুতা, চিরতা, বেলশুঁঠ, রক্তচন্দন ও কুমুদ (শাঁপলা) যথারীতি ইহাদের কাথ করিয়া নির্ম্মলপিষ্ট রসাঞ্জন ৴৹ আনা ও মধু ৷৹ তোলা মিশাইয়া সেবন করিবে। ইহা, কৃষ্ণ, পীত ও নীল প্রদরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। কেহ ২ উক্ত কাথ সহ অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করেন। কাটানটের মূল ।৹ সিকি,

আতপ চাউল ধোয়া জলসহ বাটিয়া এবং উহা জলে তরল করিয়া ছাঁকিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া পান করিলে নানাবিধ প্রদর আরোগ্য হয়। ইহা শ্বেত এবং রক্ত প্রদরেই বিশেষ উপকারী এবং প্রায়শঃ ঔষধের অনুপানার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উক্ত বিধি অনুসারে কুশমূল, বেড়েলামূল ও ডুমুরের কল্পনা করিবে।

পুষ্যানুগ চূর্ণ।

আকনাদি, আমের এবং জামের আঁটির শাঁস, পাথর কুচি, রসাঞ্জন, অম্বষ্ঠা, (লজ্জাবতীমূল বা দক্ষিণাপথে খ্যাত লতা বিশেষ, উভয়ের অভাবে আকনাদি গ্রহণ করিবে) মোচরস, বরাক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতৈচ, মুতা, বেলশুঁঠ, লোধ, স্বর্ণগৈরিক, ত্রিফলা, মরিচ, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নাগশোণা, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু, অর্জুনছাল, এই সকল দ্রব্য পুষ্যা নক্ষত্রে উদ্ধৃত করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৴০ আনা মধু দ্বারা মাড়িয়া আতপ চাউল ধোয়া জল সহ সেবন করিবে। ইহা রক্তপ্রদরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা শ্বেত, নীল, পীত প্রদরেও ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধ যোনিশূল ও রজোদোষ নিবারক।

উৎপলাদি চূর্ণ।

রক্তোৎপলের কন্দ, রক্তকার্পাস মূল, করবীর মূল, লালজবা মূল, বকুল মূল, গন্ধমাত্রা, জীরে ও রক্তচন্দন—ইহাদের সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পুষ্যানুগ চূর্ণের মাত্রায় ও অনুপানে ব্যবহার্য্য। মূত্র অত্যন্ত রক্তবর্ণ হইলে এবং যোনি, কোটী ও উদরে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ প্রযোজ্য।

অশোক ঘৃত। (রক্ত প্রদরে প্রশস্ত)

ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—অশোকছাল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, ঐরূপ জীরের কাথ /৪ সের, আতপচাউল ধোয়া জল /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, কেশরাজ রস /৪ সের, কল্কার্থ—জীবনীয়দশক, পিয়াল সার, যব বীজ, পরুষফল, রসাঞ্জন, যষ্টিমধু, অশোক মূলের ছাল, দ্রাক্ষা, শতমূলী, কাঁটানটে মূল প্রত্যেক ৩ তোলা, পাকান্তে /১ সের চিনি মিশাইবে, (ইদানীং মিশিয়া রাখা হয় না) মাত্রা ৷০ তোলা, ছাগদুগ্ধ সহ সেব্য। অভাবে গব্যদুগ্ধ সহ। এই ঘৃত প্রদরে অতি প্রসিদ্ধ ও ফলপ্রদ। ইহাতে শ্বেত, রক্তাদি যাবতীয় প্রদর এবং কোটীশূলাদি নষ্ট হয়। ইহা রক্তপ্রদরে বিশেষ হিতকর। কেহ কেহ এই ঘৃত বাধকে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।

শীতকল্যাণ ঘৃত। (শ্বেত প্রদরে প্রশস্ত)

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ—কুমুদফুল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, গোম, রক্তশালি-মূল, মুশানি, ক্ষীরকাকোলী, গাম্ভারী ফল, যষ্টিমধু, বেড়েলা মূল, গোরক্ষচাকুলে মূল, উৎপল, তালের মাথী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, শালপাণি, জীরে, ত্রিফলা, তরমুজবীজ, অংক কদলী প্রত্যেক ৪ তোলা, পাকার্থ জল /৮ সের। উক্ত নিয়মে সেব্য। ইহা শ্বেত প্রদরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃহৎ শতাবরী ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের, দুগ্ধ /৮ সের, কল্কার্থ—জীবনীয়াষ্টক, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গোক্ষুর, শোধিত আলকুশী বীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে মূল, শাল-পাণি, চাকুলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শ্যামালতা, অনন্তমূল, চিনি, গাম্ভারীফল প্রত্যেক ৪ পল। ইহাতে রক্তপ্রদর, দাহ ও মূত্রকৃচ্ছ আরোগ্য হয়। যাহাদের ঋতু অধিককাল স্থায়ী হয় বা মাসে ২।৩ বার হয় তাহাদের পক্ষে এই ঘৃত বিশেষ ফলপ্রদ।

ন্যগ্রোধাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—বট, অশ্বত্থ, অর্জুন, শুলক, বাসক, কট্‌কী, পাকুড়, জাম, পিয়াল, নাগেশ্বর, যজ্ঞডুমুর, যষ্টিমধু, বেড়েলা, বেত, গাবআঠি, রোহীতক, চন্দন, কদমছাল প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, শালিধান্যের কাথ /৪ সের, আমলকীর রস /৪ সের, কল্কার্থ—যষ্টিমধু, মৌলফুল, খর্জুর, দারুহরিদ্রা, জীবন্তীফল, গাম্ভারী ফল, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, শ্বেত চন্দন, রক্তচন্দন, রসাঞ্জন, অনন্তমূল প্রত্যেক ৬ পল যথা বিধি পাক করিবে। মাত্রাদি পূর্ব্ববৎ। ইহা সর্ব্ববিধ প্রদর নাশক। যদি যোনি অভ্যন্তরে ক্ষত থাকে বা শ্বেতরক্ত মিশ্রিত স্রাব হয় অথবা ব্যাধি অত্যন্ত পিত্তপ্রবণ হয় কিম্বা রোগী পিত্তজরোগগ্রস্ত হয় তাহা হইলে এই ঘৃত সমধিক উপকারী।

প্রদর রোগে বটিকা ঔষধ অপেক্ষা ঘৃত, অবলেহ ও চূর্ণ ঔষধ অধিক ফলপ্রদ। যদি প্রদরে অতিশয় রক্তস্রাব হয় অথবা রোগীর উদরাময় থাকে তবে পূর্ব্বোক্ত কুটজাষ্টক বা প্রদরারি লৌহ প্রয়োগ করিবে। কুটজাষ্টক অত্যন্ত রক্তস্রাব নিবারক।

প্রদরারি লৌহ।

কুটজ ছাল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের শেষ /৮ সের, ছাঁকিয়া পুনঃ পাকে চাপাইবে। ঘনীভূত হইলে বরাক্রান্তা, মোচরস, আকনাদি, বেল শুঁঠ, মুতা, ধাইফুল, আতইচ, অভ্র ও লৌহ প্রত্যেক ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ হইতে ১ তোলা কুশমূল বাটিয়া জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া তৎসহ ঔষধ সেব্য। ইহাতে রক্ত শ্বেতাদি নানাবিধ

প্রদর আরোগ্য হয়। ইহা রক্তস্রাব নিবারক ও অতিসার নাশক। শ্বেতপ্রদরে ও কণ্ডুযুক্ত প্রদরে পূর্ব্বোক্ত **বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রস** ও **প্রদরান্তক রস** ব্যবহার করা যায়।

প্রদরান্তক রস।

পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, রৌপ্য, খর্পর, কপর্দ্দভস্ম প্রত্যেক ।৷৹ তোলা লৌহ ৩ তোলা, ঘৃত কুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া (১ দিন) ২ রতি বটি করিবে। মধু ও আতপ তণ্ডুলোদক সহ সেব্য।

মন্মথাভ্র রস।

স্বর্ণ, মুক্তা, অভ্র, সীসক, বঙ্গ, পিত্তল, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য, হীরক, লৌহ, হরিতাল ও (হরিতালের পরিবর্ত্তে হরিতাল সত্ব এবং অভাবে রসমাণিক্য ব্যবহার হয়) খর্পর প্রত্যেক সমভাগ। কদলীমূল রসে, কাকোলীর কাথে, বাসক রসে, শুঁদি ফুলের রসে ও কর্পূরের জলে ভাবনা দিয়া ১ দিন উত্তমরূপ মাড়িয়া ১ রতি বটি করিবে। অনুপান—বেড়েলার কাথ, উষ্ণ দুগ্ধ, অথবা কেশরাজের রস ও মধু। এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেব্য। ইহাতে সর্ব্ববিধ স্ত্রীরোগ নষ্ট হয়। ইহা বল্য, বৃষ্য ও রসায়ন। ইহার অপর নাম **চন্দ্রপ্রভা**। ইহা স্ত্রীরোগে বজ্রস্বরূপ। যাহাদের প্রস্রাব অধিক হয় তাহাদের পক্ষে ইহা অমৃতোপম। মেহ রোগাধিকারের **বসন্তকুসুমাকর রস** এই অবস্থায় বিশেষ উপকারী। কিন্তু রক্তপ্রদরে বা পিত্তপ্রবল অবস্থায় প্রযোজ্য নহে। অবস্থাবিশেষে অন্যান্য অনুপানেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। সোমরোগাধিকারের **বসন্তকুসুমাকর রস** ও এই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অশোকারিষ্ট।

অশোক ছাল ১২॥ সের, জল ৪ দ্রোণ, শেষ ১ দ্রোণ। কাথ ছাঁকিয়া নূতন মৃন্ময়পাত্রে রাখিবে। পরে উহাতে গুড় ২৫ সের গুলিয়া দিবে। তৎপশ্চাৎ তাহাতে ধাইফুল ১৬ পল, কৃষ্ণজীরে, মুতা, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা, শুঁদিমূল, ত্রিফলা, আমের আঁঠির শাস, জীরে, বাসকমূলের ছাল, রক্ত চন্দন প্রত্যেক ১ পল প্রক্ষেপ দিবে এবং ১ মাস মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। তদনন্তর ছাঁকিয়া ২৷৹ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। দিবসে ২।৩ বার সেব্য। ইহা রক্ত প্রদরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রদরে তৈল ব্যবহার হয় না; তবে আবশ্যক বোধ করিলে **প্রিয়ঙ্গ্বাদি তৈল** ও **সুশ্রীকর তৈল** ব্যবহার করিবে।

প্রিয়ঙ্গ্বাদি তৈল।

তৈল /৪ সের, পাকার্থ—দধিমাত, দারু হরিদ্রার কাথ, ছাগদুগ্ধ প্রত্যেক /৪ সের। কল্কার্থ—প্রিয়ঙ্গু, শুঁদির মূল, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, চন্দনদ্বয়, কাকোলীদ্বয়, পিপুলদ্বয়, রসাঞ্জন,

-

মঞ্জিষ্ঠা, গুল্‌ফা, মুতা, সৈন্ধব, মুরা, মোচরস, অনন্তমূল, কাকমাচী, বেলশুঁঠ, বালা মিলিত /১ সের। শেষে পঞ্চদ্রব্যদ্বারা গন্ধপাক করিবে। ইহার অভ্যঙ্গে প্রদর, যোনিব্যাপদ, অতীসার ও গ্রহণী নষ্ট হয়। ইহা—গর্ভ সংস্থাপক।

স্তুপ্রাকল্প তৈল।

তৈল /৪ সের, বেড়েলা, কেশরাজ, দূর্ব্বা, ধাওয়া, পালিধা ও পদ্ম, ইহাদের যথা-সম্ভব ক্বাথে ও স্বরসে, খদির মাত, তণ্ডুল জল, লাক্ষার জল ও কাঁজি প্রত্যেক /৪ সের, কল্কার্থ—আমলকী, ধনে, মুরা, কাকোলীদ্বয়, জীবকদ্বয়, শুঁদিমূল, অশ্বগন্ধা, বংশলোচন, শিলাজতু, রসাঞ্জন, মুষামাংসী, দ্রাক্ষালতা মিলিত ১ সের। শেষে গন্ধপাক করিবে। ইহা স্ত্রীরোগ নাশক, কামজনক, বল্য, বৃষ্য, রসায়ন ও আয়ুষ্য।

স্রাববর্ত্তি।

হিরাকসভস্ম, সোহাগা খই ও ধুতুর সারাংশ প্রত্যেক ১ ভাগ, আবের আঠির শাস চূর্ণ ৪ ভাগ, ঘৃতদ্বারা মর্দ্দন করিয়া স্থূল সূক্ষ্মাগ্র কোমল বর্ত্তি করিবে। ইহা ঘৃত সহ প্রস্তুত করিয়া (৬ রতি মাত্রায়) যোনিতে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহাতে সত্বর রক্তস্রাবাদি দূরীভূত হয়। জরায়ুশূল ও যোনিব্যাপদেও ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।—লঘু, পুষ্টিকর ও লঘুপাক দ্রব্য পথ্য। অম্লদ্রব্য, ক্লেদজনক আগ্নেয় দ্রব্য, উত্তাপ, জাগরণ, গুরুপাক দ্রব্য ইত্যাদি অপথ্য।

অথ যোনিব্যাপদ্ চিকিৎসা।

যোনি ব্যাপদ্ ২০ প্রকার। তন্মধ্যে উদাবর্ত্তা, বন্ধ্যা, পুত্রঘ্নী ও শ্লেষ্মলা এই চারিটী সচরাচর দৃষ্ট হয়। যোনিব্যাপদ্ মাত্রেই বাতপ্রধান সুতরাং বাতনাশক ক্রিয়া উপকারী।

উদাবর্ত্তা চিকিৎসা।

ইহা অত্যন্ত বাতপ্রধান এবং ইহাতে ভালরূপ আর্ত্তব শোণিত নির্গত হয় না। আর্ত্তব নিঃসরণার্থ জবাফুল কাঁজিতে বাটিয়া এবং কাঁজিতে গুলিয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। ইহা বাত নাশক ও আর্ত্তবস্রাবক। লতা কটুকীর কোমল পাতা ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে উপকার হয়।

রজঃপ্রবর্ত্তিনী বটী।

সোহাগার খই, শোধিত হিং, হীরাকস্ ও মুসব্বর প্রত্যেক সমভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। শীতলজল সহ সেব্য। ইহা আর্ত্তব স্রাবক ও কোষ্ঠশূলাদি নাশক।

রসসিন্দুর ও যবক্ষার একত্র সমভাগে মর্দ্দন করিয়া ৵০ আনা মাত্রায় কাঞ্জি সেবন করিলে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়।

ফলকল্যাণ ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, শতমূলীর রস /৮ সের, দুগ্ধ /৮ সের, কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, চিনি, বেড়েলামূল, মেদা, ক্ষীরবিদারী, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধামূল, যমানী, হরিদ্রাদ্বয়, হিং, কটুকী, রক্তোৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা, কাঁকলা, ক্ষীর কাঁকলা, চন্দন লক্ষ্মণামূল প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃতে এক বর্ণা যে গাভীর বৎস মরে নাই সেই গাভীর দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত গ্রাহ্য। কেহ২ অভাব বশতঃ লক্ষ্মণামূল গ্রহণ করেন না এবং সাধারণ ঘৃত দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করেন। বস্তুতঃ—উল্লিখিত প্রকারে ঘৃত এবং লক্ষ্মণামূল গ্রহণ না করিলে অভীষ্টরূপ ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। এই ঘৃত বনঘুটের আগুনে পাক করা ব্যবস্থা। ইহাতে যোনিদোষ, রক্তোদোষ এবং গর্ভদোষ নিরাকৃত হয়। প্রায়শঃ এই ঘৃত মৃতবৎসা নিবারণার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা গর্ভজনক।

পুত্রঘ্নীতে এই ফলকল্যাণ ঘৃত এবং কুমারকল্পদ্রুম ব্যবহৃত হয়। ঘৃতই যোনিব্যাপদের প্রধান ঔষধ। যে সকল ঔষধ উদাবর্ত্তাতে লিখিত হইয়াছে সন্ধ্যাতেও তৎ সমুদায় প্রয়োগ করিবে।

শ্লেষ্মলা যোনিতে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অতীব উপকারী। যথা—

রেশম নির্ম্মিত অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র খণ্ড রোহিত মৎস্যের পিত্ত দ্বারা ২১ বার ভাবনা করিবে। পশ্চাৎ উহা বর্ত্তিবৎ করিয়া যোনিতে প্রবেশ করাইয়া রাখিবে।

গর্ভপ্রদ ঔষধ।

অশ্বগন্ধামূল ২ তোলা জল /১ সের, দুগ্ধ /৷ পোয়া, শেষ /৷ পোয়া, প্রক্ষেপ ঘৃত ১ তোলা, প্রাতঃকালে সেব্য।

কুমারকল্পদ্রুম ঘৃত।

ঘৃত /৮ সের, কাথার্থ—ছাগ মাংস ৬৷ সের, দশমূল /৷৷ সের, জল ১০০ সের শেষ /২৫ সের, দুগ্ধ /৮ সের, শতমূলী রস /৮ সের, কল্কার্থ—কুড়, শটী, মেদাদ্বয়, জীবক, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, ত্রিজাতক, শতমূলী, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, ক্ষীর কাঁকলা, মুতা, জীবন্তী, রক্তচন্দন, কাঁকলা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শ্বেত বেড়েলামূল, শরপুঙ্খমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মঞ্জিষ্ঠা, শালপাণি, চাকুলে, নাগেশ্বর, দেবদারু, হরিদ্রা, রেণুক, লতাকস্তুরী, চোরকাঁকচী, নীলমূল, বচ, অগুরু, দারুচিনি, অগুরু, কুঙ্কুম প্রত্যেক ২ তোলা, মৃন্ময় বা তাম্রপাত্রে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে তাহাতে পারদ, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা এবং মধু /২ সের মিশাইবে। (মধু মিশ্রিত করিয়া রাখা ব্যবহার) তৎপর মৃন্ময়, কাচ বা প্রস্তর পাত্রে স্থাপন করিবে। মাত্রা ১ তোলা। ছাগদুগ্ধ অভাবে

দুগ্ধ সহ সেব্য। ইহাতে বন্ধ্যাদোষ, রজোদোষ ও শুক্রদোষ নষ্ট হয়। ইহা ঋতুকারক ও গর্ভ সংস্থাপক।

বাধক নামে যে কয়েক প্রকার রোগ আছে উহা যোনিব্যাপদের মধ্যে গণনীয়। সুতরাং যৌবনে যথাযথ রূপে পুরুষ সংসর্গ না হইলে প্রায়শঃ বাধকের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। উহাতে যোনিব্যাপদের ঔষধ সকল ব্যবহৃত হইতে পারে। বাধকের মধ্যে অঙ্কুর, রক্তমাত্রী ও ষষ্ঠী প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়।

অঙ্কুর লক্ষণ। যথা—

অঙ্কুর নামক বাধকে—উদ্বেগ, দেহের গুরুতা অধিক রক্তস্রাব ও নাভির অধোদেশে বেদনা হয়। ইহাতে কখন ২ ৩,৪ মাস ঋতু বন্ধ থাকে এবং হস্ত পদে দাহ উপস্থিত হয় এবং রোগিনী কৃশাঙ্গী হইতে থাকে।

ষষ্ঠী লক্ষণ। যথা—

ষষ্ঠীবাধকে—নেত্রে, হস্তে এবং যোনিতে জ্বালা হয় ও লালা সংযুক্ত রজঃস্রাব হয়; ইহাতে মাসের মধ্যে ২ বার ঋতু হয়। ইহাতে যোনি মলিন ও রক্তবর্ণ হয়। রক্তমাত্রী বাধকে—কটীতে, নাভির নিম্নে, পার্শ্বে ও স্তনে বেদনা হয়। কখন২ এক বা দুইমাস ব্যাপিয়া ক্রমিক রজঃনিঃসরণ হইয়া থাকে—ইহা সন্তানোৎপত্তিবাধক।

জলকুমারক লক্ষণ। যথা—ইহাতে স্ত্রীর দেহ শুষ্ক ও রক্তশূন্য হয়। যদিও ইহাতে গর্ভোৎপত্তি হয় কিন্তু শূল উপস্থিত হইয়া তাহার পতন হয়। কখন ২ ইহাতে বহুকাল ব্যাপিয়া ঋতু হয় কিন্তু অল্প পরিমাণে স্রাব হইয়া থাকে। এই অবস্থায় কৃশাঙ্গী রোগিনী স্থূলাঙ্গী, গুরুস্তনী ও অল্পরক্তা হয়।

অথ বাধক চিকিৎসা।

ওলট কম্বলের মূল ।০ সিকি ও মরিচ, /০ আনা একত্র বাটিয়া শীতল জল সহ সেবন করিলে বাধক আরোগ্য হইয়া গর্ভোৎপত্তি হয়। ওলট কম্বল বাধকের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রসাঞ্জন, বিট্‌লবণ ও রক্তচিতেমূল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ) মাত্রা /০—৵০ আনা, শীতল জল সহ সেব্য। ইহাতে বাধক আরোগ্য হয়।

বঙ্গাষ্টক, ওলটকম্বল ও মরিচ সহ বৃহৎবাত চিন্তামণি বাধকে ফলপ্রদ। ফলকল্যাণক ঘৃত, অশোক ঘৃত ও কুমারকল্পদ্রুম ঘৃত অবস্থাবিশেষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বেদনা সময়ে সিদ্ধ তণ্ডুলোদক ১ তোলা, চিনি ১ তোলা, ইক্ষুগুড় ১ তোলা, কাঁটা নটের রস ১ তোলা, কাঁচা হরিদ্রারস ১ তোলা, একত্র পান করিবে। ইহাতে বাধক আরোগ্য হয়।

ত্রিফলাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ।৫ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ—ত্রিফলা, গুড়ূচী, বচ, অসন, শালপর্ণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, খদিরসার, বাসা, মেদ, মধুযষ্টী মিলিত ১৬ তোলা। ইহাতে যোনিদোষ ও বাধক আরোগ্য হয়।

জীরকাদি মোদক।

জীরে, কৃষ্ণজীরে, পিপুল, জয়ত্রী, নাগেশ্বর, হরিদ্রাদ্বয়, বালক, শৈলজ, হরিতকী, বহেড়া, যবানী প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, সমস্ত চূর্ণ মিলিত ওজন ঘৃতে ভাজিয়া দ্বিগুণ চিনিতে যথাবিধি মোদক পাক করিবে। মাত্রা—২ তোলা উষ্ণ দুগ্ধসহ সেব্য।

স্ত্রীরোগ চিকিৎসা

১ মাসে গর্ভ বেদনা হইলে—শ্বেত চন্দন, শুণ্ঠ, চিনি ও পদ্মকাষ্ঠ একত্র সমভাগে চাউলধোয়া জলদ্বারা বাটিয়া ২০ তোলা ছাগ দুগ্ধে গুলিয়া পান করিলে বেদনার শান্তি হয়।

২য় মাসে বেদনা হইলে পদ্ম, পানিফল ও কেশুর—তণ্ডুল জলদ্বারা বাটিয়া ২০ তোলা তণ্ডুল জলসহ পান করাইবে। তাহাতে শূল নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থির হইবে।

৩য় মাসে কাঁকলা, ক্ষীর কাঁকলা, আমলকী একত্র পেষণ করিয়া শীতল জলসহ পান করাইবে অথবা পদ্ম, নীলোৎপল ও শালুক চিনির জলসহ পেষণ করতঃ দুগ্ধে আলোড়ন করিয়া সেবন করাইবে। ইহাতে গর্ভশূল নিবৃত্ত হইয়া গর্ভ স্থির হইবে।

৪র্থ মাসে উৎপল, শালুক, কণ্টকারী ও গোক্ষুর অথবা গোক্ষুর, বৃহতী, বালা, নীলোৎপল দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ পান করিবে।

৫ম মাসে নীলোৎপল ও ক্ষীর কাঁকলা দুগ্ধে পেষণ করিয়া দধি, ঘৃত ও মধুর সহিত পান করিবে।

৬ষ্ঠ মাসে টাবালেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, চন্দন ও উৎপল দুগ্ধে পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ পান করিবে।

৭ম মাসে শতমূলী ও পদ্মমূল দুগ্ধে পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ পান করিবে।

৮ম মাসে বেল, কুলের জলে নিষ্পেষণ করিয়া শীতল জলসহ পান করিবে।

৯ম মাসে কাঁকলা ও শেফালিপুষ্প তণ্ডুল জলে পেষণ করিয়া শীতল জলসহ পান করিবে। অথবা পদ্মের বীজ, কাঁকলা ও শালিধান্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া কাঁজিসহ সেবন করিবে। এতদ্দ্বারা গর্ভশূল নিবারিত হয়।

১০ম মাসে নীলোৎপল, যষ্টিমধু, মুগ ও চিনি জলদ্বারা পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ পান করিবে।

কেশুর, পানিফল, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, মৃণাল, যষ্টিমধু—দুগ্ধ ও চিনিসহ সেবন করিলে গর্ভস্রাব পীড়িতা রমণীর রোগ শান্তি হয় এবং শরীর পুষ্ট হয়।

বায়ুকর্তৃক গর্ভ শুষ্ক হইলে বা গর্ভিণী কৃশাঙ্গী হইলে অথবা বালক শুষ্ক হইতে থাকিলে যষ্টিমধু ও গাম্ভারীফল দ্বারা দুগ্ধ পাক করিয়া চিনিসহ পান করাইবে। ইহা পুষ্টিকর। প্রসবান্তে অধিক রক্তস্রাব হইলে আতপ চাউল ধোয়া জল বা দূর্বার রসসহ অশোকারিষ্ট ব্যবহার করিবে।

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বেণামূল, অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপাত—ইহাদের কাথ চিনি ও মধুসহ পান করিলে অথবা এরণ্ডমূল, গোক্ষুর, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু ইহাদের কাথ পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর আরোগ্য হয়।

আমড়ার ও আমরুলের রসে যবচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গর্ভিণীর অতিসার গ্রহণী নষ্ট হয়। পাটিপাতা, বৈচুর, জীরে, ধনে, মুথা, শুলফা, হরীতকী, যমানী ইহাদের চূর্ণ /০ আনা মাত্রায় শীতল জলসহ সেবন করিলে গর্ভিণীর উদরাময় প্রশমিত হয়।

গর্ভপীযূষবল্লী রস। (বৃহৎ গর্ভচিন্তামণি)

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক (অভাবে রৌপ্য, কেহ২ রসাঞ্জন এবং স্বর্ণমাক্ষিক দেন) হরিতাল, বঙ্গ, অভ্র, ব্রাহ্মী, তালক, ভৃঙ্গরাজ ক্ষেত্রপর্পটী ও দশমূলের [illegible] স্বরসে ও কাথে ভাবনা দিয়া ১ রতি বটী করিবে। ইহাতে গর্ভিণীর জ্বরাদি আরোগ্য হয়।

গর্ভবিলাস তৈল।

তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—ভূমিকুষ্মাণ্ড, দাড়িম্বছাল, তেজপাত, কাঁচা হরিদ্রা, ত্রিফলা, পানিফলপত্র, নাটিফুল, শতমূলী, নীলোৎপল, পদ্মফুল মিলিত /১ সের, জল ১৬ সের। ইহা রক্তস্রাব ও গর্ভশূল নিবারক এবং গর্ভ সংস্থাপক।

গর্ভাবস্থায় হরিতাল এবং তাম্র ব্যবহার করা যায়; কিন্তু উহা উৎকৃষ্টরূপ শোধিত হওয়া আবশ্যক, অন্যথায় গর্ভ পাত হইবার সম্ভাবনা।

বিষ, রক্তচিত্রমূল, কুচিলা এবং অন্যান্য উগ্র বীর্য্যের ঔষধ গর্ভাবস্থায় প্রয়োজ্য নহে।

গর্ভিণীর যকৃৎ, প্লীহা, শোথ, অতীসার প্রভৃতিতে তত্তৎ অধিকারের মৃদুবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অথ সূতিকা চিকিৎসা।

সূত প্রসবান্তে এই রোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে সূতিকারোগ বলে। অঙ্গমর্দ্দ, জ্বর, কম্প, পিপাসা, গুরুগাত্রতা, শোথ, শূল ও অতিসার এই রোগ সমষ্টিকে সূতিকা বলে। জ্বর, শোথ ও অতিসার এই রোগের প্রধান লক্ষণ,—জ্বর ও অতিসার, ইহাদের

অন্তর না থাকিলে সূতিকা বলিয়া গণনা করা হয় না। সন্তান যে পর্য্যন্ত স্তন্যপায়ী থাকে তাবৎকাল সূতিকা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। সন্তান মরিয়া গেলে সেই বৎসর পর্য্যন্ত সূতিকা নির্দ্দিষ্ট। কেহ ২ বলেন ঋতু হইলে সূতিকা দোষ নষ্ট হয়, কিন্তু তাহা কোন প্রাচীন পুস্তকে লিখিত হয় নাই। এই মত পোষণার্থ কেহ ২ বাগ্ভটের দোহাই দিয়া ১টী শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করেন বস্তুতঃ উহা সন্দেহজনক। তবে ঋতু হইলে রোগ অনায়াসসাধ্য হয় তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য এবং তাহার অনেক কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সূতিকারোগে বাতনাশক ক্রিয়া সর্ব্বথা অবলম্বনীয়। ইহাতে দশমূল ও ঝিণ্টী সাতিশয় উপকারী।

সূতিকাদশমূল কষায়। যথা—শালপর্ণ্যাদি দশমূল,* নীলঝিণ্টী, গুলঞ্চ, শুঁঠ, গজপিপুল ও মুতা। ইহাতে জ্বর ও দাহযুক্ত সূতিকা আরোগ্য হয়।

সহচরাদি। যথা—ঝিণ্টীমূল, মুতা, গুলঞ্চ, গজচাকুলে, শুঁঠ ও বালা। ইহাতে জ্বর ও শূলাদি সত্বর আরোগ্য হয়।

কেবল ঝিণ্টীর কাথ পানেও সূতিকা আরোগ্য হয়।

দশমূলের কাথে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সূতিকা আরোগ্য হয়। জ্বরাবস্থায় ঘৃত প্রক্ষেপ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

হ্রীবেরাদি কষায়। (প্রবল অতিসার যুক্তে)।

বালা, সোনাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, গুলঞ্চ, মুতা, বেণামূল, দুরালভা, ক্ষেত্রপর্পটী ও আতইচ। ইহাতে নানাবিধ অতিসার, রক্তস্রাব ও জ্বর আরোগ্য হয়।

চক্রদত্তে যে **অমৃতাদি কষায়** আছে উহাই গ্রন্থান্তরে **সূতিকাদশমূল** নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং উপরের সূতিকাদশমূল ও অমৃতাদি কষায় অভিন্ন। কেহ ২ এই কাথে মধু প্রক্ষেপ দেন।

বাতপ্রধান অবস্থায় **বজ্রকাঞ্জিক** বিশেষ উপকারী।

বজ্রকাঞ্জিক। (অজীর্ণ ও আমাশয়াদিতে)।

কাঞ্জি /১ সের, পিপুল, পিপুলমূল, চই, শুঁঠ, যমানী, জীরে, কৃষ্ণজীরে, হরিদ্রাদ্বয়, বিটলবণ ও সচললবণ মিলিত ৬ তোলা, জল /৪ সের, শেষ /১ সের। ইহা পানে আমবাত ও অজীর্ণ আরোগ্য হয়। অতিসারের প্রবল অবস্থায় বা অধিক জ্বর থাকিলে ইহা প্রযোজ্য নহে।

পঞ্চজীরক গুড় (অতিসার নিবারণার্থ)।

গুড় ১২॥ সের, ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৮ সের, আসন্ন পাকে প্রক্ষেপার্থ—জীরে, হবুষা, ধনে, শুলফা, কুলঞ্জ, যমানী, কালমর্দ্দন, বংশপত্রী, (বাঁশপাতা ঘাস) কালকাসুন্দে মূলের

ত্বাল, পিপুল, পিপুলমূল, বনযমানী, হাউবের, চিতামূল প্রত্যেক ৮ তোলা, কেশর, গুড়, দুগ্ধ ও জীরে প্রত্যেক ৩২ তোলা। জ্বর থাকিলে ইহা প্রযোজ্য নহে।

প্রসারণীলেহ।

গন্ধভাদুলে ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। চিনি ৫০ সের, আসন্নপাকে প্রক্ষেপার্থ—ইন্দ্রযব, ধনে, মুথা, বেণামূল, বেলশুঁট, মোচরস, পিপুল, মরিচ, বেড়েলা, আতইচ, জটামাংসী, বালা, জ্বালকা প্রত্যেক চূর্ণ ৮ তোলা। ইহাতে সূতিকা এবং সংগ্রহ গ্রহণী আরোগ্য হয়। আমবাত, শোথ ও আমসংযুক্ত সূতিকায় ইহা সবিশেষ উপকারী।

জীরকাদি মোদক।

জীরে ৮ পল, শুঁঠ ৫ পল, ধনে ৪ পল, শুল্ফা, যমানী, কৃষ্ণজীরে প্রত্যেক ১ পল, দুগ্ধ /৮ সের, চিনি /৬ সের, ঘৃত ৮ পল, আসন্ন পাকে প্রক্ষেপার্থ—ত্রিকটু, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, বিড়ঙ্গ, চই, চিতেমূল, মুথা, লবঙ্গ প্রত্যেক ১ পল। ইহা সূতিকার দোষ প্রশমনার্থ প্রযোজ্য।

পূর্বোক্ত বৃহৎ জীরকাদি মোদক সূতিকায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সৌভাগ্য শুণ্ঠী।

কেশর, পানিফল, পদ্মবীজ, মুথা, জীরে, কৃষ্ণজীরে, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগকেশর, তেজপাত, দারুচিনি, শটী, ধাইফুল, এলাচি, গুলঞ্চ, ধনে, পিপুল, গজপিপুল, মরিচ, শতমূলী প্রত্যেক ৪ তোলা, শুঁঠচূর্ণ ৮ পল, মিশ্রিচূর্ণ ৩০ পল, ঘৃত ৮ পল, দুগ্ধ [illegible] সের, যথারীতি পাক করিবে। মাত্রা ।০—।৷০ তোলা। দুগ্ধসহ সেব্য। [illegible] ভাল হয়। ইহা অগ্নিদীপক এবং অতিসার ও গ্রহণীনাশক। রোগিণীর যদি অগ্নিমান্দ্য থাকে এবং শরীর আমরসাক্রান্ত হয় অথচ পেট বা মাথা গরম না থাকে তবে এই ঔষধ সবিশেষ ফলপ্রদ।

বৃহৎ সূতিকাবিনোদ রস।

সোহাগা, পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, এলাচি, ধাইফুল, কুটজছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কাকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, বনযমানী প্রত্যেক সমভাগ, গন্ধভাদুলের রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। প্রাতঃকালে গন্ধভাদুলের রস সহ সেব্য। ইহা অতিসার এবং জ্বরযুক্ত সূতিকায় প্রযোজ্য। ইহাতে দৌর্বল্য, শোথ, গ্রহণী, [illegible] কার আরোগ্য হয়।

মহা সূতিকাবিনোদ রস।

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, কর্পূর, স্বর্ণ, হরিতাল, রৌপ্য, অহিফেন, [illegible] জৈত্রী প্রত্যেক সমভাগ। [illegible] কেশুরিয়া ও শিমুলমূলের রসে ভাবনা দিয়া [illegible]

করিবে। এই ঔষধ যথাযোগ্য অনুপানে ব্যবহার্য্য। ইহাতে জ্বর ও অতিসারযুক্ত সূতিকা আরোগ্য হয়। এই ঔষধ জল ও লবণ বন্ধ করিয়া ব্যবহার করাইলে শোথ প্রশমিত হয় এবং বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহা গ্রাহী ও জ্বরনাশক।

স্বর্ণাদিকজ্জল রস।

স্বর্ণ, প্রবাল, লৌহ, রৌপ্য, বঙ্গ, কর্পূর, কস্তুরী, অহিফেন, জাতিফল, লবঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা, রসসিন্দূর ৮ তোলা, ভুঁইকুমড়ার রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। ইহাতে সূতিকা, গ্রহণী জ্বর ও অতিসার আরোগ্য হয়।

বৃহৎ সূতিকাবিনোদ রস। (ব্যাধি নিগ্রহ)

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, জায়ফল, জৈত্রী, হরীতকী, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ২০ তোলা, রৌপ্য সর্ব্ব তুল্য। স্বর্ণ—,০ সিকি। বন সর্ষপপত্র রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—মধু, নীলঝিণ্টীর রস ইত্যাদি। ইহা সর্ব্ববিধ সূতিকানাশক।

বৃহৎ রসশার্দ্দূল। (প্রসিদ্ধ)

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, অষ্টধাতু প্রত্যেক ১ ভাগ, (স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, পিত্তল, সীসক, বঙ্গ ও লৌহ এই ৮ টিকে অষ্টধাতু বলে) ব্রাহ্মী, জয়ন্তী, নিসিন্দা, যষ্টিমধু, শ্বেতপুনর্ণবা, নালুকা, অপরাজিতা, আকন্দ, কৃষ্ণধুস্তুর, মুরালতা, বাসক, ও কাকমাচীর যথাসম্ভব স্বরসে বা কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। মধু বা যথা-যোগ্য অনুপানে ব্যবহার্য্য। ঔষধ ব্যবহার কালে উষ্ণজল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। উষ্ণ জলানুপানেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা সর্ব্বপ্রকার সূতিকার মহৌষধ। চরম অবস্থায় একমাত্র ইহাই অবলম্বন।

সূতিকায় শিরোরোগ থাকিলে সূতিকা দশমূলের কাথ ও কল্কদ্বারা তৈল পাক করিয়া মাথায় মালিশ করিবে। ইহাকে সূতিকাদশমূল তৈল কহে।

মহাবলাতৈল সূতিকায় উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিষ্ণুতৈল, নারায়ণ তৈল, বাকুচ্ছায়া সুরেন্দ্র তৈল ও ত্রিশতীপ্রসারণী তৈল অবস্থানুসারে মাথায় মালিশ করিবে।

প্রলেপাদি তৈল। (ব্যাধিবিপরীত)

কাথার্থ—গুলঞ্চ, শুঁঠ, মুতা, বালা, নাগরমুতা, দেবদারু, নাটাশোণা, গাম্ভারী, পারুল, শালপানী মিলিত /৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, খলেশ পক্ষীর মাংস /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। তিলতৈল /৪ সের, কল্কার্থ—গন্ধভাদুলে, নিসিন্দা, চৈ, নীলঝিণ্টী, ত্রিফলা, যমানী, দাড়িম, ধনে, কুটজ, বরাহক্রান্তা, কাকজঙ্ঘা, বেড়েলা, শ্বেতবেড়েলা, রাস্না, জলকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, কুড়, জীরে, জীবক, মুতা, দেবদারু, ঋষভ-

গাম্ভারী, চন্দ্রবেণু ভূমি কুমড়ার মূল, ত্রিকটু, আকন্দ, দেবদারু, জীরে, কৃষ্ণজীরে, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রেণুক নাগকেশর, শুঁট প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা। ইহার সূতিকা রোগের যথার্থ তৈল।

সূতিকার যে কোন প্রকার অবস্থায় আমাদের সর্বজন প্রশংসিত "সূতিকান্তক মুন্দর" অব্যর্থ। ১ হইতে ৩।৪ বটীতে সূতিকার যে কোন উপসর্গ অচিরে আরোগ্য হয়। এই ঔষধের প্রসাদে সহস্র ২ হতাশ রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন। ইহার প্রতিবটী ১৲ হিসাবে বিক্রয় হয়। এই ঔষধটীর প্রস্তুত প্রণালী আমাদের প্রকাশ করিবার নিয়ম নাই।

সূতিকার সময় অতীত হইলে স্বর্ণপর্পটী প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। স্বর্ণপর্পটীর নিয়মাবলী পূর্বে লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে অন্নপানাদির ব্যবস্থা করিবে। ইহা শোথ, অতীসার ও জ্বর নাশক।

পথ্যাপথ্য—প্রবল জ্বর ও পেটের পীড়া না থাকিলে এক বেলা পুরাতন সরু সুসিদ্ধ চাউলের অন্ন, ক্ষুদ্র জীবিত মৎস্যের ঝোল, শুক্তা, বেগুন, পটোল, বেত্রাগ্র, হেলেঞ্চা। পেটের পীড়া না থাকিলে বরং দুগ্ধ প্রভৃতি পথ্য। শাক, অম্ল, দধি, ঝাল, উত্তাপ সেবন প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

অথ স্তনরোগ চিকিৎসা।

স্তন রোগের চিকিৎসা বিদ্রধির ন্যায়। স্তন হইতে দুগ্ধ নির্গম করা এবং বাহ্য প্রলেপ দেওয়া ইহার প্রথম উপক্রম।

ধুতুরা ও হরিদ্রা একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে স্তনের বেদনা আরোগ্য হয়। রাখাল-শসার মূলের প্রলেপ দিলেও স্তনরোগ প্রশমিত হয়। স্তনরোগে স্বেদ প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

জলৌকাদ্বারা রক্তমোক্ষণ এবং শীতবীর্য্য দ্রব্য প্রয়োগ বিধেয়।

শ্রীপর্ণী তৈল।

গাম্ভারীর ক্বাথ ও কল্কদ্বারা তিল তৈল পাক করিয়া, তৈলে তুলা ভিজাইয়া স্তনোপরি লাগাইলে স্তন দৃঢ় ও স্থূল হয় এবং পতিত স্তন উত্থিত হয়।

স্তন দুগ্ধ বায়ুদূষিত হইলে দশমূলের ক্বাথ, পিত্তদূষিত হইলে গুলঞ্চ, পলতা, নিমপাতা, শতমূলী, রক্তচন্দন, অনন্তমূল ইহাদের ক্বাথ এবং কফদূষিত হইলে ত্রিফলা, মুথা, চিরতা, কটুকী, বামুনহাটি, দেবদারু, বচ, আমলকী ও আতইচ ইহাদের ক্বাথ পান করিবে। ইহার পথ্যাদি বিদ্রধির ন্যায়।

অথ বালরোগ চিকিৎসা

শিশু মাত্রেই কফীয়ধাতু। সুতরাং শ্লেষ্ম নাশক ঔষধাদি ইহাদের হিতকর। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে তাহা তীক্ষ্ণবিধায় বালকের ধাতুকে সহ্য হয় না। এই জন্যই বালকের জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসা বলা হইয়াছে। কোন কোন ঔষধ অল্পমাত্রায় (পুটপাকাদি) বালকে ব্যবহৃত হইতে পারে। কেহ বলেন অতিশয় তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ ভিন্ন সকল ঔষধই বয়ঃক্রমানুসারে অল্প মাত্রায় প্রযুক্ত হইতে পারে।

বালকল্যাণ রস।

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, সোহাগা, কটফল, রসসিন্দুর—আদারসে ভাবনা দিয়া ১ রতি বটী করিবে। ইহা প্লীহা ও জ্বর নাশক।

বালক রস। (নব জ্বরে)

লৌহ পাত্রে পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ ও স্বর্ণমাক্ষিক অর্দ্ধ ভাগ একত্র কজ্জলী করিয়া দৃঢ়খলে কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ ও নিসিন্দার স্বরসে লৌহ দণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ভাবনা দিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ পান রস সহ সেব্য। ইহাতে জ্বর, কাস ও বেদনা নষ্ট হয়।

মহালক্ষ্মী বিলাস, কফচিন্তামণি, পুটপাক প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

বালচতুর্ভদ্রাবলেহ। (উদরাময়ে)

মুতা, পিপুল, আতৈষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী প্রত্যেক সমভাগ, ২-৩ রতি মাত্রায় মধু সহ লেহন করিবে। ইহা অন্যান্য অনুপানেও ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাতে জ্বর, অতিসার, শ্বাস, কাস ও বমন নিবারিত হয়।

পুষ্করাদি চূর্ণ। (কাসে)

কুড়, আতৈষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও দুরালভা। মাত্রা ও অনুপান পূর্ব্ববৎ।

মুখে ক্ষত হইলে সোহাগার খই মধু সহ লাগাইবে।

লবঙ্গ চতুঃসম। (আমাতিসারে)

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরে, সোহাগাখই। মাত্রা ৩।৪ রতি। চিনি ও মধু সহ লেহন করিবে। ইহা আমাতিসার এবং বেদনা নাশক।

অতিসারে লিখিত কুটজাবলেহ ও কুটজাষ্টক আমবেদনা ও রক্তস্রাব নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে।

বালকের প্লীহাযকৃতে পূর্ব্বোক্ত গুড়ূচিপিপ্পলী ও বিশুদ্ধ তাম্র ভস্ম দ্বারা প্রস্তুত লোকনাথ রস ব্যবহার করিবে। নীল ও হিং গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্লীহাযকৃৎ স্থানে প্রলেপ দিবে।

বালকের নাভি উঠিলে একখণ্ড মৃৎপিণ্ড অগ্নিসন্তপ্ত এবং তাহা দুগ্ধসিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা নাভিতে স্বেদ দিবে। ইহাতে নাভিশোথ আরোগ্য হয়।

নাভি পাকিলে হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধু ইহাদের কল্ক দ্বারা তৈল পাক করিয়া নাভিতে লাগাইবে এবং ঐ সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা নাভিদেশ অবচূর্ণিত করিবে।

বালরোগে সর্ব্বদাই অবস্থানুসারে তত্তৎ অধিকারোক্ত ঔষধ বয়ঃক্রমানুসারে অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

জননী আহারাদি সম্বন্ধে সতর্কতা না হইলে, বালকের রোগ আরোগ্য হয় না এবং অনেক সময় (বালকের স্তন্যপায়ী অবস্থায়) মাতাকে ঔষধ খাইতে হয়। তাহাতে শিশুর পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

বালকের অতিসারে কদাচ মাতার স্তন্য পান করাইবে না। তাহাতে পীড়া ভীষণাকার ধারণ করে। সে অবস্থায় বার্লি, এরোরুট এবং অল্পমাত্রায় জল মিশ্রিত ছাগ দুগ্ধ দিবে।

স্বর্ণসিন্দুর বা মকরধ্বজ বালকদের সর্ব্ববিধ রোগে যথাযথানুসারে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং তাহাই বালকদিগের পরম হিতকর।

অতিসার যত অল্পবয়স্ক বালক বালিকার হইবে ততই সাংঘাতিক হইবে। সুতরাং অতি সতর্কতার সহিত বালাতিসারের চিকিৎসা করিবে।

শঙ্খ ভস্ম বালাতিসারে অতীব হিতকর। আমরক্ষসী ও মহাশঙ্খ বটী অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়।

পঞ্চকোল চূর্ণ ২।১ রতি মধু সহলেহন করিলে স্তন্য পানানন্তর বমন নিবারিত হয়।

বালকের কোষ্ঠবদ্ধতায় বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে. অনেক সময় পানের বোটায় কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, উহা তৈলাক্ত করিয়া বর্ত্তিবৎ প্রয়োগ করিবে।

প্রস্রাব বদ্ধ হইলে পিপুল, মরিচ, ছোট এলাচি, সৈন্ধব, মধু ও চিনি সমভাগে লেহন করিবে

বালকের চিকিৎসায় প্রায় প্রত্যেক পীড়াতেই--বিশেষতঃ জ্বর ও অতিসারে মধ্যে ২ এক মাত্রা ক্রিমির ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। যেহেতু, প্রায়শঃ ক্রিমির অভ্যুত্থান হইয়া পীড়া ভীষণাকার ধারণ করে। বালকের ক্রিমিবিকার অত্যন্ত কঠিন। মাদ প্রভৃতি ক্রিমির উত্তেজক সুতরাং তদ্দ্বারা এবং অতিসারে অতত্ত্ব তিক্ত দ্রব্য দ্বারা ঔষধ পান করিতে দেওয়া হয় না। অতিশয় তিক্ত দ্রব্য মাত্রেই প্রায়শঃ কোষ্ঠের ক্ষোভকর ও রেচক।

অথ বীর্য্যস্তম্ভ ও স্বপ্নদোষ অধিকার।

যে সকল ঔষধ বীর্য্যস্তম্ভকর তাহাই স্বপ্নদোষ নিবারক। আকারকরভাদি-গুড়িকা বীর্য্যস্তম্ভে ও স্বপ্নদোষে প্রশস্ত।

আকারকরভাদি গুড়িকায় আফিং থাকায় উহা অত্যন্ত বীর্য্যস্তম্ভকর অথচ অধিক উত্তেজক নয়। এজন্য ঐ ঔষধ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু আফিং থাকায় সকলকে প্রয়োগ করা যায় না।

অপ্রযোজ্য স্থলে নিম্নলিখিত ঔষধ স্বপ্নদোষ নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে।

স্বপ্নদোষ হরবটী।

ত্রিফলা, কাবাব চিনি, পুরাতন গুড় প্রত্যেক সমভাগ, ।০ সিকি পরিমাণ বটী করিবে রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে উষ্ণ দুগ্ধ সহ এই ঔষধ সেবন করিবে।

স্বপ্ন দোষে কুক্কুটমাংসের যূষ, বাতপিত্তহর মন্থপান, শালিধান্য, তলপেটে বিষ্ণুতৈলাদির অভ্যঙ্গ, অবগাহন ও বস্তিশোধক দ্রব্য (তৃণপঞ্চমূলাদি) সাধিত দুগ্ধপান হিতকর।

বাতাধিক্য অবস্থায় কুক্কুটমাংসযূষ প্রযোজ্য। যদি স্ত্রীপ্রসঙ্গের একান্ত অভাব হেতু স্বপ্নদোষ উৎপন্ন হয়, তবে স্ত্রী প্রসঙ্গই পরম ঔষধ। মাথা, পেট, হাত, পা গরম হইলে বা কোন কারণবশতঃ সুনিদ্রা না হইলে প্রায়শঃ স্বপ্নদোষ হইয়া থাকে, সুতরাং শয়নের পূর্ব্বে হাত, পা, মাথা, পেট, লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ শীতলজল দ্বারা ভালরূপ ধৌত করিয়া শয়ন করিবে। যাহাতে সুনিদ্রা হয় এবং দুশ্চিন্তা না আসে তাহার ব্যবস্থা করিবে। যাহা সুপাচ্য তাহাই আহার করিবে, কদাচ গরম জিনিস—গুরুপাক দ্রব্য বা রাত্রিতে আহার করিবে না।

জায়ফল শুক্রস্তম্ভকর দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আকারকরভাদি গুড়িকা।

আকরকড়া, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জায়ফল, জাতিফুল, রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা, অহিফেন ৮ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে এক ছটাক গরমদুগ্ধসহ ঔষধ সেবনান্তে যথাসাধ্য শীতল দুগ্ধ পান করিবে। ইহা বীর্য্যস্তম্ভকর, রতিশক্তি বর্দ্ধক ও স্বপ্নদোষ নিবারক।

অথ ধ্বজভঙ্গাধিকার।

এই রোগে ঝাল, অম্ল এবং আগ্নেয়দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ। পুষ্টিকর অথচ উত্তেজক ঔষধ ইহাতে কার্য্যকারী। বাজীকরণ অধিকারের ঔষধ সমূহ অবস্থানুসারে ধ্বজভঙ্গে ব্যবহেয়।

ইহাতে অমৃতপ্রাশ ঘৃত, বৃহৎ ছাগাদ্য ঘৃত, বৃহৎ অশ্বগন্ধা ও ব্রাহ্ম্য ঘৃত প্রয়োগ করিবে। শ্রীমদনানন্দ মোদক, চন্দ্রোদয়

বা বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, মকরধ্বজ রসায়ন, পূর্ণ-চন্দ্র রস, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস, শ্রীমন্মথাভ্ররস ও কামদেব ঘৃত অবস্থানুসারে প্রয়োগ করিবে।

অমৃতপ্রাশ ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, ছাগমাংস ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ঐরূপ অশ্বগন্ধার কাথ ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। মূর্চ্ছার্থ—কুঙ্কুম ৪ তোলা, কল্কার্থ—বেড়েলামূল, গোক্ষুর, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, কেশুর, ত্রিকটু, ধনে, তালাঙ্কুর, ত্রিফলা, কণ্টকারী, আলকুশীবীজ, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, গুগ্গুলপাতুকা, তালীশপত্র, ত্রিজাতক, নাগকেশর, জাতিকুসুম, রেণুক, সরলকাষ্ঠ, মৈত্রী, ছোটএলাচি, উৎপল, অনন্তমূল, আকনাদি মুগানী, জীবন্তী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, যজ্ঞডুমুর প্রত্যেক ২ তোলা। দুগ্ধ ও চিনিসহ সেব্য। ইহাতে ধ্বজভঙ্গ, প্রমেহ, নষ্টশুক্র প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহা বল্য, বৃষ্য ও পুষ্টিকর। এই ঘৃত বিশেষ পরীক্ষিত।

চরকোক্ত অমৃতপ্রাশ ঘৃত বাতব্যাধিতে লিখিত হইয়াছে তাহা ধ্বজভঙ্গের ও স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ১ তোলা, অভ্র ৩ তোলা, কর্পূর, সৈন্ধব, জটামাংসী, আমলকী, এলাচি, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মৈত্রী, জায়ফল, তেজপাত, লবঙ্গ, জীরে, কৃষ্ণজীরে, যষ্টিমধু, বচ, কুড়, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহাগা, বামুনহাটী, শুঁঠ, নাগেশ্বর, কাকড়াশৃঙ্গী, তালীশপত্র, দ্রাক্ষা, চিতেমূল, দন্তীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, দারুচিনি, ধনে, গজপিপুল, শটী, বালা, মুতা, গন্ধভাদুলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, আকন্দমূল, আল-কুশীবীজ, গোক্ষুর বীজ, বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধিবীজ প্রত্যেক ১ তোলা, শতমূলী রসে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে পরে সমুদায় চূর্ণের চতুর্থাংশ শিমুলমূল চূর্ণ এবং শিমুলমূল সহিত সমুদায় চূর্ণের অর্দ্ধেক সিদ্ধিচূর্ণ মিশাইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিবে। সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি দ্বারা যথারীতি পাক করিবে। পাকান্তে চতুর্জাতক, কর্পূর, ত্রিকটু ও সৈন্ধব দ্বারা অধিবাসিত করিবে। ঘৃত দ্বারা মাড়িয়া মোদক করিবে। মাত্রা ৹—৷৹ তোলা। অনুপান—গব্যদুগ্ধ ও চিনি। ইহা রতি শক্তিবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, ধ্বজভঙ্গ, শ্বাস, ক্ষয়, বহুমূত্র, সূতিকা ও গ্রহণীনাশক। এই প্রসিদ্ধ ঔষধ সায়ংকালে সেবন করিবে।

হালুয়া মোদক।

সত্তাসালসা ১০ তোলা, রেউ চিনি, কাবাব চিনি, দারুচিনি, কালাদানা, যষ্টিমধু গোলাপফুলজা, মরিচ প্রত্যেক ২॥০ তোলা, ছোট এলাচি ২তোলা, লবঙ্গ ২তোলা, জাতিফল,

জৈত্রী প্রত্যেক ১।০, কুলাকা, ধনে প্রত্যেক ৫ তোলা, সোণামুখী, যৌয়ী, কলমী কটীকী প্রত্যেক ১০ তোলা, ঘৃত ও মিশ্রি দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিবে।

চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ।

জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর, মরিচ প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ৵০ আনা, মৃগনাভি, ৵০ আনা রসসিন্দুর ৪০ তোলা, একত্র মাড়িয়া ৪ রতি বটী করিবে। পানরস বা মাখন মিশ্রিসহ সেব্য।

বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ।

মকরধ্বজ ৮ তোলা, কর্পূর ৩২ তোলা, জায়ফল, মরিচ, লবঙ্গ, কস্তুরী প্রত্যেক ॥০ তোলা অথবা মকরধ্বজ ৮ তোলা, কর্পূর ৮ তোলা, জায়ফল, মরিচ, লবঙ্গ প্রত্যেক ৮ তোলা কস্তুরী ॥০ তোলা, ২।৩ রতি বটী করিবে। শেষোক্ত ব্যাখ্যাই সমীচীন। কেহ কেহ মকরধ্বজ ৮ তোলা, কর্পূর ৮ তোলা, জায়ফল, মরিচ, লবঙ্গ ও কস্তুরী প্রত্যেক ॥০ তোলা গ্রহণ করেন। অনুপান—পান বা পানরস। অন্যান্য অনুপানেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ঘনীভূত দুগ্ধ, মাংসরস প্রভৃতি পুষ্টিকর এবং বলকর দ্রব্য পথ্য। ইহা ধ্বজভঙ্গনাশক বলকর ও পুষ্টিকর। স্বপ্নদোষ বা আকস্মিক শুক্রচ্যুতিবশতঃ ধ্বজভঙ্গ উৎপন্ন হইলে শ্রীমন্মথাভ্ররস ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

শ্রীমন্মথাভ্র রস।

পারদ, গন্ধক, অভ্র প্রত্যেক ৪ তোলা, কর্পূর, বঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা, তাম্র ॥০ তোলা, লৌহ ২ তোলা, শোধিত বৃদ্ধদারকবীজ, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়াবীজ, বেড়েলা মূল, শোধিত আলকুশীবীজ, আটৈল, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ, শ্বেতধুনা, যবানী প্রত্যেক ॥০ তোলা, জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। উষ্ণদুগ্ধ সহ সেব্য।

বৃহৎ মকরধ্বজ।

মকরধ্বজ ২ তোলা, কর্পূর, লবঙ্গ, মরিচ, জাতিফল প্রত্যেক ৮ তোলা, স্বর্ণ, মুক্তা, রৌপ্য, বঙ্গ, সীসক, প্রবাল, লৌহ, অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, কস্তুরী ৷৶৪ রতি। ১০ রতি বটী করিবে। ইদানীং অর্দ্ধমাত্রায় ব্যবহার্য্য। এই ঔষধ পান রস সহ সেবনীয়।

যাহাদের শরীর এবং শিশ্ন ক্ষীণ, তাহাদের পক্ষে বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত সমধিক উপকারী। ইহার ন্যায় পুষ্টিকর ঔষধ আর দৃষ্ট হয় না।

পিত্তপ্রধান ধাতুতে বৃহৎ অশ্বগন্ধাদ্য তৈল পরিবর্ত্তে কামদেব ঘৃত ব্যবহার করিবে। উভয় ঘৃতই বাতব্যাধিতে লিখিত হইয়াছে।

বৃষ্য ঘৃত। (বৃহৎ)

ঘৃত /৪ সের, ক্কাথার্থ—মাষকলাই, আলকুশীবীজ প্রত্যেক /৮০ সের, জীবক, ঋষভক, শালপাণি, মেদ, ঋদ্ধি, শতমূলী, যষ্টিমধু, অশ্বগন্ধা প্রত্যেক /২ সের, জল ১৬০ সের, শেষ ৪০ সের, ইক্ষুরস /৪ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ড রস /৪ সের, দুগ্ধ ৪০ সের, পাকসিদ্ধ হইলে চিনি /॥ সের, মধু /॥ সের, বংশলোচন চূর্ণ /৷ সের ও পিপুল চূর্ণ ৮ তোলা মিশাইবে। মাত্রা ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা। আহারের ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে এই ঘৃত সেবন করিবে। এই ঘৃত অব্যর্থ। ইহা শুক্রজনক, পুরুষের গাঢ়তা সম্পাদক ও ধ্বজভঙ্গ নাশক।

পূর্ণচন্দ্র রস।

শিলাজতু, রসসিন্দুর, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও বিড়ঙ্গ জলে মর্দ্দন করিয়া ৪।৫ রতি বটী করিবে। অনুপান—দুগ্ধাদি। ইহা বল্য, বৃষ্য, রসায়ন, প্রমেহনাশক, মূত্রকারক ও বস্তিশোধক। ধ্বজভঙ্গে লিঙ্গ ক্রমশঃ শুষ্ক ক্ষীণপ্রভ হইলে উত্থানার্থ **অশ্বগন্ধা তৈল** মালিশ করিবে।

অশ্বগন্ধা তৈল।

তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা, শতমূলী, কুড়, জটামাংসী, বৃহতীফল মিলিত /১ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে লিঙ্গ, স্তন বর্দ্ধিত ও মাংসল হয়।

ধ্বজভঙ্গে যত প্রকার বটিকা ঔষধ আছে তন্মধ্যে **মকরধ্বজ রসায়ন** সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। উহা বাতব্যাধিতে লিখিত হইয়াছে। কেহ২ উহাকে ১৪ পলী মকরধ্বজ নামে অভিহিত করেন। উহা অনুপান ভেদে জ্বর ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইতে পারে।

ধ্বজভঙ্গে—শুক্রতারল্য, ইন্দ্রিয় শৈথিল্য ও স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য থাকিলে **ত্রিফলাবটী** ব্যবহার করিবে।

ত্রিফলাবটী।

ত্রিফলা, ক্ষেতপাপড়া, কটুকী, বনডুমুর প্রত্যেক ১ ভাগ, শোধিত কুঁচিলা সর্ব্বসম, জলদ্বারা মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—দুগ্ধাদি। ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধ পান করা আবশ্যক। এই ঔষধ আক্ষেপপ্রধান বাতব্যাধিতে ও স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অথ বাজীকরণ ও রসায়নাধিকার।

যে সকল ঔষধ দ্বারা শরীর ও জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় এবং স্ত্রীতে অশ্বের ন্যায় রমণ করিবার ক্ষমতা জন্মে তাহাকে বাজীকরণ ঔষধ বলে। এই সকল ঔষধ শুক্রবর্দ্ধক। ধ্বজভঙ্গাধিকারে স্বল্প ও বৃহৎ অশ্বগন্ধাদ্য ঘৃত প্রভৃতি যে সকল ঔষধ লিখিত হইয়াছে তাহা সমস্তই বাজীকরণ সুতরাং বাজীকরণার্থ তত্তৎ ঔষধ ব্যবহার করিবে।

যে সকল ঔষধ জরা ও ব্যাধি বিনাশক তাহা রসায়ন। বাল্যকালে বা মধ্যবয়সে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রসায়ন ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধশরীর হওয়া আবশ্যক।

অতিরিক্ত শ্রমাদিজনিত শরীরের ক্ষয় হইতে অকাল মৃত্যুর আশঙ্কা যথেষ্ট। সেই ক্ষয় পরিপূরণ বা নিবারণ জন্য এবং ব্যাধি হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রসায়ন বিধির অবলম্বন নিতান্ত বিধেয়। রসায়ন ঔষধে পরমায়ু বর্দ্ধিত হয় এবং শরীর দৃঢ় ও কার্য্যক্ষম হয়। অনেক রসায়ন ঔষধ আছে যদ্দ্বারা অনেক রোগও প্রশমিত হয়। চ্যবনপ্রাশ রসায়ন ঔষধ অথচ উহা শ্বাস, কাস, উরঃক্ষত ও হৃদ্রোগ নাশক ও স্বরনিবারক।

অথ ব্রাহ্ম্য রসায়ন।

পঞ্চ পঞ্চমূল অর্থাৎ স্বল্পপঞ্চমূল, বৃহৎ পঞ্চমূল, তৃণ পঞ্চমূল, (কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু ও শালি ধান্যমূল) বল্লী পঞ্চমূল (পুনর্নবা, মুগানি, মাষাণি, বেড়েলা মূল ও এরণ্ডমূল) কণ্টকী পঞ্চমূল, (জীবক, ঋষভক, মেদ, জীবন্তী, শতমূলী) ইহাদের অন্তর্গত প্রত্যেক দ্রব্য ১০ পল, হরিতকী একহাজার, আমলকী ৩ হাজার, জল সমস্ত দ্রব্যের দশগুণ, শেষ দশম ভাগ, হরিতকী ও আমলকী পৃথক ২ কাপড়ে পোট্‌লি বদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। অন্যান্য ক্বাথ্য দ্রব্যগুলি ঈষৎ পিষ্ট করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পাকান্তে নামাইয়া হরিতকী ও আমলকী নির্বীজ করিয়া নির্ম্মল পেষণ করিয়া লইবে। ক্বাথ ছাঁকিয়া পৃথক মৃৎ বা প্রস্তর পাত্রে রাখিয়া দিবে। তৎপর ৩২ সের তৈল এবং ৪৮ সের ঘৃতে পিষ্ট হরিতকী ও আমলকী ঈষৎ ভর্জ্জিত করিয়া ক্বাথ সহ পাক করিবে। ক্বাথ সহ ১০৭॥ সের মিশ্রিচূর্ণ গুলিয়া দিবে। আসন্ন পাকে নিম্নলিখিত চূর্ণগুলি প্রক্ষেপ দিবে। যথা—থানকুনি, পিপুল, শঙ্খপুষ্পী, কৈবর্ত্তমুস্তক, মুতা, বিড়ঙ্গ, রক্তচন্দন, অগুরু, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, বচ, নাগকেশর ও ছোটএলাচি প্রত্যেক চূর্ণ ✓৪ সের। এই সকল দ্রব্য দ্বারা পূর্ব্বাপর তাম্রপাত্রে পাক করিতে হইবে। চব্যনপ্রাশের ন্যায় লেহবৎ হইলে নামাইবে। শেষ পাক অতি সাবধানে সম্পন্ন করিতে হইবে যেন পুড়িয়া না যায়। পাকান্তে ঘৃতস্নিগ্ধপাত্রে রাখিবে। মাত্রা চ্যবনপ্রাশের ন্যায় মধু ও দুগ্ধ সহ সেব্য। ঔষধ সেবনকালে পুষ্টিকর দ্রব্য পথ্য করিবে। উক্তমাত্রায় ঔষধ পাক করা অসম্ভব বা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং ৮ম ভাগে পাক

করাই যুক্তিযুক্ত। তাহা না হইলে, ঔষধেরও গুণাল্পতা হইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী। ইহার ন্যায় রসায়ন ঔষধ আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। এই ঔষধ জীর্ণ হইলে যথেষ্ট দুগ্ধ সহ ষষ্টিক বা শাল্যন্ন ভক্ষণ করিবে। ইহা অত্যন্ত পরমায়ু বর্দ্ধক ও শ্বাস নাশক। পুরাকালে ঋষিগণ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অমিতায়ুঃ হইয়াছিলেন। চ্যবনপ্রাশ ও ব্রাহ্ম রসায়ন কুটী প্রাবেশিক বিধি অনুসারেই ব্যবহার করা বিধি।

মহা রসায়ন ঘৃত।

ঘৃত ৬৪ সের, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ও পঞ্চমূল চূর্ণ মিলিত ২৫৬ সের, জল আট গুণ, শেষ অষ্টমভাগ, ভূমিকুষ্মাণ্ড স্বরস ২৫৬ সের, দুগ্ধ ৫১২ সের। কল্কার্থ—পিপুল, যষ্টিমধু, মৌলফুল, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, শোধিত আলকুশী বীজ, জীবক, ঋষভক ও চামার আলু মিলিত ১৬ সের। ইহাও পূর্ব্ববৎ ৮ম ভাগে প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—॥০ তোলা হইতে ১ তোলা, দুগ্ধ সহ সেব্য ঔষধ জীর্ণ হইলে ঘৃত এবং দুগ্ধ দ্বারা ষষ্টিক বা শালি ধান্যের অন্ন ভক্ষণ করিবে। ইহাতে গরম জল সেবন এবং কুটী প্রাবেশিক বিধি বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা পরমায়ু বর্দ্ধক এবং শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদক। গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া ঔষধ সেবন করাকে কুটী প্রাবেশিক বিধি কহে। এই বিধিতে বায়ু, রৌদ্র ও শীতল জলাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ। বাজীকরণ, রসায়ন ও ধ্বজভঙ্গাধিকারোক্ত ঔষধ সেবন কালে ঘনীভূত দুগ্ধ, মোহনভোগ, লুচি, ছানা প্রভৃতি পুষ্টিকর সুমিষ্ট খাদ্য ব্যবহার্য্য। অন্যথা সম্যক ফল লাভ হয় না। এই সকল ঔষধ ব্যবহার কালে অম্ল এবং শাকাদি শুষ্ক দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে।

অথ ঐন্দ্র রসায়ন।

রাখাল শশার মূল, তণ্ডুলীয়ক মূল, ব্রাহ্মী, বচ, গুলঞ্চ, পিপুল, সৈন্ধব ও শঙ্খপুষ্পী প্রত্যেক ৩ যব, স্বর্ণভস্ম ২ যব, শোধিত সর্পবিষ ১ তিল. ঘৃত ৮ তোলা একত্র মিশাইয়া ৮ দিনে সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে ঘৃত ও মধু দ্বারা অন্নাহার করিবে। ইহা আয়ুষ্য এবং শ্বিত্র, কুষ্ঠ, উদর, গুল্ম, প্লীহা ও বিষম জ্বর নাশক।

ত্রিফলা রসায়ন।

ত্রিফলা—সৈন্ধব অথবা ঘৃত মধু কিম্বা স্বর্ণভস্ম সহ সেবন করিলে আয়ুবৃদ্ধি হয় এবং নানারূপ ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহা এক বৎসরকাল ব্যবহার্য্য।

ঋতু হরীতকী

বর্ষাকালে হরিতকী বাটা ৷৴০ আনা, সৈন্ধব ।০ আনা একত্র করিয়া খাইবে। শরৎকালে হরীতকী ॥৴, চিনি, ॥০ তোলা শীতল জল সহ সেবন করিবে। হেমন্ত হরিতকী ।৵০, শুঁঠ ।০ আনা গরমজল সহ সেব্য। শীতকালে হরিতকী ।৵০ পিপুল ।০ আনা গরম জল

সহ সেব্য। বসন্তে হরিতকী ॥০ তোলা, মধু ২ তোলা সহ লেহন করিবে। গ্রীষ্মে হরিতকী ॥০ তোলা, ইক্ষুগুড় ২ তোলা সহ সেব্য। ইহাতে শরীর ব্যাধিমুক্ত, দৃঢ়, বলিষ্ঠ কার্য্যক্ষম হয় এবং অন্য রোগাক্রান্ত হয় না। ইহাতে পরমায়ু বর্দ্ধিত হয়।

শিলাজতু রসায়ন।

উৎকৃষ্ট শিলাজতু এক সিকি বা ৵০ আনা মাত্রায়, দুগ্ধ সহ সেবন করিবে। এই ঔ সেবন কালে বিদাহিদ্রব্য, (ঝাল, অম্ল ইত্যাদি) গুরুপাক দ্রব্য বিশেষতঃ কুলত্থ কং পরিত্যাগ করিবে। শিলাজতু অনুপানবিশেষে নানাবিধ ব্যাধি নাশক। বিশেষ হৃদ্রোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, শোথ, প্রমেহ ও ধাতু দৌর্ব্বল্যনাশক। শিলাজতু ৪ প্রকার যথ হৈম, রাজত, তাম্র ও আয়স। ইহাদের মধ্যে আয়স শ্রেষ্ঠ। ইহা কৃষ্ণবর্ণ এবং গোমূত্রগ তাম্র, ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় চন্দ্রকবিশিষ্ট। হৈম, জবাপুষ্পবৎ লোহিত ও রাজত শুভ্র বর্ণ বি সকল প্রকার শিলাজতুতেই গোমূত্র গন্ধ থাকে। পর্ব্বতের খনিস্থ, গিরিধাতু সূর্য্যা দ্রবীভূত হইয়া নিঃসৃত হয় ঐ ধাতুর নিস্রবকেই শিলাজতু কহে। উহা ধাতুর ধর্ম্ম ব কাশিত হয়; বস্তুতঃ ইহা ধাতুর মল বিশেষ। শিলাজতুতে তত্তৎ ধাতুর গুণ দৃশ্যমান

রসায়নার্থ অষ্টাবক্র রস, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস, মহালক্ষ্মীবিলাস ও পূ বসন্তকুসুমাকর রস, মকরধ্বজ এবং মকরধ্বজ রসায়ন ব্যবহার কর চ্যবনপ্রাশ যথাধিকারে লিখিত হইয়াছে। কেহ ২ বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত ও অ প্রাশ ঘৃত প্রভৃতি রসায়নার্থ উপযোগ করিতে উপদেশ দেন।

অষ্টাবক্র রস।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, রৌপ্য ॥০ ভাগ, সীসক, তামা, স্বর্ণ প্রত্যেক সিকি ভাগ, বটাঙ্কুরের রসে ও ঘৃতকুমারী রসে মর্দ্দন করিয়া পৃথক ১ শুষ্ক এবং চূর্ণ করিয়া বোতলে পুরিয়া মকরধ্বজ পাক প্রণালীতে বালুকাযন্ত্রে ৩ দি করিবে। বোতলের নিম্নভাগ দাড়িম্ব ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইলে নামাইবে। ম রতি, পান রস সহ সেব্য। ইহা শুক্র বর্দ্ধক ও প্রমেহ নাশক।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস।

পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, রৌপ্য ২ বঙ্গ ৪ তোলা, স্বর্ণ, তাম্র, কাংস্য প্রত্যেক ১ তোলা, জায়ফল, লবঙ্গ, এলাচি, দা জীরক, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, মুক্তা প্রত্যেক ২ তোলা, ঘৃতকুমারী রসে মাড়িয়া ত্রিফল ও এরণ্ড মূলের স্বরসে ভাবনা দিয়া এরণ্ড পত্র দ্বারা বেষ্টন করতঃ ৩ দিন ধান্য

রাখিবে। পরে উঠাইয়া ছোলার ন্যায় বটী করিবে। এই ঔষধ পান রস সহ সেব্য। ইহাতে আমবাত, প্রমেহ, অম্লপিত্ত ও জীর্ণ জ্বর আরোগ্য হয়।

নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস।

কৃষ্ণাভ্র ১ পল, গন্ধক, পারদ, কর্পূর, জায়ফল, বৈজী, বৃদ্ধদারকবীজ, ধুস্তুরবীজ, সিদ্ধি বীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুরবীজ ও হিজলবীজ প্রত্যেক ২ তোলা। পান রসে মাড়িয়া ৩ রতি বটী করিবে। ইহা পূর্ব্বোক্ত মহালক্ষ্মীবিলাসের ন্যায় গুণকারক। বিশেষতঃ নবজ্বরে ও বাতকফাধিক বাতব্যাধিতে এই ঔষধ হিতকর। ইহা বাতকফ নাশক।

বাতব্যাধি বর্ণিত শ্রীগোপাল তৈল রসায়ন ও বৃষ্য।

অথ বিষাধিকার।

বিষ ২ ভাগে বিভক্ত। যথা।—স্থাবর ও জঙ্গম, জঙ্গমবিষ ঊর্দ্ধগতিশীল এবং স্থাবর বিষ, অধোগতিশীল। হরিতাল ও মনঃশিলাকে ধাতুবিষ বলে, উহা স্থাবরবিষের অন্তর্গত। স্থাবর বিষাক্ত ব্যক্তির পক্ষে বমন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বিষাক্ত ব্যক্তির পক্ষে শীতল ক্রিয়াও হিতকর।

আকন্দক্ষীর, মনসাক্ষীর, ঈশলাঙ্গলা, বিষলাঙ্গলা, করবীরমূল, কুঁচ, আফিং ও ধুতুরা স্থাবর বিষের মধ্যে গণনীয়। ইহা ভিন্ন আরও অনেক স্থাবর বিষ আছে।

চোঁড়া প্রভৃতি কতকগুলি সর্প নির্বিষ। গোক্ষুর প্রভৃতি ফণাধারী সর্পের বিষ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ফণীতে দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ ক্ষতের উপরিভাগে তাগা বাঁধিবে, যেন রক্ত উপরে চালিত না হয়। এক কণিকামাত্র বিষ রক্ত সহ সর্ব্ব শরীরে চালিত হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু উহা উদরস্থ হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হইলে মৃত্যু হয় না। বিষ রক্ত সহ চালিত হয়। যদি দংশনে রক্ত নির্গত না হয় তবে শরীরে বিষ প্রবেশ করে নাই বুঝিতে হইবে। তাগা বাঁধিয়া রক্ত মোক্ষণ করিলে রক্তসহ বিষ নির্গত হইবে। অথবা কার্ব্বলিক এসিড দ্বারা কিম্বা উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা ক্ষতস্থান পোড়াইয়া দিবে, অসুবিধা বা সন্দেহ হইলে ক্ষতস্থান কাটিয়া বাদ দেওয়াই প্রকৃষ্ট উপায়।

অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পূর্ব্বে ফণী দংশন করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু ঐ সময় বিষ যথেষ্ট সঞ্চিত হয় ও তীক্ষ্ণ হয়, এবং ঐ সময় উহারা বিষ ত্যাগ করিয়া থাকে।

সবিষসর্প দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই সর্পকে দংশন করিয়া রক্ত বাহির করিবে, ইহাতে শরীর নির্বিষ হয় এবং সর্প মরিয়া যায়। এই ক্রিয়ায় সাহস না পাইলে তৎক্ষণাৎ যে কোনও দ্রব্য দংশন করিবে। এই ক্রিয়ায় বিষ হীন বল হয়।

যদি কোন ক্রিয়ায় ফল দৃষ্ট না হয়, তবে রোগীকে মিঠা বিষ খাওয়াইবে এবং মস্তকে সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করিবে। পরস্পর বিরুদ্ধগুণবশতঃ স্থাবর বিষ জঙ্গম ও এবং জঙ্গম বিষ স্থাবর বিষকে নষ্ট করিতে পারে। হৃৎপিণ্ড বা মস্তিষ্ক বিষাক্রান্ত হইলে জীবনরক্ষা হওয়া সুকঠিন।

সন্ধ্যাকালে, ক্ষেত্র মধ্যে, অরণ্যে, শ্মশানে, বল্মীক স্থানে এবং জলাশয়ে দংশন করিলে প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া থাকে। "কার্ব্বলিক এসিড" দ্বারা বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া গৃহে রাখিলে উহার গন্ধে সর্প গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না। শ্বেতকরবী ও অপরাজিতার পুষ্পবৃন্তের মূল সর্পের সম্মুখে ধরিলে সর্প অবনত মস্তক ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং বশীভূত করা যায়।

কেহ কেহ কোন কুক্কুটের কোন স্থান ক্ষত করিয়া সেই রক্তাক্ত স্থান দষ্ট স্থানে বসাইয়া দিলে কুক্কুট মরিয়া যায় এবং রোগী ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইতে থাকে। কুক্কুট মরিলে তদপর বসাইতে হইবে।

দেবতাড়ী নামে একপ্রকার গাছ আছে ইহার পাতা তুলসীপাতার ন্যায়। আধ হাতের অধিক হইতে দেখা যায় না। ইহার কাণ্ড অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এই গাছ মরিচসহ বাটিয়া সেবন করিলে বিষ নষ্ট হয়।

কেহ২ বলেন বিষপাথর ক্ষতস্থানে বসাইয়া দিলে বিষ আকর্ষণ করিয়া লয়।

দষ্ট স্থানে নরমূত্র সেচন করিলে বিষ প্রশমিত হয়।

মৃতসঞ্জীবন অগদ।

পিড়িংশাক, কৈবর্ত্তমুস্তক, শৈলেয়, গৌরাঙ্গমৃত্তিকা, শৈলেয়, গোরোচনা, নাকুলী, গজপিপ্পলী, কুঙ্কুম, জটামাংসী, নিসিন্দা, মঞ্জিষ্ঠা, ছোট এলাচ, হরিতাল, বৃহতী, শিরীষপুষ্প, নবনীত খোটী, কুড়ুয়া লতা, রাখাল শসার মূল, দেবদারু, লোধ, রেণুক, মনঃশিলা, কাঁকরোল, আকন্দফুল, সর্জ্জ, খদির, দারুহরিদ্রা, হিং, লাক্ষা, বালা, সুপারি, যষ্টিমধু, মদন ফল, নিসিন্দা, শোণামুখ্য, গোধ, (মাস) প্রিয়ঙ্গু, রাস্না ও বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্য সমানাংশে উত্তম করিয়া নির্ম্মল গো... ১॥০ তোলা মাত্রায় বটিকা করিবে। এই ঔষধ আঘ্রাণ, লেপন, ধারণ ও ধূ... ব্যবহার্য্য। মধুসহ মাড়িয়া সেবন করিলেও উপকার হয়। ইহা সর্ব্ববিষ বি... নাশক ও বিষাধিকারে ইহা অদ্বিতীয়।

জীরে (সাদা) বাটিয়া ঘৃত ও সৈন্ধবযুক্ত করিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ প্র... বৃশ্চিক দংশন জনিত বেদনা প্রশমিত হয়।

ধুস্তূর বকুল এবং বজ্রডুমুর ফল সমভাগে [illegible] দ্বারা পেষণ করিয়া

সহ পান করিলে অথবা ধুতুরাপাতার রস ২ তোলা, ঘৃত ২ তোলা, দুগ্ধ ২ তোলা ও গুড় ২ তোলা একত্র মিশাইয়া পান করিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

ভীমরুদ্র রস। (শৃগাল ও কুকুর দংশনে)

পারদ, গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা, কান্তলৌহ ১ তোলা, গোরক্ষ চাকুলে, বৃহতী, ব্রাহ্মীশাক, নীলোৎপল, সুমিষ্ট দাড়িম রস, ভৃঙ্গরাজ ও আলকুশী বীজের কাথে পৃথক ২ ভাবনা দিয়া ১ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ শীতলজল সহ সেব্য। ইহাতে শৃগাল ও কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

শিরীষের মূল, ছাল, পত্র, পুষ্প ও বীজ গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয়। অপরাজিতামূল সর্ব্ববিষ নাশক। ইহা ঘৃত সহ সেবনে ত্বগ্‌গত, দুগ্ধ সহ সেবনে রক্তগত, কুড় চূর্ণস সেবনে—মাংসগত, হরিদ্রাচূর্ণসহ সেবনে অস্থিগত, কাকোলীচূর্ণসহ সেবনে—মেদোগত, পিপুলচূর্ণ সহ সেবনে—মজ্জাগত, চণ্ডালীকন্দসহ সেবনে—শুক্র ও রক্তগত বিষ নষ্ট হয়।

ঈশলাঙ্গলা মূল জলে পেষণ করিয়া নস্য লইলে সর্পবিষ নষ্ট হয়।

অহিফেন প্রভৃতি স্থাবর বিষ পান করিলে তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে। তুত্থে বা অশোধিত তাম্রভস্ম জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে বমন হয়। বমনের পর শীতলজল পরিষেচন ও অন্যান্য শীতল ক্রিয়া করিবে। গরমজলে লবণ মিশ্রিত করি। পুনঃ ঐ জল পান করাইবে। রোগী যাহাতে ঘুমাইতে না পারে তজ্জন্য যথা বিহিত অবলম্বন করিবে।

বিষহর বটী।

কালিয়াকড়ামূল, ছাতিমমূলের ছাল ও কুড় প্রত্যেক ১ তোলা, দারুমুষ্ক হিঙ্গু ৵০ আনা, আকন্দমূলের কাথে মাড়িয়া সর্ষপের ন্যায় বটী করিবে। অনুপান—দুগ্ধ। ইহাদ্বারা সর্পবিষ এবং বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

বৃহৎ ভীমরুদ্র রস।

মনঃশিলা, হরিতাল, মরিচ, দারুমুষ, হিঙ্গুল, আপাংমূল, ধুতুরামূল, করবীর মূল, শিরীষমূল প্রত্যেকচূর্ণ সমভাগ রুদ্রাক্ষকাথে এবং অপরাজিতার স্বরসে পৃথক ৫০ পঞ্চাশ বার ভাবনা দিয়া মুগের ন্যায় বটী করিবে। সর্পদষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ হিতকর। এই ঔষধ দুগ্ধ বা শীতল জল সহ সেব্য।

শ্বেত করবীর মূল ।০ তোলা, মরিচ ২টী একত্র বাটিয়া জল সহ পান করিলে উন্মত্ত কুকুর দংশন জনিত বিষ নষ্ট হয়

বাঘের সম্মুখের দাঁত ঘষা ০ সিকি, ১৫টী মরিচ সহ বাটিয়া জলসহ পান করিলে উন্মত্ত শৃগাল ও কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

শিরীষ বিষ নাশক দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বৃহৎ ভীম রুদ্র রস, বিষহর বটী ও মৃত সঞ্জীবন অপরাপর সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে প্রয়োগ করা যায়। ফণীতে দংশন করিলে কেবল এই ঔষধের উপর নির্ভর করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু, তাহা সদ্যঃপ্রাণঘাতী। শুনা যায় ফণী দংশন করিলে রোগী লঙ্কার কটুত্ব অনুভব করিতে পারে না।

পথ্যাপথ্য। যথা বিষাক্রান্ত ব্যক্তিকে নিরামিষ আহার করিতে উপদেশ দিবে। ইহাতে মৎস্য, মাংস অম্ল ও শাকাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

শুক্রতারল্য, স্নায়বীয়-দৌর্ব্বল্য ও পারদ বিকৃতির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ও চিকিৎসা।

১। শুক্রতারল্য বাতপিত্তজ ব্যাধি। অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ, স্বপ্নদোষ, পথপর্য্যটন ও চিন্তাই ইহার অন্যতম নিদান। ইহাতে শাল্মলী ঘৃত, কামিনী বিদ্রাবণ রস, মকরধ্বজ রস, শক্রবল্লভ রস, স্বর্ণবঙ্গ ও তালমূলী কল্পত্রয়। কেহ কেহ অশ্বগন্ধা, বৃষ্য ঘৃত, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত ও অমৃত-প্রাশ ঘৃত ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। বিল্বগবৎ, পদার্থ মাত্রেই শুক্র বর্দ্ধক ও তারল্যনাশক।

২। অতিরিক্ত চিন্তা, শোক, জাগরণ, পরিশ্রম, প্রমেহ, ধাতুচ্যুতি প্রভৃতি এই রোগের নিদান। ইহাতে কুসুমাকর রস, যোগেন্দ্র রস, সমীর পন্নগ-কেশরী, ত্রিফলা বটী, মকরধ্বজ রসায়ন, পঞ্চবসার তৈল, পুষ্পরাজ প্রসারণী তৈল, বৃহৎধাত্রী ঘৃত, ছাগলাদ্য-ঘৃত, বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত ও অমৃতপ্রাশ ঘৃত ব্যবহার করিবে। স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যে কুঁচিলা ঘটিত ঔষধ বিশেষ উপকারী।

৩। পারদ বিকৃতির চিকিৎসা কুষ্ঠ ও বাতরক্তের ন্যায়। পারদ সেবনে রক্ত দূষিত হয়। ইহাতে অমৃতাদি কষায়, বৃহৎ অমৃতাদি কষায়, মাণিক্য-রস, অমৃতাঙ্কুর লৌহ, পঞ্চনিম্ব, পঞ্চতিক্ত বা মহা তিক্ত ঘৃত, গুড়ূচ্যাদি তৈল, মহারুদ্র গুড়ূচী তৈল, বৃহৎ সোমরাজী তৈল, নবনীতক যোগ, আশাবল্ল্যাদ্য তৈল, কন্দর্পসার তৈল ইত্যাদি ব্যবহার করিবে। ইহার পথ্যাপথ্য বাতরক্ত ও কুষ্ঠের ন্যায়।

শোধন মারণ বিধি অধ্যায়।

পারদ শোধন বিধি।

রসুনের রসে, পানের স্বরসে ও ত্রিফলার কাথে যথাক্রমে মর্দন করিয়া কাঁজিতে ধৌত করিয়া লইলে পারদ বিশুদ্ধ হয়। পারদের সহিত পানের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এজন্য কেহ কেহ পানের স্বরসে পারদ ৩ দিন ভাবিত করিয়া ব্যবহার করেন। কেহ বা কেবল রসুনের রসে ভাবিত করিয়া ঔষধার্থ প্রয়োগ করেন। বস্তুতঃ ঐরূপ পারদ আপাততঃ অনিষ্টকর না হইলেও পরিণামে যে অমঙ্গলজনক হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পারদ উক্ত রসে মর্দন করিয়া লওয়া অপেক্ষা ভাবিত করিয়া লওয়াই সমীচীন। পারদ অবিশুদ্ধ হইলে কুষ্ঠ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে। অবিশুদ্ধ পারদের ক্রিয়া প্রথমতঃ দন্তমূলে ও জিহ্বায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্রিয়া প্রকাশ হইবা মাত্র ঔষধ বন্ধ করিয়া পারদ বিকৃতি নাশক ঔষধ ব্যবহার করা বিধেয়। পারদ শোধনের নানাবিধ উপায় আছে, তন্মধ্যে ইহাই সহজ ও গুণকর বিবেচিত হওয়ায় লিখিত হইল।

গন্ধক শোধন বিধি।

লোহার হাতায় ঘৃত মাখাইয়া অগ্নির উত্তাপে ধরিবে এবং উত্তপ্ত হইলে তাহাতে গন্ধক-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। গন্ধক দ্রবীভূত হইলেই দুগ্ধে ঢালিবে। নিম্নে যে গন্ধক পতিত হইবে উহাই বিশুদ্ধ। এইরূপে পুনঃ পুনঃ গন্ধক গালাইয়া এক সময়ে অনেক গন্ধক শোধন করা যাইতে পারে। অবিশুদ্ধ গন্ধক ঔষধে ব্যবহৃত হয় না। ইহার মাত্রা ৴০ আনা, দুগ্ধ সহ সেব্য। ইহাতে কুষ্ঠ, উপদংশ, পাচড়া, কণ্ডু ও বিষ দোষ নষ্ট হয়।

কজ্জলী বিধি।

পারদ ও গন্ধক সমভাগে খল করিয়া কজ্জলবৎ হইলে তাহাকে কজ্জলী কহে। কজ্জলী যতই সুমিশ্রিত এবং মসৃণ হইবে ততই গুণ দায়ক হইবে। পারদের কণা দৃষ্টি গোচর হইলে কজ্জলী হয় নাই বুঝিতে হইবে। কজ্জলীই রস ঘটিত ঔষধের প্রধান উপকরণ, সুতরাং কজ্জলী শোধনে বিশেষ মনোনিবেশ করিবে। পারদের উল্লেখ থাকিলেই উহা কজ্জলী করিয়া ব্যবহার করিবে। কেবল পারদ ঔষধে ব্যবহৃত হয় না। কোথাও বা কেবল পারদ স্থানে রসসিন্দুর ব্যবহৃত হয়। কজ্জলী—ক্ষত ও জ্বরনাশক, ধারক শোধক এবং আমবাতে ও শোথে হিতকর। মাত্রা ২ রতি, যথাযথ অনুপানে ব্যবহার করিবে।

রসসিন্দুর প্রস্তুত বিধি।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, নীলক ৶০ আনা, যথাবিধি কজ্জলী করিয়া নীলক মিশাইয়া

মকরধ্বজ পাকপ্রণালী অনুসারে বোতলে বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। বোতলের ঊর্দ্ধ-সংলগ্ন লোহিতবর্ণ পদার্থই রসসিন্দুর। রস অর্থ পারদ। উহা সিন্দুরাকৃতি ধারণ করে বলিয়াই উহাকে রসসিন্দুর বলা যায়। বস্তুতঃ রসসিন্দুর অবস্থান্তরিত পারদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেহ২ ইহাতে সীসক মিশ্রিত করেন না। এই ঔষধ অনুপান বিশেষে নানাবিধ ব্যাধিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা জ্বর ও জরানাশক। মাত্রা ২ রতি। সাধারণ অনুপান—আদারস, পানরস, তুলসীপত্ররস ইত্যাদি। স্বর্ণসিন্দুর যোগবাহী।

রসকর্পূর প্রস্তুত বিধি।

ইহাও রসসিন্দুরের ন্যায় অবস্থান্তরিত পারদ বিশেষ। ক্ষতে ও উপদংশে ইহা সমধিক কার্য্যকারী। পারদ ১পল, সোহাগা খই ১ পল, মেমসোম ১ পল, শ্বেতগুঞ্জা ১পল, শঙ্খচূর্ণ ১পল ও মধু ১পল। যথাক্রমে পারদের সহিত দ্রব্যগুলি এরূপ মিশ্রিত করিবে যেন পারদ অদৃশ্য হয়। পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজরসে ৭দিন মর্দ্দন করতঃ (ভাবিত করিয়া) শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে উহা মৃৎভাণ্ডে স্থাপন করণান্তর ভাণ্ডের মুখ সুদৃঢ়ভাবে অনুত্তান শরাব দ্বারা এরূপ বন্ধ করিবে যেন ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। তৎপর ভাণ্ডের গলদেশ হইতে শরাবের উপরিভাগ পর্য্যন্ত এবং ভাণ্ডের নিম্নভাগ মকরধ্বজ পাক প্রণালী অনুসারে প্রলিপ্ত করিয়া ২৪ ঘণ্টাকাল পাক করিয়া নামাইবে। কেহ কেহ মুখ বালুকাযন্ত্রান্তর্গত করিয়া পাক করিয়া থাকেন এবং তাহাই যুক্তিযুক্ত। শীতল হইলে ধীরে২ মুখ খুলিবে, যেন আঘাতে শরাবের ঊর্দ্ধসংলগ্ন ভস্মগুলি পড়িয়া না যায়। ঐ ভস্মকেই রসকর্পূর কহে। কর্পূরের ন্যায় শুভ্র বলিয়াই ইহাকে রসকর্পূর বলা যায়। এই ঔষধ শিশির ভিতর মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। ইহা ক্ষত, উপদংশ, কুষ্ঠ, বাতব্যাধি ও জ্বর প্রভৃতিতে যথাযোগ্য অনুপানে ব্যবহৃত হইতে পারে। মাত্রা—সিকিরতি। সাধারণ অনুপান—পানরস।

পীতভস্ম বিধি।

কজ্জলী ১পল, হস্তিশুণ্ডীরসে ও ভূম্যামলকীরসে পৃথক ৭দিন ভাবিত করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে রসকর্পূরের ন্যায় মুখাবরুদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে ২৪ ঘণ্টা পাক করিবে। শীতল হইলে যন্ত্রের ঊর্দ্ধসংলগ্ন পীতবর্ণ ভস্ম গ্রহণ করিবে। ইহাও পূর্ব্ববৎ পারদাবিকৃতি বিশেষ মাত্রা অর্দ্ধরতি। ইহাতে উদর, শোথ, কুষ্ঠ, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য হয়। অনুপান—পানরস। হীরক ভস্ম—হীরক অত্যন্ত মূল্যবান বিধায় ইদানীং উহা ঔষধে ব্যবহৃত হ না। প্রয়োজন হইলে রসেন্দ্রসারসংগ্রহ হইতে প্রক্রিয়া অবগত হইবে। সচরাচর উহার স্থানে উৎকৃষ্ট খেটে কড়িভস্ম ব্যবহৃত হয়। কয়লা হইতে হীরক উৎপন্ন হয় বলিয়া কেহ২ হীরকের অভাবে কয়লাচূর্ণ বা ভস্ম ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু হীরক অঙ্গারজ হইলে

তাহার ক্রিয়া অনুরূপ হওয়াই সম্ভব। স্বর্ণসিন্দুর পারদজ হইলেও তাহার ক্রিয়া পারদের অনুরূপ নহে, সুতরাং লেখোক্তমত যুক্তিযুক্ত নহে এবং হীরকস্থানে অন্যান্যের ব্যবহারও নাই। বৈক্রান্তের অর্থ দগ্ধ হীরক। ইহার মারণ বিধিও হীরকের ন্যায়। অভাবে—বৈক্রান্তস্থানে স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম প্রয়োগ করিবে।

অভ্র মারণ বিধি।

অভ্র ৪ প্রকার। তন্মধ্যে—কৃষ্ণাভ্রই ঔষধে ব্যবহৃত হয়। বজ্রাভ্র স্থানেও কৃষ্ণাভ্র ব্যবহৃত হয়, যেহেতু উৎকৃষ্ট বজ্রাভ্র দুর্লভ।

কৃষ্ণাভ্রের স্তর খুলিয়া গোমূত্রে সিদ্ধ করিবে। পশ্চাৎ শুষ্ক করিয়া গজপুটে পাক করতঃ শীতল হইলে পরদিন উদ্ধৃত করিয়া গোমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার গজপুটে পাক করিবে। এইরূপ এক শত বার পুনঃ পুনঃ গজপুটে পাক করিলে অভ্র মারিত হয়। বিশুদ্ধ অভ্র ঔষধে ব্যবহৃত হয়। দশপুটেও যদি অভ্র রক্তবর্ণ ও নিশ্চন্দ্র হয় তবে তাহাও ঔষধে ব্যবহৃত হইতে পারে। শত পুটের অভ্রও নিশ্চন্দ্র না হইলে ব্যবহার্য্য নহে। সহস্র পুটের অভ্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অভ্র যত অধিক পুটের হয় ততই ফলপ্রদ হইয়া থাকে। গজ পরিমিত পরিধি যুক্ত ও গভীর গর্ত্তের অর্দ্ধাংশ ঘুঁটের দ্বারা পূর্ণ করিয়া ঔষধ যুক্ত যন্ত্র তদুপরি স্থাপন করিয়া অবশিষ্টাংশ ঘুঁটে দ্বারা পূর্ণ করতঃ আগুন দিবে, ঘুঁটে গুলি পুড়িয়া গেলেই পাক সিদ্ধ হইবে। এই প্রক্রিয়াকে গজপুট কহে। শাস্ত্রে গজপুটের অন্যবিধ পাকক্রম বর্ণিত আছে কিন্তু তাহা অনুষ্ঠিত হয় না। অভ্রেরও নানাবিধ মারণ বিধি লিখিত আছে তাহাও অননুষ্ঠেয়। সর্ব্বশেষে মুক্তকাঞ্চনের ছালের কাথে মাড়িয়া অভ্র গজপুটিত করিলে বিশেষ সুবিধা হয়। ইহাতে গোমূত্রের অংশ নষ্ট হইবে এবং অভ্রের বর্ণ উজ্জ্বল হইবে। ইহার মাত্রা ২ রত্তি। অভ্র—কাস, শ্বাস ও শ্লেষ্মজনিত ব্যাধি নাশক।

অথ ব্যাধিক্রমে অভ্র ভস্মের অনুপান।

অভ্র—পিপুল চূর্ণ ও মধুসহ ব্যবহার করিলে মেহ, দুগ্ধ ও চিনি সহ ব্যবহার করিলে পিত্ত রোগ এবং বাসক রস সহ ব্যবহার করিলে কাস ও শ্বাস আরোগ্য হয়।

অথ লৌহভস্ম বিধি।

লৌহ অনেক প্রকার। তন্মধ্যে কান্ত লৌহই প্রশস্ত। কেহ ২ ইস্পাতকে কান্তলৌহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। লৌহচূর্ণ কিছুদিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে বাটিয়া অভ্রের ন্যায় গজপুটে পাক করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ পাক করিলে লৌহভস্ম হইবে। দশ পুটের কমে লৌহভস্ম ঔষধে ব্যবহার করিবে না। লৌহও যত অধিক পুটের হয় ততই মঙ্গলদায়ক। সহস্রপুটের লৌহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। লৌহভস্ম যত হাল্কা হইবে ততই

শক্তিদায়ক। যে লৌহ জলে নিক্ষেপ করিলে ভাসমান হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সর্ব্ব-শেষে ত্রিফলার কাথে মাড়িয়া গজপুটিত করিবে। ইহাতে লৌহজাত অংশ নষ্ট হইবে এবং লৌহের শক্তি বৃদ্ধি হইবে। লৌহ জ্বর, শূল, প্রমেহ, মূত্রদোষ ও পাণ্ডু নাশক এবং ইহা রসায়ন ও বাজীকরণ। মাত্রা—২।৩ রতি।

অথ লৌহভস্মানুপান।

পুরাতন জ্বরে—পিপুল চূর্ণ ও মধু; শূলে—হিং, ঘৃত ও মধু; বাতে—ঘৃত ও রসোন; কাসে—ত্রিকটু চূর্ণ ও মধু; মেহে—ত্রিফলা ও মিশ্রিচূর্ণ; অগ্নিমান্দ্যে—মধু ও আদারস; বাতজ্বরে—ঘৃত; পিত্তজ্বরে—মধু; পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে—আদারস; শীতবাতে—নিসিন্দা পত্র রস; বাতরক্তে—শুঁঠচূর্ণ; পিত্তে—চিনি; কফে—পিপুল; সন্নিপাতে—ত্রিজাতক (তেজপত্র, এলাচি, দারুচিনি) ব্যবহার্য্য।

তাম্রভস্ম বিধি।

সূক্ষ্ম তাম্রপাত খণ্ড২ করিয়া একটি মৃৎপাত্রে রাখিয়া তাহাতে অষ্টমাংশ সৈন্ধব, চতুর্থাংশ গন্ধক চূর্ণ ও টাবালেবুর রস দ্বারা ডুবাইয়া রাখিবে। ২৪ ঘণ্টার পর উহা মূষা-মধ্যে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে। এরূপে তাম্র ভস্মীভূত হইলে, বান্তিদোষ নিবারণার্থ ওলের মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক মুখ বন্ধ করিবে এবং ঐ ওল মৃত্তিকা লিপ্ত করিয়া পুনঃ গজপুটিত করিবে। যে পর্য্যন্ত তামার বমন ভাব দূরীভূত না হয় তাবৎ ওলকন্দে ঐ রূপ পাক করা কর্ত্তব্য। এই ক্রিয়াকে অমৃতীকরণ কহে। ইহাতে তাম্র অমৃত তুল্য উপকারী হয়। বান্তিদোষযুক্ত তাম্র সেবনে উপকারের পরিবর্ত্তে কেবল অপকারই হইয়া থাকে। উহা কোনও ঔষধে মিশ্রিত করিলে তাহাতে কোনও ফলোদয় হয় না। তাম্র ভালরূপ শোধিত না হইলে বিষের ন্যায় অপকারী হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ তাম্রভস্ম অমৃতের ন্যায় উপকারক। গর্ভাবস্থায় অবিশুদ্ধ তাম্রভস্ম ব্যবহৃত হইলে প্রায়শঃ গর্ভপাত হইয়া থাকে। কেবল তাম্রভস্ম সেবন প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। তাম্রভস্ম প্লীহা, যকৃৎ, শোথ ও উদর রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা অর্শঃ ও কফনাশক।

স্বর্ণভস্ম বিধি।

স্বর্ণপাত ১ তোলা ও পারদ ১ তোলা একত্রে মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা গন্ধক সহ কজ্জলী করিবে। পরে মূষামধ্যে স্থাপন করতঃ ত্রিংশৎ বন্য ঘুটে দ্বারা পুটপাক করিবে। এই-রূপে ১৪ বার পাক করিলে স্বর্ণ নিরুত্থ ভস্ম হইবে। প্রত্যেক বারেই ২ তোলা গন্ধক সহ মর্দ্দন করিয়া পুট দেওয়া বিধি।

স্বর্ণভস্মের দ্বিতীয় বিধি।

স্বর্ণপাত ১ তোলা, পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ১০ তোলা পূর্ব্ববৎ কজ্জলী করিয়া

পূর্ব্ববৎ পাক করিবে। ইহাতেও অন্যান্য বারে স্বর্ণের ৪ গুণ গন্ধক দেওয়া বিধি আছে। শেষ পুটে গন্ধক মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রে স্বর্ণাদি ধাতুর শোধনবিধি লিখিত আছে। ভস্মীভূত ধাতুর দোষের অবিদ্যমানতা কল্পনা করিয়া তাহা বিশেষরূপে বিবৃত হইল না, বস্তুতঃ শোধন করিয়া লইলে যে উৎকৃষ্টতর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তপ্ত স্বর্ণপত্র গোমূত্রে ও ঘোলে ৭ বার নির্ব্বাপিত করিলে সাধারণতঃ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। স্বর্ণের ন্যায় সমস্ত ধাতুতেই এই বিধি অবলম্বনীয়। বিশুদ্ধ স্বর্ণভস্ম রসায়ন, বল্য, চক্ষুষ্য, কান্তিপ্রদ, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক এবং ক্ষয়, উন্মাদ, কুষ্ঠ, জীর্ণজ্বর, বিষ ও বায়ুনাশক। মাত্রা ১ রতি।

অথ স্বর্ণভস্মানুপান।

ক্ষয়ে—দুগ্ধ, দৃষ্টিহীনতায়—পুনর্নবার রস, বিষে—নির্ব্বিষী রস, উন্মাদে ও শিরোরোগে,—শুঁঠ, লবঙ্গ ও মরিচ চূর্ণ। ইহা ঘৃত সহ রসায়ন, দুগ্ধ সহ বলকর, কুঙ্কুম সহ কান্তিকারক, বচ সহ স্মৃতিবর্দ্ধক, ভৃঙ্গরাজ রস সহ বৃষ্য ও মৎস্য পিত্তসহ দাহ নাশক।

অথ রৌপ্য মারণ বিধি।

কাগজি লেবুর রসে হরিতাল ও গন্ধক মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা রৌপ্য পত্র লিপ্ত ও শুষ্ক করিবে। পশ্চাৎ মুখাবদ্ধ করিয়া স্বর্ণের ন্যায় পাক করিবে। অন্যান্য বারে কেবল গন্ধক দেওয়া বিধি। রৌপ্যপাত ৪ তোলা, হরিতাল ও লেবুর রস দ্বারা লিপ্ত ও শুষ্ক করিয়া গন্ধক সহ পূর্ব্ববৎ পাক করিলেও রৌপ্য ভস্ম হয়। রৌপ্য ভস্ম বাতপিত্ত নাশক ও সূতিকা রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। মাত্রা ২ রতি।

অথ রৌপ্য ভস্মানুপান।

চিনি সহ—দাহ, ত্রিফলা সহ বাতপিত্ত এবং ত্রিজাতক সহ প্রমেহ আরোগ্য হয়।

অথ বঙ্গ ভস্ম বিধি।

লৌহ কটাহে তীব্র অগ্নিতে প্রয়োজন মত বঙ্গ গলাইবা, বঙ্গের সম পরিমাণ অপাং চূর্ণ ক্রমশঃ এক এক মুষ্টি করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং লৌহ হাতা দ্বারা আলোড়ন করিবে। পূর্ব্বের অপাং ভস্মীভূত হইলে আবার ঐরূপ নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে অপাং চূর্ণ নিঃশেষিত হইলে, লৌহ হাতা দ্বারা অনবরত বঙ্গ দৃঢ়মর্দ্দন করিবে—ক্ষণকালও বিশ্রাম করিবে না। কারণ একটু অবসর পাইলে ভস্মীভূত বঙ্গ পুনঃ তরল বঙ্গাকারে পরিণত হইবে। সুতরাং বঙ্গ সম্পূর্ণ ভস্ম না হওয়া পর্য্যন্ত অনবরতই দৃঢ় মর্দ্দন বিধি। বঙ্গ ভস্মীভূত হইলে নামাইয়া শীতল হইলে জলে ধৌত করিয়া নির্ম্মল করিবে। পশ্চাৎ শুষ্ক করিয়া নূতন শরাবে আবদ্ধ করতঃ গজপুটে করিয়া লইবে। ইহাই প্রশস্ত বঙ্গ ভস্মবিধি। হরিতাল চূর্ণ প্রভৃতি দ্বারা যে বঙ্গ ভস্ম হয় বিষম বর্ণিত

আছে তাহা ইহার ন্যায় সমীচীন ও ফলপ্রদ নহে। ইহা মেদ, মেহ ও কফনাশক। মাত্রা—২ রতি।

অথ বঙ্গভস্মানুপান।

তুলসী পত্র রস সহ—প্রমেহ, ঘৃত সহ—পাণ্ডুরোগ, হরিদ্রা সহ—রক্তপিত্ত, খদির কাথ সহ—চর্ম্মরোগ, নিসিন্দা রস সহ কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। ইহা কস্তুরী সহ—বীর্য্যস্তম্ভকারক, জাতিফল সহ—পুষ্টিকারক ও মধু সহ—বলবর্দ্ধক জানিবে।

অথ সীসক ভস্মবিধি।

মনঃশিলা ও বাসক রস দ্বারা সীসক পত্র প্রক্ষিপ্ত করিয়া গজপুটে পাক করিবে প্রায়শঃ ৭।৮ পুটে সীসক ভস্মীভূত হয়। প্রত্যেক বারেই বাসক রসে মর্দ্দন করা বিধি সীসক ভস্ম বঙ্গের ন্যায় গুণদায়ক ও অত্যন্ত বলকর মাত্রা ২ রতি। ইহার অনুপানাদি বঙ্গের ন্যায়।

পিত্তল ও কাংস্যমারণ বিধি।

ইহাদের মারণাদি তাম্রের ন্যায়। গুণ ও মাত্রাও তদ্রূপ।

খর্পরমারণ বিধি।

খর্পচূর্ণ—সমাংশ পারদের সহিত বালুকাযন্ত্রে ১ দিন পাক করিলে ভস্মীভূত হয় মাত্রা ৩ রতি। ইহা নেত্ররোগ ও ক্ষয়নাশক।

স্বর্ণমাক্ষিক মারণ বিধি।

লৌহ কটাহে স্বর্ণমাক্ষিক /১ সের গ্রহণ করিয়া /৪ সের টাবালেবুর রসে তীব্রঅগ্নিতে পাক করিবে। অনবরতঃ লৌহ হাতা দ্বারা আলোড়ন করনান্তর সিন্দুরবর্ণ হইলে নামাইয়া গজপুটে পাক করতঃ ঔষধে ব্যবহার করিবে। ইহার মাত্রা ২।৩ রতি। ইহা স্বর্ণের উপধাতু হেতু স্বর্ণের ন্যায় গুণ কারক এবং স্বর্ণের অভাবে ব্যবহার্য্য। বিশেষতঃ ইহাতে কফ, পিত্ত, মেদ ও কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। কেহ কেহ ইহাকে পর্য্যায় নিবার বলিয়া অভিহিত করেন।

মণ্ডুরভস্ম বিধি।

ইহার মারণাদি লৌহের ন্যায়। ইহা লৌহের উপধাতু সুতরাং লৌহের অভাবে ব্যবহার করা যায়। পুরাতন মণ্ডুরই ঔষধে ব্যবহার্য্য। শতবর্ষের পুরাতন মণ্ডুর উৎকৃষ্ট। ইহা পাণ্ডু ও কামলারোগে বিশেষ উপকারী।

অথ সংক্ষেপে স্বর্ণাদি মারণ বিধি।

সীসক ভস্ম সহ স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম সহ লৌহ, গন্ধক সহ তাম্র, মনঃশিলা সহ সীস

হরিতাল সহ বঙ্গ এবং হিঙ্গুলসহ লৌহ ভস্ম করে। ইহার মধ্যে বঙ্গ ভিন্ন প্রত্যেক ধাতুই যথাবিধি পুটপাক করিবে। বঙ্গ লৌহ কটাহে লৌহহাতাদ্বারা তীব্র অগ্নিতে ভস্ম করিতে হইবে।

শিলাজতু শোধন বিধি।

শিলাজতু লৌহ পাত্রে করিয়া গোদুগ্ধ, ত্রিফলা কাথ ও ভৃঙ্গরাজ রসে ভাবিত করিলে বিশুদ্ধ হয়। অত্যুষ্ণ জলে উহা নিক্ষিপ্ত করিয়া ১ প্রহরপর ছাঁকিয়া মৃৎপাত্রে রাখিবে। তৎপর রৌদ্রে স্থাপন করিলে উপরিভাগে যে সরের ন্যায় পড়িবে তাহাই বিশুদ্ধ শিলাজতু। উহা পাত্রান্তরে রাখিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে, ২ মাসকাল-এইরূপে শিলাজতু গ্রহণ করিবে। বিশুদ্ধ শিলাজতু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ধূমনির্গম হয় না। শেষোক্ত বিধিই প্রশস্ত। ইহা রসায়ন এবং ক্ষয়, শোথ, বস্তিরোগ ও মেহনাশক। মাত্রা /০ আনা। সাধারণ অনুপান—দুগ্ধ।

হিঙ্গুল শোধন বিধি।

লেবুর রসে ভাবিত করিলে হিঙ্গুল বিশুদ্ধ হয়। ইহাতে পারদের অংশ অন্তর্নিবিষ্ট থাকে। মুদ্রাশঙ্খ ও রসাঞ্জনের শুদ্ধি হিঙ্গুলের ন্যায়।

স্থাবর বিষশুদ্ধি।

যথা।—বিষ গোমূত্রে ১ দিন ভিজাইয়া রাখিলে বিশুদ্ধ হয়। উপরের খোসা ত্যাগ করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিবে।

জঙ্গম বিষ শুদ্ধি।

যথা।—সর্ষপ তৈলে এই বিষ দিয়া রৌদ্রে রাখিলে বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ বিষ দানা ২ হইবে।

হরিতাল, মনঃশিলা, সেঁকো ও দারুমুষ চূণের জলে ভাবিত করিলে দোষহীন হয়। স্থান বিশেষে উহাদিগকে লেবুর রসে বিশুদ্ধ করা হয়।

সিদ্ধিবীজ, রক্তদারুকবীজ, আলকুশী বীজ, ধুস্তুর বীজ, গুঞ্জাবীজ ও জয়পাল বীজ দুগ্ধে সিদ্ধ করিলে বিশুদ্ধ হয়। জয়পালের অভ্যন্তরস্থ বিষপত্র ত্যাগ করিবে। অন্যান্য বীজের খোসা পরিত্যাগ করিয়া গ্রহণ করিবে।

লাঙ্গলীমূল ও রক্তচিতেমূল চূণের জলে ভিজাইয়া রাখিলে নির্দোষ হয়।

অহিফেন গোদুগ্ধে ভাবিত করিলে বিশুদ্ধ হয়। স্বর্ণমাক্ষিক, প্রবাল, শঙ্খ, শুক্তি ও মুক্তা ভস্ম করিয়া ব্যবহার করা হয়। মুক্তা জয়ন্তী রসে দোলা-

মাত্রে ১ প্রহর পাক করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হয়। সোহাগা খই করিয়া ব্যবহৃত হয়। ফুটকিরী ও হিং ঘৃতে ভাজিলে বিশুদ্ধ হয়।

হীরাকস্ ও তুঁতের পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য ব্যবহার করা নিষেধ। অন্যথা ভস্ম করিয়া ব্যবহার করিবে। শোধন বিধি অনুসারে উহা ঠিক বিশুদ্ধ হয় না। হীরক-দগ্ধ করিয়া কাঁজিতে ৭৮ বার নির্ব্বাপিত করিবে পশ্চাৎ পানরসে কার্পাস মূল পেষণ করিয়া গোলক করিয়া তন্মধ্যে ঐ হীরক স্থাপন করিয়া শুষ্ককরতঃ মৃষাবদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে, ৭।৮ পুটে হীরক ভস্মীভূত হইবে। ইহাই হীরক ভস্মের সহজ উপায়।

গুগ্গুলু উষ্ণজলে গুলিয়া ছাঁকিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া দুগ্ধে ও ত্রিফলার কাথে ভাবিত করিলে বিশুদ্ধ হয়।

রসমাণিক্য প্রস্তুত বিধি।

বংশপত্র হরিতাল শোধিত করিয়া শুষ্ক করতঃ তণ্ডুলাকৃতি চূর্ণ করিবে। অনন্তর শরাবে স্থাপন করিয়া বদরী পল্লবের কল্ক দ্বারা সন্ধি লেপন করিয়া বালুকাপূর্ণ হাঁড়ির মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া তীব্র জ্বাল দিবে। হাঁড়ির নিম্নভাগ অরুণবর্ণ হইলে নামাইবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। ইহা দেখিতে মাণিক্যের ন্যায়। মাত্রা ২ রতি ঘৃত মধুসহ লেহ্য। ইহাতে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ভগন্দর, নালীব্রণ, উপদংশ বিচর্চ্চিকা নানাবিধ ক্ষত আরোগ্য হয়। ইহাও অবস্থান্তরিত হরিতাল। হরিতালের পরিবর্ত্তে রসমাণিক্যও ব্যবহৃত হয়।

অথ মানভাষা।

৬ রতিতে ৵০ আনা, ১২ রতিতে ১ মাষা বা ৶০ আনা। ৪ মাষায় ১ শাণ ॥০ তোলা, ২ শাণে ১ তোলা, ২ তোলায় ১ কর্ষ, ৪ কর্ষে ১ পল, ৪ পলে ১ কুড়ব বা সের, ২ কুড়বে বা ৬৪ তোলায় ১ মানিকা বা ১ সের। ৮ সেরে ১ আঢ়ক, ৪ আঢ়কে ২ দ্রোণ হয়। ১০০ পলে বা ১২॥ সেরে ১ তুলা।

অভাবে দ্রব্য গ্রহণ বিধি।

জীবক অভাবে—গুড়ূচী বা শতমূলী ; ঋষভকের অভাবে—ভূমিকুষ্মাণ্ড, বংশলোচন বা শতমূলী ; কাকোলী বা ক্ষীরকাকোলী অভাবে—শতমূলী বা ভূমিকুষ্মাণ্ড ; মেদার অভাবে—অশ্বগন্ধা ; মহামেদের অভাবে—অনন্তমূল বা অশ্বগন্ধা ; ঋদ্ধির অভাবে বেড়েলা বা বারাহীকন্দ ; (চামার আলু) বৃদ্ধির অভাবে—গোরক্ষচাকুলে বা বারাহীকন্দ।

মধুর অভাবে—পুরাতন গুড়, অগুরুর অভাবে—রক্তচন্দন, হীরকের অভাবে বৈক্রান্ত, মুক্তার অভাবে—শুক্তি ভস্ম, কস্তুরীর অভাবে—লতাকস্তুরী বা গন্ধমার্জার

খাটাশী। পুষ্কর অভাবে—কুড়; স্বর্ণের অভাবে—স্বর্ণমাক্ষিক বা লৌহ, রৌপ্যের অভাবে—রৌপ্যমাক্ষিক বা লৌহ, অগত্যা পক্ষে ব্যবহার করিবে। অনুক্তগ্রহণাদৌ—চন্দন স্থলে রক্তচন্দন, উৎপল স্থলে নীলউৎপল, ঘৃত স্থলে গব্য ঘৃত, মূত্র স্থলে গোমূত্র, তৈল স্থলে তিলতৈল, লবণ স্থলে সৈন্ধব, এলাচি স্থলে বড় এলাচি, পাত্র স্থলে মৃৎপাত্র গ্রহণ করিবে।

মানের ও দ্রব্য গ্রহণের নিয়ম।

কোনও স্থলে মান নির্দ্দেশ না থাকিলে সমভাগ গ্রহণ করিবে। দ্রব দ্রব্যের উল্লেখ না থাকিলে জল দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে।

দ্রব্য আর্দ্র হইলে দ্বিগুণ গ্রহণ করিবে। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি আর্দ্রই গ্রহণীয় সুতরাং উহাদের দ্বিগুণ গ্রহণ করিবার আবশ্যক নাই। যথা—বাসক, নিমছাল, পটোলপত্র, কেতকী, বালা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, পুনর্ণবা, কুটজ, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, শুলফ, গোরক্ষচাকুলে, বেড়েলামূল, ঝিঁকী, আদা, মাষ, গুড়, হিং, গুগ্‌গুলু ও গুল্‌ঞ্চা।

কোনও স্থলে পল শব্দ দ্বারা দ্রব দ্রব্যের মানের উল্লেখ থাকিলে, দ্বিগুণ গ্রহণ করিবে না। তুলা শব্দ দ্বারা দ্রব্যের মান নির্দ্দিষ্ট হইলে তুলা প্রতি ১ দ্রোণ দ্রব্য গ্রহণ করিবে অথবা দ্রব দ্রব্যের দ্রোণ শব্দ দ্বারা মান নির্দ্দিষ্ট হইলে দ্রোণ প্রতি তুলা পরিমিত দ্রব গ্রহণ করিতে হইবে।

ঘৃত ও তৈলের ক্বাথ ও মূর্চ্ছাপাক।

ঘৃত তৈলাদির ক্বাথ পাক করিতে হইলে ৮ গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে।

সাধারণতঃ ৪ গুণ দ্রব দ্রব্য দ্বারা ঘৃত বা তৈল পাক করিতে হয়। ৫টি বা ততোধিক দ্রব দ্রব্য থাকিলে, প্রত্যেকটাই ঘৃত বা তৈলের সমান গ্রহণ করিতে হয়। ঘৃত তৈলাদির মান নির্দ্দেশ না থাকিলে ./৪ সের গ্রহণ করিতে হইবে। তৈল ঘৃত পাক করিবার পূর্ব্বে মূর্চ্ছাপাক করিয়া লইতে হয়। তাহাতে তৈলের দোষ নষ্ট হয় এবং উৎকর্ষ হয়। কেহ ২ কুষ্ঠের ও কাস শ্বাসের তৈলের মূর্চ্ছাপাক করেন না।

তিল তৈলের মূর্চ্ছাদ্রব্য।

উপযুক্ত কটাহে মন্দ ২ অগ্নিতাপে তৈল পাক করিবে। যখন ঐ তৈলের ফেনা দূর হইবে তখন ৪ সের তৈলে হরিদ্রার রস /০ ছটাক, মঞ্জিষ্ঠা /১ এক পোয়া, লোধ, মুতা, নালুকা, ত্রিফলা, কেয়ার মূল, বটের ঝুরি, বালা প্রত্যেক এক ছটাক, পেষণ করিয়া দিবে। তৎপর পাকার্থ জল ১৬ সের দিয়া কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে

নামাইয়া লইয়া ... রাখিবে। পশ্চাৎ মূর্চ্ছাদ্রব্য ছাঁকিয়া ফেলিয়া কল্কাদি সহ পাক করিবে।

কটু তৈলের মূর্চ্ছাদ্রব্য।

৪ সের তৈলে মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া, আমলকী, মুতা, বেলছাল, দাড়িমছাল, হরিদ্রা, নাগকেশর, কৃষ্ণজীরে, বালা, নালুকা, বহেড়া প্রত্যেক ২ তোলা শিলা পিষ্ট করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। পাকার্থ জল ১৬ সের। অন্যান্য বিধি পূর্ব্ববৎ।

এরণ্ড তৈলের মূর্চ্ছাদ্রব্য।

৪ সের তৈলে—মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, ধনে, ত্রিফলা, জয়ন্তীপাতা, বালা বন খেজুর, বটের ঝুরি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নালুকা, কেয়ার মূল, দধি ও কাঁজী প্রত্যেক ৪ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। অন্যান্য বিধি পূর্ব্ববৎ।

ঘৃতের মূর্চ্ছাদ্রব্য।

/৪ সের ঘৃত, হরিদ্রা রস, লেবুর রস, ত্রিফলা ও মুতা প্রত্যেক ১ পল, পাকার্থ জল ১৬ সের। অন্যান্য বিধি পূর্ব্ববৎ।

পাকের কাল নিয়ম।

প্রথমে মূর্চ্ছাপাক ৭ দিনে, মাষাদি বা মাংসের পাক সদ্যঃ, দুগ্ধের পাক ২ দিনে, স্বরস ও কাথাদির পাক ৩ দিনে, দধি ঘোল বা কাঁজির পাক ৫ দিনে, মূত্রের পাক ১ দিনে, তদনন্তর কল্কের পাক ৭ দিনে, তৎপশ্চাৎ গন্ধপাক ৫ দিনে সিদ্ধ হয়।

গন্ধপাক দ্রব্য।

সাধারণ তৈলে কুঙ্কুম, শিলাজতু, নখী, শ্বেতচন্দন, কর্পূর, এলাচি ও লবঙ্গ দ্বারা গন্ধ পাক করিবে। বিষ্ণুতৈল প্রভৃতি বাতব্যাধির তৈলে, এলাচি, কুঙ্কুম, অগুরু, চন্দন, মুরামাংসী, কাঁকলা, জটামাংসী, শটী, তেজপাত, গেঁঠেলা, শৈলজ, সরলকাষ্ঠ, বেণারমূল, মৃগনাভি, খাটাশী, শিলারস, মুতা, মেথি ও লবঙ্গাদি দ্বারা গন্ধ পাক করা হয়।

স্নেহপাকে কল্কের পরিমাণ অনুক্ত থাকিলে, উহা স্নেহের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে। কাথাদি দ্বারা পাক অভিহিত হইলে শেষে চতুর্গুণ জল দ্বারা শেষ পাক সম্পন্ন করিবে।

অথ পাকসিদ্ধি বিজ্ঞান।

স্নেহ কল্ক অঙ্গুলি দ্বারা পাকাইলে যখন বাতির ন্যায় হইবে এবং উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে নিঃশব্দে দগ্ধ হইবে তখন পাক সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিয়া নামাইবে। পাক সিদ্ধ হইলে স্নেহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেও নিঃশব্দে নির্দ্ধূম অবস্থায় জ্বলিতে থাকে।

ক্ষীরপাক বিধি।

১ তোলা দ্রব্য ১৬ তোলা দুগ্ধ ও ৬৪ তোলা জল সহ পাক করিয়া ১৬ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

মৃদু, মধ্য ও খর ভেদে পাক ৩ প্রকার। তন্মধ্যে নস্যকার্য্যে মৃদু, অভ্যঙ্গে খর এবং মধ্যপাক সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত। দগ্ধ তৈল বা ঘৃত কদাচ ব্যবহার করিবে না।

মোদক পাক বিধি।

মোদকে চিনি বা গুড়ের পরিমাণের উল্লেখ না থাকিলে, উহা সর্ব্বদ্রব্যের দ্বিগুণ গ্রহণ করিয়া পাক করিবে। প্রথমে কিঞ্চিৎ জল সহ গুড় বা চিনি জ্বালে চাপাইয়া মোদক পাকের উপযুক্ত হইলে নামাইয়া চূর্ণ সমুদায় তাহাতে ক্রমে ক্রমে প্রক্ষেপ দিয়া দৃঢ় আলোড়ন করতঃ মোদকাকার করিবে, পশ্চাৎ ঘৃত দ্বারা মাড়িয়া লইবে।

তৈল ঔষধাদি ব্যবহারের উপযুক্ত থাকার কাল নির্ণয়।

পক্বঘৃত, মোদক, লেহ ও গুড়িকা ঔষধ এক বৎসরের পর নষ্ট হইয়া যায়। চূর্ণ ঔষধ ৩ মাসের পর নষ্ট হয়। পক্ব তৈল, আসব, অরিষ্ট, পারদ ও লৌহাদি ধাতু দ্রব্য পুরাতন হইলেই অধিক ফলদায়ক হয়।

ঔষধে নূতন পুরাতন জিনীস নির্ব্বাচন।

সমস্ত কার্য্যেই নূতন দ্রব্য গ্রহণ করিবে। কিন্তু ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে গুড়, ঘৃত, মধু, ধান্য, পিপুল ও বিড়ঙ্গ পুরাতনই প্রশস্ত। সর্ব্বত্রই ইক্ষুগুড় গ্রহণীয়। পাণ্ডু, কামলা ও মেহ রোগের ঘৃত নূতন ঘৃত দ্বারা সম্পাদ্য। রসায়নে, ভোজনে, তর্পণে, শ্রান্তিতে ও বলক্ষয়ে কদাচ পুরাতন ঘৃত ব্যবহার করিবে না।

ধাতকী ও লোধ্র পুষ্প পাত্রে অরিষ্ট ও আসবের সন্ধান করিবে। যাহা কাথ দ্বারা সন্ধিত হয় তাহাকে অরিষ্ট এবং যাহা অপক্ব দ্রব দ্রব্য দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহাকে আসব কহে।

ভাবনা বিধি

কাথ দ্বারা ভাবনার উল্লেখ থাকিলে, ঔষধের সম পরিমাণ দ্রব্য গ্রহণ করিয়া অষ্টগুণ জলে পাক করতঃ অষ্টম ভাগ থাকিতে নামাইয়া তদ্দ্বারা ভাবনা দিবে। ভাবনার বারের উল্লেখ না থাকিলে ৭ বার ভাবনা বিধি। দ্রব দ্রব্যদ্বারা মর্দ্দন করিয়া সমস্ত দিন রৌদ্রে শুষ্ক এবং রাত্রিতে শিশির সিক্ত করাকে ভাবনা কহে। এই ক্রিয়াতে ঔষধের শক্তি বর্দ্ধিত হয়। ভাবনা শুদ্ধ না হইলে ঔষধ হীনগুণ বা নষ্ট হইয়া যায়।

পরিশিষ্ট অধ্যায়।

শ্রীমন্মথ রস

(রসায়ন ও বাজীকরণাধিকারে)

রস, গন্ধক, অভ্র, বঙ্গ, কর্পূর, বিভাতক, স্বর্ণ, গোক্ষুর প্রত্যেকে ২ তোলা, শতমূলী চূর্ণ ॥০ তোলা, বেড়েলা ॥০ তোলা, গোরক্ষচাকুলে ॥০ তোলা, জায়ফল ১ তোলা, ক্ষীরবিদারী ১ তোলা, কঙ্কোল ১ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, শুক্রশিম্বি বীজ ১ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা, একত্রে জলদ্বারা মাড়িয়া ৯ রতি বটী করিবে। অনুপান—দুগ্ধ ও চিনি।

রসায়ন শ্রেষ্ঠ এই ঔষধের গুণের তুলনা নাই। বৃদ্ধ ব্যক্তিও ইহা সেবনে যুবকের ন্যায় ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। লিঙ্গ শৈথিল্য দূর করিতে, বলবীর্য্য বৃদ্ধি করিতে ইহার অসাধারণ ক্ষমতা।

পাক মকরধ্বজ

জাতিফল ৮ তোলা, লবঙ্গ ৮ তোলা, কর্পূর ৮ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, রসসিন্দুর ৮ তোলা, স্বর্ণসিন্দুর ৮ তোলা, কস্তুরী ॥০ তোলা, সোণা ॥০ তোলা, হীরা ॥০ তোলা, মুক্তা ॥০ তোলা, প্রবাল ॥০ তোলা, জল দ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—পানের রস।

অতিসার, পুরাতন গ্রহণী রোগে, বিশেষতঃ বৃদ্ধব্যক্তির আমজ গ্রহণীতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। শুক্রতারল্য দোষেও এই ঔষধ পরীক্ষিত।

বাতরাক্ষসী তৈল

(অনুভূতিক মতে)

রাস্না, বিষকাটালি, হাড়ভাঙ্গা, এড়ণ্ডমূল, সেফালি, মরিচ, গন্ধভাদাল, প্রত্যেক /।৶ সোণা রসোন /১।৶, জল ৩২ সের শেষ ৮ সের, তিল তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—মনঃশিলা, যষ্টী, কুড়, করবীমূল, বৃদ্ধদারক, জটামাংসী, চিতামূল, পিপুল, শুঁঠী, তালপত্র প্রত্যেক ০ ছটাক ১৬ সের জল দিয়া পাক করিতে হইবে। ইহা রসবাত ও সর্বপ্রকার বাতবেদনায় মহৌষধ।

ক্ষয়কুলান্তক রস

(যক্ষ্মা অধিকারে)

স্বর্ণসিন্দুর ৷/০ আনা, স্বর্ণ, মুক্তা, লৌহ, কস্তুরী, সোহাগা, শ্বেতধুনা, প্রত্যেক /১০ রী। জলের সহিত ২ রতি বটী করিবে। বাসকের মূলের ছালের রস, বা তালিশের রস বেণু বাটা ও মধু অনুপানে সেব্য।

ভল্লাতক শোধন বিধি।

ইহাকে চলিত কথায় ভাবলা বা ভেলার মুটি বলে। অর্শোরোগে ইহা বিশে কার্য্যকারী। এই বিষাক্ত দ্রব্যের শোধন উত্তমরূপে সম্পন্ন হওয়া কঠিন। এজন্ত আজ ইহার পরিবর্ত্তে রক্তচন্দন বা শুক্ত হইয়া থাকে। যে ভল্লাতক জলে নিক্ষেপ করি নিমজ্জিত হয় তাহাই ব্যবহার্য্য। ইষ্টক চুর্ণ সহ ঘর্ষণ করিলে ইহা বিশুদ্ধ হয়। মত নারিকেল জলে ১ দিন ভিজাইয়া রাখিলে বিশুদ্ধ হয়। প্রথমতঃ ইষ্টক চুর্ণে ঘ করিয়া উপরের অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পশ্চাৎ নারিকেল জলে ভিজাইয়া রাখাই কর্ত্তব্য।

অথ পারিভাষিকশব্দ।

জীবনীয় দশক। যথা—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকো ক্ষীর কাকোলী মুগানী, মাষানী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু। এই দশটী দ্রব্যকে জীবনীয় দশ বা জীবনীয়গণ কহে।

জীবকাদি অষ্টবর্গ। যথা—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকো ক্ষীর কাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি এই আটটী দ্রব্যকে জীবকাদি অষ্টবর্গ, জীবনীয়া বা অষ্টবর্গ বলে।

বৃহৎ পঞ্চমূল। যথা—বিষমূলেরছাল, নাগেশোণা, গাম্ভারীছাল, পারুলছা গনিয়ারীছাল।

স্বল্প পঞ্চমূল। যথা—শালপানি, চাকুলে বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর।

দশমূল। যথ—বৃহৎ পঞ্চমূল ও স্বল্প পঞ্চমূলের দ্রব্য সমষ্টিকে দশমূল কহে।

ত্রিফলা। যথ—হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া।

ত্রিকটু। যথা শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ;

ত্রিজাতক বা ত্রিসুগন্ধি। যথা—দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, ইহার স নাগকেশর যোগ করিলে চতুর্জাতক কহে।

ত্রিমদ যথা—বিড়ঙ্গ, মুতা ও রক্তচিতেমূল।

তৃণ পঞ্চমূল। যথা—কুশমূল, কাশমূল, শরমূল, ইক্ষুমূল ও উলুখড়ের মূ

পঞ্চলবণ। যথা—কর্‌কচ, সৈন্ধব, বিট, সামুদ্র ও সৌবর্চ্চলকে পঞ্চলবণ বলে

পঞ্চতিক্ত। যথা—নিম, পলতা, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বাসক এই ৫ টি পঞ্চতিক্ত বলে।

পঞ্চপিত্ত। যথা—বরাহ, মহিষ, ছাগ, মৎস্য ও ময়ূরের পিত্ত।

ক্ষারাষ্টক—পলাশ, সিজ, আপাং, তেঁতুল, আকন্দ, তিলনাল ও যব এই ক্ষার ও সর্জ্জিকাক্ষার একত্রে ক্ষারাষ্টক নামে অভিহিত হয়।

সম্পূর্ণ।